সতর্কীকরণ।

আদি-আয়ুর্ব্বেদ মেসিন যন্ত্রে শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
৬০/১ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পুরাকালে তপঃপ্রভাবসম্পন্ন পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ নির্ম্মল জ্ঞানপ্রভাবে শাস্ত্রের যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায়ের সত্যতা বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা গণিত, দর্শন ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও সম্যক্ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বীজগণিত প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রে যে সমস্ত অঙ্ক-সাধন প্রণালী, ন্যায় প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে পদার্থনির্ণয় পদ্ধতি এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র সমুদায়ে গ্রহণাদি গণনা করিবার যে সমস্ত আশ্চর্য্য উপায় নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সকলের সত্যতা বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই; তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত ঐ সমস্ত তত্ত্বের অভ্রান্ততা অদ্যাপি সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। কতকগুলি লোকের এই ভ্রম আছে যে, সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসাপদ্ধতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বর্ত্তমান সময়ের উপযুক্ত নহে। যাঁহারা উল্লিখিত বিদ্যা সমস্তের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, একথা কতদূর সঙ্গত, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বিবেচনা করিতে সমর্থ। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা শারীরস্থান ও অস্ত্রচিকিৎসা প্রকরণেরই বাহুল্যরূপে দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঔপধেনব, ঔরভ্র, সৌশ্রুত ও পৌষ্কলাবত প্রভৃতি শল্যতন্ত্র দর্শন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ভ্রম দূর হইতে পারে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ শবচ্ছেদন পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে শারীরস্থানের উপদেশ প্রদান করিতেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, * আমরা এই গ্রন্থমধ্যে তদ্বিষয়ক অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। ঐ সমস্ত শল্যতন্ত্রে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে; শবচ্ছেদন না করিলে কোন প্রকারেই চিকিৎসাকার্য্য শিক্ষা হয় না এবং যিনি শবচ্ছেদ না করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তিনি যমদূতসদৃশ। প্রাচীনকালে কাশীরাজ ধন্বন্তরি, শস্ত্র-চিকিৎসা বিদ্যার অতি আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তদবধি তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা ধান্বন্তরীয় বা শস্ত্রচিকিৎসক (Surgeons) বলিয়া বিখ্যাত হন। শস্ত্র-সাধ্য রোগ সমস্তে যেখানে যেরূপ শস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, শস্ত্রপ্রয়োগকালে যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন, শস্ত্র প্রয়োগ করিবার প্রণালী, শল্যোদ্ধারের নিয়ম ইত্যাদি বহুতর বিষয়ের যেরূপ বর্ণনা ঐ সকল শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহা পাঠ করিলে আয়ুর্ব্বেদীয় শারীরস্থান ও অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যা আধুনিক পাশ্চাত্য শারীর বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া বিবেচনা হয় না। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে নরপতিগণের পরস্পর বাণযুদ্ধের প্রথা প্রচলিত ছিল, যুদ্ধকালে চিকিৎসকগণ যুযুৎসু দিগের সমভিব্যাহারে থাকিয়া কোন যোদ্ধার শরীর হইতে বাণফলকাদি শল্যোদ্ধরণ, কাহারও রক্তস্রাব নিবারণ, কাহারও কোন আহত অঙ্গ চ্ছেদন এবং ক্ষতাদির

---

* সুবিখ্যাত ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব মহোদয় তাঁহার হিন্দু সিস্‌টেম্ অব্ মেডিসিন্ নামক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, রীতিমত শবচ্ছেদ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের শারীরস্থান লিখিত হইয়াছে। **Commentary on the Hindu System of Medicine By Dr. T, A. Wise, M. D. new Issue, London 1860. page XVI.**

চিকিৎসাকরণ ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ধান্বন্তরীয় চিকিৎসকগণ ব্রণ-চিকিৎসার ন্যায় ধাত্রীবিদ্যাতেও বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শস্ত্রক্রিয়ার ন্যায় অগ্নিকর্ম্ম, ক্ষারপ্রয়োগ ও জলৌকাবচরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার নিয়মও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উৎকৃষ্টরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। শস্ত্রাদিসাধ্য রোগসকলের প্রতিকারের ন্যায় স্নেহাদি ক্রিয়াসাধ্য রোগ সকলের প্রতিকারের উপায়ও আশ্চর্য্য-রূপে নির্ণীত আছে। জীর্ণরোগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদসম্মত চিকিৎসার বিশেষ উপ-যোগিতা বোধ হয় অপর সাধারণের অবিদিত নাই। এ বিষয়ে অধিক বাগাড়ম্বর করা বাহুল্যমাত্র, আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলিতে পারি, রোগ নির্ণয়, ঔষধ প্রয়োগ, বস্তি-কর্ম্ম, শস্ত্রচিকিৎসা ও রসায়ন প্রভৃতি চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সমুদায় বিষয়ই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অতি সুন্দর ও সম্যকরূপে বিবৃত আছে। রাসায়নিক গ্রন্থ সকলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সংযোগ ও বিয়োগ এবং তাহাদের সংযোগ ও বিয়োগ হেতু উৎপন্ন নূতন নূতন গুণ ও ক্রিয়া ইত্যাদি রাসায়নিক নিয়ম সমস্ত বিশদরূপে ও সুপ্রণালীক্রমে বিবৃত আছে; বিশেষতঃ পারদের সংস্কার ও সমুদায় রোগেই তাহার অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবার যে অত্যাশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, বোধ হয় সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রই এবিষয়ে আয়ুর্ব্বেদের নিকট পরাজিত। পারদ সেবন জন্য ভবিষ্যৎ বিকৃতিসংঘটন, ভিন্নদেশীয় চিকিৎসা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বোধ হয়, কাহারও শ্রুতমাত্রও ছিল না। যাহা হউক ইহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, চিকিৎসা-সম্বন্ধে কোন বিষয়ের জন্য আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদ পরিত্যাগ করিয়া অন্য জাতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের আশ্রয় লইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়-দিগের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত চিকিৎসা ভিন্ন অপর চিকিৎসা নিশ্চয় অনিষ্ট ফলোৎ-পাদক, যাহারা যে দেশের লোক, তাহাদের পক্ষে তদ্দেশীয় ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতিই শুভকর। আমাদিগের পীড়াকালে যে ভিন্ন দেশীয় অতি তীব্র বা হীনবল ঔষধ এবং বিভিন্ন প্রণালীর চিকিৎসাপদ্ধতি স্বাস্থ্য প্রদানের উপযোগী হইবে, ইহা কোনমতেই সম্ভাবিত নহে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অতি প্রাচীনকাল হইতে অব্যভিচারিভাবে সকলের সমাদৃত ও ক্রমশই উন্নতিশালী হইয়া আসিতেছিল। মধ্যে যবনজাতি কর্ত্তৃক রাষ্ট্রবিপ্লবরূপ দারুণ বাত্যায় ইহা ছিন্ন ভিন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া ক্রমশঃ হতগৌরব হয়। আয়ুর্ব্বেদসম্মত অন্যবিধ চিকিৎসা অপেক্ষা অস্ত্রচিকিৎসায় হঠাৎ বিপৎ সম্ভাবনা হেতু দণ্ডভয়ে ও রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে উৎসাহপ্রাপ্তির অভাবে সেই সময় হইতেই ইহা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই লুপ্ত হইয়াছে। যখন যে জাতি যে দেশে রাজপদ লাভ করে, তখন সে দেশে সেই জাতীয় আচার, ব্যবহার ও চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি সমুদায়ই, বাহুল্য-রূপে প্রচলিত হইয়া থাকে। এই কারণে একাল পর্য্যন্ত ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় আয়ুর্ব্বেদের শক্তি লোকের একপ্রকার অলক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

উল্লিখিত নানা কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি একপ্রকার তিরোহিত হইয়া-ছিল বটে, কিন্তু আধুনিক কৃতবিদ্যগণের এবং অপরাপর লোকের এই চিকিৎসার প্রতি

কিছু অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে, তাহার কারণ তাঁহারা ক্রমাগত ভিন্ন জাতীয় ঔষধ সেবন ও ভিন্ন জাতীয় নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিহীন, দুর্ব্বল ও অবসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহাদিগের পক্ষে ভিন্ন জাতীয় চিকিৎসার দোষ ও স্বজাতীয় চিকিৎসার গুণ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা আরও আহ্লাদের বিষয় যে অনেক মোগল, ইহুদি ও ইংরাজ প্রভৃতিও এই চিকিৎসার আশ্রয় লইতেছেন। এই সমস্ত লক্ষণ দর্শনে বোধ হইতেছে যে, পুনরায় ভারতে আয়ুর্ব্বেদজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইবার শুভ সময় উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু এই বিলুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার ও প্রকৃত উন্নতি-করণের অনেকগুলি অন্তরায় আছে, তন্মধ্যে দেশীয় ভাষায় ইহার পাঠ্যগ্রন্থ প্রচার ও একটী রীতিমত বিদ্যালয় সংস্থাপন যত দিন না হইবে, তাবৎ ইহার প্রকৃত উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বুৎপত্তিলাভ করা বড় সহজ নহে। আর এক খানিও এমন গ্রন্থ নাই যাহাতে সমুদায় বিষয়ই পাওয়া যায়, আবার ঐ সকল গ্রন্থে এরূপ অনেক বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে, যে সমুদায় শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় ও অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সকল একত্র সঙ্কলন করিয়া দেশীয় ভাষায় ইহার গ্রন্থ প্রচার নিতান্ত আবশ্যক।

আমরা এই অভাব কিয়দংশে দূর করিবার অভিপ্রায়ে চরক, সুশ্রুত, আত্রেয়-সংহিতা, হারীত, বাগভট, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্নাকর, ধন্বন্তরী, নির্ঘণ্ট ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি নানা আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে শল্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসা, রসায়ন ও বাজীকরণ প্রভৃতি যে অষ্ট বিভাগ আছে, আমরা তৎসমুদায় সবিস্তারে সংস্কৃত মূল ও তাহার বঙ্গভাষায় অনুবাদের সহিত নিম্নলিখিত চারিটী স্থানে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। সেই চারিটী স্থান এই যথা—১ম সূত্রস্থান, ২য় শারীরস্থান, ৩য় দ্রব্যস্থান এবং চতুর্থ নিদানচিকিৎসিত স্থান। সূত্রস্থানে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের ইতিহাস, পরিভাষা, রোগপরীক্ষার নিয়ম, চিকিৎসাপদ্ধতি, শস্ত্রাদির লক্ষণ, প্রয়োজন, আকৃতি, ধাতু প্রভৃতির শোধন ও জারণাদির নিয়ম ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শারীরস্থানে শারীরিক যন্ত্র ও শরীরনির্ম্মাপক উপাদান সমস্তের সংস্থিতি, আকৃতি, ক্রিয়া, দেহ রক্ষার উপযোগিতা, ইহাদের বিকৃতিকালীন ক্রিয়া ইত্যাদি সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। দ্রব্যস্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ব্যবহৃত দ্রব্য সকলের পর্য্যায়, গুণ, স্বরূপ, প্রয়োগ, মাত্রা ও যাহার যে অংশ গ্রহণীয় ইত্যাদি বিষয় সমস্ত বিস্তারিত ও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। নিদান-চিকিৎসিত স্থানে প্রত্যেক রোগের উৎপত্তির কারণ, সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, ভাবি ফল, প্রত্যেক অবস্থার বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, শস্ত্রসাধ্য রোগ সকলে শস্ত্র প্রয়োগ প্রণালী ইত্যাদি বিষয় সবিস্তার ও অতি বিশদভাবে বর্ণনা করা হইতেছে। এই শেষোক্ত স্থানে মূঢ় গর্ভাহরণ প্রথা, প্রসূতি ও শিশুদিগের চিকিৎসা, গর্ভাবস্থায় প্রতিপাল্য নিয়ম, শিশুপালন পদ্ধতি, সর্প, বৃশ্চিক, কুক্কুরাদির দংশন, বিষভক্ষণ, উদ্বন্ধন, জলমজ্জন ইত্যাদি কারণে মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা প্রভৃতি নানা বিষয় সুপ্রণালী ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ

বিজ্ঞানের এই চারিখণ্ডেই উপযুক্ত স্থলে প্রয়োজন মত আবশ্যক চিত্র সমস্ত সন্নিবিষ্ট আছে। তন্মধ্যে সূত্রস্থানে যন্ত্র ও শস্ত্রাদির চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। শারীরস্থানে কঙ্কাল, ধমনী-ব্যূহ, স্নায়ুমণ্ডলী, মস্তিষ্ক, হৃদয়, উদর (পাকস্থালী ও যকৃৎ প্রভৃতি), স্ত্রী ও পুং জননেন্দ্রিয়, অন্ত্রবৃদ্ধি এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের আকৃতি ও অঙ্গসংস্থিতি ইত্যাদির এবং মূঢ়গর্ভ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় চিত্র সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিকন্তু এই চারি খণ্ডেই সংস্কৃত মূলগ্রন্থোক্ত বিষয় ভিন্ন আমাদিগের বহুকালের চিকিৎসা দ্বারা যে সকল অভিনব জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, তদ্বিষয়ক অনেক কথাও সন্নিবিষ্ট আছে। উল্লিখিত চারিখণ্ড অধ্যয়ন করিলে মূল আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য কোন কথাই অপরিজ্ঞাত থাকিবে না। এক্ষণে সহৃদয় মহোদয়গণ সমীপে সবিনয়ে প্রার্থনা এই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ইহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করেন।

উপসংহারকালে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে; প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ সকল অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকের অনুবাদ ও সঙ্কলন সময়ে মদীয় পিতৃব্য আয়ুর্ব্বেদবিশারদ সুবিখ্যাত চিকিৎসক পূজ্যপাদ চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত কবিরাজ মহোদয় ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ ও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি প্রাচীন গ্রন্থোক্ত দুরূহ ও কূট অর্থ সকলের ব্যাখ্যা এবং মীমাংসা বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদেই আমি এই গ্রন্থ বিদ্বজ্জনসমাজে অর্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি।

এস্থলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক পূজ্যপাদ পণ্ডিত যোগীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুরূহ ও প্রাচীনতম সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ সমূহের মর্ম্মোদ্ভেদপূর্ব্বক ইহার সঙ্কলন ও অনুবাদ বিষয়ে বিস্তর পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়াছেন। তৎকৃত উপকার আমি কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না।

পরিশেষে বক্তব্য এই আমার ভ্রাতা পরম স্নেহাস্পদ দয়ালচাঁদ সেন, কালীশঙ্কর সেন, কালীকিঙ্কর সেন, শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ সেন এবং পূজ্যপাদ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সাতজন চিকিৎসকের নিকট হইতে আমি এই পুস্তকের সঙ্কলনাদি বিষয়ে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য ইহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান গ্রন্থ তৃতীয়বার মুদ্রিত হইল। এবারে ইহার কলেবর অপেক্ষাকৃত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীরামগোপাল কবিরত্ন মহাশয় এবং আমার পুত্রপ্রাণাধিক শ্রীমান্ আশুতোষ সেন কবিরাজ ইহার সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন ও মুদ্রণ বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা,
আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
আষাঢ় ১৩০৫ সাল।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজস্য।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান গ্রন্থ চতুর্থবার মুদ্রিত হইল। এবারে সাধারণের সুবিধার জন্য অক্ষর গুলির আকার পূর্ব্বাপেক্ষা বড় করা হইল।

কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন, কবিভূষণ।

সূচীপত্রম্।

যন্ত্রবিধিঃ।

শস্ত্রবিধিঃ।

ধাতুমারণবিধিঃ ।

যন্ত্র প্রকরণম্ ।

ধাতবঃ ।

উপধাতবঃ ।

রস প্রকরণম্ ।

উপরসাঃ ।

রত্নানি ।

উপরত্নানি ।

বিষাণি ।

উপবিষাণি ।

ইতি আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানে সংস্কৃত সূচীপত্রং সম্পূর্ণম্ ।

বাঙ্গালা সূচীপত্র।

যন্ত্রবিধি।

উপরস।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানম্।

মঙ্গলাচরণম্।

মায়াচক্রৈর্বিশালৈঃ সৃজতি জগদিদং রক্ষতি প্রোচ্ছিনত্তি
চণ্ডঃ সৌম্যো লঘিষ্ঠো গুরুরতিশয়িতঃ স্থূলসূক্ষ্মাকৃতির্যঃ।
ইচ্ছালীলাবিহারী ত্রিগুণমতিগতো বিশ্বরূপঃ পুরাণ-
স্তং বন্দেঽহং ধরায়াং প্রণিপতিতবপুঃ প্রাঞ্জলির্বিস্মিতাত্মা॥

সূত্রস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

আয়ুর্ব্বেদস্য লক্ষণং নিরুক্তিশ্চ।

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥
অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্বিন্দতি বেত্তি চ।
তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ॥

যে শাস্ত্রে আয়ুর শুভাশুভ, ব্যাধির নিদান ও তাহার প্রশমনোপায় বর্ণিত থাকে, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে। আয়ুর্ব্বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যথা, আয়ুস্ (জীবিত কাল), বিদ্ ধাতু (জ্ঞানার্থ), ইহার দ্বারা আয়ুঃসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া ইহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে।

আয়ুর্ব্বেদাবতরণম্।

আয়ুর্ব্বেদাগমনং ক্রমেণ যেনাভবদ্ ভূমৌ।
প্রথমং লিখামি তদহং নানাতন্ত্রাণি সংদৃশ্য॥

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যেরূপে ক্রমশঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে, নানা শাস্ত্র পরিদর্শন পূর্ব্বক প্রথমে তাহা লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মণঃ প্রাদুর্ভাবঃ।

বিধাতাথর্ব্বসর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীমৃজুম্॥
ততঃ প্রজাপতিং দক্ষং দক্ষং সকলকর্ম্মসু।
বিধির্ধীনীরধিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমুপাদিশৎ॥

সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশে অভিলাষী হইয়া লক্ষশ্লোকযুক্ত অতি প্রাঞ্জল এক আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা প্রণয়ন করেন, উহার নাম ব্রহ্মসংহিতা। সংহিতা প্রণয়নানন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বকার্য্যকুশল দক্ষপ্রজাপতিকে উহার সমস্ত অংশ শিক্ষা প্রদান করেন।

দক্ষপ্রাদুর্ভাবঃ।

অথ দক্ষঃ ক্রিয়াদক্ষঃ স্বর্বৈদ্যৌ বেদমাদ্বয়ঃ।
বেদয়ামাস বিশ্বাংসৌ সূর্য্যাংশৌ সুরসত্তমৌ॥

অনন্তর ক্রিয়াকুশল দক্ষপ্রজাপতি, জ্ঞানসম্পন্ন দেবশ্রেষ্ঠ সূর্য্যাংশসম্ভূত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। উহার নাম দক্ষসংহিতা।

অশ্বিনীকুমারপ্রাদুর্ভাবঃ।

দক্ষাদধীত্য দস্রৌ বিতন্বতুঃ সংহিতাং স্বীয়াম্।
সকলচিকিৎসকলোকপ্রতিপত্তিবিবৃদ্ধয়ে ধন্যাম্।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় দক্ষের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া চিকিৎসকগণের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত এক অতি উৎকৃষ্ট সংহিতা প্রণয়ন করেন। উহার নাম অশ্বিনীকুমারসংহিতা। উহাতে অভূতপূর্ব্ব চিকিৎসাবিধি বিশদরূপে বর্ণিত ছিল।

স্বয়ম্ভুবঃ শিরশ্ছিন্নং ভৈরবেণ রুষাথ তৎ।
অশ্বিভ্যাং সংহিতং তস্মাৎ তৌ জাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ॥
দেবাসুররণে দেবা দৈত্যৈর্যে সক্ষতাঃ কৃতাঃ।
অক্ষতাস্তে কৃতাঃ সদ্যো দস্রাভ্যামদ্ভুতং মতং॥
বজ্রিণোঽভূদ্ ভুজস্তম্ভঃ স দস্রাভ্যাং চিকিৎসিতঃ।
সোমাগ্নিপতিতশ্চন্দ্রস্তাভ্যামেব সুখীকৃতঃ॥
বিশীর্ণা দশনাঃ পুষ্ণো নেত্রে নষ্টে ভগস্য চ।
শশিনো রাজযক্ষ্মাভূদশ্বিভ্যাং তে চিকিৎসিতাঃ॥
ভার্গবশ্চ্যবনঃ কামী বৃদ্ধঃ সন্ বিকৃতিং গতঃ।
বীর্য্যবর্ণস্বরোপেতঃ কৃতোঽশ্বিভ্যাং পুনর্যুবা॥
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভির্ভিষজাং বরৌ।
বভূবতুর্ভৃশং পূজ্যাবিন্দ্রাদীনাং দিবৌকসাম্॥

একদা মহাদেব ক্রোধপরবশ হইয়া ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় অদ্ভুত ক্ষমতা দ্বারা উহা পুনর্ব্বার সংযোজিত করিয়া দেওয়াতে তদবধি যজ্ঞাংশভাগী হইয়াছেন। দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যেরা দেবগণকে ক্ষত বিক্ষত করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবগণকে এক দিবসের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে সুস্থ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভুজস্তম্ভরোগে প্রপীড়িত হইলে অশ্বিনীকুমারের চিকিৎসায় স্বাস্থ্যলাভ করেন। নিশাকর সোমমণ্ডলভ্রষ্ট হইয়া পতিত ও আহত হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় চন্দ্রকে সুস্থ করেন। ইঁহারা সূর্য্যকে দন্তরোগ হইতে, ভগদেবকে নেত্ররোগ হইতে ও চন্দ্রকে রাজযক্ষ্মা রোগ হইতে মুক্ত করেন। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ভৃগুপুত্র মহর্ষি চ্যবন জরাগ্রস্ত হইলে উঁহারা চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলবীর্য্য ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন যুবা করিয়া ছিলেন। ঈদৃশ বিবিধ কার্য্য দ্বারা ভিসগ্বর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্রাদি দেবগণের মাননীয় হইয়াছিলেন।

ইন্দ্রপ্রাদুর্ভাবঃ।

সংদৃশ্য দস্রয়োরিন্দ্রঃ কর্ম্মাণ্যেতানি যত্নবান্।
আয়ুর্ব্বেদং নিরুদ্বেগস্তৌ যযাচে শচীপতিঃ॥
নাসত্যৌ সত্যসঙ্কেন শক্রেণ কিল যাচিতৌ।
আয়ুর্ব্বেদং যথাধীতং দদতুঃ শতমন্যবে॥
নাসত্যাভ্যামধীত্যৈষ আয়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।
অধ্যাপয়ামাস বহূনাত্রেয়প্রমুখান্ মুনীন্॥

ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এতাদৃশ অদ্ভুত কর্ম্মসমূহ দর্শন করিয়া অত্যন্ত আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাঁহারা দেবরাজের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। ইন্দ্র, উঁহাদিগের নিকট হইতে যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণকে শিক্ষা প্রদান করেন।

আত্রেয়প্রাদুর্ভাবঃ।

একদা জগদালোক্য গদাকুলমিতস্ততঃ।
চিন্তয়ামাস ভগবানাত্রেয়ো মুনিপুঙ্গবঃ।
কিং করোমি ক গচ্ছামি কথং লোকা নিরাময়াঃ।
ভবন্তি সাময়ানেতান্ন শক্নোমি নিরীক্ষিতুম্।
দয়ালুরহমত্যর্থং স্বভাবো দুরতিক্রমঃ।
এতেষাং দুঃখতো দুঃখং মমাপি হৃদয়েঽধিকম্।

আয়ুর্ব্বেদং পঠিষ্যামি মৈত্রক্ত্যায় শরীরিণাম্ ।
ইতি নিশ্চিত্য গতবানাত্রেয়স্ত্রিদশালয়ম্ ॥
তত্র মন্দিরমিন্দ্রস্য গত্বা শক্রং দদর্শ সঃ ।
সিংহাসনসমাসীনং স্তূয়মানং সুরর্ষিভিঃ ॥
ভাসয়ন্তং দিশো ভাসা ভাস্করপ্রতিমং ত্বিষা ।
আয়ুর্ব্বেদমহাচার্য্যং শিরোধার্য্যং দিবৌকসাম্ ॥
শক্রস্তু তং নিরীক্ষ্যৈব ত্যক্তসিংহাসনো যযৌ ।
তমগ্রে পূজয়ামাস ভৃশং ভূরিতপঃকৃশম্ ॥
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্ ।
স মুনির্বক্তুমারেভে নিজাগমনকারণম্ ॥
দেবরাজ ! ন জানাতি দিব এব যতো ভবান্ ।
বিধাত্রা বিহিতো যত্নাৎ ত্রিলোকীলোকপালকঃ ॥
ব্যাধিভির্ব্যথিতা লোকাঃ শোকাকুলিতচেতসঃ ।
ভূতলে সন্তি সন্তাপাস্তেষাং ত্বং কৃপাং কুরু ॥
আয়ুর্ব্বেদোপদেশং মে কুরু কারুণ্যতো নৃণাম্ ।
তথেত্যুক্ত্বা সহস্রাক্ষোঽধ্যাপয়ামাস তং মুনিম্ ॥
মুনীন্দ্র ইন্দ্রতঃ সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমধীত্য সঃ ।
অভিনন্দ্য তমাশীর্ভিরাজগাম পুনর্মহীম্ ॥
অথাত্রেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠো ভগবান্ করুণাকরঃ ।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে নরচক্রানুকম্পয়া ॥
ততোঽগ্নিবেশং ভেলঞ্চ জাতূকর্ণং পরাশরম্ ।
ক্ষারপাণিঞ্চ হারীতমায়ুর্ব্বেদমপাঠয়ৎ ॥
তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমমগ্নিবেশোঽভবৎ পুরা ।
ততো ভেলাদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং কৃতানি চ ॥
শ্রাবয়ামাসুরাত্রেয়ং মুনিবৃন্দেন বন্দিতম্ ।
শ্রুত্বা চ তানি তন্ত্রাণি হৃষ্টোঽভূদত্রিনন্দনঃ ॥
যথাবৎ সূত্রিতং তস্মাৎ প্রহৃষ্টা মুনয়োঽভবন্ ।
দিবি দেবর্ষয়ো দেবাঃ শ্রুত্বা সাধ্বিতি তেঽব্রুবন্ ॥

একদা মুনিপুঙ্গব আত্রেয়, সমুদায় জগৎ রোগাকুল নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে লোকসকল নিরাময় হইবে, ইহাদিগের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। পরম কারুণিক ভগবান্ আত্রেয়, কাতর হৃদয়ে বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন, আমি জীবগণের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিব, ইহা স্থির করিয়া ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন, দেখিলেন, সূর্য্যপ্রতিম দেবর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান, ত্রিদশশিরোমণি, আয়ুর্ব্বেদমহাচার্য্য ইন্দ্র, সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দেহপ্রভায় দশদিক্ প্রভাসিত করিতেছেন। এমন সময় মহর্ষি আত্রেয় তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্র, তপঃকৃশ ভগবান্ আত্রেয়কে দর্শন করিয়া ব্যগ্রতা সহকারে সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার কুশল ও আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিপ্রবর আত্রেয়, দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া আপনার আগমন কারণ বলিতে লাগিলেন। হে দেবরাজ! ত্রিদশেশ্বর! আপনি কেবল মাত্র স্বর্গের রাজা নহেন, বিশ্বপতি বিধাতা আপনাকে ত্রিভুবনেরই রাজ্যপদ প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি আপনার রাজ্যান্তর্গত মর্ত্তভূমির অতিশয় দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তত্রত্য জীবগণ ব্যাধিনিপীড়িত ও শোকব্যাকুল হইয়া অত্যন্ত যাতনা পাইতেছে। হে দেব! কৃপা পূর্ব্বক তাহাদিগের এই নিদারুণ সন্তাপ নাশ করুন। আমি তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া আপনার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা পরিপূরণ করুন। সহস্রাক্ষ তাঁহার প্রার্থনানুসারে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। মুনীন্দ্র আত্রেয় ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক পৃথিবীতে প্রতিগমন করিলেন এবং অতি যত্নে ভূলোকবাসিদিগকে নিরাময় করিলেন। ক্রমে অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর,

ক্ষারপাণি ও হারীত ইঁহারা করুণহৃদয় ভগবান্ আত্রেয়ের নিকট হইতে তৎকৃত সংহিতা পাঠ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অগ্রে অগ্নিবেশ ও তৎপরে ভেলাদি ঋষিগণ এক এক খানি আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া মুনিগণের বন্দনীয় গুরু আত্রেয়কে শ্রবণ করাইলেন। অত্রিনন্দন তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন এবং অন্যান্য মহর্ষি, দেবর্ষি ও দেবগণও শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

ভরদ্বাজপ্রাদুর্ভাবঃ।

বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাম।
তপঃস্বাধ্যায়ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম ॥
তদা ভূতেষ্বনুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে ॥
ভরদ্বাজোঽঙ্গিরা গর্গো মরীচির্ভৃগুভার্গবৌ।
পুলস্ত্যোঽগস্তিরসিতো বশিষ্ঠঃ সপরাশরঃ ॥
হারীতো গৌতমঃ সাংখ্যো মৈত্রেয়শ্চ্যবনোঽপিচ।
জমদগ্নিশ্চ গার্গ্যশ্চ কশ্যপঃ কাশ্যপোঽপিচ ॥
নারদো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়ঃ কপিঞ্জলঃ।
শাণ্ডিল্যঃ সহ কৌণ্ডিল্যঃ শাকুনেয়শ্চ শৌনকঃ ॥
আশ্বলায়নসাংকৃত্যৌ বিশ্বামিত্রঃ পরীক্ষকঃ।
দেবলো গালবো ধৌম্যঃ কাম্যকাত্যায়নাবুভৌ ॥
কাঙ্কায়নো বৈজপায়ঃ কুশিকো বাদরায়ণঃ।
হিরণ্যাক্ষশ্চ লৌগাক্ষিঃ শরলোমা চ গোভিলঃ ॥
বৈখানসা বালখিল্যাস্তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো যমস্য নিয়মস্য চ ॥
তপসস্তেজসা দীপ্তা হূয়মানা ইবাগ্নয়ঃ।
সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র পুণ্যাঞ্চক্রুঃ কথামিমাম্ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ ॥
প্রাদুর্ভূতো মনুষ্যাণামন্তরায়ো মহানয়ম্।
কঃ স্যাত্তেষাং শমোপায় ইত্যুক্ত্বা ধ্যানমাস্থিতাঃ ॥
অথ তে শরণং শক্রং দদৃশুর্জ্ঞানচক্ষুষা।
স বক্ষ্যতি শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভুঃ ॥
কঃ সহস্রাক্ষভবনং প্রষ্টুং গচ্ছেৎ শচীপতিম্।
অস্মিন্নর্থে নিযুজ্যোঽহং ভবদ্ভিরিতি যদ্ বচঃ ॥
ভরদ্বাজোঽব্রবীৎ তস্মাদৃষিভিঃ স নিয়োজিতঃ।
ইত্থং স মুনিভির্যোগ্যৈঃ প্রার্থিতো বিনয়ান্বিতৈঃ ॥
ভরদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিদশালয়ম্।
তত্রেন্দ্রভবনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগম্ ॥
দৃষ্টবান্ বৃত্রহন্তারং দীপ্যমানমিবানলম্।
দৃষ্ট্বৈব স মুনিং প্রাহ ভগবান্ মঘবা মুদা ॥
ধর্ম্মজ্ঞ! স্বাগতং তেঽথ মুনিং তং সমপূজয়ৎ।
সোঽভিগম্য জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য সুরেশ্বরম্ ॥
ঋষীণাং বচনং সম্যক্ শ্রাবয়ন্ মুনিসত্তমঃ।
ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ ॥
তেষাং প্রশমনোপায়ং যথাবদ্ বক্তুমর্হসি।
তমুবাচ মুনিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ ॥
জীবেদ্ বর্ষসহস্রাণি দেহী নীরুক্ নিশম্য যম্।
সোঽনন্তপারং ত্রিস্কন্ধমায়ুর্ব্বেদং মহামুনিঃ ॥
যথাবদচিরাৎ সর্ব্বং বুবুধে তন্মনা মুনিঃ।
তেনায়ুঃ সুচিরং লেভে ভরদ্বাজো নিরাময়ম্ ॥
অন্যানপি মুনীংশ্চক্রে নীরুজঃ সুচিরায়ুষঃ।
তত্তন্ত্রজনিতজ্ঞানচক্ষুষা ঋষয়োঽখিলাঃ ॥
গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম্মাণি দৃষ্ট্বা তদ্বিধিমাশ্রিতাঃ।
আরোগ্যং লেভিরে দীর্ঘমায়ুশ্চ সুখসংযুতম্ ॥
আয়ুর্ব্বেদোক্তবিধিনান্যেঽপি স্যুর্মুনয়ো যথা ॥

যৎকালে রোগসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া শরীরিগণের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের এবং আয়ুর বিঘ্নভূত হইয়া উঠিল, তৎকালে মহর্ষিগণ অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া ইহার প্রতিবিধানের উপায় স্থির করিবার নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে সকলে সমবেত হইলেন। সভাস্থলে ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা, গর্গ্য, মরীচি, ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্তি, অসিত, বশিষ্ঠ, পরাশর, হারীত, গৌতম, সাংখ্য, মৈত্রেয়, চ্যবন, জমদগ্নি, গার্গ, কশ্যপ, কাশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিঞ্জল, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, শাকুনেয়, শৌনক, আশ্বলায়ন, সাংকৃত্য, বিশ্বামিত্র, পরীক্ষক, দেবল, গালব,

ধৌম্য, কাম্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, বৈজপায়, কুশিক, বাদরায়ণ, হিরণ্যাক্ষ, লৌগাক্ষি, শরলোমা, গোভিল, বৈখানস ও বালখিল্ল প্রভৃতি ঋষিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সংযম ও নিয়মপরায়ণ, ব্রহ্মজ্ঞানপরিপূর্ণ, তপঃপ্রদীপ্তদেহ, হূয়মান বহ্নি সদৃশ তেজস্বী ঋষিগণ সুখোপবিষ্ট হইয়া এই পবিত্র প্রস্তাব করিলেন, যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রধান উপায় আরোগ্য, কিন্তু রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই আরোগ্য, কুশল ও অকালে জীবন ধ্বংস করিতেছে, ইহাতে মনুষ্যগণের শ্রেয়োলাভের বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত। অতএব কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান করা যায়। এই প্রস্তাবানন্তর ঋষিগণ ধ্যানপরায়ণ হইয়া জ্ঞাননেত্রে দেখিলেন যে, অমরেশ্বর ইন্দ্র ইহার প্রশমোপায় নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। অতএব এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন করিবেন। এই কথা বলিবামাত্র পরম কারুণিক মহর্ষি ভরদ্বাজ কহিলেন, আমি ইহাতে সম্মত আছি। তদনন্তর বিনয়াবনত মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ঋষিপ্রবর ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুররাজ দেবর্ষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। ইন্দ্র, ভরদ্বাজকে দর্শনমাত্র সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার অভ্যর্চ্চনা করিয়া সাদরে স্বাগত ও আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিপ্রবর ইন্দ্রকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া কহিলেন ত্রিদশেশ্বর! ভূলোকে অতি ভয়াবহ পীড়া সকল উপস্থিত হইয়া তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষ অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে, জীবগণ অকালে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতেছে, এই হেতু আমি ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া আপনার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি, কৃপা করিয়া আমাকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইয়া জীবগণকে এই ঘোর বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করুণ। দেবরাজ এই প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রিস্কন্ধ (হেতুলিঙ্গৌষধজ্ঞানাত্মক অর্থাৎ রোগের কারণ, রোগের লক্ষণ ও তাহার ঔষধ জ্ঞাপক) আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ অভিনিবিষ্ট চিত্তে তৎসমুদায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া পৃথিবীতে প্রতিগমন করিলেন। ক্রমে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দ্বারা তিনি এবং অন্যান্য ঋষিগণ ভূতলে আরোগ্য ও দীর্ঘায়ুঃ বিধান করিলেন।

চরকপ্রাদুর্ভাবঃ।

যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ।
তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্॥
অথর্ব্বান্তর্গতং সম্যগায়ুর্ব্বেদঞ্চ লব্ধবান্।
একদা স মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ॥
তত্র লোকান্ গদৈর্গ্রস্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্।
স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্॥
তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ।
অনন্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্॥
সঞ্চিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূব হ।
প্রসিদ্ধস্য বিশুদ্ধস্য বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ।
যতশ্চর ইবায়াতো ন জ্ঞাতঃ কেনচিদ্ যতঃ।
তস্মাচ্চরকনাম্নাসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।
স ভাতি চরকাচার্য্যো দেবাচার্য্যো যথা দিবি।
সহস্রবদনস্যাংশো যেন ধ্বংসো রুজাং কৃতঃ।
আত্রেয়স্য মুনেঃ শিষ্যা অগ্নিবেশাদয়োঽভবন্।
মুনয়ো বহবস্তৈশ্চ কৃতং তন্ত্রং স্বকং স্বকম্।

তেষাং তন্ত্রাণি সংস্কৃত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতা ।
চরকেণাত্মনো নাম্না গ্রন্থোঽয়ং চরকঃ কৃতঃ ।

যৎকালে বিষ্ণু মৎস্যাবতার হইয়া বেদের উদ্ধার করেন, তখন অনন্তদেব সেই স্থলে সাঙ্গ বেদশাস্ত্র ও অথর্ব্ব বেদান্তর্গত সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা অনন্তদেব পৃথিবীর অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত ভূমণ্ডলে আগমন করিলেন। দেখিলেন তথায় মনুষ্যগণ নানাবিধ ব্যাধিতে পরিপীড়িত হইয়া ক্লেশ পাইতেছেন এবং অনেকেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনন্তদেব করুণাপরবশ হইয়া উহাদিগের রোগ-শান্তির উপায় চিন্তা করিয়া মুনিপুত্র-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি চরের ন্যায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে নাই, এই হেতু চরক নামে প্রসিদ্ধ হন। রোগবিধ্বংসক, বিষ্ণুর অংশভূত চরকাচার্য্য স্বর্গস্থ বৃহস্পতির ন্যায় লোক-গণের পূজনীয় হইলেন। আত্রেয়শিষ্য অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ ও যে সকল তন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সুধীবর চরকাচার্য্য সেই সকল তন্ত্রের সংগ্রহ ও সংস্কার করিয়া স্বনামখ্যাত চরক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন।

ধন্বন্তরিপ্রাদুর্ভাবঃ।

একদা দেবরাজস্য দৃষ্টির্নিপতিতা ভুবি ।
তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভির্ভৃশপীড়িতাঃ ।
তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্য দয়য়া পরিপীড়িতম্ ।
দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ শক্রো ধন্বন্তরিমুবাচ হ ।
ধন্বন্তরে ! সুরশ্রেষ্ঠ ! ভগবন্ ! কিঞ্চিদুচ্যতে ।
যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরো ভব ।
উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুরা ।
ত্রৈলোক্যাধিপতির্বিষ্ণুরভূন্মৎস্যাদিরূপবান্ ॥
তস্মাৎ ত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপো ভব ।
প্রতিকারায় রোগাণামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয় ॥
ইত্যুক্তা সুরশার্দ্দুলঃ সর্ব্বভূতহিতেপ্সয়া।
সমস্তমায়ুষো বেদং ধন্বন্তরিমুপাদিশৎ ।
অধীত্য চায়ুষো বেদমিন্দ্রাদ্ ধন্বন্তরিঃ পুরা ।
আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনি ॥
নাম্না তু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ ।
বাল এব বিরক্তোঽভূচ্চচার সুমহত্তপঃ ॥
যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপম্ ।
ততো ধন্বন্তরির্লোকৈঃ কাশীরাজোঽভিধীয়তে ॥
চিত্তায় দেহিনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতামুনা ।
অয়ং বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতাং তামপাঠয়ৎ ।

একদা দেবরাজ ইন্দ্র, ভূমণ্ডলে দৃষ্টি-পাত হওয়াতে দেখিলেন যে, মানবগণ ব্যাধিপরিপীড়িত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া ধন্বন্তরিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, আপনি সে বিষয়ে সমর্থ, অতএব জীব-গণের উপকারার্থ আপনাকে ব্রতী হইতে হইবে। দেখুন পূর্ব্বকালে পরোপকারার্থ কে কি না করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যাধি-পতি বিষ্ণু লোকহিতের নিমিত্ত মৎস্যাদি নানারূপ সামান্য দেহ ধারণ করিয়া-ছিলেন, অতএব আপনি ভূমণ্ডলে গমন করিয়া কাশীধামে নৃপতি হইয়া রোগ শান্তির নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করুন। প্রাণিগণহিতৈষী সুরশার্দ্দূল ইন্দ্র এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করিলেন। এইরূপে দেব ধন্বন্তরি, ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া বারাণসীতে এক ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে দিবোদাস

নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি বাল্যাবস্থাতেই সংসারাসক্তিশূন্য হইয়া কঠোর তপস্যাবলম্বন করেন, ব্রহ্মা তাঁহার তাদৃশ তপশ্চরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাশীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তদবধি তিনি কাশীরাজ নামে বিখ্যাত হন। অনন্তর তিনি দেহিগণের হিতের নিমিত্ত একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিয়া অসংখ্য শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান।

সুশ্রুতপ্রাদুর্ভাবঃ।

অথ জ্ঞানদৃশা বিশ্বামিত্রপ্রভৃতয়োঽবিদন্ ।
অয়ং ধন্বন্তরিঃ কাশ্যাং কাশীরাজোঽয়মুচ্যতে ॥
বিশ্বামিত্রো মুনিস্তেষু পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্ ।
বৎস ! বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্ ।
তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽস্তি বাহুজঃ ।
স হি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাং বরঃ ॥
আয়ুর্ব্বেদং ততোঽধীষ্ব লোকোপকৃতিহেতবে ।
সর্ব্বপ্রাণিদয়াতীর্থমুপকারো মহামখঃ ॥
পিতুর্বচনমাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ ।
তেন সার্দ্ধং সমস্তেতু মুনিপুত্রশতং যযৌ ।
অথ ধন্বন্তরিং সর্ব্বে বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতম্ ।
ভগবন্তং সুরশ্রেষ্ঠং মুনিভির্বহুভিঃ স্তুতম্ ।
কাশীরাজং দিবোদাসং তেঽপশ্যন্ বিনয়ান্বিতাঃ ।
স্বাগতঞ্চ ইতি স্মাহ দিবোদাসো যশোধনঃ ।
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্ ।
ততস্তে সুশ্রুতদ্বারা কথয়ামাসুরুত্তরম্ ॥
ভগবন্ ! মানবান্ দৃষ্ট্বা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতান্ ।
ক্রন্দতো ম্রিয়মাণাংশ্চ জাতাস্মাকং হৃদি ব্যথা ॥
আময়ানাং শমোপায়ং বিজ্ঞাতুং বয়মাগতাঃ ।
আয়ুর্ব্বেদং ভবানস্মানধ্যাপয়তু যত্নতঃ ॥
অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতিস্তানুপাদিশৎ ।
ব্যাখ্যাতং তেন তে যত্নাজ্জগৃহুর্মুনয়ো মুদা ॥
কাশীরাজং জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য মুদান্বিতাঃ ।
সুশ্রুতাদ্যাঃ সুসিদ্ধার্থা জগ্মুর্গেহং স্বকং স্বকম্ ॥
প্রথমং সুশ্রুতস্তেষু স্বতন্ত্রং কৃতবান্ স্ফুটম্ ।
সুশ্রুতস্য সখায়োঽপি পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে ॥
সুশ্রুতেন কৃতং তন্ত্রং সুশ্রুতং বহুভির্যতঃ ।
তস্মাত্তৎ সুশ্রুতং নাম্না বিখ্যাতং ক্ষিতিমণ্ডলে ॥

একদা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন করিলেন যে, সুরশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি কাশীরাজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঋষিবর বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে কহিলেন। বৎস! মহাদেবের প্রিয়তম স্থান বারাণসীতে গমন কর। তথায় আয়ুর্ব্বেদবিশারদ ধন্বন্তরি ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক দিবোদাস নামে রাজা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরোপকাররূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। সুশ্রুত, পিতার আদেশানুসারে অপর এক শত মুনিকুমার সমভিব্যাহারে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ ধন্বন্তরির নিকট গমন করিলেন। সুশ্রুত প্রভৃতি বিনয়াবনত মুনিতনয়গণ কাশীতে গমন করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমস্থ, মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান, সুরশ্রেষ্ঠ, কাশীরাজ, ভগবান্ ধন্বন্তরিকে দর্শন করিলেন। তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া দেব ধন্বন্তরি স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগের কুশল ও আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সুশ্রুত কহিলেন ভগবন্! মানবগণকে ব্যাধিপরিপীড়িত, রোদনপরায়ণ ও ম্রিয়মাণ দর্শন করিয়া আমাদিগের হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে, অতএব আমরা আপনার নিকট ব্যাধিশান্তির উপায় অবগত হইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে আয়ুর্ব্বেদীয় উপদেশ প্রদান করুন। কাশীরাজ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। মুনিকুমারেরা উক্ত

শাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক আহ্লাদিত চিত্তে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। প্রথমে সুশ্রুত এক খানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন, তদনন্তর তাঁহার সহাধ্যায়ী সুহৃদগণও প্রত্যেকে এক এক খানি তন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। সুশ্রুত-প্রণীত তন্ত্র বহুলোক কর্ত্তৃক সুশ্রুত (সুন্দর রূপে শ্রুত অর্থাৎ বিশেষ সমাদৃত) হওয়াতে উহার নাম সুশ্রুত হইয়াছে।

ততঃ কালে ব্যতীতে তু বাগ্‌ভটো ভিষজাং বরঃ।
প্রাদুর্বভূব ধরণৌ ধন্বন্তরিরিবাপরঃ ॥
আসীদ্রাজাধিরাজস্য সত্যসন্ধস্য ধীমতঃ।
জ্ঞানিনঃ পাণ্ডবাগ্র্যস্য সভায়াং সুচিকিৎসকঃ।
প্রবন্ধো যত্নবস্তেন প্রণীতো হিতকাম্যয়া।
তেষামষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা প্রথিতা ভুবি ॥
সা বাগ্‌ভটাভিধানেন খ্যাতা ধরণিমণ্ডলে।
চরকাৎ সুশ্রুতাচ্চৈব তন্ত্রেভ্যোঽন্যেভ্য এবচ ॥
সংগৃহীতা প্রযত্নেন লোকানুগ্রহহেতবে।
বিচিত্রং কৌশলং চাস্যাং চিকিৎসায়া প্রদর্শিতম্ ॥
অনয়োপকৃতং সর্ব্বং জগদেতন্ন সংশয়ঃ ॥

অনন্তর কিছুকাল গত হইলে দ্বিতীয় ধন্বন্তরিসদৃশ ভিষগ্‌বর বাগ্‌ভট জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় চিকিৎসকপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিবিধ চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তৎকৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা নামক গ্রন্থই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থ বাগ্‌ভট নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে অতি সুন্দর চিকিৎসাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। বাগ্‌ভট ইহা প্রণয়ন করিয়া জগতের যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন।

ভূতানুকম্পাপ্রবণো মহেশঃ
শ্মশানবাসী জগদাদিনাথঃ।
স্ববীর্য্যযুক্তাগদযোগরত্নৈঃ
কীর্ণানি তন্ত্রাণি বহূনি চক্রে ॥
রসপ্রবন্ধাস্ত্বধুনাতনা যে
তন্মূলকা এব কৃতাঃ সুধীভিঃ।
সৃষ্টিস্থিতিধ্বংসকৃতোঽখিলানা-
মনাদিনাথস্য মহাপ্রসাদাৎ ॥

সর্ব্ব জগতের আদিভূত, শ্মশানবাসী পরমকারুণিক ভূতপতি মহাদেব স্বপ্রকাশিত বিবিধ তন্ত্রে স্ববীর্য্যসংযুক্ত অর্থাৎ পারদঘটিত বিবিধ ঔষধ প্রকটীকৃত করিয়াছেন। ঐ সমস্ত তন্ত্র হইতেই সংগ্রহ করিয়া নানা পণ্ডিতগণ বিবিধ রসগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

রসগ্রন্থেষু তন্ত্রেষু ধাতু শোধনমারণে।
বিবৃতে চ বিশেষেণ রসরাজস্য সংস্কৃতিঃ।
চরকাদৌ রসাদীনাং প্রয়োগো নচ দৃশ্যতে।
অতঃ প্রচার এতেষাং হিতায় জগতাং মতঃ।

ধাতু সমস্তের শোধন ও জারণাদি সমস্ত বিষয় উল্লিখিত রসগ্রন্থ সকলেই বিবৃত হইয়াছে। পারদাদির প্রক্রিয়া চরকাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তন্ত্র ও রসগ্রন্থ সমস্ত প্রচারিত হওয়াতে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

অথ সিদ্ধো নিত্যনাথঃ পার্ব্বতীতনয়ঃ সুধী।
রসরত্নাকরাখ্যঞ্চ রসগ্রন্থং প্রণীতবান্ ॥
রসেন্দ্রচিন্তামণিনামধেয়ং
টুণ্টুকনাথো ভিষগগ্রগণ্যঃ।
রসেন্দ্রযুক্তৈর্বিবিধৈশ্চকার
সুভেষজৈঃ কীর্ণমতীব চিত্রম্ ॥
অন্যেঽপি বহবো ধীরা রসগ্রন্থান্ প্রতেনিরে।
সর্ব্ব এবহি তে গ্রন্থা আশ্চর্য্যফলদায়িনঃ ॥

সিদ্ধ নিত্যনাথ রসরত্নাকর নামক এবং টুণ্টুকনাথ রসেন্দ্র চিন্তামণি নামক রসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এই গ্রন্থদ্বয়ে পারদাদি ধাতু ঘটিত বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম ও তাহাদের ক্রিয়া

বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এই দুই গ্রন্থ ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ রসগ্রন্থ আছে, বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহাদের নাম লিখিত হইল না।

শ্রীমাধবকরশ্চেন্দ্রসূনুঃ সুরিতমো ভিষক্ ।
নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং চক্রেসংগ্রহং রুগ্বিনিশ্চয়ম্ ॥

অনন্তর মাধবকর নামক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, নানাশাস্ত্র হইতে রোগ নির্ণায়ক এক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এই গ্রন্থের নাম কেহ সূক্তিমুক্তাবলী, কেহবা রুগ্‌বিনিশ্চয় বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা নিদান নামেই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

ভ্রমদ্ভ্যো ব্যাধিচক্রেভ্যো রক্ষিতুং দুর্ব্বলান্ নরান্ ।
নানাতন্ত্রপ্রসূনেভ্যো মধূন্যাহৃত্য যত্নতঃ ॥
শাস্ত্রচক্রাণি সংঘূর্ণ্য দৃষ্ট্বা সম্যক্ ফলাফলম্ ।
চক্রপাণিশ্চিকিৎসাখ্যমধূচক্রং প্রণীতবান্ ॥
গ্রন্থে চক্রকৃতে রীতিবৈশদ্যং পরিদর্শিতম্ ।
চিকিৎসায়াং বিশেষেণ স্নেহাদিপচনে তথা ॥
নান্যস্মিন্ দৃশ্যতে চেদৃগ্ গ্রন্থে কৌশলবন্ধনম ।
চিরং বিদ্যোততাং সুরিহৃদয়েঽয়ং সুসংগ্রহঃ ॥

নিরন্তর ভ্রমণশীল ব্যাধিচক্র হইতে দুর্ব্বল মনুষ্যগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভিষগ্‌বর চক্রপাণিদত্ত নানাশাস্ত্র হইতে সারসংগ্রহ করিয়া স্বনামখ্যাত অর্থাৎ চক্রদত্তনামক চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে চিকিৎসা কার্য্যের সুন্দর শৃঙ্খলা প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ স্নেহাদি পাকের অতি উৎকৃষ্ট রীতিও প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা যেরূপ উৎকৃষ্ট নিয়মে ঘৃত তৈলাদি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহার নিয়ামক চক্রদত্ত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কাথ, চূর্ণ এবং অপরাপর যে সকল যোগ উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই অতি উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। মহোদয় চক্রপাণি দত্ত সংগৃহীত গ্রন্থ, চিরকাল পণ্ডিতহৃদয়ে বিদ্যোতিত থাকিবে।

নাম্না শ্রীনরসিংহ পণ্ডিতবরঃ কাশ্মীরদেশোদ্ভবো
নানাকোষমহাব্ধিমন্থনগতং রত্নোচ্চয়ং যত্নতঃ ।
একীকৃত্য নিবন্ধবন্ধনমতো নির্ঘণ্টুরাজাভিধং
চক্রে লোকহিতেপ্সয়া হিতকরং দ্রব্যাভিধানার্থকম
কোষাত্তস্মাৎ তথান্যেভ্যো দ্রব্যাণি তদ্‌গণান্‌গুণান্
সামগ্র্যেণ সমালোচ্য ক্রিয়াস্মাভির্বিধীয়তে ॥

কাশ্মীরদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরসিংহ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, নানাকোষ হইতে সংগ্রহ করিয়া নির্ঘণ্টু-রাজ নামক একখানি দ্রব্যাভিধান প্রস্তুত করেন, ইহাতে দ্রব্যসকলের শ্রেণীবিভাগ, পর্য্যায় ও গুণ সুপ্রণালীক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থকে ধন্বন্তরিনির্ঘণ্ট ও রাজনির্ঘণ্ট বলে। আমরা ঐ গ্রন্থ ও অন্যান্য বিবিধ কোষ পরিদর্শন পূর্ব্বক আমাদের এই আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানে দ্রব্য সমস্ত এবং তাহাদের গুণাদি যথাযথ সন্নিবেশিত করিলাম।

আসীন্মদ্রে জনপদে বিপ্রো বিম্বংকুলোত্তমঃ ।
শিরোমণিঃ সদ্ভিষজাং ধন্বন্তরিরিব ক্ষিতৌ ॥
শাস্ত্রাণাং পারদৃক্ সম্যক্ শ্রীভাবমিশ্রনামকঃ ।
বারাণস্যামবস্থায় ভূমিপানাং মহাত্মনাম্ ॥
বহূনাং বহুধা সম্যগ্ রুজাং কৃত্বা প্রতিক্রিয়াম ।
প্রতিষ্ঠাং মহতীং ভূমৌ লব্ধবান্ সাধুপূজিতঃ ॥
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস যো বেদশতসংখ্যকান্ ।
মহারত্নানি চোদ্ধৃত্য আয়ুর্ব্বেদমহাম্বুধেঃ ॥
গ্রন্থং ভাবপ্রকাশাখ্যং জগতাং হিতকাম্যয়া ।
প্রণীতবান্ প্রযত্নেন বৈদ্যানামুপকারকম্ ॥
আয়ুর্ব্বেদপ্রবন্ধানাং গ্রন্থঃ স চরমঃ স্মৃতঃ ।
পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ প্রণীতেষু পূজনীয়ৈর্মহর্ষিভিঃ ।
তন্ত্রেষু যানি রত্নানি তান্যত্রাপি প্রধানতঃ ।
লভ্যন্তেঽন্যদপি বহু যৎ ক্বাপি নচ দৃশ্যতে ॥
পারস্যাদিপ্রদেশেষু জাতা ওষধয়শ্চ যাঃ ।
আচার্য্যেণ গৃহীতাস্তাঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্ন তৎ কৃতম্ ।
ব্যাধেঃ ফিরঙ্গকাখ্যস্য লিখিতঞ্চাত্র লক্ষণম্ ।
তস্য প্রতিক্রিয়া চাপি তন্ত্রেঽন্যস্মিন্ ন দৃশ্যতে ।
অতঃ প্রতীয়তে চেয়ং শাস্ত্রাণাং চরমোন্নতিঃ ।
জাতা শ্রীভাবমিশ্রস্য সময়ে কুশলপ্রদে ।

তদিমং চরমং গ্রন্থং প্রধানমবলম্বনম্।
কৃত্বা মূর্দ্ধ্না প্রণেতারং কোটিকৃত্বঃ প্রণম্য চ॥
চরকাৎ সুশ্রুতাচ্চাপি গ্রন্থেভ্যোঽন্যেভ্য এবচ।
সমাকৃষ্য বিশেষেণ যোগরত্নানি যত্নতঃ॥
যথাবুদ্ধি যথাজ্ঞানমস্মাভিঃ ক্রিয়তে শ্রমঃ।
তন্ত্রোক্তব্যতিরিক্তানি নিবন্ধেঽত্র বহূন্যপি॥
সততং পরিদৃশ্যানি রুজাং রূপাণি যানি চ।
ভেষজানি নিবদ্ধানি তথা দৃষ্টফলানি চ॥

৩০০ বৎসর অতীত হইল, বঙ্গদেশে বিবিধ শাস্ত্রপারদর্শী চিকিৎসকশিরোমণি ভাবমিশ্র প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন। ভাবমিশ্র কাশীতে অবস্থিতি করিয়া তৎপ্রদেশীয় নৃপতি-গণের চিকিৎসা করিতেন। চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহার অদ্বিতীয় নৈপুণ্য ছিল। এইরূপ কিংবদন্তী আছে, তাঁহার চারিশত শিষ্য ছিল। তিনি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া ভাবপ্রকাশ নামক এক অতি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঋষিগণপ্রণীত আয়ু-র্ব্বেদীয় গ্রন্থসমুদায়ে যে সমস্ত দ্রব্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাতে তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক দ্রব্যের গুণ ও প্রয়োগাদি লিখিত হই-য়াছে। ফিরঙ্গরোগের চিকিৎসা ইহাতেই বর্ণিত আছে। ইত্যাদি কারণে বোধ হয়, ভাবমিশ্রের সময়ে আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থই আয়ুর্ব্বেদীয় চরম গ্রন্থ। আমরা এই গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া এবং চরক, সুশ্রুত ও অন্যান্য বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আয়ুর্ব্বেদস্যাষ্টৌ বিভাগাঃ।

ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদ-স্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায় সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। ততোঽল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চা-বলোক্য নরাণাং ভূয়োঽষ্টধা প্রণীতবান্।

তদ্যথা—শল্যং শালাক্যং কায়চিকিৎসা ভূত-বিদ্যা কৌমারভৃত্যমগদতন্ত্রং রসায়নতন্ত্রং বাজীকরণ-তন্ত্রমিতি।

তত্র শল্যং নাম বিবিধ তৃণকাষ্ঠ পাষাণ পাংশু-লৌহ লোষ্ট্রাস্থি বাল নখ পূয়াস্রাবান্তর্গর্ভ শল্যো-দ্ধরণার্থং যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নি প্রণিধান ব্রণবিনি-শ্চয়ার্থঞ্চ। ১।

শালাক্যং নাম ঊর্দ্ধজত্রুগতানাং রোগাণাং শ্রবণনয়নবদনঘ্রাণাদিসংশ্রিতানাং ব্যাধীনামুপ-শমনার্থম্। ২।

কায়চিকিৎসা নাম সর্ব্বাঙ্গসংস্থিতানাং ব্যাধী-নাং জ্বরাতীসার রক্তপিত্ত শোষোন্মাদাপস্মার কুষ্ঠমেহাদীনামুপশমনার্থম্। ৩।

ভূতবিদ্যা নাম দেবাসুরগন্ধর্ব্ব যক্ষরক্ষঃ পিতৃ পিশাচনাগ গ্রহাদ্যুপসৃষ্টচেতসাং শান্তিকর্ম্ম-বলিহরণাদিগ্রহোপশমনার্থম্। ৪।

কৌমারভৃত্যং নাম কুমারভরণ ধাত্রীক্ষীর দোষসংশোধনার্থং দুষ্টস্তন্যগ্রহ সমুত্থানাঞ্চ ব্যাধী-নামুপশমনার্থম্। ৫।

অগদতন্ত্রং নাম সর্পকীটলূতা বৃশ্চিক মূষি-কাদিবিষ ব্যঞ্জনার্থং বিবিধবিষ সংযোগ বিষোপ-হতোপশমনার্থম্। ৬।

রসায়নতন্ত্রং নাম বয়ঃস্থাপনমায়ুর্মেধা বল-করং রোগাপহরণসমর্থঞ্চ। ৭।

বাজীকরণতন্ত্রং নাম অল্পদুষ্ট বিশুষ্ক ক্ষীণরেত-সামাপ্যায়ন প্রসাদোপচয়জননিমিত্তং প্রহর্ষজন-নার্থঞ্চ। এবময়মায়ুর্ব্বেদোঽষ্টাঙ্গ উপদিশ্যতে। ৮।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করেন, উহা লক্ষশ্লোকাত্মক ও সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত। পরে মনুষ্যগণের অল্প আয়ুঃ ও অল্প বুদ্ধি দর্শন করিয়া তাহা-দের শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে উহা তৎকর্ত্তৃকই পুনর্ব্বার সংক্ষেপে আটভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ আটভাগ এই যথা, শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা,

কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র। ইহাদের প্রত্যেকের প্রতিপাদ্য নিম্নে লিখিত হইতেছে।

শল্যশাস্ত্র—বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, প্রস্তর, ধূলি, লৌহ, লোষ্ট্র, অস্থি, কেশ, নখ ও পূয় ইত্যাদি দেহের অন্তর্নিহিত হইলে উহাদিগকে শল্যনামে অভিহিত করা-যায়। এই শাস্ত্রে দেহনিবদ্ধ শল্য উদ্ধৃত করিবার উপায়, দেহে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগের প্রণালী এবং ব্রণ নিরূপণের নিয়ম, এই সমস্ত বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

শালাক্যতন্ত্র—ইহাতে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ সমস্তের অর্থাৎ কর্ণ, চক্ষুঃ, মুখ ও নাসিকাদি সংশ্রিত ব্যাধি সকলের শান্তির উপায় বর্ণিত আছে।

কায়চিকিৎসা—ইহাতে সর্ব্বাঙ্গ সংসৃত রোগ সকলের অর্থাৎ জ্বর, অতীসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ ও মেহ প্রভৃতি পীড়ার প্রশমনোপায় বর্ণিত আছে।

ভূতবিদ্যা—ইহাতে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, পিশাচ ও নাগাদি গ্রহ কর্ত্তৃক আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি-গণের শান্তিকর্ম্ম ও বলিপ্রদান প্রভৃতি গ্রহ-শান্তির উপায় বর্ণিত আছে।

কৌমারভৃত্য—ইহাতে কুমারের রক্ষণ-বিধি, ধাত্রীর স্তন্যদুগ্ধশোধনের উপায় ও দুষ্ট বালগ্রহজনিত ব্যাধি সকলের প্রশমনোপায় বর্ণিত আছে।

অগদতন্ত্র—ইহাতে সর্প, কীট, লূতা (মাকড়্সা), বৃশ্চিক ও মূষিক প্রভৃতির বিষপরিজ্ঞান এবং উহাদের দংশনাদিকৃত ও অন্যান্য বিবিধ বিষোপবিষাদিজনিত পীড়ার প্রশমনের উপায় বর্ণিত আছে।

রসায়নতন্ত্র—বয়ঃস্থাপন, আয়ুর্বর্দ্ধন, মেধা-জনন ও রোগনিবারণ এই সমুদায় বিষয় ইহার প্রতিপাদ্য।

বাজীকরণ তন্ত্র—এই শাস্ত্রে অল্প, দুষ্ট, শুষ্ক ও ক্ষীণশুক্রের আপ্যায়ন, প্রসাদ ও উপচয় এবং রিরংসা জননের উপায় বর্ণিত আছে। আমাদের এই আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান নামক গ্রন্থে উল্লিখিত অষ্টবিধ বিষয়ই বিশদরূপে বর্ণিত হইবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানে প্রবন্ধেঽস্মৎকৃতে শুভে।
দোষাংস্ত্যক্ত্বা গুণান্ ধীরা গৃহ্নন্তু করুণাপরাঃ।

এক্ষণে করুণহৃদয় সুধীগণের নিকট এই প্রার্থনা, আমাদিগের অতিযত্ন সংগৃ-হীত এই আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান নামক গ্রন্থে যে সমস্ত দোষস্পর্শ হইবে, তাহা পরি-ত্যাগ করিয়া ইহার গুণাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের শ্রম সার্থক করুন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানে আয়ুর্ব্বেদাবতরণম্।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরিভাষা।

অব্যক্তামুক্তলেশোক্তসন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ।
পরিভাষাঃ প্রকথ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ।

শাস্ত্রে বিধি সমস্ত, সকল স্থলে স্পষ্ট রূপে লিখিত নাই, অনেক স্থলই সন্দেহ পরিপূর্ণ, তত্তৎস্থলে অর্থগ্রহ হওয়া দুষ্কর। পরিভাষাধ্যায়ে সেই সকল সাঙ্কেতিক অর্থ বিশদরূপে প্রকাশিত হইবে।

অথ মানসূত্রম্ ।

ন মানেন বিনা যুক্তির্দ্রব্যাণাং জায়তে ক্বচিৎ ।
অতঃ প্রয়োগকার্য্যার্থং মানমত্রোচ্যতে ময়া ॥
তন্মানং মতভেদেন ভবেন্নানাবিধং ভুবি ॥

পরিমাণজ্ঞান ভিন্ন দ্রব্য সকলের প্রয়োগ করিতে পারা যায় না, এইহেতু প্রথমতঃ পরিমাণের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। পরিমাণ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ কালিঙ্গমান-পরিভাষা লিখিত হইতেছে।

কালিঙ্গ পরিভাষা ।

জালান্তরগতৈঃ সূর্য্যকরৈর্ধ্বংসী বিলোক্যতে ।
ষড়্ধ্বংসীভির্মরীচিঃ স্যাত্তাভিঃ ষড়্ভিশ্চ রাজিকা ॥
তিসৃভী রাজিকাভিশ্চ সর্ষপঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ।
যবোঽষ্টসর্ষপৈঃ প্রোক্তো গুঞ্জা স্যাৎ তচ্চতুষ্টয়ম্ ॥
ষড়্ভিশ্চ রক্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধান্যকৌ ।
মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাদ্ধরণং তন্নিগদ্যতে ॥
টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে ।
ক্ষুদ্রো মোটরকশ্চাপি দ্রংক্ষণঃ স নিগদ্যতে ॥
কোলদ্বয়ন্তু কর্ষঃ স্যাৎ স প্রোক্তঃ পাণিমানিকঃ ।
অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎপাণিশ্চ তিন্দুকম্ ॥
বিড়ালপদকঞ্চৈব তথা ষোড়শিকা মতা ।
করমধ্যো হংসপদঃ সুবর্ণঃ কবড়গ্রহঃ ॥
উড়ুম্বরশ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষ এব নিগদ্যতে ॥
স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা ।
শুক্তিভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং মুষ্টিমাত্রশ্চতুর্থিকা ।
প্রকুঞ্চঃ ষোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে ॥
পলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে ।
প্রসৃতিভ্যামঞ্জলিঃ স্যাৎ কুড়বোঽর্দ্ধশরাবকঃ ॥
অষ্টমানঞ্চ স জ্ঞেয়ঃ কুড়বাভ্যাঞ্চ মাণিকা ।
শরাবোঽষ্টপলং তদ্বজ্জ্ঞেয়মত্র বিচক্ষণৈঃ ॥
শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থঃ চতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢকম্ ।
ভাজনং কংসপাত্রঞ্চ চতুঃষষ্টিপলঞ্চ তৎ ॥
চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কলসো নল্বণোঽর্ম্মণঃ ।
উন্মানঞ্চ ঘটো রাশির্দ্রোণপর্য্যায় সংজ্ঞিতঃ ॥
দ্রোণাভ্যাং সূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ ।
সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণী বৃহদ্দ্রোণী চ সা স্মৃতা ॥
দ্রোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ ।
চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা ॥
পলানাং দ্বিসহস্রঞ্চ ভার একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
তুলা পলশতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈব বিনিশ্চয়ঃ ॥
মাষটঙ্কাক্ষবিল্বানি কুড়বঃ প্রস্থ আঢ়কঃ ।
রাশির্দ্রোণী খারী চেতি যথোত্তরচতুর্গুণাঃ ॥
গুঞ্জাদিমানমারভ্য যাবৎ স্যাৎ কুড়বস্থিতিঃ ।
দ্রবার্দ্রশুষ্কদ্রব্যাণাং তাবন্মানং সমং মতম্ ॥
প্রস্থাদিমানমারভ্য দ্বিগুণন্তু দ্রবার্দ্রয়োঃ ।
মানং তথা তুলায়াশ্চ দ্বিগুণং ন ক্বচিৎ স্মৃতম্ ॥
মৃদ্বৃক্ষবেণুলোহাদের্ভাণ্ডং যচ্চতুরঙ্গুলম্ ।
বিস্তীর্ণঞ্চ তথোর্দ্ধঞ্চ তন্মানং কুড়বং বদেৎ ॥

গবাক্ষ মধ্যে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে যে, অতি ক্ষুদ্র রেণুবৎ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে ধ্বংসী কহে। ঐ রূপ ছয় ধ্বংসীতে এক মরীচি হয়, ছয় মরীচিতে এক রাজিকা, তিন রাজিকায় এক সর্ষপ, আট সর্ষপে এক যব, চারি যবে এক গুঞ্জা বা রতি, ছয় রতিতে এক মাষা, মাষার অপর নাম হেম ও ধান্যক, চারি মাষায় এক শাণ, শাণের নামান্তর ধরণ ও টঙ্ক, দুই শাণে এক কোল, ক্ষুদ্র, মোটরক ও দ্রংক্ষণ ইহার পর্য্যায়, দুই কোলে এক কর্ষ, কর্ষবাচক শব্দ এই গুলি যথা. পাণিমানিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎ, পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উড়ুম্বর, দুই কর্ষে এক অর্দ্ধপল, ইহার পর্য্যায় শুক্তি ও অষ্টমিকা দুই শুক্তিতে এক পল, ইহার পর্য্যায় মুষ্টিমাত্র, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব, দুইপলে এক প্রসৃতি, প্রসৃতির নামান্তর প্রসৃত, দুই প্রসৃতিতে এক অঞ্জলি, অঞ্জলির পর্য্যায় কুড়ব, অর্দ্ধশরাবক ও অষ্টমান, দুই কুড়বে এক মাণিকা, ইহার পর্য্যায় শরাব ও অষ্টপল,

দুই শরাবে এক প্রস্থ। চারিপ্রস্থে এক আঢ়ক, বা ৬৪ পল। আঢ়কের পর্য্যায় ভাজন, কংস ও পাত্র। চারি আঢ়কে এক দ্রোণ। ইহার পর্য্যায় কলস, নল্বন, অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট ও রাশি। দুই দ্রোণে এক সূর্প বা কুম্ভ। দুই সূর্পে এক দ্রোণী বা বৃহৎ দ্রোণী। চারি দ্রোণীতে এক খারী, বা ৪০৯৬ পল। দুই সহস্রপলে এক ভার এবং একশত পলে এক তুলা হয়। মাষ, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, দ্রোণী ও খারী ইহারা যথোত্তর চতুর্গুণ পরিমিত। এই সমস্ত পরিমাণ বাচক শব্দ দ্রব, আর্দ্র ও শুষ্ক-দ্রব্য বিষয়ে তুল্যার্থ বোধক হয় না। প্রস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় পরিমাণবাচী শব্দ দ্রব ও আর্দ্রদ্রব্য পক্ষে প্রকৃত পরিমাণের দ্বৈগুণ্য বোধক হয়। কিন্তু রতি হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত শব্দ সকল সমস্ত দ্রব্যপক্ষেই তুল্যার্থবাচী, তদ্রূপ তুলা শব্দও সকল স্থলেই সমানার্থ বোধক হয়। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বংশ ও লৌহাদি নির্ম্মিত পাত্র, চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ, চারি অঙ্গুলি প্রশস্ত ও চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধ হইলে কুড়ব পরিমাপক হইয়া থাকে।

মাগধ পরিভাষা।

ত্রসরেণুস্তু বিজ্ঞেয়স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।
ত্রসরেণুস্তু পর্য্যায়নাম্না ধ্বংসী নিগদ্যতে॥
ষড়্ধ্বংসীভির্মরীচিঃ স্যাৎ ষণ্মরীচ্যস্তু সর্ষপঃ।
ষট্‌সর্ষপৈর্যবস্ত্বেকো গুঞ্জৈকা তু যবৈস্ত্রিভিঃ॥
গুঞ্জাভির্দশভিঃ প্রোক্তো মাষকো ব্রহ্মণা পুরা।
হেমশ্চ ধামকশ্চৈব পর্য্যায়স্তস্য কীর্ত্তিতঃ॥
চতুর্ভির্মাষকৈঃ শাণঃ স নিষ্কাষ্টকমেব চ।
শাণৌ দ্বৌ দ্রঙ্কণং বিদ্যাৎ কোলং বটকমেব চ॥
কর্ষার্দ্ধং দ্বিগুণং কর্ষং সুবর্ণঞ্চাক্ষমেব চ।
কিঞ্চিদ্ বিড়ালপদকং পিচুঃ পাণিতলং তথা॥
উড়ুম্বরং তিন্দুকঞ্চ কবড়গ্রহমেব চ।
দ্বে সুবর্ণে পলার্দ্ধং স্যাৎ শুক্তিরষ্টমিকা তথা॥
দ্বে পলার্দ্ধে পলং মুষ্টিঃ প্রকুঞ্চশ্চ চতুর্থিকা।
বিল্বং ষোড়শিকাম্রঞ্চ দ্বে পলে প্রসৃতং বিদুঃ॥
কুড়বঃ প্রসৃতাভ্যাং স্যাদঞ্জলিঃ স নিগদ্যতে।
অষ্টমানং শরাবার্দ্ধং তস্য পর্য্যায় এব চ॥
কুড়বাভ্যাং মাণিকা স্যাৎ শরাবোঽষ্টপলং তথা।
মাণিকাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থো জ্ঞেয়ঃ ষোড়শভিঃ পলৈঃ
চতুঃপ্রস্থৈরাঢ়কঃ স্যাৎ পাত্রং কংসশ্চ ভাজনম্।
অয়ং ভিষগ্‌ভিরাখ্যাতশ্চতুঃষষ্টিপলৈরিহ॥
চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কথিতঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
ঘটঃ কলস উন্মানো নল্বণোঽর্ম্মণ এব চ॥
দ্রোণপর্য্যায়নামানি কীর্ত্তিতানি ভিষগ্বরৈঃ।
অয়ঞ্চ পলসংখ্যাতঃ ষট্‌পঞ্চাশৎ শতদ্বয়ম্॥
দ্রোণাভ্যাং সূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ।
সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণী বৃহদ্দ্রোণী চ সা স্মৃতা॥
দ্রোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ।
চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা॥
তুলা পলশতং প্রোক্তং ভারঃ স্যাদ্বিংশতিস্তুলা।
পলানাং দ্বিসহস্রাণি ভারঃ পরিমিতো বুধৈঃ॥
মাষকঃ শাণতিন্দুকে পলং কুড়বপ্রস্থকৌ।
রাশির্দ্রোণী খারী চেতি যথোত্তরচতুর্গুণাঃ॥
শুষ্কদ্রব্যেষ্বিদং মানং দ্বিগুণন্তু দ্রবার্দ্রয়োঃ।
জ্ঞাতব্যং কুড়বাদূর্দ্ধং প্রস্থাদিশ্রুতিমানতঃ॥
কুড়বেঽপি ক্বচিদ্ দ্বিত্বং যথা দন্তীঘৃতে স্মৃতম্।
অনিত্যা পরিভাষেয়ং যথাদর্শনমুচ্যতে॥
অষ্টৌ পলানি কুড়বো নারিকেলে তথৈব চ।
অন্যচ্চ। কুড়বে মাণিকায়াঞ্চ তুলামানে তথৈব চ।
পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে॥
শুষ্কদ্রব্যে তু যা মাত্রা চার্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা।
শুষ্কস্য গুরুতীক্ষ্ণত্বাৎ তস্মাদর্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্॥

অস্যাপবাদঃ॥

বাসানিম্বপটোল কেতকি বলা কুষ্মাণ্ডকেন্দীবরী-
বর্ষাভূকুটজাশ্বগন্ধসহিতাস্তাঃ পূতিগন্ধামৃতাঃ।
মাংসী নাগবলা সহাচরপুরৌ হিঙ্গ্বার্দ্রকে নিত্যশো
গ্রাহ্যাস্তৎক্ষণমেব ন দ্বিগুণিতা যে চেক্ষুজাতা ঘনাঃ
অন্যচ্চ। গুড়ূচী কুটজো বাসা কুষ্মাণ্ডশ্চ শতাবরী।
অশ্বগন্ধাসহচরৌ শতপুষ্পা প্রসারণী।
প্রয়োক্তব্যা সদৈবার্দ্রা দ্বিগুণান্ নৈব কারয়েৎ।

অন্তচ্চ। বাসা কুটজ কুষ্মাণ্ড শতপুষ্পাঃ সহামৃতাঃ ॥
প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ নাগাখ্যাস্তিবলা বলা।
নিত্যমার্দ্রাঃ প্রয়োক্তব্যা ন তাসাং দ্বিগুণং ভবেৎ ॥

মাগধ পরিভাষায় যেরূপ পরিমাণ গৃহীত হইয়াছে, তাহা লিখিত হইতেছে। ৩০ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু বা ধ্বংসী। ৬ ধ্বংসীতে এক মরীচি। ৬ মরীচিতে এক সর্ষপ। ৬ সর্ষপে এক যব। ৩ যবে ১ গুঞ্জা বা রতি। ১০ রতিতে ১ মাষা। অন্যান্য পরিমাণ সমস্ত কালিঙ্গ ও মাগধ উভয় মতেই তুল্য। কালিঙ্গ পরিমাণে ১২ রতিতেও মাষা ধরিবার নিয়ম আছে এবং এক্ষণে সাধারণতঃ প্রায় তাহাই গৃহীত হয়। যথা—

তৎ কালিঙ্গং দ্বাদশভী রক্তিভির্মাষকঃ স্মৃতঃ।

অর্থাৎ কালিঙ্গ পরিভাষামতে মাষক দ্বাদশরক্তিকাত্মক। দ্রব, আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পক্ষে পরিমাণবাচী শব্দ সকল যেরূপ অর্থবোধক হয়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তদবিষয়ে আরও কতিপয় বিশেষ কথা বলা যাইতেছে। কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পলশব্দ উল্লেখ করিয়া যাহাদের পরিমাণ বলা যায়, তাহাদের দ্বৈগুণ্য হইবে না, কিন্তু কুড়ব পরিমাণে কদাচিৎ দ্বৈগুণ্য দৃষ্ট হয়।

পরিমাণ বাচক শব্দ সমস্ত শুষ্ক দ্রব্যে যেরূপ অর্থবোধক হয়, আর্দ্র দ্রব্যে তাহার দ্বৈগুণ্য বাচী হয়। কিন্তু বাসক, নিম্ব, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, গুলঞ্চ, জটামাংসী, গোরক্ষ-চাকুলে, ঝাঁটী, গুগ্‌গুলু, হিঙ্গু, আর্দ্রক, ইক্ষুজাত ঘন দ্রব্য অর্থাৎ, গুড়াদি এই সমস্ত দ্রব্য নিত্যই আর্দ্র অবস্থায় প্রয়োগ করিবাব নিয়ম, কিন্তু ইহাদের দ্বৈগুণ্যের বিধি নাই।

বোধসৌকর্য্যার্থে নিম্নে একটী মান-স্তম্ভ প্রদত্ত হইল।

৩ যব (৪ ধান্য) ১ গুঞ্জা, কুঁচ বা রতি।

১২ রতি	...	১ মাষা বা ৵০ আনা।
৪ মাষা	...	১ শাণ বা ॥০ তোলা।
২ শাণ	...	১ কোল বা ১ তোলা।
২ তোলা	...	১ কর্ষ।
২ কর্ষ	...	১ শুক্তি বা ৪ তোলা।
২ শুক্তি	...	১ পল বা ৮ ঐ
২ পল	...	১ প্রসৃতি বা ১৬ ঐ
২ প্রসৃতি		১ কুড়ব বা ৩২ তোলা বা ⁄॥০ সের
২ কুড়ব		১ শরাব বা ৬৪ ঐ বা ⁄১ সের।
২ শরাব	...	১ প্রস্থ বা ⁄২ সের।
৪ প্রস্থ	...	১ আঢ়ক বা ⁄৮ ঐ
৪ আঢ়ক	...	১ দ্রোণ বা ⁄৬২ ঐ
২ দ্রোণ	...	১ কুম্ভ বা ১॥৪ ঐ
২ কুম্ভ	...	১ গোণী বা ৩⁄৮ ঐ
৪ গোণী	...	১ খারী বা ১২৬২ ঐ
২০০০ পল	...	১ ভার।
১০০ পল	...	১ তুলা বা ।২॥০ সের।

দ্রব্যাণামুপযুক্তানুপযুক্তত্বমাহ।

শুষ্কং নবীনং যদ্‌ দ্রব্যং যোজ্যং সকলকর্ম্মসু।
আর্দ্রন্তু দ্বিগুণং দদ্যাদেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ ॥
দ্রব্যাণ্যভিনবান্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ।
ঋতে গুড়ঘৃতক্ষৌদ্র ধান্য কৃষ্ণাবিড়ঙ্গতঃ ॥

নূতন দ্রব্য শুষ্ক করিয়া প্রয়োগ করা বিহিত। আর্দ্র হইলে দ্বিগুণ পরিমাণে। মধু, ধান্য, পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ ভিন্ন অপর সমস্ত দ্রব্য নূতন হইলেই বিশেষ গুণকর হয়।

ব্যাধেরযুক্তং যদ্দ্রব্যং গণোক্তমপি তৎ ত্যজেৎ।
অযুক্তমপি যুক্তং যদ্‌ যোজয়েত্তত্র তদ্‌ বুধঃ ॥

গণোক্ত দ্রব্য সমূহের মধ্যে যে দ্রব্য ব্যাধির পক্ষে অনুপযুক্ত, তাহা পরিত্যাগ

এবং অন্থক্ত দ্রব্যও ব্যাধি নিবারণের উপযুক্ত হইলে গ্রহণ করা উচিত।

পঞ্চ কষায়াঃ।

স্বরসশ্চ তথা কল্কঃ ক্বাথশ্চ হিমফাণ্টকৌ।
জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্॥

কষায় পাঁচ প্রকার, যথা স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, হিম ও ফাণ্ট। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অপেক্ষা পরপরটী যথাক্রমে লঘুতর।

অথ স্বরসবিধিঃ।

আহৃতাৎ তৎক্ষণাকৃষ্টাদ্ দ্রব্যাৎ ক্ষুণ্ণাৎ সমুদ্ভবেৎ।
বস্ত্রনিষ্পীড়িতো যশ্চ রসঃ স্বরস উচ্যতে॥
আহৃতাৎ শীতাগ্নিকীটাদিভিরনুপহতাৎ। ক্ষুণ্ণাৎ সংপিষ্টাৎ কুট্টিতাদ্বা।
কুড়বং চূর্ণিতং দ্রব্যং ক্ষিপ্তঞ্চ দ্বিগুণে জলে।
অহোরাত্রং স্থিতং তস্মাদ্ ভবেদ্ বা রস উত্তমঃ॥
আদায় শুষ্কদ্রব্যং বা স্বরসানামসম্ভবে।
জলেঽষ্টগুণিতে সাধ্যং পাদশিষ্টঞ্চ গৃহ্যতে॥
স্বরসস্য গুরুত্বাচ্চ পলমর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ॥

কীটাদি রহিত সদ্য আনীত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া বস্ত্রমধ্যস্থ করিয়া নিষ্পীড়ন করিলে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহাকে উহার স্বরস বলা যায়। অথবা কুড়ব পরিমিত চূর্ণিত দ্রব্য দ্বিগুণ জলে প্রক্ষিপ্ত করিয়া অহোরাত্র তদবস্থায় রাখিলে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহাকে স্বরস বলে। স্বরস দ্রব্যের অভাবে শুষ্কদ্রব্য লইয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশিষ্ট করিলে তাহাকেও স্বরস বলা যায়। ইহার মাত্রা ২ তোলা।

কল্কবিধিঃ।

দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা সজলং ভবেৎ।
প্রক্ষিপ্য গালয়েদ্ বস্ত্রে তন্মানং কোলসম্মিতম্॥

আর্দ্র অর্থাৎ কাঁচা অথবা শুষ্কদ্রব্য শিলায় পেষণ করিয়া লইলে তাহাকে কল্ক বলা যায়। ইহা সেবন করিতে হইলে জলে গুলিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হয়। কল্কের মাত্রা ১ তোলা।

ক্বাথবিধিঃ।

পানীয়ং ষোড়শগুণং ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে ক্বাথয়েদ্ গ্রাহ্যমষ্টমাংশাবশেষিতম্॥
কর্ষাদৌ তু পলং যাবদ্ দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলম্।
ততস্তু কুড়বং যাবৎ তোয়মষ্টগুণং ক্ষিপেৎ॥
চতুর্গুণমতশ্চোর্দ্ধং যাবৎ প্রস্থাদিকং জলম্।
তজ্জলং পায়য়েদ্ধীমান্ কোষ্ণং মৃদ্বগ্নিসাধিতম্॥
শৃতঃ ক্বাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যতে।
মাত্রোত্তমা পলেন স্যাৎ ত্রিভিরক্ষৈস্তু মধ্যমা॥
জঘন্যা তু পলার্দ্ধেন স্নেহ ক্বাথৌষধেষু চ॥
পানে ক্বাথাদি দ্রব্যব্যবস্থা।
দশরক্তিকমানেন গৃহীত্বা তোলকদ্বয়ম্।
দত্বাম্ভঃ ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥

একপল পরিমিত দ্রব্য কুটিয়া ষোল গুণ জলদিয়া মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। দ্রব্যের পরিমাণ কর্ষ হইতে পল পর্য্যন্ত হইলে ষোলগুণ জলদিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। পল হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত ৮ গুণ জলে এবং কুড়বের পর হইতে প্রস্থ পর্য্যন্ত ৪ গুণ জলে সিদ্ধ করা নিয়ম। ক্বাথের পর্য্যায় শৃত, কষায় ও নির্য্যূহ। পানীয় ক্বাথ অর্থাৎ পাচন সকল প্রস্তুত করিবার নিয়ম শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, যথা ২ তোলা পরিমিত ক্বাথ্যদ্রব্য, ষোল গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশিষ্ট করিয়া লইতে হয়, এস্থলে ১০ রতিতে মাষা ধরিয়া তাহার ৮ মাষায় তোলা ধরা যায়, অর্থাৎ ৮০ রতিতে তোলক। কিন্তু

ইদানীন্তন চিকিৎসকগণ প্রায় সকলেই ১২ রত্তিতে মাষা ধরেন অর্থাৎ ২ তোলা ও টাকার ওজন সমান ধরিয়া থাকেন। ক্বাথের প্রধান মাত্রা ৪ তোলা, মধ্যম মাত্রা ৩ তোলা ও লঘু মাত্রা ২ তোলা।

হিমবিধিঃ।

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সম্যক্ ষড়্ভির্নীরপলৈঃ প্লুতম্।
নিশোষিতো হিমঃ স স্যাৎ তথা শীতকষায়কঃ।
তস্য মানং মতং পানে পলদ্বয়মিতং বুধৈঃ।

মন্থবিধিঃ।

জলে চতুঃপলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে মন্থয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ।

কুট্টিত একপল পরিমিত দ্রব্য ৬ পল জলে ভিজাইয়া সমস্ত রাত্রি হিমে রাখিলে তাহাকে হিম বা শীতকষায় কহে। ইহার মাত্রা ৮ তোলা। একপল কুট্টিত দ্রব্য ৪ পল জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইলে মন্থ প্রস্তুত হয়, ইহাও একপ্রকার শীতকষায়, মাত্রা ৮ তোলা।

অবান্তরভেদাত্তণ্ডুলোদকমাহ।

তণ্ডুলং কণশঃ কৃত্বা পলং গ্রাহ্যং হি তণ্ডুলাৎ।
চতুর্গুণং জলং দেয়ং তণ্ডুলোদককর্ম্মণি।
শীতকষায়মানেন তণ্ডুলোদককল্পনা।

একপল পরিমিত আতপতণ্ডুলচূর্ণ ৪ বা ৬ পল জলে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ জল ছাঁকিয়া লইলে তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হয়।

ফাণ্টবিধিঃ।

ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে সম্যগ্ জলমুষ্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে কুড়বোন্মানং ততস্ত স্রাবয়েৎ পটাৎ।
স স্যাচ্চূর্ণদ্রবঃ ফাণ্টস্তন্মানং দ্বিপলোন্মিতম্।

একপল দ্রব্য কুটিয়া মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া কুড়ব পরিমিত উষ্ণজলে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়, ইহার নাম ফাণ্ট। ইহার মাত্রা ৮ তোলা।

চূর্ণবিধিঃ।

অত্যন্ত শুষ্কং যদ্দ্রব্যং সুপিষ্টং বস্ত্রগালিতম্।
তৎ স্যাচ্চূর্ণং রজঃ ক্ষোদস্তস্য পর্য্যায় উচ্যতে।

অত্যন্ত শুষ্কদ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ছাঁকিয়া লইলে চূর্ণ প্রস্তুত হয়। রজঃ ও ক্ষোদ এই দুইটী শব্দ, চূর্ণের পর্য্যায়।

উল্লিখিত স্বরসাদির মাত্রা, সকলস্থলে সমান নহে, দ্রব্যের বীর্য্য অনুসারে মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

ভাবনাবিধিঃ।

দ্রবেণ যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ।
ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্বরৈঃ।
ভাব্যদ্রব্যসমং ক্বাথ্যং ক্বাথ্যাদষ্টগুণং জলম্।
অষ্টাংশশেষিতঃ ক্বাথো ভাব্যানাং তেন ভাবনা।
দিবা দিবাতপে শুষ্কং রাত্রৌ রাত্রৌ নিবাসয়েৎ।
শুষ্কং চূর্ণীকৃতং দ্রব্যং সপ্তাহং ভাবনা বিধিঃ।

চূর্ণ দ্রব্য, দ্রব পদার্থে ভিজাইয়া দিবসে রৌদ্রে শুষ্ক ও রাত্রিতে শিশিরে সিক্ত করাকে ভাবনা দেওয়া কহে। অনুক্ত স্থলে ৭ দিবস ঐরূপ ভাবনা দেওয়া বিহিত। যে পরিমিত দ্রবে চূর্ণ সকল উত্তমরূপে প্লুত হয়, ভাবনা ক্রিয়ায় দ্রবের পরিমাণ তাহাই জানিবে। কোন দ্রব্যের ক্বাথে ভাবনা দিতে হইলে ক্বাথ্য দ্রব্য, ভাব্য দ্রব্যের সমান পরিমাণে লইয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদ্দ্বারা ভাবনা দেওয়া বিধেয়।

পুটপাকবিধিঃ ।

পুটপক্বস্য কল্কস্য স্বরসো গৃহ্যতে যতঃ ।
অতস্তু পুটপাকানাং যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া ॥
দ্রব্যমাপোথিতং জম্বু বটপত্রাদি সম্পুটে ।
বেষ্টয়িত্বা ততো বদ্ধা দৃঢ়ং রজ্জ্বাদিনা তথা ।
মৃল্লেপং দ্ব্যঙ্গুলং কুর্য্যাদর্থবাঙ্গুলিমাত্রকম্ ।
দহেৎ পুটান্তরাদগ্নৌ যাবল্লেপস্য রক্ততা ॥

ঔষধদ্রব্য কুট্টিত করিয়া জাম বা বটপত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত ও রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগে দুই বা এক অঙ্গুলি প্রমাণ মৃত্তিকার লেপ দিয়া শুকাইয়া অগ্নিমধ্যে দগ্ধ করাকে পুটপাক কহে। উপরিস্থ লেপ লোহিত বর্ণ হইলে পুটপাক সিদ্ধ হয় জানিবে। পরে আভ্যন্তরীণ ঔষধ-দ্রব্য নিষ্পীড়িত করিয়া উহার স্বরস গ্রহণ করিতে হয়।

উষ্ণোদকবিধিঃ ।

অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেনার্দ্ধকেন বা ।
অথবা ক্বথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং ভবেৎ ॥
শ্লেষ্মামবাতমেদোঘ্নং বস্তিশোধন দীপনম্ ।
কাসশ্বাস জ্বরান্ হন্তি পীতমুষ্ণোদকং নিশি ॥

জল অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ অথবা অর্দ্ধাংশাবশিষ্ট করিলে কিংবা কেবল কিয়ৎক্ষণ সিদ্ধ করিলে তাহাকে উষ্ণোদক বলা যায়। উষ্ণ জল সেবনে শ্লেষ্মা, আমবাত ও মেদোরোগ বিনষ্ট এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। রাত্রিকালে উষ্ণজল পান করিলে শ্বাস, কাস ও জ্বর নষ্ট হয়।

অবলেহবিধিঃ ।

ক্বাথাদের্যৎ পুনঃ পাকাদ্ ঘনত্বং সা রসক্রিয়া ।
সোঽবলেহশ্চ লেহশ্চ প্রাশ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
সিতা চতুর্গুণা কার্য্যা চূর্ণাচ্চ দ্বিগুণো গুড়ঃ ।
দ্রব্যং চতুর্গুণং দদ্যাদিতি সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ ॥
সুপক্বে তন্তুমত্বং স্যাদবলেহেঽপ্সু মজ্জনম্ ।
স্থিরত্বং পীড়িতে মুদ্রা গন্ধবর্ণরসোদ্ভবঃ ॥

ক্বাথাদিকে পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘন করিলে তাহাকে অবলেহ কহা যায়। অবলেহের অপর নাম লেহ, প্রাশ ও সার। গুড়-সংযোগে অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় দিতে হয়, চিনি দিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি দেওয়া আবশ্যক। সুপক্ব অবলেহের কিয়দংশ জলে প্রক্ষেপ করিলে মগ্ন হইয়া নিশ্চল থাকে, চাপিলে মুদ্রাবৎ চিহ্ন হয়। পাকসিদ্ধির অপর লক্ষণ এই, সুপক্ব হইলে উত্তম গন্ধ, বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হয়।

বটকাবিধিঃ ।

বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নাম বটিকা বটী ।
মোদকো গুড়িকা পিণ্ডী গুড়ো বর্ত্তিস্তথোচ্যতে ॥
লেহবৎ সাধ্যতে বহ্নৌ গুড়ো বা শর্করাথবা ।
গুগ্‌গুলুর্বা ক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং তন্নির্ম্মিতা বটী ॥
তত্র বহ্নিসিদ্ধে গুড়াদৌ ।
কুর্য্যাদবহ্নিসিদ্ধেন ক্বচিদ্ গুগ্‌গুলুনা বটীম্ ।
দ্রবেণ মধুনা বাপি গুটিকাং কারয়েদ্বুধঃ ॥
সিতা চতুর্গুণা দেয়া বটীষু দ্বিগুণো গুড়ঃ ।
চূর্ণে চূর্ণসমঃ কার্য্যো গুগ্‌গুলুর্মধু তৎসমম্ ॥
দ্রবস্তু দ্বিগুণং দেয়ং মোদকেষু ভিষগ্‌বরৈঃ ॥

মোদকপাকের নিয়ম প্রায় অবলেহের ন্যায়। প্রথমতঃ গুড়, শর্করা অথবা গুগ্‌গুলু পাক করিয়া যথাসময়ে তাহাতে চূর্ণ ঔষধ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। কোন স্থলে গুগ্‌গুলু পাক না করিয়া কেবল মধু প্রভৃতির সহিত মাড়িয়া গুটিকা প্রস্তুত করা যায়। মোদক প্রস্তুত করিতে

হইলে চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি বা দ্বিগুণ গুড়, দিয়া প্রস্তুত করা বিধি। গুগ্‌গুলুর পরিমাণ চূর্ণ-তুল্য। পরিশেষে উপযুক্ত পরিমাণে মধুর সহিত মাড়িয়া লওয়া আবশ্যক।

চূর্ণস্য পাকনিষেধমাহ।

প্রায়ো ন পাকশ্চূর্ণানাং ভূরিচূর্ণস্য তেন হি।
আসন্নপাকে প্রক্ষেপঃ স্বল্পস্য পাকমাগতে॥
আসন্নপাকে উপস্থিতপাকে ন তু পাকমাপন্নে তথা সতি প্রচুরচূর্ণানাং প্রবেশো ন স্যাদিত্যর্থঃ। স্বল্পস্য চূর্ণস্য পাকান্তে কদুষ্ণদশায়াং প্রক্ষেপ ইতি।

চূর্ণ ঔষধ পাক করা উচিত নহে। কারণ পাক দ্বারা চূর্ণদ্রব্যের বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু যদি চূর্ণ দ্রব্যের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে মোদকাদির আসন্নপাকে অর্থাৎ পাক সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চূর্ণ প্রক্ষেপ দেওয়া উচিত, নতুবা চূর্ণ সমস্ত সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত হয় না! চূর্ণ অল্প পরিমিত হইলে পাকান্তে মোদকাদি নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে প্রক্ষেপ করা বিধেয়।

অথাণুবটিকাবিধিঃ।

ধাত্বাদীনামুদ্ভিদাং বা চূর্ণমুক্তৈর্দ্রবৈঃ প্লুতম্।
অনুক্তে তোয়যোগেন বিমর্দ্দ্য বিদধীত চ॥
যব সর্ষপ গুঞ্জাদিপ্রমাণাং বটিকাং ভিষক্।
অনির্দ্দিষ্টবটীসিদ্ধৌ প্রায়ো গুঞ্জাত্মিকা মিতিঃ॥
তৎসেবনং যথাদোষমনুপানেন চেষ্যতে॥

উদ্‌ভিদ্ ও ধাতু প্রভৃতি দ্রব্য সকলের সূক্ষ্মচূর্ণ যথোক্ত দ্রব্য সংযোগে এবং অনুক্ত স্থলে জলসংযোগে সিক্ত করিয়া সর্ষপ, যব বা রক্তিকা প্রভৃতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করা যায়। বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকিলে বটিকার পরিমাণ প্রায় এক রতিই গৃহীত হয়। এইরূপ বটিকাকে অণুবটিকা বা সামান্যতঃ বটিকা কহা যায়। দোষবিশেষে অনুপান বিশেষের সহিত ইহা সেবনীয়।

রসচূর্ণম্।

রসরাজযুতং বলিহেমযুগং
বিধিনা পুটিতং মনু শৈত্যগতম।
উপনীয় ততঃ পরিমর্দ্দয়তাং
রসচূর্ণমিদং কথিতং মুনিভিঃ॥

গন্ধক ও স্বর্ণাদি দ্রব্য পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া যথাবিধি পুটপাক দিয়া সুশীতল হইলে চূর্ণ করিয়া ঔষধার্থ প্রয়োগ করা যায়। এইরূপ ঔষধকে রসচূর্ণ কহা যায়।

স্নেহপাকস্য সাধারণো বিধিঃ।

তত্র তিলতৈলমূর্চ্ছা।

কৃত্বা তৈলং কটাহে দৃঢ়তরবিমলে মন্দমন্দানলৈস্তৎ
তৈলংনিষ্ফেনভাবংগতমিহ চবদা শৈত্যযুক্তং তদেব
মঞ্জিষ্ঠা রাত্রি লোধ্রৈর্জ্জলধর নলিকৈঃ সামলৈঃ
সাক্ষপথ্যৈঃ
সূচীপত্রাজ্ঝিনীরৈরুপহিতমথিতৈর্গন্ধযোগং
জহাতি।
তৈলস্যেন্দুকলাংশিকৈক বিকসা ভাগোঽপি
মূর্চ্ছাবিধৌ
যে চাস্যে ত্রিফলাপয়োদরজনীহ্রীবেরলোধ্রান্বিতাঃ
সূচীপুষ্পবটাবরোহ নলিকাস্তস্যাশ্চ পাদাংশিকা।
দুর্গন্ধং বিনিহন্তি তৈলমরুণং সৌরভ্যমাকুর্ব্বতে॥

কোন দৃঢ় কটাহে মন্দ মন্দ অগ্নিতে তৈল পাক করিবে, ঐ তৈল যখন ফেন রহিত হইবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে, কিঞ্চিৎ শীতল হইলে পেষিত হরিদ্রা জলে গুলিয়া

ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে, পরে কুট্টিত জলসিক্ত মঞ্জিষ্ঠা ক্রমশঃ তৈলে দিবে, তদনন্তর লোধ, মুতা, নালুকা, আমলা, বহেড়া, হরীতকী, কেতকীমূল, বটের ঝুরি ও বালা এই সমুদায় দ্রব্য শিলাপিষ্ট ও জল সংযুক্ত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং ঐ তৈলে তৈলের চতুর্গুণ জলদিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ৭ দিন তদবস্থায় রাখিবে। এই হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যকে মূর্চ্ছাদ্রব্য কহে। ইহাদের পরিমাণের নিয়ম এই, তৈলের পরিমাণ যত মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ তাহার ষোড়শাংশ, অপরাপর দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ। অর্থাৎ তৈলের পরিমাণ ১ সের হইলে হরিদ্রা, লোধ প্রভৃতি অবশিষ্ট দ্রব্য সকলের প্রত্যেকের পরিমাণ এক পোয়া হওয়া আবশ্যক। মূর্চ্ছাক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নিবারণ হইয়া উত্তম সৌগন্ধ ও অরুণ বর্ণ উৎপন্ন হয়। তৈলের সহিত ক্বাথাদি পাক করিবার সময় মূর্চ্ছাদ্রব্য সমস্ত ছাঁকিয়া লইতে হয়।

কটুতৈলমূর্চ্ছা।

বয়ঃস্থা রজনী মুস্ত বিল্ব দাড়িম কেশরৈঃ।
কৃষ্ণজীরক হ্রীবের নলিকৈঃ সবিভীতকৈঃ।
এতৈঃ সমাংশৈঃ প্রস্থে চ কর্ষমাত্রং প্রয়োজয়েৎ।
অরুণাদ্বিপলং তত্র তোয়ঞ্চাঢ়ক সম্মিতম্।
কটুতৈলং পচেত্তেন আমদোষাপশান্তয়ে।

কটু তৈলের মূর্চ্ছা দ্রব্য যথা, আমলা, হরিদ্রা, মুতা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা, বহেড়া ও মঞ্জিষ্ঠা। মূর্চ্ছা করিবার প্রণালী পূর্ব্ববৎ। অর্থাৎ তৈল নিফেন হইলে নামাইয়া প্রথমে হরিদ্রা তৎপরে মঞ্জিষ্ঠা ও তদনন্তর অন্যান্য দ্রব্য সকল তৈলে প্রদান করিতে হয়। ৪ সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা ২ পল ও অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া ১৬ সের জল দিয়া পাক করিবে।

এরণ্ডতৈলমূর্চ্ছা।

বিকসা মুস্তকং ধান্যং ত্রিফলা বৈজয়ন্তিকা।
হ্রীবের বনখর্জ্জুর বটশুঙ্গা নিশাযুগম্।
নলিকা ভেসজং দেয়ং কেতকী চ সমং সমম্।
প্রস্থে দেয়ং শুক্তিমিতং মূর্চ্ছনে দধিকাঞ্জিকম্॥

এরণ্ড তৈলের মূর্চ্ছাদ্রব্য এই সমস্ত যথা, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, ধন্যা, ত্রিফলা, জয়ন্তীপত্র, বালা, বনখেজুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেঁয়ার মূল, দধি, কাঁজি প্রত্যেক ৪ তোলা, তৈল ৪ সের পূর্ব্ববৎ মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা মূর্চ্ছা করিবে।

ঘৃতমূর্চ্ছা।

পথ্যাধাত্রীবিভিতৈর্জলধর রজনী মাতুলুঙ্গদ্রবৈশ্চ।
দ্রব্যৈরেতৈঃসমস্তৈ পলকপরিমিতৈর্মন্দমন্দানলেন।
আজ্যপ্রস্থং বিফেনং পরিচপলগতং মূর্চ্ছয়েদ্বৈদ্যরাজ
স্তস্মাদামোপদোষং হরতি চ সকলং বীর্য্যবৎ
সৌখ্যদায়ি।

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুতা, হরিদ্রা ও লেবুর রস এই সমস্ত ঘৃতের মূর্চ্ছাদ্রব্য। প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে লেবুর রস ও তদনন্তর অন্যান্য দ্রব্য সকল পূর্ব্ববৎ ঘৃতে নিক্ষেপ করিতে হয়। ৪ সের ঘৃতের মূর্চ্ছা করিতে হইলে, মূর্চ্ছা দ্রব্যসকলের প্রত্যেকের পরিমাণ ১ পল হওয়া আবশ্যক। পাকার্থ জল ১৬ সের।

বাতহরতৈলানাং মূর্চ্ছাবিধিঃ ।

আম্র জম্ব্ কপিত্থানাং বীজপূরক বিল্বয়োঃ ।
গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্ ॥
পঞ্চপল্লবতোয়েন গন্ধানাং ক্ষালনং মতম্ ।

বাতঘ্ন বিষ্ণু তৈলাদির মূর্চ্ছাক্রিয়া উল্লিখিত সাধারণ নিয়মে সম্পন্ন করিয়া তদনন্তর পঞ্চপল্লবজলে পুনঃ শোধন করিয়া লইতে হয়। তাহার নিয়ম এই আম, জাম, কয়েতবেল, টাবালেবু ও বিল্ব এই সমুদায়ের পত্র সমষ্টি, তৈলের অষ্টমাংশ পরিমাণে লইয়া চতুর্গুণ জলে ক্বাথ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত উক্ত মূর্চ্ছিত তৈল পুনর্ব্বার পাক করিতে হয়।

স্নেহপাকস্য কালনিয়মঃ ।

মূর্চ্ছা স্যাৎ সপ্তভিঃ সিদ্ধা রাত্রিভির্ব্বুধসম্মতা ।
ব্রীহিপ্রাণ্যঙ্গয়োঃ পাকঃ সদ্যঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥
স্যাৎ পাকঃ পয়সো দ্বাভ্যাং স্বরসাদেস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
দধি কাঞ্জিক তক্রাণাং সিদ্ধো ভবতি পঞ্চভিঃ ।
মূত্রাদীনামেকয়া স্যাৎ ততঃ কল্কস্য সপ্তভিঃ ।
গন্ধানাং পঞ্চভির্জ্ঞেয়ঃ স্নেহপাকে ক্রমোঽপ্যয়ম্ ।

তৈলাদির মূর্চ্ছাক্রিয়া ৭ দিবসে সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মূর্চ্ছাদ্রব্য সমস্ত পাকানন্তর ৭ দিবস উহাতে রাখিয়া ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। তদনন্তর কলায় প্রভৃতির ক্বাথ ও তৎপরে মাংসাদির ক্বাথের সহিত স্নেহের পাক কর্ত্তব্য, ইহাদের সহিত এক এক দিবসের মধ্যেই পাক সম্পন্ন করা উচিত। তৎপরে দুগ্ধ সহিত পাক, ইহা দুই দিবসে তৎপরে স্বরস ও ক্বাথের সহিত পাক তিন দিবসে, তদনন্তর দধি, কাঁজি ও তক্র ইহাদের পাক পাঁচ পাঁচ দিবসে, তৎপরে কল্ক পাক ৭ দিনে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ উহা পাক করিয়া ৭ দিন পরে ছাঁকিয়া ফেলিতে হয়। সর্ব্ব পশ্চাৎ গন্ধপাক, গন্ধ দ্রব্যের সহিত পাক ৫ দিনে সম্পন্ন হয়। এক্ষণে দুগ্ধ, দধি, কাঁজি ও তক্রের পাক এক দিবসের মধ্যেই সম্পন্ন করা যায়।

স্নেহসাধনে কাথ্যজলাদেঃ পরিমাণম্ ।

নিক্ষিপ্য ক্বাথয়েৎ তোয়ং কাথ্যদ্রব্যাচ্চতুর্গুণম্ ।
পাদশিষ্টং গৃহীত্বা তু স্নেহস্তেনৈব সাধয়েৎ ॥
চতুর্গুণং মৃদুদ্রব্যে কঠিনেঽষ্টগুণং জলম্ ।
মৃদ্বাদিকাথ্যসংঘাতে দদ্যাদষ্টগুণং পয়ঃ ।
অত্যন্তকঠিনে দ্রব্যে নীরং ষোড়শিকং মতম্ ।

অনেক স্থলে ক্বাথের সহিত ঘৃত ও তৈলের পাক করিতে হয়, অতএব ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম লিখিত হইতেছে। কাথ্য দ্রব্য মৃদু হইলে চারিগুণ জলে, মধ্যবিধ অর্থাৎ নাতিমৃদু নাতিকঠিন হইলে আটগুণ জলে এবং অত্যন্ত কঠিন হইলে ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। প্রস্তুত ক্বাথ স্নেহের চতুর্গুণ হওয়া আবশ্যক।

অন্যচ্চ ।
কর্ষ্যাদিতঃ পলং যাবৎ ক্ষিপেৎ ষোড়শিকং জলম্ ।
তদূর্দ্ধং কুড়বং যাবৎ ভবেদষ্টগুণং পয়ঃ ।
প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং খারীং যাবচ্চতুর্গুণম্ ।

ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, কাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ কর্ষ হইতে পল পর্য্যন্ত হইলে ষোলগুণ জলে, কর্ষের ঊর্দ্ধ হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত হইলে আটগুণ জলে এবং প্রস্থ হইতে খারী পর্য্যন্ত হইলে চারিগুণ জলে সিদ্ধ

করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়।

তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণো দ্রোণে দ্রব্যতুলা মতা।

অনুক্তস্থলে দ্রব্যের পরিমাণ ১২॥০ সের হইলে ৬৪ সের জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। তদ্রূপ জলের পরিমাণ ৬৪ সের উক্ত থাকিলে ক্বাথ্যদ্রব্যের পরিমাণ ১২॥০ সের বুঝিতে হইবে।

অনির্দ্দিষ্টপ্রমাণানাং স্নেহানাং প্রস্থ ইষ্যতে।
জলস্নেহৌষধানাঞ্চ প্রমাণং যত্র নেরিতম্॥
তত্র স্যাদৌষধাৎ স্নেহঃ স্নেহাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
গন্ধদ্রব্যাণি চেচ্ছন্তি কল্কস্যার্দ্ধাংশিকানি চ॥

স্নেহ পাক বিষয়ে যে স্থলে বিশেষ উল্লেখ না থাকে, তথায় স্নেহের পরিমাণ ৪ সের গ্রহণ করা বিহিত। জল, স্নেহ ও কল্ক দ্রব্যের পরিমাণ লিখিত না থাকিলে কল্ক দ্রব্যের চতুর্গুণ স্নেহ ও কল্ক পাকার্থ জলের পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হওয়া আবশ্যক। স্নেহ পাক কার্য্যে দ্রব পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে সকল স্থলেই চতুর্গুণ জল দ্বারা পাক বুঝিতে হইবে। তৈলপাকে গন্ধদ্রব্যের পরিমাণ কল্ক পরিমাণের অর্দ্ধেক জানিবে।

স্নেহপাকবিধৌ যত্র ক্ষীরমেকন্তু কথ্যতে।
তোয়াদীনামনির্দ্দেশে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্।
দ্রবান্তরেণ যোগে তু ক্ষীরং স্নেহসমং বিদুঃ।

স্নেহপাককার্য্যে যদি দুগ্ধ ভিন্ন অন্য দ্রব পদার্থ না থাকে; তাহা হইলে দুগ্ধের পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হওয়া আবশ্যক। পাক-কার্য্যে জল বা অন্য দ্রবপদার্থের নির্দ্দেশ থাকিলে, দুগ্ধের পরিমাণ স্নেহের সমান লইতে হইবে।

বৃন্দস্বাহ।
স্বরসক্ষীরমাঙ্গল্যোঃ পাকো যত্রেরিতঃ ক্বচিৎ।
জলং চতুর্গুণং তত্র বীর্য্যাধানার্থমাবপেৎ।
ন মুঞ্চতি রসং দ্রব্যং ক্ষীরাদিভিরুপস্কৃতম্।
সম্যক্ পাকো ন জায়েত তস্মাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।

স্বরস, দুগ্ধ বা দধি দ্বারা পাক করিতে হইলে কেহ কেহ চতুর্গুণ জল সংযোগ করিয়া পাক করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, দুগ্ধাদির ঘনত্ব প্রযুক্ত সম্যক্ পরিমাণে কল্ক দ্রব্যের রস নিঃসৃত না হওয়াতে সুন্দররূপে পাক সমাধা হয় না।

পঞ্চপ্রভৃতি যত্র স্যুর্দ্রবাণি স্নেহসংবিধৌ।
তত্র স্নেহসমান্যাহুরর্ব্বাক্ চ স্যাচ্চতুর্গুণম্॥

স্নেহপাক কার্য্যে পাঁচ বা ততোঽধিক দ্রবপদার্থ থাকিলে প্রত্যেকের পরিমাণ স্নেহের সমান হওয়া আবশ্যক। পাঁচের ন্যূন অর্থাৎ এক হইতে চারি পর্য্যন্ত দ্রব পদার্থ থাকিলে তাহাদের পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ লইতে হইবে।

অম্বুক্বাথরসৈর্যত্র পৃথক্ স্নেহস্য সাধনম্।
কল্কস্যাংশং তত্র দদ্যাচ্চতুর্থং ষষ্ঠমষ্টমম্॥

জল দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে কল্ক দ্রব্যের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থাংশ, ক্বাথ দ্বারা পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের ষষ্ঠাংশ এবং স্বরস দ্বারা পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ হওয়া আবশ্যক।

দুগ্ধে দধ্নি রসে তক্রে কল্কো দেয়োঽষ্টমাংশিকঃ।
কল্কাচ্চ সম্যক্ পাকার্থং তোয়মত্র চতুর্গুণম্।

কল্কাৎ কল্কদ্রব্যাৎ চতুর্গুণং তোয়ং পেষণার্থং দেয়মিতি ব্যবহারঃ।

দুগ্ধ, দধি, স্বরস বা তক্র দ্বারা পাক করিতে হইলে স্নেহের অষ্টমাংশ কল্ক এবং কল্কের চতুর্গুণ জল দিতে হইবে।

ক্বাথেন কেবলেনৈব পাকো যত্রোদিতঃ ক্বচিৎ।
ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কল্কোঽপি তত্র স্নেহে প্রযুজ্যতে।
কল্কহীনস্তু যঃ স্নেহঃ স সাধ্যঃ কেবলে দ্রবে।
কেবলে দ্রবে ক্বাথেতরস্মিন্ স্বরসাদিরূপে।

কেবল ক্বাথদ্বারা স্নেহ পাক উক্ত থাকিলে ক্বাথ্য দ্রব্যের কল্কও স্নেহের সহিত পাক করিতে হইবে। কল্ক ব্যতিরেকেও স্নেহ পাক হইয়া থাকে, তাদৃশ স্থলে ক্বাথ ভিন্ন অন্য দ্রব পদার্থের সহিত অর্থাৎ স্বরসাদির সহিত পাক করা যায়।

পুষ্পকল্কস্তু যঃ স্নেহস্তত্র তোয়ং চতুর্গুণম্।
স্নেহাৎ স্নেহষ্টমাংশশ্চ পুষ্পকল্কঃ প্রযুজ্যতে॥

কল্ক দ্রব্য যদি পুষ্প হয়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ হইবে এবং পাকার্থ স্নেহের চতুর্গুণ জল দিতে হইবে।

আদৌ কল্কঃ প্রদাতব্যো গন্ধদ্রব্যং ততঃ পরম্।
তৈলমুত্তার্য্য দাতব্যং শিহ্লকং কুঙ্কুমং নখম্॥
গন্ধচন্দন কর্পূরমেলাবীজং লবঙ্গকম্॥

কল্কপাকের পর গন্ধপাক কর্ত্তব্য, গন্ধদ্রব্য সমস্তের পরিমাণ সমষ্টি কল্ক পরিমাণের অর্দ্ধেক, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তৈলের দ্বিগুণ জল দিয়া গন্ধ পাক করা হয়। গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলারস, কুঙ্কুম, নখী, শ্বেত চন্দন, কর্পূর, ছোট-এলাইচ ও লবঙ্গ ইহাদের পাক করা যায় না, পাকান্তে তৈল নামাইয়া এই সমুদায় দ্রব্য তৈলে প্রক্ষিপ্ত ও মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়।

গন্ধদ্রব্যাণি।

এলাচন্দনকুঙ্কুমাগুরুমুরাককোল মাংসী শটী
শ্রীবাসচ্ছদগ্রন্থিপর্ণশশভৃৎক্ষৌণীগ্রজোশীরকম্।
কস্তূরীনখপূতিতৈলজলমুগ্ মেথীলবঙ্গাদিকং
গন্ধদ্রব্যমিদং প্রদেয়মখিলং শ্রীবিষ্ণুতৈলাদিষু॥

এলাইচ, শ্বেত চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী অর্থাৎ একাঙ্গী, কাঁকলা, জটামাংসী, শটী, সরলকাষ্ঠ, তেজপত্র, গেঁঠেলা, কর্পূর, শৈলজ, বেণার মূল, মৃগনাভি, নখী, খাটাশী, শিলারস, মুতা, মেথী ও লবঙ্গ ইহাদিগকে গন্ধদ্রব্য কহে। বিষ্ণুতৈল প্রভৃতিতে এই সমস্ত গন্ধ দ্রব্য প্রক্ষেপ্তব্য।

স্নেহপাকপরিজ্ঞানম্।

বর্ত্তিবৎ স্নেহকল্কঃ স্যাদ্যদাঙ্গুল্যা বিবর্ত্তিতঃ।
শব্দহীনোঽগ্নিনিক্ষিপ্তঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেত্তদা॥
যদা ফেনোদ্গমস্তৈলে ফেনশান্তিশ্চ সর্পিষি।
বর্ণগন্ধরসোৎপত্তিঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেত্তদা॥
স্নেহপাকস্ত্রিধা প্রোক্তো মৃদুর্মধ্যঃ খরস্তথা।
ঈষৎ স্বরসকল্কস্তু স্নেহপাকো মৃদুর্ভবেৎ॥
মধ্যপাকস্য সিদ্ধিশ্চ কল্কে নীরসকোমলে।
ঈষৎ কঠিন কল্কশ্চ স্নেহপাকো ভবেৎ খরঃ॥
তদূর্দ্ধং দগ্ধপাকঃ স্যাদ্দাহকৃন্নিষ্প্রয়োজনঃ।
আমপকশ্চ নির্বীর্য্যো বহ্নিমান্দ্যকরো গুরুঃ॥

কল্ক অঙ্গুলিদ্বারা পাকাইলে যখন বাতির ন্যায় হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শব্দ হয় না, তখন জানিবে স্নেহপাক সিদ্ধ হইয়াছে। যখন তৈলে ফেনোদ্গম এবং ঘৃতে ফেন নিবৃত্তি হয়, এবং উপযুক্ত বর্ণ, গন্ধ ও রসের উৎপত্তি হয়, তখন পাক নিষ্পত্তি হইয়াছে জানিবে। মৃদু, মধ্য ও খরভেদে স্নেহপাক ত্রিবিধ। কল্কদ্রব্য ঈষৎ সরস থাকিলে মৃদু পাক, কোমল অথচ নীরস হইলে মধ্যপাক এবং ঈষৎ কঠিন হইলে খর পাক কহা যায়। তাহার অতিরিক্ত হইলে দগ্ধ পাক কহে। তাদৃশ স্নেহ কার্য্যকর নহে, তাহা দাহজনক। আমপক্ক স্নেহ নির্বীর্য্য, অগ্নিমান্দ্যকর ও গুরুপাক।

নস্যার্থং স্যান্মৃদুঃ পাকো মধ্যমঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
অভ্যঙ্গার্থং খরঃ প্রোক্তো যুঞ্জ্যাদেবং যথোচিতম্॥

নস্যার্থে প্রয়োগ করিতে হইলে মৃদু পাক ও অভ্যঙ্গার্থ খরপাক প্রশস্ত, মধ্যপাক সর্ব্বকার্য্যোপযোগী।

ঘৃততৈলগুড়াদীংশ্চ সাধয়েন্নৈকবাসরে।
প্রকুর্ব্বন্ত্যুষিতাস্ত্বেতে বিশেষাদ্‌গুণসঞ্চয়ম॥

ঘৃত, তৈল ও গুড় প্রভৃতি পাক এক দিবসে সম্পন্ন করা উচিত নহে, কারণ উষিত অর্থাৎ অধিক দিবসে পাক সিদ্ধ হইলে ইহারা বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে।

দ্রব্যাণাং মাত্রাবিধিঃ।

স্থিতির্নাস্ত্যেব মাত্রায়াঃ কালমগ্নিং বলং বয়ঃ।
প্রকৃতিং দেশদোষৌ চ দৃষ্ট্বা মাত্রাং প্রকল্পয়েৎ॥
নাল্পং হন্ত্যৌষধং ব্যাধিং যথাল্পাম্বু মহানলম্।
দোষবচ্চাতিমাত্রং স্যাৎ শস্যমত্যুদকং যথা॥
মাত্রয়া হীনয়া দ্রব্যং বিকারং ন নিবর্ত্তয়েৎ।
দ্রব্যাণামতিযোগাচ্চ ব্যাপৎ সংজায়তে ধ্রুবম॥

ঔষধের মাত্রার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই; দেশ, কাল, রোগীর বল, বয়ঃক্রম, অগ্নি ও পীড়া বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। যেরূপ অল্প পরিমিত জল প্রবল অগ্নি নির্ব্বাপণে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ঔষধের পরিমাণ নিতান্ত অল্প হইলে ব্যাধির নিবৃত্তি হয় না। যেমন অত্যন্ত অধিক জল দ্বারা শস্য নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ অধিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

দ্রব্যপ্রতিনিধিঃ।

কদাচিদ্ দ্রব্যমেকং বা যোগে যত্র ন লভ্যতে।
তত্তদ্ গুণযুতং দ্রব্যং পরিবর্ত্তেন গৃহ্যতে॥
মধু যত্র ন বিদ্যেত তত্র জীর্ণো গুড়ো মতঃ।
পুরাতনগুড়াভাবে রৌদ্রে যামচতুষ্টয়ম্॥
সংশোধ্য নূতনং গ্রাহ্যং পুরাতন গুড়ৈর্বিণা।
ক্ষীরাভাবে ভবেন্মৌদ্গো যূষো মাসুর এব বা॥
সিতাভাবে চ খণ্ডঃ স্যাৎ শাল্যভাবে চ ষষ্টিকঃ।
অসম্ভবে চ দ্রাক্ষায়া গাম্ভারীফলমিষ্যতে॥
ন ভবেদ্দাড়িমো যত্র বৃক্ষাম্লং তত্র দাপয়েৎ।
সৌরাষ্ট্রমৃদভাবে চ গ্রাহ্যা পঙ্কস্য পর্পটী॥
নতং তগরমূলং স্যাদভাবে সিংহলীজটা।
প্রয়োগে যত্র লৌহঃ স্যাদভাবে তন্মলং বিদুঃ॥
সর্ষপঃ শুক্লবর্ণো যঃ স হি সিদ্ধার্থ উচ্যতে।
তত্র সিদ্ধার্থকাভাবে সামান্যঃ সর্ষপো মতঃ॥
চবিকাগজপিপ্পল্যৌ পিপ্পলীমূলবৎ স্মৃতে।
অভাবে পৃশ্নিপর্ণ্যাশ্চ সিংহপুচ্ছী বিধীয়তে॥
নিত্যং মুষ্কতিকাভাবে তালমস্তকমিষ্যতে।
কুঙ্কুমস্যাপ্যভাবে তু নিশা গ্রাহ্যা ভিষগ্বরৈঃ॥
মুক্তাভাবে শুক্তিচূর্ণং বজ্রে বৈক্রান্তমিষ্যতে।
ধান্যকাভাবতো দদ্যাৎ শতপুষ্পাং ভিষগ্বরঃ॥
বারাহীকন্দকাভাবে চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
সুবর্ণমথবা রৌপ্যং যোগে যত্র ন লভ্যতে॥
তত্র লৌহেন কর্ম্মাণি ভিষক্ কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
অভাবাৎ পৌষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে॥
সামুদ্রং সৈন্ধবাভাবে বিড়ং বা গৃহ্যতে বুধৈঃ।
পুষ্পাভাবে ফলগ্রামং বিড়ভেদে বিষতঃ ফলম্॥
ভল্লাতকাসহত্বে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে।
রাস্নাভাবে চ বন্দাকো জীরাভাবে চ ধান্যকম্॥
কর্পূরস্যাপ্যভাবেঽপি সুগন্ধং মুস্তমিষ্যতে।
রসাঞ্জনস্য চাপ্রাপ্তৌ দার্ব্বীক্বাথং প্রয়োজয়েৎ॥
মেদাভাবেঽশ্বগন্ধা স্যান্মহামেদে তু সারিবা।
জীবকর্ষভকাভাবে গুড়ূচী চ বিদারিকা॥
ঋদ্ধ্যভাবে বলা গ্রাহ্যা বৃদ্ধ্যভাবে মহাবলা।
কাকোলীযুগলাভাবে নিক্ষিপেচ্চ শতাবরীম্॥
দেয়া মৃগমদাভাবে পূতিকা তদ্‌গুণা বুধৈঃ।
রোহিতকত্বচোঽভাবে পিচুমর্দ্দস্য গৃহ্যতে॥
কাপোতং সর্ব্বমাংসানাং তুল্যং গুণকরং স্মৃতম্।
মাংসক্বাথাপরিপ্রাপ্তৌ যূষো মৌদ্গঃ প্রদীয়তে॥
দেয়াঃ প্রস্রুতবৎসায়াঃ ক্ষীরং কৃৎস্নপয়োগুণম্।
যত্র যদ্ দ্ব্যমপ্রাপ্তং ভেষজে পরপূর্ব্বতঃ॥
গ্রাহ্যং তদ্‌গুণসামান্যাত্তু ন ক্বাপি দূষণম্ ভবেৎ॥

যে দ্রব্যের অভাবে যাহা গ্রহণ করিলে বিশেষ দোষ হয় না তাহা লিখিত হইতেছে।

যে দ্রব্যের অপ্রাপ্তি হইবে তাহার পরিবর্ত্তে তদ্‌গুণবিশিষ্ট অপর দ্রব্য গ্রহণীয়। মধুর অভাবে পুরাতন গুড়, তদভাবে নূতন গুড় তাম্রপাত্রে রৌদ্রে ৪ প্রহর শুকাইয়া লইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মুদ্গ বা মসূরের যূষ, চিনির পরিবর্ত্তে খাঁড়, শালীর অভাবে ষষ্টিকধান্য, দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারীফল, দাড়িমের অভাবে বৃক্ষাম্ল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী, তগর-পাদুকার অভাবে সিউলীছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ডুর, শ্বেত সর্ষপের অভাবে সামান্য সর্ষপ, চৈ ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপ্পলীমূল, চাকুলিয়ার অভাবে শালপানি, মুণ্ডতিকাস্থলে তালের মাতী, কুঙ্কুমের অভাবে হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে ঝিনুকচূর্ণ, হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত, ধনিয়ার অভাবে শুলফা, বারাহী-কন্দের অভাবে চামারআলু, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহ, পুষ্করমূলের স্থলে কুড়, সৈন্ধবের পরিবর্ত্তে সামুদ্র বা বিট্‌লবণ, পুষ্পের অভাবে কচিফল, উদরাময়ে বিল্বের ফল, ভেলা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন, রাস্নার পরিবর্ত্তে বাঁদরা, জীরার অভাবে ধনিয়া, কর্পূরের অভাবে সুগন্ধি মুস্তক এবং রসোতের পরিবর্ত্তে দারুহরিদ্রার ক্বাথ, মেদের পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধা, মহামেদের পরিবর্ত্তে অনন্তমূল, জীবকের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরি-বর্ত্তে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধির পরিবর্ত্তে বেঁড়েলা, বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে গোরক্ষ চাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর পরিবর্ত্তে শতমূলী, মৃগনাভির অভাবে খাটাশী, রোহিতক ছালের পরিবর্ত্তে নিমছাল, সকল মাংসের স্থলে কপোতমাংস, মাংসক্বাথের অভাবে মুগের যূষ এবং যাবতীয় দুগ্ধের স্থলে প্রয়ূঢ়-বৎসা ধেনুর দুগ্ধ প্রদান করা যাইতে পারে। কোন ঔষধের ফর্দ্দের দ্রব্য সমূহের মধ্যে দ্রব্য বিশেষের অভাব হইলে তদ্‌গুণবিশিষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন দ্রব্য সংযোগ করিবে। ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই।

ভেষজগ্রহণসঙ্কেতঃ।

লবণং সৈন্ধবং প্রোক্তং চন্দনং রক্তচন্দনম্।
চূর্ণলেহাসবস্নেহাঃ সাধ্যা ধবলচন্দনৈঃ॥
কষায়লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনম্।
পয়ঃসর্পিঃপ্রয়োগেষু গব্যমেব হি গৃহ্যতে॥
শকৃদ্রসো গোময়কং মূত্রং গোমূত্রমুচ্যতে॥

বিশেষ উক্ত না লইলে লবণ শব্দে সৈন্ধব ও চন্দন শব্দে রক্তচন্দন বুঝিতে হইবে। চূর্ণ, অবলেহ, আসব ও স্নেহে শ্বেতচন্দন এবং কষায় ও প্রলেপকার্য্যে রক্তচন্দন প্রয়োজ্য। দুগ্ধ, ঘৃত, পুরীষ-রস ও মূত্র উক্ত হইলে তত্তদ্‌ দ্রব্য গব্য বুঝিতে হইবে।

অন্যচ্চ।
পাত্রোক্তৌ চাপি মৃৎপাত্রমুৎপলে নীলমুৎপলম্।
শকৃদ্রসে গোময়রসশ্চন্দনে রক্তচন্দনম্॥
সিদ্ধার্থঃ সর্ষপে গ্রাহ্যো লবণে সৈন্ধবং মতম্।
মূত্রে গোমূত্রমাদেয়ং বিশেষো যত্র নেরিতঃ॥
পয়ঃসর্পিঃপ্রয়োগেষু গব্যমেব প্রশস্যতে।
স্ত্রিয়শ্চতুষ্পদে গ্রাহ্যাঃ পুমাংসো বিহগেষু চ॥
জাঙ্গলানাং বয়ঃস্থানাং চর্ম্মরোমনখাদিকম্।
ত্যক্ত্বা গ্রাহ্যং পূতমাংসং সাত্ত্বিকং খণ্ডশঃ কৃতম্॥
পক্কব্যামাজমাংসঞ্চ বিধিনা ঘৃততৈলয়োঃ।
হিত্বা স্ত্রীং পুরুষঞ্চাপি ক্লীবং তত্রাপি দাপয়েৎ॥
শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ।
ময়ূরী জম্বুকী ছাগী বীর্য্যহীনা স্বভাবতঃ॥
কাশীরাজমতেনৈব ছাগ এব নপুংসকঃ।
অভাবাদপ্রতীকাষা বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশতঃ॥

বন্ধ্যা ছাগী বিপক্কব্যা নতু শাস্ত্রমতং চরেৎ।
স্ত্রীণাং তীক্ষ্ণং গবাং মূত্রং নতু পুংসাং বিধীয়তে॥
পিত্তাত্মিকাঃ স্ত্রিয়ো যস্মাৎ সৌম্যাস্তু পুরুষা মতাঃ।
ক্ষীরমূত্রপুরীষাণি জীর্ণাহারে তু সংহরেৎ॥

সামান্যতঃ পাত্রশব্দে মৃৎপাত্র, উৎপল শব্দে নীলোৎপল, পুরীষরসশব্দে গোময়-রস, চন্দন শব্দে রক্তচন্দন, সর্ষপ শব্দে শ্বেতসর্ষপ, লবণ শব্দে সৈন্ধবলবণ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে স্ত্রীজাতি এবং পক্ষীর মধ্যে পুংজাতি গ্রহণীয়। জাঙ্গল পশুর মধ্যে যুবা গ্রহণীয়, তাহাদের চর্ম্ম, রোম ও নখাদি পরিত্যাগ করিয়া অস্থিসহিত খণ্ডখণ্ডীকৃত মাংস লইবে। ছাগজাতির নপুংসক, অভাবে বন্ধ্যা ছাগী গ্রহণীয়। শৃগাল ও ময়ূর জাতির মাংস পাক করিতে হইলে পুরুষ-জাতির মাংসই লইবে, কারণ ময়ূরী, শৃগালী ও ছাগী ইহারা স্বভাবতঃ বীর্য্যহীনা। গোমূত্র লইতে হইলে স্ত্রীজাতিরই লইবে, কারণ স্ত্রীগোজাতির মূত্র তীক্ষ্ণ। দুগ্ধ, মূত্র ও পুরীষ লইতে হইলে উহাদিগের আহার পরিপাক হইলে লওয়া উচিত, অজীর্ণসত্ত্বে লওয়া উচিত নহে।

দ্রবেঽনুক্তে জলমেব দেয়ং
ভাগেঽনুক্তে সমতা বিধেয়া।
অঙ্গেঽনুক্তে বিহিতন্তু মূলং
কালেঽনুক্তে দিবসস্য পূর্ব্বম্॥

দ্রব পদার্থ অনুক্ত থাকিলে জল, ভাগ উক্ত না হইলে সমভাগ, উদ্ভিদের অঙ্গ উক্ত না হইলে মূল এবং কাল উক্ত না থাকিলে প্রাতঃকাল বুঝিতে হইবে।

সারঃ স্যাৎ খদিরাদীনাং নিম্বাদীনান্তু বল্কলম্।
ফলঞ্চ দাড়িমাদীনাং পটোলাদেশ্ছদন্তথা॥
ন্যগ্রোধাদেস্ত্বচো গ্রাহ্যাঃ সারঃ স্যাদ্বীজকাদিতঃ।
তালীশাদেশ্চ পত্রাণি ফলং স্যাত্রিফলাদিতঃ॥

মহান্তি যানি মূলানি কাষ্ঠগর্ভাণি যানি চ।
তেষাঞ্চ বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি কৃৎস্নশঃ॥

বিশেষ উক্ত না থাকিলে খদিরাদি বৃক্ষের সার, নিম্বাদির বল্কল, দাড়িমাদির ফল, পটোলাদির পত্র, বটাদির ত্বক্, বীজকাদির সার, তালীশাদির পত্র ও ত্রিফলাদির ফল গ্রহণীয়। যে সকল মূল বৃহৎ ও যাহাদের অভ্যন্তরে কাষ্ঠ হইয়াছে, সেই সকল মূলের বল্কল গ্রাহ্য। ক্ষুদ্র মূল সমস্তের সর্ব্বাংশই গ্রহণীয়।

মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষাবসন্তয়োঃ।
ত্বক্কন্দৌ শরদি ক্ষীরং যথর্ত্তু কুসুমং ফলম্॥
হেমন্তে সারমোষধ্যা গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥

শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে উদ্ভিদের মূল, বর্ষা ও বসন্তে পত্র, শরৎকালে ত্বক্, কন্দ ও ক্ষীর এবং হেমন্তে সার গ্রহণীয়। পুষ্প ও ফল যে ঋতুতে উৎপন্ন হয়, সেই ঋতুতে সংগ্রহ করিবে।

শরদ্যখিলকর্ম্মার্থং গ্রাহ্যং সরসমৌষধম্।
বিরেকবমনার্থঞ্চ বসন্তান্তে সমাহরেৎ॥

শরৎকালে সমস্ত কার্য্যের নিমিত্ত সরস ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। বিরেচন ও বমনার্থ প্রয়োগের নিমিত্ত বসন্তের অবসানে গ্রহণীয়।

ভৈষজ্যসেবনকালঃ।

অভক্তং পূর্ব্বভক্তঞ্চ মধ্যভক্তং সভক্তকম্।
ভক্তোপরিষ্টাৎ সামুদ্গং ভক্তস্যৈবান্তরেঽপি চ॥
গ্রাসে গ্রাসান্তরে চৈব মুহুর্মুহুরিতি স্মৃতাঃ।
কালা দশৈতে ধীমদ্ভিরৌষধস্য সমাসতঃ॥
বলিনো মহতো ব্যাধেরভুক্তে ভেষজং হিতম্।
সর্ব্বব্যাধিহরং পথ্যং পূর্ব্বভক্তং মহৌষধম্॥
মধ্যকায়গতান্ রোগান্ মধ্যভক্তং নিহন্তি চ।
সভক্তং সুকুমারাণাং বালানামৌষধদ্বিষাম্॥

ভক্তোপরিষ্টাৎ শস্তঞ্চ ঊর্দ্ধজক্রবিকারিণাম্ ।
সম্যক্ বর্চ্চসাং মুদ্গং দীপ্তাগ্নিবলিনাং হিতম্ ।
ভক্তয়োরন্তরে জ্ঞেয়ং ভোজনদ্বয়মধ্যতঃ ।
তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত মধ্যদেহবিকারিণাম্ ।
গ্রাসে গ্রাসে কৃশাগ্নীনাং বাহ্যাসক্তধিয়ামপি ।
গ্রাসান্তরে হিতং বিদ্যাৎ কুষ্ঠমেহবিকারিণাম্ ।
মুহুর্মুহুঃ শ্বাসকাসতৃষ্ণার্ত্তিচ্ছর্দ্দিরোগিণাম্ ।

ঔষধ সেবনের কাল দশ প্রকার উক্ত আছে, যথা অভক্ত, পূর্ব্বভক্ত, মধ্যভক্ত, সভক্তক, ভক্তানন্তর, সামুদ্গ, ভোজন দ্বয় মধ্যবর্ত্তী, প্রতি গ্রাসে, গ্রাসান্তরে মুহুর্মুহুঃ। রোগী বলবান্ ও ব্যাধি প্রবল হইলে অভক্ত ঔষধ হিতকারী। পূর্ব্বভক্ত অর্থাৎ ভোজনের পূর্ব্বে সেবিত ঔষধ সর্ব্বব্যাধিনাশক ও হিতজনক। মধ্যভক্ত অর্থাৎ ভোজনের মধ্যকালে সেবিত ঔষধ মধ্যদেহগত রোগের নাশক। সভক্ত অর্থাৎ অন্নের সহিত সেবিত ঔষধ সুকুমার প্রকৃতি বালক ও ঔষধবিদ্বেষী ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত। ভক্তানন্তর অর্থাৎ ভোজনের পর সেবিত ঔষধ ঊর্দ্ধজক্ররোগে প্রশস্ত। কোষ্ঠবিবদ্ধ রোগে এবং দীপ্তাগ্নি ও বলবান্ রোগীর পক্ষে সামুদ্গ ঔষধ হিতকর, ভোজনের আদিতে ও অন্তে সেবিত ঔষধকে সামুদ্গ কহা যায়।

সামুদ্গং ভেষজং বিদ্যাদন্নস্যাদাবসানয়োঃ ।

মধ্যদেহ সম্বন্ধীয় রোগে ভোজন দ্বয়ের মধ্যে ঔষধ সেবন বিহিত। হীনাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে প্রতি গ্রাসে ঔষধ সেবন উপকারী। কুষ্ঠ ও মেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে গ্রাসান্তরে সেবিত ঔষধ হিতজনক। শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা ও ছর্দ্দি রোগে মুহুর্মুহুঃ ঔষধ সেবন আবশ্যক।

অন্যচ্চ ।
জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্ ।
কিঞ্চিৎ সূর্য্যোদয়ে জাতে তথা দিবসভোজনে ।
সায়ন্তনে ভোজনে চ মুহুশ্চাপি তথা নিশি ।

শাস্ত্রান্তরে ঔষধ সেবনের পাঁচ প্রকার কাল উক্ত আছে। যথা, সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে, দিবাভোজনকালে, সায়ংকালীন ভোজনকালে, মুহুর্মুহুঃ ও রাত্রিতে।

তত্র প্রথমঃ কালঃ।

প্রায়. পিত্তকফোদ্রেকে বিরেকবমনার্থয়োঃ ।
লেখনার্থে চ ভৈষজ্যং প্রভাতেঽনন্নমাহরেৎ ।

পিত্ত ও কফের প্রাবল্যে, বিরেচন ও বমনার্থ এবং লেখনার্থে প্রাতঃকালে আহার না করিয়া ঔষধ সেবন করা উচিত।

দ্বিতীয়ঃ কালঃ।

ভৈষজ্যং বিগুণেঽপানে ভোজনাগ্রে প্রশস্যতে ।
অরুচৌ চিত্রভোজ্যৈশ্চ মিশ্রং রুচিরমাহরেৎ ।
সমানবায়ৌ বিগুণে মন্দেঽগ্নাবতিদীপনম্ ।
দদ্যাদ্ ভোজনমধ্যে চ ভৈষজ্যং কুশলো ভিষক্ ।
ব্যানকোপে তু ভৈষজ্যং ভোজনান্তে সমাহরেৎ ।
হিক্কাক্ষেপককম্পেষু পূর্ব্বমন্তে চ ভোজনাৎ ।

অপান বায়ু দূষিত হইলে ভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করা উচিত। অরুচিতে নানাপ্রকার সুস্বাদু ভোজ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া রুচিজনক ঔষধ সেব্য। সমান বায়ু বিগুণ হইলে এবং অগ্নিমান্দ্যে ভোজনক্রিয়ার মধ্যে ঔষধ সেবন ব্যবস্থেয়। ব্যানবায়ু প্রকুপিত হইলে ভোজনান্তে সেব্য। হিক্কা, আক্ষেপক ও কম্পে ভোজনের প্রথমে ও ভোজনান্তে সেবনীয়। ইহাকেই সামুদ্গ কহা যায়।

তৃতীয়ঃ কালঃ।

উদানে কুপিতে বাতে স্বরভঙ্গাদিকারিণি।
গ্রাসে গ্রাসান্তরে দেয়ং ভৈষজ্যং সান্ধ্যভোজনে।
প্রাণে প্রদুষ্টে সান্ধ্যস্য ভুক্তস্যান্তে প্রদীয়তে।
ঔষধং প্রায়শো ধীরৈঃ কালোঽয়ং স্যাত্তৃতীয়কঃ।

স্বরভঙ্গাদিকারক উদান বায়ু কুপিত হইলে সায়ংকালীন ভোজনের প্রতি-গ্রাসান্তরে ঔষধ সেবনীয়। প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইলে সন্ধ্যাকালীন ভোজনের পর ঔষধ সেব্য।

চতুর্থঃ কালঃ।

মুহুর্মুহুশ্চ তৃট্‌ছর্দ্দিহিক্কাশ্বাসগরেষু চ।
সান্নঞ্চ ভেষজং দদ্যাদিতি কালশ্চতুর্থকঃ।

তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, হিক্কা, শ্বাসরোগে ও বিষদোষে মুহুর্মুহুঃ এবং অন্নের সহিত ঔষধ প্রযোজ্য।

পঞ্চমঃ কালঃ।

ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু লেখনে বৃংহণে তথা।
পাচনে শমনে দেয়মনন্নং ভেষজং নিশি।

ঊর্দ্ধজত্রুরোগে এবং লেখন, বৃংহণ, পাচন ও শমনার্থে রাত্রিতে ঔষধ প্রযোজ্য ও লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়।

স্নেহঃ সিদ্ধো গুড়াদিশ্চ গুণহীনোঽব্দতো ভবেৎ।
স্নেহাস্তাঃ পূর্ণবীর্য্যাঃ স্যুরাচতুর্ম্মাসতঃ পরম্।
অব্দাদূর্দ্ধং ঘৃতং পক্বং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
তৈলে বিপর্য্যয়ং বিদ্যাৎ পক্বেঽপক্বে বিশেষতঃ।
ঊর্দ্ধং মাসদ্বয়াচ্চূর্ণং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
হীনত্বং গুড়িকালেহৌ ভজেতে বৎসরাৎ পরম্।
ওষধ্যো লঘুপাকাঃ স্যুর্নির্বীর্য্যা বৎসরাৎ পরম্।
পুরাণাঃ স্যুগু‍র্ণৈর্যুক্তা আসবা ধাতবো রসাঃ।

পক্ব স্নেহ ন্যূনাধিক এক বৎসর বীর্য্য-বিশিষ্ট থাকে, তিলতৈল প্রভৃতি ১৬ মাস পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য থাকে, এক বৎসর অতীত হইলেই পক্ব ঘৃত হীনবীর্য্য হইয়া যায়। তিলতৈল ইহার বীপরীত অর্থাৎ এক বৎসর অতীত হইলে বিশেষ গুণ-কারী হয়, কিন্তু পক্ব সার্ষপ তৈল অর্থাৎ দশমূলাদি তৈল, এক বৎসরের পর নির্বীর্য্য হইয়া যায়। চূর্ণ ঔষধ সমস্ত দুই মাসের পর এবং গুড়িকা, লেহ ও ওষধি সমস্ত একবৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য থাকে। তৎপরে বীর্য্যহীন হয়। আসব, ধাতু ও রস যত পুরাতন হইবে, ততই বিশেষ গুণযুক্ত হইবে।

প্রক্ষেপবিধিঃ।

প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ ক্বাথাৎ স্নেহে কল্কসমো মতঃ।
পরিভাষামিমামন্যে প্রক্ষেপেঽপ্যচিরে পরম্।

পাঁচন প্রস্তুত করিবার নিয়ম—২ তোলা পরিমিত ভেষজ দ্রব্য ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। সিদ্ধক্বাথে নানাবিধ দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত করিয়া উহা পান করিতে হয়। প্রক্ষেপ্য দ্রব্যের পরিমাণ সমষ্টি ক্বাথ্য দ্রব্যের চতুর্থাংশ হওয়া আবশ্যক। অতএব পাঁচনাদিতে প্রক্ষেপ্য দ্রব্যের পরিমাণ ৪ মাষা। স্নেহে অর্থাৎ ঘৃত বা তৈলাদিতে প্রক্ষেপ্য দ্রব্যের অর্থাৎ শর্করা মধু প্রভৃতির পরিমাণ কল্ক পরিমাণের তুল্য।

মাষিকং হিঙ্গু সিন্ধূত্থং জীরকাদ্যাস্তু শাণিকাঃ।

হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ তীক্ষ্ণদ্রব্য বলিয়া পাঁচনে প্রক্ষেপ দিতে হইলে একমাষা পরিমাণে গ্রহণীয়, কিন্তু অধুনা ২ রতি মাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীরকাদি দ্রব্য ২ মাষা পরিমাণেই প্রক্ষেপ্য।

ষোড়শাংশ চতুর্ভাগং বাতপিত্ত কফেষুচ।
ক্ষৌদ্রং কষায়ে দাতব্যং বিপরীতা তু শর্করা॥

মধু প্রক্ষেপ্য হইলে, বায়ুদমনার্থ ক্বাথের ষোড়শাংশ অর্থাৎ এক মাষা, পিত্তদমনার্থ অষ্টমাংশ অর্থাৎ ২ মাষা এবং কফদমনার্থ চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৪ মাষা গ্রহণীয়। শর্করা প্রক্ষেপ দিতে হইলে ইহার বিপরীত নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে অর্থাৎ বায়ুপ্রধান স্থলে চতুর্থাংশ, পিত্তাধিক্যে অষ্টমাংশ এবং কফাধিক্যে ষোড়শাংশ ব্যবস্থেয়।

ক্ষীরাদিপাকঃ।

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ॥
ক্ষীরমস্থারনালানাং পাকো নাস্তি বিনাম্ভসা।
সম্যক্ পাকং ন গচ্ছন্তি তস্মাত্তোয়ং চতুর্গুণম্॥

এতত্ত্ব বচনং কেবল ক্ষীরাদি পক্ক পাচনাদৌ ক্ষীরপঞ্চমূল্যাদৌ, নান্যত্র, তৈল ঘৃতাদি পাকে তত্র দ্রব্যান্তরমস্ত্যেব। তৈলাদিপাকে যত্র চতুর্গুণং ক্ষীরমেবাস্তি ন দ্রব্যান্তরমস্তি তত্র কণ্ঠোক্তত্বাৎ পরিভাষা ন প্রবর্ত্ততে। যথা, অব্যক্তাস্ফুক্তলেশোক্ত সন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ ইত্যভিপ্রেত্য ব্যাখ্যেয়মিতি গুরবঃ।

ক্ষীরপাকের নিয়ম এই, যে দ্রব্যের সহিত দুগ্ধপাক করিতে হইবে, তাহার ৮ গুণ দুগ্ধ ও দুগ্ধের চতুর্গুণ জল এই তিন একত্র পাক করিতে হইবে। সমুদায় জল নিঃশেষ হইলে অর্থাৎ দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইতে হইবে। দুগ্ধ, দধি-মস্তু ও কাঞ্জিক ইহাদের জল ব্যতিরেকে পাক হয় না। অতএব তত্তৎস্থলে চারি-গুণ জল দিয়া পাক করা বিধেয়। ঘৃত ও তৈলাদিতে যে দুগ্ধ পাক করিতে হয়, এ নিয়ম তৎস্থলে নহে। কেবল ক্ষীরাদি সিদ্ধ পাঁচন অর্থাৎ ক্ষীরপঞ্চমূল্যাদি পাঁচনের পক্ষে এই নিয়ম জানিবে।

ঘৃত তৈলাদিযোগে চ যদ্দ্রব্যং পুনরুচ্যতে।
জ্ঞাতব্যং তদিহাচার্য্যৈর্ভাগতো দ্বিগুণেন হি॥

ঘৃত, তৈল ও অপর মুষ্টিযোগাদিতে যদি কোন দ্রব্য দুইবার উক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের ২ ভাগ লইতে হইবে।

সন্ধানবিধিঃ।

দ্রবেষু চিরকালস্থং দ্রব্যং যৎ সন্ধিতং ভবেৎ।
আসবারিষ্টভেদৈস্তু প্রোচ্যতে ভেষজোচিতম্॥

উপযুক্ত দ্রব মধ্যে ঔষধোপযোগী দ্রব্য দীর্ঘকাল সিক্ত করিয়া রাখিলে উৎসেক ক্রিয়া দ্বারা এক নূতনপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, ঐরূপ সিক্ত করিয়া রাখাকে সন্ধানক্রিয়া বলে। প্রথমতঃ আসব ও অরিষ্টের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে।

আসবারিষ্টয়োর্লক্ষণম্।

যদপক্কৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ।
অরিষ্টঃ ক্বাথসাধ্যঃ স্যাৎ তয়োর্মানং পলোন্মিতম্॥

অপক্ক ভেষজদ্রব্য ও জল দ্বারা সম্পাদিত মদ্যকে আসব কহে। ক্বাথসম্পাদিত মদ্যের নাম অরিষ্ট। ইহাদের মাত্রা ৪ তোলা।

আপ্লাব্য সুরয়া সম্যগ্ দ্রব্যাণি বিবিধানি চ।
সপ্তাহান্তে পরিস্রাব্য রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ॥
এষোঽরিষ্টাভিধানেন ভিষগ্‌ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অরিষ্টস্তু গুণা জ্ঞেয়া বীজদ্রব্য গুণৈঃ সমাঃ॥

সুরায় দ্রব্য সমস্ত আপ্লাবিত করিয়া সপ্তাহান্তে উহা ছাঁকিয়া দ্রবাংশ গ্রহণীয়। ইহার নাম অরিষ্ট। যে যে দ্রব্য

সিক্ত করিয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করা যায়, তাহাদের গুণ অরিষ্টে বর্ত্তে।

সামান্যতোঽরিষ্টবিধিঃ।

অনুক্তমানারিষ্টেষু দ্রবদ্রোণে গুড়াত্তুলাম।
ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেদ্গুড়াদর্দ্ধং প্রক্ষেপঃ দশমাংশিকম্॥

অরিষ্ট সাধন ক্রিয়ায় অনুক্ত স্থলে নিম্নলিখিত বিধি অবলম্বন করিতে হইবে। যথা ৬৪ সের পরিমিত দ্রবপদার্থে গুড় ১০০ পল, মধু গুড়ের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৫০ পল এবং প্রক্ষেপ গুড়ের দশমাংশ অর্থাৎ ১০ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া যথাবিধানে উহা প্রস্তুত করিতে হয়।

দ্বিবিধং সীধুমাহ।

জ্ঞেয়ঃ শীতরসঃ সীধুরপক্কো মধুরদ্রবৈ।
সিদ্ধঃ পক্করসঃ সীধুঃ সম্পক্কমধুরদ্রবৈঃ॥
মধুরদ্রবৈরিক্ষুরসাদিভিঃ।

সীধু দুই প্রকার, যথা শীতরস সীধু ও পক্করস সীধু। ইক্ষু প্রভৃতির অপক্ক রস সন্ধিত হইলে শীতরস সীধু উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ইক্ষুরস বা অন্য কোন মধুর রস আবৃত কলসে কিছু দিন রাখিলে অম্ল-রুৎসিক্ত হইয়া শীতরস সীধু উৎপন্ন হয়। ঐরূপ পক্ক ইক্ষুরসাদি অর্থাৎ গুড়াদি দ্বারা উৎপন্ন সীধুকে পক্ক রস সীধু বলা যায়। সীধু অর্থাৎ সির্কাকে ইংরাজীভাষায় ভিনিগার কহে।

সুরাদিলক্ষণম্।

দিনানি কতিচিৎ ক্লিন্নং গুড়াদৌ স্থাপয়েদ্ভিষক্।
ততো বিক্লিত্তিমাপন্নং যন্ত্রৈশ্চ নাড়িকাদিভিঃ॥
বিধিবৎ স্রাবয়েচ্চাস্মাদন্যপাত্রে স্রুতং রসম্।
গৃহ্নীয়াৎ সা সুরা খ্যাতা তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্যশালিনী॥

সুরার উপাদান দ্রব্য সমস্ত গুড়াদিতে নিক্ষেপ করিয়া কিছুদিন তদবস্থায় রাখিবে। সমুদায় বিক্লিন্ন হইলে নাড়ীকাদি যন্ত্র সহযোগে চুয়াইয়া উহার রস লইবে। এই নিঃস্রুত দ্রব পদার্থের নাম সুরা। সুরা তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্যসম্পন্ন।

পরিপক্কান্নসন্ধানাৎ সমুৎপন্নাং সুরাং জগুঃ।
সুরামণ্ডঃ প্রসন্না স্যাৎ ততঃ কাদম্বরী ঘনা।
তদধো জগলো জ্ঞেয়ো মেদকো জগলাদ্ ঘনঃ।
বক্কসো হৃতসারঃ স্যাৎ সুরাবীজঞ্চ কিণ্বকম্॥

পরিপক্ক অন্নের সন্ধানক্রিয়া দ্বারা সুরা উৎপন্ন হয়। সুরামণ্ড অর্থাৎ মদ্যের উপরিস্থিত স্বচ্ছাংশের নাম প্রসন্না। প্রসন্না অপেক্ষা কাদম্বরীনামক মদ্য ঘন। জগল মদ্য কাদম্বরী অপেক্ষা ঘন। মেদক মদ্য জগল মদ্য অপেক্ষা ঘন। হৃতসার মদ্যকে বক্কস কহে। সুরাবীজ অর্থাৎ বাকরকে কিণ্ব বলে।

যত্তাল খর্জ্জুররসৈঃ সন্ধিতা সা হি বারুণী॥

তাল ও খেজুরের রসের সন্ধান ক্রিয়া দ্বারা বারুণী উৎপন্ন হয়। বারুণীকে চলিত ভাষায় তাড়ী কহে।

কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহ লবণানি চ।
যত্র দ্রবেঽভিষূয়ন্তে তচ্চুক্তমভিধীয়তে॥
অভিষূয়ন্তে দ্রবেণাপ্লাব্য সন্ধীয়ন্তে।
বিনষ্টমম্লতাং যাতং মদ্যং বা মধুরদ্রবঃ।
বিনষ্টঃ সন্ধিতো যস্তু তচ্চুক্তমভিধীয়তে।

নানাবিধ কন্দ, মূল ও ফলাদি লবণ ও তৈলাদির সহিত দ্রবপদার্থে আপ্লাবিত করিয়া সন্ধিত করিলে শুক্ত অর্থাৎ আচার উৎপন্ন হয়। মদ্য বিনষ্ট হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে অথবা কোন মধুর দ্রবপদার্থ বিনষ্ট হইয়া সন্ধিত হইলে তাহাকেও শুক্ত বলা যায়।

গুড়াম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা।
সন্ধিতঞ্চাম্লতাং যাতং গুড়শুক্তং প্রচক্ষ্যতে ॥

তৈল, গুড়ের জল, নানাবিধ কন্দ, শাক ও ফল এই সমুদায় দ্রব্য সন্ধিত হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে গুড়শুক্ত কহা যায়।

এবমেবহি শুক্তং স্যাম্মৃদ্বীকাসম্ভবং তথা ॥

এইরূপ দ্রাক্ষা হইতেও শুক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তুষাম্বু সন্ধিতং জ্ঞেয়মামৈর্ব্বিদলিতৈর্যবৈঃ।
যবৈস্তু নিস্তুষৈঃ পক্কৈঃ সৌবীরং সাধিতং ভবেৎ ॥

কাঁচা যব বিদলিত করিয়া সন্ধিত করিলে তাহাকে তুষাম্বু কহা যায়। তুষহীন পক্ক যবের সন্ধানক্রিয়া দ্বারা সৌবীর উৎপন্ন হয়।

অপরঞ্চ।
সৌবীরস্তু যবৈরামৈঃ পক্কৈর্ব্বা নিস্তুষীকৃতৈঃ।
গোধূমৈরপি সৌবীরমাচার্য্যাঃ কেচিদূচিরে ॥

অপক্ক বা পক্ক নিস্তুষ যব সন্ধিত হইলে সৌবীর প্রস্তুত হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে গোধূম দ্বারাও সৌবীর উৎপন্ন হয়।

আরনালন্তু গোধূমৈরামৈঃ স্যান্নিস্তুষীকৃতৈঃ।
পক্কৈর্ব্বা সংহিতৈস্তত্তু সৌবীরসদৃশং গুণৈঃ ॥

আম অর্থাৎ কাঁচা অথবা পক্ক নিস্তুষ গোধূম সংহিত হইলে আরনাল উৎপন্ন হয়, ইহার গুণ সৌবীরের ন্যায়। ইহাকে কাঞ্জিকও বলে।

সন্ধিতং ধান্যমণ্ডাদি কাঞ্জিকং কথ্যতে জনৈঃ।

সন্ধিত ধান্যমণ্ডাদিকে কাঞ্জিক কহে।

সাণ্ডাকী সন্ধিতা জ্ঞেয়া মূলকৈঃ সর্ষপাদিভিঃ ॥

মূলক ও সর্ষপাদির সন্ধান ক্রিয়া দ্বারা সাণ্ডাকী উৎপন্ন হয়।

ধান্যাম্লম্ ।

প্রস্থং ষষ্টিকধান্যস্য নীরপ্রস্থদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
আধারভাণ্ডং সংরুধ্য ভূমের্গর্ভে নিধাপয়েৎ ॥
পক্ষাদথ সমুদ্ধৃত্য বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ।
ততো জাতরসং যোজ্যং ধান্যাম্লং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥
ধান্যাম্লং শালিচূর্ণাচ্চ কোদ্রবাদিকৃতং ভবেৎ ॥

সতুষ আশুধান্য ২ সের কুট্টিত করিয়া ৮ সের জলে ভিজাইয়া আধার ভাণ্ড আবৃত করিয়া ভূগর্ভে পুঁতিয়া রাখিবে, পক্ষান্তে উদ্ধৃত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম ধান্যাম্ল। শালি ও কোদ্রবাদি ধান্য হইতেও ধান্যাম্ল প্রস্তুত হয়।

কাঞ্জিকসাধনম্ ।

তুলামিতং ষষ্টিকতণ্ডুলঞ্চ
প্রগৃহ্য চান্নং বিধিবদ্ বিধায়।
দ্রোণেঽম্ভসি ক্ষিপ্তমথ ত্রিযামা-
স্তং সপ্ত রক্ষেৎ পিহিতং প্রযত্নাৎ ॥
ততস্তু কল্কং সকলং নিরস্যেৎ
তং কাঞ্জিকং কথ্যত আরনালম্।
তদ্‌ভেদি তীক্ষ্ণং লঘু পাচনঞ্চ
দাহজ্বরঘ্নং কফবাতনাশি ॥

১২॥০ সের আতপ আশুতণ্ডুলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া ৬৪ সের জলে ভিজাইয়া আবৃত পাত্রে সাত দিবস রাখিবে, পরে অন্ন সকল ছাঁকিয়া ফেলিয়া সুরক্ষিতভাবে রাখিবে। ইহার নাম কাঞ্জিক। কাঞ্জিক যত পুরাতন হইবে, ততই ইহার বীর্য্য বৃদ্ধি হইবে। কাঞ্জিকের অপর নাম আরনাল। ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণ, লঘু, পাচক, দাহজ্বর নাশক, কফঘ্ন ও বায়ুশান্তিকর। ষষ্টিক তণ্ডুলের অভাবে শালিতণ্ডুলেরও কাঞ্জিক প্রস্তুত হইতে পারে।

স্নেহবিধিঃ।

গুরুশীত সরস্নিগ্ধ মন্দসূক্ষ্ম মৃদুদ্রবম্।
ঔষধং স্নেহনং প্রায়ো বিপরীতং বিরুক্ষণম্।
সর্পির্মজ্জবসাতৈলং স্নেহেষু প্রবরং মতম্।
তত্রাপি চোত্তমং সর্পিঃ সংস্কারস্যানুবর্ত্তনাৎ।
পিত্তঘ্নাস্তে যথাপূর্ব্বমিতরঘ্না যথোত্তরম্।
ঘৃতাৎ তৈলং গুরু বসা তৈলান্মজ্জা ততোঽপি চ।
দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভিস্তৈর্যমকস্ত্রিবৃতো মহান্।
স্বেদ্যসংশোধ্যমদ্যস্ত্রীব্যায়ামাসক্তচিন্তকাঃ।
বৃদ্ধবালাবল কৃশা রুক্ষ ক্ষীণাস্র রেতসঃ।
বাতার্ত্ত সন্ধি তিমির দারুণ প্রতিবোধিনঃ।
স্নেহ্যা ন ত্বতিমন্দাগ্নি তীক্ষ্ণাগ্নিস্থূল দুর্ব্বলাঃ।
উরুস্তম্ভাতিসারাম গলরোগ গরোদরৈঃ।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দ্যরুচিশ্লেষ্ম তৃষ্ণামদ্যৈশ্চ পীড়িতাঃ।
অপপ্রসূতা যুক্তে চ নস্যে বস্তৌ বিরেচনে।
তত্র ধী স্মৃতি মেধাগ্নিকাঙ্ক্ষিণাং শস্যতে ঘৃতম্।
গ্রন্থিনাড়ীক্রিমিশ্লেষ্ম মেদোমারুতরোগিষু।
তৈলং লাঘবদার্ঢ্যার্থে ক্রুরকোষ্ঠেষু দেহিষু।
বাতাতপাধ্বভাষ্যস্ত্রী ব্যায়াম ক্ষীণ ধাতুষু।
রুক্ষক্লেশক্ষমাত্যগ্নিবাতাবৃতপথেষু চ।
শেষৌ বসা তু সন্ধ্যস্থিমর্ম্মকোষ্ঠরুজাসু চ।
তথা দগ্ধাহত ভ্রষ্ট যোনিকর্ণশিরোরুজি।
তৈলং প্রাবৃষি বর্ষান্তে সর্পিরন্যৌ তু মাধবে।
ঋতৌ সাধারণে স্নেহঃ শস্তোঽহ্নি বিমলে রবৌ।
তৈলং ত্বরায়াং শীতেঽপি ঘর্ম্মেঽপি চ ঘৃতং নিশি।
নিশ্যেব পিত্তে পবনে সংসর্গে পিত্তবত্যপি।
নিশ্যন্যথা বাতকফাদ্রোগাঃ স্যুঃ পিত্ততো দিবা।

গুরু, শীত, সর, স্নিগ্ধ, মন্দ, সূক্ষ্ম, মৃদু ও দ্রব গুণবিশিষ্ট দ্রব্য মাত্রই প্রায় স্নেহন, ইহার বিপরীত অর্থাৎ লঘু, উষ্ণ, স্থির, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, স্থূল, কঠিন ও সান্দ্র গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য মাত্রই প্রায় রুক্ষণ। স্নেহ পদার্থ মধ্যে ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈল এই চারিটীই প্রধান। এই স্নেহ চতুষ্টয়ের মধ্যে আবার ঘৃতই শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহা অন্য দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত হইলে ইহা নিজশক্তি ও সংস্কার দ্রব্যের শক্তি এই উভয় শক্তিই প্রকাশ করে। ঐ চারিটী স্নেহ পদার্থের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী গুলি পরবর্ত্তী গুলি অপেক্ষা যথাক্রমে অধিকতর পিত্তঘ্ন এবং পরবর্ত্তী গুলি পূর্ব্ববর্ত্তী গুলি অপেক্ষা বাতশ্লেষ্মনাশক। ঘৃত অপেক্ষা তৈল, তৈল অপেক্ষা বসা এবং বসা অপেক্ষা মজ্জা গুরুতর। উক্ত স্নেহ চতুষ্টয়ের মধ্যে মিলিত যে কোন দুইটীকে যমক, তিনটীকে ত্রিবৃত এবং চারিটীকে মহাস্নেহ বলা যায়। নিম্নলিখিত ব্যক্তি সকলের পক্ষে স্নেহক্রিয়া বিধেয়। যথা—যাহাদের স্বেদক্রিয়া কর্ত্তব্য, যাহাদের সংশোধন ক্রিয়া কর্ত্তব্য, মদ্যাসক্ত, সতত স্ত্রীপ্রসঙ্গী, ব্যায়ামশীল, চিন্তাশীল, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, কৃশ, রুক্ষ, ক্ষীণরক্ত, ক্ষীণশুক্র, বাতপীড়িত, সন্ধি (নেত্রসন্ধি) রোগী, তিমির রোগী এবং উচ্চৈঃশ্রুতি নামক কর্ণরোগাক্রান্ত ব্যক্তি, ইহাদের প্রতি স্নেহ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। অতিশয় অগ্নিমান্দ্য বিশিষ্ট, অত্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্নিযুক্ত, অতিস্থূল, নিতান্ত দুর্ব্বল এবং উরুস্তম্ভ, অতিসার, আম, গলরোগ, বিষরোগ, উদরী, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা ও মদাত্যয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, অকাল প্রসূতা নারী ইহাদের পক্ষে এবং নস্য, বস্তি ও বিরেচন প্রযুক্ত হইলে স্নেহ সেবন নিষিদ্ধ। বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও অগ্নি বৃদ্ধি নিমিত্ত স্নেহ প্রয়োগ করিতে হইলে ঘৃতপ্রয়োগই প্রশস্ত। গ্রন্থি, নাড়ীব্রণ, ক্রিমি, শ্লেষ্মা, মেদঃ ও বায়ুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি, ক্রুরকোষ্ঠ ব্যক্তি এবং বায়ু, রৌদ্র, পথ পর্য্যটন, অধিক শব্দোচ্চারণ (অধ্যয়ন সঙ্গীতাদি), স্ত্রীসেবা ও ব্যায়াম এই সকল দ্বারা ক্ষীণধাতু ব্যক্তির পক্ষে এবং লঘুতা ও

দৃঢ়তার নিমিত্ত তৈল প্রয়োজ্য। রূক্ষদেহ, ক্লেশসহিষ্ণু, অতিশয় অগ্নিদীপ্তি সম্পন্ন ইহাদের পক্ষে এবং বায়ুর দ্বারা যাহাদের অপানাদি মার্গ রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে অবশিষ্ট স্নেহদ্বয় অর্থাৎ বসা ও মজ্জা হিতকর। সন্ধি, অস্থি, মর্ম্ম, কোষ্ঠ, কর্ণ ও মস্তকের পীড়ায় এবং দগ্ধযোনি, আহতযোনি ও ভ্রষ্টযোনি স্ত্রীর পক্ষে বসাই বিশেষ হিতকর। প্রাবৃট্‌কালে তৈল, শরৎকালে ঘৃত এবং বসা ও মজ্জা বসন্ত কালে প্রয়োজ্য। সাধারণ ঋতুতে অর্থাৎ যে সময়ে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা অপ্রবল থাকে, তৎকালে, দিবাভাগে, সূর্য্য নির্ম্মল অর্থাৎ মেঘাচ্ছাদনাদি রহিত থাকিলে স্নেহ প্রয়োগ ব্যবস্থেয়। শীতকালে তৈল সেবন নিষিদ্ধ হইলেও নিতান্ত আবশ্যক স্থলে অর্থাৎ যে পীড়ায় শীঘ্র অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে শীতকালেও উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু দিবাভাগে ও সূর্য্য নির্ম্মল থাকিলে প্রয়োজ্য। এইরূপ গ্রীষ্মকালেও ঘৃত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, কিন্তু রাত্রিতে ব্যবস্থেয়। কেবল পিত্ত বা কেবল বায়ুস্থলে অথবা পিত্তযুক্ত সংসর্গ স্থলে রাত্রিতেই স্নেহ ব্যবস্থেয়। অবধিরূপে রাত্রিতে স্নেহ প্রয়োগ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ এবং অবিধি রূপে দিবাতে প্রয়োগ করিলে পৈত্তিক রোগ জন্মিয়া থাকে।

যুক্ত্যাবচারয়েৎ স্নেহং ভক্ষ্যাদ্যন্নে ন বস্তিভিঃ।
নস্যাভ্যঞ্জন গণ্ডূষ মূর্দ্ধকর্ণাক্ষি তর্পণৈঃ॥
রসভেদৈককত্বাভ্যাং চতুঃষষ্টির্বিচারণা।
স্নেহস্যান্যাভিভূতত্বাদল্পত্বাচ্চ ক্রমাৎ স্মৃতাঃ॥
যথোক্তহেত্বভাবাচ্চ নাচ্ছাপেয়া বিচারণা।
স্নেহস্য কল্পঃ স শ্রেষ্ঠঃ স্নেহকর্ম্মাশু সাধনাৎ॥
দ্বাভ্যাং চতুর্ভিরষ্টাভির্যামৈর্জীর্য্যন্তি যাঃ ক্রমাৎ।
হ্রস্বমধ্যোত্তমা মাত্রাস্তাস্তাভ্যশ্চ গরীয়সীম্‌॥
কল্পয়েদ্‌ বীক্ষ্য দোষাদীন্‌ প্রাগেব তু হ্রসীয়সীম্‌।
হ্রস্তনে জীর্ণ এবান্নে স্নেহোঽচ্ছঃ শুদ্ধয়ে বহুঃ॥
শমনঃ ক্ষুদ্বতোঽনন্নো মধ্যমাত্রশ্চ শস্যতে।
বৃংহণো রসমদ্যাদ্যৈঃ সভক্তোঽল্পো হিতঃ স চ॥
বালবৃদ্ধ পিপাসার্ত্ত স্নেহদ্বিন্মদ্যশীলিনঃ।
স্ত্রীস্নেহ নিত্য মন্দাগ্নি সুখিত ক্লেশভীরবঃ॥
মৃদুকোষ্ঠাল্পদোষেষু কালে চোষ্ণে কৃশেষু চ।
প্রাঙ্‌মধ্যোত্তর ভক্তোঽসাবধোমধ্যোর্দ্ধদেহজান্‌॥
ব্যাধীন্‌ জয়েদ্‌ বলং কুর্য্যাদঙ্গানাঞ্চ যথাক্রমম্‌।
বায়্বঞ্চমচ্ছেঽনুপিবেৎ স্নেহে তৎসুখপক্তয়ে॥
আস্যোপলেপশুদ্ধ্যৈ চ তৌবরারুষ্করে নতু।
জীর্ণাজীর্ণবিশঙ্কায়াং পুনরুষ্ণোদকং পিবেৎ।
তেনোদ্‌গারবিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ততশ্চ লঘুতা রুচিঃ।
ভোজ্যান্নং মাত্রয়া প্রাশ্নন্‌ শ্বঃপিবেৎ পীতবানপি॥
দ্রবোষ্ণমনভিষ্যন্দি নাতিস্নিগ্ধমসঙ্করম্‌॥

ভক্ষ্যাদি চতুর্ব্বিধ অন্নের সহিত এবং বস্তি, নস্য, অভ্যঙ্গ, গণ্ডূষ, মূর্দ্ধতর্পণ, কর্ণতর্পণ ও নেত্রতর্পণ ক্রিয়া বিষয়ে স্নেহ প্রয়োগ করা যায়। কটুতিক্তাদি ষড়্‌বিধ রসযুক্ত অন্নের মধ্যে এক একটি রসযুক্ত অন্নের সহিত অথবা দ্বিবিধ অন্নের সহিত, কিংবা ত্রিবিধ অন্নের সহিত স্নেহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ রসভেদের সহিত প্রয়োগে ৬৩ প্রকার স্নেহের প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং অন্নাদির সহিত প্রযুক্ত না হইয়া শুদ্ধ স্নেহ ও অল্প প্রযুক্ত হয়। অতএব স্নেহের প্রয়োগ ৬৪ প্রকার। আর এক প্রকারে স্নেহের প্রয়োগ হয়, ইহা উক্ত ৬৪ প্রকার রূপের অন্তর্ভূত নহে। ইহার নিয়ম—কেবল মাত্র স্নেহ বহু পরিমাণে সেবিত হইয়া থাকে। ইহার নাম অচ্ছ স্নেহ। অচ্ছ শব্দের অর্থ নির্ম্মল, ইহা অন্নের সহিত মিশ্রিত না হইয়া কেবল মাত্র স্বয়ংই প্রযুক্ত হয়, বলিয়া ইহার নাম অচ্ছ স্নেহ। স্নেহ প্রয়োগ বিধি

মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা দ্বারা শীঘ্র স্নেহ সেবনের ফল লাভ হয়। অচ্ছ-স্নেহ যে মাত্রায় পান করিলে ২ প্রহরে জীর্ণ হয়, তাহা কনিষ্ঠ মাত্রা ; যে মাত্রায় পান করিলে ৪ প্রহরে জীর্ণ হয়, তাহা মধ্যম মাত্রা এবং যাহা ৮ প্রহরে জীর্ণ হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ মাত্রা। দোষাদির বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া তবে গরিষ্ঠ মাত্রা প্রযোগ করিবে। প্রথমে কনিষ্ঠ মাত্রাই প্রয়োগ করা বিধি। শুদ্ধি অর্থাৎ বিরেচনাদির নিমিত্ত অচ্ছস্নেহ প্রয়োগ করিতে হইলে পূর্ব্বদিবস ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইলে বহু পরিমাণে প্রয়োজ্য। সংশমনার্থ প্রয়োগ করিতে হইলে ক্ষুধার উদ্রেকান্তে অনন্ন অবস্থায় অর্থাৎ ভোজনের পূর্ব্বে প্রয়োজ্য। বৃংহণার্থ মাংসের যূষ, মদ্যাদি ও অন্নের সহিত অল্প মাত্রায় প্রয়োজ্য। বালক, বৃদ্ধ, তৃষ্ণার্ত্ত, স্নেহবিদ্বেষী, মদ্যপানশীল, স্ত্রীপ্রসঙ্গী, সতত স্নেহসেবী, অগ্নিমান্দ্যবিশিষ্ট, সুখী, ক্লেশভীরু, মৃদুকোষ্ঠ, অল্পদোষসম্পন্ন ও কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং উষ্ণকালে স্নেহ সেবন নিষিদ্ধ। স্নেহ, ভোজনের পূর্ব্বে সেবিত হইলে অধোদেহগত, ভোজনের মধ্যকালে সেবিত হইলে মধ্যদেহগত এবং ভোজনের পরে সেবিত হইলে ঊর্দ্ধজত্রু-গত রোগ সমস্ত নষ্ট হয়। স্নেহ সেবন দ্বারা অঙ্গ সকলের বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অচ্ছস্নেহ পানান্তে উষ্ণ জল পান ব্যবস্থেয়। এই অনুপান দ্বারা পীত স্নেহের সুপরিপাক ও মুখলেপ নিবারণ হয়। চাকুন্দের বীজ ও ভেলা হইতে যে স্নেহ নির্গত হয়, তাহা পান করিয়া উষ্ণজল পান করা অনুচিত, তাহার অনুপান শীতল জল। পীত স্নেহ জীর্ণ হইল, কি অজীর্ণাবস্থাতেই রহিল, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার উষ্ণোদক পান করা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা উদ্গারশুদ্ধি, দেহের লঘুতা ও অন্নে রুচি হইয়া থাকে। যে দিবস স্নেহ পান করা ব্যবস্থা হইবে, তাহার পূর্ব্ব দিন দ্রব, উষ্ণ, অনভিষ্যন্দি, অনতিস্নিগ্ধ ও অসঙ্কর (যাহা পথ্যাপথ্য মিশ্রিত নহে) পথ্যান্ন যথাযোগ্য মাত্রায় আহার করা কর্ত্তব্য, স্নেহ পানের পরও ঐরূপ পথ্য ব্যবস্থেয়।

উষ্ণোদকোপচারী স্যাদ্ ব্রহ্মচারী ক্ষপাশয়ঃ।
ন বেগরোধী ব্যায়াম ক্রোধ শোকহিমাতপান্॥
প্রবাত যানপানাধ্ব ভাষ্যাত্যাসন সংস্থিতিঃ।
নীচাত্যুচ্চোপধানাহঃস্বপ্ন ধূমরজাংসি চ॥
যান্যহানি পিবেত্তানি তাবন্ত্যন্যান্যপি ত্যজেৎ।
সর্ব্বকর্ম্মস্বয়ং প্রায়ো ব্যাধিক্ষীণেষু চ ক্রমঃ॥
উপচারস্তু শমনে কার্য্যঃ স্নেহে বিরিক্তবৎ।
ত্র্যহমচ্ছং মৃদৌ কোষ্ঠে ক্রূরে সপ্তদিনং পিবেৎ॥
সম্যক্ স্নিগ্ধোঽথবা যাবদতঃ সাত্মীভবেৎ পরম্।
বাতানুলোম্যং দীপ্তোঽগ্নির্বর্চ্চঃ স্নিগ্ধমসংহতম্॥
স্নেহোদ্বেগঃ ক্লমঃ সম্যক্ স্নিগ্ধে রূক্ষে বিপর্য্যয়ঃ।
অতিস্নিগ্ধে তু পাণ্ডুত্বং ঘ্রাণবক্ত্র গুদস্রবাঃ॥
অমাত্রয়াঽহিতোঽকালে মিথ্যাহারবিহারতঃ।
স্নেহঃ করোতি শোফার্শস্তন্দ্রাস্তম্ভ বিসংজ্ঞতাঃ॥
কণ্ডুকুষ্ঠ জ্বরোৎক্লেশ শূলানাহ ভ্রমাদিকান্।
ক্ষুত্তৃষ্ণোল্লেখন স্বেদ রূক্ষপানান্নভেষজম্॥
তক্রারিষ্ট খড়োদ্দাল যব শ্যামাক কোদ্রবম্।
পিপ্পলী ত্রিফলাক্ষৌদ্র পথ্যা গোমূত্র গুগ্গুলু॥
যথাস্বং প্রতিরোগঞ্চ স্নেহব্যাপদি সাধনম্॥

স্নেহ সেবনান্তে পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে উষ্ণ জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মৈথুন ও রাত্রিজাগরণ নিতান্ত নিষিদ্ধ। মলাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, ক্রোধ, শোক, শীত, রৌদ্র, প্রবাত, যানারোহণ, মদ্যপান, পথপর্য্যটন, অধিক বাক্যোচ্চারণ (অধিক অধ্যয়ন সঙ্গীতাদি), অধিককাল ব্যাপিয়া উপবেশন, অতিশয়

নিম্ন বা অত্যুচ্চ উপধান (বালিস) মস্তকে দিয়া শয়ন, দিবানিদ্রা, ধূমপূর্ণ স্থানে অবস্থান ও গাত্রে ধূলা লাগান এই সমুদায় পরিত্যজ্য। উল্লিখিত নিয়ম সমস্ত, যত দিন স্নেহ পান করা যায়, ততদিন ও তাহার পর আর তত দিন পর্য্যন্ত প্রতিপাল্য। স্বেদাদি সমস্ত কার্য্যেই এবং ব্যাধিক্ষীণ ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে প্রায় ঐ সমস্ত নিয়ম পালনীয়। শমনার্থ পীতস্নেহ ব্যক্তির, বিরেচিত ব্যক্তির ন্যায় নিয়মে থাকা উচিত। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির ৩ দিন ও ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির ৭ দিন পর্য্যন্ত অচ্ছস্নেহ পান করা কর্ত্তব্য, মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির ৫ দিন সেবনেই ফল দর্শে। অথবা সামান্যতঃ এই নিয়ম যে, যে পর্য্যন্ত না স্নেহপানের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই স্নেহ সেবনীয়। তৎপরে স্নেহসেবন, সাত্ম্য অর্থাৎ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। স্নেহসেবন সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইলে এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, যথা বায়ুর স্বপথগামিত্ব, অগ্নির দীপ্তি, মল স্নিগ্ধ ও কোমল, ঊর্দ্ধাধো মার্গ দিয়া অল্প পরিমাণে স্নেহের নিঃসরণ ও ক্লান্তি। রূক্ষ লক্ষণ উল্লিখিত লক্ষণ সমস্তের বিপরীত জানিবে। অতিরিক্ত স্নেহ সেবন করিলে পাণ্ডুতা এবং নাসিকা, মুখ ও গুহ্যমার্গ দিয়া কফাদি নিঃস্রুত হইয়া থাকে। স্নেহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবিত না হইলে, যাহার প্রতি যে স্নেহ বিহিত, তাহার অন্যথা প্রযুক্ত হইলে, অনুপযুক্ত কালে প্রযুক্ত হইলে এবং স্নেহ সেবন বিষয়ে আহার বিহারাদির যেরূপ নিয়ম বিহিত হইয়াছে, তাহার বিপরীত আচরণ করিলে শোথ, অর্শ, তন্দ্রা, স্তব্ধতা, সংজ্ঞানাশ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর, উৎক্লেশ, শূল ও ভ্রম ইত্যাদি বিবিধ বিকার উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিগ্রহ, বমন, স্বেদ, রূক্ষপান, রূক্ষ অন্ন, রূক্ষ ঔষধ, তক্রারিষ্ট, খড় (কৃতান্ন বিশেষ), উদ্দাল (ধান্য বিশেষ), যব, শ্যামাক, কোদধান্য, পিপুল, ত্রিফলা, মধু, হরীতকী, গোমূত্র বা গুগ্‌গুলু বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে, আর যে রোগে যেরূপ চিকিৎসা লিখিত আছে, স্নেহ ব্যাপজ্জাত তত্তৎ রোগেও তাদৃশ চিকিৎসা বিধান করিবে।

স্নিগ্ধো দ্রবোষ্ণ ধন্বোত্থ রসভুক্ স্বেদমাচরেৎ।
স্বিন্নস্ত্র্যহং স্থিতঃ কুর্য্যাদ্ বিরেকং বমনং পুনঃ ॥
একাহং দিনমন্যচ্চ কফমুৎক্লেশ্য তৎকরৈঃ।
মাংসলা মেদুরা ভূরিশ্লেষ্মাণো বিষমাগ্নয়ঃ ॥
স্নেহোচিতাশ্চ যেঽস্নেহ্যাস্তান্ পূর্ব্বং রূক্ষয়েত্ততঃ।
স স্নেহ্য শোধয়েদেবং স্নেহব্যাপন্ন জায়তে ॥
অলং মলানীরয়িতুং স্নেহশ্চাসাত্ম্যতাং গতঃ ॥

স্নিগ্ধ ব্যক্তি দ্রব, উষ্ণ ও ধন্বদেশীয় পশু বা পক্ষীর মাংসের যূষ আহার করিয়া স্বেদ গ্রহণ করিবে। স্বেদ ক্রিয়ার ৩ দিবস পরে বিরেচন প্রয়োজ্য। বমন ক্রিয়ার আবশ্যক হইলে এক বা দুই দিন পরে তাহার বিধান করিবে। বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে কফকর দ্রব্য সেবন দ্বারা কফকে স্বস্থান হইতে প্রচ্যবনোন্মুখ করিয়া পশ্চাৎ উহা প্রয়োগ করিবে। মাংসল, মেদস্বী, অধিক কফবিশিষ্ট, অগ্নিবৈষম্যসম্পন্ন, স্নেহাভ্যাসী ও অস্নেহনীয় ব্যক্তিদিগকে অগ্রে রূক্ষিত করিয়া তৎপরে স্নেহ সেবন করাইয়া সংশোধন প্রয়োগ করিবে। এরূপ করিলে কোন বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। অসাত্ম্য স্নেহই দেহের

মলহরণক্ষম। অতএব উক্তরূপ ক্রিয়া দ্বারা স্নেহকে অসাত্ম্যভাবাপন্ন করা উচিত।

বালবৃদ্ধাদিষু স্নেহ পরিহারাসহিষ্ণুষু।
যোগানিমাননুদ্বেগান্ সদ্যঃ স্নেহান্ প্রয়োজয়েৎ।
প্রাজ্যমাংস রসাস্তেষু পেয়া বা স্নেহভর্জ্জিতাঃ।
তিলচূর্ণশ্চ সস্নেহঃ ফাণিতঃ কৃশরাস্তথা।
ক্ষীরপেয়া ঘৃতাঢ্যোষ্ণা দধ্নো বা সগুড়ঃ সরঃ।
পেয়া বা পঞ্চ প্রসৃতা স্নেহৈস্তণ্ডুলপঞ্চমৈঃ।
সপ্তৈতে স্নেহনঃ সদ্যঃ স্নেহাশ্চ লবণোল্বণাঃ।
তদ্‌বিষ্যন্দ্যবিরূক্ষঞ্চ সূক্ষ্মমুষ্ণং ব্যবায়ি চ।
গুড়ানূপামিষ ক্ষীর তিল মাষ সুরা দধি।
কুষ্ঠশোফ প্রমেহেষু স্নেহার্থং ন প্রকল্পয়েৎ।
ত্রিফলা পিপ্পলী পথ্যা গুগ্‌গুল্বাদিবিপাচিতান্।
স্নেহান্ যথাস্বমেতেষাং যোজয়েদবিকারিণঃ।
ক্ষীণানাং ত্বাময়ৈরগ্নিদেহ সন্ধুক্ষণ ক্ষমান্।
দীপ্তান্তরগ্নিঃ পরিশুদ্ধকোষ্ঠঃ
প্রত্যগ্রধাতুর্বলবর্ণযুক্তঃ।
দৃঢ়েন্দ্রিয়ো মন্দজরঃ শতায়ুঃ
স্নেহোপসেবী পুরুষঃ প্রদিষ্টঃ।

স্নেহ সেবন বিষয়ে যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপাল্য, তাহা পালন করিতে অসমর্থ, বালক ও বৃদ্ধাদির পক্ষে সদ্যঃ স্নেহকর নিম্নলিখিত যোগ সমস্ত হিতকর। সেই সমস্ত যোগ এই যথা—১ম, প্রভূত মাংস নিঃক্বথিত রস, ২য়, স্নেহভর্জ্জিত পেয়া, ৩য়, স্নেহ ও মাতগুড় সংযুক্ত তিলচূর্ণ, ৪র্থ, স্নেহ ও মাতগুড় সংযুক্ত খিচুড়ী, ৫ম, বহু ঘৃতযুক্ত ও উষ্ণ দুগ্ধ সাধিত পেয়া, ৬ষ্ঠ, মাতগুড় সংযুক্ত দধির সর, ৭ম, ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা এবং তণ্ডুল প্রত্যেকের এক প্রসৃত অর্থাৎ ১৬ তোলা লইয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুত পেয়া। এই শেষোক্ত পেয়াকে পঞ্চ প্রসৃতা পেয়া বলা যায়। এই সাতটী যোগ সদ্যঃস্নেহন, এতদ্‌ভিন্ন ঘৃতাদি যে কোন স্নেহ পদার্থ অধিক পরিমাণে সৈন্ধব সহিত সেবিত হইলে সদ্য স্নেহকর হইয়া থাকে। কারণ সৈন্ধব লবণ বিষ্যন্দি, অবিরূক্ষ, সূক্ষ্মস্রোতঃপ্রবেশী, উষ্ণ ও ব্যবায়ি। সৈন্ধবের উক্তগুণ সমস্ত থাকাতে তৎসহযোগে স্নেহ পদার্থ শীঘ্র স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকে। কুষ্ঠ, শোথ ও প্রমেহ রোগে স্নেহনার্থ গুড়, আনূপমাংস, দুগ্ধ, তিল, মাষকলায়, সুরা ও দধি প্রয়োজ্য নহে। উল্লিখিত রোগত্রয়ে ত্রিফলা, পিপুল, হরীতকী, বা গুগ্‌গুলু প্রভৃতির সহিত পাচিত উপযুক্ত স্নেহ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে। রোগক্ষীণ ব্যক্তিদিগের পক্ষেও উল্লিখিতরূপে অগ্নিদীপ্তিকর ও দেহের পুষ্টিকর স্নেহ ব্যবস্থেয়। নিয়মিতরূপে স্নেহ সেবন করিলে কোষ্ঠাগ্নির দীপ্তি, কোষ্ঠশুদ্ধি, ধাতুবিশুদ্ধি, বলবৃদ্ধি, বর্ণের উজ্জ্বলতা, ইন্দ্রিয়সকলের দৃঢ়তা, জরার (বলীপলিতাদির) অল্পতা ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়।

মূর্দ্ধতৈলবিধিঃ।

অভ্যঙ্গঃ পরিষেকশ্চ পিচুর্বস্তিরিতি ক্রমাৎ।
মূর্দ্ধতৈলং চতুর্দ্ধা স্যাদ্ বলবৎ তদ্ যথোত্তরম্।
ত্রয়োঽভ্যঙ্গাদয়ঃ পূর্ব্বে প্রসিদ্ধাঃ সর্ব্বতঃ স্মৃতাঃ।
শিরোবস্তিবিধিশ্চাত্র প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতঃ॥
শিরোবস্তিশ্চর্ম্মণঃ স্যাদ্ দ্বিমুখো দ্বাদশাঙ্গুলঃ।
শিরঃপ্রমাণস্তং বদ্ধা মস্তকে মাষপিষ্টকৈঃ।
সন্ধিরোধং বিধায়াশু স্নেহৈঃ কোষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ।
তাবদ্ধার্য্যস্তু যাবৎ স্যান্নাসাকর্ণমুখস্রুতিঃ।
বেদনোপশমো বাপি মাত্রাণাং বা সহস্রকম্।
বিনা ভোজনমেবাত্র শিরোবস্তিঃ প্রশস্যতে।
প্রয়োজ্যস্তু শিরোবস্তিঃ পঞ্চ সপ্ত দিনানি বা।
শিরোবস্তিং বিমোচ্যোষ্ণনীরৈঃ স্নানঞ্চ কারয়েৎ।

অনেন দুর্জ্জয়া রোগা বাতজা যান্তি সংক্ষয়ম্ ।
শিরঃকম্পাদয়স্তেন সর্ব্বকালেষু যুজ্যতে ।

মূর্দ্ধতৈল চারি প্রকার যথা—অভ্যঙ্গ, পরিষেক, পিচু ও বস্তি। মস্তকে তৈল মর্দ্দন করাকে অভ্যঙ্গ কহে। মস্তকে তৈলের ধারাপাতনের নাম পরিষেক। তৈলে তূলা ভিজাইয়া ঐ তূলা মস্তকে বসাইয়া রাখার নাম পিচুক্রিয়া।

বস্তিবিধি পরে লিখিত হইতেছে। এই চারিটীর মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বটী হইতে পরপরটী বলবত্তর।

শিরোবস্তি চর্ম্মে নির্ম্মিত করিতে হয়, ইহার আয়তন মস্তক সদৃশ অর্থাৎ ন্যূন-া ধিক ১২ অঙ্গুলি। ইহা দুই মুখবিশিষ্ট। এই বস্তি অর্থাৎ চর্ম্মবেষ্টন রোগীর মস্তকে বসাইয়া বস্তি ও মস্তকের সংযোগস্থল, পিষ্ট মাষকলায় দ্বারা লিপ্ত করিয়া মস্তকের উপর ঈষদুষ্ণ তৈলধারা ঢালিয়া ব'স্ত পূর্ণ করিবে। যাবৎ না নাসিকা, কর্ণ ও মুখ দিয়া স্নেহস্রাব হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত, অথবা বেদনাশান্তি পর্য্যন্ত উক্ত স্নেহ ধারণীয়। সামান্যতঃ ইহার ধারণকাল ১০০ মাত্রা, অর্থাৎ ১০০ টী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ-কাল উহা ধারণীয়। এইরূপ ৫ বা ৭ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত শিরোবস্তি প্রয়োজ্য। বস্তিধারণকাল অতীত হইলে উহা মোচন করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। শিরোবস্তি দ্বারা শিরঃকম্পাদি দুর্জ্জয় বায়ু-রোগ সমস্তের শান্তি হয়। প্রয়োজন হইলে ইহা সর্ব্বকালেই প্রয়োগকরা যাইতে পারে।

অথ পঞ্চ কর্ম্মাণি ।

প্রথমং বমনং পশ্চাদ্ বিরেকশ্চানুবাসনম্ ।
এতানি পঞ্চ কর্ম্মাণি নিরূহো লাবণং তথা ।

বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরূহণ, ও লাবণ এই পঞ্চকর্ম্ম চিকিৎসার অঙ্গ-ভূত। প্রত্যেকের লক্ষণাদি যথাক্রমে বিশদরূপে লিখিত হইতেছে।

তত্র বমনবিধিঃ ।

শরৎকালে বসন্তে চ প্রাবৃট্‌কালে চ দেহিনাম্ ।
বমনং রেচনঞ্চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্ ।
বলবন্তং কফব্যাপ্তং হৃল্লাসাদিনিপীড়িতম্ ।
তথা বমনসাত্ম্যঞ্চ ধীরচিত্তঞ্চ বাময়েৎ ।
বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেঽগ্নৌ শ্লীপদেঽর্ব্বুদে ।
হৃদ্রোগে কুষ্ঠবীসর্পে মেহাজীর্ণভ্রমেষু চ ।
বিদারিকাপচী কাস শ্বাস পীনস বৃদ্ধিষু ।
অপস্মারে জ্বরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারিষু ।
নাসাতাল্বোষ্ঠ পাকেষু কর্ণস্রাবেঽধিজিহ্বকে ।
গলশুণ্ড্যামতীসারে পিত্তশ্লেষ্মগদে তথা ।
মেদোগদেঽরুচৌ চৈব বমনং কারয়েদ্ ভিষক্ ।
স্তন্যরোগে দুষ্টদুগ্ধজনিতে বালস্য রোগে ।

শরৎ, বসন্ত ও বর্ষা ঋতু বমন এবং বিরেচন ক্রিয়ার প্রশস্ত কাল। বলবান্ প্রবল কফবিশিষ্ট হৃল্লাস অর্থাৎ বমনো-দ্রেকাদি দ্বারা পীড়িত, বমনাভ্যস্ত ও ধীরচিত্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে। বিষদোষে, দুষ্ট স্তন্যপানজনিত বালকের রোগে, অগ্নিমান্দ্যে, শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ রোগে, অর্ব্বুদ (আব) পীড়ায়, হৃদ্রোগে, কুষ্টরোগে, বিসর্পরোগে, প্রমেহে, অজীর্ণ রোগে, ভ্রমরোগে, বিদারিকায়, অপচী-রোগে, কাসরোগে, শ্বাসে, পীনসরোগে, বৃদ্ধিরোগে, অপস্মার অর্থাৎ মৃগীরোগে, জ্বরে, উন্মাদরোগে, রক্তাতীসারে, নাসা, তালু ও ওষ্ঠের পাকে, কর্ণস্রাবে, অধিজিহ্বক রোগে, গলশুণ্ডীরোগে, অতীসারে, পিত্ত-শ্লৈষ্মিকরোগে, মেদোরোগে ও অরুচিতে বমন বিধেয়।

ন বামনীয়স্তিমিরী ন গুল্মী নোদরী কৃশঃ।
নাতিবৃদ্ধো গর্ভিণী চ ন স্থূলো ন ক্ষতাতুরঃ।
মদার্ত্তো বালকো রুক্ষঃ ক্ষুধিতশ্চ নিরূহিতঃ।
উদাবর্ত্ত্যূর্দ্ধরক্তী চ দুশ্ছর্দ্দ্যঃ কেবলানিলী।
পাণ্ডুরোগী ক্রিমিব্যাপ্তঃ পাঠনাৎ স্বরঘাতবান্।
এতেৎপ্যজীর্ণব্যথিতা বাম্যা যে বিষপীড়িতাঃ।
কফব্যাপ্তাশ্চ তে বাম্যা মধুকক্বাথপানতঃ।
দুষ্টরুক্ষ কর্কশদ্রব্যো দুশ্ছর্দ্দ্যঃ।

তিমির (চতুর্থ পটলগত নেত্ররোগ বিশেষ), গুল্ম, উদররোগ ও কৃশতা থাকিলে এবং অতিশয় বৃদ্ধ, গর্ভিণী স্ত্রী, স্থূল, ক্ষতরোগী, মদার্ত্ত, বালক, রুক্ষদেহ ও ক্ষুধিত ব্যক্তিকে, যাহাদের নিরূহণ-ক্রিয়া (পিচকারী) করা হইয়াছে তাহাদিগকে, উদাবর্ত্ত রোগ থাকিলে, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে, যাহারা রুক্ষ ও কর্কশ-দ্রব্য ভোজন করিয়াছে, যাহাদের কেবল বায়ু প্রবল তাহাদিগকে, পাণ্ডুরোগী ও ক্রিমিরোগীকে এবং অধ্যয়ন হেতু স্বরভঙ্গ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে বমন করান অনুচিত। কিন্তু যদি উল্লিখিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ অজীর্ণ, ব্যথিত, বিষপীড়িত ও প্রবল কফবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকেও বমন করান যাইতে পারে। ইহাদিগকে যষ্টিমধুর ক্বাথের সহিত মৃদু বমনকারক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বমন করান কর্ত্তব্য।

সুকুমারং কৃশং বালং বৃদ্ধং ভীরুঞ্চ বাময়েৎ।
পায়য়িত্বা যবাগূং বা ক্ষীর তক্র দধীনি চ।
অসাত্ম্যৈঃ শ্লেষ্মলৈর্ভোজ্যৈর্দোষানুৎক্লেশ্যদেহিনাম্।
স্নিগ্ধস্বিন্নায় বমনং দত্তং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে।
বমনেষু চ সর্ব্বেষু সৈন্ধবং মধুনা হিতম্।
বীভৎসং বমনং দদ্যাদ্ বিপরীতং বিরেচনম্।

কোমলদেহ, কৃশ, বালক, বৃদ্ধ ও ভীরু ব্যক্তিকে যবাগূ, দুগ্ধ, দধি বা তক্র পান করাইয়া বমন করাইবে। অসাত্ম্য অর্থাৎ অপ্রিয় ও কফজনক দ্রব্য ভোজন করাইয়া দোষসকলকে উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ উপস্থিত বমনভাবপ্রাপ্ত করাইয়া স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন ব্যক্তিকে বমন-কারক ঔষধপ্রয়োগ করিলে তাহা সম্যক্ প্রকারে কার্য্যকর হয়। সকল প্রকার বমনকারক ঔষধের মধ্যে মধু-সংযুক্ত সৈন্ধব হিতকর। অরুচ্য দ্রব্য বমনার্থ প্রয়োজ্য, বিরেচনার্থ রুচ্য দ্রব্য ব্যবস্থেয়।

ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কুড়বং শ্রপয়িত্বা জলাঢ়কে।
অর্দ্ধভাগাবশিষ্টঞ্চ বমনেষ্ববচারয়েৎ।
ক্বাথপানে নব প্রস্থা জ্যেষ্ঠা মাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
মধ্যমা ষণ্মিতা প্রোক্তা ত্রিপ্রস্থা চ কনীয়সী।
বমনে চ বিরেকে চ তথা শোণিতমোক্ষণে।
অর্দ্ধত্রয়োদশ পলং প্রস্থমাহুর্মনীষিণঃ।
অর্দ্ধত্রয়োদশ পলং সার্দ্ধষট্কম্।

অর্দ্ধ সের পরিমিত ক্বাথ্য দ্রব্য ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। এই ক্বাথ জলপানের শ্রেষ্ঠমাত্রা ৯ প্রস্থ, মধ্যম মাত্রা ৬ প্রস্থ ও কনিষ্ঠ মাত্রা ৩ প্রস্থ। বমন, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ ক্রিয়ায় সাড়ে ছয় পলে এক প্রস্থ গণ্য করিতে হইবে।

যেরূপ মাত্রা লিখিত হইল, এক্ষণে সেরূপ মাত্রায় প্রয়োগ করা যায় না। তদপেক্ষা অনেক ন্যূন মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

কল্কচূর্ণাবলেহানাং ত্রিপলং মাত্রয়োত্তমম্।
মধ্যমং দ্বিপলং বিদ্যাৎ কনীয়স্তু পলং ভবেৎ।

বমনার্থ কল্ক, চূর্ণ ও অবলেহের প্রধান মাত্রা ৩ পল, মধ্যম মাত্রা ২ পল ও কনিষ্ঠ মাত্রা ১ পল। এরূপ মাত্রাও এক্ষণে ব্যবহৃত হয় না।

বমনে চাষ্ট বেগাঃ স্যুঃ পিত্তান্তা উত্তমাস্ত তে।
ষড়্‌বেগা মধ্যমা বেগাশ্চত্বারস্ত্ববরা মতাঃ ॥

অষ্টবেগ অর্থাৎ ৮ বার বমি হইলে তাহাকে শ্রেষ্ঠবেগ কহে, ইহাতে শেষ বেগে পিত্ত উদ্গীর্ণ হয়। ৬ বার বমি হইলে মধ্য ও ৪ বার বমি হইলে তাহাকে কনিষ্ঠ বেগ কহে।

কফং কটুকতীক্ষ্ণোষ্ণৈঃ পিত্তং স্বাদুহিমৈর্জ্জয়েৎ।
সুস্বাদ্বলবণাম্লোষ্ণৈঃ সংসৃষ্টং বায়ুনা কফম্ ॥
কৃষ্ণাং কটুফলং সিন্ধুঞ্চ কফে কোষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
পটোলবাসা নিম্বাংশ্চ পিত্তে শীতজলৈঃ পিবেৎ ॥
সশ্লেষ্মবাতপীড়ায়াং সক্ষীরং মদনং পিবেৎ।
অর্কমূলত্বচশ্চূর্ণং পিবেৎ কফবিবার্দ্ধিতঃ ॥
অজীর্ণে কোষ্ণপানীয়ং সিন্ধুং পীত্বা বমেৎ সুধীঃ।
কটুফলমত্র মদনফলম্ ॥

কটু, তিক্ত ও উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা কফ, স্বাদু ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্ত এবং স্বাদু, লবণ, অম্ল ও উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা বায়ু-সংসৃষ্ট কফ জয় করিবে। কফাধিক্যে পিপ্পুল, মদনফল ও সৈন্ধবলবণ ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত ব্যবস্থেয়। পিত্তাধিক্যে পটোলপত্র, নিম্বত্বক্ ও বাসকপত্র শীতল জলের সহিত ব্যবস্থেয়। বাতশ্লৈষ্মিক পীড়ায় দুগ্ধের সহিত মদনফল সেবনীয়। কফরোগে ও বিষপায়ীর পক্ষে বমনার্থে আকন্দমূলচূর্ণ ৩ মাষা সেব্য। অজীর্ণে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সৈন্ধবলবণ সেবন করাইয়া বমন করাইবে।

প্রসেকো হৃদ্‌গ্রহঃ কোঠঃ কণ্ডূর্দ্দ্দিতে ভবেৎ।
অতিবান্তে ভবেত্তৃষ্ণা হিক্কোদ্গারো বিসংজ্ঞতা ॥
জিহ্বানিঃসরণং চাক্ষোর্ব্যাবৃত্তির্হনুসংহতিঃ।
রক্তচ্ছর্দ্দিঃ ষ্ঠীবনঞ্চ কণ্ঠপীড়া চ জায়তে ॥
হনুসংহতিঃ হন্বোরমিলনম্ ॥

বমনক্রিয়া রীতিমত সম্পাদিত না হইলে প্রসেক অর্থাৎ মুখাদি হইতে জলস্রাব, হৃদয়বেদনা, কোঠ অর্থাৎ গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্নবিশেষোৎপত্তি ও কণ্ডূ উপস্থিত হয়। নিতান্ত অধিক মাত্রায় বমন করাইলে রোগীর তৃষ্ণা হিক্কা, উদ্গার, সংজ্ঞাহীনতা ও জিহ্বানিঃসরণ (জিহ্বা বাহির হইয়া আসা) হয়, চক্ষু উল্টাইয়া যাইতে পারে এবং হনুদ্বয়ের অমিলন, রক্তবমন ও কণ্ঠপীড়া এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়।

বমনস্যাতিযোগে তু মৃদু কুর্য্যাদ্ বিরেচনম্।
বমনেন প্রবিষ্টায়াং জিহ্বায়াং কবলগ্রহঃ ॥
স্নিগ্ধাম্ল লবণৈর্যুক্তৈ ঘৃতক্ষীর রসৈর্হিতৈঃ।
ফলান্যম্লানি খাদেয়ুস্তস্য চান্যেহগ্রতো নরাঃ ॥
নিঃসৃতান্ত তিলদ্রাক্ষাকল্কলিপ্তাং প্রবেশয়েৎ।
ব্যাবৃত্তেহক্ষি ঘৃতাভ্যক্তে পীড়নঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ ॥
হনুমোক্ষে স্মৃতঃ স্বেদো নস্যঞ্চ শ্লেষ্মবাতহৃৎ।
রক্তপিত্তবিধানেন রক্তষ্ঠীবমুপাচরেৎ ॥
ধাত্রীরসাঞ্জনোশীর লাজা চন্দন বারিভিঃ।
মন্থং কৃত্বা পায়য়েচ্চ সঘৃত ক্ষৌদ্র শর্করম্ ॥
শাম্যন্ত্যনেন তৃষ্ণাদ্যা রোগাশ্ছর্দ্দিসমুদ্ভবাঃ।
হৃৎকণ্ঠ শিরসাং শুদ্ধিং দীপ্তাগ্নিত্বঞ্চ লাঘবম্ ॥
কফপিত্তবিনাশশ্চ সম্যগ্‌বান্তস্য লক্ষণম্।
ততোহপরাহ্নে দীপ্তাগ্নিং মুদ্গষষ্টিকশালিভিঃ ॥
হৃদ্যৈশ্চ জাঙ্গলরসৈঃ কৃত্বা যূষঞ্চ ভোজয়েৎ।
তন্দ্রা নিদ্রাস্যদৌর্গন্ধ্যং কণ্ডুশ্চ গ্রহণী বিষম্ ॥
সুবান্তস্য ন পীড়ায়ৈ ভবন্ত্যেতে কদাচন।
অজীর্ণং শীতপানীয়ং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা ॥
স্নেহাভ্যঙ্গঞ্চ রোষঞ্চ দিনমেকং সুধীস্ত্যজেৎ ॥

অধিক বমন হইতে আরম্ভ হইলে মৃদু বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। বমন হেতু জিহ্বা ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া গেলে স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণ, ঘৃত, দুগ্ধ ও মাংসরস একত্র করিয়া তাহার কবল ব্যবস্থা করিবে এবং তাহার সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে অম্লফল ভক্ষণ করাইবে। জিহ্বা নিঃসৃত হইলে তিল ও দ্রাক্ষা বাটিয়া জিহ্বায় লেপন করিয়া প্রবেশ

করাইয়া দিবে। চক্ষু উল্টাইয়া গেলে উহাতে উত্তমরূপে ঘৃত মর্দ্দন করিয়া ধীরে ধীরে পীড়ন করিয়া প্রকৃতভাবে স্থাপিত করিবে। হনুমোক্ষ হইলে (মুখ বুজিতে না পারিলে) বাতশ্লেষ্মনাশক নস্য ও স্বেদ প্রদান করিবে। রক্তবমন হইলে রক্তপিত্তবিধি অনুসারে চিকিৎসা করিবে। আমলকী, রসোত, বেণার মূল, খই ও চন্দন এই সমুদায় দ্রব্যের মন্থ প্রস্তুত করিয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত পান করাইবে, ইহাতে তৃষ্ণা প্রভৃতি বমনের উপদ্রব সমস্ত প্রশমিত হয়। বমনক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হইলে হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তকের শুদ্ধি (ভারাদি না থাকা), অগ্নির দীপ্তি, দেহের ভারলাঘব এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার ধ্বংস হয়। বমনান্তে রোগীর ক্ষুধা হইলে অপরাহ্ণে মুদ্গ, ষষ্টিক ও শালিধান্যের এবং হৃদ্য জাঙ্গল মাংসের যূষ প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাইবে। সুচারুরূপে বমনক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে তন্দ্রা, নিদ্রা, মুখদৌর্গন্ধ, কণ্ডু, গ্রহণী ও বিষাদি কখনই পীড়াদায়ক হয় না। বান্ত ব্যক্তি এক দিবস দুষ্পাচ্য আহার, শীতল জল, ব্যায়াম, মৈথুন, তৈলাদিমর্দ্দন ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে।

বিরেচনবিধিঃ।

স্নিগ্ধস্বিন্নায় বান্তায় দদ্যাৎ সম্যগ্ বিরেচনম্।
অবান্তস্য ত্বধঃ স্রস্তো গ্রহণীং ছাদয়েৎ কফঃ।
মন্দাগ্নিং গৌরবং কুর্য্যাজ্জনয়েদ্ বা প্রবাহিকাম্।
অথবা পাচনৈরামং বলাসং পরিপাচয়েৎ॥
ঋতৌ বসন্তে শরদি দেহশুদ্ধ্যৈ বিরেচয়েৎ।
অত্যাত্যয়িকে কার্য্যে শোধনং শীলয়েদ্ বুধঃ।
পিত্তে বিরেচনং যুঞ্জ্যাদামোদ্ভূতে গদে তথা।
উদরে চ তথাধ্মানে কোষ্ঠশুদ্ধ্যৈ বিশেষতঃ।
দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘনপাচনৈঃ।
শোধনৈঃ শোধিতা যে তু ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ॥
বালো বৃদ্ধো ভৃশং স্নিগ্ধঃ ক্ষতক্ষীণো ভয়ান্বিতঃ।
শ্রান্তস্তৃষার্ত্তঃ স্থূলশ্চ গর্ভিণী চ নবজ্বরী।
নবপ্রসূতা নারী চ মন্দাগ্নিশ্চ মদাত্যয়ী।
শল্যার্দ্দিতশ্চ রুক্ষশ্চ ন বিরেচ্যা বিজানতা।
জীর্ণজ্বরী গরব্যাপ্তো বাতরক্তী ভগন্দরী।
অর্শঃ পাণ্ডুদর গ্রন্থিহৃদ্রোগারুচি পীড়িতাঃ।
যোনিরোগ প্রমেহার্ত্তা গুল্মপ্লীহ ব্রণার্দ্দিতাঃ।
বিদ্রধিচ্ছর্দ্দি বিস্ফোট বিসূচী কুষ্ঠ সংযুতাঃ।
কর্ণনাসা শিরোবক্ত্র গুদমেঢ্রাময়ান্বিতাঃ।
প্লীহশোথাক্ষি রোগার্ত্তাঃ ক্রিমিক্ষারানলার্দ্দিতাঃ।
শূলিনো মূত্রঘাতার্ত্তা বিরেকার্হা নরা মতাঃ॥

রীতিমত স্নেহ স্বেদ প্রদানানন্তর বমন করাইয়া পশ্চাৎ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অগ্রে বমন না করাইলে অধঃপতিত কফ গ্রহণীকে আচ্ছাদন করিয়া মন্দাগ্নি বা প্রবাহিকা রোগ উৎপাদন করে। অথবা পাচক ঔষধ দ্বারা আমকফের পরিপাক করিয়া পশ্চাৎ বিরেচক প্রদান করিবে। বসন্ত ও শরৎকালে দেহশুদ্ধির নিমিত্ত বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। প্রাণসঙ্কট স্থলে অন্য সময়েও সংশোধন প্রয়োজ্য। পিত্তাধিক্যে, আমজন্য পীড়ায়, উদররোগে ও আধ্মান রোগে, কোষ্ঠ শুদ্ধির নিমিত্ত বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। লঙ্ঘন বা পাচন দ্বারা উপশমিত দোষ পুনর্ব্বারি প্রকুপিত হইতে পারে, কিন্তু শোধন দ্বারা দোষ একেবারে নির্ম্মূলিত হইয়া যায়, উহা পুনর্ব্বার উদ্ভূত হইতে পারে না। বালক, বৃদ্ধ, অতিশয় স্নিগ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ভীরু, শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, স্থূল, গর্ভবতী স্ত্রী, নবজ্বরী, নবপ্রসূতা স্ত্রী, হীনাগ্নি, মদাত্যয়রোগী, শল্যপীড়িত ও রুক্ষ ব্যক্তিকে বিরেচক দেওয়া নিষিদ্ধ। জীর্ণজ্বরী,

বিষব্যাপ্ত, বাতরক্তরোগী ও ভগন্দররোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। অর্শঃ, পাণ্ডু, উদর, গ্রন্থি, হৃদ্রোগ, অরুচি, যোনিরোগ, প্রমেহ, গুল্ম, প্লীহা, ব্রণ, বিদ্রধি, বমি, বিস্ফোটক, বিসূচিকা, কুষ্ঠ, কর্ণরোগ, নাসিকারোগ, শিরঃপীড়া, মুখরোগ, গুহ্যরোগ, প্লীহার জন্য শোথ, নেত্ররোগ, ক্রিমিরোগ, অগ্নি ও ক্ষার জন্য পীড়া, শূল ও মূত্রাঘাত এই সমস্ত রোগেও বিরেচন প্রয়োজ্য।

বহুপিত্তো মৃদুঃ প্রোক্তো বহুশ্লেষ্মা চ মধ্যমঃ।
বহুবাতঃ ক্রূরকোষ্ঠো দুর্ব্বিরেচ্যঃ স কথ্যতে ॥
মৃদ্বী মাত্রা মৃদৌ কোষ্ঠে মধ্যকোষ্ঠে চ মধ্যমা।
ক্রূরে তীক্ষ্ণা মতা দ্রব্যৈর্মৃদুমধ্যমতীক্ষ্ণকৈঃ ॥
মৃদুর্দ্রাক্ষা পয়শ্চঞ্চুতৈলৈরপি বিরিচ্যতে।
মধ্যমস্ত্রিবৃতা তিক্তা রাজবৃক্ষৈ র্বিরিচ্যতে ॥
ক্রূরঃ স্নুক্পয়সা হেমক্ষীরীদন্তীফলাদিভিঃ ॥

বহুপিত্তযুক্ত ব্যক্তিকে মৃদুকোষ্ঠ, বহু কফবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মধ্যকোষ্ঠ এবং অধিক বায়ুবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ক্রূরকোষ্ঠ বা দুর্ব্বিরেচ্য কহে। মৃদুকোষ্ঠে অল্প মাত্রায় মৃদু বিরেচক, মধ্যকোষ্ঠে মধ্যম মাত্রায় মধ্যম বিরেচক এবং ক্রূরকোষ্ঠে অধিক মাত্রায় তীক্ষ্ণ বিরেচক ব্যবস্থা করিবে। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির দ্রাক্ষা, দুগ্ধ ও এরণ্ড তৈল সেবনে বিরেচন হয়, মধ্যমকোষ্ঠ ব্যক্তির তেউড়ী, কটুকী ও সোঁদালের দ্বারা এবং ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির সিজআটা, হেমক্ষীরী (চোক) ও জয়পাল প্রভৃতির দ্বারা বিরেচন হয়।

মাত্রোত্তমা বিরেকস্তু ত্রিংশদ্বেগৈঃ কফান্তিকা।
বেগৈর্বিংশতিভির্মধ্যা হীনোক্তা দশবেগিকা ॥
দ্বিপলং শ্রেষ্ঠমাখ্যাতং মধ্যমঞ্চ পলং ভবেৎ।
পলার্দ্ধঞ্চ কষায়াণাং কনীয়স্তু বিরেচনম্ ॥
কল্কমোদক চূর্ণানাং কর্ষং মধ্বাজ্যলেহতঃ।
কর্ষদ্বয়ং পলং বাপি বয়োরোগাদ্যপেক্ষয়া ॥

পিত্তোত্তরে ত্রিবৃচ্চূর্ণং দ্রাক্ষা ক্বাথাদিভিঃ পিবেৎ।
ত্রিফলাক্বাথ গোমূত্রৈঃ পিবেদ্ ব্যোষং কফার্দ্দিতঃ ॥
ত্রিবৃৎ সৈন্ধব শুণ্ঠীনাং চূর্ণমম্লৈঃ পিবেন্নরঃ।
বাতার্দ্দিতো বিরেকায় জাঙ্গলানাং রসেন বা ॥
এরণ্ডতৈলং ত্রিফলা ক্বাথেন দ্বিগুণেন বা।
যুক্তং পীতং পয়োভির্বা ন চিরেণ বিরিচ্যতে ॥
সক্ষীরা সেবতী পেয়া বিরেকার্থং সিতাযুতা।
নারিকেলজতোয়েন পেয়া বা স্বর্ণপত্রিকা ॥
ত্রিবৃতা কৌটজং বীজং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
সমৃদ্বীকারসং ক্ষৌদ্রং বর্ষাকালে বিরেচনম্ ॥
ত্রিবৃদ্দুরালভা মুস্ত শর্করোদীচ্যচন্দনম্।
দ্রাক্ষাম্বুনা সযষ্ট্যাহ্বং শীতলঞ্চ ঘনাত্যয়ে।
ত্রিবৃতাং চিত্রকং পাঠামজাজীং সরলাং বচাম্ ॥
হেমক্ষীরী চ হেমন্তে চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ ॥
পিপ্পলীং নাগরং সিন্ধুং শ্যামাং ত্রিবৃতয়া সহ।
লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ শিশিরে বসন্তে চ বিরেচনম্ ॥
ত্রিবৃতা শর্করা তুল্যা গ্রীষ্মকালে বিরেচনম্ ॥

যে মাত্রায় বিরেচক সেবন করিলে ৩০ বার ভেদ হয়, তাহাকে প্রধান মাত্রা বলে, ইহাতে শেষ বারে কফ নির্গত হয়। যে মাত্রায় ২০ বার ভেদ হয়, তাহাকে মধ্যমমাত্রা এবং যাহাতে ১০ বার ভেদ হয়, তাহাকে হীন মাত্রা বলা যায়। বিরেচক দ্রব্যের কষায় পানের প্রধান মাত্রা ২ পল, মধ্যম মাত্রা ১ পল, ও কনিষ্ঠ মাত্রা অর্দ্ধপল। বিরেচক কল্ক, মোদক ও চূর্ণ, মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া সেবনীয়। ইহাদের প্রধান মাত্রা ১ পল, মধ্যম মাত্রা ২ কর্ষ ও কনিষ্ঠ মাত্রা ১ কর্ষ। বয়স ও রোগ প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। বিরেচক কষায় ও কল্কাদির যে মাত্রা লিখিত হইল, এক্ষণে তাহার ব্যবহার নাই, লিখিত কনিষ্ঠ মাত্রাই এক্ষণকার প্রধান মাত্রা। পিত্তাধিক্যে দ্রাক্ষাক্বাথাদির সহিত তেউড়ীচূর্ণ, কফাধিক্যে ত্রিফলার ক্বাথ

ও গোমূত্রের সহিত ত্রিকটুচূর্ণ এবং বাতাধিক্যে অম্লরস অথবা জাঙ্গল মাংসের যূষের সহিত তেউড়ী, সৈন্ধব ও শুণ্ঠীচূর্ণ ব্যবস্থেয়। দ্বিগুণ ত্রিফলার কাথ বা দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন করিলে শীঘ্র বিরেচন হয়। বিরেচনার্থ গোলাপ-পুষ্প, চিনি ও দুগ্ধের সহিত এবং সোনামুখী নারিকেলজলের সহিত সেবনীয়। বর্ষাকালে দ্রাক্ষারসের সহিত তেউড়ী, ইন্দ্রযব, পিঁপুল ও শুঁঠ বিরেচনার্থ ব্যবহার্য্য। শরৎকালে দ্রাক্ষার কাথের সহিত তেউড়ী, দুরালভা, মুতা, শর্করা, বালা, চন্দন ও যষ্টিমধু সেবনীয়। হেমন্তকালে তেউড়ী, চিতামূল, আকনাদি, জীরা, বচ ও হেমক্ষীরী এই সকলের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেব্য। শীত ও বসন্ত ঋতুতে পিঁপুল ও শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, শ্যামালতা, তেউড়ী এই সমস্ত মধুর সহিত লেহনীয়। গ্রীষ্মকালে তেউড়ী ও চিনি সমানপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়।

অভয়ামোদকঃ।

অভয়া মরিচং শুণ্ঠী বিড়ঙ্গামলকানি চ।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ত্বক্ পত্রং মুস্তমেব চ॥
এতানি সমভাগানি দন্তী তু ত্রিগুণা ভবেৎ।
ত্রিবৃতাষ্টগুণা জ্ঞেয়া ষড়্গুণা চাত্র শর্করা॥
মধুনা মোদকান্ কৃত্বা কর্ষমাত্রান্ প্রমাণতঃ।
একৈকং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ শীতঞ্চানুপিবেজ্জলম্॥
তাবদ্ বিরিচ্যতে জন্তুর্যাবদুষ্ণং ন সেবতে।
পানাহারবিহারেষু ভবেন্নির্যন্ত্রণঃ সদা॥
বিষমজ্বর মন্দাগ্নি পাণ্ডু কাস ভগন্দরান্।
দুর্নাম কুষ্ঠ যক্ষ্মার্শো গলগণ্ড ভ্রমোদরান্॥
বিদাহ প্লীহ মেহাংশ্চ যক্ষ্মাণং নয়নাময়ান্।
বাতরোগাংস্তথাধ্মানং মূত্রকৃচ্ছ্রাণি চাশ্মরীম্॥
পৃষ্ঠপার্শ্বোরুজঘন জঙ্ঘোদর রুজং জয়েৎ।
সততং শীলনাদস্য পলিতানি প্রণাশয়েৎ॥
অভয়ামোদকো হ্যেষ রসায়নবরঃ স্মৃতঃ॥

হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলা, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও মুতা প্রত্যেক ১ ভাগ, লঘু-দন্তীমূল ৩ ভাগ, তেউড়ী ৮ ভাগ, চিনি ৬ ভাগ, এই সমুদায় একত্র করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, পাণ্ডুরোগ, কাস, ভগন্দর, অর্শঃ ও প্লীহা প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়। লঘু-দন্তিমূলের পরিবর্ত্তে কেহ বা জয়পালের মূলের ছাল ব্যবহার করেন।

পীত্বা বিরেচনং শীতজলৈঃ সংসিচ্য চক্ষুষী।
সুগন্ধি কিঞ্চিদাঘ্রায় তাম্বূলং শীলয়েদ্ বুধঃ॥
নির্বাতস্থো ন বেগাংশ্চ ধারয়েন্ন শয়ীত চ।
শীতাম্বুনা স্পৃশেৎ ক্বাপি কোষ্ণং নীরং পিবেন্মুহুঃ॥

বিরেচক ঔষধ পান করিয়া শীতল জলে চক্ষু ধৌত করিয়া কোন সুগন্ধি দ্রব্যের আঘ্রাণ গ্রহণানন্তর পুনঃ পুনঃ তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে। নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিতি করিবে, বেগ উপস্থিত হইলে সংবরণ করিবে না, শয়ন করিবে না, শীতল জল স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবে না, পুনঃ পুনঃ ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে।

দুর্বিরিক্তস্য নাভেস্তু স্তব্ধতা কুক্ষিশূলরুক্।
পুরীষ বাতসঙ্গশ্চ কণ্ডু মণ্ডল গৌরবম্॥
বিদাহোঽরুচিরাধ্মানং ভ্রমশ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে।
তং পুনঃ পাচনৈঃ স্নেহৈঃ পক্ত্বা স্নিগ্ধস্তু রেচয়েৎ॥
তেনাস্যোপদ্রবা যান্তি দীপ্তোঽগ্নির্লঘুতা ভবেৎ।
বিরেকস্যাতিযোগেন মূর্চ্ছা ভ্রংশো গুদস্য চ॥
শূলং কফাতিযোগঃ স্যান্মাংসধাবনসন্নিভম্।
মেদোনিভং জলাভাসং রক্তং বাপি বিরিচ্যতে॥
তস্য শীতাম্বুভিঃ সিক্তা শরীরং তণ্ডুলাম্বুভিঃ।
মধুমিশ্রৈস্তথা শীতৈঃ কারয়েদ্ বমনং মৃদু॥
সহকারত্বচঃ কল্কো দধ্না সৌবরকেণ বা।
পিষ্টো নাভিপ্রলেপেন হন্ত্যতীসারমুল্বণম্॥

অজাক্ষীরং রসং বাপি বৈষ্কিরং হারিণং তথা।
শালিভিঃ ষষ্টিকৈঃ স্বল্পং মসূরৈর্ব্বাপি ভোজয়েৎ ॥
শীতৈঃ সংগ্রাহিভির্দ্রব্যৈঃ কুর্য্যাৎ সংগ্রহণং ভিষক্ ।

বিরেচনক্রিয়া সম্যকরূপে সম্পাদিত না হইলে নাভির স্তব্ধতা, কুক্ষিদেশে বেদনা, বায়ুর ও মলের অপ্রবর্ত্তন, কণ্ডু, গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, শরীরের ভার, দাহ, অরুচি, আধ্মান, ভ্রম ও বমি উপস্থিত হয়। এইরূপ হইলে স্নিগ্ধ পাচন সেবন করাইয়া দোষের পরিপাক করিয়া স্বেদ প্রদানানন্তর পুনর্ব্বার বিরেচন করাইবে। ইহাতে উপদ্রব সকলের নিবৃত্তি হইয়া অগ্নির দীপ্তি ও দেহের লঘুতা হয়। বিরেচনক্রিয়ার অত্যন্ত আধিক্যে মূর্চ্ছা, গুদভ্রংশ, শূল, অতিশয় কফনিঃস্রাব এবং ধৌত মাংসের জল, মেদ বা শুদ্ধ জল, সদৃশ অথবা রক্ত ভেদ হইতে থাকে। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে শীতল জলে রোগীর গাত্র সিক্ত করিয়া মধু মিশ্রিত শীতল তণ্ডুলজল পান করাইয়া বমন করাইবে এবং আম্রের ছাল দধি বা সৌবীরের সহিত বাঁটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিবে। পথ্যার্থ ছাগদুগ্ধ অথবা বিষ্কির (তিতির, বটের ও চকোর প্রভৃতি) পক্ষীর বা হরিণের মাংসের যূষ, শালি, ষষ্টিক বা মসূরের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া ভোজন করাইবে এবং শীতল ও সংগ্রাহী দ্রব্যের ক্বাথাদি পান করাইয়া ভেদ নিবারণ করিবে।

লাঘবে মনসস্তুষ্টাবনুলোমং গতেঽনিলে।
সুবিরিক্তং নরং জ্ঞাত্বা পাচনং পায়য়েন্নিশি ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বলং বুদ্ধেঃ প্রসাদং বহ্নিদীপনম্ ।
ধাতুস্থৈর্য্যং বয়ঃস্থৈর্য্যং ভবেদ্রেচনসেবনাৎ ॥
প্রবাতসেবা শীতাম্বু স্নেহাভ্যঙ্গমজীর্ণতাম্।
ব্যায়ামং মৈথুনং চৈব ন সেবেতাবিরেচিতঃ ॥
শালি ষষ্টিক মুদ্গাদ্যৈর্যবাগূং ভোজয়েৎ কৃতাম্।
জঙ্গাল বিষ্কিরাণাং বা রসৈঃ শাল্যোদনং হিতম্ ॥
বিরেকাদৌষধে পীতে সম্যগ্ যো ন বিরিচ্যতে।
পিবেদুষ্ণাম্বুনা তত্র সৈন্ধবং দোষশান্তয়ে ॥

শরীর লঘু, মন প্রসন্ন ও বায়ু অনুলোম হইলে সুন্দররূপে বিরেচনক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পরে রাত্রিতে পাচন ঔষধ সেবন করাইবে। বিরেচন সেবন করিলে ইন্দ্রিয় সকলের বলবৃদ্ধি, বুদ্ধির প্রসন্নতা, অগ্নির দীপ্তি, ধাতুর সমতা ও বয়ঃস্থৈর্য্য হইয়া থাকে। বিরেচিত ব্যক্তির উত্তাপসেবন, শীতল জল পান, তৈলাদি মর্দ্দন, দুষ্পরিপাচ্য দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম ও মৈথুন পরিত্যাগ করা উচিত। বিরেচনানন্তর শালি, ষষ্টিক ও মুদ্গ প্রভৃতির যবাগূ এবং হরিণাদি পশুর ও লাবাদি পক্ষীর মাংসের রসের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। বিরেচক সেবন করিয়া যদি সম্যকরূপে বিরেচন না হয়, তাহা হইলে দোষশান্তির নিমিত্ত উষ্ণ জলের সহিত সৈন্ধব লবণ সেবনীয়।

বস্তিকর্ম্ম ।

অথাতো নেত্রবস্তি-প্রমাণ-পরিভাগ-চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

তত্র স্নেহাদীনাং কর্ম্মণাং বস্তিকর্ম্ম প্রধানতমমাহুরাচার্য্যাঃ। কস্মাদনেককর্ম্মকরত্বাদ্বস্তেরিহ বস্তির্নানাবিধদ্রব্যসংযোগাদ্ দোষাণাং সংশোধন সংশমন সংগ্রহণানি করোতি। ক্ষীণশুক্রং বাজীকরোতি, কৃশং বৃংহয়তি, স্থূলং কর্ষয়তি, চক্ষুঃ প্রীণয়তি, বলীপলিতমুপহন্তি, বয়ঃ স্থাপয়তি শরীরোপচয়ং বর্ণবলমারোগ্যমায়ুষঃ পরিবৃদ্ধিঞ্চ করোতি, বস্তিঃ সম্যগুপাসিতঃ। তথা জরাতীসার তিমির প্রতিশ্যায়শিরোরোগাধিমন্থার্দ্দিতা-

ক্ষেপক পক্ষাঘাতৈকাঙ্গ সর্ব্বাঙ্গরোগাধ্মানোদর শর্করা শূলবৃদ্ধ্যুপদংশানাহ মূত্রকৃচ্ছ্র গুল্ম বাতশোণিত বাতমূত্র পুরীষোদাবর্ত্ত শুক্রার্ত্তব স্তন্যনাশ হৃদ্ধনুমন্যাগ্রহার্শোঽশ্মরী মূঢ়গর্ভ প্রভৃতিষু চাত্যর্থমুপযুজ্যতে।

বস্তির্বাতে চ পিত্তে চ কফে রক্তে চ শস্যতে।
সংসর্গে সন্নিপাতে চ বস্তিরেব হিতঃ সদা॥

স্নেহাদি কর্ম্ম সমুদায়ের মধ্যে বস্তিকর্ম্ম প্রধান। কারণ বস্তিকর্ম্ম দ্বারা অনেক ক্রিয়া সাধিত হয়। নানাবিধ দ্রব্যসংযোগ বশতঃ ইহার দ্বারা সংশোধন, সংশমন ও সংগ্রহ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বস্তিক্রিয়া দ্বারা ক্ষীণশুক্র ব্যক্তির বাজীকরণ, কৃশের বৃংহণ, স্থূলের কর্ষণ, চক্ষুর প্রীণন, বলী ও পলিত নাশ এবং বয়ঃস্থাপন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং দেহের পুষ্টি, বর্ণ, বল, আরোগ্য ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জ্বর, অতিসার, তিমির, প্রতিশ্যায়, শিরোরোগ, অধিমন্থ, অর্দ্দিত, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, একাঙ্গ ও সর্ব্বাঙ্গ রোগ, আধ্মান, উদরী, শর্করা, শূল, বৃদ্ধি, উপদংশ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, বাতরক্ত, বাত, মূত্রোদাবর্ত্ত, মলোদাবর্ত্ত, শুক্রনাশ, রজোলোপ, স্তন্যনাশ, হৃদ্‌গ্রহ, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, অর্শঃ, অশ্মরী ও মূঢ়গর্ভ প্রভৃতি রোগে বিশেষরূপে বস্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, দ্বন্দ্বজ পীড়া ও সান্নিপাতিক রোগে সর্ব্বত্রই বস্তি প্রয়োগ হিতকর।

তত্র সাংবৎসরিকাষ্টস্বিরষ্টবর্ষাণাং ষড়ষ্টদশাঙ্গুলপ্রমাণানি কনিষ্ঠিকানামিকামধ্যমাঙ্গুলিপরিণাহাণি অগ্রমধ্যচ্ছিদ্রাণা মূলনদ্ধ সার্দ্ধ-দ্বি-সার্দ্ধদ্বিতয়াঙ্গুল সন্নিবিষ্টকর্ণিকানি কঙ্ক শ্যেন বর্হিপত্র নাড়ীতুল্য প্রবেশানি মুদ্গমাষকলায়স্রোতাংসি বিদধ্যান্নেত্রাণি তেষু স্থাপনদ্রব্যপ্রমাণমাতুরহস্তসম্মিতেন প্রসৃতেন সম্মিতৌ প্রসৃতৌ দ্বৌ চত্বারোঽষ্টৌ বিধেয়াঃ।

বর্ষোত্তরেষু নেত্রাণাং বস্তিমানস্য চৈব হি।
বয়োবল শরীরাণি সমীক্ষ্য বর্দ্ধয়েদ্‌ বিধিম্॥

এক্ষণে বয়ঃক্রম অনুসারে নেত্রাদির পরিমাণ ইত্যাদি লিখিত হইতেছে। নেত্রশব্দের অর্থ নাড়ী (নল)। এক বৎসর বয়স্ক বালকের জন্য নেত্রের পরিমাণ ৬ অঙ্গুলি, আটবৎসর বয়স্ক বালকের ৮ অঙ্গুলি এবং ষোল বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ১০ অঙ্গুলি। নেত্রের স্থূলতার পরিমাণ যথাক্রমে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির ন্যায়। ছিদ্রের প্রমাণ ক্রমান্বয়ে কঙ্ক, শ্যেন ও ময়ূরের পালকের ছিদ্রের ন্যায়। মুখছিদ্রের পরিমাণ ক্রমশঃ মুগ, মাষ ও মটরের ন্যায়। এই ত্রিবিধ নেত্রের মূলভাগ হইতে যথাক্রমে ১॥০ অঙ্গুলি, ২ অঙ্গুলি ও ২॥০ অঙ্গুলি অন্তরে দুইটী, করিয়া কর্ণিকা, যোজিত করিবে অর্থাৎ নেত্রের অগ্রভাগ হইতে চতুর্থ ভাগের উপর কর্ণিকা বদ্ধ করিবে; কর্ণিকার আকার গবাদির কর্ণ সদৃশ, ইহাতেই বস্তি অর্থাৎ মৃগাদির মূত্রাশয় বদ্ধ করিতে হয়। আস্থাপন দ্রব্যের পরিমাণ রোগীর হস্তপরিমাণের যথাক্রমে ২ প্রসৃত, ৪ প্রসৃত ও ৮ প্রসৃত। বয়ঃক্রমানুসারে নেত্রাদির যে পরিমাণ লিখিত হইল, বয়সের বৃদ্ধি হইলে দেহ, বল ও বয়ঃক্রম বিবেচনা করিয়া তাহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

পঞ্চবিংশতের্দ্ধ্বং দ্বাদশাঙ্গুলং মূলেঽঙ্গুষ্ঠোদর পরিণাহমগ্রে কনিষ্ঠিকোদরপরীণাহমগ্রে ত্র্যঙ্গুলসন্নিবিষ্টকর্ণিকং গৃধ্রপত্রনাড়ীতুল্যপ্রবেশং কোলাস্থিমাত্রচ্ছিদ্রং স্নিগ্ধকলায়মাত্রচ্ছিদ্রমিত্যেকে।

সর্ব্বাণি মূলে বস্তিনিবন্ধনার্থং দ্বিকর্ণিকানি ।
আস্থাপন দ্রব্য প্রমাণন্ত বিহিতা দ্বাদশ প্রসৃতাঃ ।
সপ্ততেস্তূৰ্দ্ধং নেত্রপ্রমাণমেতদেব দ্রব্যপ্রমাণন্তু দ্বিরষ্টবর্ষবৎ ।

২৫ বৎসর বয়সের পর নেত্রের পরিমাণ ১২ অঙ্গুলি, তাহার মূলভাগের স্থূলতা অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগের ন্যায়, অগ্রভাগের স্থূলতা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যভাগ সদৃশ, মূলদেশ হইতে ৩ অঙ্গুলির উপরে অর্থাৎ নেত্রের চতুর্থাংশের উপরে কর্ণিকা সন্নিবিষ্ট থাকে। ছিদ্র গৃধ্রপক্ষীর পালকের ছিদ্রবৎ। মুখচ্ছিদ্রের পরিমাণ কুলেরআঁটি অথবা সিদ্ধ মটরের ন্যায়। আস্থাপন দ্রব্যের পরিমাণ ২২ প্রসৃত। ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ পরিমাণ। তৎপরে আস্থাপন দ্রব্যের পরিমাণ ষোড়শবর্ষীয়ের ন্যায়। নেত্রপ্রমাণের হ্রাস হইবে না।

তত্র নেত্রানি সুবর্ণরজততাম্রায়োরীতি দন্ত শৃঙ্গ মণি তরুসারময়ানি শ্লক্ষ্ণানি দৃঢ়ানি গোপুচ্ছাকৃতীন্যৃজূনি গুটিকামুখানি। বস্তয়শ্চাবৃদ্ধানাং মৃদবো নাতিবহুলা দৃঢ়াঃ প্রমাণবস্তো গোমহিষবরাহাজোরভ্রাণাম্ ।

নেত্র সকল স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, পিত্তল, হস্ত্যাদির দন্ত, শৃঙ্গ, মণি বা বৃক্ষের সারদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নেত্র মসৃণ; দৃঢ়, গোপুচ্ছাকৃতি অর্থাৎ ক্রমসূক্ষ্ম ও ঋজু। মুখভাগ গোলাকার। যুবা গো, মহিষ, বরাহ, ছাগ বা মেষের বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয় গ্রহণীয়। বস্তি সকল মৃদু, অনতি বৃহৎ, দৃঢ় ও উপযুক্ত প্রমাণ বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

মূত্রকোষস্ত বস্তিস্তু তদলাভে তু চর্ম্মণঃ।
কষায়রক্তঃ স মৃদুর্বস্তিঃ স্নিগ্ধো দৃঢ়ো হিতঃ ।
নেত্রালাভে হিতা নাড়ী নলবংশাস্থিসম্ভবাঃ ।

মৃগাদির বস্তিই প্রশস্ত, অভাবে চর্ম্মনির্ম্মিত বস্তি দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বস্তি কষায়াদি দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইবে। বস্তি মৃদু, স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। নেত্রের অভাবে নল বা বংশ নির্ম্মিত নাড়ী দ্বারা কার্য্য সম্পাদনীয়।

উক্ত প্রকার মতের বস্তি ও নেত্রাদির পরিবর্ত্তে আধুনিক ডাক্তারিমতে বস্তি অর্থাৎ এনিমা কিংবা রবার অথবা কাচের পিচকারী দ্বারা বস্তিকর্ম্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে। এক্ষণে তাহাই সুবিধাজনক।

তত্র দ্বিবিধো বস্তিঃ। নৈরূহিকঃ স্নৈহিকশ্চ। আস্থাপনং নিরূহ ইত্যনর্থান্তরম্। স দোষনির্হরণাচ্ছরীররোগহরণাদ্বা নিরূহঃ বয়ঃস্থাপনাদায়ুঃস্থাপনাদ্বাস্থাপনম। তত্র যথা প্রমাণগুণবিহিতঃ স্নেহবস্তিবিকল্পোঽনুবাসনঃ পাদাবকৃষ্টঃ। অনুবসন্নপি ন দূষয়ত্যনুদিনং বা দীয়ত ইত্যনুবাসনম্। তস্যাপি বিকল্পোঽর্দ্ধার্দ্ধমাত্রাবকৃষ্টোঽপরিহার্য্যো মাত্রাবস্তিরিতি।

বস্তি দ্বিবিধ, নৈরূহিক বস্তি ও স্নৈহিক বস্তি। নিরূহ বস্তির নামান্তর আস্থাপন। দোষনির্হরণ বা শরীরের রোগহরণ হেতু ইহার নাম নিরূহ এবং বয়ঃস্থাপন বা আয়ুঃস্থাপন হেতু আস্থাপন সংজ্ঞা হইয়াছে। যথোক্ত গুণবিশিষ্ট স্নেহবস্তিকে অনুবাসন কহে, নিরূহ বস্তির মাত্রা অপেক্ষা ইহার মাত্রা পাদহীন, অনুবাসন ক্রিয়ায় দোষ উৎপন্ন হয় না এবং অনুদিবস প্রদত্ত হয় বলিয়া ইহার নাম অনুবাসন বস্তি। অনুবাসন বস্তির প্রকারভেদ মাত্রাবস্তি, ইহার মাত্রা নিরূহণ মাত্রার অর্দ্ধেক বা চতুর্থাংশ, ইহার পরিবর্ত্তন হয় না। অনুবাসন ও নিরূহণ উভয় প্রকার বস্তির বিষয় ক্রমশঃ লেখা যাইতেছে।

নিরূহঃ শোধনো লেখী স্নেহনো বৃংহণো মত.।
নিরূহশোধিতান্ মার্গান্ সম্যগ্ স্নেহোঽনুগচ্ছতি।
অপেতসর্ব্বদোষাসু নাড়িম্বিব বহজ্জলম।
সর্ব্বদোষহরশ্চাসৌ শরীরস্য চ জীবনঃ।
তস্মাদ্ বিশুদ্ধদেহস্য স্নেহবস্তির্বিধীয়তে।

নিরূহবস্তি শোধন, লেখন, স্নেহন ও বৃংহণ। নিরূহণ ক্রিয়া দ্বারা দৈহিক মার্গ সকল শোধিত হইলে সর্ব্বদোষ রহিত নাড়ীতে যেরূপ জল প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ দৈহিক স্রোতঃ সমুদায়ে সম্যক্ প্রকারে স্নেহ প্রসৃত হয়। অতএব অগ্রে দেহ বিশুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ স্নেহ বস্তি প্রদান করিবে, স্নেহবস্তি অর্থাৎ অনুবাসন সর্ব্বদোষনাশক এবং জীবনস্বরূপ।

তত্রোন্মাদভয়শোকপিপাসারোচকাজীর্ণার্শঃ-পাণ্ডুরোগ ভ্রম মদ মূর্চ্ছা ছর্দ্দি কুষ্ঠমেহোদর স্থৌল্য শ্বাস কাস কণ্ঠশোষ শোফোপসৃষ্ট ক্ষতক্ষীণ চতুস্ত্রিমাস গর্ভিণী দুর্ব্বলাগ্ন্যসহা বালবৃদ্ধৌ চ বাত-রোগাদৃতে ক্ষীণা নানুবাস্যা নাস্থাপয়িতব্যাশ্চ।

উন্মাদ, ভয়, শোক, পিপাসা, অরুচি, অজীর্ণ, অর্শ, পাণ্ডুরোগ, মদ, মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, মেহ, উদরী, স্থৌল্য, শ্বাস, কাস, কণ্ঠ-শোষ ও শোথ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, ক্ষতক্ষীণ, তিন বা চারিমাস গর্ভিণী স্ত্রী, দুর্ব্বলাগ্নি, অসহিষ্ণু, বালক, বৃদ্ধ এবং বাতরোগ ভিন্ন অন্য কারণে ক্ষীণ ব্যক্তি ইহাদের অনুবাসন ও আস্থাপন উভয় ক্রিয়াই নিষিদ্ধ।

উদরী চ প্রমেহী চ কুষ্ঠী স্থূলশ্চ মানবঃ।
অবশ্যং স্থাপনীয়াশ্চ নানুবাস্যাঃ কথঞ্চন।
অসাধ্যতা বিকারাণাং স্যাদেষামনুবাসনাৎ।
অসাধ্যত্বেঽপি ভূয়িষ্ঠং গাত্রাণাং সদনং ভবেৎ।
পক্কাশয়ে তথা শ্রোণ্যাং নাভ্যধস্তাচ্চ সর্ব্বতঃ।
সম্যক্ প্রণিহিতো বস্তিঃ স্থানেষেতেষু তিষ্ঠতি।
পক্কাশয়াদ্ বস্তিবীর্য্যং স্বদেহমুপসর্পতি।
বৃক্ষমূলে নিষিক্তানামপাং বীর্য্যমিব ক্রমম্।
স চাপি সহসা বস্তিঃ কেবলঃ সমলোঽপিবা।
প্রত্যেতি স্বনিলৈর্বীর্য্যমপানাদ্যৈর্বিনীয়তে।
বীর্য্যেণ বস্তিরাদত্তে দোষানাপাদমস্তকাৎ।
পক্কাশয়স্থোঽম্বরগো ভূমেরর্কো রসানিব।
সকটী পৃষ্ঠকোষ্ঠস্থান্ বীর্য্যেণালোড্য সঞ্চয়ান্।
উৎখাতমূলান্ হরতি দোষাণাং সাধুযোজিতঃ।
দোষত্রয়স্য যস্মাচ্চ প্রকোপে বায়ুরীশ্বরঃ।
তস্মাত্তস্যাতিবৃদ্ধস্য শরীরমভিনিয়তঃ।
বায়োর্বিসহতে বেগং নান্যা নস্তের্ঋতে ক্রিয়া।
পবনাবিদ্ধতোয়স্য বেলাবেগমিবোদধেঃ।
শরীরোপচয়ং বর্ণং বলমারোগ্যমায়ুষঃ।
কুরুতে পরিবৃদ্ধিঞ্চ বস্তিঃ সম্যগুপাসিতঃ।

উদরীরোগাক্রান্ত, প্রমেহী, কুষ্ঠরোগী ও স্থূলব্যক্তি ইহাদের আস্থাপন ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু অনুবাসন নিতান্ত নিষিদ্ধ। ইহা-দের অনুবাসন ক্রিয়া করিলে রোগ অসাধ্য এবং শরীর নিতান্ত অবসন্ন হয়। বস্তি সম্যক্‌রূপে প্রণিহিত হইলে পক্কাশয়, শ্রোণী ও নাভির অধোভাগে অবস্থিতি করে। যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে তাহার বীর্য্য বৃক্ষের সর্ব্বাংশে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ বস্তি-বীর্য্য পক্কাশয় হইতে সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হয়। প্রয়োজিত বস্তি, মল সহিত অথবা শুদ্ধ স্বয়ংই বহির্গত হইয়া আইসে, কিন্তু তাহার বীর্য্য বায়ু কর্ত্তৃক অপানাদি দ্বারা সমস্ত দেহে প্রসৃত হয়। যেরূপ নভোবিরাজিত ভাস্কর, স্বীয়-বীর্য্য প্রভাবে ভূমির রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ পক্কাশয়স্থ বস্তি নিজশক্তি প্রভাবে আপাদ মস্তকের দোষ আকর্ষণ করে। কটী, পৃষ্ঠ ও কোষ্ঠ সমুদায়ের দোষসঞ্চয় বস্তিক্রিয়া দ্বারা উৎখাতমূল হইয়া অপ-সারিত হয়। দোষত্রয়ের প্রকোপণ কার্য্যে বায়ুরই কর্ত্তৃত্ব আছে, অতএব সেই বায়ুর অতিশয় বৃদ্ধি হইলে দেহ ধ্বংস হয়।

সেই প্রবল বায়ুর বেগ বস্তিক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুতেই নিবারিত হয় না। যেরূপ বাত্যা-বিক্ষোভিত সমুদ্রের বেগ, বেলা অর্থাৎ তীরভূমি কর্ত্তৃক ধৃত হয়, তদ্রূপ বস্তিক্রিয়া-দ্বারা প্রবল দৈহিক বায়ুর বেগ নিবারিত হইয়া থাকে।

—— ——

অথাতো বস্তিক্রিয়ায়াং ব্যাপদো ব্যাখ্যাস্যামঃ।

তত্র নেত্রং চলিতং বিবর্ত্তিতং পার্শ্বাবপীড়িত-মত্যুৎক্ষিপ্তমবসন্নং তির্য্যক্‌ক্ষিপ্তমিতি ষট্ প্রণি-ধানদোষাঃ। অতিস্থূলং কর্কশমবনতমণু ভিন্নং সন্নিকৃষ্ট বিপ্রকৃষ্ট কর্ণিকং সূক্ষ্মাতিচ্ছিদ্রমতিদীর্ঘ মতিহ্রস্বমিত্যেকাদশ নেত্রদোষাঃ। বহুলতাল্পতা সচ্ছিদ্রতা প্রস্তীর্ণতা দুর্ব্বদ্ধতেতি পঞ্চ বস্তিদোষাঃ। অতিপীড়িততা শিথিলপীড়িততা ভূয়োভূয়োঽব-পীড়নং, কালাতিক্রম ইতি চত্বারঃ পীড়নদোষাঃ। আমতা হীনতাতিমাত্রতাতিশীততাত্যুষ্ণতাতি তীক্ষ্ণতাতিমৃদুতাতিস্নিগ্ধতাতিরূক্ষতাতিসান্দ্রতাতিদ্র-বতা ইত্যেকাদশ দ্রব্যদোষাঃ। অবাক্-শীর্ষোচ্ছীর্ষাম্ন্যুব্জোত্তান সঙ্কুচিতদেহতাস্থিততা দক্ষিণ পার্শ্বশায়িনঃ প্রদানমিতি সপ্ত শয্যাদোষাঃ। ক্রোধ আয়াসঃ শোকো মৈথুনং দিবাস্বপ্ন উচ্চৈঃসম্ভাষণং যানযানং চিরাসনং স্নানমতিচংক্রমণং শীতসম্ভোগস্তোয়বাতাতপানাং সেবনমবিহিতাশন-মিতি পঞ্চদশাতুরনিমিত্তাঃ। স্নেহস্তষ্টাভিঃ কারণৈঃ প্রতিহতো ন প্রত্যাগচ্ছতি ত্রিভির্দোষৈরশনাভিভূতো মলব্যামিশ্রো দূরানুপ্রবিষ্টোঽস্বিন্নস্যানুষ্ণোঽল্পোঽল্পা-শনস্য চেতি বৈদ্যাতুরনিমিত্তা ভবন্তি। অযোগস্তু-ভয়োরাধ্মানং পরিকর্ত্তিকা পরিস্রাবঃ প্রবাহিকা হৃদয়োপসরণমঙ্গপ্রগ্রহোঽতিযোগো জীবদানমিতি নব ব্যাপদো বৈদ্যনিমিত্তা ভবন্তি।

ষট্‌সপ্ততিঃ সমাসেন ব্যাপদঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাসাং বক্ষ্যামি বিজ্ঞানং সিদ্ধিঞ্চ তদনন্তরম্॥

বস্তিক্রিয়ার যে যে বিপদ্ ঘটনা হয়, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। ক্রিয়া-কালে নেত্র চলিত, বিবর্ত্তিত, পার্শ্বাব-পীড়িত, অত্যুৎক্ষিপ্ত, অবসন্ন ও তির্য্যক্-ভাবে ক্ষিপ্ত হওয়া এই ৬ টীকে প্রণিধান দোষ কহা যায়। অতিস্থূল, কর্কশ, অবনত, অণু, ভিন্ন, সন্নিকৃষ্ট কর্ণিক, বিপ্রকৃষ্ট কর্ণিক, সূক্ষ্ম ছিদ্র, অতিছিদ্র, অতিদীর্ঘ ও অতিহ্রস্ব এই ১১ প্রকার নেত্রদোষ। বহুলতা, অল্পতা, সচ্ছিদ্রতা, প্রস্তীর্ণতা ও দুর্ব্বদ্ধতা এই ৫ প্রকার বস্তিদোষ। অতিপীড়িততা, শিথিল পীড়িততা, ভূয়োভূয় অবপীড়ন ও কালাতিক্রম এই ৪ টী পীড়নদোষ। আমতা, হীনতা, অতিমাত্রতা, অতিশীততা, অত্যুষ্ণতা, অতিতীক্ষ্ণতা, অতিমৃদুতা, অতিস্নিগ্ধতা, অতিরূক্ষতা, অতিসান্দ্রতা এই ১১ প্রকার দ্রব্যদোষ। অবাক্‌শীর্ষতা, উচ্ছীর্ষতা, ন্যুব্জদেহতা, উত্তানদেহতা, সঙ্কুচিত-দেহতা, স্থিতত। ও দক্ষিণপার্শ্বশায়িতা এই ৭ প্রকার শয্যাদোষ। ক্রোধ, আয়াস, শোক, মৈথুন, দিবানিদ্রা, উচ্চৈঃ সম্ভাষণ, যান-গমন; চিরাসন অর্থাৎ অধিকক্ষণ উপবেশন করিয়া থাকা, স্নান, অতিপর্য্য-টন, শীতসম্ভোগ, জলসেবন, বায়ুসেবন, রৌদ্রসেবা এবং অহিত ভোজন অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন, অসাত্ম্য ভোজন ও অতিভোজন এই ১৫ টী রোগীর দোষ। প্রয়োজিত স্নেহ অষ্টবিধ কারণে কোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগত হয় না। যথা বাতাদি দোষাভিভূত, অশনাভিভূত, মলব্যামিশ্র, দূরানুপ্রবিষ্ট, স্বেদ প্রদান না করিয়া ক্রিয়াকরণ, অনুষ্ণ, অল্প ও অল্প-ভোজন করিয়া কার্য্যসাধন এই কয় প্রকার বৈদ্যাতুর নিমিত্ত দোষ। অযোগ,

আধ্মান, পরিকর্ত্তিকা, পরিস্রাব, প্রবাহিকা, হৃদয়োপসরণ, অঙ্গপ্রগ্রহ, অতিযোগ ও জীবাদান এই ৯ টী বৈদ্য নিমিত্ত বিপদ্।

বস্তি ক্রিয়ার সমুদায়ে এই ১৬ প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। ইহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

অথাতোঽনুবাসনোত্তরবস্তি-চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বিরেচনাৎ সপ্তরাত্রে গতে জাতবলায় চ।
কৃতান্নায়ানুবাস্যায় সম্যগ্ দেয়োঽনুবাসনঃ॥
যথাবয়োনিরূহাণাং যা মাত্রা পরিকীর্ত্তিতা।
পাদাবকৃষ্টা সাঃ কার্য্যাঃ স্নেহবস্তিষু দেহিনাম্॥

বিরেচনান্তে সপ্ত রাত্রির পর দেহে বলসঞ্চার হইলে অনুবাসন যোগ্য রোগীকে অন্নাদি আহার করাইয়া যথাবিধি অনুবাসন অর্থাৎ স্নেহবস্তি প্রদান করিবে। বয়ঃক্রমানুসারে নিরূহণ দ্রব্যের যেরূপ মাত্রা লিখিত হইয়াছে, অনুবাসন দ্রব্যের মাত্রা তাহার পাদহীন করিতে হইবে।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি তৈলানীহ যথাক্রমম।
পানান্বাসননস্যেষু যানি হন্যুর্গদান্ বহূন্॥

অতঃপর অনুবাসনোপযুক্ত কতকগুলি তৈল লিখিত হইতেছে, ইহারা পান, অনুবাসন ও নস্যার্থে প্রযুক্ত হইলে বিবিধ রোগের ধ্বংস করে। বস্তি প্রদানের বিধি যথাস্থানে লিখিত হইবে।

শট্যাদি তৈলম্।

শটী পুষ্কর কৃষ্ণাহ্বা মদনামরদারুভিঃ।
শতাহ্বা কুষ্ঠ যষ্ট্যাহ্ব বচা বিল্ব হুতাশনৈঃ॥
সুপিষ্টৈর্দ্বিগুণং ক্ষীরং তৈলং তোয়ং চতুর্গুণম্।
পক্কা বস্তৌ বিধাতব্যং মূঢ়বাতানুলোমনম্॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমানাহং বিষমজ্বরম।
কট্যূরুপৃষ্ঠকোষ্ঠস্থান্ বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥

তিলতৈল ৪ সের। দুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ শটী, পুষ্করমূল, পিপুল, মদনফল, দেবদারু, শুলফা, কুড়, যষ্টিমধু, বচ, বেলশুঁঠ ও চিতা মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা বস্তিক্রিয়ার প্রযুক্ত হইলে কুপিত বায়ুর অনুলোম এবং অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, আনাহ, বিষমজ্বর ও উরু, কটি ও পৃষ্ঠস্থ বাতরোগ নষ্ট হয়।

বচাদিতৈলম্।

বচা পুষ্কর কুষ্ঠৈলা মদনামর সিন্ধুজৈঃ।
কাকোলীদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব মেদাযুগ্ম নরাধিপৈঃ॥
পাঠা জীবক জীবন্তী ভার্গী চন্দন কট্ফলৈঃ।
সরলাগুরু রিষ্বাম্বু বাজিগন্ধাগ্নি বৃদ্ধিভিঃ॥
বিড়ঙ্গারগ্বধ শ্যামা ত্রিবৃন্মাগধিকার্দ্ধিভিঃ।
পিষ্টৈস্তৈলং পচেৎ ক্ষীরং পঞ্চমূলরসান্বিতম॥
গুল্মানাহাগ্নিসঙ্গার্শো গ্রহণী মূত্রসঙ্গিনাম্।
অন্বাসনবিধৌ যুক্তং শস্যতেঽনিলরোগিণাম্॥

তিলতৈল ৪ সের। স্বল্পপঞ্চমূলের ক্বাথ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সেব। কল্কার্থ, বচ, পুষ্করমূল, কুড়, এলাইচ, মদনফল, দেবদারু, সৈন্ধব, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, সোঁদাল, আকনাদি, জীবক, জীবন্তী, বামুনহাটী, রক্তচন্দন, কট্ফল, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, বেলশুঁঠ, বালা, অশ্বগন্ধা, চিতামূল, বৃদ্ধি, বিড়ঙ্গ, সোঁদাল, শ্যামালতা, তেউড়ী, পিপুল ও ঋদ্ধি এই সমস্ত মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল গুল্ম, আনাহ,

অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, গ্রহণী, মূত্ররোধ ও বাত-রোগ এই সমস্ত রোগে অনুবাসনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

চিত্রকাদিতৈলম্ ।

চিত্রকাতিবিষা পাঠা দন্তী বিল্ব বচামিষৈ ।
সরলাংশুমতী রাস্না নীলিনী চতুরঙ্গুলৈঃ ॥
চব্যাজমোদকাকোলী মেদাযুগ্ম সুরদ্রুমৈঃ ।
জীবকর্ষভবর্ষাভূবন্তগন্ধ শতাহ্বয়ৈঃ ।
রেণ্বশ্বগন্ধা মঞ্জিষ্ঠা শটী পুষ্কর তস্করৈঃ ।
সক্ষীরং বিপচেৎ তৈলং মারুতাময়নাশনম্ ॥
গৃধ্রসী খঞ্জ কুব্জাঢ্য মূত্রোদাবর্ত্ত রোগিণাম্ ।
শস্তস্তেহল্পবলাগ্নীনাং বস্তাবাশু নিয়োজিতম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ চিতামূল, আতইচ, আকনাদি, দন্তী-মূল, বেলশুঁঠ, বচ, মৌরী, তেউড়ী, শাল-পানি, রাস্না, নীলমূল, সোঁদাল, চই, যমানী, কাকোলী, মেদ, মহামেদ, দেবদারু, জীবক, ঋষভক, পুনর্নবা, বনযমানী, শুল্ফা, রেণুক, অশ্বগন্ধা, মঞ্জিষ্ঠা, শটী, পুষ্করমূল ও চোর-কাঁচকি মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। গৃধ্রসী, খঞ্জতা, কুশতা, মূত্রাধিক্য ও উদাবর্ত্তরোগে এবং হীনবল ও হীনাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে এই তৈলের অনুবাসন প্রশস্ত।

ভূতিকাদি তৈলম্ ।

ভূতিকৈরণ্ড বর্ষাভূরাস্নাবৃষক রোহিষৈঃ ।
দশমূল সহা ভার্গী বড়্গ্রন্থামরদারুভিঃ ॥
বলা নাগবলা মূর্ব্বা বাজিগন্ধামৃতাহ্বয়ৈঃ ।
সহাচর বরী বিশ্বা কাকনাসা বিদারিভিঃ ॥
যব মাষাতসী কোল কুলখৈঃ ক্বথিতৈঃ শৃতম্ ।
জীবনীয় প্রতীবাপং তৈলং ক্ষীরং চতুর্গুণম্ ॥
জঙ্ঘোরুত্রিক পার্শ্বাংস বাহু মন্যাশিরঃস্থিতান্ ।
হন্তাদ্বাতবিকারাংস্তু বস্তিযোগৈর্নিবেবিতম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ যমানী, এরণ্ড-মূল, পুনর্নবা, রাস্না, বাসকছাল, গন্ধতৃণ, দশমূল, মুগানী, বামুনহাটী, বচ, দেবদারু, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মূর্ব্বামূল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, ঝিন্টী, শতমূলী, শুঁঠ, কাকনাসা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যব, মাষকলায়, মসিনা, কুলশুঁঠ, কুলথ কলায় মিশ্রিত ১২॥০ সের, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ জীবনীয়গণ। এই তৈলের অনুবাসনে জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, বাহু, মন্যা ও মস্তকগত বায়ুবিকৃতিজন্য রোগ বিনষ্ট হয়।

জীবন্ত্যাদি তৈলম্ ।

জীবন্ত্যতিবলা মেদা কাকোলীদ্বয় জীবকৈঃ ।
ঋষভাতিবিষা কৃষ্ণা কাকনাসা বচামরৈঃ ॥
রাস্নামদনযষ্ট্যাহ্ব সরলাভীরু চন্দনৈঃ ।
স্বয়ংগুপ্তা শটী শৃঙ্গী কলসী সারিবাহ্বয়ৈঃ ॥
পিষ্টৈস্তৈলং ঘৃতং পক্বং ক্ষীরেণাষ্টগুণেন তু ।
তচ্চানুবাসনে দেয়ং শুক্রাগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥
বৃংহণং বাতপিত্তঘ্নং গুল্মানাহহরং পরম্ ।
নস্যে পানে চ সংযুক্তমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের, ঘৃত ১ সের। কল্কার্থ জীবন্তী, পীতবেড়েলা, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, আতইচ, পিপুল, কাকজঙ্ঘা, বচ, দেবদারু, রাস্না, মদনফল, যষ্টিমধু, তেউড়ী, শতমূলী, রক্তচন্দন, আলকুশীর মূল, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চাকুলে ও শ্যামালতা, মিঃ ১০ সের। দুগ্ধ ৪০ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহার অনুবাসনে শুক্র, অগ্নি ও বলের বৃদ্ধি, দেহের পুষ্টি, বায়ু ও পিত্তের শান্তি এবং গুল্ম ও আনাহ রোগের প্রশমন হয়। ইহা নস্য ও পানে ব্যবহৃত হইলে ঊর্দ্ধজত্রু গত রোগের ধ্বংস হয়।

মধুকাদি তৈলম্।

মধুকোশীর কাশ্মর্য্য কটুকোৎপল চন্দনৈঃ।
শ্যামা পদ্মক জীমূত শক্রাহ্বাতিবিষাম্বুভিঃ॥
তৈলপাদং পচেৎ সর্পিঃ পয়সাষ্টগুণেন চ।
ন্যগ্রোধাদিগণক্বাথযুক্তং বস্তিষু যোজিতম্॥
দাহাসৃগ্দর বীসর্প বাতশোণিত বিদ্রধীন্।
পিত্তরক্ত জরাদ্যাংশ্চ হন্যাৎ পিত্তকৃতান্ গদান্॥

তিলতৈল ৪ সের, ঘৃত ১ সের। ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ ২০ সের। দুগ্ধ ৪০ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, বেণার মূল, গাম্ভারীছাল, কট্‌কী, উৎপল, রক্তচন্দন, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, ইন্দ্রযব ও বালা মিশ্রিত ১০ সের। ইহার অনুবাসনে দাহ, প্রদর, বীসর্প, বাতরক্ত, বিদ্রধি ও পিত্তজনিত বিবিধ রোগেরও উপশম হয়।

মৃণালাদিতৈলম্।

মৃণালোৎপল শালূক সারিবাদ্বয় কেশরৈঃ।
চন্দনদ্বয় ভূনিম্ব পদ্মবীজ কসেরুকৈঃ॥
পটোলকটুকাবক্র গুন্দ্রা পর্পট বাসকৈঃ।
পিষ্টৈস্তৈলমিদং পক্বং তৃণমূলরসেন চ॥
ক্ষীরদ্বিগুণসংযুক্তং বস্তিকর্ম্মণি যোজিতম্।
নস্যেঽভ্যঞ্জনপানে বা হন্যাৎ পিত্তগদান্ বহূন্॥

তিলতৈল ৪ সের। তৃণপঞ্চমূলের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৮ সের। কাথার্থ মৃণাল, উৎপল, উৎপলমূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শ্বেতচন্দন, চিরাতা, পদ্মবীজ, কেশুর, পটোলপত্র, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, ভদ্রমুস্তক, ক্ষেতপাপড়া ও বাসকছাল মিলিত ১ সের।* এই তৈল নস্য, অভ্যঞ্জ, পান ও বস্তিক্রিয়ায় প্রযুক্ত হইলে বহুবিধ পিত্তবিকৃতি নিবারিত হয়।

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্।

ত্রিফলাতিবিষা মূর্ব্বা ত্রিবৃচ্চিত্রক বাসকৈঃ।
নিম্বারগ্বধ ষড়্গ্রন্থা সপ্তপর্ণ নিশাদ্বয়ৈঃ॥
গুড়ূচীন্দ্রসুরা কৃষ্ণা কুষ্ঠ সর্ষপ নাগরৈঃ।
তৈলমেভিঃ সমৈঃ পক্বং সুরসাদিরসপ্লুতম্॥
পানাভ্যঞ্জন গণ্ডূষ নস্য বস্তিষু যোজিতম্।
স্থূলতালস্য কণ্ড্বাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্॥

তিলতৈল ৪ সের। সুরসাদি গণের স্বরস ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিফলা, আতইচ, মূর্ব্বামূল, তেউড়ী, চিতামূল, বাসকছাল, নিমছাল, সোঁদালপত্র, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, নিসিন্দা, পিঁপুল, কুড়, সর্ষপ, শুঁঠ, মিলিত ১ সের। এই তৈল, পান, অভ্যঙ্গ, গণ্ডূষ, নস্য ও বস্তিকর্ম্মে প্রযুক্ত হয়। ইহার দ্বারা স্থৌল্য, আলস্য ও কণ্ডু প্রভৃতি কফজনিত বিবিধ বিকৃতি নিবারিত হয়।

পাঠাদ্যং তৈলম্।

পাঠাজমোদা শার্ঙ্গেষ্ঠা পিপ্পলীদ্বয় নাগরৈঃ।
সরলাগুরু কালীয় ভার্গী চব্যামরদ্রুমৈঃ॥
মরিচৈলাভয়া কটী শটী গ্রন্থিক কট্‌ফলৈঃ।
তৈলমেরণ্ডতৈলং বা পক্বমেভিঃ সমাযুতম্॥
বল্লীকণ্টক মূলাভ্যাং ক্বাথেন দ্বিগুণেন চ।
হন্যাদন্বাসনৈর্দত্তং সর্ব্বান্ কফকৃতান্ গদান্॥

তিলতৈল বা এরণ্ডতৈল ৪ সের। বল্লীপঞ্চমূলের কাথ ৮ সের, কণ্টকপঞ্চমূলের কাথ ৮ সের। কল্কার্থ আকনাদি, বনযমানী, মহাকরঞ্জ, পিঁপুল, গজপিঁপুল, শুঁঠ, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, কালিয়াকাষ্ঠ, বামুনহাটী, চৈ, দেবদারু, মরিচ, এলাইচ, হরীতকী, কট্‌কী, শটী, পিঁপুলমূল, কট্‌ফল মিলিত ১ সের। ইহার অনুবাসনে কফজনিত রোগ সমস্ত নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গাদ্যং তৈলম্ ।

বিড়ঙ্গোদীচ্য সিন্ধুত্থ শটী পুষ্কর চিত্রকৈঃ।
কট্‌ফলাতিবিষা ভার্গী বচা কুষ্ঠ সুরাহ্বয়ৈঃ ॥
মেদা মদন যষ্ট্যাহ্ব শ্যামা নিচুল নাগরৈঃ।
শতাহ্বা নীলিনী রাস্না কদলী বৃষরেণুভিঃ ॥
বিল্বাজমোদকৃষ্ণাহ্বা দন্তী চব্য নরাধিপৈঃ।
তৈলমেরণ্ড তৈলং বা মুষ্ককাদিরসাপ্লুতম্ ॥
প্লীহোদাবর্ত্ত বাতাসৃগ্ গুল্মানাহ কফাময়ান্।
প্রমেহ শর্করার্শাংসি হন্ত্যাদাশ্বনুবাসনাৎ ॥

তিলতৈল বা এরণ্ডতৈল ৪ সের। মুষ্ককাদিগণের রস ১৬ সের। কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, বালা, সৈন্ধব, শটী, পুষ্করমূল, চিতামূল, কট্‌ফল, আতইচ, বামুনহাটী, বচ, কুড়, দেবদারু, মেদ, মদনফল, যষ্টিমধু, শ্যামালতা, হিজ্জলবীজ, শুঠ, শুলফা, নীলমূল, রাস্না, কদলীমূল, বাসকছাল, রেণুক, বেলশুঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তীমূল, চই ও সোদাল-পত্র, মিলিত ১ সের। এই তৈলের অনু-বাসনে প্লীহা, উদাবর্ত্ত, বাতরক্ত, গুল্ম, আনাহ, কফজ বিবিধ ব্যাধি, প্রমেহ, শর্করা ও অর্শোরোগের শান্তি হয়।

নিরূহবস্তিবিধানম্ ।

অশুষ্কমপি বাতেন কেবলেনাতিপীড়িতম্।
অহোরাত্রস্য কালেন সর্ব্বেষেবানুবাসয়েৎ ॥
রূক্ষস্য বহুবাতস্য দ্বৌ ত্রীনপ্যনুবাসনান্।
দত্ত্বা স্নিগ্ধতনুং জ্ঞাত্বা ততঃ পশ্চান্নিরূহয়েৎ ॥
অস্নিগ্ধমপি বাতেন কেবলেনাতিপীড়িতম্।
স্নেহপ্রগাঢ়ৈর্মতিমান্ নিরূহৈঃ সমুপাচরেৎ ॥

রোগী কেবল বায়ুকর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইলে সংশোধনক্রিয়া নির্ব্বাহ না করিয়াও দিবারাত্রের সকলসময়েই অনুবাসন অর্থাৎ স্নেহবস্তি প্রদান করা যাইতে পারে। ঐরূপ রোগীকে দুই বা তিনবার স্নেহবস্তি প্রদান করিয়া তাহার দেহ স্নিগ্ধ হইলে নিরূহবস্তি প্রদান করিবে। কেবল বায়ুকর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত ব্যক্তিকে স্নেহবস্তি প্রদান না করিয়াও স্নেহপ্রগাঢ় অর্থাৎ অধিক স্নেহবিশিষ্ট নিরূহ বস্তি প্রদান করা যাইতে পারে।

বস্তিপ্রয়োগকালমাহ ।

রাত্রৌ বস্তিং ন দদ্যাত্তু দোষোৎক্লেশো হি রাত্রিজঃ
স্নেহো বীর্য্যযুতঃ কুর্য্যাদাধ্মানং গৌরবং জ্বরম্ ॥
অহ্নি স্থানস্থিতে দোষে বহ্নৌ চান্নরসান্বিতে।
স্ফুটস্রোতোমুখে দেহে স্নেহৌজঃ পরিসর্পতি ॥
পিত্তেঽধিকে কফে ক্ষীণে রূক্ষে বাতরুগর্দ্দিতে।
নরে রাত্রৌ চ দাতব্যং কালে চোষ্ণেঽনুবাসনম্ ॥
উষ্ণে পিত্তাধিকে বাপি দিবা দাহাদয়ো গদাঃ।
সম্ভবন্তি যতস্তস্মাৎ প্রদোষে যোজয়েৎ ভিষক্ ॥
শীতে বসন্তে চ দিবা গ্রীষ্মে প্রাবৃড়্ঘনাত্যয়ে।
স্নেহো দিনান্তে পানোক্তান্ দোষান্ পরিজিহীর্ষতো
অহোরাত্রেষু কালেষু সর্ব্বেষেবানিলাধিকম্।
তীব্রায়াং রুজি জীর্ণান্নং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ ॥
ন বা ভুক্তবতঃ স্নেহঃ প্রণিধেয়ঃ কথঞ্চন।
শুদ্ধত্বাচ্ছূন্যকোষ্ঠস্য স্নেহ ঊর্দ্ধমথোৎপতেৎ ॥
সদানুবাসয়েচ্চাপি ভোজয়িত্বার্দ্রপাণিনম্।
জ্বরং বিদগ্ধভুক্তস্য কুর্য্যাৎ স্নেহপ্রয়োজিতঃ ॥
ন চাতিস্নিগ্ধ শমনং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ।
মদং মূর্চ্ছাঞ্চ জনয়েদ্ দ্বিধা স্নেহঃ প্রয়োজিতঃ ॥
রূক্ষং ভুক্তবতো হ্যন্নং বলং বর্ণঞ্চ হাপয়েৎ।
যুক্তস্নেহমতো জন্তুং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ ॥
যূষক্ষীররসৈস্তস্মাদ্ যথা ব্যাধিমবেক্ষ্য বা।
যথোচিতাৎ পাদহীনং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ ॥

রাত্রিতে বস্তি প্রদান নিষিদ্ধ। কারণ তাহাতে দোষের উদ্রেক হয় এবং স্নেহ বীর্য্যশালী হইয়া আধ্মান, গৌরব ও জ্বর উপস্থিত করে। দিবসে দোষ সকল স্বস্থানে অবস্থিত ও অগ্নি অন্নরসা-ন্বিত থাকে, তজ্জন্য দৈহিক স্রোতোমুখ

সমস্ত প্রকাশিত থাকাতে দেহমধ্যে সম্যক্ প্রকারে স্নেহবীর্য্য পরিব্যাপ্ত হয়। যদি পিত্ত প্রবল ও কফ ক্ষীণ থাকে ও রোগী রুক্ষ ও বায়ুরোগাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে এবং উষ্ণকালে রাত্রিতেও অনুবাসন করা যাইতে পারে। উষ্ণকালে এবং পিত্ত প্রবল থাকিলে যদি দিবসে বস্তি প্রদান করা যায়, তাহা হইলে দাহাদি উপস্থিত হয়। অতএব তত্তৎস্থলে প্রদোষকালে তৎক্রিয়া নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। শীত ও বসন্তকালে দিবসে এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে সায়াহ্নে বস্তি প্রদাতব্য।

রোগী অত্যন্ত বায়ুপ্রকোপবিশিষ্ট ও তীব্র যাতনাযুক্ত হইলে দিবারাত্রের সকল সময়েই বস্তি প্রদান করা যায়। কিন্তু ভুক্ত পরিপাকান্তে আহার না করাইয়া কদাচ স্নেহপ্রয়োগ করিবে না। কারণ কোষ্ঠ শূন্য থাকিলে স্নেহ নিয়মিত স্থান অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। অতএব অনুবাসন প্রদান করিতে হইলে অগ্রে ভোজন করাইয়া পরে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ভুক্ত দ্রব্য বিদগ্ধ হইয়া পাকযন্ত্রে থাকিলে স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা জ্বর উৎপন্ন হয়। অতিশয় স্নিগ্ধ বা সংশমন দ্রব্য ভোজন করাইয়া, পান বা বাস্তযোগে স্নেহ প্রয়োগ করিলে মদ ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। বস্তিক্রিয়া দ্বারা রুক্ষান্নভোজী ব্যক্তির বল ও বর্ণ নষ্ট হয়, অতএব অগ্রে যথাযোগ্য স্নেহ সংযুক্ত দ্রব্য ভোজন করাইয়া অনুবাসন করিবে। যূষ, দুগ্ধ ও মাংসরস অথবা ব্যাধি বিবেচনা করিয়া যেরূপ যুক্তিযুক্ত হয়, সেইরূপ আহার করাইয়া বস্তি প্রদান কর্ত্তব্য। অনুবাস্য ব্যক্তির যে পরিমিত আহার অভ্যস্ত থাকে, তাহার পাদহীন আহার প্রদান করা ব্যবস্থেয়।

স্নেহবস্তিপ্রদানপ্রকারঃ।

অথানুবাস্যং স্বভ্যক্তং মুষ্কাম্বুস্বেদিতং শনৈঃ।
ভোজয়িত্বা যথাশাস্ত্রং কৃতচংক্রমণং ততঃ॥
বিসর্জ্জ্য চ শকৃন্মূত্রং যোজয়েৎ স্নেহবস্তিনা।
প্রণিধানবিধানন্তু নিরূহে চ প্রবক্ষ্যতে॥
ততঃ প্রণিহিতে স্নেহ উত্তানো বাক্‌শতং ভবেৎ।
প্রসারিতৈঃ সর্ব্বগাত্রৈস্তথা বীর্য্যং বিসর্পতি॥
তাড়য়েৎ তলয়োরেনং ত্রীং স্ত্রীন্‌বারান্ শনৈঃ শনৈঃ।
স্ফিজোশ্চৈনং ততঃ শয্যাং ত্রিবারামুৎক্ষিপেৎততঃ॥
এবং প্রণিহিতে বস্তৌ মন্দায় সোহথ মন্দবাক্।
স্বাস্তীর্ণে শয়নে কামমাসীতাচারিকে রতঃ॥
স তু সৈন্ধবচূর্ণেন শতাহ্বেন চ যোজিতঃ।
দেয়ঃ স্যাৎ কোষ্ণশ্চ তথা নীরেতি সহসা সুখম্॥
তস্মাত্রোত্তমঃ মধ্যাস্ত্য ষট্‌ চতুর্দ্ধয় মাষকৈঃ।
হীনমাত্রাবুভৌ বস্তী নাতিকার্য্যকরৌ স্মৃতৌ॥
অতিমাত্রৌ তথানাহক্লমাতীসারকারকৌ।
উত্তমা স্যাৎ পলৈঃ ষড়্‌ভির্মধ্যমা স্যাৎ পলৈস্ত্রিভিঃ॥
পলৈকার্দ্ধেন হীনা স্যাত্তক্তা মাত্রানুবাসনে।
যস্যানুবাসনো দত্তঃ সকৃদপ্যক্ষমাত্রকেৎ।
অত্যোষ্ণ্যাদতিতৈক্ষ্ণ্যাদ্বা বায়ুনা বা প্রপীড়িতঃ।
সবাতোঽধিকমাত্রো বা গুরুত্বাদ্বা সভৈষজঃ॥
তস্যান্যোঽল্পতরো দেয়ো নহি স্নিহ্যত্যতিষ্ঠতি।
বিষ্টব্ধানিলবিণ্মূত্রঃ স্নেহহীনোঽনুবাসনঃ॥
দাহক্লম প্রবাহার্ত্তিকরশ্চাত্যনুবাসনঃ।
সানিলঃ সপুরীষশ্চ স্নেহঃ প্রত্যেতি যস্য তু।
উপদ্রবং বিনা শীঘ্রং স সম্যগনুবাসিতঃ॥

অনন্তর অনুবাস্য ব্যক্তিকে স্নেহাভ্যক্ত করিয়া উষ্ণ জলের স্বেদ প্রদান এবং আহার ও যথাশাস্ত্র চংক্রমণ করণানন্তর মল, মূত্র পরিত্যাগ করাইয়া স্নেহবস্তি প্রদান করিবে। বস্তিপ্রয়োগের বিধি নিরূহক্রিয়া স্থলে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে। স্নেহপ্রয়োগ নির্ব্বাহিত হইলে রোগীকে হস্ত পদাদি

সর্ব্বগাত্র প্রসারণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ উত্তানভাবে অর্থাৎ চিত হইয়া শয়ন করাইয়া রাখিবে। এক শত বাক্য উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাবৎ কাল ঐ ভাবে থাকা উচিত। উহাতে স্নেহবীর্য্য দেহে পরিব্যাপ্ত হইবে। অনুবাসিত ব্যক্তি এই ভাবে শয়ন করিলে তাহার পদতলদ্বয়ে এবং স্ফিগ্‌দ্বয়ে তিন তিন বার আঘাত করিবে এবং তিনবার শয্যায় উৎক্ষেপ করিবে। বস্তি এইরূপে প্রণিহিত হইলে রোগীর অধিক বাক্য উচ্চারণ বা শ্রম করা অনুচিত এবং অভ্যস্ত বিষয়ে রত হইয়া সুন্দররূপে আস্তীর্ণ শয্যায় ইচ্ছাধীন শয়ন করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। অনুবাসনীয় স্নেহে সৈন্ধব ও শুল্‌ফাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া এবং তাহা ঈষৎ উষ্ণ করিয়া বস্তিক্রিয়া নির্ব্বাহ করা উচিত। এইরূপ করিলে শীঘ্র এবং নিরাপদে স্নেহাদি বিনিঃসৃত হয়। উক্ত চূর্ণদ্বয়ের প্রধান মাত্রা ৬ মাষা, মধ্যম মাত্রা ৪ মাষা এবং কনিষ্ঠ মাত্রা ২ মাষা। অনুবাসন ও নিরূহ উভয় বস্তিই হীনমাত্রাসম্পন্ন হইলে বিশেষ কার্য্যকর হয় না এবং অতিরিক্ত মাত্রাযুক্ত হইলে আনাহ, ক্লম ও অতিসার উপস্থিত করে। অতএব যথাযোগ্য মাত্রায় প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনুবাসনীয় দ্রব্যের প্রধান মাত্রা ৬ পল, মধ্যম মাত্রা ৩ পল এবং অনিষ্ঠ মাত্রা ১॥০ পল। অনুবাসনীয় স্নেহ অতিশয় উষ্ণতা, অতি তীক্ষ্ণতা, অধিক মাত্রতা বা গুরুত্ববশতঃ কিংবা প্রবেশকালে বায়ুসহিত প্রবেশ করণ হেতু অথবা কোষ্ঠস্থ বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া যদি প্রযুক্ত হইবা মাত্র নির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার অল্পমাত্রায় অন্য বস্তিপ্রদান করিবে। কারণ স্নেহ পদার্থ কিয়ৎক্ষণ কোষ্ঠে না থাকিলে দেহ স্নিগ্ধ হইতে পারে না। স্নেহহীন অর্থাৎ নিতান্ত অল্প স্নেহবিশিষ্ট অনুবাসন দ্বারা মল, মূত্র ও বায়ু স্তম্ভিত হয় এবং অতিরিক্ত অনুবাসন দ্বারা দাহ, ক্লম ও প্রবাহিকা উপস্থিত হইয়া থাকে। বায়ু ও মল সহিত নিরুপদ্রবে স্নেহ প্রত্যাগত হইলে অনুবাসন ক্রিয়া সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে বলা যায়।

স্নেহবস্তিক্রমবিধানম্‌।

জীর্ণান্নমথ সায়াহ্নে স্নেহে প্রত্যাগতে পুনঃ।
লঘ্বন্নং ভোজয়েৎ কামং দীপ্তাগ্নিস্তু নরো যদি ॥
প্রাতরুষ্ণোদকং দেয়ং ধান্যনাগর সাধিতম্‌।
তেনাস্য দীপ্যতে বহ্নির্ভক্তাকাঙ্ক্ষা চ জায়তে ॥
স্নেহবস্তিক্রমেষেবং বিধিমাহুর্মনীষিণঃ।
অনেন বিধিনা ষড়্‌বা সপ্ত বাষ্টৌ নবৈব বা ॥
বিধেয়া বস্তয়স্তেষামন্তে চৈব নিরূহণম্‌।
দত্তস্তু প্রথমো বস্তিঃ স্নেহয়েদ্‌ বস্তিবঙ্ক্ষণৌ ॥
সম্যগ্‌ দত্তো দ্বিতীয়স্তু মূর্দ্ধস্থমনিলং জয়েৎ।
জনয়েদ্‌ বলবর্ণৌ চ তৃতীয়স্তু প্রযোজিতঃ ॥
রসং চতুর্থো রক্তন্তু পঞ্চমঃ স্নেহয়েত্তথা।
ষষ্ঠস্তু স্নেহয়েন্মাংসং মেদঃ সপ্তম এব চ ॥
অষ্টমো নবমশ্চাস্থি মজ্জানঞ্চ যথাক্রমম্‌।
এবং শুক্রগতান্‌ দোষান্‌ দ্বিগুণঃ সাধু সাধয়েৎ ॥

স্নেহ, প্রত্যাগত হইলে, যদি রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, তাহা হইলে সায়ংকালে লঘু আহার ভোজন করাইবে। পরদিন প্রাতে ধনিয়া ও শুঁঠ সিদ্ধ করিয়া সেই জল ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিতে দিবে, ইহাতে অগ্নির বৃদ্ধি এবং অন্নে আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়। স্নেহবস্তি প্রদানে এইরূপ নিয়ম উক্ত হইয়াছে।

এই বিধানানুসারে ছয়, সাত, আট, বা নয়বার স্নেহবস্তি প্রদান করিয়া

পশ্চাৎ নিরূহ বস্তি প্রদান করিবে। প্রথম বস্তিদ্বারা বস্তিদেশ ও বঙ্ক্ষণ স্নিগ্ধ হয়, দ্বিতীয় বস্তি শিরোগত বায়ুর শান্তি করে, তৃতীয় বস্তিদ্বারা বর্ণ ও বল উৎপন্ন হয়, চতুর্থ বস্তিদ্বারা রস, পঞ্চম বস্তিদ্বারা রক্ত, ষষ্ঠ বস্তিদ্বারা মাংস, সপ্তম বস্তিদ্বারা মেদঃ, অষ্টম বস্তিদ্বারা অস্থি এবং নবম বস্তিদ্বারা মজ্জা স্নিগ্ধ হয়। দ্বিতীয়বার এই বিধানে ৯ বার অনুবাসন করিলে শুক্রগত দোষের নিবারণ হয়।

বস্তিনিষেবণকালঃ।

অষ্টাদশাষ্টদশকাদ্ দিনাদ্ যো না নিষেবতে।
যথোক্তেন বিধানেন পরিহারক্রমেণ তু ॥
স কুঞ্জরবলোঽশ্বস্য জবেনাল্যোঽমরপ্রভঃ।
বীতপাপ্মা শ্রুতিধরঃ সহস্রায়ুর্নরো ভবেৎ ॥
স্নেহবস্তিং নিরূহং বা নৈকমেবাতিশীলয়েৎ।
স্নেহাদগ্নিবধোৎক্লেশৌ নিরূহাৎ পবনাদ্ ভয়ম্ ॥
তস্মান্নিরূঢোঽনুবাস্যো নিরূহশ্চানুবাসিতঃ।
নৈবং পিত্তকফোৎক্লেশৌ স্যাতাং ন পবনাদ্ ভয়ম্।
রূক্ষায় বহুবাতায় স্নেহবস্তিং দিনে দিনে।
দদ্যাদ্ বৈদ্যস্ততোঽন্যেষামগ্ন্যাবাধভয়াৎত্র্যহাৎ ॥
স্নেহোঽল্পমাত্রো রূক্ষাণাং সর্ব্বকালমনত্যয়ঃ।
তথা নিরূহঃ স্নিগ্ধানাং স্বল্পমাত্রঃ প্রশস্যতে ॥

প্রতি অষ্টাদশ দিবস অন্তর যথাবিধানে বস্তি নিষেবণ করিলে বল, বীর্য্য, মেধা ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। স্নেহবস্তি ও নিরূহ ইহার একটীমাত্র অবিচ্ছেদে অতিশীলন করা উচিত নহে। কারণ অতিরিক্ত অনুবাসন দ্বারা অগ্নিমান্দ্য ও উৎক্লেশ এবং অতি নিরূহণ দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হয়। অতএব আস্থাপনান্তে অনুবাসন ও অনুবাসনান্তে আস্থাপন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে পিত্ত ও কফের উৎক্লেশ বা বায়ুর প্রকোপ হইতে পারে না। রূক্ষ ও বহু বায়ুসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রতি দিন স্নেহ বস্তি প্রদান করিবে। অন্যবিধ লোককে তিন দিবস তিন দিবস অন্তর প্রদেয়, নতুবা অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইবে। রূক্ষ ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিবসই অল্পমাত্রায় স্নেহবস্তি প্রদান করা যায়, তদ্রূপ স্নিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রত্যহই অল্পপরিমিত নিরূহ প্রদান করা যাইতে পারে। এইরূপ করিলে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না।

স্নেহবস্তিজা ব্যাপদঃ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ব্যাপদঃ স্নেহবস্তিজাঃ।
বলবন্তো যদা দোষাঃ কোষ্ঠে স্যুরনিলাদয়ঃ ॥
অল্পবীর্য্যং তদা স্নেহমভিভূয় পৃথগ্বিধান্।
কুর্ব্বন্ত্যুপদ্রবান্ স্নেহঃ স চাপি ন নিবর্ত্ততে ॥
তত্র বাতাভিভূতে তু স্নেহে মুখকষায়তা।
জৃম্ভা বাতরুজস্তাস্তা বেপথুর্বিষমজ্বরঃ ॥
পিত্তাভিভূতে স্নেহে তু মুখস্য কটুতা ভবেৎ।
দাহতৃষ্ণা জ্বরঃ স্বেদো নেত্র মূত্রাঙ্গ পীততা ॥
শ্লেষ্মাভিভূতে স্নেহে তু প্রসেকো মধুরাস্যতা।
গৌরবং চর্দ্দিরুচ্ছ্বাসঃ কৃচ্ছ্রঃ শীতজ্বরোঽরুচিঃ ॥
তত্র দোষাভিভূতে তু স্নেহে বস্তিং নিধাপয়েৎ।
তথান্যং দোষশমনান্যুপযোজ্যানি যানি চ ॥
অত্যাশিতেঽন্নাভিভবাৎ স্নেহো নৈতি যদা তদা।
গুরুতামাশয়ঃ শূলং বায়োশ্চাপ্রতিসঞ্চরঃ ॥
হৃৎপীড়া মুখবৈরস্যং শ্বাসো মূর্চ্ছা ভ্রমোঽরুচিঃ।
তত্রাপতর্পণস্যান্তে দীপনো বিধিরিষ্যতে ॥
অশুদ্ধস্য মলোন্মিশ্রঃ স্নেহো নৈতি যদা পুনঃ।
তদাঙ্গসদনাধ্মানৌ শ্বাসঃ শূলঞ্চ জায়তে ॥
পক্বাশয়গুরুত্বঞ্চ তত্র দদ্যান্নিরূহণম্।
অতিতীক্ষ্ণৌষধৈরেবং সিদ্ধং চাপ্যনুবাসনম্ ॥
শুদ্ধস্য দূরানুসৃতে স্নেহে স্নেহস্য দর্শনম্।
গাত্রেষু সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মুখলেপোঽবসাদনম্ ॥
স্নেহগন্ধি মুখং তত্র কাসশ্বাসাবরোচকঃ।
অতিপীড়িতবৎ তত্র বিধিরাস্থাপনং তথা ॥
অস্বিন্নস্যাবিশুদ্ধস্য স্নেহোঽল্পঃ সম্প্রয়োজিতঃ।
শীতো মৃদুশ্চ নাভ্যেতি ততো মন্দং প্রবাহয়েৎ ॥

বিবন্ধগৌরবাধ্মান শূলাঃ পক্কাশয়ং প্রতি ।
তত্রাস্থাপনমেবাশু প্রয়োজ্যং সানুবাসনম্ ॥
অন্নং ভুক্তবতোঽন্নো হি স্নেহো মন্দগুণস্তথা ।
দত্তো নৈতি ক্লমোৎক্লেশৌ ভৃশং বা রতিমাবহেৎ ॥
তত্র বাস্থাপনং কার্য্যং শোধনীয়েন বস্তিনা ॥
অনাশনঞ্চ স্নেহেন শোধনীয়েন শস্যতে ॥
অহোরাত্রাদপি স্নেহঃ প্রত্যাগচ্ছেন্ন দুষ্যতি ।
কুর্য্যাদ্ বস্তিগুণাংশ্চাপি জীর্ণস্বল্পগুণো ভবেৎ ॥
যস্য নোপদ্রবং কুর্য্যাৎ স্নেহবস্তিরনিঃসৃতঃ ।
সর্ব্বোঽল্পো বাবৃতো রৌক্ষ্যাদুপেক্ষ্যো ন বিজানতঃ॥
অনায়াতং ত্বহোরাত্রাৎ স্নেহঃ সংশোধনৈর্হরেৎ ।
স্নেহবস্ত্যাবনায়াতে নান্যঃ স্নেহো বিধীয়তে ॥

বস্তিক্রিয়ায় যে ১৬ প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্নেহবস্তিজাত ৯ প্রকার বিপদ্, যাহা বৈদ্যাতুর নিমিত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাদের স্বরূপ ও প্রতিকারোপায় লিখিত হইতেছে। যখন বাতাদি দোষত্রয় বলবান্ হইয়া কোষ্ঠে অবস্থিতি করে, তখন তাহারা অল্পবীর্য্য স্নেহকে অভিভূত করিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে এবং প্রযুক্ত স্নেহও নিঃসৃত হইতে পারে না। স্নেহ বায়ু কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে মুখে কষায়াস্বাদ, বিষমজ্বর এবং কম্প ও জৃম্ভা প্রভৃতি বায়ুরোগ সমস্ত উপস্থিত হয়। স্নেহ পিত্তাভিভূত হইলে মুখের কটুতা, দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর, স্বেদ এবং চক্ষুঃ, মূত্র ও দেহ পীতবর্ণ হয। স্নেহ শ্লেষ্মাভিভূত হইলে প্রসেক, মুখে মধুরাস্বাদ, শরীর ভার, বমি, উচ্ছ্বাস, কঠিন শীতজ্বর ও অরুচি উপস্থিত হয়। স্নেহ এইরূপ দোষাভিভূত হইলে যথাদোষপ্রশমন বস্তি প্রদান করিবে। অতিভোজন হেতু স্নেহ অন্নাভিভূত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত না হইলে, আমাশয়ের গুরুতা, শূল, বায়ুর অপ্রবৃত্তি, হৃৎপীড়া মুখে বিকৃত আস্বাদ, শ্বাস, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও অরুচি উপস্থিত হয়। এরূপ হইলে প্রথমতঃ অপতর্পণ অর্থাৎ লঙ্ঘনাদি করাইয়া পরে যাহাতে অগ্নির দীপ্তি হয় এরূপ ব্যবস্থা করিবে। অকৃতশোধন ব্যক্তিতে প্রয়োজিত স্নেহ মলমিশ্রিত হইয়া যদি প্রত্যাগত না হয়, তাহা হইলে শরীরের অবসন্নতা, আধ্মান, শ্বাস, শূল ও পক্কাশয়ের গুরুতা উৎপন্ন হয়। এরূপ হইলে অতিতীক্ষ্ণ ঔষধদ্বারা সিদ্ধ অনুবাসন প্রয়োজ্য। কৃতশোধন ব্যক্তিতে প্রয়োজিত স্নেহ যদি নিয়মিত স্থান অতিক্রম করিয়া অধিক দূর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সমুদায় গাত্রে স্নেহের চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়সকলের জড়তা, অবসন্নতা, মুখ হইতে স্নেহের গন্ধ নিঃসরণ, কাস, শ্বাস ও অরুচি এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় চিকিৎসা অতি পীড়িতের চিকিৎসার ন্যায় এবং ইহাতে আস্থাপন ব্যবস্থেয়। অতি পীড়িত চিকিৎসা যথাস্থানে লিখিত হইবে। যদি স্বেদপ্রদান ও সংশোধন না করিয়া অল্প পরিমিত, শীতল অথবা মৃদু অর্থাৎ যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও তীক্ষ্ণতা নাই এরূপ স্নেহ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ইহা নিঃসৃত না হইয়া প্রবাহিকা রোগ উৎপাদন করে এবং পক্কাশয়ে বিবন্ধ, গুরুতা, আধ্মান ও শূল উৎপাদন হয়। ঈদৃশস্থলে যথোপযুক্ত আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োজ্য। অল্প পরিমাণে আহার করাইয়া অল্পপরিমিত বা হীনগুণবিশিষ্ট স্নেহ প্রদান করিলে তাহা বিনিঃসৃত না হইয়া উৎক্লেশ, ক্লম ও অতিশয় গ্লানি উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় শোধনীয় আস্থাপন বা অনুবাসন ব্যবস্থেয়। যদি অহোরাত্রের পরও স্নেহ

প্রত্যাগত হয়, তাহা হইলে কোন দোষ উপস্থিত হয় না এবং বস্তিক্রিয়ার সম্যক্ ফল হইয়া থাকে, কিন্তু স্নেহ জীর্ণ হইলে অল্পমাত্র গুণকারী হয়। স্নেহবস্তি যদি অল্প পরিমাণ বশতঃ অথবা রোগীর রুক্ষতা প্রযুক্ত বহির্গত না হয়, অথচ, কোন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত না করে, তাহা হইলে উহা বহির্গত করিবার জন্য চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা নাই। অহোরাত্রের পরও স্নেহ প্রত্যাগত না হইলে, যদি উপদ্রব উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে সংশোধন প্রয়োজ্য। স্নেহবস্তি প্রতিনিবৃত্ত না হইলে অপর স্নেহ প্রয়োগ অবিধেয়।

অথোত্তরবস্তিবিধিঃ।

বস্তেরুত্তরসংজ্ঞস্য বিধিং বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্।
চতুর্দ্দশাঙ্গুলং নেত্রমাতুরাঙ্গুল সম্মিতম্॥
মালতীপুষ্পবৃন্তাভং ছিদ্রং সর্ষপনির্গমম্।
মেঢ্রায়ামসমং কেচিদিচ্ছন্তি খলু তদ্বিদঃ॥
পঞ্চবিংশতি বর্ষাণামধো মাত্রা দ্বিকার্ষিকী।
তদূর্দ্ধং পলমাত্রা চ স্নেহস্যোক্তা ভিষগ্বরৈঃ॥
নিবিষ্টকর্ণিকং মধ্যে নারীণাং চতুরঙ্গুলে।
মূত্রস্রোতঃপরীণাহং মুদ্গবাহি দশাঙ্গুলম্॥
তাসামপত্যমার্গে তু নিদধ্যাচ্চতুরঙ্গুলম্।
দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রমার্গে তু কন্যানাস্ত্বেকমঙ্গুলম্॥
ঔরভ্রঃ শৌকরো বাপি বস্তিরাজশ্চ পূজিতঃ।
তদলাভে প্রযুঞ্জীত গলচর্ম্ম তু পক্ষিণাম্॥

অতঃপর উত্তর বস্তির বিধি লিখিত হইতেছে। ইহার নেত্র, রোগীর অঙ্গুলি পরিমাণের ১৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ, মালতী পুষ্পের বৃন্তের ন্যায় স্থূল এবং তাহার ছিদ্র পরিমাণ এরূপ হওয়া আবশ্যক, যেন তন্মধ্য দিয়া সর্ষপ নির্গত হইতে পারে। কেহ কেহ বিবেচন করেন উহা লিঙ্গরন্ধ্রের তুল্য হওয়া আবশ্যক। ২৫ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে স্নেহের মাত্রা ২ কর্ষ, তৎপরে ১ পল। উত্তর বস্তির নেত্রের মধ্যভাগে কর্ণিকা নিবিষ্ট থাকে, স্ত্রীলোকদিগের জন্য, মূলভাগ হইতে ৪ অঙ্গুলি অন্তরে কর্ণিকা নিবেশ করা কর্ত্তব্য এবং নেত্রের স্থূলতা তাঁহাদের মূত্ররন্ধ্রের ন্যায়। উহার দৈর্ঘ্য ১০ অঙ্গুলি এবং মুদ্গ নির্গত হইতে পারে এরূপ ছিদ্র থাকা আবশ্যক। যোনিপথে বস্তি প্রদানের আবশ্যক হইলে নেত্রের ৪ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত এবং মূত্রপথে দিতে হইলে ২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। বালিকাদিগের ১ অঙ্গুলি মাত্রা। উত্তর বস্তিক্রিয়ায় মেষ, শূকর ও ছাগলের বস্তি গ্রহণীয়, তদভাবে পক্ষিদিগের গলার চর্ম্মদ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত।

ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে এক্ষণে পুরুষ ও স্ত্রীদিগের বস্তিক্রিয়া সাধন জন্য ইংরাজি মতের মেল ও ফিমেল পিচকারী দ্বারা সুন্দররূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং তাহাই সুবিধাজনক।

যোনিমার্গেষু নারীণাং স্নেহমাত্রা দ্বিপালিকী।
মূত্রমার্গে পলোন্মানং বালানাঞ্চ দ্বিকার্ষিকী॥

স্ত্রীদিগের গর্ভাশয় বিশুদ্ধির নিমিত্ত যোনিমার্গে বস্তি প্রদান করিতে হইলে স্নেহের মাত্রা ২ পল হওয়া আবশ্যক, মূত্রমার্গে প্রদেয় হইলে ১ পল। বালিকাদিগের পক্ষে ২ কর্ষ মাত্রা ব্যবস্থেয়।

অথাতুরমুপস্নিগ্ধং সুস্বিন্নং প্রথিতাশয়ম্।
যবাগূং সঘৃতক্ষীরাং পীতবন্তং যথাবলম্॥
নিষণ্ণমাজানুসমে পীঠে স্নানাশ্রয়ে সমে।
স্বভ্যক্ত বস্তিমূর্দ্ধানং তৈলেনোষ্ণেন মানবম্॥
ততঃ সমং স্থাপয়িত্বা নালমস্য প্রহর্ষিতম্।
পূর্ব্বং শলাকযান্বিষ্য ততো নেত্রমনন্তরম্॥

শনৈঃ শনৈর্ঘৃতাভ্যক্তং বিদধ্যাদঙ্গুলানি ষট্ ।
ততোঽবপীড়য়েদ্ বস্তিং শনৈর্নেত্রঞ্চ নির্হরেৎ ॥
ততঃ প্রত্যাগতস্নেহমপরাহ্নে বিচক্ষণঃ ।
ভোজয়েৎ পয়সা মাত্রাং যূষেণাথ রসেন বা ॥
অনেন বিধিনা দদ্যাদ্ বস্তীঃ স্ত্রীংশ্চতুরোঽপিবা ।
ঊর্দ্ধজানুং স্ত্রিয়ৈ দদ্যাদুত্তানায়ৈ বিচক্ষণঃ ॥

প্রথমতঃ রোগীকে যথাবিধি স্নেহ সেবন করাইয়া স্বেদ প্রদান ও তাহার কোষ্ঠ বিশুদ্ধ করিবে। পরে দুগ্ধ ও ঘৃত সহিত যথাযোগ্য পরিমাণে যবাগূ পান করাইয়া সমতল স্থানাশ্রিত সমতল পীঠের উপরিভাগে হাঁটু পাতিয়া বসাইবে এবং তাহার বস্তির অগ্রাংশে উত্তম রূপে উষ্ণতৈল মর্দ্দন করিয়া লিঙ্গ সরল ভাবে আকর্ষণ করিয়া সুব্যক্ত লিঙ্গনাল-মধ্যে ধীরে ধীরে ঘৃতাভ্যক্ত নেত্র প্রবিষ্ট করিয়া দিবে, ৬ অঙ্গুলি পরিমাণ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করিয়া বস্তি পীড়ন করিবে, অনন্তর ধীরে ধীরে নেত্র বাহির করিয়া লইবে। স্নেহ প্রত্যাগত হইলে অপরাহ্নে উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ, যূষ বা রস পান করাইবে। এই নিয়ম অনুসারে তিন বা চারিবার বস্তি প্রদান করিবে। স্ত্রীলোকদিগের উত্তর বস্তি প্রদান করিতে হইলে তাহাদিগকে উত্তান-ভাবে অর্থাৎ চিত করিয়া শয়ন করাইয়া জানুদ্বয় উত্তোলন করিয়া স্থির ভাবে থাকিতে কহিবে, এইরূপ করিলে পর যথাযোগ্য বিধানে কার্য্য সমাধা করিবে।

অপ্রত্যাগচ্ছতি ভিষগ্বস্তাবুত্তরসংজ্ঞিতে ।
ভূয়ো বস্তিং নিদধ্যাত্তু সংযুক্তং শোধনৈর্গণৈঃ ॥
ফলবর্ত্তিং নিদধ্যাদ্ বা শোধনদ্রব্যসংভৃতাম্ ।
প্রবেশয়েদ্ বা মতিমান্ বস্তিদ্বারমথৈষণীম্ ॥
পীড়য়েদ্ বাপ্যধো নাভের্বলেনোত্তরমুষ্টিনা ।
আরগ্বধস্য পত্রেষু নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসেষু চ ॥
কুর্য্যাদ্ গোমূত্রপিষ্টৈষু বর্ত্তীর্বাপি সসৈন্ধবাঃ ।
মুদ্গোলা সর্ষপসমাঃ প্রবিভজ্য বয়াংসি তু ॥
বস্তেরাগমনার্থায় তা নিদধ্যাচ্ছলাকয়া ।
অগারধূমবৃহতীপিপ্পলীফল সৈন্ধবৈঃ ॥
কৃতা বা শুক্ত গোমূত্র সুরাপিষ্টৈঃ সনাগরৈঃ ।
অনুবাসনসিদ্ধিঞ্চ বীক্ষ্য কর্ম্ম প্রয়োজয়েৎ ॥
শর্করামধু মিশ্রেণ শীতেন মধুকাম্বুনা ।
দহ্যমানে তথা বস্তৌ দদ্যাদ্ বস্তিং বিচক্ষণঃ ।
ক্ষীরবৃক্ষকষায়েণ পয়সা শীতলেন চ ।

শুক্রং দুষ্টং শোণিতং চাঙ্গনানাং
পুষ্পোদ্রেকং তস্য নাশঞ্চ কষ্টম্ ।
মূত্রাঘাতান্ মূত্রদোষান্ প্রবৃদ্ধান্
যোনিব্যাধিং সংস্থিতিং চাপরায়াঃ ॥
শুক্রোৎসেকং শর্করামশ্মরীঞ্চ
শূলং বস্তৌ বঙ্ক্ষণে মেহনে চ ।
ঘোরানন্যান্ বস্তিজাংশ্চাপি রোগান্
হিত্বা মেহানুত্তরো হন্তি বস্তিঃ ॥

সম্যগ্ দত্তস্য লিঙ্গানি ব্যাপদঃ ক্রম এব চ ।
বস্তেরুত্তরসংজ্ঞস্য সমানং স্নেহবস্তিনা ॥

উত্তরবস্তি যদি প্রত্যাগত না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার শোধন দ্রব্য সংযুক্ত বস্তি প্রদান করিবে অথবা মলদ্বারে শোধন দ্রব্য নির্ম্মিত ফলবর্ত্তি নিহিত করিবে, কিংবা বস্তিদ্বারে এষণী প্রবেশিত করিবে এবং নাভির অধোভাগ কিঞ্চিৎ বলসহকারে মুষ্টিদ্বারা নিপীড়িত করিবে। ইহাতেও যদি ফললাভ না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া কর্ত্তব্য। যথা সোঁদালপত্র ও সৈন্ধব লবণ, নিসিন্দার স্বরস গোমূত্রের সহিত একত্রে বাটিয়া বয়ঃক্রমানুসারে মুগ, এলাইচদানা বা সরিষার ন্যায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া শলাকা দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের রন্ধ্র মধ্যে নিহিত করিবে অথবা গৃহের ঝুল, বৃহতী, পিঁপুল, সৈন্ধব ও শুঁঠ, শুক্ত, গোমূত্র ও সুরার সহিত পেষণ করিয়া উল্লিখিতরূপ বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রয়োগ করিবে।

অনুবাসন ক্রিয়া সুসিদ্ধ হইলে যষ্টিমধু কাথ শীতল করিয়া চিনি ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে। যেই স্থানে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, সেই স্থান যদি দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষীরবৃক্ষের কাথ ও শীতল জল দ্বারা পুনর্ব্বার বস্তি প্রদান করিবে, ইহাতে ক্ষতাদি শুষ্ক হইয়া থাকে। উত্তরবস্তি দ্বারা শুক্রদোষ, স্ত্রীদিগের রজোদোষ, রজোবাহুল্য, রজোলোপ ও রজঃকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাত, প্রবল মূত্রদোষ, যোনিরোগ, অমরা অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন চর্ম্মের অনির্গম, শুক্রোৎসেক, শর্করা, অশ্মরী, বস্তি, বঙ্ক্ষণ ও লিঙ্গের শূল এবং বস্তিজ অন্যান্য বিবিধ কঠিন পীড়া প্রশমিত হয়। উত্তরবস্তি সম্যক্ সিদ্ধ, তজ্জাত বিপত্তি ও তাহার চিকিৎসা ইত্যাদ সমস্ত, স্নেহবস্তির ন্যায় জানিবে।

ফলবর্ত্তিবিধিঃ।

ঘৃতাভ্যক্তে গুদে ক্ষিপ্তা শ্লক্ষ্ণা স্বাঙ্গুষ্ঠসন্নিভা।
মলপ্রবর্ত্তিনী বর্ত্তিঃ ফলবর্ত্তিশ্চ সা স্মৃতা॥

গুহ্যদেশে ঘৃত মাখাইয়া রোগীর অঙ্গুষ্ঠ সদৃশ ও মসৃণ যে মল প্রবর্ত্তিনী বর্ত্তি নিহিত করা যায়, তাহাকে ফলবর্ত্তি কহে।

অথাতো নিরূঢ়োপক্রমচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অথানুবাসিতমাস্থাপয়েৎ স্বভ্যক্ত স্বিন্নশরীর মুৎসৃষ্ট বহির্ব্বেগমপ্রবাতে শুচৌ বেশ্মনি মধ্যাহ্নে প্রততায়াং শয্যায়ামধঃ সুপরিগ্রহায়াং শ্রোণিপ্রদেশ বৃঢ়ামনুপধানায়াং বামপার্শ্বশায়িনমাকুঞ্চিত দক্ষিণসক্থিমিতরপ্রসারিতসক্থিং সুমনসং জীর্ণান্নং বাগ্যতং সুনিষণ্ণদেহং বিদিত্বা ততো বামপাদস্যোপরি নেত্রং কৃত্বেতরপাদাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিভ্যাং কর্ণিকামুপরি নিষ্পীড্য সব্যপাণিকনিষ্ঠিকানামিকাভ্যাং বস্তের্মূর্খাঙ্কিং সংকোচ্য মধ্যমপ্রদেশিন্যঙ্গুষ্ঠৈরঙ্কস্য বিবৃতাস্যং কৃত্বা বস্তাবৌষধং প্রক্ষিপ্য দক্ষিণহস্তাঙ্গপ্রদেশিনীভ্যাং চানুসিক্ত মনায়ত মবুদ্বুদ মসঙ্কুচিত মবাতমৌষধাসন্ন মুপসংগৃহ্য পুনরিতরেণ গৃহীত্বা দক্ষিণেনাবসিঞ্চেৎ। ততঃসূত্রেণৌষধান্তে দ্বিস্ত্রির্বাবেষ্ট্য বধ্নীয়াৎ। অথ দক্ষিণেনোত্তানেন পাণিনা বস্তিং গৃহীত্বা বামহস্তমধ্যমাঙ্গুলিপ্রদেশিনীভ্যাং নেত্রমুপসংগৃহ্যাঙ্গুষ্ঠেন নেত্রদ্বারং পিধায় ঘৃতাভ্যক্তাগ্রনেত্রং ঘৃতাক্তগুদায় প্রযচ্ছেদনুপৃষ্ঠবংশং সমমৃজুমুখমাকর্ণিকং নেত্রং প্রণিধৎস্বেতি ব্রূয়াৎ॥

বস্তিং সব্যে করে কৃত্বা দক্ষিণেনাবপীড়য়েৎ।
একেনৈবাবপীড়েন ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম॥

ততো নেত্রমপনীয় ত্রিংশন্মাত্রাঃ পীড়নকালাদুপেক্ষ্যোত্তিষ্ঠেত্যাতুরং ব্রূয়াৎ। আতুরমুপবেশয়েদুৎকটকং বস্ত্যাগমনার্থং নিরূহপ্রত্যাগমনকালস্তু মুহূর্ত্তো ভবতি॥

অনুবাসনানন্তর আস্থাপন কর্ত্তব্য। আস্থাপন ক্রিয়ার পূর্ব্বে রোগীকে তৈলাদি-মর্দ্দন ও স্বেদ প্রদান করিয়া মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করাইবে। বায়ুপ্রবাহরহিত পরিস্কৃত গৃহে মধ্যাহ্ন সময়ে নিরূহক্রিয়া সম্পাদ্য। শয্যা সুবিস্তৃত, স্থৈর্য্যসম্পন্ন ও রোগীর নিতম্বপ্রদেশের সহিত লিপ্তবৎ থাকা আবশ্যক। নিরূহ প্রদান কালে রোগীর মস্তকের বালিস অপসৃত করিয়া লইয়া বামপার্শ্বে শয়ন এবং দক্ষিণ শক্‌থি অর্থাৎ উরু আকুঞ্চিত ও বাম সক্‌থি প্রসারিত করিয়া থাকিতে কহিবে। কোষ্ঠস্থ ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইলে নিরূহক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে। নিরূহ গ্রহণ কালে রোগীর প্রসন্নচিত্ত, মৌনাবলম্বী ও সুনিষণ্ণদেহ হইয়া অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। এইরূপ হইলে পর চিকিৎসক আপনার বামপাদের উপরি ভাগে বস্তির নেত্র স্থাপিত ও দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বারা

কর্ণিকার উপরিভাগ নিপীড়িত করিয়া বাম হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বস্তিমুখের অর্দ্ধাংশ সঙ্কুচিত ও ঐ হস্তেরই মধ্যমা, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উহার অর্দ্ধাংশ বিবৃত করিয়া বস্তিমধ্যে ঔষধ ঢালিবেন। পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা অমুৎসিক্ত, অনায়ত, বুদ্বুদরহিত, অসঙ্কুচিত, বায়ুরহিত ও ঔষধ দ্বারা প্রায় পরিপূর্ণ বস্তি অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার বামহস্তে পূর্ব্ববৎ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা অবশিষ্ট দেয় ঔষধ প্রক্ষেপ করিবে এবং সূত্রদ্বারা ঔষধ সমীপে দুই তিনবার বেষ্টন করিয়া উত্তমরূপে বান্ধিবে। অনন্তর রোগীর গুহ্যদেশে ও বস্তি নেত্রের অগ্রভাগে ঘৃত মাখাইয়া উত্তান দক্ষিণ হস্তদ্বারা বস্তি গ্রহণ এবং বামহস্তের মধ্যমাঙ্গুলী ও তর্জ্জনী দ্বারা নেত্র ধারণ করিয়া নেত্রদ্বার রোধ করিয়া পৃষ্ঠবংশের অভিমুখে সরলভাবে কর্ণিকাপর্য্যন্ত বস্তি পীড়ন করিবে। পীড়নের পূর্ব্বে রোগীকে নেত্র মুদ্রিত করিতে বলিবে। বস্তি পীড়নকালে বামহস্তে উহা ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাতিদ্রুত, নাতিবিলম্বিত ভাবে পীড়ন করিবে। এক পীড়নেই সমুদায় ঔষধ নিঃশেষ হওয়া উচিত। কার্য্য সমাধা হইলে নেত্র অপসারণ করিয়া পীড়ন কাল হইতে ৩০ মাত্রা পরিমিত সময় অপেক্ষা করিয়া রোগীকে উঠাইয়া বস্তির প্রত্যাগমন জন্য উৎকটক ভাবে উপবেশন করাইবে। নিরূহ প্রত্যাগমনকাল এক মুহূর্ত্ত। একটী গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাহাকে এক মাত্রা কহা যায়। মুহূর্ত্ত এক প্রহরের চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় ২ দণ্ড।

নিরূহস্যঃপ্রমাণন্ত প্রস্থং পাদোত্তরং বরম্।
মধ্যমং প্রস্থমুদ্দিষ্টং হীনঞ্চ কুড়বাস্ত্রয়ঃ॥

নিরূহ দ্রব্যের প্রধান মাত্রা ২৷০ প্রস্থ, মধ্যম মাত্রা ১ প্রস্থ ও হীন মাত্রা ৩ কুড়ব।

অনেন বিধিনা বস্তিং দদ্যাদ্ বস্তিবিশারদঃ।
দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং বা চতুর্থং বা যথার্থতঃ॥
সম্যঙ্নিরূঢ়লিঙ্গে তু প্রাপ্তে বস্তিং নিবারয়েৎ।
অপি হীনক্রমং কুর্য্যান্ন তু কুর্য্যাদতিক্রমম্॥
বিশেষাৎ সুকুমারাণাং হীন এব ক্রমো হিতঃ।
যস্য স্যাৎ বস্তিরত্যল্পবেগো হীনমলানিলঃ॥
দুর্নিরূঢ়ঃ স বিজ্ঞেয়ো মূত্রার্ত্ত্যরুচিজাড্যবান্।
যান্যেব প্রাক্ প্রযুক্তানি লিঙ্গান্যতিবিরেচিতে॥
তান্যেবাতিনিরূঢ়েঽপি বিজ্ঞেয়ানি বিপশ্চিতা।
যস্য ক্রমেণ গচ্ছন্তি বিট্পিত্তকফবায়বঃ॥
লাঘবং চোপজায়েত সুনিরূঢ়ং তমাদিশেৎ॥

এই প্রণালীতে দুই, তিন বা চারিবার পর্য্যন্ত নিরূহ প্রদান করিবে। সম্যক্ নিরূহ সিদ্ধির লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তৎপ্রদানে বিরত হইবে। বরং হীনক্রম করিবে, কদাচ অতিক্রম করিবে না, বিশেষতঃ সুকুমার ব্যক্তিদিগের পক্ষে হীনক্রমই হিতকর। যাহার বস্তি অত্যল্প বেগসম্পন্ন ও অল্প মলাদি নিঃসারক হয়, তাহাকে দুর্নিরূঢ় কহে। দুর্নিরূঢ় ব্যক্তির মূত্রপীড়া, অরুচি ও জড়তা উপস্থিত হয়। অতিবিরেচনে যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, অতিনিরূহণেও তৎসমুদায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির যথাক্রমে মল, পিত্ত, কফ ও বায়ু নিঃসৃত হয় এবং দেহের ভার লাঘব হয়, তাহাকে সুনিরূঢ় বলা যায়।

সুনিরূঢ়ং ততো জন্তুং স্নানবন্তং তু ভোজয়েৎ।
পিত্তশ্লেষ্মানিলাবিষ্টং ক্ষীরযূষরসৈঃ ক্রমাৎ॥
সর্ব্বং বা জাঙ্গলরসৈর্ভোজয়েদবিকারিভিঃ।
ত্রিভাগহীনমর্দ্ধং বা হীনমাত্রমথাপিবা॥

যথাগ্নিদোষং মাত্রেয়ং ভোজনস্তু বিধীয়তে।
অনন্তরং ততো যুঞ্জ্যাৎ যথাস্বং স্নেহবস্তিনা।
বিবিক্ততা মনস্তুষ্টিঃ স্নিগ্ধতা ব্যাধিনিগ্রহঃ।
আস্থাপনস্নেহবস্ত্যোঃ সম্যগ্‌দানে তু লক্ষণম্‌।
তদহস্তস্য পবনাদ্‌ ভয়ং বলবদিষ্যতে।
রসৌদনস্তেন শস্তস্তদহশ্চানুবাসনম্‌।
পশ্চাদগ্নিবলং মত্বা পবনস্য চ চেষ্টিতম্‌।
অন্নোপস্তব্ধে কোষ্ঠে স্নেহবস্তির্বিধীয়তে।

অনন্তর সুনিরূঢ় ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া ভোজন করাইবে। পিত্তপ্রধান ব্যক্তিকে দুগ্ধ, কফপ্রধান ব্যক্তিকে যূষ, বায়ুপ্রধান ব্যক্তিকে মাংসরস পান করাইবে, অথবা সাধারণতঃ সকলেই অবিকারী জাঙ্গল মাংসের রস সহিত ভোজন প্রদান করিবে। অগ্নি ও দোষ বিবেচনা করিয়া ত্রিভাগহীন, অৰ্দ্ধ বা তাহা অপেক্ষাও হীনমাত্রায় আহার ব্যবস্থা করিবে। পরে স্নেহবস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। আস্থাপন ও স্নেহ বস্তির সম্যক্‌ সিদ্ধি হইলে শরীর স্বচ্ছন্দ, মনের প্রফুল্লতা, স্নিগ্ধতা, ও ব্যাধির দমন এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। নিরূহ প্রয়োগ দিবসে রোগীর বায়ু প্রকোপের বিশেষ আশঙ্কা থাকে, অতএব সেই দিবস মাংসরসযুক্ত অন্নাহার অনুবাসন ব্যবস্থা করিবে। পশ্চাৎ অগ্নির বল ও বায়ুর চেষ্টিত বিবেচনা করিয়া অন্নদ্বারা উপস্তব্ধীভূত কোষ্ঠে স্নেহবস্তি প্রদান করিবে।

অনায়াস্ত: মুহূর্ত্তাত্তু নিরূহং শোধনৈর্হরেৎ।
তীক্ষ্ণৈর্নিরূহৈর্মতিমান্‌ ক্ষারমূত্রাম্লসংযুতৈঃ।
বিগুণানিল বিষ্টব্ধং চিরং তিষ্ঠন্নিরূহণম্‌।
শূলারতি জ্বরানাহং মরণং বা প্রবর্ত্তয়েৎ।
নতু ভুক্তবতে দেয়মাস্থাপনমিতি স্থিতিঃ।
বিসূচিকাং বা জনয়েচ্ছৰ্দ্দিং বাপি সুদারুণাম্‌।
কোপয়েৎ সর্ব্বদোষান্‌ বা তস্মাদদ্যাদভোজিতে।
জীর্ণান্নস্যাশয়ে দোষাঃ পুংসাং প্রব্যক্তিমাগতাঃ।
নিঃশেষাঃ সুখমায়ান্তি ভোজনেনাপ্রপীড়িতাঃ।
ন বাস্থাপনবিক্ষিপ্তমন্নমগ্নিঃ প্রধাবতি।
তস্মাদাস্থাপনং দেয়ং নিরাহারায় জানতা।
আবস্থিকং ক্রমঞ্চাপি মত্বা কার্য্যং নিরূহণম্‌।
মলেঽপকৃষ্টে দোষাণাং বলবত্ত্বং ন বিদ্যতে।

মুহূর্ত্তান্তেও যদি নিরূহ প্রত্যাগত না হয়, তাহা হইলে ক্ষার মূত্র ও অম্লসংযুক্ত তীক্ষ্ণ শোধন নিরূহ প্রয়োগ দ্বারা প্রথমপ্রযুক্ত নিরূহের প্রত্যানয়ন করিবে। কারণ নিরূহ অধিক ক্ষণ কোষ্ঠে থাকিলে বায়ুবৈগুণ্য, বিষ্টম্ভ, শূল, গ্লানিবোধ, আনাহ বা মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। ভোজন করাইয়া নিরূহ প্রদান করিলে বিসূচিকা, দারুণ ছৰ্দ্দি অথবা সমস্ত দোষের প্রকোপ উপস্থিত করে, অতএব অভুক্ত নিরূহ অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠ ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা পীড়িত না হইলে এবং পূর্ব্বভুক্ত পদার্থ সকল জীর্ণ হইলে তত্রত্য দোষ সমস্ত প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হওয়াতে নিরূহ দ্বারা শীঘ্র প্রশমিত হয়। অগ্নি আস্থাপনবিক্ষিপ্ত অন্নকে পরিপাক করিতে পারে না, অতএব অভুক্ত অবস্থাতেই নিরূহ প্রযোজ্য। কোষ্ঠস্থ মল দূরীকৃত হইলেদোষের বলের লাঘব হয়। অতএব অবস্থা বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য নিরূহ ব্যবস্থা করিবে।

ক্ষারাণ্যম্লানি মূত্রাণি স্নেহাঃ ক্বাথা রসাস্তথা।
লবণানি ফলং ক্ষৌদ্রং শতাহ্বা সর্ষপং বচা।
এলা ত্রিকটুকং রাস্না সরলং দেবদারু চ।
রজনী মধুকং হিঙ্গু কুষ্ঠং সংশোধনানি চ।
কটুকা শর্করা মুস্তমুশীরং চন্দনং শটী।
মঞ্জিষ্ঠা মদনং চণ্ডা ত্রায়মাণা রসাঞ্জনম্‌।
বিল্বমধ্যং যমানী চ ফলিনী শক্রজা যবাঃ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবকর্ষভকাবুভৌ।
তথা মেদা মহামেদা ঋদ্ধির্বৃদ্ধির্মধূলিকা।
নিরূহেষু যথালাভমেষ বর্গো বিধীয়তে।

ক্ষার, অম্ল, মূত্র, স্নেহ, ক্বাথ, রস, লবণ, ত্রিফলা, মধু, শুলফা, সর্ষপ, বচ, এলাইচ, ত্রিকটু, রাস্না, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, হিঙ্গু, কুড়, শোধনবর্গ, কটকী, চিনি, মুতা, বেণার মূল, চন্দন, শটী, মঞ্জিষ্ঠা, মদনফল, চোরকাঁচকি, বলাড়ুমুর, রসাঞ্জন, বিল্বপেশী, যমানী, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, কাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও মূর্ব্বা এই সমুদায় দ্রব্য যথালাভ নিরূহার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অত ঊর্দ্ধং দ্বাদশপ্রসৃতান্ বক্ষ্যামঃ।

দত্ত্বাদৌ সৈন্ধবস্যাক্ষং মধুনঃ প্রসৃতিদ্বয়ম্।
বিনির্মথ্য ততো দদ্যাৎ স্নেহস্য প্রসৃতিত্রয়ম্॥
একীভূতে ততঃ স্নেহে কল্কস্য প্রসৃতিং ক্ষিপেৎ।
সংমূর্চ্ছিতে কষায়ন্তু চতুঃপ্রসৃতিসম্মিতম্॥
বিতরেচ্চ তদাবাপমন্তে দ্বিপ্রসৃতোন্মিতম্।
এবং প্রকল্পিতো বস্তির্দ্বাদশপ্রসৃতো ভবেৎ॥
জ্যেষ্ঠায়া খলু মাত্রায়া প্রমাণমিদমীরিতম্।
অপহ্রাসে ভিষক্ কুর্য্যাৎ তদ্বৎ প্রসৃতিহাপনম্॥
যথাবয়ো নিরূহাণাং কল্পনেয়মুদাহৃতা।
সৈন্ধবাদি দ্রব্যান্তানাং সিদ্ধিকামৈর্ভিষগ্বরৈঃ॥
বাতে চতুষ্পলং ক্ষৌদ্রং দদ্যাৎ স্নেহস্য ষট্পলম্।
পিত্তে চতুষ্পলং ক্ষৌদ্রং স্নেহং দদ্যাৎ পলত্রয়ম্॥
কফে তু ষট্পলং ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেৎ স্নেহংচতুষ্পলং॥

প্রথমতঃ সৈন্ধবলবণ ১ কর্ষ ও মধু ২ প্রসৃতি এই উভয়কে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ৩ প্রসৃতি স্নেহ প্রক্ষেপ করিয়া সমুদায় বিলোড়িত করিবে, একীভূত হইলে ১ প্রসৃতি কল্ক প্রক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিয়া উহাতে ৪ প্রসৃতি ক্বাথ সংযোগ করিবে, পশ্চাৎ ২ প্রসৃতি পরিমাণে প্রক্ষেপ্য দ্রব্য সংযোগ করিবে। এই সমুদায় ১২ প্রসৃতি হইবে। নিরূহ দ্রব্যের জ্যেষ্ঠামাত্রা এই, বয়ঃক্রমের অল্পতা অনুসারে বিবেচনা করিয়া মাত্রার হ্রাস করিবে। বাতাধিক্যে মধু ৪ পল ও স্নেহ ৬ পল, পিত্তাধিক্যে মধু ৪ পল ও স্নেহ ৩ পল এবং কফাধিক্যে মধু ৬ পল ও স্নেহ ৪ পল গ্রহণীয়।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যন্তে বস্তয়োঽত্র বিভাগশঃ।
যথাদোষং প্রযুক্তা যে হন্যুর্নানাবিধান্ গদান্॥
শম্পাকোরুবুবর্ষাভূ বাজিগন্ধা নিশাচ্ছদৈঃ।
পঞ্চমূলী বলা রাস্না গুড়ূচী সুরদারুভিঃ॥
ক্বথিতৈঃ পালিকৈরেভির্মদনাষ্টকসংযুতৈঃ।
কল্কৈর্মাগধিকাম্ভোদহবুষামিসিসৈন্ধবৈঃ॥
বৎসাহ্বয়প্রিয়ঙ্গ্বা যষ্ট্যাহ্বয় রসাঞ্জনৈঃ।
দদ্যাদাস্থাপনং কোষ্ণং ক্ষৌদ্রাদ্যৈরভিসংস্কৃতম্॥
পৃষ্ঠোরু ত্রিকশূলাশ্ম বিণ্মূত্রানিল সঙ্গিনাম্।
গ্রহণী মারুতাৰ্শোঘ্নং রক্তমাংসবলপ্রদম্॥

অতঃপর কতিপয় নিরূহ বস্তির বিষয় লিখিত হইতেছে। ইহারা দোষানুসারে প্রযুক্ত হইলে বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

সোঁদাল, এরণ্ডমূল, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, তেজপত্র, স্বল্প, পঞ্চমূল, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু, প্রত্যেক ১ পল, মদনফল ৮ পল এই সমুদায়ের ক্বাথ এবং পিপুল, মুতা, হবুষ, মৌরী, সৈন্ধব, কুড়চিছাল, প্রিয়ঙ্গু, বচ, যষ্টিমধু, রসাঞ্জন, এই সমুদায় কল্কের সহিত পূর্ব্বোক্ত বিধানে মধু প্রভৃতি মিশ্রিত ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া আস্থাপন প্রদান করিবে। ইহার দ্বারা পৃষ্ঠশূল, উরুশূল, ত্রিকশূল, অশ্মরী, মল, মূত্র ও বায়ুর রোধ, গ্রহণী এবং অর্শোরোগের নিবারণ ও বায়ুর শান্তি হইয়া রক্ত, মাংস ও বল বৃদ্ধি হয়।

গুড়ূচি ত্রিফলা রাস্না দশমূল বলা পলৈঃ।
ক্বথিতৈঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টৈস্তু প্রিয়ঙ্গু ঘন সৈন্ধবৈঃ।
শতপুষ্পা বচা কৃষ্ণা যমানী কুষ্ঠবিল্বজৈঃ।
সগুড়ৈরক্ষমাত্রৈস্তু মদনার্দ্ধপলান্বিতৈঃ॥

ক্ষৌদ্রতৈল ঘৃতক্ষীর শুক্ত কাঞ্জিক মস্তুভিঃ।
সমালোড্য চ যন্ত্রেস্তু দদ্যাদাস্থাপনং পরম।
তেজোবর্ণ বলোৎসাহ বীর্য্যাগ্নি প্রাণবর্দ্ধনম।
সর্ব্বমারুতরোগঘ্ন. বয়ঃস্থাপনমুত্তমম্॥

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, রাস্না, দশমূল ও বেড়েলা প্রত্যেক ১ পল; ইহাদের কাথ এবং প্রিয়ঙ্গু, রসোত, সৈন্ধব, শুল্ফা, বচ, পিপুল, যমানী, কুড়, বেলশুঠ ও গুড় এই সমুদায়ের প্রত্যেক ১ কর্ষ, মদনফল অর্দ্ধপল এই সকল কল্ক এবং মধু, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, শুক্ত, কাঞ্জিক, দধিমস্তু এই সমুদায় দ্বারা যথাবিধি আস্থাপন প্রদান করিবে। ইহার দ্বারা বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

কুশাদি পঞ্চমূলাব্দ ত্রিফলোৎপল বাসকৈঃ।
শারিবোশীর মঞ্জিষ্ঠা রাস্নারেণু পরূষকৈঃ॥
পলিকৈঃ ক্বথিতৈঃ সম্যগ্ দ্রবৈরেভিশ্চ পেষিতৈঃ।
শৃঙ্গাটিকাম্বুগুপ্তেভ কেসরাগুরু চন্দনৈঃ॥
বিদারী মিসি মঞ্জিষ্ঠা শ্যামেন্দ্রযব সিন্ধুজৈঃ।
কলপদ্মকযষ্ট্যাহ্বৈঃ ক্ষৌদ্রক্ষীর ঘৃতাপ্লুতৈঃ॥
দত্তমাস্থাপনং শীতমম্লহীনৈস্তথা দ্রবৈঃ।
দাহাসৃগ্দরপিত্তাসৃক্‌পিত্তগুল্মজ্বরান্ জয়েৎ।

কুশাদি পঞ্চমূল, মুতা, ত্রিফলা, উৎপল, বাসকছাল, অনন্তমূল, বেণারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, রেণুক ও পরূষক এই সমস্ত কাথ্য দ্রব্য। কল্কার্থ পানিফল, আলকুশীমূল, নাগেশ্বর, অগুরু, চন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌরী, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, ইন্দ্রযব, সৈন্ধব, ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ ও যষ্টিমধু। মধু, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পূর্ব্বলিখিত মাত্রা ও বিধি অনুসারে নিরূহ প্রস্তুত করিবে, ইহার সহিত অম্লমিশ্রিত না করিয়া শীতল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিবে। ইহাতে দাহ, প্রদর, রক্তপিত্ত, পিত্ত, গুল্ম ও জ্বরের নিবৃত্তি হয়।

লোধ্র চন্দন মঞ্জিষ্ঠা রাস্নানন্তাবলর্দ্ধিভিঃ।
সারিবা বৃষ কাশ্মর্যমেদা মধুক পদ্মকৈঃ॥
স্থিরাদিতৃণমূলৈশ্চ ক্বাথৈঃ কর্ষত্রয়োন্মিতৈঃ।
পিষ্টৈর্জীবক কাকোলী যুগর্দ্ধি মধুকোৎপলৈঃ।
প্রপৌণ্ডরীক জীবন্তী মেদা রেণু পরূষকৈঃ।
সভীরু মিসি সিন্ধূত্থ বৎসাকোশীর পদ্মকৈঃ॥
কসেরু শর্করাযুক্তৈঃ সর্পির্মধুপয়ঃ প্লুতৈঃ।
দ্রবৈস্তীক্ষ্ণাম্লবর্জৈশ্চ দত্তো বস্তিঃ সুশীতলঃ॥
গুল্মাসৃগ্দরজ্বর পাণ্ডুরোগান্ সবিষমজ্বরান্।
অসৃক্‌পিত্তাতিসারৌ চ হন্যাৎ পিত্তকৃতান্ গদান্।

লোধ, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, অনন্তমূল, বেড়েলা, ঋদ্ধি, শ্যামালতা, বাসকছাল, গাম্ভারীছাল, মেদ, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী ও গোক্ষুর প্রত্যেক ৩ কর্ষ এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ এবং জীবক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, যষ্টিমধু, উৎপল, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, জীবন্তী, মেদ, রেণুক, পরূষছাল, শতমূলী, মৌরী, সৈন্ধব, কুড়চিছাল, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, কেশুর ও চিনি এই সমুদায় কল্কের সহিত ঘৃত, মধু, দুগ্ধ এবং তীক্ষ্ণ অম্লবর্জ্জিত দ্রব্যের সহিত যথা নিয়মে নিরূহ প্রস্তুত করিয়া সুশীতল অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। ইহার দ্বারা গুল্মাদি বিবিধ রোগের উপশম হয়।

ভদ্রা নিম্ব কুলত্থার্ক কোশাতক্যমৃতামরৈঃ।
সারিবা বৃহতী পাঠা মূর্ব্বাবগ্বধবৎসকৈঃ॥
ক্বাথঃ কল্কস্তু কর্ত্তব্যো বলা মদন সর্ষপৈঃ।
সৈন্ধবামর কুষ্ঠৈলা পিপ্পলী বিল্ব নাগরৈঃ॥
কটুতৈল মধুক্ষার মূত্রতৈলাম্বু সংযুতৈঃ।
কার্য্যমাস্থাপনং তূর্ণং কামলাপাণ্ডুমেহিনাম্॥
মেদস্বিনামনগ্নীনাং কফরোগাশনদ্বিষাম্।
গলগণ্ডগলগ্রন্থি শ্লীপদোদর রোগিণাম্॥

রাস্না, নিমছাল, কুলত্থকলাই, আকন্দমূল, ঘোষালতা, গুলঞ্চ, দেবদারু, অনন্ত-

মূল, বৃহতী, আকনাদি, মূর্ব্বা, সোঁদাল-পত্র, কুড়চিছাল এই গুলি ক্বাথ্য দ্রব্য। কল্কদ্রব্যযথা, বেড়েলা, মদনফল, সর্ষপ, সৈন্ধব, দেবদারু, কুড়, এলাইচ, পিপুল, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ। কটুতৈল, মধু, যবক্ষার, গোমূত্র, তিলতৈল ও জলের সহিত যথাবিধি নিরূহ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কামলা, পাণ্ডু, মেহ, মেদোরোগ, অগ্নিমান্দ্য, কফজ রোগসমস্ত, অরুচি, গলগণ্ড, বিষদোষ, শরীরের গ্লানি, শ্লীপদ ও উদরীরোগ প্রশমিত হয়।

দশমূলী নিশা বিল্ব পটোল ত্রিফলামরৈঃ।
কথিতৈঃ কল্ক পিষ্টৈস্তু মুস্ত সৈন্ধব দারুভিঃ॥
পাঠা মাগধিকেন্দ্রাহ্বৈস্তৈল ক্ষার মধুপ্লুতৈঃ।
কুর্য্যাদাস্থাপনং সম্যগ্ মূত্রাম্লফল যোজিতম॥
কফপাণ্ডুমদালস্য মূত্রমারুতসঙ্গিনাম।
আমাটোপাপচীশ্লেষ্ম গুল্মক্রিমি বিকারিণাম॥

দশমূল, হরিদ্রা, বেলশুঁঠ, পটোলপত্র, ত্রিফলা ও দেবদারু এইগুলি ক্বাথ্য দ্রব্য। কল্কদ্রব্য এই সমস্ত, যথা মুতা, সৈন্ধব, দেবদারু, আকনাদি, পিঁপুল ও ইন্দ্রযব। তিলতৈল, যবক্ষার, মধু, গোমূত্র ও তিন্তিড়ীর সহিত নিরূহ প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা কফজ পাণ্ডু ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগের নিবারণ হয়।

বৃষাশ্মভেদ বর্ষাভূ ধান্য গন্ধর্ব্বহস্তকৈঃ।
দশমূল বলা মূর্ব্বা যবকোল নিশাচ্ছদৈঃ।
কুলত্থ বিল্ব ভূনিম্বৈঃ ক্বথিতৈঃ পলসম্মিতৈঃ।
কল্কৈর্মদনযষ্ট্যাহ্ব বড়্গ্রন্থ্যমর সর্ষপৈঃ॥
পিপ্পলীমূল সিন্ধূত্থ যমানী মিসি বৎসকৈঃ।
ক্ষৌদ্রেক্ষু ক্ষীর গোমূত্র সর্পিস্তৈল রসপ্লুতৈঃ।
তূর্ণমাস্থাপনং কার্য্যং সংসৃষ্টবহুরোগিণাম্।
গৃধ্রসী শর্করাষ্ঠীলা তূণী গুল্ম গদাপহম্।

ক্বাথার্থ বাসকছাল, পাষাণভেদী, পুনর্নবা, ধন্তা, এরণ্ডমূল, দশমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বামূল, যব, কুলশুঁঠ, হরিদ্রা, তেজপত্র, কুলত্থকলাই, ও চিরাতা প্রত্যেক ১ পল। কল্কার্থ মদনফল, যষ্টিমধু, বচ, দেবদারু, সর্ষপ, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, যমানী, মৌরী ও কুড়চিছাল। মধু, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, গোমূত্র, ঘৃত, তৈল ও মাংসরসের সহিত যথাবিধি নিরূহ প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিলে গৃধ্রসী ও গুল্মাদি বিবিধ পীড়াই প্রশমিত হয়।

রাস্নারগ্বধ বর্ষাভূ কটুকোশীর বারিদৈঃ।
ত্রায়মাণামৃতারক্তাপঞ্চমূলবিভীতকৈঃ॥
সবলৈঃ পালিকৈ ক্বাথঃ কল্কস্তু মদনাম্বিতৈঃ।
যষ্ট্যাহ্বমিসি সিন্ধূত্থ ফলিনীন্দ্রযবাহ্বয়ৈঃ॥
রসাঞ্জন রসক্ষৌদ্রদ্রাক্ষা সৌবীর সংযুতৈঃ।
যুক্তো বস্তিঃ সুখোষ্ণোঽয়ং মাংসশুক্রবলৌজসাম্॥
আয়ুষোঽগ্নেশ্চ সংস্কর্ত্তা হন্তি চাশু গদানিমান্।
গুল্মাসৃগ্দরবীসর্প মূত্রকৃচ্ছ্রক্ষতক্ষয়ান্॥
বিষমজ্বরমর্শাংসি গ্রহণীং বাতকুণ্ডলীম।
জানুজঙ্ঘাশিরোবস্তি গ্রহোদাবর্ত্ত মারুতান্॥
বাতাসৃক্ শর্করাষ্ঠীলা কুক্ষিশূলোদরারুচীঃ।
রক্তপিত্তকফোন্মাদ প্রমেহাধ্মানহৃদ্গ্রহান্॥

ক্বাথার্থ রাস্না, সোঁদালপত্র, পুনর্নবা, কটুকী, বেণার মূল, মুতা, বলাডুমুর, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, স্বল্প পঞ্চমূল, বহেড়া, বেড়েলা প্রত্যেক ১ পল। কল্কার্থ মদনফল, যষ্টিমধু, মৌরী, সৈন্ধবলবণ, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব ও রসোত। মাংসরস, মধু, দ্রাক্ষা ও সৌবীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় নিরূহ প্রদান করিলে আয়ুঃ, শুক্র, ওজঃ ও বল প্রভৃতির বৃদ্ধি এবং গুল্ম, প্রদর ও বিসর্প প্রভৃতি বহুরোগের উপশম হয়।

বাতঘ্নৌষধনিঃক্বাথাঃ সৈন্ধবত্রিবৃতাযুতাঃ।
সাম্লাঃ সুখোষ্ণা যোজ্যাঃস্যুর্বস্তয়ঃ কুপিতেঽনিলে॥
ন্যগ্রোধাদিগণক্বাথাঃ কাকোল্যাদি সমাযুতাঃ।
বিধেয়া বস্তয়ঃ পিত্তে সসর্পিস্কাঃ সশর্করাঃ॥

আরগ্বধাদি নিঃক্বাথাঃ পিপ্পল্যাদি সমাযুতাঃ।
সক্ষৌদ্রমূত্রা দেয়াঃ স্যুর্বস্তয়ঃ কুপিতে কফে।
শর্করেক্ষুরসক্ষীর ঘৃতযুক্তাঃ সুশীতলাঃ।
ক্ষীরবৃক্ষকষায়াঢ্যা বস্তয়ঃ শোণিতে হিতাঃ॥

বায়ু প্রকুপিত থাকিলে বাতঘ্ন ঔষধের ক্বাথ, সৈন্ধব ও তেন্তুড়ীচূর্ণের সহিত মিশ্রিত, অম্লসংযুক্ত এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া বস্তি প্রদান করিবে। পিত্তপ্রকোপে ন্যগ্রোধাদি গণের ক্বাথ, কল্ক, কাকোল্যাদিগণ, ঘৃত ও চিনি এই সমুদায় যথাবিধানে একীভূত করিয়া নিরূহ প্রযোজ্য। শ্লেষ্মা প্রকুপিত থাকিলে আরগ্বধাদিগণের ক্বাথ, পিপ্পল্যাদিগণের কল্ক, মধু ও গোমূত্র এই সমুদায়ের বস্তি ব্যবস্থেয়। শোণিতদোষে চিনি, ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ক্ষীরবৃক্ষের ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রদান করিবে।

শোধন দ্রব্য নিঃক্বাথাস্তে কল্ক স্নেহসৈন্ধবৈঃ।
যুক্তাঃ খজেন মথিতা বস্তয়ঃ শোধনাঃ স্মৃতাঃ॥

শোধনদ্রব্যের ক্বাথ ও কল্ক স্নেহ এবং সৈন্ধব এই সমস্ত দর্ব্বীদ্বারা মথিত হইয়া একীভূত হইলে শোধনবস্তি প্রস্তুত হয়।

ত্রিফলাক্বাথগোমূত্র ক্ষৌদ্রক্ষার সমাযুতাঃ।
ঊষকাদি প্রতীবাপা বস্তয়ো লেখনাঃ স্মৃতাঃ।

ত্রিফলার ক্বাথ, গোমূত্র, মধু, যবক্ষার ও প্রক্ষেপার্থ ঊষকাদিগণ এই সমুদায়ের দ্বারা প্রস্তুত বস্তিকে লেখন বস্তি বলা যায়।

বৃংহণ দ্রব্য নিঃক্বাথাঃ কল্কৈর্ম্মধুরকৈর্যুতাঃ।
সর্পির্মাংসরসোপেতা বস্তয়ো বৃংহণাঃ স্মৃতাঃ।

বৃংহণ দ্রব্যের ক্বাথ, মধুরগণের কল্ক, ঘৃত ও মাংসরস এই সমুদায়ের দ্বারা বৃংহণবস্তি প্রস্তুত হয়।

চটকাণ্ডোচ্চটাক্বাথাঃ সক্ষীর ঘৃত শর্করাঃ।
আত্মগুপ্তাফলাবাপাঃ স্মৃতা বাজীকরা নৃণাম্॥

চড়ুই পক্ষীর ডিম্ব ও উৎকটা কুচের ক্বাথ, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ও প্রক্ষেপার্থ আলকুশীবীজ এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত বস্তি বাজীকারক।

বিদার্য্যৈরাবতী শেলু শাল্মলী ধন্বনাঙ্কুরাঃ।
ক্ষীরসিদ্ধাঃ ক্ষৌদ্রযুতাঃ সাস্রাঃ পিচ্ছিলসংজ্ঞিতাঃ॥
বারাহ মাহিষৌরভ্র বৈড়ালৈণেয় কৌক্কুটম্।
সদ্যস্কমসৃগ্ দেয়ং বা দেয়ং পিচ্ছিল বস্তিষু॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড, নারঙ্গী, বহুবার, মোচরস ও ধার্ম্মনি বৃক্ষের অঙ্কুর এই সমুদায় দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পিচ্ছিলবস্তি প্রস্তুত করা যায়। পিচ্ছিলবস্তিতে বরাহ মহিষ ও মেষাদির সদ্যো রক্ত বা অণ্ডনাল প্রদেয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ ক্বাথা অম্বষ্ঠাদ্যেন সংযুতাঃ।
সক্ষৌদ্রাঃ সঘৃতাশ্চৈব গ্রাহিণো বস্তয়ঃ স্মৃতাঃ॥

প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণের ক্বাথ, অম্বষ্ঠাদিগণের কল্ক, মধু ও ঘৃত এই সমুদায়ের দ্বারা সংগ্রাহী বস্তি প্রস্তুত হয়।

এতেষ্বেব চ যোগেষু স্নেহাঃ সিদ্ধাঃ পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তেষ্বথবা সম্যগ্ বিধেয়াঃ স্নেহবস্তয়ঃ॥

উপরে যে সমস্ত যোগ লিখিত হইল, তাহাদের সমস্ত অথবা পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যের সহিত স্নেহ পাক করিয়া স্নেহবস্তি প্রদান করা যাইতে পারা যায়।

নরস্যোত্তম সত্বস্য তীক্ষ্ণং বস্তিং নিপাপয়েৎ।
মধ্যমং মধ্যসত্বস্য বিপরীতস্যবৈ মৃদুম্॥
এবং কালং বলং দোষং বিকারঞ্চ বিকারবিৎ।
বস্তিদ্রব্যবলং চৈব বীক্ষ্য বস্তীন্ প্রয়োজয়েৎ॥

বলবান্ ব্যক্তিকে তীক্ষ্ণবস্তি, তদপেক্ষা হীনবল ব্যক্তিকে মধ্যম বস্তি এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিকে মৃদুবস্তি প্রদান

করিবে। এইরূপ কাল, বল, দোষ, বিকার এবং বস্তিদ্রব্যের শক্তি বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য বস্তি প্রদান করিবে।

দদ্যাদুৎক্লেশনং পূর্ব্বং মধ্যেদোষহরং পুনঃ।
পশ্চাৎ সংশমনীয়ঞ্চ দদ্যাদ্ বস্তিং বিচক্ষণঃ ॥

প্রথমে উৎক্লেশন, মধ্যে দোষহর ও পশ্চাৎ সংশমনীয় বস্তি প্রদান করিবে।

এরণ্ডবীজং মধুকং পিপ্পলী সৈন্ধবং বচা।
হবুষাফলকল্কশ্চ বস্তিরুৎক্লেশনঃ স্মৃতঃ ॥

এরণ্ডবীজ, যষ্টিমধু, পিঁপুল, সৈন্ধব, বচ, হবুষ এই সমুদায়ের দ্বারা উৎক্লেশন বস্তি প্রস্তুত হয়।

শতাহ্বা মধুকং বিল্বং কৌটজং ফলমেব চ।
সকাঞ্জিকঃ সগোমূত্রো বস্তির্দোষহরঃ স্মৃতঃ ॥

শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজি ও গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া দোষহর বস্তি প্রস্তুত করা যায়।

প্রিয়ঙ্গু মধুকং মুস্তা তথৈবচ রসাঞ্জনম্।
সক্ষীরঃ শস্যতে বস্তির্দোষাণাং শমনঃ পরঃ ॥

প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, মুতা ও রসোত এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া শমনবস্তি প্রস্তুত করা যায়।

নৃপাণাং তৎসমানানাং তথা সুমহতামপি।
নারীণাং সুকুমারাণাং শিশুস্থবিরয়োরপি ॥
দোষনির্হরণার্থায় বলবর্ণোদয়ায় চ।
সমাসেনোপদেক্ষ্যামি বিধানং মাধুতৈলকম্ ॥
যানস্ত্রীভোজ্যপানেষু নিয়মশ্চাত্র নোচ্যতে।
ফলঞ্চ বিপুলং দৃষ্টং ব্যাপদাঞ্চাপ্যসম্ভবঃ ॥
যোজ্যস্তুতঃ সুখেনৈব নিরূহক্রমমিচ্ছতা।
যদেচ্ছতি তদৈবৈষ প্রয়োক্তব্যো বিপশ্চিতা ॥

নৃপতি বা তৎসদৃশ সুমহৎ ব্যক্তিগণ, নারী, সুকুমার ব্যক্তিগণ এবং শিশু ও বৃদ্ধ ইহাদিগের দোষনির্হরণ ও বলবর্ণ সঞ্জননের নিমিত্ত সংক্ষেপতঃ মাধুতৈলিক বিধান লিখিত হইতেছে। ইহাতে যান, স্ত্রীসেবা, ভোজ্য ও পানবিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা নাই, অথচ ইহাতে বিপুল ফল দৃষ্ট হইতেছে এবং কোনরূপ বিপত্তি উপস্থিত হয় না। অতএব নিরূহণ আবশ্যক হইলে, সুকুমারদিগের প্রতি মাধুতৈলিক বস্তি প্রয়োজ্য, ইহা সকল সময়েই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মাধুতৈলিক বিধানের প্রণালী লিখিত হইতেছে।

এরণ্ডক্কাথ তুল্যাংশং মধুতৈলং পলাষ্টকম্।
শতপুষ্পাপলার্দ্ধেন সৈন্ধবার্দ্ধেন সংযুতম্ ॥
মাধুতৈলিক সংজ্ঞোহয়ং বস্তিদার্ব্বী বিলোড়িতঃ।
মেদো গুল্ম ক্রিমি প্লীহ মলোদাবর্ত্তনাশনঃ ॥

এরণ্ডমূলের ক্কাথ, মধু ও তৈল প্রত্যেক ৮ পল, শুল্‌ফাচূর্ণ অর্দ্ধপল, সৈন্ধব ১ কর্ষ এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া দর্ব্বীদ্বারা উত্তমরূপে আলোড়ন করিলে মাধুতৈলিক বস্তি প্রস্তুত হয়। ইহার দ্বারা মেদোরোগ ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

এরণ্ডমূল নিঃক্কাথো মধু তৈলং সসৈন্ধবম্।
এষ যুক্তরথো বস্তিঃ সবচাপিপ্পলীফলঃ ॥

এরণ্ডমূলের ক্কাথ, মধু, তৈল, সৈন্ধব, বচ ও পিঁপুল এই সমুদায়ের দ্বারা প্রস্তুত বস্তিকে যুক্তরথ বস্তি কহা যায়।

পঞ্চমূলস্য নিঃক্কাথৈস্তৈলং মাগধিকা মধু।
সসৈন্ধবঃ সযষ্ট্যাহ্বঃ সিদ্ধবস্তিরিতি স্মৃতঃ ॥

স্বল্পপঞ্চমূলের ক্কাথের সহিত তৈল পিঁপুল, মধু, সৈন্ধব ও যষ্টিমধু এই সমুদায়ের দ্বারা সিদ্ধ বস্তি প্রস্তুত হয়।

ক্ষৌদ্রাজ্য ক্ষীরতৈলানাং প্রসৃতং প্রসৃতং ভবেৎ।
হবুষা সৈন্ধবাক্ষাংশো বস্তিঃ স্যাদ্দীপনঃ পরঃ ॥

মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, তিলতৈল প্রত্যেক ২ পল, হবুষ ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ কর্ষ। এই সমস্ত দ্বারা যাপনবস্তি প্রস্তুত হয়। ইহা অগ্নির দীপ্তিকারক।

মুস্তাপাঠামৃতাতিক্তা বলা রাস্না পুনর্নবাঃ।
মঞ্জিষ্ঠারগ্বধোশীর ত্রায়মাণাখ্যগোক্ষুরান্।
পালিকান্ পঞ্চমূলাল্পসহিতান্ মদনাষ্টকম্।
জলাঢ়কে পচেৎ ক্বাথং পাদশেষং পুনঃ পচেৎ।
ক্ষীরপ্রস্থেন সংযুক্তং ক্ষীরশেষং পরিস্রুতম্।
পাদেন জাঙ্গলরসস্তথা মধু ঘৃতং সমম্।
শতাহ্বাফলিনী যষ্টীবৎসকৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ।
কার্ষিকৈঃ সৈন্ধবযুতৈঃ কল্কৈর্বস্তিঃ প্রয়োজিতঃ।
বাতাসৃগমেহশোফার্শো গুল্মমূত্র বিবন্ধহৃৎ।
বিসর্পজ্বরবিড়্ভঙ্গ রক্তপিত্ত বিনাশনঃ।
বল্যঃ সঞ্জীবনো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যঃ শূলনাশনঃ।
যাপনানাময়ং রাজা বস্তির্মুস্তাদিকো মতঃ।
অবেক্ষ্য ভেষজং বুদ্ধ্যা বিকারঞ্চ বিকারবিৎ।
বীজেনানেন মতিমান্ কুর্য্যাদ্ বস্তিশতান্যপি।

মুতা, আকনাদি, গুলঞ্চ, কট্‌কী, বেড়েলা, রাস্না, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, সোঁদাল-পত্র, বেণার মূল, বলাডুমুর, গোক্ষুর, স্বল্প পঞ্চমূল, প্রত্যেক ১ পল, মদনফল ৮ পল, এই সমুদায় ১৬ সের জলে পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত দুগ্ধ ৪ সের মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত জাঙ্গল মাংসের রস, মধু ও ঘৃত প্রত্যেক ১ সের পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। পরে শুল্ফা, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, কুড়চিছাল, রসোত ও সৈন্ধব প্রত্যেক ২ তোলা এই সমস্ত কল্কদ্রব্য পেষণ করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া একীভূত করিবে। ইহার নাম মুস্তকাদি বস্তি। ইহার প্রয়োগে বিসর্প, জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার প্রশমন হয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট আস্থাপন। এই বস্তির নিয়মানুসারে বিবিধ বস্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

স্নানমুষ্ণোদকৈঃ কুর্য্যাদ্ দিবাস্বপ্নমজীর্ণতাম্।
বর্জয়েদপরং সর্ব্বমাচরেৎ স্নেহবস্তিবৎ॥

নিরূঢ় ব্যক্তির উষ্ণ জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। দিবানিদ্রা ও অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন নিতান্ত নিষিদ্ধ এবং স্নেহবস্তির পর প্রতিপাল্য নিয়ম সমস্ত পালন করা আবশ্যক।

যস্মান্মধ চ তৈলঞ্চ প্রধানত্বেন প্রদীয়তে।
মাধুতৈলিক ইত্যেবং ভিষগ্‌ভির্বস্তিরুচ্যতে।

মধু ও তৈল প্রধানরূপে প্রযুক্ত হয় বলিয়া ইহাকে মাধুতৈলিক বস্তি কহে।

বলোপচয়বর্ণানাং যস্মাদ্ ব্যাধিশতস্য চ।
ভবত্যেতেন সিদ্ধিস্তু সিদ্ধিবস্তিরতো মতঃ।

বলবর্দ্ধন, বর্ণের উৎকর্ষসাধন ও বিবিধ পীড়ার নিবারণ বিষয়ে শক্তি থাকাতে সিদ্ধ বস্তি নাম হইয়াছে।

সুখীনামল্পদোষাণাং নিত্যং স্নিগ্ধাশ্চ যে নরাঃ।
মৃদুকোষ্ঠাশ্চ যে তেষাং বিধেয়া মাধুতৈলিকাঃ।
মৃদুত্বাৎ পাদহীনত্বাদকৃৎস্নবিধিসেবনাৎ।
একবস্তি প্রদানাচ্চ সিদ্ধিবস্তিষযন্ত্রণা।

সুখী অর্থাৎ ক্লেশাসহিষ্ণু, অল্পদোষসম্পন্ন, নিত্য স্নিগ্ধ ও মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিদিগের পক্ষে মাধুতৈলিক বস্তি ব্যবস্থেয়। সিদ্ধবস্তি মৃদু ও অল্প মাত্রা সম্পন্ন, সুতরাং ইহার একবার প্রয়োগেই কার্য্যসিদ্ধি হয় বলিয়া এবং ইহাতে অধিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না বলিয়া ইহা সুখগ্রহণীয়।

যস্ত্বোবধস্য যা মাত্রা সেবনে পরিকীর্ত্তিতা।
ততঃ পঞ্চগুণং মানং বস্তিকর্ম্মণি সম্মতম্।

সেবিতং যান্ গুণান্ কুর্য্যান্মুখমার্গেন ভেষজম্ ।
বস্তিপ্রয়োজিতস্তাভঃ কুর্য্যাদ্দীনতরান্ যতঃ ॥
ধুস্তুরমহিফেনঞ্চ যদন্যন্মদকারী চ ।
সকৃদ্ দ্বির্বাপ্যবহিতো বহুশো ন প্রয়োজয়েৎ ॥

সেবনার্থে যে ঔষধের যত মাত্রা ব্যবহৃত হয়, বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে তাহার ৫ গুণ মাত্রা ব্যবহার করিবে। কারণ ঔষধ মুখমার্গ দিয়া সেবিত হইলে যেরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, বস্তিদ্বারা প্রয়োজিত হইলে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প শক্তি প্রকাশ করে। ধুস্তুর ও অহিফেনাদি মাদক দ্রব্যের পিচকারী দিবসে এক বা দুইবার মাত্র প্রদান করিবে। অধিক বার প্রয়োগ করিলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

যঃ সম্যগ্ হীনশক্তিত্বাৎ সংজ্ঞালোপাদথাপিবা ।
ভোক্তুং কিঞ্চিন্ন শক্লোতি গুদমার্গেণ যোজয়েৎ ॥
বস্তিযোগাৎ পলরসং ক্ষীরং যূষাদিকং তথা ।
যতো জীবত্যনেনাপি প্রাপ্যাহারগুণং নরঃ ॥

অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বা চেতনালোপ হেতু ভোজনশক্তি রহিত হইলে মাংসের কাথ, দুগ্ধ বা মুদ্গাদির যূষ বস্তিযোগে গুহ্য মার্গ দিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারাও আহারের কিঞ্চিৎ ফল লাভ হওয়াতে রোগীর জীবন রক্ষা হইতে পারে।

অথাতো নেত্রবস্তিব্যাপচ্চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

অথ নেত্রে বিচলিতে তথা চৈব বিবর্ত্তিতে ।
গুদে ক্ষতং রুজা বা স্যাৎ তত্র সদ্যঃক্ষতক্রিয়া ॥

বস্তিক্রিয়ায় যে ১৬ প্রকার বিপদ্ ঘটিতে পারে তাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে স্নেহবস্তিসম্বন্ধীয় বিপদ্ সমস্তের স্বরূপ ও তাহাদের প্রতীকারোপায় তৎপ্রকরণে লিখিত হইয়াছে। অবশিষ্ট গুলির স্বরূপ ও প্রতিকারোপায় লেখা হইতেছে।

বস্তি প্রয়োগকালে নেত্র বিচলিত বা বিবর্ত্তিত হইলে গুহ্যদেশে ক্ষত বা ব্যথা হইয়া থাকে, তাহার প্রতীকার সদ্যঃক্ষতের প্রতীকারের ন্যায়।

অত্যুৎক্ষিপ্তেঽবসন্নে চ নেত্রে পায়ৌ ভবেদ্রুজা ।
বিধিরত্রাপি পিত্তঘ্নঃ কার্য্যঃ স্নেহৈশ্চ সেচনম্ ।

নেত্র অতিশয় উৎক্ষিপ্ত বা অবসন্ন হইলে গুহ্যদেশে যাতনা উপস্থিত হয়, ইহাতে পিত্তনাশক ক্রিয়া ও স্নেহের দ্বারা সেচন করা কর্ত্তব্য।

তির্য্যক্ প্রণিহিতে নেত্রে তথা পার্শ্বাবপীড়িতে ।
মুখস্যাবরণাদ্ বস্তির্ন সম্যক্ প্রতিপদ্যতে ॥
ঋজু নেত্রং বিধেয়ং স্যাৎ তত্র সম্যগ্ বিজানতা ।
অতিস্থূলে কর্কশে চ নেত্রে চাবনতে তথা ॥
গুদে ভবেৎ ক্ষতং রুক্ চ সাধনং পূর্ব্ববৎ স্মৃতম্ ।

নেত্র তির্য্যগ্‌ভাবে প্রণিহিত বা পার্শ্বাবপীড়িত হইলে বস্তিমুখের আবরণ হওয়াতে সম্যকরূপে বস্তি পদার্থ কোষ্ঠে নীত হয় না, অতএব ঋজুনেত্র বিধেয়।

নেত্র অস্তিস্থূল, কর্কশ ও অবনত হইলে গুহ্যে ক্ষত ও ব্যথা হয়, তাহার প্রতীকার পূর্ব্ববৎ।

আসন্নকর্ণিকে নেত্রে ভিন্নেঽণৌ বাপ্যপার্থকঃ ।
অবসেকো ভবেদ্ বস্তেস্তস্মাদ্দোষান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
প্রকৃষ্টকর্ণিকে রক্তং গুদমর্শ্ম প্রপীড়নাৎ ।
ক্ষরত্যত্রাপি পিত্তঘ্নো বিধির্বস্তিশ্চ পিচ্ছিলঃ ॥

নেত্র আসন্নকর্ণিক অথবা ভগ্ন হইলে বস্তিপ্রয়োগ ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ পদার্থ সমুদায় উদরাভ্যন্তরে নীত হইতে পারে না, অতএব তদ্দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। নেত্র বিপ্রকৃষ্টকর্ণিক

অর্থাৎ নেত্রের মুখভাগ হইতে অধিক দূরে কর্ণ নিবিষ্ট থাকিলে গুহ্য মর্ম্ম প্রপীড়িত হওয়াতে রক্তস্রাব হইতে পারে, এরূপ স্থলে পিত্তঘ্ন ক্রিয়া ও পিচ্ছিল বস্তি ব্যবস্থেয়।

হ্রস্বে স্বণুস্রোতসি চ ক্লেশো বস্তিশ্চ পূর্ব্ববৎ।
প্রত্যাগচ্ছং স্ততঃ কুর্য্যাদ্ রোগান্ বস্তিবিঘাতজান্।

নেত্র হ্রস্ব বা সূক্ষ্মচ্ছিদ্রবিশিষ্ট হইলে বিপ্রকৃষ্টকর্ণিকবৎ পীড়া উপস্থিত হয় এবং উহা প্রত্যাগত হইলে পর বস্তি-বিঘাতজাত রোগ সমস্ত উপস্থিত হয়, ইহাতে পিচ্ছিল বস্তি ব্যবস্থেয়।

দীর্ঘে মহাস্রোতসি চ জ্ঞেয়মত্যবপীড়বৎ।

নেত্র দীর্ঘ ও স্থূলছিদ্রবিশিষ্ট হইলে অতি পীড়িতবৎ ক্লেশ উপস্থিত হয়, ইহার চিকিৎসাও অতিপীড়নের ন্যায়।

প্রস্তীর্ণে বহুলে চাপি বস্তৌ দুর্ব্বদ্ধদোষবৎ।
বস্তাবল্পেঽল্পতা বাপি দ্রব্যস্যাল্পগুণা মতাঃ।
দুর্ব্বন্ধে চাণুভিন্নে চ বিজ্ঞেয়ং ভিন্ননেত্রবৎ।

বস্তি প্রস্তীর্ণ বা বৃহৎ হইলে দুর্ব্বদ্ধ-বৎ দোষ উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র হইলে অল্প দ্রব্য প্রয়োগের ন্যায় ফল হইয়া থাকে। দুর্ব্বদ্ধ অর্থাৎ অসম্যগ্ বদ্ধ অথবা সচ্ছিদ্র হইলে ভগ্ননেত্রবৎ ফল হইয়া থাকে।

অতি প্রপীড়িতো বস্তিঃ প্রয়াত্যামাশয়ং ততঃ।
বাতেরিতো নাসিকাভ্যাং মুখতো বা প্রপদ্যতে॥
তত্র তূর্ণং গলাপীড়ং কুর্য্যাচ্চাপ্যবধূননম্।
শিরঃকায়বিরেকৌ চ তীক্ষ্ণঃ সেকাংশ্চ শীতলান্।

বস্তি অতি পীড়িত হইলে প্রথমতঃ আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে বায়ু কর্ত্তৃক মুখ বা নাসিকা দ্বারা নিঃসারিত হইয়া থাকে। এরূপ হইলে তৎ-ক্ষণাৎ গলদেশের আপীড়ন, অবধূনন, তীক্ষ্ণ নস্য, তীক্ষ্ণ বিরেচন ও শীতল সেচন ব্যবস্থা করিবে।

শনৈঃ প্রপীড়িতো বস্তিঃ পক্বাধানং ন গচ্ছতি।
নচ সম্পাদয়ত্যর্থাংস্তস্মাদ্ যুক্তং প্রপীড়য়েৎ।

বস্তি অতি ধীরে ধীরে অর্থাৎ শিথিল-ভাবে নিপীড়িত হইলে পক্বাশয় পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় না, সুতরাং ইহাতে প্রকৃত ফল দর্শে না। অতএব উপযুক্তরূপে পীড়ন করিবে।

ভূয়োভূয়োঽবপীড়েন বায়ুরন্তঃ প্রপীড্যতে।
তেনাধ্মানং রুজশ্চোগ্রা যথাস্বং তত্র বস্তয়ঃ।

ভূয়োভূয়ঃ বস্তি পীড়ন করিলে কোষ্ঠস্থ বায়ু প্রপীড়িত হওয়াতে আধ্মান ও উদরে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়। এরূপ হইলে তাহার প্রতীকারার্থ যথা-যোগ্য বস্তি প্রদান করিবে।

কালাতিক্রমণাৎ ক্লেশো ব্যাধিশ্চাভিপ্রবর্দ্ধতে।
তত্র ব্যাধিবলঘ্নন্তু ভূয়ো বস্তিং নিধাপয়েৎ।

উপযুক্ত সময় অতিক্রম করিয়া বিলম্বে বস্তি প্রদান করিলে পীড়ার বৃদ্ধি ও যাতনা উপস্থিত হয়। ঈদৃশ স্থলে ব্যাধির বলনাশক বস্তি প্রয়োগ করিবে।

গুদোপদেহশোফৌ তু স্নেহোঽপকং করোতি হি।
তত্র সংশোধনো বস্তির্হিতং চাপি বিরেচনম্।

অপক্ব স্নেহ বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োজিত হইলে গুহ্যদেশে উপদেহ (প্রলেপবৎ) ও শোথ উৎপন্ন হয়। ইহার প্রতীকারার্থ সংশোধন বস্তি ও বিরেচন ব্যবস্থেয়।

হীনমাত্রাবুভৌ বস্তী নাতিকার্য্যকরৌ মতৌ।
অতিমাত্রৌ তথানাহক্লমাতীসারকারকৌ।

অনুবাসন ও আস্থাপন উভয় বস্তি মাত্রাহীন হইলে বিশেষ কার্য্যকর হয় না, তদ্রূপ অতিরিক্ত মাত্রাসম্পন্ন হইলে আনাহ, ক্লম ও অতিসার উপস্থিত করে।

মূর্চ্ছাং দাহমতীসারং পিত্তং চাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণকৌ ।
মৃদুশীতাবুভৌ বাতবিবন্ধাধ্মানকারকৌ ।

বস্তিদ্রব্য অত্যন্ত উষ্ণ বা তীক্ষ্ণ হইলে মূর্চ্ছা, দাহ, অতিসার ও পিত্তপ্রকোপ উপস্থিত হয়। মৃদু ও শীতল হইলে বায়ুবিবন্ধ ও আধ্মান উপস্থিত হয়।

তত্র হীনাদিষু হিতঃ প্রত্যনীকক্রিয়াবিধিঃ ।

মাত্রাহীনতা প্রভৃতি দোষে যে যে ক্লেশ উপস্থিত হয় তাহাদের বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা প্রশমন করিবে।

তত্র সান্দ্রে তনুং বস্তিং তনৌ সান্দ্রঞ্চ দাপয়েৎ ।
স্নিগ্ধোঽতিজাড্যকৃদ্রূক্ষঃ স্তম্ভাধ্মানকৃদুচ্যতে ।
বস্তিঃ রূক্ষমতিস্নিগ্ধে স্নিগ্ধং রূক্ষে চ দাপয়েৎ ।

সান্দ্র অর্থাৎ ঘন দ্রব্য দ্বারা বস্তি প্রদত্ত হইলে তজ্জাত ক্লেশ নিবারণার্থ তনু অর্থাৎ পাতলা দ্রব্য দ্বারা পুনরায় বস্তি ব্যবস্থা করিবে। তদ্রূপ তনুবস্তি প্রদানজাত দোষ সান্দ্রবস্তি প্রয়োগ দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। অতি স্নিগ্ধ বস্তি দ্বারা জড়তা এবং অতি রূক্ষ বস্তিদ্বারা স্তম্ভ ও আধ্মান উপস্থিত হয়। রূক্ষবস্তি-দ্বারা স্নিগ্ধ বস্তির ও স্নিগ্ধবস্তিদ্বারা রূক্ষ বস্তির দোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

অতিপীড়িতবদ্দোষান্ বিধিং চাপ্যবশীর্ষকে ।
উচ্ছীর্ষকে সমুন্নাহং বস্তিঃ কুর্য্যাচ্চ মেহনম্ ।
তত্রোত্তরো হিতো বস্তিঃ স্বস্বিন্নস্তু সুখাবহঃ ।

অবশীর্ষক ভাবে অর্থাৎ নিম্নশিরাঃ হইয়া বস্তি গ্রহণ করিলে অতি পীড়নের ন্যায় বিপদ্ ঘটনা হয়, তাহার চিকিৎসাও অতিপীড়িত চিকিৎসার ন্যায়। উচ্ছীর্ষক অর্থাৎ ঊর্দ্ধশিরাঃ হইয়া গ্রহণ করিলে আনাহ বা মেহ উপস্থিত হয়, তৎস্থলে স্বেদ প্রদানানন্তর উত্তর বস্তি ব্যবস্থেয়।

ন্যুব্জস্য বস্তির্নাপ্নোতি পক্বাধানং বিমার্গগঃ ।
হৃদ্গদং বাধতে চাত্র বায়ুঃ কোষ্ঠমথাপি চ ।

ন্যুব্জভাবে বস্তি গ্রহণ করিলে উহা বিমার্গগামী হওয়াতে পক্বাশয় পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় না এবং বায়ুদ্বারা হৃদ্রোগ বা কোষ্ঠ পীড়া উপস্থিত হয়।

উত্তানস্যাবৃতে মার্গে বস্তির্নান্তঃ প্রপদ্যতে ।
নেত্র সন্দেজনভ্রান্তো বায়ুশ্চান্তঃ প্রকুপ্যতি ।

উত্তানভাবে বস্তি গ্রহণ করিলে উহা যথাস্থানে উপস্থিত হয় না এবং কোষ্ঠস্থ বায়ু প্রকুপিত হয়।

দেহে সঙ্কুচিতে দত্তঃ সক্থ্নোরপ্যভয়োস্তথা ।
ন সম্যগনিলাবিষ্টো বস্তিঃ প্রত্যেতি দেহিনঃ ।

দেহ বা সক্থিদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া বস্তি গ্রহণ করিলে উহা বায়ুপীড়িত হওয়াতে সম্যক্‌রূপে প্রত্যাগত হয় না।

স্থিতস্য বস্তিদত্তস্তু ক্ষিপ্রমায়াত্যবাঙ্মুখঃ ।
ন চাশয়ং তর্পয়তি তস্মান্নার্থকরো হি সঃ ।

দণ্ডায়মান হইয়া বস্তি গ্রহন করিলে শীঘ্র নির্গত হইয়া পড়ে এবং পক্বাশয় তৃপ্ত হয় না, সুতরাং উহা বিফল হয়।

নাপ্নোতি বস্তিদত্তস্তু কৃৎস্নং পক্বাশয়ং পুনঃ ।
দক্ষিণাশ্রিতপার্শ্বস্য বামপার্শ্বানুগো হিতঃ ।

দক্ষিণ পার্শ্বশায়ী হইয়া বস্তি গ্রহণ করিলে উহা পক্বাশয়ের সমস্ত অংশে ব্যাপ্ত হয় না. অতএব বস্তিগ্রহণ কালে বামপার্শ্বশায়ী হওয়া আবশ্যক।

ন্যুব্জাদীনাং প্রদানঞ্চ বস্তের্নৈব প্রশস্যতে ।
পশ্চাদনিলকোপোঽত্র যথাস্বং তত্র কারয়েৎ ।

ন্যুব্জদেহাদিতে বস্তি প্রদান করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে বায়ু প্রকুপিত হয়। এরূপ হইলে যথাবিহিত চিকিৎসা করিবে।

ব্যাপদঃ স্নেহবস্তেস্তু প্রোক্তাস্তত্র চিকিৎসিতে।
অযোগাদ্যাস্তু বক্ষ্যামি ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতাঃ॥

স্নেহবস্তিনিয়ত বিপদ্ সমস্তের বিষয় তৎপ্রকরণেই লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে বৈদ্যাতুর নিমিত্ত অযোগাদি জন্য ব্যাপদ্ বলা যাইতেছে।

অনুষ্ণোঽল্পৌষধো হীনো বস্তির্নৈতি প্রয়োজিতঃ।
বিষ্টম্ভাধ্মান শূলৈশ্চ তমযোগং প্রচক্ষতে॥
তত্র তীক্ষ্ণো হিতো বস্তিস্তীক্ষ্ণং চাপি বিরেচনম্॥

অনুষ্ণ, অল্পৌষধসম্পন্ন ও হীনমাত্রা-বিশিষ্ট বস্তি প্রয়োজিত হইলে পক্বাশয় পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় না, ইহাতে বিষ্টম্ভ, আধ্মান ও শূল উপস্থিত হয়। ইহার নাম অযোগ। ইহার প্রতীকারার্থ তীক্ষ্ণ বস্তি ও তীক্ষ্ণ বিরেচন ব্যবস্থেয়।

সশেষান্নে তথা ভুক্তে বহুদোষে চ যোজিতঃ।
অত্যাশিতস্যাতিবহুর্বস্তির্মন্দোষ্ণ এব চ॥
অনুষ্ণলবণ স্নেহো হৃতিমাত্রোঽথবা পুনঃ।
তথা বহু পুরীষঞ্চ ক্ষিপ্রমাধ্মাপয়েন্নরম্॥
হৃৎকটী পার্শ্বপৃষ্ঠেষু শূলং তত্রাতিদারুণম্।
তত্র তীক্ষ্ণতরো বস্তির্হিতং চাপ্যনুবাসনম্॥

নিম্নলিখিত অবস্থায় ও নিম্নলিখিত-রূপ বস্তি গ্রহণ করিলে শীঘ্র আধ্মান, হৃদয়, কটী, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে অতি দারুণ শূল এই সমস্ত পীড়া উপস্থিত হয়।

যথা পাকাশয়ে সমুদায় অন্ন পরি-পাক না হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে, বহুদোষযুক্ত অন্ন ভোজন করিয়া, অতি ভোজন করিয়া এবং অত্যন্ত অধিক পরিমিত দ্রব্য সম্পন্ন মন্দোষ্ণ, উষ্ণতা ও লবণবর্জ্জিত স্নেহযুক্ত, অধিক মাত্রা-বিশিষ্ট বস্তি ও বহুমলসঞ্চয় সত্বে তত্তৎস্থলে তীক্ষ্ণতর নিরূঢ় ও অনুবাসন দ্বারা উপস্থিত দোষ সমস্তের নিরাকরণ করিবে।

অতিতীক্ষ্ণোষ্ণ লবণো রূক্ষো বস্তিঃ প্রয়োজিতঃ।
সপিত্তং কোপয়েদ্ বায়ুং কুর্য্যাচ্চ পরিকর্ত্তিকাম্॥
নাভিবস্তি গুদং তত্র ছিনত্তীবাতি দেহিনঃ।
পিচ্ছাবস্তির্হিতস্তত্র স্নেহশ্চ মধুরৈঃ স্মৃতঃ॥

অতিশয় তীক্ষ্ণ, অত্যুষ্ণ ও অধিকলবণ-সংযুক্ত রূক্ষ বস্তি প্রয়োগ করিলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ এবং পরিকর্ত্তিকা অর্থাৎ গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া উপস্থিত হয় এবং বোধ হয় যেন নাভি, বস্তি ও গুহ্য-দেশ ছিন্ন হইল। এরূপ অবস্থায় পিচ্ছা-বস্তি এবং মধুর বর্গ সহিত সিদ্ধ স্নেহ প্রয়োজ্য।

অত্যম্ললবণস্তীক্ষ্ণঃ পরিস্রাবায় কল্পতে।
দৌর্ব্বল্যমঙ্গসাদশ্চ জায়তে তত্র দেহিনঃ॥
পরিস্রবেৎ ততঃ পিত্তং দাহং সঞ্জনয়েদ্ গুদে।
পিচ্ছাবস্তির্হিতস্তত্র বস্তিঃ ক্ষীরঘৃতস্য চ॥

অধিক অম্ল ও লবণসম্পন্ন তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগে পরিস্রাব উপস্থিত হয়, ইহাতে দৌর্ব্বল্য, দেহের অবসন্নতা এবং গুহ্য দ্বার দিয়া পিত্ত নির্গত হইয়া তৎপ্রদেশে দাহ উপস্থিত করে। এরূপ হইলে পিচ্ছাবস্তি এবং দুগ্ধ ও ঘৃতের পিচকারী ব্যবস্থা করিবে।

প্রবাহিকা ভবেত্তীক্ষ্ণান্নিরূহাৎ সানুবাসনাৎ।
সদাহশূলং কৃচ্ছ্রেণ বাস্যক্ তত্রোপবেশ্যতে॥
পিচ্ছাবস্তির্হিতস্তত্র পয়সা চাপি ভোজনম্।
সর্পির্মধুরকৈঃ সিদ্ধং তৈলং চাপ্যনুবাসনম্॥

তীক্ষ্ণ নিরূহ ও তীক্ষ্ণ অনুবাসন প্রয়োগে প্রবাহিকা রোগ উপস্থিত অথবা দাহ ও শূল সহিত রক্ত নিঃসৃত হয়। এরূপ অবস্থায় পিচ্ছাবস্তি, দুগ্ধপান ও মধুর বর্গের সহিত সিদ্ধ ঘৃত বা তৈলের অনুবাসন ব্যবস্থা করিবে।

অতিতীক্ষ্ণো নিরূহো বা সবাতে চানুবাসনঃ।
হৃদয়স্যোপসরণং কুরুতে চাঙ্গপীড়নম্॥

দোষৈস্তত্র রুজস্তাস্তা মদো মূর্চ্ছাঙ্গগৌরবম্ ।
সর্ব্বাদোষহরং বস্তিং শোধনং তত্র দাপয়েৎ ॥

বায়ু প্রকোপসত্ত্বে অতি তীক্ষ্ণ নিরূহ বা অনুবাসন প্রদান করিলে হৃদয়োপসরণ ও অঙ্গপীড়া উপস্থিত হয় এবং দোষ সমূহ দ্বারা বিবিধ পীড়া, মদ, মূর্চ্ছা ও দেহের গুরুতা জন্মে। এরূপ স্থলে সর্ব্বদোষ নাশক শোধনবস্তি ব্যবস্থা করিবে।

রূক্ষস্য বহুবাতস্য তথা দুঃশয়িতস্য চ ।
বস্তিরঙ্গগ্রহং কুর্য্যাদ্ রুক্ষো মৃদ্বল্পভেষজঃ ॥
তত্রাঙ্গসাদঃ প্রস্তম্ভো জৃম্ভোদ্বেষ্টনবেপকাঃ ।
পর্ব্বভেদশ্চ তত্রেষ্টাঃ স্বেদ ভ্যঙ্গনবস্তয়ঃ ॥

রূক্ষ, বহুবায়ুসম্পন্ন ও দুঃশয়িত অর্থাৎ ন্যুব্জাদিভাবে শয়িত ব্যক্তিকে রূক্ষ, মৃদু ও অল্প ভেষজসম্পন্ন বস্তি প্রদান করিলে দেহের অবসন্নতা, স্তব্ধীভাব, জৃম্ভা, উদ্বেষ্টন (জানুর পশ্চাদ্ ভাগস্থ মাংসপিণ্ড প্রভৃতির মোচড়ানি), কম্প ও সর্ব্ব অঙ্গে ভঙ্গবৎ বেদনা এই সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হয়। এরূপ হইলে যথাযোগ্য স্বেদ, অভ্যঙ্গ ও বস্তি ব্যবস্থা করিবে।

অত্যুষ্ণতীক্ষ্ণোঽতিবহুর্দত্তোঽতিস্বেদিতস্য চ ।
অল্পদোষস্য বা বস্তিরতিযোগায় কল্পতে ॥
বিরেচনাতিযোগেন সমানং তচ্চিকিৎসিতম্ ।
পিচ্ছাবস্তিপ্রয়োগশ্চ তত্র শীতঃ সুখাবহঃ ॥

অধিক স্বেদ প্রদানানন্তর অথবা অল্প দোষসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি অতি উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ অথবা অধিক মাত্রাসম্পন্ন বস্তি প্রয়োগ করিলে অতিযোগ হয়। বিরেচন ক্রিয়ার অতিযোগে যেরূপ চিকিৎসা ইহার চিকিৎসাও তদ্রূপ। ইহাতে শীতল পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ দ্বারা উপকার দর্শে।

অতিযোগাৎ পরং যত্র জীবাদানং বিরিক্তবৎ ।
দেয়স্তত্র হিতশ্চাপি পিচ্ছাবস্তিঃ সশোণিতঃ ॥

অতিযোগ অপেক্ষা অতিরিক্ত হইলে জীবাদান উপস্থিত হয়, ইহাতে জীবরক্তের স্রাব হইয়া থাকে। এরূপ হইলে রক্তমিশ্রিত পিচ্ছাবস্তি প্রয়োজ্য।

নবৈতা ব্যাপদো যাস্তু নিরূহং প্রত্যুদাহৃতাঃ ।
স্নেহবস্তিষ্বপি হি তা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ ॥

নিরূহক্রিয়ায় বৈদ্যাতুর নিমিত্ত যে এই ৯ প্রকার বিপদ্ লিখিত হইল, স্নেহবস্তি প্রদান কার্য্যেও তৎসমুদায় ঘটিতে পারে।

ইত্যুক্তা ব্যাপদঃ সর্ব্বাঃ সলক্ষণচিকিৎসিতাঃ ।
ভিষজা চ তথা কার্য্যং যথৈতা ন ভবন্তি হি ॥

বস্তিক্রিয়া সম্বন্ধীয় এই ১৬ প্রকার বিপদের স্বরূপ ও তাহাদের প্রতীকারোপায় লিখিত হইল, যাহাতে এই সমস্ত বিঘ্ন না ঘটিতে পারে, চিকিৎসকের তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

নস্যগ্রহণবিধিঃ ।

নস্যং তৎ কথ্যতে ধীরৈর্নাসাগ্রাহ্যং যদৌষধম্ ।
নাবনং নস্যকর্ম্মেতি তস্য নামদ্বয়ং মতম্ ॥
নস্যভেদো দ্বিধা প্রোক্তো রেচনং স্নেহনং তথা ।
রেচনং কর্ষণং প্রোক্তং স্নেহনং বৃংহণং মতম্ ॥
কফপিত্তানিলধ্বংসী পূর্ব্বমধ্যাপরাহ্নকে ।
দিনস্য গৃহ্যতে নস্যং রাত্রাবপ্যুৎকটে গদে ॥
নস্যং ত্যজেদ্ ভোজনান্তে দুর্দ্দিনে চোপতর্পিতঃ ।
তথা নবপ্রতিশ্যায়ী গর্ভিণী জ্বরদূষিতঃ ॥
অজীর্ণী দত্তবস্তিশ্চ পীতস্নেহোদকাসবঃ ।
ক্রুদ্ধঃ শোকাভিভূতশ্চ তৃষার্ত্তো বৃদ্ধবালকৌ ॥
বেগাবরোধী শ্রান্তশ্চ স্নাতুকামশ্চ বর্জ্জয়েৎ ।
অষ্টবর্ষস্য বালস্য নস্যকর্ম্ম সমাচরেৎ ।
অশীতিবর্ষাদূর্দ্ধঞ্চ নাবনং নৈব দীয়তে ॥

নাসিকা দ্বারা গ্রহণীয় ঔষধকে নস্য কহে। ইহার অপর নাম নাবন। নস্য দুই প্রকার, রেচন ও স্নেহন। রেচন নস্য কর্ষণকারক এবং স্নেহন নস্য

বৃংহণ। কফ শান্তির জন্য দিবসের প্রথম ভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নে, পিত্তশান্তির জন্য মধ্যাহ্নে ও বায়ু শান্ত্যর্থ অপরাহ্নে নস্য গ্রহণীয়। রাত্রিতে নস্য গ্রহণ নিষিদ্ধ, কিন্তু পীড়া উৎকট হইলে রাত্রিতেও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ভোজনান্তে, মেঘাচ্ছন্ন দিবসে, উপতর্পণান্তে, তরুণ প্রতিশ্যায়রোগে, গর্ভাবস্থায়, জ্বরকালে, অজীর্ণ সত্বে, বস্তিক্রিয়ান্তে, স্নেহ পদার্থ, জল বা আসব পানান্তে, ক্রুদ্ধাবস্থায়, শোকাভিভূত হইয়া, তৃষ্ণার সময় এবং বৃদ্ধ, বালক, মলমূত্রাদির বেগাবরোধী, শ্রান্ত ও স্নানাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে নস্য গ্রহণ ব্যবস্থেয় নহে। অষ্টবর্ষ হইতে অশীতিবৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে নস্য গ্রহণ ব্যবস্থেয়। অষ্ট বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের এবং অশীতি বর্ষের অধিক বয়স্ক বৃদ্ধের পক্ষে নস্য গ্রহণ নিষিদ্ধ।

অথ বৈ রেচনং নস্যং গ্রাহ্যং তৈলৈঃ স্থতীক্ষ্ণকৈঃ।
তীক্ষ্ণভেষজসিদ্ধৈর্ব্বা স্নেহৈঃ ক্বাথৈরসৈস্তথা॥
নাসিকারন্ধ্রয়োরষ্টৌ ষট্ চত্বারশ্চ বিন্দবঃ।
প্রত্যেকং রেচনং যোগ্যং মুখ্যমধ্যাল্পমাত্রয়া॥
নস্যকর্ম্মণি দাতব্যঃ শাণৈকং তীক্ষ্ণমৌষধম।
হিঙ্গু স্যাদ্ যবমাত্রন্তু মাষৈকং সৈন্ধবং মতম্॥
ক্ষীরঞ্চৈবাষ্টশাণং স্যাৎ পানীয়ঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্।
কার্ষিকং মধুরদ্রব্যং নস্যকর্ম্মণি যোজয়েৎ॥
অবপীড়ঃ প্রধমনং দ্বৌ ভেদাবপরৌ স্মৃতৌ।
শিরোবিরেচনস্যার্থে তৌ তু দেয়ৌ যথাযথম্॥
কল্কীকৃতাদৌষধাদ্ যঃ পীড়িতো নিঃসৃতো রসঃ।
সোঽবপীড়ঃ সমুদ্দিষ্টস্তীক্ষ্ণদ্রব্যসমুদ্ভবঃ॥
ষড়ঙ্গুলা দ্বিবক্ত্রা যা নাড়ী চূর্ণং তয়া ধমেৎ।
তীক্ষ্ণং কোলমিতং বক্ত্রবাতৈঃ প্রধমনং হিতম্।
ঊর্দ্ধজত্রুগতে রোগে কফজে স্বরসংক্ষয়ে॥
অরোচকে প্রতিশ্যায়ে শিরঃশূলে চ পীনসে॥
শোথাপস্মার কুষ্ঠেষু নস্যং বৈরেচনং হিতম্।
ভীরুস্ত্রীকৃশবালানাং নস্যস্নেহেন শস্যতে॥
গলরোগে সন্নিপাতে নিদ্রায়াং বিষমজ্বরে।
মনোবিকারে কৃমিষু যুজ্যতে চাবপীড়নম্॥
অত্যন্তোৎকটদোষেষু বিসংজ্ঞেষু চ দীয়তে।
চূর্ণং প্রধমনং বীরৈস্তদ্ধি তীক্ষ্ণতরং যতঃ॥

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে নস্য দুই প্রকার, যথা রেচন ও স্নেহন। তন্মধ্যে রেচন নস্য, সুতীক্ষ্ণ তৈল, তীক্ষ্ণ ঔষধের সহিত সিদ্ধ স্নেহ, তীক্ষ্ণ ক্বাথ বা তীক্ষ্ণ রস দ্বারা কর্ত্তব্য। নাসারন্ধ্রদ্বয়ে আট, ছয় বা চারি বিন্দু পরিমাণে উক্ত রেচন নস্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ৮ বিন্দু জ্যেষ্ঠমাত্রা, ৬ বিন্দু মধ্যম মাত্রা ও ৪ বিন্দু কনিষ্ঠ মাত্রা। নস্যকর্ম্মার্থ তীক্ষ্ণ ঔষধ ।৷০ তোলা পরিমাণে, হিঙ্গু যবমাত্র, সৈন্ধব লবণ এক মাষা, দুগ্ধ ৪ তোলা, জল ৬ তোলা ও মধুরদ্রব্য ২ তোলা পরিমাণে গৃহীত হইয়া থাকে। নস্যের অপর দুই প্রকার প্রভেদ আছে, যথা অবপীড় ও প্রধমন। তীক্ষ্ণ ঔষধ দ্রব্য বাঁটিয়া তাহার রস নিঃসারিত করিয়া ঐ রস নস্যার্থে প্রয়োগ করিলে তাহাকে অবপীড় বলা যায়। আর ৬ অঙ্গুলি লম্বা দুই মুখবিশিষ্ট, শূন্যগর্ভ নলদ্বারা এক তোলা পরিমিত তীক্ষ্ণ চূর্ণদ্রব্য ফুৎকারে নাসিকা মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে তাহাকে প্রধমন বলা যায়। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে কফজ স্বরভঙ্গে, অরুচিরোগে, প্রতিশ্যায়রোগে, শিরঃশূলে, পীনসরোগে এবং শোথ, অপস্মার ও কুষ্ঠ এই সকল পীড়ায় রেচন নস্য প্রয়োজ্য। ভয়শীলব্যক্তি, স্ত্রীলোক, কৃশ ও বালক ইহাদের পক্ষে স্নেহসংযুক্ত নস্য ব্যবস্থেয়। গলরোগ, সান্নিপাতিক জ্বর, নিদ্রা, বিষমজ্বর, মনোবিকার ও ক্রিমিরোগে অবপীড়ন নস্য প্রশস্ত। অত্যন্ত প্রবল দোষ

স্থলে ও সংজ্ঞালোপ হইলে প্রধমন নস্ত ব্যবহেয়, কারণ ইহা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলিয়া সত্বর ক্রিয়া দর্শায়।

নস্তঃ স্যাদ্‌গুড়শুণ্ঠীভ্যাং পিপ্পলীসৈন্ধবেন বা।
জলপিষ্টেন কর্ণাক্ষি নানামূর্দ্ধভবা গদাঃ ।
মন্যাহনুগলোদ্ভূতা নশ্যন্তি ভুজপৃষ্ঠজাঃ।
মধূকসারকৃষ্ণাভ্যাং বচা মরিচ সৈন্ধবৈঃ।
নস্তং কোষ্ণাম্ভসা পিষ্টং দদ্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্।
অপস্মারে তথোন্মাদে সন্নিপাতেঽপতন্ত্রকে।
সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেব চ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টং নস্তং তন্দ্রানিবারণম্।
রোহিতস্ত চ পিত্তেন ভাবিতং মরিচং বচা।
কট্‌ফলং চেতি তচ্চূর্ণং দেয়ং প্রধমনং বুধৈঃ।

এস্থলে কতকগুলি রেচন নস্তের প্রয়োগবিধি লিখিত হইতেছে। গুড় ও শুঁঠ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অথবা পিঁপুল ও সৈন্ধব লবণ জলের সহিত পেষণ করিয়া নস্ত প্রদান করা যায়। ইহার দ্বারা নাসিকা, মস্তক, মন্যা, হনু, গলদেশ, ভুজ ও পৃষ্ঠ এই সকল স্থানের বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। মউলের সার, পিপুঁল, বচ, মরিচ ও সৈন্ধব এই সমুদায় সমানাংশে একত্র পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে গুলিয়া নস্ত প্রদান করিলে সংজ্ঞাহীনাবস্থা দূরীভূত হইয়া চেতনার উদ্রেক হয়। অপস্মার, উন্মাদ, সন্নিপাতজ্বর ও অপতন্ত্রক রোগে এই নস্ত ব্যবহার করা যায়। সৈন্ধব, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় এই সমুদায় ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া নস্ত প্রদান করা যায় এবং রোহিত মৎস্তের পিত্তে ভাবিত মরিচ ও কট্‌ফল এই দুই চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রধমন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত করা যায়। এই দুই প্রকার তন্দ্রা নিবারণার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অথ বৃংহণনস্তস্ত কল্পনা কথ্যতেঽধুনা।
মর্শশ্চ প্রতিমর্শশ্চ দ্বৌ ভেদৌ স্নেহনে মতৌ।
মর্শস্ত তর্পণী মাত্রা মুখ্যা শাণৈঃ স্মৃতাষ্টভিঃ।
মধ্যমা তু চতুঃশাণৈর্হীনা শাণমিতা মতা।
একৈকস্মিংস্ত মাত্রেয়ং দেয়া নাসাপুটে বুধৈঃ।
মর্শস্ত দ্বিত্রিবেলং বা বীক্ষ্য দোষবলাবলম্।
একান্তরং দ্ব্যন্তরং বা নস্তং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
ত্র্যহং পঞ্চাহমথবা সপ্তাহং বা সুযন্ত্রিতঃ।
মর্শে শিরোবিরেকে চ ব্যাপদো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
দোষোৎক্লেশাৎ ক্ষয়াচ্চৈব বিজ্ঞেয়াস্তা যথাক্রমম্।
দোষোৎক্লেশনিমিত্তাস্থ যুঞ্জ্যাদ্ বমনশোধনম্।
অথ ক্ষয়নিমিত্তাস্থ যথাস্বং বৃংহণং হিতম্।
শিরোনাসাক্ষিরোগেষু সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদকে।
দন্তরোগে বলে হীনে মন্যাবাহ্বংসজে গদে।
মুখশোষে কর্ণনাদে বাতপিত্তগদে তথা।
অকালপলিতে চৈব কেশশ্মশ্রুপ্রপাতনে।
পুজ্যতে বৃংহণং নস্তং স্নেহৈর্বা মধুরদ্রবৈঃ।

অতঃপর বৃংহণ নস্তের বিষয় লিখিত হইতেছে। ইহা মর্শ ও প্রতিমর্শভেদে দুই প্রকার। মর্শাখ্য নস্তের প্রধান মাত্রা ৪ চারি তোলা, মধ্যম মাত্রা ২ তোলা ও কনিষ্ঠ মাত্রা ॥৹ অর্দ্ধ তোলা। যে মাত্রা লিখিত হইল, তাহা এক এক নাসাপুটে দেয় জানিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া দিবসে দুই বা তিন বার মর্শ ক্রিয়া করিবে অথবা এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন বা সাত দিন অন্তর সাবধান হইয়া উক্ত ক্রিয়া করিবে। মর্শ ও বিরেচন নস্ত প্রয়োগে দোষোৎক্লেশ ও ক্ষয় নিমিত্ত বিস্তর বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। দোষোৎক্লেশ সম্বন্ধীয় বিপদে বমনক্রিয়া এবং ক্ষয়জন্ত বিপদে যথাবিধি বৃংহণক্রিয়া কর্ত্তব্য। শিরোরোগে বিশেষতঃ সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক নামক শিরঃপীড়ায়, নাসিকাসম্বন্ধীয় রোগে, নেত্ররোগে, দন্তের পীড়ায়, মন্যা, বাহু ও স্কন্ধ সম্বন্ধীয় রোগে

মুখশোষে, কর্ণনাদরোগে, বাতপৈত্তিক পীড়ায়, অকালে কেশ পক্ক এবং কেশ বা শ্মশ্রু পতিত হইতে আরম্ভ হইলে স্নেহ বা মধুর দ্রব্য সংযুক্ত বৃংহণ নস্য প্রশস্ত।

সশর্করং পয়ঃপিষ্টং ভৃষ্টমাজ্যেন কুঙ্কুমম্।
নস্যপ্রয়োগতো হন্যাদ্ বাতরক্তভবা রুজঃ।
ভ্রূশঙ্খাক্ষি শিরঃকর্ণ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদকান্।
নস্যং স্যাদণুতৈলেন তথা নারায়ণেন বা।
মাষাদিনা বা সর্পির্ভিস্তত্তদ্ ভেষজসাধিতৈঃ॥

অণুতৈলমুক্তং সুশ্রুতেন তদ্‌যথা। তিলপরিপীড়নোপকরণকাষ্ঠাদ্যান্যহন্যা যৈরনল্পকালং তিলাঃ পরিপীড়িতাস্তান্যণূনি খণ্ডশঃ কল্পয়িত্বা উদূখলে সংকুট্য কটাহে পানীয়েনাপ্লাব্য ক্বাথয়েৎ। তত স্তৈলং নিঃসরতি তত্তৈলং হস্তেন জলান্নিঃসার্য্য বাতশ্লেষ্মঘ্নকল্কেন পচেৎ। তদণুতৈলমিতি তদ্ বাতরোগহরম্।

তৈলং কফে স্যাদ্ বাতে চ কেবলে পবনে তথা।
দদ্যান্নস্যং সদা পিত্তে সর্পির্মজ্জানমেব চ॥
মাষাত্মগুপ্তারাস্নাভির্বলারুবুকরোহিষৈঃ।
কৃতোঽশ্বগন্ধয়া ক্বাথো হিঙ্গুসৈন্ধব সংযুতঃ॥
কোষ্ণো নস্যপ্রয়োগেণ পক্ষাঘাতং সকম্পনম্।
জয়েদর্দ্দিতবাতঞ্চ মন্যাস্তম্ভাববাহুকৌ॥

অতঃপর কতকগুলি বৃংহণ নস্যের ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে। কুঙ্কুম ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধের সহিত পিষ্ট ও তাহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া নস্য প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া সমস্তের এবং ভ্রূ, শঙ্খ, নেত্র, মস্তক ও কর্ণ সম্বন্ধীয় পীড়া ও সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক নামক শিরোরোগের উপশম হয়। তদ্রূপ অণুতৈল, নারায়ণ তৈল, মাষাদি তৈল অথবা উপযুক্ত ঔষধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত নস্যার্থ প্রয়োগ করিবে। অণুতৈল সুশ্রুতে লিখিত আছে, তাহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই যথা,—যে তৈলযন্ত্র (ঘানীগাছ) দ্বারা তিল পরিপীড়ন করা যায়, তাহার পীড়ন কাষ্ঠ অর্থাৎ জাট আহরণ করিবে, যে কাষ্ঠ দ্বারা অনতিপূর্ব্বে তিল পীড়ন করা হইয়াছে তাহাই লইতে হইবে। ঐ কাষ্ঠ সূক্ষ্ম করিয়া চিরিয়া ও খণ্ড খণ্ড করিয়া উদূখলে কুটিয়া ৮ গুণ জলে পাক করিবে, ইহাতে ঐ কাষ্ঠ সংলগ্ন তৈল সমস্ত জলে ভাসিবে, সেই তৈল হস্তদ্বারা জল হইতে নিঃসারিত করিয়া অপর পাত্রে রাখিবে। ঐ তৈল বাতঘ্ন ঔষধের কল্ক সহিত পাক করিবে। ইহারই নাম অণুতৈল, ইহা বায়ুরোগনাশক। বাতশ্লৈষ্মিক রোগে এবং কেবল বায়ুজ পীড়ায় নস্যার্থ তৈল ব্যবস্থেয়, পৈত্তিক রোগে ঘৃত ও মজ্জা ব্যবহার্য্য। মাষকলায়, আলকুশীমূল, রাস্না, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, গন্ধতৃণ ও অশ্বগন্ধা সমুদায়ে মিলিত ২ তোলা ⁄।।০ সের জলে পাক করিয়া ⁄৴০ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে নস্য প্রয়োগ করিলে পক্ষাঘাত, কম্পন, অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ ও অববাহুক রোগের উপশম হয়।

প্রতিমর্শস্য মাত্রা তু দ্বিত্রিবিন্দুমিতা মতা।
প্রত্যেকশো নাসিকয়া স্নেহনেঽভিবিনিশ্চিতম্।
স্নেহে প্রক্ষিপ্তয়ং যাবন্নিমগ্না চোদ্ধৃতা ততঃ।
তর্জ্জনী যং স্রবেদ্ বিন্দুং সা মাত্রা বিন্দুসংজ্ঞিতা।
এবংবিধৈর্বিন্দুসংজ্ঞৈরষ্টাভিঃ শাণ উচ্যতে।
স দেয়ো মর্শনস্যেষু প্রতিমর্শো দ্বিবিন্দুকঃ।
সময়াঃ প্রতিমর্শস্য বুধৈঃ প্রোক্তাশ্চতুর্দ্দশ।
প্রভাতে দন্তকাষ্ঠান্তে গৃহান্নির্গমনে তথা।
ব্যায়ামাধ্ব ব্যবায়ান্তে বিণ্মূত্রান্তেঽঞ্জনে কৃতে।
কবলান্তে ভোজনান্তে দিবাস্বপ্নোত্থিতে তথা।
বমনান্তে তথা সায়ং প্রতিমর্শঃ প্রযুজ্যতে।
ঈষদুচ্ছিঙ্কনাৎ স্নেহো যথা বক্ত্রং প্রপদ্যতে।
নস্যে নিষিক্তং তং বিদ্যাৎ প্রতিমর্শপ্রমাণতঃ।
উচ্ছিঙ্ঘং ন পিবেচ্চৈতন্নিষ্ঠীবেন্মুখমাগতম্।

ক্ষীণে তৃষ্ণার্ত্তশোষার্ত্তে বালে বৃদ্ধে চ পূজ্যতে ।
প্রতিমর্শান্ন জায়ন্তে রোগাশ্চৈবোর্দ্ধজত্রুজাঃ ॥
বলীপলিতনাশশ্চ বলমিন্দ্রিয়জং ভবেৎ ।
বিভীতং নিম্বগাম্ভারী শিবা শেলুশ্চ কাকিনী ॥
একৈকতৈলনস্যেন পলিতং নশ্যতি ধ্রুবম্‌ ॥

প্রতিমর্শ নস্যের মাত্রা ২ বা ৩ বিন্দু। এক এক নাসারন্ধ্রে এই মাত্রায় প্রয়োজ্য। তর্জ্জনী অঙ্গুলি দুই পর্ব্ব-পর্য্যন্ত স্নেহে মগ্ন করিয়া তুলিলে, তাহা হইতে যে বিন্দু পতিত হয়, এস্থলে বিন্দু শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ ৮ বিন্দুতে ১ এক শাণ হয়, ঐরূপ একশাণ মর্শনস্যের মাত্রা। প্রতিমর্শের মাত্রা ২ বিন্দু। প্রতিমর্শ নস্য গ্রহণের চতুর্দ্দশটী সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা,—প্রভাতে, দন্তধাবনান্তে, গৃহ হইতে নির্গমন কালে, ব্যায়ামের পর, পথপর্য্যটনান্তে, মৈথুনান্তে, মলত্যাগান্তে, মূত্রত্যাগের পর, অঞ্জনগ্রহণান্তে, কবলগ্রহণের পর, ভোজনান্তে, দিবা নিদ্রার পর, বমনান্তে ও সায়ংকালে এই চতুর্দ্দশ প্রকার সময়ে প্রতিমর্শ নস্য গ্রহণীয়। নাসিকামধ্যে যে পরিমিত নিষিক্ত স্নেহ, অল্প টানিয়া লইলে মুখমধ্যে প্রবেশ করে, তাহাই প্রতিমর্শের প্রমাণ জানিবে। প্রতিমর্শ স্নেহ নাসিকা দিয়া মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহা না গিলিয়া নিষ্ঠীবন করিয়া ফেলা উচিত। এই নস্য ক্ষীণ, তৃষ্ণার্ত্ত, মুখশোষী, বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে উপকারী। নিয়মিতরূপে প্রতিমর্শ ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইলে উর্দ্ধজত্রুগত রোগ সকল উপস্থিত হইতে পারে না, ইহার দ্বারা বলী ও পলিতের নাশ ও ইন্দ্রিয়ের বলবৃদ্ধি হয়। বহেড়া, নিম্ব, গাম্ভারী, হরীতকী, বহুবার ও বুঁচ ইহাদের প্রত্যেকের তৈল পলিতনাশক।

অথ নস্যবিধিং বক্ষ্যে নস্যগ্রহণহেতবে ।
দেশে বাতরজোমুক্তে কৃতদন্তনিঘর্ষণম্‌ ॥
বিশুদ্ধং ধূমপানেন স্বিন্নভালগলং তথা ।
উত্তানশায়িনং কিঞ্চিৎ প্রলম্বশিরসং নরম্‌ ॥
আস্তীর্ণহস্তপাদঞ্চ বস্ত্রাচ্ছাদিতলোচনম্‌ ।
সমুন্নামিতনাসাগ্রং বৈদ্যো নস্যেন যোজয়েৎ ॥
কোষ্ণেনাচ্ছিন্নধারেণ হেমতারাদি শুক্তিভিঃ ।
শুক্ত্যা বা যত্র যুক্ত্যা বা প্লোতৈর্ব্বা নস্যমাচরেৎ ॥
নস্যেষ্বাসিচ্যমানেষু শিরো নৈব প্রকম্পয়েৎ ।
ন কুপ্যেন্ন প্রভাষেত নোচ্ছিঙ্কেন্ন হসেত্তথা ॥
এতৈর্হি বিহিতঃ স্নেহো নৈবান্তঃ সম্প্রপদ্যতে ।
ততঃ কাসপ্রতিশ্যায় শিরোঽক্ষিগদ সম্ভবঃ ।
শৃঙ্গাটকমভিব্যাপ্য স্থাপয়েন্ন গিলেদ্‌ দ্রবম্‌ ॥
পঞ্চসপ্তদশৈব স্যুর্মাত্রাঃ স্নেহস্য ধারণে ।
উপবিশ্যাথ নিষ্ঠীবেন্নাসা বক্ত্রাগতং দ্রবম্‌ ॥
বামদক্ষিণপার্শ্বাভ্যাং নিষ্ঠীবেৎ সম্মুখং নহি ।
নীতে নস্যে মনস্তাপং রজঃ ক্রোধঞ্চ সন্ত্যজেৎ ॥
শয়ীত নিদ্রাং ত্যক্ত্বা চ প্রোত্তানো বাক্‌শতং নরঃ ।
তথা শিরোবিরেকান্তে ধূমো বা কবলো হিতঃ ॥

এক্ষণে নস্যগ্রহণের নিয়মাদি লিখিত হইতেছে। ধূলি ও বায়ুপ্রবাহ রহিত স্থানে নস্যপ্রদান কর্ত্তব্য। প্রথমে রোগীকে দন্তমার্জ্জন করাইয়া ধূমপান করাইবে, ধূমপানে তাহার কপালে ও গলদেশে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নির্গত হইলে উহাকে চিত করিয়া শয়ন করাইবে, উহার হস্ত পদ বিস্তীর্ণ হইয়া ও মস্তক কিঞ্চিৎ ঝুলিয়া থাকিবে। অনন্তর বস্ত্র দ্বারা উহার নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত ও নাসিকাগ্র কিঞ্চিৎ উত্তোলিত করিয়া নস্য নিষেক করিবে। নস্য ঔষধ স্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্ম্মিত ঝিনুক বা প্রকৃত ঝিনুক অথবা বস্ত্র কিংবা তুলার দ্বারা নাসিকারন্ধ্রে প্রদেয়। নস্য প্রদত্ত হইলে শিরঃকম্পন, ক্রোধ প্রকাশ, বাক্যোচ্চারণ, নিষ্ঠীবন ও হাস্য এই সমুদায় ক্রিয়া অকর্ত্তব্য, কারণ উক্ত

ক্রিয়া সকল দ্বারা নস্য অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে পারে না এবং কাস, প্রতিশ্যায়, শিরঃ-পীড়া ও নেত্ররোগ এই সকল পীড়ার উৎপত্তি হয়। প্রযুক্ত নস্য শৃঙ্গাটক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে, উহা কদাচ গলাধঃকরণ করা কর্ত্তব্য নহে। নস্যগ্রহণ করিয়া, ২২টী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ কাল অবিচল ভাবে থাকা কর্ত্তব্য। পরে উঠিয়া নাসিকাস্থ ও যাহা মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা নিষ্ঠীবন করিয়া ফেলিবে, উহা বাম বা দক্ষিণপার্শ্বে নিষ্ঠীবন করিবে, সম্মুখে নিষ্ঠীবন করা অকর্ত্তব্য। নস্য ত্যাগান্তে মনস্তাপ, রজোগুণের কার্য্য ও ক্রোধ প্রকাশ পরিত্যাগ করিবে, নিদ্রা যাওয়া অকর্ত্তব্য, কিন্তু উত্তানভাবে, ১০০ টী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাবৎকাল শয়ন করিয়া থাকা উচিত। শিরোবিরেচনের পর ধূম বা কবল গ্রহণ হিতকর।

নস্যে ত্রীণ্যুপদিষ্টানি লক্ষণানি প্রয়োগতঃ।
শুদ্ধিহীনাতিযোগা হি বিজ্ঞেয়াঃ শাস্ত্রচিন্তকৈঃ॥
লাঘবং মলসংশুদ্ধিঃ স্রোতসাং ব্যাধিসংক্ষয়ঃ।
চিত্তেন্দ্রিয়প্রসাদশ্চ শিরসঃ শুদ্ধিলক্ষণম্॥
কণ্ডূপ্রদেহৌ গুরুতা স্রোতসাং কফসংস্রবঃ।
মূর্দ্ধ্নি হীনবিশুদ্ধে তু লক্ষণং পরিকীর্ত্তিতম্॥
মস্তুলুঙ্গাগমো বাতবৃদ্ধিরিন্দ্রিয়বিভ্রমঃ।
শূন্যতা শিরসশ্চাপি মূর্দ্ধ্নি গাঢ়ং বিরেচিতে॥
হীনাতিশুদ্ধে শিরসি কফবাতঘ্নমাচরেৎ।
তত্র হীনেন নস্যেন শুদ্ধে বাতঘ্নমাচরেৎ।
সম্যগ্ বিশুদ্ধে শিরসি সর্পির্নস্যেন দীয়তে।
কফপ্রসেকঃ শিরসো গুরুত্বেন্দ্রিয়বিভ্রমঃ।
লক্ষণং তদতিস্নিগ্ধে তত্র রূক্ষং প্রদাপয়েৎ।
ভোজয়েচ্চানভিষ্যন্দি নস্যে বাতিকমাদিশেৎ।

প্রয়োগানুসারে নস্যের ত্রিবিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা,—শুদ্ধি, হীন ও অতিযোগ। তন্মধ্যে শুদ্ধি লক্ষণ এই সমস্ত যথা, দেহের লঘুতা, দৈহিক স্রোতঃ-সমূদায়ের মলশুদ্ধি, ব্যাধিনাশ এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা। (অল্পমাত্রায়) হীন নস্য প্রযুক্ত হইলে কণ্ডু, মস্তক কফ লিপ্তবৎ, স্রোতঃ সমস্তের গুরুতা ও কফস্রাব এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মস্তলুঙ্গ নির্গম, বায়ুবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়বিভ্রম ও মস্তকের শূন্যতা এই সমস্ত অতিযোগের লক্ষণ। হীনশুদ্ধি হইলে কফঘ্ন ও অতি-শুদ্ধি হইলে বায়ুনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। মস্তক সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ হইলে ঘৃতের নস্য প্রদান করিবে। নাসিকা হইতে কফস্রাব, মস্তকভার ও ইন্দ্রিয়বিভ্রম এই সমস্ত অতিস্নিগ্ধের লক্ষণ, এরূপ হইলে রূক্ষক্রিয়া এবং অনভিষ্যন্দি ও বায়ুজনক আহার প্রদান ব্যবস্থেয়।

অথ ধূমপানবিধিঃ।

ধূমস্তু ষড়্বিধঃ প্রোক্তঃ শমনো বৃংহণস্তথা।
রেচনঃ কাসহা চৈব বামনো ব্রণধূপনঃ॥
শমনস্য তু পর্য্যায়ৌ মধ্যঃ প্রায়োগিকস্তথা।
বৃংহণস্য চ পর্য্যায়ৌ স্নেহনো মৃদুরেব চ॥
রেচনস্যাপি পর্য্যায়ৌ শোধনস্তীক্ষ্ণ এব চ;
অধূমার্হাশ্চ খেদিতে শ্রান্তো ভীতশ্চ দুঃখিতঃ।
দত্তবস্তির্বিরিক্তশ্চ রাত্রৌ জাগরিতস্তথা।
পিপাসিতশ্চ দাহার্ত্তিস্তালুশোষী তথোদরী।
শিরোভিতাপী তিমিরী ছর্দ্দ্যাধ্মান প্রপীড়িতঃ।
ক্ষতোরস্কঃ প্রমেহার্ত্তঃ পাণ্ডুরোগী চ গর্ভিণী।
রূক্ষঃ ক্ষীণোঽভ্যবহৃত ক্ষীর ক্ষৌদ্র ঘৃতাসবঃ।
ভুক্তান্নদধিমৎস্যশ্চ বালো বৃদ্ধঃ কৃশস্তথা।
অকালে চাতিপীতশ্চ ধূমঃ কুর্য্যাদুপদ্রবান্।
তত্রেষ্টং সর্পিষঃ পানং নাবনাঞ্জনতর্পণম্।
সর্পিরিক্ষুরসং দ্রাক্ষাং পয়ো বা শর্করাম্বু বা।
মধুরাম্লৌ রসৌ বাপি বমনায় প্রদাপয়েৎ।
ধূমস্তু দ্বাদশাদ্বর্ষাদ্ গৃহ্যতেঽশীতকায় চ।
কাসশ্বাস প্রতিশ্যায়ান্ মন্যাহনুশিরোরুজঃ।

বাতশ্লেষ্মবিকারাংশ্চ হন্ত্যাদ্ ধূমঃ সুযোজিতঃ ।
ধূমোপযোগাৎ পুরুষঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়বাঙ্মনাঃ ।
দৃঢ়কেশদ্বিজশ্মশ্রুঃ সুগন্ধিবদনো ভবেৎ ।

ধূম ছয়প্রকার, যথা, শমন বৃংহণ, রেচন, কাসহা, বামন ও ব্রণধূপন। শমন ধূমের পর্য্যায় মধ্য ও প্রায়োগিক। বৃংহণধূমের পর্য্যায় স্নেহন ও মৃদু। রেচন ধূমের পর্য্যায় শোধন ও তীক্ষ্ণ। নিম্নলিখিত ব্যক্তি সকলের পক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ, যথা,—শ্রান্ত, ভীত, দুঃখিত, দত্তবস্তি (যাহাদের বস্তি ক্রিয়া কৃত হইয়াছে) বিরিক্ত, রাত্রিজাগরিত, পিপাসিত, দাহার্ত্ত, তালুশোষবিশিষ্ট, উদররোগী, শিরোরোগাক্রান্ত, তিমিররোগী, বমি ও আধ্মানপীড়িত, উরঃক্ষত রোগী, প্রমেহী, পাণ্ডুরোগী, গর্ভিণী, রুক্ষ, ক্ষীণ, যাহারা দুগ্ধ, মধু, বা আসব পান করিয়াছে অথবা অন্ন, দধি বা মৎস্য ভোজন করিয়াছে, এবং বালক, বৃদ্ধ ও কৃশ। এই সকল ব্যক্তি ধূমপান করিলে অথবা অনুপযুক্ত সময়ে অতিরিক্ত মাত্রায় পান করিলে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়। এরূপ হইলে তাহার প্রশমনার্থ ঘৃতপান, নস্য, অঞ্জন ও তর্পণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য এবং ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, চিনির পানা ও বমনার্থ মধুরাম্ল দ্রব্য প্রদেয়। দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ও অশীতিবৎসর বয়সের পর ধূমপান নিষিদ্ধ। ধূম সম্যক্ রূপে প্রয়োজিত হইলে কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় এবং মন্যা, হনু ও মস্তকের পীড়া এবং বাতশ্লৈষ্মিক রোগের শান্তি, ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মনের প্রসন্নতা, কেশ, দন্ত ও শ্মশ্রু সকলের দৃঢ়তা এবং মুখে সৌগন্ধ উৎপন্ন হয়।

ধূমনাড়ী ভবেত্তত্র ত্রিখণ্ডা চ ত্রিপর্ব্বিকা । ।
কনিষ্ঠিকা পরিণাহা রাজমাষাগমান্তরা ।
ধূমনাড়ী ভবেদ্দীর্ঘা শমনে রোগিণোঽঙ্গুলৈঃ ।
চত্বারিংশন্মিতৈস্তদ্বদ্ দ্বাত্রিংশদ্‌ভিমৃদৌ মতা ।
তীক্ষ্ণে চতুর্ব্বিংশতিভিঃ কাসঘ্নে ষোড়শোম্মিতৈঃ ।
দশাঙ্গুলৈর্বামনীয়ে তথা স্যাদ্ ব্রণনাড়িকা ।
কলায়মণ্ডলস্থূলা কুলত্থাগমরন্ধ্রিকা ।

এক্ষণে ধূম প্রয়োগার্থ নলের পরিমাণাদি লিখিত হইতেছে। এই নল ত্রিখণ্ড ও পর্ব্বত্রয় বিশিষ্ট, ইহার স্থূলতা কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায়, আভ্যন্তরিক ছিদ্র এরূপ হওয়া আবশ্যক, যেন তাহার মধ্য দিয়া একটী বরবটী কলায় গলিয়া আসিতে পারে। নলের দীর্ঘতা, শমনার্থ রোগীর অঙ্গুলির ৪০ অঙ্গুলি, বৃংহণার্থ ৩২ অঙ্গুলি, রেচনার্থ ২৪ অঙ্গুলি, কাস নিবারণার্থ ১৬ অঙ্গুলি ও বমনার্থ ১০ অঙ্গুলি পরিমিত করিতে হইবে। ব্রণ ধূপনার্থ ইহার দৈর্ঘ্য ১০ অঙ্গুলি, স্থূলতা মটরকলায়ের ন্যায় এবং ছিদ্রের পরিমাণ কুলত্থ কলায় গলিতে পারে এরূপ করিবে।

অথেষিকাং প্রলিম্পেচ্চ সূক্ষ্মক্ষৌমাং দ্বাদশাঙ্গুলাম্ ।
ধূমদ্রব্যস্য কল্কেন লেপশ্চাষ্টাঙ্গুলঃ স্মৃতঃ ॥
কল্কং কর্ষমিতং লিপ্তা ছায়াশুষ্কঞ্চ কারয়েৎ ।
ইষিকামপনীয়াথ স্নেহাক্তাং বর্ত্তিমাদরাৎ ।
অঙ্গারৈর্দীপিতং কৃত্বা ধৃত্বা নেত্রস্য রন্ধ্রকে ।
বদনেন পিবেদ্ধূমং বদনেনৈব সংত্যজেৎ ।
নাসিকাভ্যাং ততঃ পীত্বা মুখেনৈব বমেৎ সুধীঃ ।
শরাবসংপুটে ক্ষিপ্তা কল্কমঙ্গারদীপিতম্ ।
ছিদ্রে নেত্রং নিবেশ্যাথ ব্রণং তেনৈব ধূপয়েৎ ।
এলাদিকল্কং শমনে স্নিগ্ধং সর্জ্জরসং মৃদৌ ।
রেচনে তীক্ষ্ণকল্কঞ্চ কাসঘ্নে ক্ষুদ্রিকোষণম্ ।
বামনে স্নায়ুচর্ম্মাদ্যং দত্ত্বাদ্ধমস্য পানকম্ ।
ব্রণে নিম্ব বচাদ্যঞ্চ ধূপনং সংপ্রশস্যতে ।
অন্যেঽপি ধূমা গেহেষু কর্ত্তব্যা রোগশান্তয়ে ।
তদ্ যথা । ময়ূরপিচ্ছং নিম্বস্য পত্রাণি বৃহতীফলম্ ।
মরিচং হিঙ্গু মাংসী চ বীজং কার্পাসসম্ভবম্ ।
ছাগগোমাহিনির্ম্মোকো বিষ্ঠা বৈড়ালিকী তথা ।
গজদন্তঞ্চ তচ্চূর্ণং কিঞ্চিদ্‌ঘৃতবিমিশ্রিতম্ ।

গেহেষু ধূপনং দত্তং সর্ব্বান্ বালগ্রহান্ জয়েৎ।
পিশাচান্ রাক্ষসান্ হত্বা সর্ব্বজ্বরহরং ভবেৎ।
ইতি অপরাজিতো ধূমঃ।
মনস্তাপং রজঃ ক্রোধং ধূমপানে নিবারয়েৎ।
নেত্রাণি ধাতুজাঙ্গাছর্নলবংশাদিজাঙ্গপি।

অতঃপর ধূম গ্রহণের নিয়ম লিখিত হইতেছে। ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ মসৃণ একটী শরকাণ্ড লইয়া তাহার ৮ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ধূমদ্রব্যের কল্কদ্বারা লিপ্ত করিবে, কল্ক দ্রব্যের পরিমাণ ২ তোলা হওয়া আবশ্যক। ঐ কল্ক ছায়ায় শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে ঐ শরকাণ্ড অপনীত করিয়া উক্তবর্ত্তি স্নেহসংযুক্ত ও অঙ্গারদ্বারা দীপ্ত করিয়া ধূমনলের ছিদ্রের নিকট ধরিবে, নলের অপর ছিদ্র মুখে দিয়া ধূমপান করিবে, প্রথমতঃ মুখদ্বারা পান ও মুখ দ্বারা বমন করিবে, পরে নাসিকারন্ধ্রদ্বয় দ্বারা পান করিয়া মুখদ্বারা নিঃসারণ করিবে। ব্রণধূপনার্থে অর্থাৎ ক্ষতে ধূম প্রয়োগ করিতে হইলে দীপ্তাঙ্গার গর্ভ একখানি শরায় কল্কদ্রব্য দিয়া তাহার উপরি একখানি শরা উপুড় করিয়া ঢাকা দিয়া লেপিয়া উপরিস্থ শরার উপরের ছিদ্রে (পূর্ব্বে ছিদ্রাদি করিয়া রাখিতে হইবে, ঐ ছিদ্র দিয়াই কল্ক দ্রব্য নিচের শরার অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে) নলের একমুখ রাখিয়া উহাতে অপর মুখ ক্ষত স্থানে ধরিবে, নলের ছিদ্র দিয়া কল্কদ্রব্যের ধূম ক্ষতস্থানে লাগিবে। শমনার্থ এলাদিগণের কল্ক, বৃংহণার্থ স্নিগ্ধ সর্জ্জরস অর্থাৎ ধুনা, রেচনার্থ তীক্ষ্নদ্রব্যের কল্ক, শ্বাস নিবারনার্থ কণ্টকারী ও মরিচ, বমনার্থ স্নায়ু ও চর্ম্ম এবং ক্ষতে প্রয়োগার্থ নিম্ব ও বচাদিগণের কল্ক ব্যবহার্য্য। ইহা ভিন্ন রোগশান্তির নিমিত্ত অন্যান্য প্রকার ধূমও গৃহে প্রদত্ত হইয়া থাকে। যথা—ময়ূরপুচ্ছ, নিম্বপত্র, বৃহতীফল, মরিচ, হিঙ্গু, জটামাংসী, কার্পাসবীজ, ছাগলোম, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা ও গজদন্ত এই সমুদায় চূর্ণ ও কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গৃহমধ্যে তাহার ধূম দেওয়া হয়। ইহার দ্বারা জ্বর ও বিবিধ বালরোগ নিবারিত হয়। ইহার নাম অপরাজিত ধূম। ধূমপান কালে মনস্তাপ, রজোগুণকার্য্য ও ক্রোধ প্রকাশ অকর্ত্তব্য। ধাতু, নলগাছ বা বাঁশের নল দ্বারা ধূম প্রয়োগ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অথ গণ্ডূষ কবল প্রতিসারণবিধিঃ।

তত্র গণ্ডূষ কবল প্রতিসারণানাং ভেদজানি লক্ষণানি চাহ। তত্রাদৌ গণ্ডূষ উচ্যতে।

স্নেহক্ষীর কষায়াদি দ্রবৈঃ সংপূর্ণমাননম্।
আপূর্য্য স্থীয়তে তাবদ্ বিদির্গণ্ডূষধারণে।
কফপূর্ণাস্যতা যাবচ্ছেদো দোষস্য বাময়েৎ।
নেত্রঘ্রাণ স্রুতির্যাবই তাবদ্ গণ্ডূষধারণম্।
গণ্ডূষান্ সুস্থিতঃ কুর্য্যাৎ স্বিন্নভালগলাদিকঃ।
মনুষ্যাং স্ত্রীংস্তথা পঞ্চ সপ্তবা দোষনাশনাৎ।
চতুর্ব্বিধঃ স্যাদ্ গণ্ডূষঃ স্নেহনঃ শমনস্তথা।
শোধনো রোপণশ্চৈব কবলশ্চাপি তাদৃশঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণৈঃ স্নৈহিকো বাতে স্বাদুশীতৈঃ প্রসাদনঃ।
পিত্তে কটুম্ললবণৈরুক্ষৈঃ সংশোধনং কফে।
কষায়তিক্ত মধুরৈঃ কটূষ্ণো রোপণো ব্রণে।
দদ্যাদ্ দ্রবেষু চূর্ণঞ্চ গণ্ডূষে কোলমাত্রকম্।
কর্ষপ্রমাণঃ কল্কশ্চ কবলে দীয়তে বুধৈঃ।
ধার্য্যন্তে পঞ্চমাদ্ বর্ষাদ্ গণ্ডূষাঃ কবলাদয়ঃ।
ব্যাধেরপচয়স্তুষ্টির্বৈশদ্যং বক্ত্রলাঘবম্।
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসাদশ্চ গণ্ডূষে বিধৃতে ভবেৎ।
হরেদাস্যস্য বৈরস্যং শোষপাকং ব্রণং তৃষাম্।
দন্তচালঞ্চ গণ্ডূষো বৈশদ্যং তু করোতি হি।

অতঃপর গণ্ডূষ, কবল ও প্রতিসারণ বিধি লিখিত হইতেছে।

গণ্ডূষ ।

স্নেহপদার্থ, দুগ্ধ ও কষায়াদি দ্রব পদার্থ দ্বারা মুখ পরিপূর্ণ করিয়া থাকাকে গণ্ডূষ ধারণ কহা যায়। গণ্ডূষ ধারণ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ কফপরিপূর্ণ, দোষের ছেদ, বমনোদ্রেক এবং চক্ষু ও নাসিকা হইতে জলস্রাব না হয়, তাবৎ কাল ধারণ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। সুস্থির হইয়া গণ্ডূষ গ্রহণ করিবে এবং কপাল ও গলদেশ প্রভৃতিতে ঘর্ম্মোদ্রেক পর্য্যন্ত তাহা ধারণ করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ যাবৎ না দোষের নাশ হয়, তাবৎ তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার পর্য্যন্ত গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তব্য। গণ্ডূষ চারি প্রকার যথা,—স্নেহন, শমন, শোধন ও রোপন। কবলও ঐ চারি প্রকার। বাতাধিক্যে স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য দ্বারা স্নেহন গণ্ডূষ, পিত্তাধিক্যে স্বাদু ও শীতল দ্রব্য দ্বারা শমন গণ্ডূষ, কফাধিক্যে কটু, অম্ল ও লবণ রস, উষ্ণদ্রব্য দ্বারা শোধন গণ্ডূষ এবং ব্রণরোগে কষায়, তিক্ত, মধুর, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা রোপন গণ্ডূষ কর্ত্তব্য। গণ্ডূষার্থ দ্রবপদার্থে ১ এক তোলা চূর্ণ দ্রব্য প্রদেয় এবং কবলার্থ ২ দুই তোলা পরিমিত কল্ক ব্যবস্থেয়। পাঁচবৎসর বয়স হইতে গণ্ডূষ, কবলাদি ধারণীয়, তৎপূর্ব্বে ইহা নিষিদ্ধ। গণ্ডূষধারণ করিলে ব্যাধির প্রশমন, চিত্তের প্রসন্নতা, গ্লানিরাহিত্য, মুখের জড়তা নাশ ও ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতা উপস্থিত হয়। ইহার দ্বারা মুখের বিরসতা, শোষ, পাক ও ক্ষত এবং তৃষ্ণা ও চলদন্ততা নিবারণ হইয়া মুখ উত্তম পরিষ্কৃত হয়।

অথ কবলঃ ।

বাতপিত্তকফঘ্নস্য দ্রবস্য কবলং মুখে।
অর্দ্ধং নিক্ষিপ্য সংচর্ব্ব্য নিষ্ঠীবেৎ কবলে বিধিঃ॥
কবলঃ কুরুতে কাঙ্ক্ষাং ভক্ষ্যেষু হরতে কফম্।
তৃষ্ণাং শোষঞ্চ বৈরস্যং দন্তচালঞ্চ নাশয়েৎ॥

বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক দ্রব্য দ্বারা মুখের অর্দ্ধাংশ পূরিয়া তাহা চিবাইয়া ফেলিয়া দেওয়াকে কবলক্রিয়া কহা যায়, কবল ক্রিয়া দ্বারা অন্নে রুচি, কফ, ধ্বংস, তৃষ্ণাশান্তি, মুখশোষের প্রশমন মুখের বিরসতা নাশ ও চলদন্ততা নিবারণ হয়।

অথ প্রতিসারণম্ ।

দন্ত জিহ্বা মুখানাং যচ্চূর্ণ কল্কাবলেহকৈঃ।
শনৈর্ঘর্ষণমঙ্গুল্যা তদুক্তং প্রতিসারণম্॥
বৈরস্যং মুখদৌর্গন্ধ্যং মুখশোষং তথা তৃষাম্।
অরুচিং দন্তপীড়াঞ্চ নিহন্তি প্রতিসারণম্॥
হীনে জাড্যকফোৎক্লেশাবরস জ্ঞানমেব চ।
অতিযোগান্মুখে পাকঃ শোষস্তৃষ্ণা বমিঃ ক্লমঃ॥

দন্ত, জিহ্বা ও মুখে অঙ্গুলি দ্বারা চূর্ণ, কল্ক ও অবলেহ শনৈঃ শনৈঃ ঘর্ষণ করাকে প্রতিসারণ ক্রিয়া কহা যায়। প্রতিসারণ দ্বারা মুখের বৈরস্য, দৌর্গন্ধ্য, শোষ এবং তৃষ্ণা, অরুচি ও পীড়া নিবারণ হয়। প্রতিসারণক্রিয়া অসম্যক্রূপে কৃত অর্থাৎ হীন হইলে জড়তা, কফোৎক্লেশ ও স্বাদ গ্রহণ শক্তির অল্পতা হয়। অতিরিক্ত রূপে কৃত হইলে মুখপাক, মুখশোষ, তৃষ্ণা, বমি ও ক্লান্তি এই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে।

স্বেদবিধিঃ।

স্বেদস্তাপোপনাহোষ্ম দ্রবভেদাচ্চতুর্ব্বিধঃ।
তাপোঽগ্নিতপ্তবসন ফালহস্ততলাদিভিঃ॥
উপনাহো বচা কিণ্ব শতাহ্বা দেবদারুভিঃ।
ধান্যৈঃ সমস্তৈর্গন্ধৈশ্চ রাস্নৈরণ্ডজটামিষৈঃ॥
উদ্রিক্তলবণৈঃ স্নেহ চুক্রতক্র পয়ঃপ্লুতৈঃ।
কেবলে পবনে শ্লেষ্ম সংসৃষ্টে সুরসাদিভিঃ॥
পিত্তেন পদ্মকাদ্যৈশ্চ শাল্বনাখ্যৈঃ পুনঃ পুনঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণ বীর্য্যৈর্মৃদুভিশ্চর্ম্মপট্টৈরপূতিভিঃ॥
অলাভে বাতজিৎপত্র কৌশেয়াবিক শাটকৈঃ।
বন্ধং রাত্রৌ দিবা মুঞ্চেন্মুঞ্চেদ্রাত্রৌ দিবাকৃতম্।

অতঃপর স্বেদবিধি লিখিত হইতেছে। স্বেদ চারি প্রকার যথা,—তাপস্বেদ, উপনাহ, স্বেদ, উষ্মস্বেদ ও দ্রবস্বেদ। বস্ত্র, লৌহনির্ম্মিত ফাল ও হস্ততল প্রভৃতি অগ্নিতপ্ত করিয়া তাপপ্রদান করাকে তাপস্বেদ বলা যায়।

উপনাহস্বেদঃ।

বচ, সুরাবীজ, শুল্ফা, দেবদারু, ধান্য, সমস্ত গন্ধবর্গ, রাস্না, এরণ্ডমূল, জটামাংসী ও আনূপমাংস এই সমুদায় দ্রব্য অধিক পরিমাণে লবণ সংযুক্ত এবং স্নেহ, চুক্র, তক্র ও দুগ্ধপ্লুত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করা যায়, এই স্বেদ কেবল বায়ুজ রোগে, বাতশ্লৈষ্মিক রোগে, সুরসাদি গণোক্ত দ্রব্য সমূহ দ্বারা এবং পিত্তসংসৃষ্ট বায়ুতে পদ্ম ও পুণ্ড্র-কাদি দ্বারা উপনাহ স্বেদ কর্ত্তব্য। এই তিন প্রকার উপনাহ স্বেদকে শাল্বন স্বেদ বলা যায়। স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, মৃদু ও দৌর্গন্ধরহিত চর্ম্মপট্ট অথবা তাহার অভাবে এরণ্ডপত্র, পট্টবস্ত্র ও মেষলোমজ বস্ত্র (কম্বলাদি) দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রলিপ্ত দ্রব্যাদি বান্ধিয়া রাখিবে। রাত্রিতে বন্ধন করিলে দিবসে এবং দিবসে বন্ধন করিলে রাত্রিতে তাহা খুলিয়া ফেলিবে।

উষ্মা তুৎকারিকা লোষ্ট্রকপালোপল পাংশুভিঃ।
পত্রভঙ্গেন ধান্যেন করীষসিকতা তুষৈঃ॥
অনেকোপায়সন্তপ্তৈঃ প্রয়োজ্যা দেশকালতঃ॥

উষ্ম স্বেদ—উৎকারিকা (যব, তিল, মাষকলায়, মসিনা ও এরণ্ডবীজ প্রভৃতি দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া কাইয়ের মত করিলে তাহাকে উৎকারিকা কহা যায়), লোষ্ট্র, খাপ্‌রা প্রস্তর খণ্ড, ধূলি, পত্রভঙ্গ (তুচ্ছ ধান্য, আগড়া), ধান্য, শুষ্ক গোময়, বালি, তুষ এই সকল দ্রব্য বিবিধ উপায় দ্বারা সন্তপ্ত করিয়া দেশ ও কালানুসারে স্বেদ প্রদান করাকে উষ্ম স্বেদ বলা যায়।

অথবা বাতনির্ন্নাশি দ্রব্য ক্বাথ রসাদিভিঃ।
উষ্ণৈর্ঘটং পূরয়িত্বা পার্শ্বে ছিদ্রং বিধায় চ॥
বিমুভ্যাসঃ ত্রিখণ্ডাঞ্চ ধাতুজাং কাষ্ঠজামুত।
ষড়ঙ্গুলাস্যাং গোপুচ্ছাং নাড়ীংযুঞ্জ্যাদ্ বিতস্তিকাম্॥
সুখোপবিষ্টঃ স্বভ্যক্তং গুরুপ্রাবরণাবৃতম্।
হস্তিশুণ্ডিকয়া নাড্যা স্বেদয়েদ্ বাতরোগিণম্॥

আর এক প্রকার উষ্ম স্বেদের বিষয় লিখিত হইতেছে, ইহা এক্ষণকার প্রচলিত ভাপ্‌রার স্বরূপ। যথা—বাতহর দ্রব্যের উষ্ণক্বাথ বা রসাদি দ্বারা কোন কলস পরিপূর্ণ ও উহার মুখ আবৃত করিয়া পার্শ্বে একটী ছিদ্র রাখিয়া ঐ ছিদ্রে একটী নল সংবদ্ধ করিবে। ঐ নল কোন ধাতু বা কাষ্ঠে নির্ম্মিত করিবে। নলের মুখভাগ ৬ অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং উহা গোপুচ্ছের ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। স্বেদ কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ নলটী তিনখণ্ডে বিভক্ত করা যায়, সমুদায়ের দৈর্ঘ্য সমষ্টি ২ হস্ত। এই নলের নাম হস্তিশুণ্ডিকা। বাত-

রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তৈলাদি মর্দ্দন ও একখানি শুক্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া একখানি চৌকী বা অপর কোন উচ্চ আসনে বসাইবে এবং উল্লিখিত হস্তিশুণ্ডিকা নাড়ী দিয়া কলসস্থ দ্রব পদার্থের বাষ্প তাহার দেহে লাগাইবে ।

দ্রবস্বেদস্তু বাতঘ্ন দ্রব্যক্বাথেন পূরিতে ।
কটাহে কোষ্ঠকে বাপি সুপবিষ্টোঽবগাহয়েৎ ।
সৌবর্ণং রাজতং বাপি তাম্রং লৌহঞ্চ দারুজম্‌ ।
কোষ্ঠকং তত্র কুর্ব্বীতোচ্ছ্রায়ে ষড়্‌বিংশদঙ্গুলম্‌ ।
আয়ামে বা তদেব স্যাচ্চতুষ্কোণন্তু চিক্কণম্‌ ॥
পক্ষান্তরমাহ ।
নাভেঃ ষড়ঙ্গুলং যাবন্মগ্নং ক্বাথস্য ধারয়া ।
কোষ্ণয়া স্কন্ধয়োঃ সিক্তস্তিষ্ঠেৎ স্নিগ্ধতনুর্নরঃ ॥

অয়মর্থঃ। প্রথমতো বাতঘ্ন দ্রব্যক্বাথেন কণ্ঠপূরিতে কোষ্ঠকে কটাহে বা সুপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ। অথবা নাভেঃ ষড়ঙ্গুল মূর্দ্ধং যাবৎ ক্বাথে মগ্ন উপবিষ্টঃ। পশ্চাৎ ক্বাথস্য ধারয়া স্কন্ধয়োঃ সিচ্যমানস্তিষ্ঠেৎ। যাবৎ কোষ্ঠকং পরিপূর্ণং ভবতীত্যর্থঃ।

এক্ষণে দ্রবস্বেদের বিষয় লিখিত হইতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ অথবা কাষ্ঠনির্ম্মিত কোষ্ঠকে কিংবা বৃহৎ কটাহে বাতঘ্ন দ্রব্যের ক্বাথ পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত মগ্ন করিয়া উপবিষ্ট থাকাকে দ্রবস্বেদ কহা যায়। উল্লিখিত কোষ্ঠক দীর্ঘ, প্রস্থ, ঊর্দ্ধ সকল দিকেই ২৬ অঙ্গুলি পরিমিত হওয়া আবশ্যক। এই স্বেদ আর এক প্রকারে গৃহীত হইয়া থাকে। যথা—প্রথমতঃ স্নিগ্ধদেহ হইয়া নাভির ঊর্দ্ধ ৬ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত মগ্ন করিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, পরে অপর এক জন তাহার স্কন্ধদেশে ঈষদুষ্ণ ক্বাথের ধারা ঢালিবে, কোষ্ঠক পরিপূরণ পর্য্যন্ত ধারাপাতন কর্ত্তব্য। সামান্য কথায় ইহাকে টবে বসান বলে।

যে যে রোগে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অবগাহ স্বেদ প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা লিখিত হইতেছে।

তৈলের বা দ্রবৈঃ পূর্ণং কুণ্ডং সর্ব্বাঙ্গগেঽনিলে।
অবগাহ্যাতুরস্তিষ্ঠেদর্শঃ কৃচ্ছ্রাদি রুক্ষু চ ।
মুহূর্ত্তৈকং সমারভ্য যাবৎ স্যাত্তচ্চতুষ্টয়ম্‌ ।
তাবৎ তদবগাহেত যাবদারোগ্যনিশ্চয়ঃ ।

সার্ব্বাঙ্গিক বাতরোগে, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়ায় পূর্ব্বোক্ত বাতহর দ্রব্যের ক্বাথে অবগাহন কর্ত্তব্য। এক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অথবা বেদনা শান্তি পর্য্যন্ত অবগাহনের কাল।

দ্রবস্বেদভেদং পরীষেকমাহ। যথা—
শিগ্রুবারুণকৈরণ্ড করঞ্জ সুরসার্জ্জকাং।
শিরীষবাসা বংশার্কমালতীদীর্ঘবৃন্তকঃ ॥
পত্রসংস্বৈর্বচাদ্যৈশ্চ মাংসৈশ্চানূপবারিজৈঃ।
দশমূলেন চ পৃথক্‌ সহিতৈর্বা যথামলম্‌ ॥
স্নেহবদ্ভি সুরাশুক্ত বারিক্ষীরাদিসাধিতৈঃ।
কুম্ভীর্গলন্তীর্নাড়ীর্বা পূরয়িত্বা রুজার্দ্দিতম্‌ ।
বস্ত্রাবচ্ছাদিতং গাত্রং স্নিগ্ধং সিঞ্চেদ্‌ যথাসুখম্‌ ॥

অতঃপর দ্রবস্বেদ বিশেষ পরীষেক স্বেদবিধি লিখিত হইতেছে। যথা—সজিনা, বরুণ, এরণ্ড, করঞ্জা, তুলসী, বাবুইতুলসী, শিরীষ, বাসক, বাঁশ, আকন্দ, মালতী ও শোনা ইহাদের পত্র, বচাদি গণোক্ত দ্রব্যসমূহ, আনূপ ও জলচর জন্তুর মাংস এবং দশমূল এই উল্লিখিত দ্রব্যগণের সমুদায় অথবা যাহা যাহা পাওয়া যায়, তৎসমস্ত দোষানুসারে সুরা, সুক্ত, জল অথবা দুগ্ধাদি দ্বারা পাক করিয়া ও ঘৃত বা অন্য কোন স্নেহ পদার্থের সহিত সংযুক্ত করিয়া স্বেদ প্রদান করা যায়। স্বেদ প্রদানের নিয়ম এই, যথা—প্রথমতঃ রুগ্ন স্থানে বাতঘ্ন স্নেহ পদার্থ মাখাইয়া তাহার উপরি বস্ত্র

খণ্ড আচ্ছাদন দিবে। পরে প্রস্তুত দ্রব পদার্থে স্থালী, কুঁজা অথবা বংশাদি নির্ম্মিত নল পূর্ণ করিয়া সুখানুসারে ঐ আচ্ছাদন বস্ত্রের উপরি তাহা ক্রমশঃ ঢালিবে।

চীরমৌর্ণং বা কার্পাসং তীব্রোষ্ণে সলিলে ক্ষিপেৎ।
নিষ্কাশ্য সলিলং রোগভুবং সংস্বেদয়েদ্ ভিষক্।
আধ্মানে চামবাতে চ স্বেদ এষ প্রশস্যতে॥

উর্ণা বা কার্পাসজাত বস্ত্র খণ্ড অত্যুষ্ণ জলে সিক্ত করিয়া পরে ঐ জল নিঙ্ড়াইয়া ফেলিয়া তদ্দ্বারা পীড়িত স্থানে স্বেদ দেওয়া যায়। উদরাধ্মান ও আমবাত প্রভৃতি রোগে এই স্বেদ বিশেষ উপকারী। এইরূপ স্বেদ ডাক্তারিমতের ফোমেণ্টের স্বরূপ।

নিবাতেঽন্তর্বহিঃ স্নিগ্ধো জীর্ণান্নঃ স্বেদমাচরেৎ।
ব্যাধিব্যাধিত দেশর্ত্তু বশান্মধ্যবরাবরম্॥
কফার্ত্তো রূক্ষণং রূক্ষো রূক্ষস্নিগ্ধং কফানিলে।
আমাশয়গতে বায়ৌ কফে পক্বাশয়াশ্রিতে॥
রূক্ষপূর্ব্বং তথা স্নেহ পূর্ব্বং স্থানানুরোধতঃ।
অল্পং বঙ্ক্ষণয়োঃ স্বল্পং দৃঙ্মুষ্কহৃদয়েন বা॥

নির্ব্বাত স্থানে অন্তর্বহিঃ স্নিগ্ধ হইয়া অর্থাৎ ঘৃতাদি পান ও তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্ব দিবস ভুক্ত অন্নের পরিপাক হইলে স্বেদগ্রহণ কর্ত্তব্য। ব্যাধি, ব্যাধিত ব্যক্তি, দেশ ও ঋতু অনুসারে অধিক মধ্যম বা অল্প স্বেদ প্রয়োজ্য। শ্লৈষ্মিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রথমতঃ রূক্ষদ্রব্য সেবন করিয়া রূক্ষস্বেদ এবং বাতশ্লৈষ্মিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি রূক্ষ স্নিগ্ধ স্বেদ গ্রহণ করিবে। বায়ু আমাশয় গত হইলে প্রথমত রূক্ষ স্বেদ, পরে স্নিগ্ধ স্বেদ এবং কফ পক্বাশয় গত হইলে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ স্বেদ, পশ্চাৎ রূক্ষ স্বেদ ব্যবস্থেয়। বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি) দ্বয়ে অল্প পরিমাণে স্বেদ প্রয়োজ্য এবং চক্ষুঃ, অণ্ডকোষ ও হৃদয়ে নিতান্ত অল্প পরিমাণে দেওয়া অথবা একেবারে না দেওয়াই ভাল।

পিত্তাস্রকোপতৃণ্মূর্চ্ছাস্বরাঙ্গ সদনভ্রমাঃ।
সন্ধিপীড়া জ্বরঃ শ্যাবরক্তমণ্ডল দর্শনম্॥
স্বেদাতিযোগাচ্ছর্দ্দিশ্চ তত্র স্তম্ভনমৌষধম্।
স্বেদনং গুরুতীক্ষ্ণোষ্ণং প্রায়ঃ স্তম্ভনমন্যথা॥
প্রায়স্তিক্তং কষায়ঞ্চ মধুরঞ্চ সমাসতঃ॥

স্বেদ ক্রিয়া পরিমাণাতিরিক্ত হইলে রক্তপিত্তের প্রকোপ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, স্বরভঙ্গ, অঙ্গের অবসন্নতা, ভ্রম, সন্ধিপীড়া, জ্বর এবং গাত্রে শ্যাব ও রক্তবর্ণ চক্রাকৃতি চিহ্নের উৎপত্তি এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় স্তম্ভন ঔষধ প্রয়োজ্য। গুরু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য স্বেদ কারক, ইহার বিপরীত অর্থাৎ লঘু, মৃদু ও শীতবীর্য্য দ্রব্য স্তম্ভন। প্রায় তিক্ত, কষায় ও মধুর দ্রব্য সমস্তই স্তম্ভন জানিবে।

ন স্বেদয়েদতিস্থূল রূক্ষ দুর্ব্বল মূর্চ্ছিতান্।
স্তম্ভনীয়ক্ষতক্ষীণ ক্ষাম মদ্যবিকারিণঃ।
তিমিরোদরবীসর্প কুষ্ঠশোষাঢ্য রোগিণঃ।
পীতদুগ্ধদধিস্নেহমধূন্ কৃতবিরেচনান্॥
ভ্রষ্টদগ্ধগুদগ্লানি ক্রোধশোক ভয়ার্দ্দিতান্।
ক্ষুত্তৃষ্ণাকামলাপাণ্ডুমেহিনঃ পিত্তপীড়িতান্॥
গর্ভিণীং পুষ্পিতাং সূতাং মৃদুবাত্যয়িকে গদে॥

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের স্বেদক্রিয়া নিষিদ্ধ। যথা অতিস্থূল, রূক্ষ, দুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, স্তম্ভনীয় অর্থাৎ (অতিসার ও বমি প্রভৃতি দ্বারা প্রপীড়িত), উরঃক্ষত রোগী, কৃশ, মদাত্যয় রোগী এবং তিমির, উদরী, বীসর্প, কুষ্ঠ, শোষ ও আঢ্যরোগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি, যাহারা দুগ্ধ, দধি, স্নেহ পদার্থ বা মধু পান করিয়াছে, যাহাদের বিরেচন করান হইয়াছে,

যাহাদের গুহ্যদেশ ভ্রষ্ট বা ক্ষারাদি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, গ্লানি, ক্রোধ, শোক বা ভয় পীড়িত ব্যক্তি, ক্ষুধিত, তৃষ্ণার্ত্ত এবং কামলা, পাণ্ডু বা মেহরোগগ্রস্ত ব্যক্তি, পিত্তাধিক্য যুক্ত, গর্ভিণী, রজস্বলা ও প্রসূতা। ইহাদের স্বেদ ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইলেও সঙ্কট পীড়ায় মৃদু স্বেদ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় হিক্কাধ্মান বিবদ্ধিষু।
স্বরভেদানিলব্যাধি শ্লেষ্মামস্তম্ভগৌরবে॥
মহস্থে মুষ্কয়োঃ খব্যামাদ্যামে বাতকণ্টকে।
মূত্রকৃচ্ছ্রার্ব্বুদগ্রন্থি শুক্রাঘাতাঢ্যমারুতে॥
কর্ণনাসা শিরঃকোষ্ঠ জঙ্ঘাপাদোরুরুক্ষু চ।
স্বেদং যথাযথং কুর্য্যাৎ তদৌষধ বিভাগতঃ॥

শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, হিক্কা, আধ্মান, আনাহ, স্বরভঙ্গ, বাতব্যাধি, কফাধিক্য, আমসঞ্চয়, স্তব্ধতা, শরীরের গুরুতা, মুষ্কদ্বয়ের মহত্ত্ব, (কুবণ্ডাদি) খল্লী, (খালিধরা) আঢ্যাম, (বাতরোগ বিশেষ) বাতকণ্টক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, শুক্রাঘাত, (শুক্র স্রাবের অবরোধ) উরুস্তম্ভ এবং কর্ণ, নাসিকা, মস্তক, কোষ্ঠ, জঙ্ঘা, পাদ ও উরুর পীড়া এই সকল স্থলে স্বেদক্রিয়া কর্ত্তব্য। উল্লিখিত পীড়া সমস্তের মধ্যে যে যে পীড়ার যে যে ঔষধ বিহিত, সেই সেই ঔষধ দ্রব্য দ্বারা নিয়মিতরূপে স্বেদ প্রদান করিবে।

স্বেদো হিতস্ত্বনাগ্নেয়ো বাতে মেদঃকফাবৃতে।
নির্বাতং গৃহমায়াসো গুরু প্রাবরণং ভয়ম্।
উপনাহাহবক্রোধভূরিপানং ক্ষুধাতপঃ॥

বায়ু, মেদঃ ও কফদ্বারা আবৃত হইলে অনাগ্নেয় স্বেদ ব্যবস্থা করিবে। নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, পরিশ্রম, গুরুবস্ত্র ধারণ, ভয়, উপনাহ (পিষ্ট উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের প্রলেপ দিয়া চর্ম্মপট্টাদি দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখা) আহব (যুদ্ধ, হাঙ্গামা প্রভৃতি) ক্রোধ অধিক পরিমাণে তীব্র মদ্যপান, ক্ষুধা ও রৌদ্র এই সকল দ্বারা স্বেদ প্রদান করাকে অনাগ্নেয় স্বেদ কহে।

কৃত্বা তূলময়ং চক্রং ক্ষোদান্ কর্পূরসম্ভবান্।
নিক্ষিপ্য তূলচক্রেণ চান্যেন চ্ছাদয়েদ্ধি তৎ॥
বধ্নীয়াদ্ বেদনা ভূমিং তচ্চাত্রযুগলেন চ।
আমবাতে বিশেষেণ স্বেদ এষ সুখাবহঃ॥

একখানি তূলার চক্র অর্থাৎ রুটী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কতকগুলি কর্পূরের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া উহার উপর আর একখানি তূলার চক্র আচ্ছাদন দিবে। এই মিলিত চক্রদ্বয় রোগ স্থানে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। আমবাত রোগে এই স্বেদ দ্বারা বিস্তর উপকার সম্ভাবনা।

শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরব নিগ্রহে।
দীপ্তেঽগ্নৌ মার্দ্দবে জাতে স্বেদনাদ্ বিরতির্মতা॥

শীত, শূল, স্তম্ভ ও গুরুতা অপনীত, অগ্নি প্রদীপ্ত ও দেহের মৃদুতা উৎপন্ন হইলে স্বেদক্রিয়া রহিত করিবে।

স্নেহক্লিন্নাঃ কোষ্ঠগা ধাতুগা বা
স্রোতোলীনা যে চ শাখাস্থি সংস্থাঃ।
দোষাঃ স্বেদৈস্তে দ্রবীকৃত্য কোষ্ঠং
নীতাঃ সম্যক্ শুদ্ধিভির্নির্হ্রিয়ন্তে॥

কোষ্ঠ, ধাতু, স্রোত, শাখা ও অস্থিসংশ্রিত দোষ সমস্ত প্রথমে স্নেহ সেবন দ্বারা ক্লেদ ভাব প্রাপ্ত ও পরে স্বেদক্রিয়া দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া থাকে। এই দ্রবীভূত দোষ, বমনাদি শুদ্ধিক্রিয়া দ্বারা দেহ হইতে সম্যক্ প্রকারে নিঃসারিত হইয়া যায়।

অথ কর্ণবিধিঃ।

স্বেদয়েৎ কর্ণদেশন্তু কিঞ্চিদ্বৈ পার্শ্বশায়িনঃ।
মূত্রৈঃ স্নেহৈঃ রসৈরুষ্ণৈঃ শ্রোত্ররন্ধ্রং প্রপূরয়েৎ॥
কর্ণঞ্চ পূরিতং রক্ষেচ্ছতং পঞ্চশতানি বা।
সহস্রং বাপি মাত্রাণাং শ্রোত্রকণ্ঠশিরোগদে॥
মূত্রাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভোজনাৎ প্রাক্ প্রশস্যতে।
তৈলাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভাস্করেঽস্তমুপাগতে॥

কর্ণদেশে স্বেদ প্রদান করিতে হইলে রোগীকে কিঞ্চিৎ পার্শ্বশায়ী করিয়া মূত্র, স্নেহ বা রস উষ্ণ করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিবে। ১০০ টী, ৫০০ টী অথবা ১০০০ টী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, দোষানুসারে বিবেচনা করিয়া তাবৎকাল রোগীকে উক্ত মূত্রাদি কর্ণে রাখিতে কহিবে, পরে তাহা বহিষ্কৃত করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কর্ণ, কণ্ঠ বা মস্তক সম্বন্ধীয় রোগে এইরূপ স্বেদক্রিয়া কর্ত্তব্য। মূত্রাদি দ্বারা কর্ণপূরণ করিতে হইলে আহারের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য এবং তৈলাদি দ্বারা পূরণ, সূর্য্য অস্তগত হইবার পর প্রশস্ত।

কর্ণশূলাকুলে কোষ্ণং বস্তমূত্রং সসৈন্ধবম্।
নিক্ষিপেত্তেন শাম্যন্তি শূলপাকাদিকা রুজঃ॥
শৃঙ্গবেরঞ্চ মধুকং সৈন্ধবং তৈলমেব চ।
কটূষ্ণং কর্ণয়োর্দেয়মেতৎ স্যাদ্ বেদনাপহম্॥
পীতার্কপত্রমাজ্যেন লিপ্তং বহ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
তদ্রসঃ শ্রবণে ক্ষিপ্তঃ কর্ণশূলহরঃ পরঃ॥

প্রবল কর্ণশূল উপস্থিত হইলে ছাগমূত্র ঈষদুষ্ণ ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া কর্ণে পূরণ করিবে। ইহার দ্বারা শূল ও পাকাদি নিবারণ হয়। আদা, মধু, সৈন্ধবলবণ ও তিলতৈল একত্র পিষ্ট ও ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রলেপ দিলে অথবা তাহার রস কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের বেদনা নিবারণ হয়। আকন্দের যে পত্র পাকিয়া পীতবর্ণ হয়, তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে তপ্ত করিয়া উহার রস নিপীড়ন করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়। ইহা কর্ণশূল নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়।

অথ লেপবিধিঃ।

আলেপস্য তু নামানি লেপো লেপনলিপ্তকৌ।
দোষঘ্নো বিষহা বর্ণ্যঃ স চ লেপস্ত্রিধা মতঃ॥
ত্রিপ্রমাণশ্চতুর্ভাগস্ত্রিভাগোঽর্দ্ধাঙ্গুলোন্নতঃ।
আর্দ্রো ব্যাধিহরঃ স স্যাচ্ছুষ্কো দূষয়তি চ্ছবিম্॥

লেপ, লেপন, লিপ্তক, আলেপ এই গুলি প্রলেপ বাচক শব্দ। লেপ ত্রিবিধ যথা—দোষঘ্ন, বিষহা ও বর্ণ্য। প্রলেপের স্থূলতা তিন প্রকার, যথা—কোথাও এক অঙ্গুলির চতুর্থাংশ, কোথাও তৃতীয়াংশ এবং কোথাও বা অর্দ্ধাংশ পরিমিত পুরু প্রলেপ দেওয়া যায়। আর্দ্র-প্রলেপ ব্যাধি নাশক, শুষ্ক প্রলেপ ধারণ করিলে ত্বক বিবর্ণ হয়।

দোষঘ্নো লেপো যথা—
শোথঘ্নী দারুসিদ্ধার্থ শুণ্ঠী শোভাঞ্জনত্বচাম্।
আরনালেন পিষ্টানাং প্রলেপঃ সর্ব্বশোথহা॥
শিরীষমধুযষ্টী চ তগরং রক্তচন্দনম্।
এলা মাংসী নিশাযুগ্মং কুষ্ঠং বালকমেব চ॥
ইতি সংচূর্ণ্য লেপোঽয়ং পঞ্চমাংশঘৃতপ্লুতঃ।
জলেন ক্রিয়তে সদ্ভির্দশাঙ্গ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥
বিসর্পঞ্চ বিষস্ফোটান্ শোথদুষ্টব্রণান্ জয়েৎ॥

নিম্নে দুইটী দোষঘ্ন প্রলেপ লিখিত হইতেছে। যথা—পুনর্নবা, দেবদারু, শ্বেতসর্ষপ, শুঁঠ ও সজিনাছাল এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার শোথ শুষ্ক হয়।

শিরীষছাল, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত পঞ্চমাংশ ঘৃত মিশ্রিত ও কিঞ্চিৎ জল সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে বিসর্প, বিস্ফোটক, শোথ ও দুষ্টব্রণ প্রশমিত হয়। ইহাকে দশাঙ্গ প্রলেপ বলে।

বিষঘ্নো লেপো যথা—
অজাদুগ্ধ তিলৈর্লেপো নবনীতেন স যুতঃ।
শোথমারুষ্করং হন্তি লেপো বা কৃষ্ণমৃত্তিকঃ।

একটী বিষঘ্ন প্রলেপ লিখিত হইতেছে। যথা—ছাগদুগ্ধ, তিল ও নবনীত এই তিন দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভল্লাতক (ভেলা) সংযোগ জাত শোথের প্রশম হয়।

বর্ণ্যো লেপো যথা—
রক্তচন্দন মঞ্জিষ্ঠা লোধ্র কুষ্ঠ প্রিয়ঙ্গবঃ।
বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদাঃ।

বর্ণজনক প্রলেপ। যথা—রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর ও মসূরকলায় এই সমুদায় জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ (মেচেতা) নিবারণ হইয়া মুখকান্তি উজ্জ্বলতর হয়।

অথলেপবিধিশ্চৈব প্রোচ্যতে শুশ্রুসম্মতঃ।
আলেপশ্চ প্রদেহশ্চ দ্বৌ ভেদৌ তস্য ভাষিতৌ।
চর্ম্মার্দ্রং মাহিষং যদ্বৎ প্রোচ্যতে সংমিতস্তয়োঃ।
শীতস্তনুর্বিশোষী চ প্রলেপঃ পিত্তহৃন্মতঃ।
আর্দ্রো ঘনস্তথোষ্ণঃ স্যাৎ প্রদেহঃ শ্লেষ্মবাতহা।
ন রাত্রৌ লেপনং কুর্য্যাচ্ছুষ্যমাণং ন ধারয়েৎ।
শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি।
তমসা পিহিতো হ্যূষ্মা লোমকূপমুখে স্থিতঃ।
বিনা লেপেন নির্যাতি ন রাত্রৌ লেপয়েদতঃ।
রাত্রাবপি প্রলেপাদির্ব্রণে দেয়ো বিচক্ষণৈঃ।
অপাকিক্ষতিগম্ভীরে রক্তশ্লেষ্ম সমুদ্ভবে।

লেপো যথা—
মধুকং চন্দনং মূর্ব্বা নলমূলঞ্চ পর্পটম্।
উশীরং বালকং পদ্মং প্রলেপঃ পিত্তশোথহৃৎ।

প্রদেহো যথা—
বীজপূরজটাহিংস্রা দেবদারু মহৌষধম্।
রাস্নারণিঃ প্রদেহোঽয়ং বাতশোথবিনাশনঃ।
কৃষ্ণাপুরাণপিণ্যাক শিগ্রুত্বক্ সিকতাশিরাঃ।
গোমূত্রপিষ্টঃ কোষ্ণোঽয়ং প্রদেহঃ শ্লেষ্মশোথহা।

অতঃপর প্রলেপ প্রদানের নিয়মাদি লিখিত হইতেছে। প্রলেপ দুই প্রকার যথা—আলেপ ও প্রদেহ। আর্দ্র মহিষ চর্ম্মবৎ শীতল ও শোষণ গুণ বিশিষ্ট প্রলেপকে আলেপ কহে। ইহা পিত্তনাশক এবং আর্দ্র, ঘন ও উষ্ণ প্রলেপকে প্রদেহ কহা যায়, ইহা বাতশ্লেষ্ম নাশক। রাত্রিতে প্রলেপ প্রদান নিষিদ্ধ এবং উহা শুষ্ক হইলে আর ধারণ করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু পূয়াদি নিঃসারণার্থ প্রদত্ত প্রলেপ শুষ্ক হইবার পরও ধারণ করা বিহিত। রাত্রিকালীন-অন্ধকারে আবৃত, লোমকূপে মুখভাগে অবস্থিত উষ্মা বিনা প্রলেপেই নির্গত হইয়া যায় এই জন্য রাত্রিতে প্রলেপ কার্য্য নিষিদ্ধ। কিন্তু যে ব্রণ সহজে পাকে না, এরূপ গম্ভীর ও কফ রক্তজ ব্রণে রাত্রিতেও প্রলেপ দেওয়া ব্যবস্থেয়।

আলেপ যথা—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল, নলমূল, ক্ষেতপাপড়া, বেণারমূল, বালা ও পদ্মমূল এই সমুদায় পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পৈত্তিক শোথ নষ্ট হয়।

প্রদেহ যথা—টাবালেবুর মূল, কুলেখাড়া, দেবদারু, শুঁঠ, রাস্না ও গণিয়ারীছাল এই সমুদায় বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতশোথ নিবারণ

হয়। পিঁপুল, পুরাতন তিলকল্ক, সজিনা-ছাল, চিনি ও হরীতকী এই সমুদায় গোমূত্রের সহিত বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফজ শোথ নিবারণ হয়।

অথ নেত্রপ্রসাদনকর্ম্মাণি।

সেক আশ্চ্যোতনং পিণ্ডী বিড়ালস্তর্পণং তথা।
পুটপাকোঽঞ্জনঞ্চেতি কৃত্বা নেত্রমুপাচরেৎ ॥

নেত্র প্রসাদন কর্ম্ম সাত প্রকার যথা সেক, আশ্চ্যোতন, পিণ্ডী, বিড়াল, তর্পণ, পুটপাক ও অঞ্জন।

তত্র সেকবিধিঃ।

সেকস্তু সূক্ষ্মধারাভিঃ সর্ব্বস্মিন্ নয়নে হিতঃ।
মীলিতাক্ষস্য মর্ত্ত্যস্য প্রদেয়শ্চতুরঙ্গুলঃ ॥
স সস্নেহো ভবেদ্ বাতে পিত্তে রক্তে চ রোপণঃ।
লেখনস্তু কফে কার্য্যস্তস্য মাত্রা বিধীয়তে ॥
ষড়্ভির্বাচাং শতৈঃ স্নেহে চতুর্ভিশ্চৈব রোপণে।
তৈস্ত্রিভির্লেখনে কার্য্যঃ সেকো নেত্রপ্রসাদনে ॥
নিমেষোন্মেষণং পুংসামঙ্গুল্যা ছোটিকাথবা।
গুর্ব্বক্ষরোচ্চারণং বা বাঙ্মাত্রেয়ং স্মৃতা বুধৈঃ ॥
সেকস্তু দিবসে কার্য্যো রাত্রৌ চাত্যন্তিকে গদে।
এরণ্ডস্য দলৈঃ পিষ্টৈঃ পক্কমাজং পয়ো হিতম্ ॥
সুখোষ্ণং নেত্রয়োরস্তঃ সিক্তং বাতার্ত্তিনাশনম্ ॥

নিমীলিত নেত্রের উপরি চারি অঙ্গুলি ব্যাপিয়া দ্রবপদার্থে সূক্ষ্ম ধারা পাতনকে সেক কহে। বায়ুজন্য নেত্ররোগে সস্নেহ সেক, পিত্তজ ও রক্তজ পীড়ায় রোপণ সেক এবং কফজ পীড়ায় লেখন সেক ব্যবস্থেয়। ছয় শত গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, সস্নেহ সেক প্রদান ততকাল ব্যাপিয়া করিতে হইবে, লেখন সেকের কাল চারি শত মাত্রা অর্থাৎ চারিশত গুরুবর্ণ উচ্চারণ যোগ্য কাল এবং লেখন সেকের কাল তিনশত মাত্রা। নিমেষ ও উন্মেষণ করিতে যত-সময় লাগে, অঙ্গুলির দ্বারা টুসী দিতে যত সময় লাগে, অথবা একটী গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহার নাম মাত্রা। কাল বাচনার্থ যে যে স্থলে মাত্রা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বা হইবে সেই সর্ব্বত্রই ইহার উল্লিখিত পরিমাণ বুঝিতে হইবে। সেককার্য্য দিবসে কর্ত্তব্য কিন্তু পীড়া অত্যন্ত কঠিন হইলে আবশ্যকতানুসারে রাত্রিতেও বিধেয়। পিষ্ট এরণ্ডপত্রের সহিত ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় নেত্রের ভিতর সেচন করিলে বায়ুজ নেত্র বেদনা নিবারণ হয়।

অথাশ্চ্যোতনবিধিঃ।

ক্বাথক্ষৌদ্রাসবস্নেহ বিন্দূনাং যত্তু পাতনম্।
দ্ব্যঙ্গুলোন্মীলিতে নেত্রে প্রোক্তমাশ্চ্যোতনংহিতৎ ॥
বিন্দবোঽষ্টৌ লেখনেষু রোপণে দশ বিন্দবঃ।
স্নেহান্তে দ্বাদশ প্রোক্তাঃ শীতলে কোষ্ণরূপিণঃ ॥
উষ্ণে তু শীতরূপাঃ স্যুঃ সর্ব্বত্রৈবৈষ নিশ্চয়ঃ।
বাতে তিক্তং তথা স্নিগ্ধং পিত্তে মধুর শীতলম্ ॥
কফে তীক্ষ্ণোষ্ণ রূক্ষঞ্চ ক্রমাদাশ্চ্যোতনং হিতম্।
আশ্চ্যোতনানাং সর্ব্বেষাং মাত্রা স্যাদ্ বাক্-শতোন্মিতা ॥
ততঃপরং লোচনাভ্যাং ভেষজানামযোগতঃ।
আশ্চ্যোতনং ন কর্ত্তব্যং নিশায়াং কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥
তদ্যথা। বিল্বাদি পঞ্চমূলেন বৃহত্যেরণ্ড শিগ্রুভিঃ ॥
ক্বাথ আশ্চ্যোতনে কোষ্ণো বাতাভিষ্যন্দনাশনঃ ॥

পীড়িত নেত্র দুই অঙ্গুলি পরিমাণে উন্মীলিত করিয়া তন্মধ্যে ক্বাথ, মধু, আসব বা স্নেহ পদার্থের বিন্দু পাতন করাকে আশ্চ্যোতন ক্রিয়া কহা যায়। লেখন আশ্চ্যোতনে ৮ বিন্দু, রোপন আশ্চ্যো-তনে ১০ বিন্দু এবং স্নেহাশ্চ্যোতনে

১২ বিন্দু দ্রবপদার্থ প্রদেয়। শীতল নেত্রে ঈষদুষ্ণ আশ্চ্যোতন এবং উষ্ণ নেত্রে শীতল আশ্চ্যোতন ব্যবস্থেয়। সর্ব্বত্র এই বিধি জানিবে।

বাতিক পীড়ায় তিক্ত ও স্নিগ্ধ, পৈত্তিক পীড়ায় মধুর অথচ শীতল এবং কফজ পীড়ায় তিক্ত, উষ্ণ ও রূক্ষ আশ্চ্যোতন হিতকর। সকল প্রকার আশ্চ্যোতন ধারণের কাল একশতমাত্রা অর্থাৎ একশতটী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাবৎকাল উহা ধারণীয়। ইহা অপেক্ষা অধিক-কাল নেত্র মধ্যে ঔষধ ধারণীয় নহে। রাত্রিতে আশ্চ্যোতন ক্রিয়া সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। এস্থলে একটী আশ্চ্যোতন ক্বাথ লিখিত হইতেছে। যথা—বিল্বাদি পঞ্চমূল, বৃহতী, এরণ্ডমূল ও সজিনা ছাল ইহাদের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় নেত্রমধ্যে আশ্চ্যোতিত করিলে বাতাভি-ষ্যন্দ প্রশমিত হয়।

অথ পিণ্ডীবিধিঃ।

যুক্তভেসজ কল্কস্য পিণ্ডী চ কোলমাত্রয়া।
বস্ত্রখণ্ডেন সংবদ্ধা নেত্রেঽভিষ্যন্দ নাশিনী॥
স্নিগ্ধোষ্ণা পিণ্ডিকা বাতে পিত্তে সা শীতলা মতা।
রূক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মণি প্রোক্তা বিধিরুক্তো বুধৈরয়ম্॥
সা যথা। ধাত্রীবিরচিতা পিত্তে শিগ্রুপত্রকৃতা কফে।

এক তোলা পরিমিত উপযুক্ত ঔষধ কল্ক বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলী বান্ধিয়া চক্ষে বুলানর নাম পিণ্ডীক্রিয়া। ইহার দ্বারা অভিষ্যন্দ নিবারণ হয়। বাতিক পীড়ায় স্নিগ্ধোষ্ণ, পৈত্তিকে শীতল এবং শ্লৈষ্মিকে রূক্ষোষ্ণ পিণ্ডী ব্যবস্থেয়। যথা—পিত্তে আমলার ও শ্লেষ্মায় সজিনাপত্রের পিণ্ডী উপকারক।

অথ বিড়ালকবিধিঃ।

বিড়ালকো বহির্লেপো নেত্রে পক্ষ্মবিবর্জ্জিতঃ।
তস্য মাত্রা পরিজ্ঞেয়া মুখালেপ বিধানবৎ॥
যষ্টিগৈরিক সিন্ধুত্থ দার্ব্বী তার্ক্ষ্যৈঃ সমাংশকৈঃ।
জলপিষ্টৈর্বহির্লেপঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহঃ॥
অত্র প্রসঙ্গাৎ মুখলেপবিধিরুচ্যতে যথা—
অঙ্গুলস্য চতুর্থাংশো মুখলেপো বিধীয়তে।
মধ্যমস্তু ত্রিভাগঃ স্যাদুত্তমোঽর্দ্ধাঙ্গুলো ভবেৎ।
স্থিতিকালো ন শুষ্কত্বং শুষ্কো দূষয়তি ত্বচম্॥

নেত্রের বহির্ভাগে পক্ষ্ম (নেত্রলোম) পরিত্যাগ করিয়া প্রলেপ দেওয়াকে বিড়ালক ক্রিয়া কহা যায়। ইহার নিয়ম মুখলেপের ন্যায় অর্থাৎ মুখলেপ যেমন হীন, মধ্যম ও উত্তম ভেদে যথাক্রমে এক অঙ্গুলির চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ ও অর্দ্ধাংশ পুরু হইয়া থাকে এবং আদ্রাবস্থা পর্য্যন্ত উহা ধারণ করা যায় ও শুষ্ক হই-লেই তুলিয়া ফেলা যায়, ইহাও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। একটী বিড়ালক প্রলেপ লিখিত হইতেছে। যথা—যষ্টিমধু, গেরিমাটী, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা ও রসোত এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিয়া উত্তমরূপে প্রলেপ দিলে নানা প্রকার নেত্ররোগের শান্তি হয়।

অথ তর্পণবিধিঃ।

সংশুদ্ধদেহশিরসো জীর্ণান্নস্য শুভে দিনে।
পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নে বা কার্য্যমক্ষোশ্চ তর্পণম্।
বাতাতপরজোহীনে বেশ্মন্যুত্তানশায়িনঃ।
আধারৌ মাষচূর্ণেন ক্লিন্নেন পরিমণ্ডলৌ।
সমৌ দৃঢ়াবসংবাধৌ কর্ত্তব্যৌ নেত্রকোষয়োঃ।
পূরয়েদ্ ঘৃতমণ্ডেন বিলীনেন সুখোদকৈঃ।
নিমগ্নান্যক্ষিপক্ষ্মাদি যাবৎ স্যুস্তাবদেবহি।
পূরয়েন্মীলিতে নেত্রে তত উন্মীলয়েচ্ছনৈঃ।

ভিষগ্‌ভিরেব বিখ্যাতস্তর্পণস্তোদিতো বিধিঃ।
বিরুক্ষং পরিশুষ্কঞ্চ নেত্রং কুটীলমাবিলম্‌।
শীর্ণপক্ষ্ম শিরোৎপাত কৃচ্ছ্রোন্মীলন সংযুতম্‌।
তিমিরার্জ্জুন শুক্রাভিষ্যন্দাধিমন্থকৈঃ।
শুষ্কাক্ষিপাক শোথাভ্যাং যুতং বাতবিপর্য্যয়ৈঃ।
তন্নেত্রং তর্পয়েৎ সম্যঙ্‌ নেত্ররোগবিশারদঃ।
তর্পণং ধারয়েদ বর্ত্মরোগে বাচাং শতং বুধৈঃ।
স্বস্থে কফে সন্ধিরোগে বাচাং পঞ্চশতানি চ।
ষট্‌শতানি কফে কৃষ্ণারোগে সপ্তশতানি হি।
দৃষ্টিরোগে শতান্যষ্টাবধিমন্থে সহস্রকম্‌।
সহস্রং বাতরোগেষু ধার্য্যমেবহি তর্পণম্‌।
পূর্ণে চাপাঙ্গমার্গেণ স্রাবয়িত্বাক্ষি শোধয়েৎ।
স্বিন্নেন যবপিষ্টেন স্নেহবীর্য্যে রিতং ততঃ।
যথাস্বং ধূমপানেন কফমস্য বিরেচয়েৎ।
একাহং বা ত্র্যহং বাপি পঞ্চাহং তর্পণঞ্চরেৎ।
তর্পণে তৃপ্তিলিঙ্গানি নেত্রস্যেতানি লক্ষয়েৎ।
সুখস্বপ্নাববোধত্বং বৈশদ্যং নেত্রপাটবম্‌।
নির্বৃত্তির্ব্যাধিশান্তিশ্চ ক্রিয়া লাঘবমেব চ।
গুর্ব্বাবিলমতিস্নিগ্ধমশ্রুকণ্ডূপদেহবৎ।
যদক্ষোদযুতং নেত্রমতিতর্পিতমাদিশেৎ।
রুক্ষমাবিলমস্রাঢ্যমসহং রূপদর্শনে।
ব্যাধিবৃদ্ধিশ্চ তজ্জ্ঞেয়ং হীনতর্পিতমক্ষি চ।
অনয়োর্দোষ বাহুল্যাৎ প্রবর্ত্তেত চিকিৎসিতে।
রুক্ষস্নিগ্ধোপচারাভ্যামেতয়োঃ স্যাৎ প্রতিক্রিয়া।
দুর্দ্দিনাত্যুষ্ণ শীতেষু চিন্তায়াঃ স ভ্রমেষু চ।
অশান্তোপদ্রবে চাক্ষিতর্পণং ন প্রশস্যতে।

অতঃপর তর্পণবিধি লিখিত হইতেছে। প্রথমে তর্পণযোগ্য রোগীকে বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধদেহ এবং নস্য প্রদান দ্বারা শুদ্ধ-শিরাঃ করিয়া তাহার পূর্ব্ব দিবস ভুক্ত অন্নের পরিপাকান্তে তর্পণ ক্রিয়া করিবে, তর্পণক্রিয়া পূর্ব্বাহ্নে বা অপরাহ্নে কর্ত্তব্য।

কতকগুলি মাষকলাই চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা দৃঢ়রূপে দুইটী আধার নির্ম্মিত করিবে, ঐ আধার দ্বয় একত্র বদ্ধ ও নেত্রকোষ পরিমিত হওয়া আবশ্যক। ঐ আধার দ্বয়মধ্যে উষ্ণোদকে দ্রবীকৃত ঘৃতমণ্ড পূর্ণ করিবে। অনন্তর রোগীকে বায়ুপ্রবাহ, রৌদ্র ও ধূলি রহিত গৃহে উত্তানশায়ী করিয়া নেত্র নিমীলিত করিতে বলিবে। ঐরূপ করিলে পর উল্লিখিত মাষাধার নিপীড়ন করিয়া তাহার নিমীলিত নেত্রে উহার রস নিষিক্ত করিবে, পক্ষ্ম অর্থাৎ নেত্রলোম পর্য্যন্ত উক্ত দ্রবে নিমগ্ন হইলে আর উহা দিবার আবশ্যকতা নাই। পরে রোগীকে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিতে বলিবে, ইহাতে নিষিক্ত রস নেত্রগর্ভপ্রবিষ্ট হইবে। ইহারই নাম নেত্র তর্পণ ক্রিয়া। রুক্ষ, পরিশুষ্ক, কুটিল, আবিল ও শীর্ণপক্ষ্ম নেত্র এবং যাহা শিরোৎপাত, কৃচ্ছ্রোন্মীলন, তিমির, অর্জ্জুন, শুক্র, অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, পাক, শোথ ও বাতবিপর্য্যয়াদি রোগগ্রস্ত সেই নেত্র সম্যক্‌ প্রকারে তর্পণীয়। বর্ত্মরোগে একশত মাত্রা পরিমিত কাল তর্পণ ধারণীয়, সন্ধিরোগে পাঁচশত, কফজ পীড়ায় ছয়শত, কৃষ্ণারোগে সাতশত, দৃষ্টিরোগে আটশত এবং অধিমন্থ ও বাতরোগে সহস্রমাত্রা। অনন্তর অপাঙ্গ মার্গ দ্বারা উক্ত দ্রব ফেলিয়া দিয়া সিদ্ধ যব পিষ্টক দ্বারা নেত্র শোধন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর ধূমপান ক্রিয়াদ্বারা কফ বিরেচন করিবে। দোষানুসারে বিবেচনা করিয়া এক দিন, তিন দিন অথবা পাঁচ দিন পর্য্যন্ত তর্পণক্রিয়া কর্ত্তব্য। সুনিদ্রা, নেত্রের নির্ম্মলতা, পটুতা, সুস্থতা ও নিমেষোন্মেষণাদি ক্রিয়া বিষয়ে লঘুতা এবং ব্যাধিশান্তি এই সমস্ত সম্যক্‌ তর্পণের লক্ষণ। অতি তর্পণের লক্ষণ এই যথা—চক্ষুঃ গুরু, আবিল, অতিস্নিগ্ধ, অশ্রুযুক্ত, কণ্ডূপীড়িত, সমল, ঘর্ম্ম, অর্থাৎ করকরিকাবিশিষ্ট ও ব্যথাকুল। হীন তর্পণ দ্বারা চক্ষু রুক্ষ, আবিল, অশ্রুপূর্ণ ও রূপদর্শনাক্ষম এবং ব্যাধি

প্রশমিত হয়। অতিতর্পণ হইলে স্নিগ্ধক্রিয়া কর্ত্তব্য। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অত্যন্ত উষ্ণ বা অতিশয় শীতকালে চিন্তিতাবস্থায়, ব্যস্ততার সময় এবং নেত্ররোগের উপদ্রব সমস্ত উপশমিত না হইলে তর্পণক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে।

অথ পুটপাকবিধিঃ।

অতউর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পুটপাক প্রসাধনম।
দ্বে বিম্বে স্নিগ্ধমাংসস্য পরদ্রব্যপলং মতম্॥
দ্রবস্য কুড়বোন্মানং সর্ব্বমেকত্র পেষয়েৎ।
তদেকত্র সমালোড্য পত্রৈঃ সুপরিবেষ্টিতম্॥
কাশ্মরীকুমুদৈরণ্ড পদ্মিনী কদলীভবৈঃ।
মৃদাবলিপ্তমঙ্গারৈঃ খাদিরৈরবকল্পয়েৎ॥
কতকাশ্মন্তকৈরণ্ড পাটলা বৃষবাদরৈঃ।
সক্ষীরদ্রুমকাষ্ঠৈর্বা গোময়ৈর্বাপি সংস্কৃতঃ॥
স্বিন্নমুদ্ধৃত্য নিপীড্য রসমাদায় তং নৃণাম্।
তর্পণোক্তেন বিধিনা যথাবদবচারয়েৎ॥
কনীনকে নিষেচ্যঃ স্যাল্লিত্যমুত্তানশায়িনঃ।
স্নেহনোল্লেখনশ্চৈব রোপণশ্চেতি স ত্রিধা॥
হিতঃ স্নিগ্ধোঽতিরুক্ষস্য স্নিগ্ধস্য সত্ত্ব লেখনঃ।
দৃষ্টেবর্বলার্থমিতরঃ পিত্তাসৃগ্ ব্রণবাতনুৎ॥
সর্পির্মাংসবসামজ্জমেদঃ স্বাদ্বৌষধৈঃ কৃতঃ।
স্নেহনং পুটপাকঃ স্যাদ্ধার্য্যো দ্বে বাক্শতে দৃশি॥
জাঙ্গলানাং যকৃন্মাংসৈর্লেখনদ্রব্যসংযুতৈঃ।
কৃষ্ণলোহরজস্তাম শঙ্খ বিদ্রুমসিন্ধুজৈঃ।
সমুদ্রফেন কাসীস স্রোতোজদধি মস্তুভিঃ।
লেখনো বাক্শতং তস্য পরং ধারণমিষ্যতে॥
দুগ্ধজাঙ্গলমজ্জাজ্যতিক্তদ্রব্য বিপাচিতঃ।
লেখনাৎ ত্রিগুণো ধার্য্যঃ পুটপাকস্তু রোপণঃ॥
তিক্তক দ্রব্যাণ্যাহ যথা—
নিম্বামৃতা বৃষপটোল নিদিগ্ধিকাভিঃ।
স্যাৎ পঞ্চতিক্তক ইতি প্রথিতো গণোঽয়ম্॥
আচরেৎ তর্পণোক্তাস্তু ক্রিয়াং ব্যাপত্তদর্শনে।
তেজাংস্যনিলমাকাশমাদর্শং ভাস্বরাণি চ।
নেক্ষেত তর্পিতে নেত্রে যশ্চ বা পুটপাকবান্॥

অতঃপর পুটপাকের নিয়মাদি লিখিত হইতেছে। স্নিগ্ধমাংস ২ পল, অপর ঔষধ দ্রব্য ১ পল এবং দ্রব পদার্থ ৪ পল এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া গাম্ভারী, কুমুদ, এরণ্ড, পদ্ম বা কদলীপত্রে উত্তমরূপে বেষ্টিত ও মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া খদির, নির্ম্মলী অশ্মন্তক, এরণ্ড, পারুল, বাকস, কুল বা কোন ক্ষীরিবৃক্ষের কাষ্ঠ অথবা বিলঘুটিয়ার অগ্নিতে পুট পাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। স্বিন্ন হইলে উদ্ধৃত করিয়া উহার রস নিপীড়ন করিয়া তর্পণোক্তবিধি অনুসারে উত্তানসায়ী রোগীর চক্ষের তারায় নিষিক্ত করিবে। পুটপাক ত্রিবিধ, যথা—স্নেহন, লেখন ও রোপণ। অতি রুক্ষ ব্যক্তির পক্ষে লেখন এবং দৃষ্টির বলসন্ধানার্থ রোপণ পুটপাক ব্যবস্থেয়। রোপণ পুটপাক দ্বারা রক্তপিত্ত, ব্রণ ও বায়ুনাশ হয়। ঘৃত, মাংস, বসা, মজ্জা, মেদঃ ও স্বাদু ঔষধ দ্বারা স্নেহন পুটপাক প্রস্তুত হয়, ইহা ২০০ মাত্রা পরিমিতকাল চক্ষে ধারণীয়। জাঙ্গল পশুর যকৃৎ, মাংস, লেখন দ্রব্য সমূহ, কৃষ্ণ লৌহচূর্ণ, তাম্র, শঙ্খ, প্রবাল, সৈন্ধবলবণ, সমুদ্রফেন, হীরাকস, রসাঞ্জন ও দধির মাত এই সকল দ্বারা লেখন পুটপাক প্রস্তুত হয়, ইহার ধারণকাল ১০০ মাত্রা। দুগ্ধ, জাঙ্গল পশুর মজ্জা, ঘৃত ও তিক্ত দ্রব্য দ্বারা রোপণ পুটপাক প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার ধারণকাল ৩০০ মাত্রা। তিক্তদ্রব্য, যথা - নিম্ব, গুলঞ্চ, বাসক, পটোল ও কণ্টকারী; ইহাদিগকে পঞ্চতিক্তকগণ কহে। অযথাকৃত পুটপাকজনিত বিপত্তির প্রতীকার, অযথাকৃত তর্পণের প্রতিকারের ন্যায়

জানিবে। তর্পণ ও পুটপাক ক্রিয়ার পরে তেজঃপদার্থ, বায়ু, আকাশ, দর্পণ ও দীপ্তিমান্ পদার্থ দর্শন করা নিষিদ্ধ।

অথাঞ্জনম্।

অথ সংপক্কদোষস্য প্রাপ্তমঞ্জনমাচরেৎ।
অঞ্জনং ক্রিয়তে যেন তদ্দ্ব্যঞ্জনং মতম্॥
হেমন্তে শিশিরে চৈব মধ্যাহ্নেঽঞ্জনমিষ্যতে।
পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণে বা গ্রীষ্মে শরদি চেষ্যতে।
বর্ষাস্বনভ্রে নাত্যুষ্ণে বসন্তে চ সদৈব হি।
অথবা সর্ব্বদা প্রাতঃ সায়ং ব্যঞ্জনমাচরেৎ।
নাতিশীতোষ্ণবাতাভ্রবেলায়াং তৎ প্রযুজ্যতে।
শ্রান্তেঽথ রুদিতে ভীতে পীতমদ্যে নবজ্বরে।
অজীর্ণে বেগঘাতে চ নাঞ্জনং সংপ্রযুজ্যতে।
রাগোপদেহৌ তিমিরং শূলং সংরম্ভমেব চ।
নিদ্রাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে নিষিদ্ধে যুক্তমঞ্জনম্॥

আমদোষে অঞ্জনক্রিয়া নিষিদ্ধ। দোষের পরিপাক হইলে অঞ্জন প্রদান বিধেয়। নয়নে প্রদেয় ঔষধ এবং যে দ্রব্যে সেই ঔষধ প্রস্তুত হয়, সেই উভয়কেই অঞ্জন কহা যায়। হেমন্ত ও শীতকালে, মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পূর্ব্বাহ্ণে বা অপরাহ্ণে, বর্ষাঋতুতে নির্ম্মেঘ ও অনতি উষ্ণ সময়ে এবং বসন্তকালে সর্ব্বদা অঞ্জন প্রদেয়। অথবা সকল ঋতুতেই প্রাতে বা সায়ংকালে অঞ্জন প্রদান ব্যবস্থেয়। ইহা নাতিশীতোষ্ণ ও বায়ুপ্রবাহরহিত সময়েই ব্যবস্থেয়। শ্রান্ত, রুদিত, ভীত, পীতমদ্য (যে ব্যক্তি মদ্য পান করিয়াছে) ও নবজ্বরীর পক্ষে এবং অজীর্ণ ও মল মূত্রাদির বেগ সত্ত্বে অঞ্জন প্রয়োজ্য নহে। নিষিদ্ধকালে ও নিষিদ্ধ অবস্থায় অঞ্জন ধারণ করিলে নেত্রে রক্তিমা, মল, তিমির, শূল, ব্যথা ও নিদ্রানাশ এই সমস্ত ঘটিয়া থাকে।

অঞ্জনভেদাঃ।

গুটিকা রস চূর্ণানি ত্রিবিধান্যঞ্জনানি চ।
কুর্য্যাচ্ছলাকয়াঙ্গুল্যা হীনানি চ যথোত্তরম্॥
তৎপ্রত্যেকং ত্রিধা প্রোক্তং লেখনং রোপণং তথা।
স্নেহনঞ্চেতি লিঙ্গানি তেষাং বিস্তরতঃ শৃণু॥
লেখনং ক্ষারতীক্ষ্ণাম্লরসৈরঞ্জনমিষ্যতে।
কষায়তিক্ত রসবৎ সস্নেহং রোপণং মতম্॥
মধুরং স্নেহসম্পন্নমঞ্জনন্তু প্রসাদনম্॥

গুটিকা, রস ও চূর্ণ ভেদে অঞ্জন তিন প্রকার। গুটিকা অপেক্ষা রস ও রস অপেক্ষা চূর্ণ লঘুতর। উক্ত অঞ্জনত্রয়, ধাতু প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত শলাকা বা অঙ্গুলিদ্বারা নেত্রে প্রদেয়। ঐ তিন প্রকার অঞ্জন প্রত্যেক লেখন, রোপণ ও স্নেহন ভেদে তিন প্রকার। লেখনাঞ্জন ক্ষার, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ও অম্লাস্বাদ দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কষায় ও তিক্তরস দ্রব্য ও স্নেহ পদার্থসংযোগে রোপনাঞ্জন এবং মধুর দ্রব্য ও স্নেহসংযোগে প্রসাদন অর্থাৎ স্নেহনাঞ্জন প্রস্তুত হয়। উল্লিখিত অঞ্জনত্রয়ের কয়েকটী দৃষ্টান্ত লিখিত হইতেছে।

লেখনী চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ।

শঙ্খনাভির্বিভীতস্য মজ্জা পথ্যা মনঃশিলা।
পিপ্পলী মরিচং কুষ্ঠং বচা চেতি সমাংশকম্।
ছাগীক্ষীরেণ সংপিষ্য বর্ত্তিং কুর্য্যাদ্ যবোম্মিতাম্।
তিমিরং মাংসবৃদ্ধিঞ্চ কাচং পটলমর্ব্বুদম্।
রাত্র্যন্ধ্যং বার্ষিকং পুষ্পং বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া হরেৎ।

নাভিশঙ্খ, বহেড়াফলের মজ্জা, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপুল, মরিচ, কুড় ও বচ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া যবপ্রমাণ বর্ত্তি করিবে। ইহার নাম চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি। ইহা জলে ঘষিয়া তদ্দ্বারা

নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে তিমির, মাংসবৃদ্ধি, কাচ, পটল, অর্ব্বুদ, রাত্র্যন্ধ্য ও একবৎসরোৎপন্ন কুসুম রোগ বিদূরিত হয়।

রোপণী কুসুমিকা বর্ত্তিঃ।

অশীতিস্তিলপুষ্পাণি ষষ্টিঃ পিপ্পলিতণ্ডুলাঃ।
জাতীপুষ্পাণি পঞ্চাশন্মরিচানি তু ষোড়শ।
সূক্ষ্মপিষ্টাম্বুনা বর্ত্তিঃ কৃতা কুসুমিকাভিধা।
তিমিরার্জ্জুনশুক্রাণাং নাশিনী মাংসবৃদ্ধিনুৎ।

তিলপুষ্প ৮০ টা, পিপুলদানা ৬০ টা, জাতীপুষ্প ৫০ টা ও মরিচ ১৬ টা এই সমুদায় জলের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করা যায়। ইহার নাম কুসুমিকা বর্ত্তি। ইহার অঞ্জনে নেত্রগত তিমির, অর্জ্জুন, শুক্র ও মাংসবৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয়।

স্নেহনী বর্ত্তিঃ।

ধাত্র্যক্ষ পথ্যা বীজানি একদ্বিত্রিগুণানি চ।
পিষ্ট্বা বর্ত্তিং জলৈঃ কুর্য্যাদঞ্জনং দ্বিহরেণুকম্।
নেত্রস্রাবং হরত্যাশু বাতরক্তরুজং তথা।

আমলার বীজ ১ ভাগ, বহেড়ার বীজ ২ ভাগ ও হরীতকীর বীজ ৩ ভাগ এই সমুদায় জল দিয়া পেষণ করিয়া ২ টী মটর কলায় প্রমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে নেত্রস্রাব ও বাতরক্তজন্য পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

অথ লেখনী রসক্রিয়া।

তুত্থমাক্ষিক সিন্ধূত্থ সিতা শঙ্খ মনঃশিলাঃ।
গৈরিকং সিন্ধুফেনঞ্চ মরিচং চেতিচূর্ণয়েৎ।
সংযোজ্য মধুনা কুর্য্যাদঞ্জনার্থং রসক্রিয়াম্।
বর্ত্মরোগার্শ্ম তিমির কাচ শুক্রহরীং পরাম্।

তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, চিনি, শঙ্খচূর্ণ, মনঃশিলা, গেরিমাটী, সমুদ্রফেন ও মরিচ এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত মাড়িয়া চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে বর্ত্মরোগ, অর্ম্ম, তিমির, কাচ ও শুক্ররোগ প্রশমিত হয়।

রোপণী রসক্রিয়া।

রসাঞ্জনং সর্জ্জরসো জাতীপুষ্পং মনঃশিলা।
সমুদ্রফেনো লবণং গৈরিকং মরিচং তথা।
এতৎসমাংশং মধুনা পিষ্টং প্রক্লিন্নবর্ত্মনে।
অঞ্জনং ক্লেদকণ্ডুঘ্নং পক্ষ্মণাঞ্চ প্ররোহণম্।

রসাঞ্জন, মোচরস, জাতীপুষ্প, মনঃ-শিলা, সমুদ্রফেন, সৈন্ধব, গেরিমাটী ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রক্লিন্নবর্ত্মা রোগীর চক্ষে অঞ্জন প্রদেয়। ইহার দ্বারা ক্লেদ ও কণ্ডু নিবারণ এবং পতিত নেত্ররোম পুনঃপ্ররূঢ় হয়।

স্নেহনী রসক্রিয়া।

কতকস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ।
ঈষৎ কর্পূরসহিতং স্মৃতং নেত্রপ্রসাদনম্।

নির্ম্মলীফল মধুতে ঘসিয়া তাহার সহিত অতি অল্প কর্পূর মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন প্রদান করিলে নেত্র প্রসন্ন হয়।

লেখনং চূর্ণাঞ্জনম্।

দক্ষাণ্ডত্বক্ শিলা কাচ শঙ্খ চন্দন সৈন্ধবৈঃ।
দ্রব্যৈরঞ্জনযোগোঽয়ং পুষ্পার্ম্মাদিবিলেখনঃ।

একটি লেখন চূর্ণাঞ্জন লিখিত হই-তেছে, যথা—কুক্কুটাণ্ডের ত্বক্, মনঃশিলা, কাচলবণ, শঙ্খচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ এই সমুদায় দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে পুষ্প ও অর্ম্মাদি রোগ নষ্ট হয়।

রোপণং চূর্ণাঞ্জনম্।

শিলায়াং রসকং পিষ্ট্বা সম্যগাপ্লাব্য বারিণা।
গৃহ্নীয়াৎ তজ্জলং সর্ব্বং ত্যজেচ্চূর্ণমধোগতম্।
শুষ্কং তচ্চ জলং সর্ব্বং পর্পটীসন্নিভং ভবেৎ।
বিচূর্ণ্য ভাবয়েৎ সম্যক্ ত্রিবেলং ত্রিফলারসৈঃ।
কর্পূরস্য রজস্তত্র দশমাংশেন নিক্ষিপেৎ।
অঞ্জয়েন্নয়নং তেন সর্ব্বদোষপ্রশান্তয়ে।
সমস্তনেত্ররোগঘ্নং চূর্ণমেতন্ন সংশয়ঃ।

শিলাতে খর্পর পেষণ করিয়া উহা জলপ্লাবিত করিয়া রাখিবে, পরে সেই সমস্ত জল লইয়া অধঃপতিত চূর্ণ ফেলিয়া দিবে। গৃহীত জল শুষ্ক হইয়া পর্পটী সদৃশ হইলে উহা চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া তাহার সহিত দশমাংশ পরিমাণে কর্পূর মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নেত্র অঞ্জিত করিলে নানাবিধ নেত্ররোগের শান্তি হয়।

স্নেহনং চূর্ণাঞ্জনম্।

অগ্নিতপ্তং হি সৌবীরং নিষিঞ্চেৎ ত্রিফলারসৈঃ।
সপ্তবেলং তথা স্তন্যৈঃ স্ত্রীণাং সিক্তং বিচূর্ণিতম্।
অঞ্জয়েৎ তেন নয়নে প্রত্যহং চক্ষুর্ব্বোহিতম্।
সর্ব্বানক্ষিবিকারাংস্তু হন্তাদেতন্ন সংশয়ঃ।

শ্বেত সুর্ম্মা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া ত্রিফলার রসে ও স্তনদুগ্ধে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রত্যহ নেত্র অঞ্জিত করিলে নানাবিধ নেত্রদোষের শান্তি হয়।

প্রত্যঞ্জনবিধিঃ।

প্রসাদনং নয়নামৃতচূর্ণাঞ্জনম্।

গতদোষমপেতাশ্রু প্রপশ্যেৎ সম্যগম্বসি।
প্রক্ষাল্যাক্ষি যথাদোষং কার্য্যং প্রত্যঞ্জনং ততঃ।
নচানিবৃত্তদোষেঽক্ষি ধাবনং সম্প্রয়োজয়েৎ।
প্রত্যঞ্জনং যথা—
শুদ্ধে নাগে দ্রুতে শুদ্ধং তুল্যং সূতং বিনিক্ষিপেৎ।
কৃষ্ণাঞ্জনং তয়োস্তুল্যং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ।
দশমাংশেন কর্পূরং তস্মিংশ্চূর্ণে প্রদাপয়েৎ।
এতৎ প্রত্যঞ্জনং নেত্রগদজিন্নয়নামৃতম্।

অনন্তর প্রত্যঞ্জনবিধি লিখিত হই-তেছে। চক্ষুঃ দোষহীন ও অশ্রুস্রাব রহিত হইলে সম্যক্‌রূপে জলদর্শন ও নেত্রপ্রক্ষালনপূর্ব্বক প্রত্যঞ্জন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। দোষ নিবৃত্তি না হইলে নেত্র-ধাবন ক্রিয়া অবিহিত। একটী প্রত্যঞ্জন লিখিত হইতেছে, যথা—শোধিত সীসক দ্রবীকৃত হইলে তাহাতে উহার তুল্য পরি-মাণে পারদ নিক্ষেপ করিবে, পরে তাহাতে উক্ত উভয় দ্রব্য পরিমিত কৃষ্ণ সুর্ম্মা ও সমুদায়ের দশমাংশ পরিমাণে কর্পূর মিশ্রিত করিবে। এই প্রত্যঞ্জন দ্বারা নানাপ্রকার নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

বিষহরী বর্ত্তিঃ।

জয়পালভবাং মজ্জাং ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
একবিংশতিবেলং তু ততো বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ।
মনুষ্যলালয়া ঘৃষ্ট্বা এতয়া নেত্রে তথাঞ্জয়েৎ।
সর্পদষ্টবিষং জিত্বা সঞ্জীবয়তি মানবম্।

একটী বিষনাশিনী বর্ত্তি লিখিত হইতেছে, যথা—জয়পাল ফলের মজ্জা ২১ বার লেবুর রসে ভাবনা দিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইহা মনুষ্যের লালায় ঘষিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির নেত্রে অঞ্জন দিলে বিষ নষ্ট হয়।

দৃষ্টিপ্রসাদনী শলাকা ।

ত্রিফলা ভৃঙ্গ শুণ্ঠীনাং রসৈস্তৈশ্চ সর্পিষা ।
গোমূত্র মধ্বজাক্ষীরৈঃ সিক্তো নাগঃ প্রতাপিতঃ ॥
তচ্ছলাকা হরত্যেব সর্ব্বান্ নেত্রভবান্ গদান্ ॥

ত্রিফলা, শুড়ত্বক্ ও শুঠের ক্বাথ, গোমূত্র, মধু এবং ছাগদুগ্ধ এই সমুদায় দ্বারা সিক্ত সীসক অগ্নিতে গলাইয়া তদ্দ্বারা শলাকা নির্ম্মাণ করা যায়। এই শলাকা দ্বারা অঞ্জনে নানা প্রকার নেত্র-রোগের শান্তি হয়।

ক্ষারপাকবিধিঃ ।

শস্ত্রানুশস্ত্রেভ্যঃ ক্ষারঃ প্রধানতমশ্ছেদ্য ভেদ্য লেখ্য করণাৎ ত্রিদোষঘ্নত্বাদ্ বিশেষক্রিয়াবচারণাচ্চ। তত্র ক্ষরণাৎ বা ক্ষারঃ। নানৌষধিসমবায়াৎ ত্রিদোষঘ্নঃ শুক্লত্বাৎ সৌম্যস্তস্য সৌম্যস্যাপি সতো দহনপচনদারণাদিশক্তিরবিরুদ্ধা। স খল্বাগ্নেয়ৌষধিগণভূয়িষ্ঠত্বাৎ কটুক উষ্ণস্তীক্ষ্ণঃ পাচনো বিলয়নঃ শোধনো রোপণঃ শোষণঃ স্তম্ভনো লেখনঃ কৃম্যামকফকুষ্ঠ বিষমেদ সামুপহন্তা পুংস্ত্বস্য চাতিসেবিতঃ স দ্বিবিধঃ প্রতিসারণীয়ঃ পানীয়শ্চ। তত্র প্রতিসারণীয়ঃ কুষ্ঠকিটিম দদ্রু কিলাসমণ্ডল ভগন্দরার্ব্বুদ দুষ্টব্রণ নাড়ী চর্ম্মকীল তিলকালকন্যচ্ছ ব্যঙ্গমশকবাহ্য-বিদ্রধি কৃমিবিষার্শঃসূপদিশ্যতে সপ্তসু চ মুখ-রোগেষূপজিহ্বাধিজিহ্বোপকুশ দন্তবৈদর্ভেষু তিসৃষু চ রোহিণীষ্বেতেষু চৈবানুশস্ত্রপ্রণিধানমুক্তম্। পানীয়স্তু গরগুল্মোদরাগ্নিশূলাজীর্ণারোচকানাহ শর্করাশ্মর্য্যাভ্যন্তর বিদ্রধিকৃমি বিষার্শঃসূপযুজ্যতে। অহিতস্তু রক্তপিত্তজ্বরিত পিত্তপ্রকৃতি বালবৃদ্ধ দুর্ব্বলভ্রম মদ মূর্চ্ছাতিমিরপরীতেভ্যোঽন্যেভ্যশ্চৈবংবিধেভ্যঃ।

শস্ত্র ও অনুশস্ত্র প্রয়োগ অপেক্ষা ক্ষার প্রধানতম। কারণ ইহার দ্বারা ছেদন, ভেদন ও লেখন ক্রিয়া সম্পন্ন, ত্রিদোষ বিনষ্ট ও অপরাপর বিবিধ ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। ইহার দ্বারা দুষ্ট রসাদির ক্ষরণ ও ক্ষণন অর্থাৎ ক্ষত হয় বলিয়া ইহাকে ক্ষার কহে। ক্ষার নানাবিধ ওষধিসংযোগে প্রস্তুত হয় বলিয়া ত্রিদোষনাশক এবং শুক্লগুণবিশিষ্ট বলিয়া সৌম্য। সৌম্য হইলেও ইহাতে দহন, পাচন ও দারণাদি শক্তি বিদ্যমান থাকা বিরুদ্ধ নহে। আগ্নেয় ওষধি সমস্তের সংযোগে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহা কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, পাচক, বিলয়নকারী অর্থাৎ শোথাদির শোষক, শোধন, রোপণ, শোষক, স্তম্ভন ও লেখন। কৃমি, আম, কফ, কুষ্ঠ, বিষ-বিকার ও মেদোরোগে প্রযুক্ত হইলে তাহাদিগকে নষ্ট করে, অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পুরুষত্ব নষ্ট হয়। ক্ষার দ্বিবিধ। প্রতিসারণীয় ও পানীয়। প্রতিসারণীয় ক্ষার বাহ্য প্রয়োগে ও পাণীয় ক্ষার আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্ত ক্ষার কুষ্ঠ, কিটিম, দদ্রু, কিলাস, মণ্ডল, ভগন্দর, অর্ব্বুদ (আব), দুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, অর্শঃ, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, মশক, বাহ্য বিদ্রধি, কৃমি, বিষরোগ ও অর্শোরোগে এবং উপজিহ্বা, অধিজিহ্বা, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ ও ত্রিবিধ রোহিণী এই সাত প্রকার মুখরোগে প্রয়োজ্য। উল্লিখিত রোগ সমস্ত অনুশস্ত্র প্রয়োগ যোগ্য। পানীয় ক্ষার বিষবিকার, গুল্ম, উদরী, অগ্নিমান্দ্য, শূল, অজীর্ণ, অরুচি, আনাহ, শর্করা, অশ্মরী, আভ্যন্তরিক বিদ্রধি, কৃমি, বিষ ও অর্শোরোগে প্রয়োজ্য। পিত্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ইহাদের পক্ষে এবং রক্তপিত্ত, জ্বর, ভ্রম, মদ, মূর্চ্ছা ও অতীসার প্রভৃতি রোগসম্বন্ধে ক্ষারপ্রয়োগ অবিধেয়।

তক্ষেতরক্ষারবদ্ বস্ত্রে পরিস্রাবয়েৎ। স চ ত্রিবিধো মৃদুর্মধ্যস্তীক্ষ্ণশ্চ। তং চিকীর্ষুঃ শরদি গিরিসানুজং প্রশস্তদেশজাতমনুপহতং মধ্যমবয়স্কং মহান্তমসিতমুষ্ককং পাটয়িত্বা খণ্ডশঃ প্রকল্প্যাবপাট্য নির্ব্বাতে দেশে নিচিতং কৃত্বা সুধাঃ শর্করাশ্চ প্রক্ষিপ্য তিলনালৈরাদীপয়েদ-থোপশান্তেঽগ্নৌ তদ্ভস্ম পৃথগ্ গৃহ্ণীয়াদ্ ভস্মশর্করাশ্চ। অথানেনৈব বিধানেন কুটজপলাশাশ্বকর্ণ পারিভদ্রক বিভীতকারগ্বধ তিল্বকার্কস্নুহ্যপামার্গপাটলা নক্তমাল বৃষকদলীচিত্রক পূতীকেন্দ্র বৃক্ষাস্ফোতাশ্বমারক সপ্তচ্ছদাগ্নিমন্থগুঞ্জাশ্চতস্রশ্চ কোষাতকীঃ সমূলপত্রশাখা দহেৎ। ততঃ ক্ষারদ্রোণমুদকদ্রোণৈঃ ষড়্ভিরালোড্য মূত্রৈর্ব্বা যথোক্তৈরেকবিংশতিবাবান্ বিস্রাব্য মহতি কটাহে শনৈর্দর্ব্ব্যা বিঘট্টয়ন্ বিপচেৎ। স যদা ভবত্যচ্ছো রক্তস্তীক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলশ্চ তমাদায় মহতি বস্ত্রে পরিস্রাব্যেতরং বিসৃজ্য চ পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ। তত এবচ ক্ষারোদকাৎ কুড়বমধ্যর্দ্ধং বাপনয়েৎ। ততঃ কটশর্করা শুক্তি শঙ্খনাভীরগ্নিবর্ণাঃ কৃত্বা সুধাশর্করাভিঃ সহ আয়সে পাত্রে তস্মিন্নেব ক্ষারোদকে নিষিচ্য পিষ্ট্বা তেনৈব দ্বিদ্রোণেঽষ্টপলসংমিতং শঙ্খনাভ্যাদীনাং প্রমাণং প্রতিবাপ্য সততমপ্রমত্তশ্চৈনমবঘট্টয়ন্ বিপচেৎ। স যথা নাতিসান্দ্রো নাতিদ্রবশ্চ ভবতি তথা প্রযতেত। অথৈনমাগতপাকমবতার্য্যানুগুপ্তমায়সে কুম্ভে সংবৃতমুখে নিদধ্যাদেব মধ্যমঃ। এষ এবাপ্রতীবাপঃ পক্বঃ সংব্যূহিমো মৃদুঃ। প্রতিবাপে যথালাভং দন্তী দ্রবন্তীচিত্রক লাঙ্গলকী পূতিক প্রবালতালপত্রীবিড়সুবর্চ্চিকা কনকক্ষীরী হিঙ্গুবচা বিষাঃ সমাঃ শ্লক্ষ্ণচূর্ণাঃ শুক্তিপ্রমাণাঃ প্রতিবাপঃ। স এব সপ্রতীবাপঃ পক্বঃ পাক্যস্তীক্ষ্ণস্তেষাং যথাব্যাধিবলমুপযোগঃ। ক্ষীণবলে তু ক্ষারোদকমাবপেদ্ বলকরণার্থম্।

এই ক্ষার সামান্ত ক্ষারের ন্যায় দগ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। ক্ষার ত্রিবিধ, মৃদু, মধ্য ও তীক্ষ্ণ। ক্ষার প্রস্তত করিতে হইলে শরৎকালে প্রশস্ত পর্ব্বত সানুসম্ভূত মধ্যবয়স্ক বৃহৎ ঘণ্টাপারুল বৃক্ষ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া নির্ব্বাত স্থানে রাশীকৃত করিয়া তাহাতে কতকগুলি ঘটিং প্রক্ষেপ করিয়া তিলকাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা সমুদায় দগ্ধ করিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে কাষ্ঠ ভস্ম ও ঘটিং ভস্ম পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করিবে। এই প্রণালীমতে কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণ, পলাশ, পালিতা মাদার, বহেড়া, সোঁদাল, লোধ, আকন্দ, সিজ, আপাঙ্গ, পারুল, করঞ্জ, বাসক, কদলী, চিতা, নাটাকরঞ্জ, দেবদারু, হাপরমালি, করবীর, ছাতিম, গণিয়ারী, কুঁচ ও চারিপ্রকার কোষাতকী এই সমুদায় বৃক্ষ মূল, ফল, পত্র ও শাখা সমুদায় সহিত দগ্ধ করিবে। পরে এই ভস্ম ৩২ সের, ৬ গুণ জল বা গোমূত্রাদির সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ ২১ বার ছাঁকিবে। ঐ পরিস্রুত ক্ষারজল বৃহৎ কটাহে রাখিয়া শনৈঃ শনৈঃ দর্ব্বী দ্বারা আলোড়ন করিয়া পাক করিবে। ঐ ক্ষারজল যখন নির্ম্মল, রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ ও পিচ্ছিল হইবে, তখন উহা নামাইয়া বৃহৎ বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া সিটা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তরলাংশ পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিবে এবং ঐ ক্ষারজল হইতে ৪ বা ৬ পল তুলিয়া রাখিবে। অনন্তর কতকগুলি নাটাবীজ, ঝিনুক ও শঙ্খনাভি অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, সুদগ্ধ হইলে ঐ দ্রব্যত্রয় এবং ঘটিংভস্ম লৌহপাত্রে রাখিয়া উক্ত উদ্ধৃত ক্ষারজলের সহিত পেষণ করিবে। পরে ২ দ্রোণ পরিমিত ক্ষারজলে উক্ত পিষ্ট দ্রব্যচতুষ্টয়ের ৮ পল প্রক্ষেপ করিয়া সতত দর্ব্বী চালন করিয়া সাবধানে পাক করিবে। এরূপ পাক করিবে যেন উহা নিতান্ত ঘন বা নিতান্ত তরল না হয়। এইরূপে পাক সম্পন্ন

হইলে নামাইয়া লৌহ-কলসে রাখিয়া তাহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া নিভৃত স্থানে রাখিবে। ইহাই মধ্যম ক্ষার। ক্ষারজলে পিষ্ট শঙ্খনাভি প্রভৃতি প্রক্ষেপ না দিয়া শুদ্ধ পাক করিলে মৃদু ক্ষার প্রস্তুত হয়। যদি পূর্ব্বোক্ত ক্ষারজলে যথালাভ দন্তী, থুলকুড়ি, চিতা, ঈশলাঙ্গলা, নাটাকরঞ্জ, প্রবাল, ইন্দুর-কাণি, বিট্‌লবণ, স্বর্জ্জিকাক্ষার, স্বর্ণক্ষীরি, হিঙ্গু, বচ ও আতইচ ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধপল প্রমাণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক করা যায়, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুত হয়। উক্ত ত্রিবিধ ক্ষার অধিক দিন থাকিয়া হীনবল হইলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত বা নূতন প্রস্তুত ক্ষার জল প্রক্ষেপ করিবে, ইহাতে ক্ষার পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ হইবে।

নৈবাতিতীক্ষ্ণো ন মৃদুঃ শুক্লঃ শ্লক্ষ্ণোঽথ পিচ্ছিলঃ।
অভিষ্যন্দী শিবঃ শীঘ্রঃ ক্ষারো হ্যষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥
অতিমার্দ্দবশৈত্যোষ্ণ্য তৈক্ষ্ণ্যপৈচ্ছিলঃ সর্পিতাঃ।
সান্দ্রতাপক্বতা হীনদ্রব্যতা দোষ উচ্যতে॥

ক্ষার অনতিতীক্ষ্ণ, অনতি মৃদু, শুক্ল, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, অভিষ্যন্দী, বলকর শীঘ্র অর্থাৎ সত্বর-দেহ-প্রবেশক এই অষ্টগুণ-বিশিষ্ট। অতিশয় মৃদুতা, অতিশৈত্য, অত্যুষ্ণতা, অতিশীতলতা, অতিশয় পিচ্ছিলতা, অতিশীঘ্রকারিত্ব, অধিক ঘনতা, অসম্যক্ পক্বতা ও হীনদ্রব্যতা এই সমুদায় ক্ষারের দোষ।

তত্র ক্ষারসাধ্য ব্যাধিব্যাধিতমুপবেশ্য নির্ব্বাতাতপে দেশেঽসম্বাধেঽগ্ন্য পীড়িতমবকাশং নিরীক্ষ্যাবঘৃষ্যালিখ্য প্রচ্ছয়িত্বা শলাকয়া ক্ষারং পাতয়িত্বা বাক্‌শতমাত্রমুপেক্ষেত।

একণে ক্ষারাবচারণের নিয়ম লিখিত হইতেছে। ক্ষারপ্রয়োগসাধ্য পীড়ায় পীড়িত রোগীকে নির্ব্বাত, রৌদ্রহীন ও প্রতিবন্ধরহিত প্রদেশে উপবেশন করাইয়া তাহার পীড়িত স্থান উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া ঘর্ষণ ও আলেখন করিয়া ঐ স্থানের সূক্ষ্ম ছাল তুলিয়া শলাকার দ্বারা ক্ষারপাত করিবে। ক্ষার পাতানন্তর, ১০০ টী বাক্য উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ রোগীকে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে স্থির করিয়া রাখিবে।

তস্মিন্ নিপতিতে ব্যাধৌ কৃষ্ণতা দগ্ধলক্ষণম্।
তত্রাম্লবর্গঃ শমনঃ সর্পির্মধুকসংযুতঃ॥
অথ চেৎ স্থিরমূলত্বাৎ ক্ষারদগ্ধং ন শীর্য্যতে।
ইদমালেপনং তত্র সমগ্রমবচারয়েৎ॥
অম্লকাঞ্জিকবীজানি তিলান্ মধুকমেব চ।
প্রপেষ্য সমভাগানি তেনৈবমনুলেপয়েৎ॥
তিলকল্কঃ সমধুকো ঘৃতাক্তো ব্রণরোপণঃ।
রসেনাম্লেন তীক্ষ্ণেন বীর্য্যোষ্ণেন চ যোজিতঃ॥
আগ্নেয়েনাগ্নিনা তুল্যঃ কথং ক্ষারঃ প্রশাম্যতি।
এবং চেন্মন্যসে বৎস প্রোচ্যমানং নিবোধ মে॥
অম্লবর্জ্জ্যান্ রসান্ ক্ষারে সর্ব্বানেব বিভাবয়েৎ।
কটুকস্তত্র ভূয়িষ্ঠো লবণানুরসস্তথা।
অম্লেন সহ সংযুক্তঃ স তীক্ষ্ণলবণো রসঃ॥
মাধুর্য্যং ভজতেঽত্যর্থং তীক্ষ্ণভাবং বিমুঞ্চতি।
মাধুর্য্যাচ্ছমমাপ্নোতি বহ্নিরদ্ভিরিবাপ্লুতঃ॥

পীড়িত স্থান ক্ষারসংযোগে কৃষ্ণবর্ণ হয়, ইহাই দগ্ধ লক্ষণ জানিবে। দগ্ধ স্থানে ঘৃত ও মধুর সহিত অম্লবর্গ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া উহা প্রকৃতিস্থ হয়। ক্ষার-দগ্ধ ক্ষত গভীরতর হইলে শীঘ্র উপশম প্রাপ্ত হয় না, তৎস্থলে অম্লকাঞ্জির নিম্নস্থ সিটি, তিল ও যষ্টিমধু সমভাগে পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে। তিল ও যষ্টিমধু বাটিয়া তীক্ষ্ণ অম্লরস ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও

শীঘ্র শান্তিলাভ হয়। ক্ষার ও অম্লরস উভয়ই অতিতীক্ষ্ণ আগ্নেয় (অগ্নিগুণ প্রধান) দ্রব্য, অতএব অম্লদ্বারা কিরূপে ক্ষারের বীর্য্য নষ্ট হয়, এই প্রকার সন্দেহ হইলে তাহার মীমাংসা এই, ক্ষারে অম্লভিন্ন আর সকল প্রকার রস বিদ্যমাণ থাকে, উহাতে কটু রসই অধিক পরিমাণে থাকে এবং লবণ রস অল্প থাকে। ঐ তীক্ষ্ণ লবণ রস অম্লসংযোগে তীক্ষ্ণতা পরিত্যাগ করিয়া মাধুর্য্য ভাব অবলম্বন করে, অতএব যেরূপ জলসেক দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ অম্ল সংযোগে ক্ষারদগ্ধ স্থান সুস্থতা প্রাপ্ত হয়।

তত্র সম্যগ্দগ্ধে বিকারোপশমো লাঘবমনাস্রাবশ্চ। হীনদগ্ধে তোদকণ্ডুজাড্যানি ব্যাধিবৃদ্ধিশ্চ অতিদগ্ধে দাহ পাকরাগ স্রাবাঙ্গমর্দ্দক্লম পিপাসা মূর্চ্ছাঃ স্যুর্মরণং বা। ক্ষারদগ্ধব্রণন্তু যথাদোষং যথাব্যাধি চোপক্রমেৎ।

ক্ষার দ্বারা রীতিমত দগ্ধ হইলে পীড়ার উপশম, লঘুতা ও রসাদির স্রাব নিবারিত হয়। অসম্যক্ দগ্ধ হইলে তোদ (সূচীবেধবৎ বেদনা), কণ্ডূ ও জড়তা উপস্থিত ও ব্যাধির বৃদ্ধি হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত দগ্ধ হইলে দাহ, পাক, রক্তিমা, রসাদিস্রাব, অঙ্গমর্দ্দ, ক্লম, পিপাসা ও মূর্চ্ছা অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। ব্যাধি ও দোষ অনুসারে ক্ষারদগ্ধ ক্ষতের চিকিৎসা করিবে।

অথ নৈতে ক্ষারকৃত্যাঃ। তদ্ যথা দুর্ব্বল বাল স্থবির ভীরু সর্ব্বাঙ্গশূলোদরি রক্তপিত্তি গর্ভিণ্যৃতুমতী প্রবৃদ্ধজ্বরি প্রমেহোরঃক্ষতক্ষীণ তৃষ্ণা মূর্চ্ছোপক্রুতক্লীবাপবৃত্তোদ্বৃত্ত ফলযোনয়ঃ। তথা মর্ম্মশিরা স্নায়ুধমনী সন্ধিতরুণাস্থি সেবনীগলনাভিনখান্তর শোথ স্রোতঃস্বল্পমাংসেষু চ প্রদেশেষ্বক্ষ্ণোশ্চ ন দদ্যাদন্যত্র বর্ত্মরোগাৎ। তত্র ক্ষারসাধ্যেষ্বপি ব্যাধিষু শূনগাত্রমস্থিশূলিন মন্নদ্বেষিণং হৃদয়সন্ধিপীড়োপক্রুতং ক্ষারো ন সাধয়তি।

বিষাগ্নিশস্ত্রাশনি মৃত্যুকল্পঃ
ক্ষারো ভবত্যল্পমতিপ্রযুক্তঃ।
স ধীমতা সম্যগনুপ্রযুক্তো
রোগান্ নিহন্যাদচিরেণ ঘোরান্।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের প্রতি ক্ষার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। যথা দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরুস্বভাব, সর্ব্বাঙ্গশোথী, উদররোগী, রক্তপিত্তরোগী, গর্ভবতী, ঋতুমতী, পুরাতন জ্বরী এবং প্রমেহ, উরঃক্ষত, ক্ষতক্ষীণ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, ক্লীব এবং অপবৃত্ত বা উদ্বৃত্ত কোষবিশিষ্ট পুরুষ বা তাদৃশ যোনিসম্পন্না নারী। তদ্রূপ মর্ম্মস্থান, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, সন্ধিস্থল, তরুণাস্থি, সেবনী, গল, নাভি, নখমধ্য, শোথ স্থান, দৈহিক রন্ধ্র, সমস্ত ও অল্প মাংসবিশিষ্ট স্থান এই সমস্ত স্থানে এবং বর্ত্ম (চক্ষুর পাতা) ভিন্ন চক্ষুর অপর সর্ব্বাংশে ক্ষারপাত নিষিদ্ধ। শোথরোগী, অস্থিশূলবিশিষ্ট, অন্নবিদ্বেষী এবং হৃদয় ও সন্ধিপীড়াবিশিষ্ট রোগীর রোগ, ক্ষারসাধ্য হইলেও ক্ষারপ্রয়োগ হিতকর নহে। ক্ষার অবিবেচক চিকিৎসক কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে বিষ, অগ্নি, শস্ত্র, বজ্র ও মৃত্যু সদৃশ ভয়ঙ্কর হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে উহা বিবিধ প্রবল পীড়া নষ্ট করে।

অগ্নিকর্ম্ম।

ক্ষারাদগ্নির্গরীয়ান্ ক্রিয়াসু ব্যাখ্যাতস্তদ্দগ্ধানাং রোগাণামপুনর্ভাবাদ্ ভেষজশস্ত্রক্ষারৈরসাধ্যানাং তৎসাধ্যত্বাচ্চ।

চিকিৎসা বিষয়ে ক্ষার অপেক্ষা অগ্নি প্রধান, কারণ অগ্নিদগ্ধ রোগ পুনর্ব্বার

উদ্ভূত হয় না এবং ঔষধ শস্ত্র ও ক্ষার দ্বারা যে সকল পীড়ার নিবৃত্তি না হয়, অগ্নি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের প্রতীকার করা যাইতে পারে।

অথেমানি দহনোপকরণানি। তদ্ যথা পিপ্পল্যজাশকৃদ্ গোদন্ত শরশলাকা জাম্ববৌষ্ঠেতর লৌহ ক্ষৌদ্রগুড় স্নেহাশ্চ। তত্র পিপ্পল্যজাশকৃদ্ গোদন্ত শরশলাকাস্ত্বগ্‌গতানাম্। জাম্ববৌষ্ঠেতর লোহানি মাংসগতানাম্। ক্ষৌদ্রগুড় স্নেহাঃ শিরঃস্নায়ু সন্ধিগতানাম্। তত্রাগ্নিকর্ম্ম সর্ব্বর্ত্তুষু কুর্য্যাদন্যত্র শরদ্‌গ্রীষ্মাভ্যাং তত্রাপ্যাত্যয়িকেঽগ্নি-কর্ম্মসাধ্যে ব্যাধৌ তৎপ্রত্যনীকং বিধিং কৃত্বা সর্ব্বব্যাধিষ্বৃতুষু চ পিচ্ছিলমন্নং ভুক্তবতঃ কর্ম্ম কুর্ব্বীত মূঢ়গর্ভাশ্মরী ভগন্দরার্শো মুখরোগেষু-ভুক্তবতঃ। তত্র দ্বিবিধমগ্নিকর্ম্মাহুরেকে ত্বগ্‌দগ্ধং মাংসদগ্ধঞ্চ। ইহ তু শিরাস্নায়ু সন্ধ্যস্থিষ্বপি ন প্রতিষিদ্ধোঽগ্নিঃ। তত্র শব্দপ্রাদুর্ভাবো দুর্গন্ধতা ত্বক্‌সঙ্কোচশ্চ ত্বগ্‌দগ্ধে। কপোতবর্ণতাল্পশ্বয়থু বেদনা শুষ্কসঙ্কুচিতব্রণতা চ মাংসদগ্ধে। কৃষ্ণোন্নতব্রণতাস্রাবসন্নিরোধশ্চ শিরাস্নায়ুদগ্ধে। রুক্ষারুণতা কর্কশ স্থিরব্রণতা চ সন্ধ্যস্থিদগ্ধে। তত্র শিরোরোগাধিমন্থয়োর্ভ্রূললাট শঙ্খ প্রদেশেষু দহেৎ। বর্ত্মরোগেষার্দ্রালক্তক প্রতিচ্ছন্নাং দৃষ্টিং কৃত্বা বর্ত্মরোমকূপান্ দহেৎ। ত্বঙ্‌মাংস শিরাস্নায়ু সন্ধ্যস্থিস্থিতেঽত্যুগ্ররুজে বায়াবুচ্ছ্রিত কঠিনসুপ্তমাংসে ব্রণে গ্রন্থ্যর্শোঽর্ব্বুদ ভগন্দরাপচী শ্লীপদ চর্ম্মকীল তিলকালকান্ত্রবৃদ্ধি সন্ধিশিরাচ্ছেদ-নাদিষু নাড়ী শোণিতাতিপ্রবৃত্তিষু চাগ্নিকর্ম্ম কুর্য্যাৎ। তত্র রোগাধিষ্ঠানভেদাদগ্নিকর্ম্ম চতুর্ধা ভিদ্যতে। তদ্ যথা বলয়বিন্দুবিলেখাপ্রতি সারণানীতি দহনবিশেষাঃ।

রোগস্য সংস্থানমতো বিদিত্বা
নরস্য মর্ম্মাণি বলাবলঞ্চ।
ব্যাধিং তথর্ত্তুঞ্চ সমীক্ষ্য সম্যক্
ততো ব্যবস্যেদ্ ভিষগগ্নিকর্ম্ম ॥

নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল দহনকার্য্যের উপকরণ। যথা—পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত, শরশলাকা, মাংসদাহার্থে জাম্ববৌষ্ঠ ভিন্ন অন্য প্রকার লৌহ, মধু, গুড় ও স্নেহদ্রব্য। তন্মধ্যে পিঁপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত ও শরশলাকা ত্বগ্‌দাহার্থ ব্যবহৃত হয়। মাংস-দাহার্থে জাম্ববৌষ্ঠ ভিন্ন অন্য প্রকার লৌহ ব্যবহৃত হয়। শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থিগত রোগে মধু, গুড় ও স্নেহ পদার্থ দ্বারা দাহক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। শরৎ ও গ্রীষ্ম ভিন্ন অপর সকল ঋতুতেই অগ্নিকার্য্য করা যাইতে পারে, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে সঙ্কটাপন্ন অগ্নিসাধ্য ব্যাধিতে ঐ দুই উক্ত ঋতুতেও অগ্নি-কার্য্য করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ দুই ঋতুতে অগ্নিকার্য্য করিলে যে যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, অগ্রে তাহাদের প্রতীকারের আয়োজন করিয়া রাখিবে। অগ্নিকর্ম্ম করিতে হইলে সকল ঋতুতেই অগ্রে রোগীকে পিচ্ছিল অন্নভোজন করাইবে, কিন্তু মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী, ভগন্দর, অর্শঃ ও মুখরোগে অভুক্ত অবস্থাতেই দাহক্রিয়া কর্ত্তব্য। কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন, অগ্নিকর্ম্ম দ্বিবিধ, যথা ত্বগ্‌দগ্ধ ও মাংসদগ্ধ। কিন্তু এই শাস্ত্রের মতে শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থি সর্ব্বত্রই অগ্নিক্রিয়া অনিবারিত। ত্বগ্‌দগ্ধের লক্ষণ এই সমস্ত। যথা শব্দ-প্রাদুর্ভাব (চট্ পট্ করিয়া শব্দ হওয়া), দৌর্গন্ধ্য ও ত্বক্‌সঙ্কোচ। মাংসদগ্ধ হইলে কপোতের ন্যায় বর্ণোৎপত্তি, অল্প শোথ, বেদনা এবং শুষ্ক ও সঙ্কুচিত ক্ষত এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। শিরা ও স্নায়ু দগ্ধ হইলে কৃষ্ণবর্ণ ও উন্নত ক্ষত এবং রসাদির স্রাবরাহিত্য এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সন্ধি ও অস্থি দগ্ধ হইলে রুক্ষতা, অরুণ-বর্ণতা এবং কর্কশ ও দীর্ঘ স্থায়ী ক্ষত এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শিরো-রোগ ও অধিমন্থ নামক চক্ষুঃপীড়ায় ভ্রূ,

ললাট ও শঙ্খপ্রদেশে দাহ প্রয়োগ করিবে, বর্ত্ম অর্থাৎ চক্ষুর পাতার রোগে দাহ করিতে হইলে, অগ্রে আল্‌তা ভিজাইয়া তদ্দ্বারা দৃষ্টি আচ্ছাদন করিয়া বর্ত্মস্থ রোমকূপ সকল দগ্ধ করিবে। ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থি এই সকল স্থানে বাতাশ্রয় জন্য অত্যন্ত বেদনা হইলে, ক্ষতের মাংস উন্নত, কঠিন ও স্পর্শজ্ঞানশূন্য হইলে এবং গ্রন্থি, অর্শঃ, অর্ব্বুদ, ভগন্দর, অপচী, শ্লীপদ, চর্ম্মকীল, তিলকালক, অন্ত্রবৃদ্ধি এই সকল রোগে সন্ধি, অস্থি ও শিরা ছিন্ন হইলে, নাড়ীব্রণরোগে ও অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে অগ্নিকর্ম্ম কর্ত্তব্য। রোগস্থানভেদে অগ্নিকর্ম্ম চারি প্রকার। যথা—বলয়, বিন্দু, বিলেখা ও প্রতিসারণ। রোগের সংস্থান, মর্ম্ম, বলাবল, ব্যাধি ও ঋতু এই সমুদায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া পশ্চাৎ অগ্নিক্রিয়া করিবে।

তত্র সম্যগ্ দগ্ধে মধুসর্পিভ্যামভ্যঙ্গঃ। অথেমানগ্নিনা পরিহরেৎ পিত্তপ্রকৃতিমন্তঃশোণিতপিত্তিনং ভিন্নকোষ্ঠমনুদ্ধৃতশল্যং দুর্ব্বলং বালং বৃদ্ধং ভীরুমনেকব্রণপীড়িতমস্বেদ্যাংশ্চেতি।

দাহক্রিয়া রীতিমত সম্পন্ন হইলে দগ্ধস্থানে মধু ও ঘৃত মাখাইবে। পিত্তপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি, রক্তপিত্ত রোগী, অতিসারাদি রোগবিশিষ্ট, অনুদ্ধৃতশল্য (যাহাদের শরীরে নিবদ্ধ শল্য বাহির করা হয় নাই), দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরুস্বভাব, বহুব্রণপীড়িত এবং অস্বেদ্য (যাহাদিগের স্বেদক্রিয়া নিষিদ্ধ) এই সকল ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম অবিহিত।

অত ঊর্দ্ধমিতরথা দগ্ধলক্ষণং বক্ষ্যামঃ। তত্র স্নিগ্ধং রূক্ষং বাশ্রিত্য দ্রব্যমগ্নির্দহতি। অগ্নিসন্তপ্তো হি স্নেহঃ সূক্ষ্মশিরানুসারিত্বাৎ ত্বগাদীননুপ্রবিশ্যাশু দহতি। তস্মাৎ স্নেহদগ্ধেঽধিকা রুজো ভবন্তি। তত্র প্লুষ্টং দুর্দ্দগ্ধং সম্যগ্‌দগ্ধমতিদগ্ধঞ্চেতি চতুর্ব্বিধমগ্নিদগ্ধম্। তত্র যদ্ বিবর্ণং প্লুষ্যতেঽতিমাত্রং তৎ প্লুষ্টম্। যত্রোত্তিষ্ঠন্তি স্ফোটাস্তীব্রাশ্চোষদাহরাগপাকবেদনাশ্চিরাচ্চোপশাম্যন্তি তদ্দুর্দ্দগ্ধম্। সম্যগ্ দগ্ধমনবগাঢ়ং তালফলবর্ণং সুসংস্থিতং পূর্ব্বলক্ষণযুক্তঞ্চ। অতিদগ্ধে মাংসাবলম্বনং গাত্রং বিশ্লেষঃ শিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থি ব্যাপাদনমতিমাত্রং জ্বরদাহপিপাসামূর্চ্ছাশ্চোপদ্রবা ভবন্তি ব্রণশ্চাস্য চিরেণ রোহতি রূঢ়শ্চ বিবর্ণো ভবতি। তদেতচ্চতুর্ব্বিধমগ্নিদগ্ধলক্ষণমাত্মকর্ম্মপ্রসাধকং ভবতি।

অতঃপর অগ্নিদগ্ধের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। অগ্নি স্নিগ্ধ বা রূক্ষ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া দাহ করে। অগ্নিসন্তপ্ত স্নেহ পদার্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরার অনুসরণ করিতে পারে বলিয়া ত্বগাদির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র দাহ করে, এই নিমিত্ত স্নেহ পদার্থ দ্বারা কোন স্থান দগ্ধ হইলে অতিশয় যাতনা উপস্থিত হয়। অগ্নিদগ্ধ চতুর্ব্বিধ। যথা—প্লুষ্ট, দুর্দগ্ধ, সম্যগ্‌দগ্ধ ও অতি দগ্ধ। যাহাতে ত্বক্ বিবর্ণ ও অতিশয় জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহাকে প্লুষ্ট কহে। যাহাতে দগ্ধস্থানে স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং ঐ স্থানে অতিশয় চোষ (অগ্নিতাপজন্য জ্বালার ন্যায় জ্বালা), দাহ, রক্তবর্ণতা, পাক ও বেদনা উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকালে প্রশান্ত হয়, তাহার নাম দুর্দ্দগ্ধ। সম্যগ্ দগ্ধ স্থান অনতিগভীর, তালফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সুসংস্থিত ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট হয়। অতি দগ্ধ হইলে মাংস পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া ক্ষত হয়। এবং দেহশৈথিল্য, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থির বিনাশ এবং জ্বর, দাহ, পিপাসা ও মূর্চ্ছা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না এবং শুষ্ক হওয়ার

পরও সেই স্থান বিবর্ণ হইয়া থাকে। উল্লিখিত চারি প্রকার অগ্নিদগ্ধ দ্বারা ক্রিয়া সাধন করা হয়।

অগ্নিনা কোপিতং রক্তং ভৃশং জন্তোঃ প্রকুপ্যতি।
ততস্তেনৈব বেগেন পিত্তমপ্যস্তু্যদীর্য্যতে।
তুল্যবীর্য্যে উভে হ্যেতে রসতো দ্রব্যতস্তথা।
তেনাস্য বেদনাস্তীব্রাঃ প্রকৃত্যা চ বিদহ্যতে।
স্ফোটাঃ শীঘ্রং প্রজায়ন্তে জ্বরতৃষ্ণা চ বর্দ্ধতে।
দগ্ধস্যোপশমার্থায় চিকিৎসা সংপ্রবক্ষ্যতে।
প্লুষ্টস্যাগ্নিপ্রতপনং কার্য্যমুষ্ণং তথৌষধম্।
শরীরে স্বিন্নভূয়িষ্ঠে স্বিন্নং ভবতি শোণিতম্।
প্রকৃত্যা হ্যুদকং শীতং স্কন্দয়ত্যতিশোণিতম্।
তস্মাৎ সুখয়তি হ্যুষ্ণং ন তু শীতং কথঞ্চন।
শীতামুষ্ণাঞ্চ দুর্দ্দগ্ধে ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ ভিষক্ পুনঃ।
ঘৃতালেপনসেকাংস্তু শীতানেবাস্য কারয়েৎ।
সম্যগ্দগ্ধে তুগাক্ষীরীপ্লক্ষচন্দন গৈরিকৈঃ।
সামৃতৈঃ সর্পিষা স্নিগ্ধৈরালেপং কারয়েদ্ ভিষক্।
গ্রাম্যানূপৌদকৈশ্চৈনং পিষ্টৈর্মাংসৈঃ প্রলেপয়েৎ।
পিত্তবিদ্রধিবচ্চৈনং সন্ততোষ্মাণমাচরেৎ।
অতিদগ্ধে বিশীর্ণানি মাংসান্যুদ্ধৃত্য শীতলাম্।
ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ ভিষক্ পশ্চাচ্ছালিতণ্ডুলকণ্ডনৈঃ।
তিন্দুকীত্বক্কষায়ৈর্বা ঘৃতমিশ্রৈঃ প্রলেপয়েৎ।
ব্রণং গুড়ূচীপত্রৈর্বা চ্ছাদয়েদথবৌদকৈঃ॥
ক্রিয়াঞ্চ নিখিলাং কুর্য্যাদ্ ভিষক্ পিত্তবিসর্পবৎ।
মধূচ্ছিষ্টং সমধুকং লোধ্রং সর্জ্জরসং তথা।
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ।
সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমুত্তমম্।
স্নেহদগ্ধে ক্রিয়াং রুক্ষাং বিশেষেণাবচারয়েৎ।

অগ্নিসংযোগে প্রাণিগণের রক্ত অতিশয় প্রকুপিত হওয়াতে পিত্তও অতিশয় বেগবান্ হইয়া উঠে। কারণ রক্ত ও পিত্ত উভয়ই একজাতীয় পদার্থ, উভয়ই তুল্যবীর্য্য ও তুল্য রসবিশিষ্ট। সেই হেতু অগ্নিদাহনিমিত্ত তীব্র বেদনা, দাহ ও স্ফোটক জন্মায় উৎপন্ন ও প্রবল জ্বর ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। অতঃপর অগ্নিদাহের চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। প্লুষ্টদাহে দগ্ধস্থানে অগ্নিসন্তাপ প্রদান ও উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শরীরে তাপ প্রয়োগাদি স্বেদক্রিয়া করিলে দেহস্থ রক্ত তরল হয়, জল স্বভাবতঃ শীতল, অতএব তৎসংযোগে রক্ত ঘনীভূত হয়। এই হেতু প্লুষ্ট দাহে উষ্ণ ভিন্ন শীতল ক্রিয়ায় উপকার হয় না। দুর্দ্দগ্ধ হইলে শীতল ও উষ্ণ উভয় ক্রিয়াই কর্ত্তব্য, ইহাতে ঘৃতাদি শীতল আলেপন ও সেচন ক্রিয়া বিধেয়। সম্যগ্দগ্ধ হইলে বংশলোচন, পাকুড়ছাল, রক্তচন্দন, গেরিমাটী ও গুলঞ্চ এই সমুদায় ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে এবং গ্রাম্য, আনূপ ও জলজ জীবের মাংস পেষণ করিয়া দগ্ধ স্থান লিপ্ত করিবে। ইহাতে পিত্তবিদ্রধির চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। অতিদগ্ধ হইলে বিশীর্ণ মাংস সকল উদ্ধৃত করিয়া শীতল ক্রিয়া করিবে এবং তুষহীন শালিতণ্ডুলের কল্ক বা গাবছালের কষায় ঘৃতসংযুক্ত করিয়া ক্ষতে প্রদান করিবে। অথবা গুলঞ্চ পত্র বা কোন জলজ উদ্ভিদের পত্র দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদন ও পিত্তবিসর্পের ন্যায় সমস্ত শীতলক্রিয়া করিবে। মোম, যষ্টিমধু, লোধ, ধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্ব্বা এই সমুদায় কল্কদ্রব্যের সহিত যথাবিধি ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃত লেপনে সকল প্রকার অগ্নিদগ্ধ ক্ষত শুষ্ক হয়। স্নেহ পদার্থ দ্বারা দগ্ধ হইলে বিশেষ রূপে রূক্ষ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ধূমোপহতলক্ষণম্।
শ্বসিতি ক্ষৌতি চাত্যর্থমত্যাধিমভিকাসতে।
চক্ষুষোঃ পরিদাহশ্চ রাগশ্চৈবোপজায়তে।
সধূমকং নিঃশ্বসিতি ঘ্রেয়মন্যন্ন বেত্তি চ।
তথৈবচ রসান্ সর্ব্বান্ শ্রুতিশ্চাস্যোপহন্যতে।
তৃষ্ণাদাহজ্বরযুতঃ সীদত্যথ চ মূর্চ্ছতি।

ধূমোপহত ইত্যেবং শৃণু তস্য চিকিৎসিতম্।
সর্পিরিক্ষুরসং দ্রাক্ষাং পয়ো বা শর্করাম্বু বা।
মধুরাম্লৌ রসৌ বাপি বমনায় প্রদাপয়েৎ।
বমতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিঃ স্যাৎ ধূমগন্ধশ্চ নশ্যতি।
বিধিনানেন নশ্যন্তি সদনক্ষবথুজ্বরাঃ।
দাহমূর্চ্ছা তৃড়াধ্মান শ্বাসকাসাশ্চ দারুণাঃ।
মধুরৈর্লবণৈরম্লৈশ্চ কটুকৈঃ কবলগ্রহৈঃ।
সম্যগ্ গৃহ্নাতীন্দ্রিয়ার্থান্ মনশ্চাস্য প্রসীদতি।
শিরোবিরেচনং তস্মৈ দদ্যাদ্ যোগেন শাস্ত্রবিৎ।
দৃষ্টির্বিশুধ্যতে চাস্য শিরোগ্রীবঞ্চ দেহিনঃ।
অবিদাহি লঘু স্নিগ্ধমাহারং চাস্য কল্পয়েৎ।
উষ্ণবাতাতপৈর্দগ্ধে শীতঃ কার্য্যো বিধিঃ সদা।
শীতবর্ষানিলহত উষ্ণং স্নিগ্ধঞ্চ শস্যতে।
তথাতিতেজসা দগ্ধে সিদ্ধির্নাস্তি কথঞ্চন।
ইন্দ্রবজ্রাগ্নিদগ্ধেঽপি জীবতি প্রতিকারয়েৎ।
স্নেহাভ্যঙ্গপরীষেকৈঃ প্রদেহৈশ্চ তথা ভিষক্।

অতঃপর ধূমোপহত হইলে যেরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। শ্বাস, হাঁচি, কাতর শব্দোচ্চারণ, কাস, চক্ষের দাহ ও রক্তবর্ণতা, সধূম নিঃশ্বাস, ঘ্রাণশক্তির অল্পতা, রসজ্ঞানের লোপ, শ্রবণ-শক্তির লোপ, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, অবসন্নতা, ও মূর্চ্ছা, ধূমোপহত হইলে এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। এরূপ হইলে ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, চিনিরপানা অথবা মধু ও অম্লরস পান করাইয়া বমন করাইবে বমন হইলে কোষ্ঠশুদ্ধি ও ধূমগন্ধ বোধ নিবারণ হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা অবসন্নতা, হাঁচি, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, আধ্মান, শ্বাস ও কাশ প্রশমিত হয়। মধুর, লবণ, অম্ল ও কটুরস দ্রব্য দ্বারা কবলধারণ করাইলে ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করিবার শক্তি ও মনের প্রসন্নতা উপস্থিত হয়। ধূমো-পহত ব্যক্তিকে যথাবিধি শিরোবিরেচন অর্থাৎ নস্য প্রদান করিবে, নস্যদ্বারা দৃষ্টি প্রসন্ন এবং মস্তক ও গ্রীবা প্রকৃতিস্থ হয়। পথ্যার্থ অবিদাহি, লঘু ও স্নিগ্ধ আহার ব্যবস্থা করিবে। উষ্ণ বায়ু ও আতপ দ্বারা দগ্ধ হইলে শীতল ক্রিয়া এবং শীত, বর্ষা ও বায়ু কর্ত্তৃক উপহত হইলে উষ্ণ ও স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিবে। অতি প্রবল ও তীক্ষ্ণ তেজঃ পদার্থ দ্বারা দগ্ধ হইলে কোন রূপেই জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তেজোদগ্ধ ব্যক্তির জীবন নষ্ট না হইলে প্রতীকারের চেষ্টা করিবে। বজ্রদগ্ধ ব্যক্তির ও যদি জীবন থাকে, তাহা হইলে তৈলাদি মর্দ্দন, শীতল জলাদি পরিসেচন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ সকল দ্বারা জীবন রক্ষায় যত্নবান্ হইবে।

জলৌকাবচারণবিধিঃ।

নৃপাঢ্যবালস্থবির ভীরু দুর্ব্বলনারী সুকুমারাণাং-মনুগ্রহার্থং পরমসুকুমারোঽয়ং শোণিতাবসেচ-নোপায়োঽভিহিতো জলৌকোভিঃ তত্র বাতপিত্ত কফদুষ্ট শোণিতং যথাসংখ্যং শৃঙ্গজলৌকালাবুভি-রবসেচয়েৎ স্নিগ্ধশীতরূক্ষত্বাৎ সর্ব্বাণি সর্ব্বৈর্বা।

উষ্ণং সমধুরং স্নিগ্ধং গবাং শৃঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্।
তস্মাদ্ বাতোপসৃষ্টে তু হিতং তদবসেচনে।
শীতাধিবাসা মধুরা জলৌকা বারিসম্ভবা।
তস্মাৎ পিত্তোপসৃষ্টে তু হিতা সা ত্ববসেচনে।
অলাবু কটুকং রূক্ষং তীক্ষ্ণঞ্চ পারিকীর্ত্তিতম্।
তস্মাচ্ছ্লেষ্মোপসৃষ্টে তু হিতং তদবসেচনে।
তত্র প্রচ্ছিতে তনুবস্ত্র পটলাবনদ্ধেন শৃঙ্গেণ শোণিতমবসেচয়েদাচুষণাৎ। সান্তর্দীপয়ালাবা।

রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি অথবা বালক, বৃদ্ধ, ভীরুস্বভাব, দুর্ব্বল, স্ত্রীলোক ও কোমল দেহ ব্যক্তিগণের পক্ষে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ অনায়াসসাধ্য ও অক্লেশকর। তন্মধ্যে বায়ুদূষিত রক্ত শৃঙ্গদ্বারা, পিত্তদূষিত রক্ত জলৌকাদ্বারা এবং কফদূষিত রক্ত অলাবু অর্থাৎ লাউ দ্বারা নিঃসারিত করিবে, অথবা সকল

প্রকার দুষ্ট রক্তই উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের যে কোন দ্বারা নিঃসারিত করা যাইতে পারে। গোশৃঙ্গ উষ্ণ, মধুর ও স্নিগ্ধ এই জন্য বায়ুদুষ্ট রক্ত মোক্ষণ গোশৃঙ্গদ্বারাই কর্ত্তব্য। জলৌকা শীতল স্থানবাসী, মধুর ও জলোৎপন্ন, সুতরাং পিত্তদুষ্ট রক্ত জলৌকাদ্বারা নিঃসারিত করা কর্ত্তব্য। অলাবু কটু, রূক্ষ ও তীক্ষ্ণ বলিয়া কফদুষ্ট রক্তমোক্ষণ তদ্দ্বারাই কর্ত্তব্য। শৃঙ্গের দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে অগ্রে রক্তমোক্ষণের স্থান অস্ত্রদ্বারা অল্প ক্ষত করিয়া এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা শৃঙ্গ আবৃত করিয়া ক্ষত স্থানে শৃঙ্গের মুখ বসাইয়া চুষিয়া রক্তমোক্ষণ করাইবেন। অলাবুদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে অলাবুর মধ্যে দীপ প্রজ্বলিত করিয়া পূর্ব্ববৎ শস্ত্রক্ষত স্থলে অলাবুর মুখ সংযুক্ত করিবে, উহাতে ক্ষত স্থানের চর্ম্ম পর্য্যন্ত অলাবুর মধ্যদিকে আকৃষ্ট এবং তত্রত্য রক্ত অলাবুর মধ্যে প্রবেশিত হইবে।

অথ জলায়ুকা বক্ষ্যন্তে। জলমাসামায়ুরিতি জলায়ুকা জলমাসামোক ইতি জলৌকসঃ। তা দ্বাদশ তাসাং সবিষাঃ ষট্ তাবচ্চ এব নির্ব্বিষাঃ।

জলৌকা শব্দের অর্থ জোঁক। ইহার অপর নাম জলায়ুকা। জল ইহাদিগের আয়ু এই নিমিত্ত ইহাদিগকে জলায়ুকা বলে। জলৌকা' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যথা,—জল ইহাদের ওকস্ (স্থান)। জলৌকা ১২ প্রকার, তন্মধ্যে ৬ প্রকার সবিষ ও ৬ প্রকার নির্ব্বিষ।

তত্র সবিষাঃ কৃষ্ণা কর্ব্বুরা অলগর্দ্দা ইন্দ্রায়ুধা সামুদ্রিকা গোচন্দনা চেতি। তাস্বঞ্জনচূর্ণবর্ণা পৃথুশিরা কৃষ্ণা। বর্ম্মিমৎস্যবদায়তাচ্ছিন্নোন্নত কুক্ষিঃ কর্ব্বুরা। রোমশা মহাপার্শ্বা কৃষ্ণমুখ্যলগর্দ্দা। ইন্দ্রায়ুধবদূর্দ্ধরাজিভিশ্চিত্রিতা ইন্দ্রায়ুধা। ঈষদসিতপীতিকা বিচিত্রপুষ্পাকৃতিচিত্রা সামুদ্রিকা। গোবৃষণবদধোভাগে দ্বিধাভূতাকৃতিরণুমুখী গোচন্দনেতি। তাভির্দষ্টে পুরুষে দংশে শ্বয়থুরতিমাত্রং কণ্ডূ মূর্চ্ছা জ্বরো দাহশ্ছর্দ্দির্মদঃ সদনমিতি লিঙ্গানি ভবন্তি। তত্র মহাগদঃ পানালেপনস্য কর্ম্মাদিষূপযোজ্যঃ। ইন্দ্রায়ুধাদষ্টমসাধ্যমিত্যেতাঃ সবিষাঃ সচিকিৎসিতা ব্যাখ্যাতাঃ।

কৃষ্ণা, কর্ব্বুরা, অলগর্দ্দা, ইন্দ্রায়ুধা, সামুদ্রিকা ও গোচন্দনা এই ছয় প্রকার সবিষ জলৌকা। তন্মধ্যে কৃষ্ণা জলৌকার বর্ণ অঞ্জনচূর্ণ সদৃশ, ইহারা স্থূলশিরাবিশিষ্ট। কর্ব্বুরা জলৌকা বর্ম্মিমৎস্যের ন্যায় আয়ত, ইহাদের কুক্ষি ছিন্ন ও উন্নত। অলগর্দ্দা জলৌকার গাত্র লোমশ, পার্শ্বদ্বয় বৃহৎ ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ। ইন্দ্রায়ুধা জলৌকার গাত্র ইন্দ্রধনুর ন্যায়, উর্দ্ধরেখা সমূহদ্বারা চিত্রিত। সামুদ্রিকার বর্ণ ঈষৎ কৃষ্ণ ও পীত এবং বিচিত্র পুষ্পের ন্যায় চিত্রিত। গোচন্দনার অধোভাগ গোরুর অণ্ডকোষের ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত, ইহাদের মুখ সূক্ষ্ম। ইহারা দংশন করিলে দষ্ট স্থানে শোথ, অত্যন্ত কণ্ডূ এবং মূর্চ্ছা, জ্বর, দাহ, বমি, মদ ও অবসন্নতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এরূপ হইলে সর্পদংশন চিকিৎসোক্ত মহাগদ নামক যোগ পান, লেপন ও নস্য কর্ম্ম প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিবে। ইন্দ্রযুধা জলৌকা, দংশন করিলে তাহার প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

অথ নির্ব্বিষাঃ কপিলা পিঙ্গলা শঙ্খমুখী মূষিকা পুণ্ডরীকমুখী সাবরিকা চেতি। তত্র মনঃশিলা রঞ্জিতাভ্যামিব পার্শ্বাভ্যাং পৃষ্ঠে স্নিগ্ধমুদ্গবর্ণা কপিলা। কিঞ্চিদ্রক্তা বৃত্তকায়া পিঙ্গাশুগা চ পিঙ্গলা। যকৃদ্বর্ণা শীঘ্রপায়িনী দীর্ঘতীক্ষ্ণমুখী শঙ্খমুখী। মূষিকাকৃতিবর্ণানিষ্টগন্ধা চ মূষিকা

মুদ্গবর্ণা পুণ্ডরীক তুল্যবক্ত্রা পুণ্ডরীকমুখী। স্নিগ্ধা পদ্মপত্রবর্ণাষ্টাদশাঙ্গুলপ্রমাণা সাবরিকা সা চ পশ্বর্থে। ইত্যেতা অবিষা ব্যাখ্যাতাঃ। তাসাং যবন পাণ্ড্য সহ্যপৌ তনাদীনি ক্ষেত্রাণি। তেষু মহাশরীরা বলবত্যঃ শীঘ্রপায়িন্যো মহাশন নির্ব্বিষাশ্চ বিশেষেণ ভবন্তি। তত্র সবিষ মৎস্য কীট দর্দ্দুর মূত্র পুরীষকোথজাতাঃ কলুষেষম্ভঃস্ব চ সবিষাঃ। পদ্মোৎপল নলিন কুমুদ সৌগন্ধিক কুবলয় পুণ্ডরীক শৈবাল কোথজাতা বিমলেষম্ভঃস্ব চ নির্ব্বিষাঃ।

ক্ষেত্রেষু বিচরন্ত্যেতাঃ সলিলেষু সুগন্ধিষু।
ন চ সঙ্কীর্ণচারিণ্যো ন চ পঙ্কেশয়াঃ সুখাঃ॥

নির্ব্বিষ জলোকা ছয় প্রকার যথা কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্খমুখী, মূষিকা, পুণ্ডরীকমুখী ও সাবরিকা। তন্মধ্যে কপিলার পার্শ্বদ্বয় মনঃশিলারঞ্জিতবৎ এবং পৃষ্ঠদেশের বর্ণ চিক্কণ মুদ্গসদৃশ। পিঙ্গলা জলোকা ঈষৎ রক্তবর্ণ, গোলাকৃতি দেহবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ ও শীঘ্রগামী। শঙ্খমুখীর বর্ণ যকৃতের বর্ণের ন্যায়, ইহাদের মুখ দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ, ইহারা অতিশীঘ্র রক্তপান করিয়া থাকে। মূষিকার আকৃতি ও বর্ণ মূষিকের ন্যায়, ইহাদের গাত্র হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়। পুণ্ডরীকমুখীর বর্ণ মুদ্গসদৃশ ও মুখ পদ্ম সদৃশ। সাবারিকার বর্ণ চিক্কণ ও পদ্মপত্র সদৃশ, ইহারা ১৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ। সাবারিকা কেবল পশুগণের রক্ত মোক্ষণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যবন, পাণ্ড্য, সহ্য ও পৌতন প্রভৃতি ক্ষেত্র জলোকাগণের জন্ম স্থান। ইহাদের মধ্যে যাহারা বৃহৎদেহবিশিষ্ট, বলবান্, শীঘ্রপায়ী ও অধিক ভোজন করিতে পারে, তাহারাই সম্যক নির্ব্বিষ। যাহারা সবিষ মৎস্য, কীট ও ভেক ইহাদের পচা মল মূত্র হইতে জন্মে এবং আবিল জলে বাস করে, তাহারা সবিষ। নির্ব্বিষ জলোকাগণ পদ্ম, কুমুদ ও শৈবালাদি জলজ উদ্ভিদ প'চয়া জন্মে, ইহারা নির্ম্মল, সুগন্ধি জলে ও ক্ষেত্রে বাস করে। যাহারা সঙ্কীর্ণ স্থানে বিচরণ করে বা পঙ্কে শয়ন করিয়া থাকে, তাহারা রক্তমোক্ষণকার্য্যে প্রশস্ত নহে।

তাসাং প্রগ্রহণমার্দ্রচর্ম্মণান্যৈর্বা প্রয়োগৈঃ। অথৈনাঃ নবে মহতি ঘটে সরস্তড়াগোদক পঙ্কমাবাপ্য নিদধ্যাৎ। ভক্ষ্যার্থে চাসামুপহরেচ্ছৈবালং বল্লূরমৌদকাংশ্চ কন্দাংশ্চূর্ণীকৃত্য শয্যার্থং তৃণমৌদকানি চ পত্রাণি। ত্র্যহাৎ ত্র্যহাচ্চান্যজ্জলং ভক্ষ্যঞ্চ দেয়ম্। সপ্তরাত্রাৎ সপ্তরাত্রাচ্চ ঘটমন্যং স ক্রাময়েৎ।

স্থূলমধ্যাঃ পরিক্লিষ্টাঃ পৃথ্ব্যো মন্দবিচেষ্টিতাঃ।
অগ্রাহিণ্যোঽল্পপায়িন্যঃ সবিষাশ্চ ন পূজিতা॥

আর্দ্র চর্ম্ম বা কোন বস্ত্রদ্বারা ইহাদিগকে ধরিয়া কোন নূতন বৃহৎ ঘটে সরোবরের জল ও পঙ্ক রাখিয়া তন্মধ্যে রাখিবে। ইহাদের আহারার্থ শৈবাল, শুষ্ক মাংস ও জলজাত কন্দ চূর্ণ করিয়া ঘটমধ্যে দিবে। শয়নার্থ তৃণ ও জলজাত পত্র দিবে। ২।৩ দিন অন্তর ঘটের জল পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন জল দিবে। প্রতিসপ্তাহান্তে ঘট পরিবর্ত্তন করিবে। যে সকল জলোকার মধ্যদেহ স্থূল, যাহারা ক্ষীণ, যাহারা অতিশয় স্থূল, যাহারা মন্দচেষ্ট অর্থাৎ শীঘ্র ও তেজে গমনাদি করিতে পারে না, যাহারা অগ্রহী অর্থাৎ পীড়িত স্থান ধরে না, যাহারা অল্পমাত্র রক্তপান করিতে পারে এবং যাহারা সবিষ, সেই সমস্ত জলোকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে।

অথ জলৌকোঽবসেক সাধ্য ব্যাধিতমুপবেশ্য সংবেশ্য বা বিরুক্ষ্য চাস্য তমবকাশং মৃদ্‌গোময়-চূর্ণৈর্যদ্যরুজঃ স্যাৎ গৃহীতাশ্চ তাঃ সর্ষপ রজনী-কল্কোদক প্রদিগ্ধগাত্রীঃ সলিলসরকমধ্যে মুহূর্ত্তস্থিতা বিগতক্লমা জ্ঞাত্বা তাভী রোগং গ্রাহয়েৎ। সূক্ষ্মশুক্লার্দ্রপিচুপ্লোতাবচ্ছন্নাং কৃত্বা মুখমপাবৃণুয়াৎ। অগৃহ্নত্যৈ ক্ষীরবিন্দুং শোণিতবিন্দুং বা দদ্যাচ্ছস্ত্র-পদানি বা কুর্ব্বীত যদ্যেবমপি ন গৃহ্নীয়াঃ তদান্যাং গ্রাহয়েৎ। যদাচ নিবিশতেঽশ্বখুরবদাননং কৃত্বোন্নম্য চ স্কন্ধং তদা জানীয়াদ্‌ গৃহ্নাতীতি। গৃহ্নন্তীং চার্দ্রবস্ত্রাবচ্ছন্নাং ধারয়েৎ সেচয়েচ্চ। দংশে তোদকণ্ডুপ্রাদুর্ভাবৈর্জ্জানীয়াচ্ছুদ্ধমিয়দাদত্ত ইতি শুদ্ধমাদদানামপনয়েৎ। অথ শোণিতগন্ধেন ন মুঞ্চেন্মুখমস্যাঃ সৈন্ধবচূর্ণেনাবকিরেৎ। অথ পতিতাং তণ্ডুলকণ্ডনপ্রদিগ্ধগাত্রীং তৈললবণাভ্যক্তমুখীং বামহস্তাঙ্গুলীভ্যাং গৃহীতপুচ্ছাং দক্ষিণহস্তাঙ্গুষ্ঠা-ঙ্গুলীভ্যাং শনৈঃ শনৈরনুলোমমনুমার্জ্জয়েদামুখাদ্‌ বাময়েত্তাবদ্‌ যাবৎ সম্যগ্‌বান্তলিঙ্গানীতি। সম্যগ্‌বান্তা সলিলসরক ন্যস্তা ভোক্তু কামা সতী চরেৎ। যা সীদতি ন চেষ্টতে সা দুর্ব্বান্তা তাং পুনঃ সম্যগ্‌ বাময়েৎ। দুর্ব্বান্তায়া ব্যাধিরসাধ্য ইন্দ্রমদো নাম ভবতি। অথ সুবান্তাং পূর্ব্ববৎ সন্নিদধ্যাৎ শোণিতস্য চ যোগাযোগানবেক্ষ্য জলৌকো ব্রণান্‌ মধুনাবঘট্টয়েচ্ছীতাভিরদ্ভিশ্চ পরিষেচয়েদ্‌বদ্ধীত বা ব্রণং কষায়মধুর স্নিগ্ধ শীতৈশ্চ প্রদেহৈঃ প্রদিহ্যাদিতি।

ক্ষেত্রাণি গ্রহণং জাতীঃ পোষণং সাবচারণম্‌।
জলৌকসাঞ্চ যো বেত্তি তৎসাধ্যান্‌ স জয়েদ্‌গদান্‌।

জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক হইলে রোগীকে উপবেশন বা শয়ন করাইয়া পীড়িত স্থান মৃত্তিকা ও গোময় চূর্ণদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া রুক্ষভাবাপন্ন করিবে, কিন্তু যদি ঐ স্থানে বেদনা থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ করি-বার আবশ্যকতা নাই। অনন্তর সর্ষপ ও হরিদ্রা বাঁটিয়া জলে গুলিয়া গৃহীত জলৌকার গাত্রে মাখাইবে এবং কিয়ৎক্ষণ উহাকে কোন জলপাত্রে ছাড়িয়া দিবে। যখন দেখিবে উহা শ্রান্তিহীন হইয়া সচ্ছন্দভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন শুক্লবর্ণ সূক্ষ্ম তুলার দ্বারা উহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া কেবল মুখ অনাবৃত রাখিয়া রোগস্থানে ধরাইবে। যদি না ধরে তাহা হইলে ঐ স্থানে এক বিন্দু দুগ্ধ বা রক্ত দিবে, ইহাতে না ধরিলে ঐ স্থানে শস্ত্রদ্বারা অল্প ক্ষত করিয়া দিবে। তথাপি যদি না ধরে, তাহা হইলে উহাকে ত্যাগ করিয়া অপর একটীকে ধরাইবে। যখন দেখিবে উহা অশ্বের খুরের ন্যায় মুখ করিয়া এবং স্কন্ধ উচ্চ করিয়া নিবিষ্ট হইতেছে, তখন জানিবে ধরিতেছে। ধরিলে আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া অল্প অল্প জল দিবে। দষ্টস্থানে সূচীবেধবৎ বেদনা ও কণ্ডু উপস্থিত হইলে জানিবে দুষ্ট রক্ত সমুদায় নিঃশোষিত হইয়া বিশুদ্ধ রক্ত গৃহীত হইতেছে। তৎকালে উহাকে ছাড়াইয়া লইবে। যদি রক্তগন্ধে লুব্ধ হইয়া না ছাড়ে, তাহা হইলে উহার মুখে সৈন্ধব চূর্ণ দিবে, তাহা হইলেই ছাড়িয়া পতিত হইবে। পতিত হইলে উহার গাত্রে চাউলের কুঁড়া এবং মুখে লবণ সংযুক্ত তৈল মাখাইবে এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনিদ্বারা উহার পুচ্ছ ধারণ ও দক্ষিণ হস্তের ঐ অঙ্গুলি দ্বারা পুচ্ছ হইতে মুখ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে চুঁচিয়া পীত রক্ত সমুদায় বমন করাইবে। সম্যগ্‌বান্ত জলৌকাকে জলপাত্র মধ্যে ছাড়িয়া দিলে আহারার্থিনী হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবে, যদি উহা অবসন্ন হইয়া থাকে এবং ইতস্ততঃ বিচরণ না করে, তাহা হইলে জানিবে পীত রক্ত সমুদায় বমন হয় নাই। এরূপ হইলে উহাকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববিধানে বমন করা-

হইবে। সম্যক্‌রূপে বমন না করাইলে জলৌকার ইন্দ্রমদ নামক এক প্রকার অসাধ্য রোগ জন্মে। সুবান্ত জলৌকাকে পূর্ব্ববৎ সজল ঘটমধ্যে রাখিবে। জলৌকাদষ্ট স্থান হইতে রক্তস্রাবাদির প্রকৃতি দেখিয়া তৎস্থানে মধুম্রক্ষিত, শীতলজলসিক্ত, বন্ধ বা কষায়, মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতল প্রলেপদ্বারা লিপ্ত করিবে।

যে ব্যক্তি জলৌকাদিগের বাসস্থান, জাতি, গ্রহণ করিবার অর্থাৎ ধরিবার উপায়, পোষণ করিবার প্রণালী ও প্রয়োগ করিবার নিয়ম জানেন তিনি জলৌকাসাধ্য রোগ সকলের প্রতিকার করিতে সমর্থ হন।

শোণিতস্রাবস্য সাধারণো বিধিঃ।

ফেনিলমরুণং কৃষ্ণং পরুষং তনু শীঘ্রগমস্কন্দি চ শোণিতং বাতেন দুষ্টম্। নীলং পীতং হরিতং শ্যামং বিস্রমনিষ্টং পিপীলিকামক্ষিকাণামস্কন্দি চ পিত্তদুষ্টম্। গৈরিকোদকপ্রতীকাশং স্নিগ্ধং শীতলং বহলং পিচ্ছিলং চিরস্রাবি মাংসপেশীপ্রভং শ্লেষ্মদুষ্টঞ্চ। সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং কাঞ্জিকাভং বিশেষতো দুর্গন্ধি চ সন্নিপাতদুষ্টম্। পিত্তবদত্যন্তকৃষ্ণঞ্চ। দ্বিদোষলিঙ্গং সংসৃষ্টম্। ইন্দ্রগোপপ্রতীকাশমসংহতমবিবর্ণঞ্চ প্রকৃতিস্থং জানীয়াৎ।

বায়ুদূষিত রক্ত, ফেনবিশিষ্ট, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, পাতলা, শীঘ্রগামী ও আস্কন্দ অর্থাৎ ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় না। পিত্তদূষিত রক্ত, নীল, পীত, হরিত বা শ্যামবর্ণবিশিষ্ট, বিস্র (আমগন্ধ বিশিষ্ট), পিপীলিকা ও মক্ষিকাগণের অপ্রিয় ও ঘনত্বহীন। কফদূষিত রক্ত, দুষ্ট গৈরিক জল সদৃশ, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল, চিরস্রাবি অর্থাৎ শীঘ্র স্রুত হয় না এবং দেখিতে মাংসপেশীর ন্যায়। ত্রিদোষ দূষিত রক্ত উল্লিখিত সমুদায় লক্ষণবিশিষ্ট কাঞ্জিক সদৃশ এবং বিশেষ দুর্গন্ধ। রক্তদূষিত রক্ত পিত্তদূষিত রক্তের ন্যায় এবং অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। সংসৃষ্ট রক্ত উভয় দোষজ রক্তের চিহ্নবিশিষ্ট হইয়া থাকে। নির্দ্দোষ রক্তের বর্ণ ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় লোহিত বর্ণ, তরল ও অবিবর্ণ।

অথাবিস্রাব্যাঃ সর্ব্বাঙ্গশোফঃ ক্ষীণস্য চাম্লভোজননিমিত্তঃ পাণ্ডুরোগ্যর্শসোদরিশোষি গর্ভিণীনাঞ্চ শ্বয়থবঃ।

সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, ক্ষীণ ব্যক্তির শোথ, অম্লভোজন নিমিত্ত শোথ এবং পাণ্ডুরোগী, অর্শরোগী, উদরীরোগী, ক্ষয়রোগাক্রান্ত ও গর্ভিণী ইহাদের শোথ হইতে রক্তস্রাব করা বিধেয় নহে।

তত্র শস্ত্রবিস্রাবণং দ্বিবিধং প্রচ্ছানং শিরাব্যধনঞ্চ। তত্র ঋজ্বসঙ্কীর্ণং সূক্ষ্মং সমমনবগাঢ়মনুত্তান মাশু চ শস্ত্রং পাতয়েন্মর্ম্মশিরাস্নায়ুসন্ধীনাং চানুপঘাতি। তত্র দুর্দ্দিনে দুর্ব্বিদ্ধে শীতবাতয়োরস্বিন্নেঽভুক্তবতঃ স্কন্নত্বাচ্ছোণিতং ন স্রবত্যল্পং বা স্রবতি।

মদমূর্চ্ছা শ্রমার্ত্তানাং বাতবিণ্মূত্র সঙ্গিনাম্।
নিদ্রাভিভূতভীতানাং নৃণাং নাসৃক্ প্রবর্ত্ততে।

শস্ত্রপ্রয়োগে রক্তমোক্ষণ করা দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়, যথা প্রচ্ছান অর্থাৎ ত্বক্ ও মাংস বিদ্ধ করিয়া এবং শিরা বিদ্ধ করিয়া। ঋজু, অসঙ্কীর্ণ, সূক্ষ্ম, সমভাব, অতিগাঢ় ও অনুত্তানরূপে ও লঘু হস্ততার সহিত শস্ত্রপাত করিবে। শস্ত্র প্রয়োগকালে সাবধান হইবে, যেন মর্ম্মস্থান, শিরা, স্নায়ু ও সন্ধিস্থানে আঘাত না লাগে। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে শীত বা বায়ুপ্রবাহকালে, স্বেদ প্রদান না করিয়া অথবা ভোজন না করাইয়া রক্ত মোক্ষণার্থ শস্ত্রপ্রয়োগ

করিলে এবং সম্যক্‌রূপে বিদ্ধ না হইলে রক্তস্রাব হয় না, যদিও হয়, অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে। মদ, মূর্চ্ছা ও শ্রমযুক্ত ব্যক্তির, যে ব্যক্তি বায়ু, মল ও মূত্র পরিত্যাগ করে নাই তাহার এবং নিদ্রিত ও ভীত ব্যক্তির সম্যক্ রূপে রক্তস্রাব হয় না।

তদ্দুষ্টং শোণিতমনির্হ্রীয়মাণং কণ্ডুশোফ রাগ দাহপাক বেদনা জনয়েৎ। অত্যুষ্ণাতিস্বিন্নাতিবিদ্ধেঽজ্ঞৈর্বিস্রাবিতমতিপ্রবর্ত্ততে। তদতিপ্রবৃত্তং শিরোঽভিতাপমান্ধ্যমধিমন্থং তিমিরপ্রাদুর্ভাবং ধাতুক্ষয়মাক্ষেপকং পক্ষাঘাতমেকাঙ্গবিকারং তৃষ্ণাদাহৌ হিক্কাং কাসং শ্বাসং পাণ্ডুরোগং মরণঞ্চাপাদয়তি।

তস্মান্ন শীতে নাত্যুষ্ণে নাস্বিন্নে নাতিতাপিতে।
যবাগূং প্রতিপীতস্য শোণিতং মোক্ষয়েদ্ভিষক্ ॥
সম্যগ্‌গত্বা যদা রক্তং স্বয়মেবাবতিষ্ঠতে।
শুদ্ধং তদা বিজানীয়াৎ সম্যগ্‌বিস্রাবিতঞ্চ তৎ ॥
লাঘবং বেদনাশান্তির্ব্যাধের্বেগপরিক্ষয়ঃ।
সম্যগ্‌বিস্রাবিতে লিঙ্গং প্রসাদো মনসস্তথা ॥
ত্বগ্‌দোষা গ্রন্থয়ঃ শোফা রোগাঃ শোণিতজাশ্চ যে।
রক্তমোক্ষণশীলানাং ন ভবন্তি কদাচন ॥

দুষ্ট রক্ত দেহমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিলে কণ্ডু, শোথ, রক্তিমা, দাহ, পাক ও বেদনা এই সমস্ত উপস্থিত হয়। অতি-উষ্ণকালে, অতিঘর্ম্মাক্ত অবস্থায়, অথবা অধিক বিদ্ধ করিলে কিংবা অজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক ক্রিয়া সাধিত হইলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে শিরঃপীড়া, অন্ধতা, অধিমন্থ ও তিমিররোগের উৎপত্তি, ধাতুক্ষয়, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, একাঙ্গরোগ, তৃষ্ণা, দাহ, হিক্কা, কাস, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব নাতিশীতোষ্ণ সময়ে অস্বিন্ন ও অনতি তাপিত অবস্থায় রোগীকে যবাগূ পান করাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্ত সম্যক্‌রূপে নিঃসৃত হইয়া যখন স্বয়ংই স্থগিত হয়, তখন জানিবে রক্তমোক্ষণ ক্রিয়া বিশুদ্ধ রূপে নির্ব্বাহিত হইল। রীতিমত রক্তস্রাব হইলে দেহের লঘুতা, বেদনাশান্তি, পীড়ার বেগ নিবারণ ও চিত্তের প্রসন্নতা এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। যাহারা মধ্যে মধ্যে নিয়মিতরূপে রক্তমোক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদের ত্বগ্‌দোষ, গ্রন্থি, শোথ এবং রক্তজ রোগ সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না।

অথ খল্বপ্রবর্ত্তমানে রক্তে এলাশীতশিবকুষ্ঠতগরপাঠা ভদ্রদারু বিড়ঙ্গ চিত্রক ত্রিকটুকাগারধূম হরিদ্রার্কাঙ্কুর নক্তমালফলৈর্যথালাভং ত্রিভিশ্চতুর্ভিঃ সমস্তৈর্বা চূর্ণীকৃতৈঃ সর্ষপতৈল লবণ প্রগাঢ়ৈর্ব্রণমুখমবঘর্ষয়েদেবং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে। অথাতিপ্রবৃত্তে রোধ্র মধুক প্রিয়ঙ্গু পত্তঙ্গগৈরিক সর্জ্জরস রসাঞ্জন শাল্মলীপুষ্প শঙ্খশুক্তিমাষ যবগোধূম চূর্ণৈঃ শনৈর্ব্রণমুখমবচূর্ণ্যাঙ্গুল্যগ্রেণাবপীড়য়েৎ। সালসর্জ্জার্জ্জুনারিমেদ মেষশৃঙ্গধবধন্বনত্বগ্‌ভির্বা চূর্ণিতাভিঃ ক্ষৌমেণ বাধ্মাপিতেন সমুদ্রফেন লাক্ষাচূর্ণৈর্বা যথোক্তৈর্ব্রণবন্ধনদ্রব্যৈর্গাঢ়ং বধ্নীয়াৎ। শীতাচ্ছাদন ভোজনাগারৈঃ শীতৈঃ পরিষেক প্রদেহৈশ্চোপাচরেৎ ক্ষারেণাগ্নিনা বা দহেদ্ যথোক্ত ব্যধনাদনন্তরং বা তামেবাতিপ্রবৃত্তাং শিরাং বিধ্যেৎ। কাকোল্যাদি ক্বাথং বা শর্করা মধুমধুরং পায়য়েৎ। এণহরিণোরভ্র শশ মহিষ বরাহাণাং বা রুধিরং ক্ষীরযূষরসৈঃ সুস্নিগ্ধৈশ্চাশ্নীয়াদুপদ্রবাংশ্চ যথাস্বমুপাচরেৎ।

রক্ত সম্যক্‌রূপে নির্গত না হইলে এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, তগরপাদুকা, আকনাদি, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, চীতামূল, ত্রিকটু, ঝুল, হরিদ্রা, আকন্দবৃক্ষের অঙ্কুর ও করঞ্জ ফল এই সমুদায় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তৈল ও লবণসংযুক্ত করিয়া ক্ষতের মুখ স্থানে ঘর্ষণ করিবে। এরূপ

করিলে সম্যক্‌রূপে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। অতিশয় রক্তক্ষরণ হইলে লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, ধূনা, রসাঞ্জন, শিমুলফুল, শঙ্খ, ঝিনুক, মাষকলাই, যব ও গোধুম এই সমুদায়ের চূর্ণ অঙ্গুলীদ্বারা টিপিয়া ক্ষতমুখে প্রবেশ করাইয়া দিবে। সাল, অর্জ্জুন, বিট্‌খদির, মেষশৃঙ্গী, ধব (ধাওরা) ও ধম্বন নামক বৃক্ষের ত্বক্ চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা অথবা পট্টবস্ত্র ভস্ম দ্বারা কিংবা সমুদ্রফেন ও লাক্ষাচূর্ণ দ্বারা এবং যথোক্ত ব্রণবন্ধন দ্রব্য দ্বারা দৃঢ়রূপে ক্ষত বন্ধন করিবে। শীতল আচ্ছাদন, শীতল ভোজন, শীতল বাসস্থান, শীতল পরিষেচন ও শীতল প্রলেপ বিধান করিবে, অথবা ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবে। অথবা সেই বিদ্ধ শিরা পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিবে। কাকোল্যাদিগণের ক্বাথ চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করাইবে, এবং এণ, হরিণ, মেষ, শশক, মহিষ ও শূকর ইহাদিগের সুস্নিগ্ধ দুগ্ধ, যূষ ও রস পানার্থ ব্যবস্থা এবং উপস্থিত উপদ্রব সমস্ত যথানিয়মে নিবারণ করিবে।

ধাতুক্ষয়াৎ স্রুতে রক্তে মন্দঃ সঞ্জায়তেঽনলঃ।
পবনশ্চ পরং কোপং যাতি তস্মাৎ প্রযত্নতঃ।
তন্নাতিশীতৈর্লঘুভিঃ স্নিগ্ধৈঃ শোণিতবর্দ্ধনৈঃ।
ঈষদম্লৈরনম্লৈর্ব্বা ভোজনৈঃ সমুপাচরেৎ॥
চতুর্ব্বিধং যদেতদ্ধি রুধিরস্য নিবারণম্।
সন্ধানং স্কন্দনঞ্চৈব পাচনং দহনং তথা।
ব্রণং কষায়ঃ সন্ধত্তে রক্তং স্কন্দয়তে হিমম্।
তথা সম্পাচয়েদ্ভস্ম দাহঃ সঙ্কোচয়েচ্ছিরাঃ।
অস্কন্দমানে রুধিরে সন্ধানানি প্রয়োজয়েৎ।
সন্ধানে ভ্রশ্যমানেতু পাচনৈঃ সমুপাচরেৎ॥
কল্পৈরেতৈস্ত্রিভির্বৈদ্যঃ প্রযতেত যথাবিধি।
অসিদ্ধিমৎসু চৈতেষু দাহঃ পরম ইষ্যতে।
সশেষদোষে রুধিরে ন ব্যাধিরতিবর্ত্ততে।
সাবশেষে ততঃ স্থেয়ং নতু কুর্য্যাদতিক্রমম্।
দেহস্য রুধিরং মূলং রুধিরেণৈব ধার্য্যতে।
তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষ্যং রক্তং জীব ইতিস্থিতিঃ।
স্রুতরক্তস্য সেকাদ্যৈঃ শীতৈঃ প্রকুপিতেঽনিলে।
শোফং সতোদং কোষ্ণেন সর্পিষা পরিষেচয়েৎ॥

রক্তমোক্ষণান্তে ধাতুক্ষয় হওয়াতে অগ্নি মন্দীভূত ও বায়ু অতিশয় প্রকুপিত হয়। ইহার প্রতীকারার্থ অনতি শীতল, লঘু, স্নিগ্ধ, রক্তবর্দ্ধক, ঈষৎ অম্লসংযুক্ত অথবা অম্লহীন আহার ব্যবস্থা করিবে। রক্তস্রাব নিবারণের চারি প্রকার উপায় লিখিত হইয়াছে, যথা সন্ধান, স্কন্দন, পাচন ও দহন। কষায় দ্বারা সন্ধান, হিমপ্রয়োগে স্কন্দন, ভস্মদ্বারা পাচন ও দাহ দ্বারা শিরাসঙ্কোচন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ হিমপ্রয়োগ করিয়া রক্তের স্কন্দন (ঘনীভাব সম্পাদন) করিবার চেষ্টা করিবে, উক্ত ক্রিয়া বিফল হইলে কষায়াদি প্রয়োগদ্বারা সন্ধান ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে। সন্ধায়ক ঔষধ প্রয়োগ ব্যর্থ হইলে পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। এই ত্রিবিধ উপায় যথাবিধি প্রয়োগ করিয়াও যদি শোণিতস্রাব নিবারণ না হয়, তাহা হইলে ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবে। দাহদ্বারা অবশ্যই রক্তস্রাব নিবারণ হইবে। অল্পদুষ্ট রক্ত দেহে রুদ্ধ থাকিলেও পীড়ার বিশেষ বৃদ্ধি হয় না, অতএব দুষ্টরক্ত সমস্ত নিঃশেষরূপে নিঃসারিত না হউক কিন্তু যেন অতিরিক্ত রক্তস্রাব কদাচ না হয়। রক্তই দেহের মূল, রক্তই জীবন, রক্তদ্বারাই দেহ ধৃত হইয়া থাকে। অতএব যত্নপূর্ব্বক রক্ত রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। রক্তস্রাবান্তে শীতল সেচনাদি ক্রিয়া দ্বারা বায়ুকুপিত হইয়া শোথ উৎপন্ন হইলে

ঈষদুষ্ণ ঘৃত সেচন দ্বারা তাহার নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবে।

দোষধাতুমলক্ষয়বৃদ্ধিবিজ্ঞানম্ ।

দোষধাতুমলমূলং হি শরীরং তস্মাদেতেষাং লক্ষণমুচ্যমানমুপধারয়। তত্র প্রস্পন্দনোদ্বহন পূরণ বিবেক ধারণ লক্ষণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রবিভক্তঃ শরীরং ধারয়তি। রাগপক্ত্যোজস্তেজোমেধোষ্মকৃৎ পিত্তং পঞ্চধা প্রবিভক্তমগ্নিকর্ম্মণানুগ্রহং করোতি। সন্ধিসংশ্লেষণ স্নেহন রোপণ পূরণ বলস্থৈর্য্যকৃৎ শ্লেষ্মা পঞ্চধা প্রবিভক্ত উদককর্ম্মণানুগ্রহং করোতি। রস প্রীণয়তি রক্তপুষ্টিঞ্চ করোতি। রক্তং বর্ণপ্রসাদং মাংসপুষ্টিং করোতি-জীবয়তি চ। মাংসং শরীরপুষ্টিং মেদসশ্চ। মেদঃ স্নেহস্বেদো দৃঢ়ত্বং পুষ্টিমস্থ্নাঞ্চ। অস্থি দেহধারণং মজ্জপুষ্টিঞ্চ। মজ্জা প্রীতিং স্নেহং বলং শুক্রপুষ্টিং পূরণমস্থ্নাঞ্চ করোতি। শুক্রং ধৈর্য্যং চ্যবনং প্রীতিং দেহবলং হর্ষং বীজার্থঞ্চ। পুরীষমুপস্তম্ভং বায়ুগ্নিধারণঞ্চ। বস্তিপূরণ বিক্লেদকৃৎ মূত্রম্। স্বেদঃ ক্লেদত্বক্‌সৌকুমার্য্যকৃৎ। রক্তলক্ষণমার্ত্তবং গর্ভকৃচ্চ। গর্ভো গর্ভলক্ষণম্। স্তন্যং স্তনয়োরাপীনত্বজননং জীবনঞ্চেতি তেষাং বিধিবৎ পরিরক্ষণং কুর্ব্বীত।

বায়ু, পিত্ত, কফ এই দোষত্রয়, রসাদি ধাতু ও মূত্র পুরীষাদি মল এই সমুদায়ই দেহের মূল। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ উক্ত হইতেছে। বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা প্রত্যেকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে বায়ুদ্বারা স্পন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচক ও ধারণক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। পিত্তদ্বারা রাগ (রক্তবর্ণতা), পাক, ওজ, মেধা ও উষ্মা এই সমুদায় জন্মে। কফদ্বারা সন্ধি সকলের সংশ্লিষ্টতা, স্নেহ (স্নিগ্ধীকরণ), রোপণ, পূরণ, বল ও স্থৈর্য্য এই সমস্ত হইয়া থাকে। রসদ্বারা প্রীণন ও রক্ত-পুষ্টি হইয়া থাকে। রক্তদ্বারা বর্ণের প্রসন্নতা, মাংসের পুষ্টি ও জীবন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। মাংসদ্বারা শরীরের ও মেদের পুষ্টি হয়। মজ্জা দ্বারা প্রীতি, স্নেহ, বল, শুক্রপুষ্টি ও অস্থিপূরণ হয়। শুক্রদ্বারা ধৈর্য্য, চ্যবন, প্রীতি, দেহের বল ও হর্ষ উৎপন্ন হয়। শুক্রেই জীবের বীজ নিহিত থাকে। পুরীষদ্বারা উপস্তম্ভ এবং বায়ু ও অগ্নির ধারণক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। মূত্রদ্বারা বস্তিপূরণ ও বিক্লেদকার্য্য সম্পন্ন হয়। স্বেদদ্বারা ক্লেদ এবং ত্বকের সৌকুমার্য্য ও মাধুর্য্য সম্পাদিত হয়, আর্ত্তবে রক্তের সমুদায় লক্ষণ বিদ্যমান আছে, ইহার দ্বারা গর্ভ উৎপন্ন হয়। গর্ভদ্বারা গর্ভলক্ষণ এবং স্তন্যদ্বারা স্তনের স্থূলতা, উৎপাদন ও সঞ্জীবন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। এই সমুদায় দোষ ধাতু প্রভৃতির যথাবিধি রক্ষা করা উচিত।

অত ঊর্দ্ধমেষাং ক্ষীণলক্ষণং বক্ষ্যামঃ। ক্ষয়ঃ পুনরেষামতিসংশোধনাতিসংশমন বেগবিধারণাসাত্ম্যান্ন মনস্তাপ ব্যায়ামানশনাতিমৈথুনৈর্ভবতি। তত্র বাতক্ষয়ে মন্দচেষ্টতাল্পবাক্‌ত্বমপ্রহর্ষো মূঢ়সংজ্ঞতা চ। পিত্তক্ষয়ে মন্দোষ্মাগ্নিতা নিষ্প্রভত্বঞ্চ। শ্লেষ্মক্ষয়ে রূক্ষতান্তর্দ্দাহ আমাশয়েতরাশয়শিরসাং শূন্যতা সন্ধিশৈথিল্যং তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং প্রজাগরশ্চ। তত্র স্বযোনিবর্দ্ধন দ্রব্যাণ্যেব প্রতীকারঃ। রসক্ষয়ে হৃৎপীড়া কম্পঃ শূন্যতা তৃষ্ণা চ। শোণিতক্ষয়ে ত্বক্‌পারুষ্যমম্লশীতপ্রার্থনা শিরাশৈথিল্যঞ্চ। মাংসক্ষয়ে স্ফিগ্‌গণ্ডৌষ্ঠোপস্থোরুবক্ষঃ কক্ষাপিণ্ডিকোদরগ্রীবাশুষ্কতা রৌক্ষ্যতোদৌ গাত্রাণাং সদনং ধমনীশৈথিল্যঞ্চ। মেদঃক্ষয়ে প্লীহাভিবৃদ্ধিঃ সন্ধিশূন্যতা রৌক্ষ্যং মেদুরমাংসপ্রার্থনা চ। অস্থিক্ষয়েঽস্থিতোদো দন্তনখভঙ্গো রৌক্ষ্যঞ্চ। মজ্জক্ষয়েঽল্পশুক্রতা, পর্ব্বভেদোঽস্থিনিস্তোদোঽস্থিশূন্যতা চ। শুক্রক্ষয়ে মেঢ্রবৃষণবেদনাঽশক্তির্মৈথুনে চিরাদ্বা প্রসেকঃ। প্রসেকে চাল্পরক্ত শুক্র দর্শনঞ্চ

তত্রাপি স্বযোনিবর্দ্ধনদ্রব্যোপযোগঃ প্রতীকারঃ। পুরীষক্ষয়ে হৃদয়পার্শ্বপীড়া সশব্দস্য চ বায়োরূর্দ্ধগমনং কুক্ষৌ সঞ্চরণঞ্চ। মূত্রক্ষয়ে বস্তিতোদোঽল্পমূত্রতা চ। অত্রাপি স্বযোনিবর্দ্ধনদ্রব্যাণ্যেব প্রতীকারঃ। স্বেদক্ষয়ে স্তব্ধরোমকূপতা ত্বক্শোষঃ স্পর্শবৈগুণ্যং স্বেদনাশশ্চ। তত্রাভ্যঙ্গঃ স্বেদোপযোগশ্চ। আর্ত্তবক্ষয়ে যথোচিতকালাদর্শনমল্পতা বা যোনি বেদনা চ। তত্র সংশোধনমাগ্নেয়ানাঞ্চ দ্রব্যাণাং বিধিবদুপযোগঃ। স্তন্যক্ষয়ে স্তনয়োর্ম্লানতা। স্তন্যাসম্ভবোঽল্পতা বা। তত্র শ্লেষ্মবর্দ্ধন দ্রব্যোপযোগঃ গর্ভক্ষয়ে গর্ভাস্পন্দনমনুন্নতকুক্ষিতা চ তত্র প্রাপ্তবস্তিকালায়াঃ ক্ষীরবস্তিপ্রয়োগো মেধ্যান্নোপযোগশ্চেতি।

অতঃপর উল্লিখিত দোষ, ধাতু ও মল প্রভৃতির ক্ষয় হইলে যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। অতিসংশোধন, অতিশমন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অসাত্ম্য অন্ন ভোজন, মনস্তাপ, ব্যায়াম, উপবাস ও অতিমৈথুন এই সমস্ত কারণে উহাদের ক্ষয় হইয়া থাকে। বায়ুর ক্ষয় হইলে ইন্দ্রিয়চেষ্টা বাকশক্তি, হর্ষ ও সংজ্ঞা (চেতনা ও জ্ঞান) এই সকলের অল্পতা হয়। পিত্ত ক্ষয় হইলে দেহের সন্তাপ ও অগ্নির হ্রাস ও শরীর প্রভাহীন হইয়া থাকে। কফ ক্ষীণ হইলে রূক্ষতা, অন্তর্দ্দাহ এবং আমাশয়, পক্বাশয় ও মস্তকের শূন্যতা, সন্ধি সকলের শিথিলতা, তৃষ্ণা, দৌর্ব্বল্য ও নিদ্রানাশ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফ তিনটী ক্ষীণ হইলে যে যে দ্রব্য দ্বারা ইহাদের বৃদ্ধি হয়, তাদৃশদ্রব্য সেবনদ্বারা উক্ত বিকৃতি সমুদায়ের শান্তি করিবে। রসক্ষয় হইলে হৃদয়ের পীড়া, কম্প, শূন্যতা ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। রক্তক্ষয় হইলে ত্বকের রূক্ষতা, অম্লভোজনেচ্ছা, শীতল দ্রব্য প্রার্থনা ও শিরার শিথিলতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মাংসক্ষয় হইলে স্ফিক্, গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বক্ষঃস্থল, কক্ষ, পিণ্ডিকা, উদর ও গ্রীবা এই সকলের শুষ্কতা, শরীরের রূক্ষতা ও সূচীবেধবৎ বেদনা, অবসন্নতা ও ধমনী সকলের শৈথিল্য হয়। মেদঃক্ষয় হইলে প্লীহার বৃদ্ধি, সন্ধিসকলের শূন্যতা, রূক্ষতা ও কোমল মাংস ভোজনে ইচ্ছা এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। অস্থিক্ষয় হইলে অস্থিমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা ও রূক্ষতা এবং দন্ত ও নখ ভগ্ন হয়। মজ্জা ক্ষীণ হইলে শুক্রের অল্পতা, পর্ব্বসমস্তে ভঙ্গবৎ বেদনা, অস্থিতে সূচীবেধবৎ বেদনা ও অস্থির শূন্যতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শুক্রক্ষয় হইলে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষে বেদনা, মৈথুনে অশক্তি, বহু বিলম্বে শুক্রক্ষরণ এবং অল্পরক্ত সহিত শুক্রপাত হইয়া থাকে। এইরূপ ঘটনা হইলে উক্ত ধাতু সকলের বৃদ্ধিকারক দ্রব্য সেবন দ্বারা বিকৃতি নিবারণ করিবে। পুরীষ ক্ষয় হইলে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা হয় এবং বায়ু সশব্দে উর্দ্ধে গমন ও কুক্ষিতে সঞ্চরণ করে। মূত্রক্ষয় হইলে বস্তিদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা ও মূত্রের পরিমাণ অল্প হইয়া থাকে। এই সকল স্থলেও যথাযথ উহাদের বর্দ্ধনকারী দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা বিকারের উপশম করিবে। স্বেদ ক্ষয় হইলে রোমকূপ সকলের স্তব্ধতা, ত্বকের শুষ্কতা ও স্পর্শবৈগুণ্য হয় এবং ঘর্ম্মোৎপত্তি হয় না। ইহাতে গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন ও স্বেদক্রিয়া কর্ত্তব্য। আর্ত্তব ক্ষয় হইলে নিয়মিত সময়ে রজঃ প্রবৃত্ত হয় না, রজোরক্তের অল্পতা ও যোনিতে বেদনা হয়। ইহার প্রতী-

কারার্থ সংশোধন ক্রিয়া ও আগ্নেয় দ্রব্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য। স্তন্যক্ষয় হইলে স্তনদ্বয় ম্লান, স্তন্যদুগ্ধের পরিমাণ অল্প অথবা একবারেই উহার অভাব এই সকল দৃষ্ট হয়। এরূপ হইলে শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করাইবে। গর্ভক্ষয় হইলে গর্ভের অস্পন্দন ও কুক্ষির অনুন্নতি হইয়া থাকে। ইহাতে বস্তিক্রিয়ার সময় উপস্থিত হইলে ক্ষীরবস্তি অর্থাৎ দুগ্ধসংযুক্ত বস্তি প্রয়োজ্য।

অত ঊর্দ্ধমতিবৃদ্ধানাং দোষধাতুমলানাং লক্ষণং বক্ষ্যামঃ। বৃদ্ধিঃ পুনরেষাং স্বযোনিবর্দ্ধনাভ্যুপসেবনাদ্ ভবতি। তত্র বাতবৃদ্ধৌ ত্বক্‌পারুষ্যং কার্শ্যং কাষ্ণ্যং গাত্রস্ফুরণমুষ্ণকামিতা নিদ্রানাশোঽল্পবলত্বং গাঢবর্চ্চস্ত্বঞ্চ। পিত্তবৃদ্ধৌ পীতাবভাসতা সন্তাপঃ শীতকামিত্বমল্পনিদ্রতা মূর্চ্ছা বলহানিরিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যং পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বঞ্চ। শ্লেষ্মবৃদ্ধৌ শৌক্ল্যং শৈত্যং স্থৈর্য্যং গৌরবমবসাদস্তন্দ্রা নিদ্রা সন্ধ্যস্থিবিশ্লেষশ্চ। রসোঽতিবৃদ্ধো হৃদয়োৎক্লেশং প্রসেকঞ্চাপাদয়তি। রক্তং রক্তাঙ্গাক্ষতাং শিরাপূর্ণত্বঞ্চ। মাংসং স্ফিগ্‌গণ্ডৌষ্ঠোপস্থোরুবাহুজঙ্ঘাসু বৃদ্ধিং গুরুগাত্রতাঞ্চ। মেদঃ স্নিগ্ধাঙ্গতামুদরপার্শ্ববৃদ্ধিং কাসশ্বাসাদীন্ দৌর্গন্ধ্যঞ্চ। অস্থি অধ্যস্থীন্যধিদন্তাংশ্চ। মজ্জা সর্ব্বাঙ্গনেত্র গৌরবম্। শুক্রং শুক্রাশ্মরীমতিপ্রাদুর্ভাবঞ্চ। পুরীষমাটোপং কুক্ষৌ শূলঞ্চ। মূত্রং মুহুর্ম্মুহুঃ প্রবৃত্তিং বস্তিতোদমাধ্মানঞ্চ। স্বেদস্ত্বচো দৌর্গন্ধ্যং কণ্ডুঞ্চ আর্ত্তবমঙ্গমর্দ্দমতিপ্রবৃত্তিং দৌর্ব্বল্যঞ্চ। স্তন্যং স্তনয়োরাপীনত্বং মুহুর্ম্মুহুঃ প্রবৃত্তিং তোদশ্চ। গর্ভো জঠরাভিবৃদ্ধিং শোথঞ্চ। তেষাং যথাস্বং সংশোধনং ক্ষপণঞ্চ ক্ষয়াদবিরুদ্ধৈঃ ক্রিয়াবিশেষৈঃ প্রতিকুর্ব্বীত।

পূর্ব্বঃ পূর্ব্বোঽপি বৃদ্ধত্বাদ্ বর্দ্ধয়েদ্ধি পরং পরম্।
তস্মাদতিপ্রবৃদ্ধানাং ধাতূনাং হ্রাসনং হিতম্।

অতঃপর উল্লিখিত দোষাদির বৃদ্ধি অর্থাৎ পরিমাণাধিক্য হইলে যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে। স্বযোনিবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন দ্বারা ইহাদের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বায়ুর বৃদ্ধি হইলে ত্বকের রূক্ষতা, কৃশতা, দেহের কৃষ্ণবর্ণতা, গাত্রস্ফুরণ (গাত্রের স্থানে স্থানে স্পন্দন), উষ্ণাভিলাষ, নিদ্রাহীনতা, অল্প শক্তি ও কঠিন মল এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পিত্তবৃদ্ধি হইলে শরীরে পীতাভা, সন্তাপ, শীতল দ্রব্যাদি সেবনে ইচ্ছা, নিদ্রার অল্পতা, মূর্চ্ছা, বলক্ষয়, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য এবং মল, মূত্র ও নেত্র পীতবর্ণ হয়। কফ বৃদ্ধি হইলে শরীরে শুক্লতা, শৈত্য, স্থিরতা, শরীর ভার, অবসন্নতা, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং সন্ধি ও অস্থির বিশ্লিষ্টতা এই সমস্ত ঘটিয়া থাকে। রসবৃদ্ধি হইলে বমনোদ্রেক ও প্রসেক (মুখে জল উঠা), উপস্থিত হয়। রক্ত বৃদ্ধি হইলে সমস্ত অঙ্গ বিশেষতঃ চক্ষু অতিশয় রক্তবর্ণ ও শিরা সমস্ত পূর্ণ থাকে। মাংস বৃদ্ধি হইলে স্ফিক্, গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, ঊরু, বাহু, জঙ্ঘা এই সমুদায় স্থানের পুষ্টি ও শরীর ভার হয়। মেদোবৃদ্ধি হইলে অঙ্গের চিক্কণতা, উদর ও পার্শ্বদ্বয়ের বৃদ্ধি, কাস শ্বাসাদি রোগ ও দেহে দৌর্গন্ধ, উৎপন্ন হয়। অস্থি বৃদ্ধি হইলে অস্থিতে নূতন অস্থি ও অধিক দন্ত উৎপন্ন হয়। মজ্জার বৃদ্ধি হইলে সর্ব্বাঙ্গের, বিশেষতঃ নেত্রদ্বয়ের গুরুতা হয়। শুক্র বৃদ্ধি হইলে শুক্রাশ্মরী ও অতিশয় শুক্র ক্ষরণ হয়। পুরীষ বৃদ্ধি হইলে আটোপ (উদরে গুড়গুড় শব্দ) ও কুক্ষিশূল উৎপন্ন হয়। মূত্র বৃদ্ধি হইলে মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবের বেগ, বস্তিদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা ও আধ্মান উপস্থিত হয়। স্বেদ বৃদ্ধি হইলে ত্বকের দুর্গন্ধতা ও কণ্ডু উৎপন্ন হয়। আর্ত্তব বৃদ্ধি হইলে অঙ্গমর্দ্দ

অধিক রজঃস্রাব ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। স্তন্য বৃদ্ধি হইলে স্তনদ্বয়ের স্থূলতা, স্তন হইতে মুহুর্মুহুঃ দুগ্ধ নিঃসরণ ও স্তনে সূচীবেধবৎ বেদনা হয়। গর্ভ বৃদ্ধি হইলে জঠরের বৃদ্ধি ও শোথ উৎপন্ন হয়। উল্লিখিত বিকৃতি সমস্ত উপস্থিত হইলে যথাবিধি সংশোধন ও হ্রসন ক্রিয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু যাহাতে অতিরিক্ত ক্ষয় না হয়, এরূপ সাবধান হইতে হইবে। কোন একটী ধাতু বৃদ্ধি হইলে উহা তাহার পরবর্ত্তী ধাতুকেও বর্দ্ধিত করে। অতএব প্রবৃত্ত ধাতু সকলের হ্রাস করাই কর্ত্তব্য।

বললক্ষণং বলক্ষয়লক্ষণমত উর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতূনাং যৎ পরং তেজস্তৎ খল্বোজস্তদেব বলমিত্যুচ্যতে সশাস্ত্র সিদ্ধান্তাৎ। তত্র বলেন স্থিরোপচিতমাংসতা সর্ব্বচেষ্টাস্বপ্রতিঘাতঃ স্বরবর্ণপ্রসাদো বাহ্যানামাভ্যন্তরাণাঞ্চ করণামাত্মকার্য্য প্রতিপত্তির্ভবতি।

ওজঃ সোমাত্মকং স্নিগ্ধং শুক্রং শীতং স্থিরং রসম্।
বিবিক্তং মৃদু মৃৎস্নঞ্চ প্রাণায়তনমুত্তমম্॥
দেহস্যাবয়বস্তেনাব্যাপ্তো ভবতি দেহিনাম্।
তদভাবাচ্চ শীর্য্যন্তে শরীরাণি শরীরিণাম্॥
অভিঘাতাৎক্ষয়াৎ কোপাচ্ছোকাদ্ধ্যানাচ্ছ্রমাৎক্ষুধঃ।
ওজঃ সংক্ষীয়তে হ্যেভ্যো ধাতুগ্রহণনিঃসৃতম্॥

অতঃপর বলের ও বলক্ষয়ের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর পরম তেজোভাগকে ওজঃ বলে। আয়ুর্ব্বেদমতে ওজঃ ও বল একই পদার্থ। বলদ্বারা মাংসের পুষ্টি ও দৃঢ়তা, সকল কার্য্যে উৎসাহ, স্বর ও বর্ণের প্রসন্নতা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের স্ব স্ব কার্য্যে যথাবিধি প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। ওজঃপদার্থ সৌম্য, স্নিগ্ধ, শুক্ল, শীতল, স্থির, সরস, পৃথক্, মৃদু ও সুগন্ধি। ওজঃ পদার্থ দ্বারাই প্রাণরক্ষা হয়। ইহা দেহের সর্ব্বাবয়বে সূক্ষ্মরূপে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার ক্ষয় হইলে শরীরও শীর্ণ হইতে থাকে। অভিঘাত, ক্ষয়, ক্রোধ, শোক, চিন্তা, পরিশ্রম ও ক্ষুধা এই সকল কারণে ওজঃ পদার্থের ক্ষয় হয়।

দোষধাতু মলক্ষীণো বলক্ষীণোঽপি বা নরঃ।
স্বযোনিবর্দ্ধনং যত্তদন্নপানং প্রকাঙ্ক্ষতি॥
যদ্ যদাহারজাতং হি ক্ষীণঃ প্রার্থয়তে নরঃ।
তস্য তস্য সলাভে তু তং তং ক্ষয়মপোহতি॥
যস্য ধাতুক্ষয়াদ্ বায়ুঃ সংজ্ঞাং কর্ম্ম চ নাশয়েৎ।
প্রক্ষীণঞ্চ বলং যস্য নাসৌ শক্যশ্চিকিৎসিতুম্॥

দোষ, ধাতু, মল ও বল ইহাদের মধ্যে কোনটীর ক্ষয় হইলে, যেরূপ অন্নপান দ্বারা উহার পূরণ হয়, ক্ষীণ ব্যক্তির স্বভাবতঃই সেই সেই অন্নপানে অভিলাষ জন্মে। ক্ষীণব্যক্তির যে যে আহারে ইচ্ছা হয়, সেই সমস্ত দ্রব্য আহার করিতে পাইলে ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির ধাতু ক্ষয় জন্য বায়ু প্রবল হইয়া সংজ্ঞা কর্ম্ম ও বল নষ্ট করে, সে ব্যক্তি অচিকিৎসনীয়।

অথাতো হিতাহিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

যদ্ বায়োঃ পথ্যং তৎ পিত্তস্যাপথ্যমিত্যনেন হেতুনা ন কিঞ্চিদ্ দ্রব্যমেকান্তেন হিতমহিতং বাস্তীতি কেচিদাচার্য্যা ব্রুবতে তত্তু ন সম্যক্। ইহ খলু দ্রব্যাণি স্বভাবতঃ সংযোগতশ্চৈকান্তহিতান্যেকান্তহিতানি হিতাহিতানি চ ভবন্তি। তত্রৈকান্তহিতানি জাতিসাত্ম্যাৎ সলিল ঘৃত দুগ্ধৌদন প্রভৃতীনি। একান্তাহিতানি দহন পচন মারণাদিষু প্রবৃত্তান্যগ্নিক্ষারবিষাদীনি। সংযোগাদপরাণি বিষতুল্যানি ভবন্তি। হিতানিতানি তু যদ্ বায়োঃ পথ্যং তৎ পিত্তস্যাপথ্যমিত্যতঃ সর্ব্বপ্রাণিনামন্নমাহারার্থং বর্গ উপদিশ্যতে।

কোন কোন পণ্ডিতেরা এইরূপ কহেন যে, যে দ্রব্য বায়ুর পথ্য, তাহা পিত্তের পক্ষে অপথ্য, এই কারণে কোন দ্রব্যকেই একান্ত হিতকর বা একান্ত অহিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, কিন্তু এরূপ মীমাংসা নিতান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, দ্রব্য বিশেষ, স্বভাবতঃ বা অন্য দ্রব্যের সংযোগ বশতঃ একান্ত হিতকর, একান্ত হিতকর অথবা হিতকর ও অহিতকর উভয়ই হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জল, ঘৃত, দুগ্ধ ও অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য একান্ত হিতকর, এইরূপ অগ্নি, ক্ষার ও বিষ প্রভৃতি দ্রব্য দহন পচন ও মারণাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া একান্ত অহিতকর। অপর কতকগুলি দ্রব্য দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগ বশতঃ বিষতুল্য হইয়া থাকে। আর কতকগুলি দ্রব্য হিতকর ও অহিতকর উভয়ই হইয়া থাকে। যেমন কোন দ্রব্য বায়ুর পক্ষে পথ্য, তাহা পিত্তের পক্ষে অপথ্য, এইরূপ দ্রব্য সকলকে হিতাহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অথাহারীয়বর্গঃ।

তদ্ যথা রক্তশালি ষষ্টিক কঙ্গুক মুকুন্দক পাণ্ডুক পীতক প্রমোদক কালকাশনক পুষ্পক কর্দ্দমক শকুনাহৃত সুগন্ধক কলম নীবার কোদ্রবোদ্দালক শ্যামাক গোধূম বেণুযবাদয়ঃ। এণ হরিণ কুরঙ্গ মৃগমাতৃকা শ্বদংষ্ট্রা করাল ক্রকর কপোত লাব তিত্তিরি কপিঞ্জল বর্ত্তীর বর্ত্তিকাদীনাং মাংসানি। মুদ্গ বনমুদ্গ মকুষ্ঠ কলায় মসূর চণকহরেণ্বাঢ়কী সতীনাঃ। চিল্লি বাস্তুক সুনিষন্নক জীবন্তী তণ্ডুলীয়ক মণ্ডুকপর্ণ্যঃ। গব্যং ঘৃতং সৈন্ধব দাড়িমামলকমিত্যেষ বর্গঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং সামান্যতঃ পথ্যতমঃ। তথা ব্রহ্মচর্য্যনির্বাতশয়নোষ্ণোদক নিশাস্বপ্ন ব্যায়ামাশ্চৈকান্ততঃ পথ্যতমাঃ। একান্তহিতান্যেকান্তাহিতানি প্রাগুপদিষ্টানি। হিতাহিতানি তু যদ্ বায়োঃ পথ্যং তৎ পিত্তস্যাপথ্যমিতি।

এক্ষণে সমুদায় প্রাণীর আহারীয় বর্গ লিখিত হইতেছে। যথা,

দাউদখানি, ষষ্টিক, কঙ্গুক, মুকুন্দক, পাণ্ডুক, পীতক, প্রমোদক, কালক, অশনক, পুষ্পক, কর্দ্দমক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক, কলম, নীবার, কোদ্রব, উদ্দালক, শ্যামাক, গোধূম ও বেণুযব (বাঁশের চাউল) ইত্যাদি শস্য। এণ, হরিণ, কুরঙ্গ, মৃগমাতৃকা, শ্বদংষ্ট্রা, করাল, ক্রকর, কপোত, লাব, তিত্তিরি, কপিঞ্জল, বর্ত্তির ও বর্ত্তিক প্রভৃতির মাংস। মুগ, বনমুগ, মটর, মসূর, চণক, হরেণু, অড়র ও তেওড়া। চিল্লিশাক, বেতোশাক, সুষুণি, জীবন্তী, নটেশাক ও থুলকুড়ি। গব্যঘৃত, সৈন্ধব, দাড়িম ও আমলকী। এই সমস্ত দ্রব্য সামান্যতঃ সমস্ত প্রাণীর পথ্যতম। ব্রহ্মচর্য্য (অমৈথুন), নির্বাত প্রদেশে শয়ন, উষ্ণোদক সেবন, রাত্রিতে নিয়মিত রূপ নিদ্রাসম্ভোগ ও ব্যায়াম এই সমস্ত একান্ত পথ্যতম। একান্ত হিত ও একান্ত অহিত দ্রব্য সমুদায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। হিতাহিত দ্রব্য যাহা বায়ুর পক্ষে পথ্য, তাহা পিত্তের পক্ষে অপথ্য ইত্যাদি।

সংযোগতস্ত্বপরাণি বিষতুল্যানি ভবন্তি। তদ্ যথা বল্লীফল কবক করীরাম্লফল লবণ কুলত্থ পিণ্যাক দধি তৈলবিরোহিপিষ্ট শুষ্কশাকাজাবিক মাংস মদ্য জাম্বব চিলিচিমমৎস্য গোধা বরাহাংশ্চ নৈকধ্যমশ্নীয়াৎ পয়সা।

কতকগুলি দ্রব্য দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইলে বিষ তুল্য হইয়া উঠে। যথা—বল্লীফল অর্থাৎ লতাগাছের ফল

(লাউ কুমড়া প্রভৃতি), ছত্রাক, করীর (বাঁশের কোঁড়, অম্লরসবিশিষ্ট ফল, লবণ, কুলত্থকলাই, পিণ্যাক (তিলাদির কল্ক), দধি, তৈলভৃষ্ট পিষ্টক, শুষ্কশাক, ছাগ অথবা মেষমাংস, মদ্য, জামফল, চিলিচিম (বেলেগুড়গুড়ী মাছ), মৎস্য, গোধা ও বরাহমাংস এই সমুদায় দ্রব্য দুগ্ধের সহিত ভোজন করা নিষিদ্ধ। কারণ দুগ্ধ সংযোগে উহারা অনিষ্টকর হইয়া থাকে।

রাগং সাত্ম্যঞ্চ দেশঞ্চ কালং দেহঞ্চ বুদ্ধিমান্।
অবেক্ষ্যাগ্ন্যাদিকান্ ভাবান্ রোগবৃত্তেঃ প্রয়োজয়েৎ
অবস্থান্তর বাহুল্যাদ্রোগাদীনাং ব্যবস্থিতম্।
দ্রব্যং নেচ্ছন্তি ভিষজ ইচ্ছন্তি স্বাস্থ্যরক্ষণে॥
স্বয়োবল্লভবাদানে বদন্তি বিষদুগ্ধয়োঃ।
দুগ্ধস্যৈকান্তহিততাং বিষমেকান্ততোঽহিতম্॥
এবং যুক্তরসেষ্বেষু দ্রব্যেষু সলিলাদিষু।
একান্তহিততাং বিদ্ধি বৎস সুশ্রুত! নান্যথা॥

রোগ, প্রকৃতি, দেশ, কাল ও অগ্নি-প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া আহারীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রোগাদির অবস্থানুসারে ব্যবস্থিত দ্রব্য বিবেচনায় হিতকারি ও অহিতকারি নির্দ্দেশ করা যায় না। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে উপকারী বা অপকারী বিবেচনা করিয়া দ্রব্য সকলকে হিতকর বা অহিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত। বিষ ও দুগ্ধ এই উভয়ের মধ্যে বিষকে একান্ত অহিতকর ও দুগ্ধকে একান্ত হিতকর বলা যায়। কারণ সুস্থব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ প্রাণ রক্ষার ও বিষ প্রাণনাশের উপযোগী। কিন্তু রোগবিশেষে দুগ্ধও প্রাণনাশের ও বিষও প্রাণরক্ষার কারণ হয়। এইরূপ জল প্রভৃতি দ্রব্যকে একান্ত হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অতোঽন্যান্যপি সংযোগাদহিতানি বক্ষ্যামঃ। নববিরূঢ়সর্বধান্যৈর্বসামধুপয়োগুড়মাষৈর্বা গ্রাম্যানূপৌদক পিশিতাদীনি নাভ্যবহরেৎ। ন পয়োমধুভ্যাং রোহিণীশাকং জাতুশাকং বাশ্নীয়াৎ। বলাকাং বারুণীকুল্মাষাভ্যাম্। কাকমাচীং পিপ্পলীমরিচাভ্যাম। নাড়ীভঙ্গশাক কুক্কুট দধীনি চ নৈকধাম্। মধু চোষ্ণোদকানুপানম্। পিষ্টেন বা মাংসানি। সুরা কৃশরা পয়সাঞ্চ নৈকধ্যম্। সৌবীরকেণ সহ তিলশষ্কুলীম্। মৎস্যৈঃ সহেক্ষুবিকারান্। গুড়েন কাকমাচীং মধুনা মূলকং গুড়েন বারাহং মধুনা চ সহ বিরুদ্ধম্। ক্ষীরেণ মূলকম্। আম্র জাম্বব শ্বাবিচ্ছ্বব গোধাশ্চ সর্ব্বাংশ্চ মৎস্যান্ বিশেষেণ চিলিচিমং পয়সা। কদলীফলং তালফলেন পয়সা দধ্না তক্রেণ বা। লকুচফলং পয়সা দধ্না মাষসূপেন বা মধুনা ঘৃতেন চ। প্রাক্ পয়সঃ পয়সোঽন্তে বা।

অতঃপর অন্যান্য যে সমস্ত দ্রব্য পরস্পর সংযোগ বশতঃ অহিতকর হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। নূতন ধান্যের অন্ন, বসা, মধু, দুগ্ধ, গুড় অথবা মাষকলায়ের সহিত গ্রাম্য, আনূপ ও জলচর জীবের মাংস ভোজন করা অবিধেয়। দুগ্ধ বা মধুর সহিত রোহিণীশাক ও জাতুশাক ভোজন নিষিদ্ধ। বারুণী মদ্য বা কাঁজির সহিত বকমাংস; পিপুল বা মরিচের সহিত কাকমাচীশাক এবং নাড়ীভঙ্গশাক কুক্কুটমাংস ও দধি এই সমস্ত একত্রে ভোজন অকর্ত্তব্য। মধু, পানান্তে উষ্ণোদক পান, পিষ্টের সহিত পক্ক মাংস ভোজন এবং সুরা, কৃশরা (খিচুড়ী) ও দুগ্ধ একত্রে আহার নিষিদ্ধ। সৌবীর মদ্যের সহিত তিলপিষ্টক, মৎস্যের সহিত ইক্ষুবিকার (গুড়, চিনি প্রভৃতি), গুড়ের সহিত কাকমাচী, মধুর সহিত মূলা, গুড় বা মধুর সহিত বরাহমাংস। এবং দুগ্ধের সহিত মূলা বিরুদ্ধ। আম,

জাম, শজারুর মাংস, গোধামাংস এবং সর্ব্বপ্রকার মৎস্য বিশেষতঃ চিলিচিম মৎস্য দুগ্ধের সহিত অভোজ্য। তালফল, দুগ্ধ, দধি বা তক্রের সহিত কদলীফল, দুগ্ধ, দধি, মাষকলায়ের ডাল, মধু বা ঘৃতের সহিত মাদার (ডহুফল) বিরুদ্ধ। এই সমস্ত দ্রব্য আহারের পর দুগ্ধপান বা দুগ্ধ পানান্তে উল্লিখিত দ্রব্য সমস্ত ভোজন নিষিদ্ধ।

অতঃ কর্ম্মবিরুদ্ধান্ বক্ষ্যামঃ। কপোতান্ সর্ষপতৈলভৃষ্টান্ নাদ্যাৎ। কপিঞ্জল ময়ূর লাব তিত্তিরি গোধাশ্চৈরণ্ড দার্ব্বগ্নিসিদ্ধা এরণ্ডতৈল সিদ্ধা বা নাদ্যাৎ। কাংস্যভাজনে দশরাত্র পর্য্যুষিতং সর্পির্মধু চোষ্ণৈরুষ্ণে বা মৎস্য পরিপচনে শৃঙ্গবেরপরিপচনে বা সিদ্ধাং কাকমাচীং তিলকল্কসিদ্ধমুপোদিকাশাকম্। নারিকেলেন বরাহবসাপরিভৃষ্টাং বলাকাম্। ভাসমঙ্গারশূল্যং নাশ্নীয়াদিতি।

অতঃপর ক্রিয়াবিরুদ্ধ দ্রব্য সমস্ত লিখিত হইতেছে। সর্ষপতৈলভৃষ্ট কপোত মাংস অভোজ্য। কপিঞ্জল, ময়ূর, লাব, তিত্তিরি ও গোধা ইহাদের মাংস এরণ্ডকাষ্ঠের অগ্নিতে বা এরণ্ডতৈলের সহিত পাক করিয়া আহার করা অনুচিত। ঘৃত বা মধু দশ দিবস কাঁসার পাত্রে থাকিলে বিষবৎ হইয়া উঠে এবং উক্ত দুই দ্রব্য উষ্ণকালে বা উষ্ণ দ্রব্যের সহিত অধিক পরিমাণে সেবন করা অবিহিত। কাকমাচীশাক মৎস্যের সহিত বা আদার সহিত পাক করিয়া আহার করা অনুচিত। পুঁইশাক তিলকল্কের সহিত সিদ্ধ করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। বকমাংস শূকরের বসায় সিদ্ধ করিয়া কিংবা নারিকেলের সহিত আহার করা নিষিদ্ধ। ভাসপক্ষীর মাংস অঙ্গারে শূল্য করিয়া ভোজন করা অবিহিত।

অতো মানবিরুদ্ধান্ বক্ষ্যামঃ। মধ্বম্বুনী মধুসর্পিষী মানতস্তুল্যে নাশ্নীয়াৎ। স্নেহৌ মধুস্নেহৌ জলস্নেহৌ বা বিশেষাদান্তরীক্ষোদকানুপানৌ।

অতঃপর পরিমাণগত প্রভেদ বশতঃ যে যে দ্রব্য মিলিত হইলে অনিষ্টকারী হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে। মধু ও জল অথবা মধু ও ঘৃত দুই দ্রব্য সমান পরিমাণে মিলিত করিয়া পান করিবে না। দুই প্রকার স্নেহ পদার্থ, মধু ও কোন প্রকার স্নেহ দ্রব্য অথবা জল ও স্নেহ দ্রব্য সমান পরিমাণে মিলিত করিয়া সেবন করা অবিহিত। বিশেষতঃ বৃষ্টির জলের সহিত সমান পরিমাণে মধু বা কোন প্রকার স্নেহ পদার্থ সমান পরিমাণে পান করা নিতান্ত বিরুদ্ধ।

অত ঊর্দ্ধং রসদ্বন্দ্বানি রসতো বীর্য্যতো বিপাকতশ্চ বিরুদ্ধানি বক্ষ্যামঃ। তত্র মধুরাম্লৌ রসবীর্য্য বিরুদ্ধৌ মধুরলবণৌ চ মধুর কটুকৌ সর্ব্বতঃ। মধুরতিক্তৌ রসবিপাকাভ্যাং মধুরকষায়ৌ চাম্ললবণৌ রসতঃ। অম্লকটুকৌ রসবিপাকাভ্যামম্লতিক্তাবম্লকষায়ৌ চ সর্ব্বতঃ। লবণকটুকৌ রসবিপাকাভ্যাং লবণতিক্তৌ লবণকষায়ৌ চ সর্ব্বতঃ। কটুতিক্তৌ রসবীর্য্যাভ্যাং কটুকষায়ৌ তিক্তকষায়ৌ চ রসতঃ। তরতমযোগযুক্তাংশ্চ ভাবানতিরুক্ষানতিস্নিগ্ধানত্যুষ্ণানতিশীতনিত্যেবমাদীন্ বিবর্জ্জয়েৎ।

অতঃপর যে রস, যে রসের সহিত মিলিত হইলে, রসে, বীর্য্যে ও পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়, তাহা লেখা যাইতেছে। মধুর ও অম্লরস মিলিত হইলে রসে ও বীর্য্যে বিরুদ্ধ। মধুর ও লবণ রস এবং মধুর ও কটুরস মিলিত হইলে রস বীর্য্য ও পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়। মধু ও তিক্ত রস মিলিত হইলে রসে ও পরিপাকে

বিরুদ্ধ হয়। মধুর ও কষায় রস এবং অম্ল ও লবণ রস ইহারা রসবিরুদ্ধ। অম্ল ও কটুরস রসে ও পরিপাকে, অম্ল ও তিক্ত এবং অম্ল ও কষায়রস, বীর্য্য ও পরিপাক সর্ব্বপ্রকারেই বিরুদ্ধ। লবণ ও কটুরস রসে ও পরিপাকে বিরুদ্ধ। লবণ তিক্ত এবং লবণ, কষায় সর্ব্ব প্রকারেই বিরুদ্ধ। কটু ও তিক্ত রস মিলিত হইলে রসে ও বীর্য্যে বিরুদ্ধ হয়। কটু, কষায় এবং কটু ও তিক্তরস মিলিত হইলে রসগত বিরুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অতি রুক্ষ ও অতি স্নিগ্ধ এবং অতি উষ্ণ ও অতি শীতল দ্রব্য মিলিত হইলে অনিষ্টকারী হয়।

বিরুদ্ধান্যেবমাদীনি রসবীর্য্য বিপাকতঃ।
তান্যেকান্তাহিতান্যেব শেষং বিদ্যাদ্ধিতাহিতম্॥
ব্যাধিমিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যং মরণঞ্চাধিগচ্ছতি।
বিরুদ্ধরসবীর্য্যাদীন্ ভুঞ্জানোঽনাত্মবান্ নরঃ॥
যৎ কিঞ্চিদ্ দোষমুৎক্লেশ্য ভুক্তং কায়ান্ন নির্হরেৎ।
রসাদিষ্বযথার্থং বা তদ্বিকারায় কল্পতে॥
বিরুদ্ধাশনজান্ রোগান্ প্রতিহন্তি বিরেচনম্।
বমনং শমনং বাপি পূর্ব্বং বাহিতসেবনম্॥
সাত্ম্যতোঽল্পতয়া বাপি দীপ্তাগ্নেস্তরুণস্য চ।
স্নিগ্ধব্যায়াম বলিনাং বিরুদ্ধং বিতথং ভবেৎ।
ব্যায়ামশীলো বলবান্ শিশুশ্চ
স্নিগ্ধোঽগ্নিমাংশ্চাপি মহাশনশ্চ।
আপ্নোতি রোগান্ ন বিরুদ্ধজাতা-
নভ্যাসতো বাল্পতয়া চ জন্তুঃ॥

রস, বীর্য্য বা পরিপাক বিরুদ্ধ যে সমস্ত দ্রব্য কীর্ত্তিত হইল, তাহারা একান্ত অহিত-জনক জানিবে, অবশিষ্ট দ্রব্য সমস্তকে হিতাহিত বলা যায়। রস বীর্য্যাদি বিরুদ্ধ অহিতজনক দ্রব্য ভোজন করিলে বিবিধ ব্যাধি, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে। কোন দ্রব্য ভোজনান্তে বমনের উপক্রম মাত্র হইয়া যদি বমন না হয়, তাহা হইলে কোনরূপ পীড়া হইবার সম্ভাবনা। বিরুদ্ধ ভোজনজনিত রোগ, বিরেচন বা বমন দ্বারা নিবারিত হয়। বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন অভ্যস্ত থাকিলে অথবা তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হইলে অনিষ্ট হয় না।

ব্যায়ামশীল, বলবান, শিশু, স্নিগ্ধদেহ, অগ্নিসম্পন্ন ও বহুভোজী ব্যক্তির পক্ষে বিরুদ্ধ ভোজন অনিষ্টকর নহে। তদ্রূপ অভ্যাস বশতঃ অথবা বিরুদ্ধ দ্রব্যের পরিমাণ অল্প হইলে কোন অনিষ্ট ঘটে না।

অথ দোষবর্ণনম্।

বাতপিত্ত শ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ। তৈরেবাব্যাপন্নৈরধো মধ্যোর্দ্ধ সন্নিবিষ্টৈঃ শরীরমিদং ধার্য্যতেঽগারমিব স্থূণাভিস্তিসৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে। ত এব ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবস্তদেভিরেব শোণিতচতুর্থৈঃ সম্ভবস্থিতিপ্রলয়েষ্বপ্যবিরহিতং শরীরং ভবতি।

নর্ত্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তান্ন চ মারুতাৎ।
শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে॥

বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহাদের সাধারণ নাম দোষ। এই দোষত্রয়ই দেহোৎপত্তির কারণ। ইহারা অবিকৃত থাকিলে যথাক্রমে দেহের অধঃ, মধ্য ও ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত থাকিয়া দেহ ধারণ করে। যেরূপ স্তম্ভত্রয়ের দ্বারা শরীর ধৃত হয়, তদ্রূপ ইহাদের দ্বারা শরীর ধৃত হয়, এই নিমিত্ত শরীরের একটী নাম ত্রিস্থূণ। ইহারা বিকৃত হইলে দেহ বিনষ্ট হয়। এই দোষত্রয় এবং রক্ত এই চারিটী পদার্থ, দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস সকল সময়েই অবিকৃত বা বিকৃত ভাবে শরীরে বর্ত্তমান থাকে। কফ, পিত্ত,

বায়ু ও রক্ত এই বস্তুচতুষ্টয়, সকল দেহেই বর্ত্তমান আছে।

দোষস্থানান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র সমাসেন বাতঃ শ্রোণিগুদসংশ্রয়ঃ। শ্রোণিগুদয়োরুপর্য্যধো নাভেঃ পক্কাশয়ঃ পক্কামাশয়মধ্যং পিত্তস্য। আমাশয়ঃ শ্লেষ্মণঃ।

অতঃপর দোষ সকলের অবস্থিতি স্থান লিখিত হইতেছে। তন্মধ্যে বায়ু সামান্যতঃ শ্রোণি ও গুহ্যদেশে অবস্থিতি করে। শ্রোণি ও গুহ্যদেশের উপরিভাগে এবং নাভির নিম্নে পক্কাশয় বর্ত্তমান আছে, এই পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে পিত্তের স্থান। আমাশয় শ্লেষ্মার স্থান।

অতঃপরং পঞ্চধা বিভজ্যন্তে দোষাঃ।

উদানস্তদনু প্রাণঃ সমানোঽপান এব চ।
ব্যানশ্চৈতানি নামানি বায়োঃ স্থানপ্রভেদতঃ॥
কণ্ঠে হৃদি তথাধস্তাৎ কোষ্ঠবহ্নের্মলাশয়ে।
সকলেঽপি শরীরেঽসৌ ক্রমেণ পবনো বসেৎ॥

অন্যচ্চ।

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে স্যাদ্ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥

পিত্তস্য যকৃৎপ্লীহানৌ হৃদয়ঃ দৃষ্টিস্ত্বক্ পূর্ব্বোক্তঞ্চ। শ্লেষ্মণস্তু রঃ শিরঃ কণ্ঠসন্ধয় ইতি পূর্ব্বোক্তঞ্চ। এতানি খলু দোষাণাং স্থানান্যব্যাপন্নানাম্।

বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥

উল্লিখিত দোষ সকল প্রত্যেকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক বায়ু, স্থান ও ক্রিয়া ভেদে পাঁচনামে অভিহিত হয়। যথা উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান। তন্মধ্যে কণ্ঠদেশে উদান, হৃদয়ে প্রাণ, নাভিদেশে সমান, গুহ্যদেশে অপান এবং দেহের সর্ব্বাংশেই ব্যান বায়ু অবস্থিতি করে। যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, চক্ষু, ত্বক্ ও পূর্ব্বোক্ত পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্য স্থানে পিত্ত অবস্থিতি করে। বক্ষঃস্থল, মস্তক, কণ্ঠ ও সন্ধিস্থল এবং আমাশয় শ্লেষ্মার স্থান। দোষত্রয়ের যে সকল স্থান বর্ণিত হইল, ইহারা অবিকৃত থাকিলে সেই সেই স্থানেই অবস্থিতি করে, যেরূপ চন্দ্র রসবর্ষণ, সূর্য্য উহার আকর্ষণ এবং বায়ু তাহার ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া জগৎ ধারণ করেন, তদ্রূপ কফ, পিত্ত ও বায়ু এই দোষত্রয় উক্তরূপ ক্রিয়া দ্বারা দেহ রক্ষা করিয়া থাকে।

তত্র বায়োঃ স্বরূপমাহ।

দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রূক্ষো লঘুশ্চলঃ॥

অন্যচ্চ। উৎসাহোচ্ছ্বাস নিশ্বাস চেষ্টাবেগপ্রবর্ত্তনৈঃ
সম্যগ্ গত্যা চ ধাতূনামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ পাটবৈঃ।
অনুগৃহ্নাত্যবিকৃতো হৃদয়েন্দ্রিয়চিত্তধৃক্।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রূক্ষো লঘুশ্চলঃ।
খরো মৃদুর্বেগবাহী সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ।
দাহকৃৎ তেজসা যুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ॥
বিভাগকরণাদ্ বায়ুঃ প্রধানং দোষসংগ্রহে।
পক্কাশয়কটী সক্থি শ্রোত্রোঽস্থিস্পর্শনেন্দ্রিয়ম্॥
স্থানং বাতস্য তত্রাপি পক্কাধানং বিশেষতঃ।
উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
তেন ভাষিত গীতাদিপ্রবৃত্তিঃ কুপিতস্তু সঃ।
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ বিদধাতি বিশেষতঃ।
যো বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্।
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে।
প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্।
আমপক্কাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসঙ্গতঃ।
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি।
স দুষ্টো বহ্নিমান্দ্যাতিসার গুল্মান্ করোতি হি।
পক্কাশয়ালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্।
সমীরণ শকৃন্মূত্র শুক্র গর্ভার্ত্তবান্যধঃ।

ক্রুদ্ধস্তু কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্।
শুক্রদোষপ্রমেহাংশ্চ ব্যানাপান প্রকোপজান্॥
কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ।
স্বেদা স্বক্ স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি॥
গত্যুপক্ষেপণোৎক্ষেপ নিমেষোন্মেষণাদিকাঃ।
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্॥
প্রস্যন্দনোদ্বহনং পূরণঞ্চ বিরেচনম্।
ধারণঞ্চেতি পঞ্চৈতাশ্চেষ্টাঃ প্রোক্তা নভস্বতঃ॥
ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্।
যুগপৎ কুপিতা এতে দেহং ভিন্দ্যুস্তসংশয়ম্॥

বায়ুর দ্বারা অপরাপর দোষ, ধাতু ও মল প্রভৃতি স্থানান্তরে গমন করে। বায়ু আশুকারী, রজোগুণাত্মক, সূক্ষ্ম, শীতল, রুক্ষ, লঘু ও গতিমান্। ইহার দ্বারা উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা, বেগপ্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়পটুতা এবং ধাতু সকলের গতিক্রিয়া সম্যক্ প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। বায়ুর দ্বারাই হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত ধৃত হইয়া থাকে। ইহা খর, মৃদু ও বেগবাহী। বায়ু তেজের সহিত যুক্ত হইলে দাহক এবং সোমসংশ্রয়ে শীতজনক হইয়া থাকে। বায়ুর দ্বারাই দেহোৎপন্ন পদার্থ (আহারীয় রসাদি) ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিভক্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে উপনীত হয়, এই নিমিত্ত দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুরই প্রাধান্য স্বীকার করা যায়। পক্বাশয় কটী, সক্থি, স্রোতঃ সমস্ত, অস্থি ও স্পর্শেন্দ্রিয় এই সমস্ত বায়ুর স্থান। তন্মধ্যে পক্বাশয়ই উহার প্রধান স্থান বলিয়া গণিত। শ্বাস প্রশ্বাস কালে যে বায়ু দেহ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার নাম উদান। উদান বায়ুর দ্বারাই শব্দোচ্চারণ ও সঙ্গীতাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহা বিকৃত হইলে ঊর্দ্ধ জত্রুগত রোগ উপস্থিত হয়। যে বায়ু শ্বাস প্রশ্বাস কালে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহার নাম প্রাণ বায়ু। ইহার শক্তিতে আহারীয় দ্রব্য অন্ননালী দিয়া পাকস্থলীতে পতিত হয়। এই বায়ুই জীবন রক্ষার প্রধান কারণ। ইহা দূষিত হইলে হিক্কা ও শ্বাসাদি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। সমান বায়ু আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া অগ্নির সহিত সম্মিলিত হইয়া অন্ন পরিপাক এবং তজ্জাত রস, মল ও মূত্রাদিকে পৃথক করে। ইহা দূষিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার বা গুল্মরোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। অপান বায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব ইহাদের অধোরেচন করে। ইহা কুপিত হইলে বস্তি ও গুহ্যদেশ সংশ্রিত বিবিধ ঘোরতর পীড়া এবং শুক্রদোষ ও প্রমেহ প্রভৃতি নানা রোগ উৎপন্ন হয়। ব্যানবায়ু সর্ব্বদেহে বিচরণ করিয়া রস বহন ও স্বেদাদি ক্ষরণক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। ইহার দ্বারা গতি, উপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই বায়ুর কার্য্য পাঁচ প্রকার, যথা—প্রস্যন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন ও ধারণ। ইহা কুপিত হইলে সর্ব্বদেহ গত রোগ উপস্থিত হয়। উল্লিখিত পাঁচ প্রকার বায়ু, যুগপৎ কুপিত হইলে নিশ্চয়ই দেহ বিনষ্ট হয়।

অথ পিত্তস্য স্বরূপম্।

পিত্তং তীক্ষ্ণং দ্রবং পূতি নীলং পীতং তথৈব চ।
উষ্ণং কটুরসঞ্চৈব বিদগ্ধঞ্চাম্লমেব চ॥
পাচকং রঞ্জকঞ্চাপি সাধকালোচকে তথা।
ভ্রাজকঞ্চেতি পিত্তস্য নামানি স্থানভেদতঃ॥
অগ্ন্যাশয়ে যকৃৎ প্লীহ্নোর্হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে।
ত্বচি সর্ব্বশরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ॥

পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নি বলবর্দ্ধনম্।
রসমূত্র পুরিষাণি বিরেচয়তি নিত্যশঃ।
রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ।
যত্তু সাধকসংজ্ঞং তৎকুর্য্যাদ্ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিম্।
যদালোচকসংজ্ঞং তদ্ রূপগ্রহণকারণম্।
ভ্রাজকং কান্তিকাদি স্যাল্লেপাভ্যঙ্গাদি পাচকম্।

পিত্ত তীক্ষ্ণ, দ্রব, দুর্গন্ধ, নীল ও পীত-বর্ণ, উষ্ণ ও কটুরস। ইহা বিকৃত হইলে অম্লাস্বাদ হয়। স্থানভেদে পিত্ত পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক এই পাঁচ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জক যকৃৎ ও প্লীহায়, সাধক হৃদয়ে, আলোচক নেত্র-দ্বয়ে এবং ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্বদেহস্থ ত্বকে অবস্থিতি করে। পাচক পিত্তদ্বারা অন্নের পরিপাক এবং অবশিষ্ট পিত্তগণের বল বৃদ্ধি হয়। ইহা রস, মূত্র ও মল বিরেচন করিয়া থাকে। রঞ্জক পিত্তদ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের রস রক্তে পরিণত হয়। সাধক পিত্ত দ্বারা বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি উৎপন্ন হয়। আলোচক পিত্তদ্বারা রূপ-দর্শনক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। ভ্রাজকপিত্ত দেহের কান্তিকারক, ইহাদ্বারা প্রলেপন ও অভ্যঙ্গ দ্রব্যের পাক হইয়া থাকে।

অথ শ্লেষ্মস্বরূপম্।

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা।
মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্ বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ।
কফস্যৈতানি নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ।
রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষ্মণঃ স্থানভেদতঃ।
আমাশয়েঽথ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু।
স্থানেষেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ।
ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমাম্নশক্ত্যাপরাণ্যপি।
অনুগৃহ্ণাতি চ শ্লেষ্মাস্থানান্যুদককর্ম্মণা।
ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ।
উভাবপি ততঃ সৌম্যো তিষ্ঠতশ্চান্তিকে যতঃ।
যতো রসান্ বিজানীতো রসনা রসনৌ সমৌ।
স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণঃ।
শ্লেষ্মণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং সংশ্লেষং বিদধাত্যসৌ।

শ্লেষ্মা শ্বেত বর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল ও মধুর। ইহা বিকৃত হইলে লবণা-স্বাদ হইয়া থাকে। কফ, স্থানভেদে ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন ও শ্লেষ্মণ এই পাচনামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ক্লেদন নামক কফ আমাশয়ে, অবলম্বন হৃদয়ে, রসন কণ্ঠে, স্নেহন মস্তকে ও শ্লেষ্মণ কফ সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করে। ক্লেদন, কফদ্বারা সংহত অন্ন ক্লিন্ন অর্থাৎ ভেদ প্রাপ্ত হয়। এই কফের দ্বারা অপরাপর কফস্থান সকলের (হৃদয়াদির) উপকার সাধন হয়। অবলম্বন কফ ত্রিক (অর্থাৎ মস্তক ও বাহুদ্বয়ের সন্ধিস্থলকে ধারণ করিয়া থাকে। রসনা অর্থাৎ জিহ্বা এবং রসন অর্থাৎ কণ্ঠস্থ কফ এই উভয়ই পরস্পর নিকটবর্ত্তী, উভয়ই রসজ্ঞানের সাধন এবং উভয়ই সোমগুণবিশিষ্ট। স্নেহন কফ স্নেহপদার্থ বিতরণ দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তকরে। শ্লেষ্মণ কফদ্বারা সন্ধি সমস্ত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে।

অথ দোষাণাং চয়প্রকোপোপশম-কারণম্।

ইহ তু বর্ষাশরদ্ধেমন্তবসন্ত গ্রীষ্ম প্রাবৃষঃ ষড়্-ঋতবো ভবন্তি দোষোপচয়প্রকোপোপশমনিমিত্তং তে তু ভাদ্রপদাদ্যেন দ্বিমাসিকেন ব্যাখ্যাতাঃ। তদ্যথা, ভাদ্রপদাশ্বযুজৌ বর্ষাঃ। কার্ত্তিকমার্গ-শীর্ষৌ শরৎ। পৌষমাঘৌ হেমন্তঃ। ফাল্গুন চৈত্রৌ বসন্তঃ। বৈশাখজ্যৈষ্ঠৌ গ্রীষ্মঃ। আষাঢ়-শ্রাবণৌ প্রাবৃড়িতি। তত্র বর্ষাস্বোষধয়স্তরুণ্যোঽল্পবীর্য্যা আপশ্চাপ্রসন্নাঃ ক্ষিতির্মলপ্রায়াস্তা উপ-যুজ্যমানা নভসি মেঘাবততে জলপ্রক্লিন্নায়াং

ভূমৌ ক্লিন্নদেহানাং প্রাণিনাং শীতবাতবিষ্টব্ধাগ্নীনাং বিদহ্যন্তে বিদাহাৎ পিত্তসঞ্চয়মাপাদয়ন্তি। স সঞ্চয়ঃ শরদি প্রবিরলমেঘে বিয়ত্যুপশুষ্যতি পঙ্কেঽর্ককিরণপ্রবিলাপিতঃ পৈত্তিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি। তা এবৌষধয়ঃ কালপরিণামাৎ পরিণতবীর্য্যা বলবত্যো হেমন্তে ভবন্ত্যাপশ্চ প্রসন্নাঃ স্নিগ্ধাঃ অত্যর্থং গুর্ব্ব্যস্তা উপযুজ্যমানা মন্দ কিরণত্বাদ্ ভানোঃ সতুষারপবনোপস্তম্ভিতদেহানাং দেহিনামবিদগ্ধাঃ স্নেহাচ্ছৈত্যাদ্ গৌরবাদুপলেপাচ্চ শ্লেষ্মণঃ সঞ্চয়মাপাদয়ন্তি। স সঞ্চয়ো বসন্তেঽর্করশ্মিপ্রবিলাপিত ঈষৎস্তব্ধদেহানাং দেহিনাং শ্লৈষ্মিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি। তা এবৌষধয়ো নিদাঘে নিঃসারা রূক্ষা অতিমাত্রং লঘ্ব্যো ভবন্ত্যাপশ্চ তা উপযুজ্যমানাঃ সূর্য্যপ্রতাপোপশোষিতদেহানাং দেহিনাং রৌক্ষ্যাল্লঘুত্বাদ্ বৈশদ্যাচ্চ বায়োঃ সঞ্চয়মাপাদয়ন্তি স সঞ্চয়ঃ প্রাবৃষি চাত্যর্থং জলোপক্লিন্নায়াং ভূমৌ ক্লিন্নদেহানাং প্রাণিনাং শীতবাতবর্ষেরিতো বাতিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি। এবমেষ দোষাণাং সঞ্চয়প্রকোপহেতুরুক্তঃ।

তত্র বর্ষাহেমন্তগ্রীষ্মেষু সঞ্চিতানাং দোষাণাং শরদ্ বসন্ত প্রাবৃট্সু চ প্রকুপিতানাং নির্হরণং কর্ত্তব্যম্। তত্র পৈত্তিকানাং ব্যাধীনামুপশমো হেমন্তে শ্লৈষ্মিকাণাং নিদাঘে বাতিকানাং ঘনাত্যয়ে স্বভাবত এব ত এতে সঞ্চয় প্রকোপোপশমা ব্যাখ্যাতাঃ।

তত্র পূর্ব্বাহ্ণে বসন্তস্য লিঙ্গং মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মস্য অপরাহ্ণে প্রাবৃষঃ প্রদোষে বার্ষিকং শারদমর্দ্ধরাত্রে প্রত্যূষসি হৈমন্তমুপলক্ষয়েৎ। এবমহোরাত্রমপি বর্ষমিব শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণং দোষোপচয়প্রকোপোপশমৈর্জ্জানীয়াৎ।

বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও প্রাবৃট এই ছয় ঋতু বাতাদি দোষত্রয়ের উপচয় প্রকোপ ও উপশমের কারণ। ভাদ্র আশ্বিন এই দুই মাস বর্ষা ঋতু, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ দুই মাস শরৎ, পৌষ ও মাঘ হেমন্ত, ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম এবং আষাঢ় ও শ্রাবণমাস প্রাবৃট্ ঋতু। তন্মধ্যে প্রাবৃট্ অর্থাৎ বর্ষাকালে ওষধি সকল তরুণ ও অল্পবীর্য্য এবং তৎকালীন জল, মৃত্তিকাদি মিশ্রিত হওয়াতে অত্যন্ত অপরিষ্কৃত থাকে। সেই সমুদয় ওষধি আহার ও সেই জল পান করিয়া এবং কর্দ্দমাদিতে বিচরণ করিয়া প্রাণীদের দেহ ক্লিন্ন ও শীত বাতাদি দ্বারা তাহাদের কোষ্ঠাগ্নি স্তম্ভিত হওয়াতে উল্লিখিত ভুক্ত বস্তু সমুদায় সম্যক প্রকারে পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া বিদগ্ধ হয়, তজ্জন্য পিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে। অনন্তর শরৎকালে আকাশ মেঘঘটারহিত ও পঙ্ক সমস্ত শুষ্ক হইলে উক্ত সঞ্চিত পিত্ত সূর্য্যসন্তাপে প্রকুপিত হইয়া বিবিধ পৈত্তিক ব্যাধি উৎপাদন করে। পূর্ব্বোক্ত ওষধি সমস্ত হেমন্তকালে পরিণত-বীর্য্য ও বলবান্ হইয়া উঠে। তৎকালীন জল প্রসন্ন, স্নিগ্ধ ও অতিশয় গুরু হয়। সেই জল পান ও সেই সমস্ত ওষধি ভোজন করিয়া এবং সূর্য্যের মন্দ কিরণতা প্রযুক্ত তুষারসম্পৃক্ত বায়ু সেবন করিয়া প্রাণীগণের দেহ স্তম্ভিত হওয়াতে ভুক্ত দ্রব্য সমস্ত অপরিপক্ক ও অবিদগ্ধ হওয়াতে স্নেহ, শৈত্য, গুরুতা ও উপলেপ প্রযুক্ত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে। অনন্তর বসন্তকালে সূর্য্য সন্তাপে সঞ্চিত কফ, ঈষৎ স্তব্ধদেহ প্রাণীগণের শ্লৈষ্মিক ব্যাধি উৎপাদন করে। পূর্ব্বকথিত ওষধি সমস্ত গ্রীষ্মকালে নিঃসার ও রূক্ষ এবং তৎকালের জল অতিশয় লঘু হয়। সেই সমুদায় সেবন করাতে এবং সূর্য্যতাপে দেহ শুষ্ক হওয়াতে রূক্ষতা, লঘুতা এবং বৈশদ্য প্রযুক্ত বায়ু সঞ্চিত হইয়া থাকে। অনন্তর প্রাবৃট্ কালে অত্যন্ত জলক্লিন্ন ভূমিতে বিচরণ করিয়া প্রাণীদিগের দেহ ক্লেদযুক্ত হওয়াতে ঐ সঞ্চিত বায়ু

শীত বাত ও বর্ষাকর্ত্তৃক বাতজ ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

দোষত্রয়ের সঞ্চয় ও প্রকোপ বর্ণিত হইল। এক্ষণে উহাদের উপশমের বিষয় বলা যাইতেছে। পিত্ত, কফ ও বায়ু ইহারা ক্রমান্বয়ে বর্ষা, হেমন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে সঞ্চিত এবং শরৎ, বসন্ত ও প্রাবৃট্ কালে প্রকুপিত হয়, ইহাদের যথাবিধি নির্হরণ কর্ত্তব্য। পৈত্তিক ব্যাধি সকলের উপশম হেমন্তে, শ্লৈষ্মিক পীড়ার উপশম গ্রীষ্মে এবং বাতিক পীড়ার উপশম শরৎকালে স্বভাবতঃই হইয়া থাকে।

পূর্ব্বাহ্নে বসন্ত ঋতুর চিহ্ন, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের, অপরাহ্নে প্রাবৃট্ ঋতুর, প্রদোষে বর্ষার, নিশীথ সময়ে শরৎকালের ও প্রত্যূষে হেমন্তের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এইরূপে দিবারাত্র ও সংবৎসর কালের ন্যায় দোষের চয়, প্রকোপ ও উপশমানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে।

সঞ্চিতানাং দোষাণাং স্তব্ধপূর্ণকোষ্ঠতা পীতাবভাসা মন্দোষ্মতা চাঙ্গানাং গৌরবমালস্যং চয়কারণবিদ্বেষশ্চেতি লিঙ্গানি ভবন্তি। তত্র প্রথমঃ ক্রিয়াকালঃ।

দেহে দোষ সঞ্চিত হইলে কোষ্ঠ স্তব্ধ ও পূর্ণ, দেহ পীত বর্ণ, দৈহিক উষ্ণতার অল্পতা, শরীর ভার, আলস্য এবং সঞ্চয়কারণের প্রতি বিদ্বেষ এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অবস্থা চিকিৎসার প্রথম সময়।

অতউর্দ্ধং প্রকোপণানি বক্ষ্যামঃ। তত্র বলবদ্বিগ্রহাতি ব্যায়াম ব্যবায়াধ্যয়ন প্রপতন প্রধাবন প্রপীড়নাভিঘাত লঙ্ঘন প্লবন তরণ রাত্রিজাগরণ ভারবহণ গজতুরঙ্গ রথ পদাতিচর্য্যা কটুকষায় তিক্তরূক্ষ লঘু শীতবীর্য্যা শুষ্কশাক বল্লূর বরকোদ্দালক কোরদূষ শ্যামাক নীবার মুদ্গ মসূরাঢ়কী হরেণু কলায় নিষ্পাবানশন বিষমাশনাধ্যশন বাত মূত্রপুরীষ শুক্রচ্ছর্দ্দিক্ষবথূদ্গার বাষ্পবেগ বিঘাতাদিভির্বিশেষৈর্বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে।

স শীতাভ্র প্রবাতেষু ঘর্ম্মান্তে চ বিশেষতঃ।
প্রত্যূষস্যপরাহ্নে চ জীর্ণেঽন্নে চ প্রকুপ্যতি॥

অতঃপর যে যে কারণে দোষ সকলের প্রকোপ হয়, তাহা লিপিত হইতেছে। বলবান্ ব্যক্তির সহিত বিগ্রহ (যুদ্ধাদি), অতিশয় ব্যায়াম, অধিক রতিক্রিয়া, অতিশয় অধ্যয়ন, উচ্চস্থান হইতে পতন, বেগে গমন, প্রপীড়ন, অভিঘাত, লঙ্ঘন, উল্লম্ফন, সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, হস্তী, অশ্ব ও রথাদিতে ভ্রমণ পদাতিক্রিয়া এবং কটু, তিক্ত, কষায়, রূক্ষ, লঘু, শীতল দ্রব্য, শুষ্ক শাক, শুষ্ক মাংস, বোরো, উদ্দালক, কোদধান্য, শ্যামাক, নীবার, মুদ্গ, মসূর, অড়র, হরেণু, মটর, শিম, এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ উপবাস, বিষমাশন অর্থাৎ বহুপরিমাণে, নিতান্ত অল্প পরিমাণে অথবা অকালে আহার, অজীর্ণ সত্বে ভোজন এবং বায়ু, মূত্র, মল, শুক্র, বমি, হাঁচি, উদ্গার ও অশ্রু এই সকলের উপস্থিত বেগ ধারণ ইত্যাদি কারণে বায়ু প্রকুপিত হয়। শীতকালে, মেঘ হইলে, বায়ু প্রবাহের সময়, বর্ষাকালে, প্রত্যূষে, অপরাহ্নে এবং ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইলে পর বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে।

ক্রোধশোক ভয়ায়াসোপবাস বিদগ্ধ মৈথুনোপগমন কট্বম্ললবণ তীক্ষ্ণোষ্ণ লঘুবিদাহি তিলতৈল পিণ্যাককুলত্থ সর্ষপাতসী হরিতশাক গোধামৎস্যাজাবিক মাংস দধি তক্রকূর্চ্চিকা মস্তু সৌবীরক সুরাবিকারাম্লফল কট্বরাক প্রভৃতিভিঃ পিত্তং প্রকোপমাপদ্যতে।

তদুষ্ণৈরুষ্ণকালে চ মেঘান্তে চ বিশেষতঃ।
মধ্যাহ্নে চার্দ্ধরাত্রে চ জীর্য্যত্যন্নে চ কুপ্যতি॥

ক্রোধ, শোক, ভয়, শ্রমজনক কর্ম্ম, উপবাস, অগ্নিদাহ, মৈথুন ক্রিয়া, কটু, অম্ল, লবণাস্বাদ দ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, লঘু, বিদাহি দ্রব্য, তিলতৈল, পিণ্যাক অর্থাৎ খইল, কুলত্থ কলায়, সর্ষপ, মসিনা, হরিত শাক, গোধা, মৎস্য, ছাগ ও মেস ইহাদের মাংস, দধি, তক্রকুর্চ্চিকা, দধির মাত, সৌবীর, সুরাবিকৃতি, অম্লফল, কটুর (সারবিশিষ্ট দধির তক্র) ও সূর্য্যকিরণ এই সমস্ত পিত্তপ্রকোপের কারণ। উষ্ণদ্রব্য দ্বারা, উষ্ণকালে, শরৎকালে, মধ্যাহ্নে, অর্দ্ধরাত্রে ও ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইবার সময় পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

দিবাস্বপ্ন ব্যায়ামালস মধুরাম্ললবণ শীতস্নিগ্ধ গুরু পিচ্ছিলাভিষ্যন্দি হায়নক যাবক নৈষধোৎকট মাষ মহামাষ গোধূম তিলপিষ্ট বিকৃতি দধিদুগ্ধ কৃশরা পায়সেক্ষুবিকারানুপৌদক মাংস বসা বিস মৃণাল কশেরুক শৃঙ্গাটক মধুর বল্লীফল সমশনাধ্যশন প্রভৃতিভিঃ শ্লেষ্মা প্রকোপমাপদ্যতে।

স শীতৈঃ শীতকালে চ বসন্তে চ বিশেষতঃ।

পূর্ব্বাহ্নে চ প্রদোষে চ ভুক্তমাত্রে প্রকুপ্যতি।

দিবানিদ্রা, ব্যায়াম রাহিত্য, আলস্য, মধুর, অম্ল, লবণরস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল ও অভিস্যন্দি দ্রব্য, হায়নক (ব্রীহি বিশেষ), যব, নৈষধ (শস্য বিশেষ), ওকড়া, মাষকলায়, বরবটী, গোধূম, তিলপিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, কৃশরা (খিচুড়ী), পায়স, ইক্ষুবিকার অর্থাৎ গুড়াদি এবং আনূপ ও জলচর প্রাণীর মাংস ও বসা, মৃণাল, কেশুর, পানিফল মিষ্ট বল্লীফল (লাউ কুমড়া প্রভৃতি), অধিক ভোজন, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন ইত্যাদি কফপ্রকোপের কারণ। শীতল দ্রব্য দ্বারা, শীতকালে, বসন্ত কালে পূর্ব্বাহ্নে, প্রদোষে ও আহার করিবামাত্র শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া থাকে।

পিত্তপ্রকোপণৈরেব চাভীক্ষ্ণং দ্রবস্নিগ্ধ গুরুভিশ্চাহারৈর্দিবাস্বপ্ন ক্রোধানলাতপশ্রমাভিঘাতাজীর্ণ বিরুদ্ধাধ্যশন প্রভৃতিভিরসৃক্ প্রকোপমাপদ্যতে।

যস্মাদ্রক্তং বিনা দোষৈর্ন কদাচিৎ প্রকুপ্যতে।

তস্মাত্তস্য যথাদোষং কালং বিদ্যাৎ প্রকোপণে।

যে যে কারণে পিত্ত প্রকুপিত হয়, সেই সেই কারণে রক্ত ও কুপিত হইয়া থাকে এবং নিরন্তর দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, অগ্নিসন্তাপ, রৌদ্র, পরিশ্রম, অভিঘাত, অজীর্ণ, বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন ও অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন ইত্যাদি কারণে পিত্ত প্রকুপিত হয়।

তেষাং প্রকোপাৎ কোষ্ঠতোদ সঞ্চরণাম্লিকা পিপাসা পরিদাহান্নদ্বেষ হৃদয়োৎক্লেদাশ্চ জায়ন্তে তত্র দ্বিতীয়ঃ ক্রিয়াকালঃ।

উল্লিখিত দোষাদির প্রকোপ হইলে কোষ্ঠদেশে বেদনা, অম্লোদ্গার, পিপাসা, গাত্রদাহ, অন্নে অরুচি বমনোদ্রেক এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই অবস্থা চিকিৎসার দ্বিতীয় কাল।

অত ঊর্দ্ধং প্রসরং বক্ষ্যামঃ। তেষামেভির্বা তঙ্কবিশেষৈঃ প্রকুপিতানাং পর্য্যুষিত কিণ্বোদক পিষ্ট সমবায় ইবোদ্রিক্তানাং প্রসরো ভবতি। তেষাং বায়ুর্গতিমত্বাৎ প্রসরণহেতুঃ সত্যপ্যচৈতন্যে স হি রজোভূয়িষ্ঠো রজশ্চ প্রবর্ত্তকং সর্ব্বভাবনাম্। যথা মহানুদকসঞ্চয়োঽতিবৃদ্ধঃ সেতুমবদার্য্যাপরেণোদকেন ব্যামিশ্রঃ সর্ব্বতঃ প্রধাবত্যেবং দোষাঃ কদাচিদেকশো দ্বিশঃ সমস্তাঃ শোণিতসহিতা বানেকধা প্রসরন্তি। তদ্ যথা বাতঃ পিত্তং শ্লেষ্মা শোণিতম্। বাতপিত্তে বাত শ্লেষ্মাণৌ, পিত্তশ্লেষ্মাণৌ বাতশোণিতে, পিত্তশোণিতে শ্লেষ্মশোণিতে। বাতপিত্তশোণিতানি

বাতশ্লেষ্মশোণিতানি, পিত্তশ্লেষ্মশোণিতানি। বাতপিত্ত কফা বাতপিত্ত কফশোণিতানীত্যেবং পঞ্চদশধা প্রসরন্তি।

কৃৎস্নেহর্দ্ধেঽবয়বে বাপি যত্রাঙ্গে কুপিতো ভৃশম্।
দোষো বিকারং নভসি মেঘবৎ তত্র বর্ষতি।
নাত্যর্থং কুপিতশ্চাপি লীনো মার্গেষু তিষ্ঠতি।
নিঃপ্রত্যনীকঃ কালেন হেতুমাসাদ্য কুপ্যতি।

অতঃপর প্রকুপিত দোষ সকলের স্বস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনের বিষয় লিখিত হইতেছে। সুরা প্রস্তুত করিবার সময় যেরূপ মশলার জল ও পিষ্ট তণ্ডুল সমস্ত পর্য্যুসিত হইয়া ফাঁপিয়া উঠে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত কারণ সমস্ত বশতঃ প্রকুপিত দোষ সমস্ত দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করে। দোষ সকলের স্থানান্তরে গমন বায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হয়, কারণ বায়ু ভিন্ন আর কোন ধাতুরই গতি শক্তি নাই। কিন্তু বায়ুও নিজে অচেতন পদার্থ, তথাপি ইহা রজোগুণাত্মক বলিয়া গতিশক্তিবিশিষ্ট, যে হেতু রজোগুণই সর্ব্বভাবের প্রবর্ত্তক। যেরূপ কোন সেতুর একদিকে ক্রমে ক্রমে অধিক জল সঞ্চয় হইয়া পরিমাণাতিরিক্ত হইলে সেতু ভগ্ন করিয়া ঐ জলরাশি অপরদিকস্থিত জলের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হয়, তদ্রূপ দোষ সমস্ত কখন পৃথক্, কখন দুই দোষ বা তিন দোষ একত্রিত হইয়া এবং কখন বা রক্তের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকারে দেহে প্রসারিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কখন বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিত ইহারা পৃথক্ পৃথক্, কখন বায়ু ও পিত্ত, বায়ু ও শ্লেষ্মা, পিত্ত ও রক্ত, শ্লেষ্মা ও রক্ত, এই দুই দুই দোষ মিলিত হইয়া,কখন বায়ু, পিত্ত ও রক্ত, বায়ু, শ্লেষ্মা ও রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রক্ত, বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন তিন পদার্থ মিলিত হইয়া এবং কখন বা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিত এই চতুষ্টয় মিলিত হইয়া প্রসারিত হইয়া থাকে। অতএব দোষ সকলের প্রসর পঞ্চদশ প্রকার।

দোষ সমস্ত কুপিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত হইলে সার্ব্বাঙ্গিক রোগ উৎপাদন করে, অর্দ্ধাঙ্গে হইলে অর্দ্ধাঙ্গের রোগ এবং কোন বিশেষ অঙ্গে হইলে সেই স্থানেই রোগ উৎপাদন করে। দোষ সকল যদি অল্পমাত্র কুপিত হয়, তাহা হইলে কোন পীড়ার উৎপাদন না করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করে কিন্তু প্রতিকৃত না হইলে কালান্তরে অপর কোন উদ্দীপক হেতু উপস্থিত হইলেই প্রকুপিত হইয়া পীড়ার উৎপাদন করিয়া থাকে।

তত্র বায়োঃ পিত্তস্থানগতস্য চ পিত্তবৎ প্রতীকারঃ পিত্তস্য কফস্থানগতস্য কফবৎ কফস্য চ বাতস্থানগতস্য বাতবদেষ ক্রিয়াবিভাগঃ। এবং প্রকুপিতানাং প্রসরতাঞ্চ বায়োর্গমনাটোপৌ। ঊষাচোষপরিদাহ ধূমায়নানি পিত্তস্য। অরোচকাবিপাকাঙ্গসাদাশ্ছর্দ্দিশ্চেতি শ্লেষ্মণো লিঙ্গানি ভবন্তি। তত্র তৃতীয়ঃ ক্রিয়াকালঃ।

বায়ু পিত্তস্থানে গমন করিলে তাহার প্রতিকার পিত্তের প্রতিকারের ন্যায়, কফস্থান গত পিত্তের প্রতিকার কফের ন্যায় এবং বায়ুস্থান গত কফের প্রতীকার বায়ুর ন্যায়। চিকিৎসা প্রণালী এইরূপ জানিবে। দোষ সকল প্রকুপিত ও প্রসারিত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়। বায়ু প্রকুপিত ও প্রসারিত হইলে উহার বিপরীত মার্গে গমন ও উদর মধ্যে আটোপ অর্থাৎ গুড় গুড় করিয়া শব্দ হয়। পিত্ত প্রকুপিত হইয়া

প্রসারিত হইলে দাহ, মুখশোষ ও ধূমবৎ উদ্গার উত্থিত হইয়া থাকে। কফ প্রকুপিত হইয়া প্রসারিত হইলে অরুচি, ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক, দেহের অবসন্নতা ও বমি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই অবস্থা চিকিৎসার তৃতীয় সময়।

অতঊর্দ্ধং স্থানসংশ্রয়ং বক্ষ্যামঃ। এবং কুপিতাস্তাংস্তান্ শরীরপ্রদেশানাগত্য তাংস্তান্ ব্যাধীন্ জনয়ন্তি। তে যদোদরসন্নিবেশং কুর্ব্বন্তি তদা গুল্ম বিদ্রধ্যুদরাগ্নিসঙ্গানাহ-বিসূচিকাতিসার প্রভৃতীন্ জনয়ন্তি। বস্তিগতাঃ প্রমেহাশ্মরী মূত্রাঘাত মূত্রদোষ প্রভৃতীন্। মেঢ়গতা নিরুদ্ধ প্রকাশোপদংশ শূকদোষ প্রভৃতীন্। গুদগতা ভগন্দরার্শঃ প্রভৃতীন্। বৃষণগতা বৃদ্ধীঃ। ঊর্দ্ধজত্রুগতাস্তূর্দ্ধজান্। ত্বঙ্মাংস শোণিতস্থাঃ ক্ষুদ্ররোগান্ কুষ্ঠানি বিসর্পাংশ্চ। মেদোগতা গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদ গলগণ্ডালজী প্রভৃতীন্। অস্থিগতা বিদ্রধ্যনুশয়ী প্রভৃতীন্ পাদগতাঃ শ্লীপদ বাতশোণিত বাতকণ্টক প্রভৃতীন্ সর্ব্বাঙ্গগতা জ্বর সর্ব্বাঙ্গরোগ প্রভৃতীন্। তেষামেবমভিনিবিষ্টানাং পূর্ব্বরূপপ্রাদুর্ভাবস্তং প্রতিরোগং বক্ষ্যামঃ। তত্র পূর্ব্বরূপগতেষু চতুর্থঃ ক্রিয়াকালঃ।

অতঃপর দোষ সকলের স্থানসংশ্রয় লিখিত হইতেছে। দোষসকল প্রসারিত হইয়া কোন স্থান অবলম্বন করিয়া তথায় বদ্ধমূল হইয়া থাকে। উহারা উদরে সন্নিবিষ্ট হইলে গুল্ম, বিদ্রধি, উদরী, অগ্নিমান্দ্য, আনাহ, বিসূচিকা ও অতিসার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। দোষ সকল বস্তিগত হইলে প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও মূত্রদোষ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। মেঢ়গত হইলে নিরুদ্ধপ্রকাশ, উপদংশ ও শূকদোষ প্রভৃতি পীড়ার উৎপত্তি হয়। গুহ্যসন্নিবিষ্ট হইলে ভগন্দর ও অর্শঃ প্রভৃতি কোষগত হইলে বৃদ্ধি রোগ, ঊর্দ্ধজত্রুগত হইলে ঊর্দ্ধগত রোগ, ত্বক্, মাংস ও রক্তগত হইলে ক্ষুদ্ররোগ, কুষ্ঠ ও বিসর্প প্রভৃতি, মেদঃসংশ্রিত হইলে গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড ও অলজী প্রভৃতি, অস্থিগত হইলে বিদ্রধি ও অনুশয়ী প্রভৃতি, পাদগত হইলে শ্লীপদ, বাতশোণিত ও বাতকণ্টক প্রভৃতি এবং সর্ব্বাঙ্গগত হইলে জ্বর ও অন্যান্য সার্ব্বাঙ্গিক রোগ উৎপন্ন হয়। দোষ সকল এইরূপ দেহের বিশেষ বিশেষ স্থান আশ্রয় করিলে ব্যাধির পূর্ব্বরূপ প্রাদুর্ভূত হয়। এই পূর্ব্বরূপাবস্থা চিকিৎসার চতুর্থ সময়।

অতঊর্দ্ধং ব্যাধিদর্শনং বক্ষ্যামঃ। শোফার্ব্বুদ-গ্রন্থিবিদ্রধি বিসর্প প্রভৃতীনাং প্রব্যক্ত লক্ষণতা জ্বরাতীসারপ্রভৃতীনাঞ্চ। তত্র পঞ্চমঃ ক্রিয়াকালঃ।

পূর্ব্বরূপাবস্থার পর ব্যাধিদর্শন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শোথ, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, বিদ্রধি ও বিসর্প প্রভৃতির এবং জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগের লক্ষণ সমস্ত প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। এই অবস্থাকে ব্যাধির রূপ কহা যায়। ইহা চিকিৎসার পঞ্চম কাল।

অতঊর্দ্ধমেতেষামবদীর্ণানাং ব্রণভাবমাপন্নানাং ষষ্ঠঃ ক্রিয়াকালঃ জ্বরাতিসার প্রভৃতীনাঞ্চ দীর্ঘকালানুবন্ধঃ। তত্রপ্রতিক্রিয়মাণেঽসাধ্যতামুপযান্তি।

উপরি উক্ত অবস্থার পর উক্ত শোথাদি রোগ বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত হয়। এই অবস্থা চিকিৎসার ষষ্ঠ সময়। জ্বর ও অতীসার প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। এই সময় প্রতীকার না করিলে সমস্ত রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে।

সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রসরং স্থানসংশ্রয়ম্।
ব্যক্তিং ভেদঞ্চ যো বেত্তি দোষাণাং স ভবেদ্ভিষক্॥

সঞ্চয়েঽপহৃতা দোষা লভন্তে নোত্তরা গতীঃ।
তে তূত্তরাসু গতিষু ভবন্তি বলবত্তরাঃ॥
সর্ব্বৈর্ভাবৈস্ত্রিভির্বাপি দ্বাভ্যামেকেন বা পুনঃ।
সংসর্গে কুপিতঃ ক্রুদ্ধং দোষং দোষোঽনুধাবতি॥
সংসর্গে যো গরীয়ান্ স্যাদুপক্রম্যঃ স বৈ ভবেৎ।
শেষদোষাবিরোধেন সন্নিপাতে তথৈব চ॥

দোষ সকলের চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থানসংশ্রয় (ব্যাধির পূর্ব্বাবস্থা),* ব্যক্তি (ব্যাধির রূপদর্শন) ও ভেদ (শোথাদির বিদীর্ণতা) যিনি এই বিশেষরূপে সমস্ত অবগত, তিনিই যথার্থ চিকিৎসক পদবাচ্য। দোষ সকল সঞ্চিত হইবামাত্র অপহৃত হইলে আর প্রসারিত হইতে পারে না, অতএব সঞ্চয় মাত্রেই উন্মূলন করা উচিৎ। কারণ দেহে প্রসারিত হইলে উহারা অতি বলবান্ হইয়া উঠে। কোন প্রকারে কোন এক বা অনেক দোষ কুপিত হইলে তৎসঙ্গে অন্যান্য দোষও কুপিত হয়। দ্বন্দ্ব বা সন্নিপাত স্থলে যে দোষ গুরু দৃষ্ট হইবে, শেষ দোষের অবিরোধে অগ্রে তাহারই প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

অথাতো ব্যাধিসমুদ্দেশীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দ্বিবিধা ব্যাধয়ঃ শস্ত্রসাধ্যাঃ স্নেহাদিক্রিয়াসাধ্যাশ্চ। তত্র শস্ত্রসাধ্যেষু স্নেহাদিক্রিয়া ন প্রতিষিধ্যতে। স্নেহাদিক্রিয়াসাধ্যেষু শস্ত্রকর্ম্ম ন কর্ত্তব্যম্। অস্মিন্ পুনঃ শাস্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রসামান্যাৎ সর্ব্বেষাং ব্যাধীনাং যথাস্থূলমবরোধঃ ক্রিয়তে। প্রাগভিহিতং তদ্দুঃখসংযোগাদ্ব্যাধিরিতি তচ্চ দুঃখং ত্রিবিধমাধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকমিতি। তত্তু সপ্তবিধে ব্যাধাবুপনিপতন্তি। তে পুনঃ সপ্তবিধা ব্যাধয়ঃ। তদ্ যথাদিবলপ্রবৃত্তা জন্মবলপ্রবৃত্তাঃ সংঘাতবলপ্রবৃত্তা কালবলপ্রবৃত্তা দৈববলপ্রবৃত্তাঃ স্বভাববলপ্রবৃত্তা ইতি। তত্রাদিবলপ্রবৃত্তা যে শুক্রশোণিতদোষান্বয়াঃ কুষ্ঠার্শঃপ্রভৃতয়ঃ তেঽপি দ্বিবিধা মাতৃজাঃ পিতৃজাশ্চ। জন্মবলপ্রবৃত্তা যে মাতুরপচারাৎ পঙ্গুজাত্যন্ধ বধির মূক মিন্মিণ বামন প্রভৃতয়ো জায়ন্তে তেঽপি দ্বিবিধা রসকৃতা দৌহৃদাপচারকৃতাশ্চ। দোষবলপ্রবৃত্তা যে আতঙ্কসমুৎপন্না মিথ্যাহারাচারভবাশ্চ তেঽপি দ্বিবিধাঃ আমাশয়সমুত্থাঃ পক্বাশয়সমুত্থাশ্চ। পুনশ্চ দ্বিবিধা শারীরা মানসাশ্চ ত এব আধ্যাত্মিকাঃ। সংঘাতবলপ্রবৃত্তা য আগন্তবো দুর্ব্বলস্য বলবদ্বিগ্রহাৎ তেঽপি দ্বিবিধাঃ শস্ত্রকৃতা ব্যালাদিকৃতাশ্চ। এত আধিভৌতিকাঃ। কালবলপ্রবৃত্তা যে শীতোষ্ণবাতবর্ষাপ্রভৃতিনিমিত্তাস্তেঽপি দ্বিবিধা ব্যাপন্নর্তুকৃতা অব্যাপন্নর্তুকৃতাশ্চ। দৈববলপ্রবৃত্তা যে দেবদ্রোহাদভিশস্তকা অথর্ব্বকৃতাশ্চ তেঽপি দ্বিবিধা বিদ্যুদশনিকৃতাঃ পিশাচাদিকৃতাশ্চ। পুনশ্চ দ্বিবিধাঃ সংসর্গজা আকস্মিকাশ্চ। স্বভাববলপ্রবৃত্তাঃ ক্ষুৎপিপাসাজরামৃত্যুনিদ্রাপ্রভৃতয়স্তেঽপি দ্বিবিধাঃ কালকৃতা অকালকৃতাশ্চ। তত্র পরিরক্ষণকৃতাঃ কালকৃতা অপরিরক্ষণকৃতা অকালকৃতা। এত আধিদৈবিকাঃ। তত্র সর্ব্বব্যাধ্যবরোধঃ।

ব্যাধি দ্বিবিধ, শস্ত্রসাধ্য ও স্নেহাদিক্রিয়াসাধ্য। তন্মধ্যে শস্ত্রসাধ্য পীড়াসমূহে স্নেহাদি দ্রব্য প্রয়োগ নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু স্নেহাদি ক্রিয়াসাধ্য রোগসকলে শস্ত্রক্রিয়া নিষিদ্ধ। এস্থলে উক্ত উভয়বিধ পীড়া স্থূলতঃ বর্ণিত হইবে। পুরুষে দুঃখ সংযোগের নাম ব্যাধি, ঐ দুঃখ ত্রিবিধ, আধ্যাত্মিক,* আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। দুঃখ সাত প্রকার ব্যাধিতে পরিণত হয়। যথা আদিবলপ্রবৃত্ত, জন্মবলপ্রবৃত্ত, দোষবলপ্রবৃত্ত, সংঘাতবলপ্রবৃত্ত, কালবলপ্রবৃত্ত, দৈববলপ্রবৃত্ত ও স্বভাববলপ্রবৃত্ত। তন্মধ্যে আদিবলপ্রবৃত্ত—যে সকল ব্যাধি পিতামাতার দূষিত শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন,

যথা, কুষ্ঠ, অর্শঃ প্রভৃতি। উক্ত ব্যাধি সমস্ত আবার মাতৃজ ও পিতৃজ দুইপ্রকারে বিভক্ত। জন্মবলপ্রবৃত্ত-অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যাধি গর্ভাবস্থায় মাতার অত্যাচার বশতঃ উৎপন্ন হয়, এই কারণে পঙ্গু, জন্মান্ধ, বধির, মূক, মিন্মিণ ও বামন প্রভৃতি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। উক্ত পীড়া সমস্ত পুনর্ব্বার দুইপ্রকারে বিভক্ত, এক রসকৃত, অপর দৌহৃদাবমাননা-জনিত। দোষবল প্রবৃত্ত—যে সকল রোগ কোন প্রকার পীড়া হইতে উদ্ভূত হয় এবং যাহারা অথবা আহার বিহারাদি দ্বারা উৎপন্ন হয়। উহারা দুইপ্রকার, এক আমাশয় সমুত্থিত, অপর পক্কাশয় সমুত্থিত, উহারা পুনরায় দ্বিবিধ, যথা শারীরিক ও মানসিক। উপরিউক্ত সমস্ত রোগকে আধ্যাত্মিক বলা যায়। সংঘাত বল-প্রবৃত্ত---আগন্তুক ব্যাধি সমস্তকে সংঘাত বল প্রবৃত্ত বলা যায়। দুর্ব্বল ব্যক্তির সহিত বলবানের বিগ্রহ হেতু এইরূপ পীড়া সমস্তের উদ্ভব হয়। ঐ আগন্তুক রোগ সমস্ত দ্বিবিধ, যথা শস্ত্রজনিত ও হিংস্রাদি জন্তুকৃত। ইহাদের নাম আধিভৌতিক রোগ। কালবল প্রবৃত্ত—যাহারা শৈত্য, উষ্ণতা, বায়ু ও বর্ষা প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন হয়। ইহারাও দুইপ্রকার, এক ব্যাপন্ন ঋতু অর্থাৎ বিপরীত স্বভাবাপন্ন ঋতু কর্ত্তৃক উৎপন্ন, অপর অব্যাপন্ন অর্থাৎ স্বাভাবিক ঋতুকৃত। দৈববল প্রবৃত্ত—অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রভৃতিকৃত রোগ, ইহারাও দুই-প্রকার, সংসর্গজ ও আকস্মিক। স্বভাববল প্রবৃত্ত ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু ও নিদ্রা প্রভৃতি। ইহারাও দুইপ্রকার—এক কাল-কৃত ও অপর অকালকৃত। তন্মধ্যে বিশেষ প্রযত্নেও যাহারা নিবারিত না হয়, তাহা-দিগকে কালকৃত, আর অপরিরক্ষণবশতঃ যাহারা উপস্থিত হয় তাহাদিগকে অকালকৃত বলা যায়। এইরূপ ব্যাধি সমস্তের নাম আধিদৈবিক। এই রূপেসংক্ষেপতঃ সমুদায় ব্যাধি উল্লিখিত হইল।

সর্ব্বেষাঞ্চ ব্যাধীনাং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব মূলং তল্লিঙ্গত্বাদ্ দৃষ্টফলত্বাদাগমাচ্চ। যথাহি কৃৎস্নং বিকারজাতং বিশ্বরূপেণাবস্থিতং সত্ত্বরজস্তমাংসি ন ব্যতিরিচ্যন্তে। এবমেব কৃৎস্নং বিকারজাতং বিশ্বরূপেণাবস্থিতমব্যতিরিচ্য বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো বর্ত্তন্তে। দোষধাতু মল সংসর্গাদায়তনবিশেষান্নি-মিত্ততশ্চৈষাং বিকল্পা ভবন্তি। দোষদূষিতেষ্বত্যর্থং ধাতুষু সংজ্ঞা ক্রিয়ন্তে রসজোঽয়ং শোণিতজোঽয়ং মাংসজোঽয়ং মেদোজোঽয়মস্থিজোঽয়ং মজ্জ-জোঽয়ং শুক্রজোঽয়ং ব্যাধিরিতি। তত্রাশ্রদ্ধা-রোচকাবিপাকাঙ্গমর্দ্দজ্বর হৃল্লাস তৃপ্তিগৌরব হৃৎ-পাণ্ডুরোগ মার্গোপরোধকার্শ্য বৈরস্যাঙ্গসাদাকাল-বলিপলিত দর্শন প্রভৃতয়ো রসদোষজা বিকারাঃ। কুষ্ঠ বিসর্প পিড়কা মশক নীলিকা তিলকালক ন্যচ্ছব্যঙ্গেন্দ্রলুপ্ত প্লীহ বিদ্রধি গুল্ম বাতশোণি-তার্শোঽর্ব্বুদাঙ্গমর্দ্দাসৃগ্দররক্তপিত্ত প্রভৃতয়ো রক্ত দোষজা গুদমুখমেঢ্রপাকাশ্চ। অধিমাংসার্ব্বু-দার্শোঽধিজিহ্বোপকুশগলশুণ্ডিকালজী মাংস-সংঘাতৌষ্ঠপ্রকোপ গলগণ্ডগণ্ডমালা প্রভৃতয়ো মাংসদোষজাঃ। গ্রন্থিবৃদ্ধি গলগণ্ডার্ব্বুদ মেদো-জৌষ্ঠপ্রকোপ মধুমেহাতিস্থৌল্যাতিস্বেদ প্রভৃতয়ো মেদদোষজাঃ অধ্যস্থ্যধিদন্তাস্থিতোদশূলকুনখ প্রভৃ-তয়োঽস্থিদোষজাঃ। তমোদর্শনমূর্চ্ছা ভ্রমপর্ব্ব-গৌরবস্থূল মূলোরুজন্মানেত্রাভিষ্যন্দপ্রভৃতয়ো মজ্জ দোষজাঃ ক্লৈব্যাপ্রহর্ষশুক্রাশ্মরী শুক্রমেহ শুক্রদোষা-দয়শ্চ তদ্দোষজাঃ। ত্বগ্দোষাঃ সঙ্গোঽতিপ্রবৃত্তির্বা মলায়তনদোষাঃ। ইন্দ্রিয়াণামপ্রবৃত্তিরযথাপ্রবৃত্তি র্বেন্দ্রিয়ায়তনদোষাঃ। ইত্যেবং সমাস উক্তো বিস্তরনিমিত্তানি চৈষাং প্রতিরোগং বক্ষ্যামঃ।

কুপিতানাং হি দোষাণাং শরীরে পরিধাবতাম্।
যত্র সঙ্গঃ খবৈগুণ্যাদ্ ব্যাধিস্তত্রোপজায়তে॥

যাবতীয় ব্যাধির মূল কারণ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, কারণ ব্যাধিমাত্রেই ইহাদের

লক্ষণ ও ফল দৃষ্ট হয় এবং শাস্ত্রে ইহা বর্ণিত আছে। যেরূপ বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থই সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, তদ্রূপ পীড়ামাত্রই উক্ত দোষত্রয়াশ্রিত। দোষ, ধাতু ও মল ইহাদের পরস্পর সংসর্গ, আশ্রয়স্থান ও ভিন্ন ভিন্ন কারণ-বশতঃ পীড়া সকলের ভিন্নতা হইয়া থাকে। ধাতু সমস্ত অত্যন্ত দোষদূষিত হইলে রোগ সমস্তের ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা দেওয়া যায়। যথা এই রোগ রসজ, এই রোগ রক্তজ, ইহা মাংসজ, ইহা মেদোজ, ইহা অস্থিজ, ইহা মজ্জজ, ইহা শুক্রজ এইরূপ বলা যায়। তন্মধ্যে অন্নে অরুচি, অপরিপাক, অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, হৃল্লাস, তৃপ্তি, দেহের গুরুতা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, দৈহিক স্রোতোরোধ, কৃশতা, মুখবৈরস্য, দেহের অবসন্নতা ও অকালে বলীপলিত দর্শন ইত্যাদি বিকৃত রসদোষ জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে। কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, মশক, নীলিকা, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শঃ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, প্রদর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ এবং গুহ্যদেশ, মুখ ও মেঢ্রের পাক এই সমস্ত বিকার রক্ত-দোষজাত। অধিমাংস, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, অধিজিহ্ব, উপজিহ্ব, উপকুশ, গল-শুণ্ডিকা, অলজী, মাংসসংঘাত, ওষ্ঠ-প্রকোপ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগ মাংসদোষজাত। গ্রন্থি, বৃদ্ধি, গল-গণ্ড, অর্ব্বুদ, মেদোরোগ, ওষ্ঠপ্রকোপ, মধুমেহ, অতিস্থৌল্য ও অতিস্বেদ প্রভৃতি বিকার মেদোদোষ জন্য উপস্থিত হয়। অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিবেদনা, অস্থিশূল ও কুনখ প্রভৃতি রোগ অস্থিদোষ জাত। অন্ধকারদর্শন, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পর্ব্ব, গৌরব, উরু ও জঙ্ঘার স্থূলতা এবং নেত্রাভিষ্যন্দ এই সমস্ত রোগ মজ্জদোষোৎপন্ন। ক্লীবতা, রিরংসারাহিত্য, শুক্রাশ্মরী, শুক্রদোষ ও শুক্রমেহ প্রভৃতি রোগ শুক্রদোষ জন্য ঘটে। ত্বগ্দোষ, মলের অতি প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি এই সকল, মলাশয়ের দোষবশতঃ হয়। ইন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব কার্য্যে অপ্রবৃত্তি বা অযথা প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়ায়তন দোষ জন্য হইয়া থাকে। এস্থলে এইরূপে সংক্ষেপে সমুদায় ব্যাধির বিষয় উল্লিখিত হইল। ইহাদের বিশেষ বিবরণ, প্রত্যেক রোগ বর্ণন করিবার সময় বর্ণনা করা যাইবে।

তে ব্যাধয়ঃ পুনস্ত্রিধা বিভজ্যন্তে যথা—
সাধ্যা যাপ্যা অসাধ্যাশ্চ ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
সুখসাধ্যঃ কষ্টসাধ্যো দ্বিবিধঃ সাধ্য উচ্যতে ॥
যাপনীয়ন্তু তং বিদ্যাৎ ক্রিয়া ধারয়তে হি যম।
ক্রিয়ায়ান্তু নিবৃত্তায়াং সদ্যো যশ্চ বিনশ্যতি ॥
প্রাপ্তা ক্রিয়া ধারয়তি সুখিনং যাপ্যমাতুরম।
প্রপতিষ্যদিবাগারং স্তম্ভো যত্নেন যোজিতঃ ॥
সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যাশ্চাসাধ্যতাং তথা।
ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতাম ॥

উল্লিখিত ব্যাধি সমস্ত পুনর্ব্বার তিন প্রকারে বিভক্ত, যথা—সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য। সাধ্য ব্যাধি সমস্ত সুখসাধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্যভেদে দুই প্রকার। সামান্য যত্নে যাহাদের শান্তি করা যায়, তাহাদিগকে সুখ-সাধ্য ব্যাধি বলা যায়। যাহাদের শান্তি করিতে বহু প্রযত্ন ও বিস্তর কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহাদিগকে কৃচ্ছ্রসাধ্য বলে। যে সকল পীড়া চিকিৎসিত হইলে উপশমিত থাকে, চিকিৎসার নিবৃত্তিতে পুনঃ প্রকাশিত বা মারাত্মক হইয়া উঠে, তাহাদিগের নাম যাপ্য, যেরূপ পতনোন্মুখ গৃহ নূতন স্তম্ভ যোজনা দ্বারা রক্ষিত থাকে, স্তম্ভ

অপসারিত হইলেই গৃহ পতিত হয়, সেইরূপ যাপনীয় রোগী যাবৎ চিকিৎসাধীন থাকে, তাবৎ সুস্থ থাকে, চিকিৎসা পরিত্যাগ করিলেই পুনর্ব্বার পীড়িত বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসিত না হইলে সাধ্য পীড়া যাপ্য ও যাপ্য পীড়া অসাধ্য হইয়া উঠে। অসাধ্য পীড়া প্রাণনাশের কারণ হয়।

রোগারম্ভকদোষস্য প্রকোপাদুপজায়তে।
যোঽন্যো বিকারঃ স বুধৈরুপদ্রব ইতোদিতঃ॥

রোগারম্ভক দোষের প্রকোপ জন্য যে অন্য বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপদ্রব বলা যায়। যেমন জ্বরে তৃষ্ণা ইত্যাদি।

লঙ্ঘনবৃংহণীয়াধ্যায়ঃ।

তপঃস্বাধ্যায়নিরতানাত্রেয়ঃ শিষ্যসত্তমান্।
ষড়গ্নিবেশপ্রমুখানুক্তবান্ পরিচোদয়ন্॥
লঙ্ঘনং বৃংহণং কালে রূক্ষণং স্নেহনং তথা।
স্বেদনং স্তম্ভনঞ্চৈব জানীতে যঃ স বৈ ভিষক্॥
ইত্যুক্তবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ হ।
ভগবল্লঙ্ঘনং কিং স্বিল্লঙ্ঘনীয়াশ্চ কীদৃশাঃ।
বৃংহণং বৃংহণীয়াশ্চ রূক্ষণীয়াশ্চ রূক্ষণম্।
স্নেহণং স্নেহনীয়াশ্চ স্বেদাঃ স্বেদ্যাশ্চ কে মতাঃ।
স্তম্ভনং স্তম্ভনীয়াশ্চ বক্তুমর্হসি তদ্গুরো॥
লঙ্ঘনপ্রভৃতীনাঞ্চ ষণ্ণামেষাং সমাসতঃ।
কৃতাকৃতাতিরিক্তানাং লক্ষণং বক্তুমর্হসি॥

ভগবান্ আত্রেয় তপঃস্বাধ্যায়নিরত অগ্নিবেশাদি ছয় জন শিষ্যকে কহিলেন, বৎসগণ! লঙ্ঘন, বৃংহণ, রূক্ষণ, স্নেহন, স্বেদন ও স্তম্ভন এই ছয়টী বিষয় যিনি উপযুক্তকালে যথাবিধি প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক। মহর্ষি আত্রেয় এই কথা বলিলে অগ্নিবেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! লঙ্ঘন, বৃংহণ, রূক্ষণ, স্নেহন, স্বেদন ও স্তম্ভন কাহাকে বলে এবং কাহারাই বা লঙ্ঘনীয়, বৃংহণীয়, রূক্ষণীয়, স্বেদনীয় ও স্তম্ভনীয়? উক্ত লঙ্ঘনাদি ছয়টী বিষয় সম্যক্ কৃত, অকৃত ও অতিরিক্তরূপে কৃত হইলেই বা কিরূপ লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়, তাহাও অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন।

তদগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য গুরুরব্রবীৎ।
যৎকিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্॥
বৃহত্ত্বং যচ্ছরীরস্য জনয়েত্তচ্চ বৃংহণম্।
রৌক্ষ্যং খরত্বং বৈশদ্যং যৎকুর্য্যাত্তদ্ধি রূক্ষণম্॥
স্নেহনং স্নেহবিষ্যন্দ মার্দ্দবক্লেদকারকম্।
স্তম্ভগৌরব শীতঘ্নং স্বেদনং স্বেদকারকম্॥
স্তম্ভনং স্তম্ভয়তি যদ্ গতিমন্তং চলং ধ্রুবম্॥
লঘূষ্ণ তীক্ষ্ণবিশদং রূক্ষং সূক্ষ্মং খরং সরম্।
কঠিনঞ্চৈব যদ্দ্রব্যং প্রায়স্তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্॥
গুরুশীতমৃদুস্নিগ্ধং বহলং স্থূল পিচ্ছিলম্।
প্রায়োমন্দং স্থিরং শ্লক্ষ্ণং দ্রব্যং বৃংহণমুচ্যতে॥
রূক্ষং লঘু খরং তীক্ষ্ণমুষ্ণং স্থিরমপিচ্ছিলম্।
প্রায়শঃ কঠিনঞ্চৈব যদ্দ্রব্যং তদ্ধি রূক্ষণম্॥
দ্রবং সূক্ষ্মং সরং স্নিগ্ধং পিচ্ছিলং গুরু শীতলম্।
প্রায়ো মন্দং মৃদু চ যদ্ দ্রব্যং তৎ স্নেহনং মতম্॥
উষ্ণং তীক্ষ্ণং সরং স্নিগ্ধং রূক্ষং সূক্ষ্মং দ্রবং স্থিরম্।
দ্রব্যং গুরু চ যৎ প্রায়স্তদ্ধি স্বেদনমুচ্যতে॥
শীতং মন্দং মৃদু শ্লক্ষ্ণং রূক্ষং সূক্ষ্মং দ্রবং স্থিরম্।
যদ্ দ্রব্যং লঘু চোদ্দিষ্টং প্রায়স্তৎ স্তম্ভনং স্মৃতম্॥

ভগবান্ আত্রেয় অগ্নিবেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন বৎস! যে কিছু পদার্থ দেহের পক্ষে লঘুতা সম্পাদক, তাহাকেই লঙ্ঘন কহে, দেহের পুষ্টিকর পদার্থের নাম বৃংহণ। যদ্দ্বারা রূক্ষতা, খরতা ও বৈশদ্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম রূক্ষণ। যদ্দ্বারা স্নিগ্ধতা, বিষ্যন্দ, মৃদুতা ও ক্লিন্নতা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম স্নেহন। যদ্দ্বারা স্তব্ধতা, গুরুতা ও শীত নিবারণ ও ঘর্ম্মোৎপত্তি হয়, তাহাকে স্বেদন বলে। গতিশীল দৈহিক পদার্থের গতিরোধক পদার্থের নাম স্তম্ভন।

লঘু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিষদ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, খর, সর ও কঠিন এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যই প্রায় লঙ্ঘন অর্থাৎ দেহের লঘুতাজনক। গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, স্থূল, পিচ্ছিল, স্থির, মন্দ ও শ্লক্ষ্ণ এই সকল গুণবিশিষ্ট দ্রব্য প্রায় বৃংহণ। রুক্ষ, লঘু, খর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, স্থির, অপিচ্ছিল এবং কঠিন এই সকল গুণবিশিষ্ট দ্রব্য প্রায় রুক্ষণ। দ্রব, সূক্ষ্ম, সর, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল, মন্দ ও মৃদু এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট দ্রব্য প্রায় স্নেহন। উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সর, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, দ্রব, স্থির ও গুরু এই সমস্ত গুণযুক্ত দ্রব্য প্রায় স্বেদন। শীতল, মন্দ, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, রুক্ষ, দ্রব, স্থির ও লঘু এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট দ্রব্য প্রায় স্তম্ভন।

চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ পিপাসা মারুতাতপৌ ।
পাচনান্যুপবাসশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্ ॥
প্রভূতশ্লেষ্ম পিত্তাস্রমলাঃ সংদুষ্টমারুতাঃ ।
বৃহচ্ছরীরা বলিনো লঙ্ঘনীয়া বিশুদ্ধিভিঃ ॥
যেষাং মধ্যবলা রোগাঃ কফপিত্তসমুত্থিতাঃ ।
বম্যতীসারহৃদ্রোগ বিসূচ্যলসক জ্বরাঃ ।
বিবন্ধগৌরবোদ্গার হৃল্লাসারোচকাদয়ঃ ।
পাচনৈস্তান্ ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ প্রায়েণাদাবুপাচরেৎ ॥
এতএব যথোদ্দিষ্টা যেষামল্পবলা গদাঃ ।
পিপাসানিগ্রহৈস্তেষামুপবাসৈশ্চ তান্ জয়েৎ ।
রোগান্ জয়েন্মধ্যবলান্ ব্যায়ামাতপমারুতৈঃ ।
বলিনাং কিং পুনর্যেষাং রোগাণামবরং বলম্ ।
ত্বগ্দোষাণাং প্রমূঢ়ানাং স্নিগ্ধাভিষ্যন্দি বৃংহিণাম্ ।
শিশিরে লঙ্ঘনং শস্তমপি বাতবিকারিণাম্ ॥
অদিগ্ধবিদ্ধমক্লিষ্ট বয়স্থসাত্ম্যচারিণাম্ ।
মৃগ মৎস্য বিহঙ্গানাং মাংসং বৃংহণমুচ্যতে ।
ক্ষীণাঃ ক্ষতাঃ কৃশা বৃদ্ধা দুর্ব্বলা নিত্যমধ্বগাঃ ।
স্ত্রীমদ্যনিত্যা গ্রীষ্মে চ বৃংহণীয়া নরাঃ স্মৃতাঃ ।
শোষার্শোগ্রহণীদোষৈর্ব্যাধিভিঃ কর্শিতাশ্চ যে ।
ক্রব্যাম্মাংসরসাস্তেষাং বৃংহণা লঘবো মতাঃ ।
স্নানমুৎসাদনং স্বপ্নো মধুরা স্নেহবস্তয়ঃ ।
শর্করা ক্ষীর সর্পীংষি সর্ব্বেষাং বিদ্ধি বৃংহণম্ ।

চারিপ্রকার সংশোধন (অর্থাৎ বমন, বিরেচন, নিরূহ ও অনুবাসন) তৃষ্ণানিগ্রহ, বায়ুসেবন, রৌদ্রসেবা, পাচন ঔষধ, উপবাস ও ব্যায়াম এই কয়েকটী লঙ্ঘন পদ বাচ্য। যাহারা প্রভূত কফ, পিত্ত, রক্ত ও মলবিশিষ্ট দুষ্ট বায়ু কর্ত্তৃক আক্রান্ত, মহাকায় ও বলবান্ তাহারা লঙ্ঘনীয়। যাহাদের কফ-পিত্ত সমুত্থিত রোগ সমস্ত বিশেষ বলবান্ নহে, এবং যাহারা বমি, অতিসার, হৃদ্রোগ, বিসূচিকা, অলসক, জ্বর, আনাহ, দেহভার, উদ্গার, হৃল্লাস ও অরুচি প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত, তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। উল্লিখিত রোগ সমস্ত নিতান্ত অল্প-বলশালী হইলে কেবল পিপাসানিগ্রহ ও উপবাস দ্বারা তাহাদের শান্তি হইতে পারে। মধ্য বলশালী রোগ সমস্ত ও বলবান্ রোগীর অল্প বলযুক্ত রোগ সকল ব্যায়াম, বায়ু সেবন ও রৌদ্রসেবা দ্বারা প্রশমিত হয়। ত্বগ্দোষসম্পন্ন, প্রমূঢ় এবং স্নেহপদার্থ, অভিষ্যন্দি ও বৃংহণ দ্রব্যসেবী ব্যক্তিগণ লঙ্ঘনযোগ্য। বায়ুজন্য বিকারে লঙ্ঘন নিষিদ্ধ হইলেও শীতকালে তাহা অবিধেয় নহে। অক্লিষ্ট, বয়ঃস্থ ও স্বেচ্ছাবিহারী মৃগ, মৎস্য ও পক্ষীদিগের মাংস বৃংহণ, কিন্তু উহারা যদি বিষাক্ত শরবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে উহাদের মাংস ভোজনীয় নহে। ক্ষীণ, ক্ষত, কৃশ, বৃদ্ধ, নিত্যপথপর্য্যটনকারী, অত্যন্ত স্ত্রী প্রসঙ্গী ও সতত মদ্যপায়ী ব্যক্তিগণের পক্ষে এবং গ্রীষ্মকালে বৃংহণক্রিয়া ব্যবস্থেয়। শোষ, অর্শঃ ও গ্রহণীপীড়িত এবং ব্যাধিক্ষীণ ব্যক্তিগণের পক্ষে মাংসাশী জীবের মাংসভোজন ব্যবস্থেয়। স্নান, গাত্রমার্জ্জন, নিদ্রা, মধুর দ্রব্য, স্নেহবস্তি, চিনি, দুগ্ধ ও ঘৃত এই সমস্ত, সকলের পক্ষেই বৃংহণকর।

কটুতিক্ত কষায়াণাং সেবনং স্ত্রীষসংযমঃ ।
খলীপিণ্যাকতক্রাণাং মধ্বাদীনাঞ্চ রুক্ষণম্ ।
অভিষ্যন্দী মহাদোষা মর্ম্মস্থা ব্যাধয়শ্চ যে ।
উরুস্তম্ভ প্রভৃতয়ো রুক্ষণীয়া নিদর্শিতাঃ ॥

কটু, তিক্ত ও কষায়াস্বাদ দ্রব্য ভোজন, কামপ্রবৃত্তির অনিগ্রহ, খলি, (তৈলকিট্ট, খইল), পিণ্যাক (তিল-তৈলের খলি), তক্র ও মধু প্রভৃতি দ্রব্য সেবন রুক্ষতাসম্পাদক। প্রবল দোষ-সম্পন্ন অভিষ্যন্দ, মর্ম্মস্থ পীড়া ও উরুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগে রুক্ষক্রিয়া কর্ত্তব্য ।

স্নেহ্যাঃ স্নেহয়িতব্যাশ্চ স্বেদ্যাঃ স্বেদ্যাশ্চ যে মতাঃ ।
স্নেহাধ্যায়ে ময়োক্তাস্তে স্বেদাখ্যে চ সবিস্তরম্ ॥

স্নেহ কাহাকে বলে, স্নেহহীন কাহারা, স্বেদ কি এবং কাহারা স্বেদ্য এই সকল বিষয় স্নেহাধ্যায়ে ও স্বেদাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্রবং তন্নু সরং যাবচ্ছীতীকরণমৌষধম্ ।
স্বাদু তিক্তং কষায়ঞ্চ স্তম্ভনং সর্ব্বমেব যৎ ।
পিত্ত ক্ষারাগ্নিদগ্ধা যে ছর্দ্দ্যতীসারপীড়িতাঃ ।
বিষস্বেদাতিযোগার্ত্তাঃ স্তম্ভনীয়াস্তথাবিধাঃ ॥

দ্রব, তন্নু, সর, শৈত্যকর, স্বাদু, তিক্ত ও কষায় দ্রব্য প্রায় স্তম্ভন। যাহারা পিত্ত-পীড়িত, যাহারা ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে এবং যাহারা বমি, অতীসার, বিষ ও অতিরিক্ত স্বেদক্রিয়া দ্বারা পীড়িত, তাহাদের পক্ষে স্তম্ভন ক্রিয়া বিহিত।

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে ।
হৃদয়োদ্গার কণ্ঠাস্য শুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে ।
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসা সহোদয়ে ।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি ।
পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ ।
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ণমূর্দ্ধ্ববাতস্তমো হৃদি ।
দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ ॥

লঙ্ঘনক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইলে বায়ু, মূত্র ও মল ইহাদের যথাপ্রকৃতি নির্গম, দেহের লঘুতা এবং হৃদয়, উদ্গার, কণ্ঠ ও মুখের শুদ্ধি, তন্দ্রা ও ক্লম নিবারণ, ঘর্ম্মনির্গম এবং ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয় এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। নিয়মাতিরিক্ত লঙ্ঘন হইলে পর্ব্ব সকলে ভঙ্গবৎ পীড়া, অঙ্গমর্দ্দ, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রবণশক্তি ও দর্শন শক্তির দৌর্ব্বল্য, মুহুর্মুহুঃ চিত্ত বিভ্রম, বায়ুর ঊর্দ্ধগামিত্ব, হৃদয়ের শূন্যতা এবং দেহ ও অগ্নির বলহানি এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বলং পুষ্ট্যুপলম্ভশ্চ কার্শ্যদোষবিবর্জ্জনম্ ।
লক্ষণং বৃংহিতে স্থৌল্যমতিচাত্যর্থবৃংহিতে ॥

বৃংহণক্রিয়া যথাযথ সম্পাদিত হইলে বল, পুষ্টিলাভ ও কৃশতা নিবারণ হয়। উক্ত ক্রিয়ার আধিক্যে দেহ অত্যন্ত স্থূল হয়।

কৃতাতিকৃত চিহ্নং যল্লঙ্ঘিতে তদ্ বিরুক্ষিতে ।

সম্যক্ কৃত ও অতিকৃত বিরূক্ষণ ক্রিয়ার লক্ষণ সম্যক্ কৃত ও অতিকৃত লঙ্ঘনের ন্যায় জানিবে।

স্তম্ভিতঃ স্যাদ্ বলে লব্ধে যথোক্তৈশ্চাময়ৈর্জিতৈঃ ।
শ্যাবতা স্তব্ধগাত্রত্বমুদ্বেগো হনুসংগ্রহঃ ।
হৃদ্বর্চ্চো নিগ্রহশ্চ স্যাদতিস্তম্ভিত লক্ষণম্ ॥

স্তম্ভন-প্রতীকার্য্য রোগ সমস্তের শান্তি ও বল লাভ হইলে জানিবে, যে স্তম্ভন ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। দেহের শ্যাববর্ণতা ও স্তব্ধতা, চিত্তোদ্বেগ, হনুস্তম্ভ, হৃদয়ের গুরুতা ও মলের অপ্রবর্ত্তন এই সমস্ত, অতি স্তম্ভনের লক্ষণ।

ইতিবট্ সর্ব্বরোগাণাং প্রোক্তাঃ সম্যগুপক্রমাঃ ।
সাধ্যানাং সাধনে সিদ্ধা মাত্রাকালানুরোধিনঃ ॥

দোষাণাং বহুসংসর্গাৎ সঙ্কীর্য্যন্তেহপ্যুপক্রমাঃ ।
ষট্‌ত্বন্তু নাতিবর্ত্তন্তে ত্রিত্বং বাতাদয়ো যথা ॥
ইত্যস্মিন্ লঙ্ঘনাধ্যায়ে ব্যাখ্যাতাঃ ষড়ুপক্রমাঃ ।
যথাপ্রশ্নং ভগবতা চিকিৎসা যৈঃ প্রবর্ত্ততে ॥

লঙ্ঘনাদি এই ছয়টী বিষয়, সকল রোগেরই চিকিৎসা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথাবিহিত মাত্রায় ও উপযুক্ত সময়ে সাধ্য রোগ সমস্ত নিবারণার্থ উক্ত ক্রিয়া সকল কৃত হইলে বিফলপ্রযত্ন হইতে হয় না। এক একটী দোষ কুপিত হইয়াই যে সর্ব্বদা রোগ উৎপন্ন হয় এরূপ নহে। রোগ মাত্রে প্রায়ই দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এই জন্য উক্ত ছয়টী ক্রিয়া প্রায়ই মিশ্রিতরূপে প্রয়োগ করিতে হয়। উহাদের প্রয়োগ বিধি যত প্রকারই হউক না কেন, ছয় প্রকারের অতিরিক্ত কখনই হয় না। এই অধ্যায়ে লঙ্ঘনাদি যে ছয়টী বিষয় লিখিত হইল, তাহারাই চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সন্তর্পণীয়াধ্যায়ঃ ।

সন্তর্পয়তি যঃ স্নিগ্ধৈর্মধুরৈর্গুরুপিচ্ছিলৈঃ ।
নবান্নৈর্নবমদ্যৈশ্চ মাংসৈশ্চানূপবারিজৈঃ ॥
গোরসৈর্গৌড়িকৈশ্চান্নৈঃ পৈষ্টিকৈশ্চাতিমাত্রশঃ ।
চেষ্টাদ্বেষী দিবাস্বপ্ন শয্যাসন সুখে রতঃ ॥
রোগাস্তস্যোপজায়ন্তে সন্তর্পণ নিমিত্তজাঃ ।
প্রমেহ কণ্ডূপিড়কাকোঠ পাণ্ড্বাময়জ্বরাঃ ।
কুষ্ঠান্যামপ্রদোষাশ্চ মূত্রকৃচ্ছ্র মরোচকঃ ।
তন্দ্রা ক্লৈব্যমতিস্থৌল্য মালস্যং গুরুগাত্রতা ॥
ইন্দ্রিয়স্রোতসাং লেপো বুদ্ধের্মোহঃ প্রমীলকঃ ।
শোথাশ্চৈবংবিধাশ্চান্যে শীঘ্রমপ্রতিকুর্ব্বতঃ ॥
শস্তমুল্লেখনং তত্র বিরেকো রক্তমোক্ষণম্ ।
ব্যায়ামশ্চোপবাসশ্চ ধূমাঃ সংস্বেদনানি চ ॥
সক্ষৌদ্রশ্চাভয়াপ্রাশঃ প্রায়ো রূক্ষান্নসেবনম্ ।
চূর্ণ প্রদেহা যে চোক্তাঃ কণ্ডূকোঠ বিনাশনাঃ ॥
ত্রিফলারগ্বধং পাঠাং সপ্তপর্ণং সবৎসকম্ ।
মুস্তং নিম্বং সমদনং জলেনোৎকথিতং পিবেৎ ॥
তেন মেহাদয়ো যান্তি নাশমভ্যস্যতো ধ্রুবম্ ।
মাত্রাকালপ্রযুক্তেন সন্তর্পণসমুত্থিতাঃ ॥

স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু ও পিচ্ছিল দ্রব্য, নূতন তণ্ডুলাদির অন্ন, নূতন মদ্য, আনূপ ও জলজ জীবের মাংস, দুগ্ধ, গৌড়িক মদ্য, পুষ্টিকর অন্ন এই সকল দ্রব্যের অতিমাত্রায় সেবন, শারীরিক চেষ্টা (অর্থাৎ অঙ্গ সঞ্চালনাদি) রাহিত্য এবং শ্রম রহিত হইয়া কেবল উৎকৃষ্ট কোমল শয্যায় শয়ন ও কোমল শয্যায় উপবেশনাদি বিলাস সুখ ভোগ করা এই সমস্ত কারণে সন্তর্পণ জনিত রোগ সমস্ত উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে প্রতিকার না করিলে প্রমেহ, কণ্ডু, পিড়কা, কোঠ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, আমদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরুচি, তন্দ্রা, ক্লীবতা, দেহের অতিশয় স্থূলতা, আলস্য, দেহের ভার, ইন্দ্রিয় ও দৈহিক স্রোতঃ সমস্ত লিপ্তবৎ, বুদ্ধির ভ্রম, তন্দ্রা ও শোথ প্রভৃতি নানারোগের উৎপত্তি হয়। সন্তর্পণ জন্য বিকৃতির শান্তির নিমিত্ত বমন, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, উপবাস, ধূমসেবন ও স্বেদক্রিয়া এবং মধুর সহিত হরীতকী চূর্ণের অবলেহ, রূক্ষান্ন ভোজন, কণ্ডুঘ্ন ও কোঠঘ্ন চূর্ণ ও প্রলেপ এই সমস্ত ব্যবস্থেয়। ত্রিফলা, সোঁদাল, আকনাদি, ছাতিমছাল, ইন্দ্রযব, মূতা, নিমছাল ও মদনফল এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ সেবনীয়। ইহা বিহিত মাত্রায় ও যোগ্যকালে প্রত্যহ সেবন করিলে সন্তর্পণ—জনিত মেহাদিরোগ প্রশমিত হয়।

মুস্তমারগ্বধং পাঠা ত্রিফলা দেবদারু চ ।
শ্বদংষ্ট্রা খদিরো নিম্বো হরিদ্রা ত্বক্ চ বৎসকাৎ ।

রসমেষাং যথাদোষং প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেন্নরঃ।
সন্তর্পণকৃতৈঃ সর্ব্বৈর্ব্যাধিভির্বিপ্রমুচ্যতে॥
এভিশ্চোদ্বর্ত্তনোদ্ধর্ষস্নানযোগোপযোজিতৈঃ।
ত্বগ্‌দোষাঃ প্রশমং যান্তি তথা স্নেহোপসংস্কৃতৈঃ॥

মুতা, সোঁদাল, আকনাদি, ত্রিফলা, দেবদারু, গোক্ষুর, খদির, নিম্বত্বক্‌, হরিদ্রা ও কুড়চিছাল দোষানুসারে এই সকল দ্রব্যের রস সেবন দ্বারা সন্তর্পণ কৃত রোগ সমস্তের শান্তি হয়। ইহাদের রস প্রত্যহ প্রাতে সেব্য। উল্লিখিত দ্রব্য সমস্ত দ্বারা গাত্র মার্জ্জন, গাত্রঘর্ষণ, ইহাদের জলে স্নান এবং ইহাদের সহিত পক্ক তৈল গাত্রে মর্দ্দন এই সকল ক্রিয়া দ্বারা ত্বগ্‌দোষ নিবারণ হয়।

কুষ্ঠং গোমেদকো হিঙ্গু ক্রৌঞ্চাস্থি ত্র্যূষণং বচা।
বৃষকৈলে শ্বদংষ্ট্রা চ খরাশ্বা চাশ্মভেদকঃ।
তক্রেণ দধিমণ্ডেন বদরাম্লরসেন বা।
মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রমেহঞ্চ পীতমেতদ্‌ ব্যপোহতি॥
তক্রাভয়াপ্রয়োগৈশ্চ ত্রিফলায়াস্তথৈব চ।
অরিষ্টানাং প্রয়োগৈশ্চ যান্তি মেহাদয়ঃ ক্ষয়ম॥

কুড়, গোরোচনা, হিঙ্গু, পদ্মের মৃণাল, ত্রিকটু, বচ, বাসকছাল, এলাইচ, গোক্ষুর, ময়ূরশিখা, পাষাণভেদী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তক্র, দধিমণ্ড ও কুলের অম্লের সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ রোগ নষ্ট হয়। তক্রসংযুক্ত হরীতকী, ত্রিফলা ও অরিষ্ট ইহাদের সেবনে মেহাদি রোগের শান্তি হয়।

উক্তং সন্তর্পণোত্থানামপতর্পণমৌষধম্‌॥

অপতর্পণ, ক্রিয়াদ্বারা সন্তর্পণ জনিত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

বক্ষ্যন্তে সৌষধাশ্চোর্দ্ধমপতর্পণজা গদাঃ।
দেহাগ্নিবলবর্ণৌজঃ শুক্রমাংস পরিক্ষয়ঃ॥
জ্বরঃ কাসানুবন্ধশ্চ পার্শ্বশূলমরোচকঃ।
উন্মাদঃ শ্রোত্রদৌর্ব্বল্যং প্রলাপো হৃদয়ব্যথা॥
বিণ্মূত্রস গ্রহঃ শূলং জঙ্ঘোরুত্রিকসংশ্রয়ম্‌।
পর্ব্বাস্থি সন্ধিভেদশ্চ যে চান্যে বাতজা গদাঃ॥
ঊর্দ্ধবাতাদয়ঃ সর্ব্বে জায়ন্তে তেঽপতর্পণাৎ।
তেষাং সন্তর্পণং তজ্‌জ্ঞৈঃ পুনরাখ্যাতমৌষধম্‌॥

অতঃপর অপতর্পণজনিত রোগ সমস্ত ও তাহাদের শান্তিকর ঔষধ সকল লিখিত হইতেছে। দেহের শীর্ণতা, পরিপাক শক্তির অল্পতা, বলহানি, দেহের বিবর্ণতা এবং ওজঃ, শুক্র ও মাংসের ক্ষয়, জ্বর, নিরন্তর কাস, পার্শ্বশূল, অরুচি, উন্মাদ, শ্রবণশক্তির দুর্ব্বলতা, প্রলাপ, হৃদয়ে ব্যথা, মলমূত্র রোধ এবং জঙ্ঘা, উরু ও ত্রিকদেশে বেদনা, পর্ব্ব, অস্থি ও সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ পীড়া এবং ঊর্দ্ধ বাতাদি অন্যান্য পীড়া অপতর্পণ হেতু সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। উল্লিখিত অপতর্পণজনিত রোগ সমস্তের শান্তির নিমিত্ত সন্তর্পণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

সদ্যঃ ক্ষীণো হি সদ্যো বৈ তর্পণেনোপচীয়তে।
নর্ত্তে সন্তর্পণাভ্যাসাচ্চির ক্ষীণস্তু পুষ্যতি॥
দেহাগ্নিদোষভৈষজ্যমাত্রাকালানুবর্ত্তিনা।
কার্য্যমত্বরমাণেন ভেষজং চিরদুর্ব্বলে॥
হিতা মাংসরসাস্তস্মৈ পয়াংসি চ ঘৃতানি চ।
স্নানানি বস্তয়োঽভ্যঙ্গাস্তর্পণাস্তর্পণাশ্চ যে॥
জ্বরকাস প্রসক্তানাং কৃশানাং মূত্রকৃচ্ছ্রিণাম্‌।
তৃষ্যতামূর্দ্ধবাতানাং বক্ষ্যন্তে তর্পণা হিতাঃ।
শর্করাপিপ্পলীমূল ঘৃতক্ষৌদ্র সমাংশকঃ।
শক্তুদ্বিগুণিতো বৃষ্যস্তেষাং মন্থঃ প্রশস্যতে॥
শক্তবো মদিরা ক্ষৌদ্রং শর্করা চেতি তর্পণম্‌।
পিবেন্মারুত বিণ্মূত্র কফপিত্তানুলোমনম্‌।
ফাণিতং শক্তবঃ সর্পির্দধিমণ্ডাম্লকাঞ্জিকম্‌।
তর্পণং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নমুদাবর্ত্তহরং পিবেৎ॥
মন্থঃ খর্জ্জুর মৃদ্বীকা বৃক্ষাম্লাম্লীক দাড়িমৈঃ।
পরুষকৈঃ সামলকৈর্যুক্তো মদ্যবিকারনুৎ॥
স্বাদ্বম্লো জলকৃতঃ সস্নেহো রূক্ষ এব বা।
সদ্যঃ সন্তর্পণো মন্থঃ স্থৈর্য্যবর্ণ বলপ্রদঃ॥
সন্তর্পণোত্থা যে রোগা রোগা যে চাপতর্পণাৎ।
সন্তর্পণীয়েঽধ্যায়েঽস্মিন্‌ সৌষধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

কোন ব্যক্তি হঠাৎ ক্ষীণ হইলে উপযুক্ত তর্পণক্রিয়া দ্বারা সদ্যই পুষ্ট হইতে পারে। চিরক্ষীণব্যক্তি প্রত্যহ নিয়মিত তর্পণক্রিয়ার অভ্যাস ব্যতিরেকে পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। চিরদুর্ব্বল ব্যক্তিগণের দেহ, অগ্নি ও দোষ বিবেচনা করিয়া যথাবিধি মাত্রায় যথা সময়ে ঔষধ সেবন ব্যবস্থেয়। ব্যস্ত হইয়া একেবারে অধিক পরিমাণ বা অধিক বীর্য্যশালী ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ক্রমশঃ অল্প পরিমাণ পুষ্টিকর ঔষধ সেবন করাইয়া দৌর্ব্বল্য নিবারণের চেষ্টা বিধেয়। ইহাদের পক্ষে মাংসের যূষ, দুগ্ধ ও ঘৃত পান, স্নান, বস্তিক্রিয়া ও অভ্যঙ্গ অর্থাৎ গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন ব্যবস্থেয়। জরাক্রান্ত, কাসরোগী, কৃশ, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগী, তৃষ্ণার্ত্ত ও উর্দ্ধগ বায়ুপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে এই সমস্ত সন্তর্পণ বিহিত। চিনি, পিঁপুল, তৈল, ঘৃত, ও মধু, প্রত্যেক সমাংশ ও দ্বিগুণ শক্তু ইহাদের মন্থ তর্পণ ও বৃষ্য। ছাতু, মদ্য মধু ও চিনি ইহারা তর্পণ, ইহাদের সেবন দ্বারা বায়ু, মল, মূত্র, কফ ও পিত্ত ইহাদের অনুলোম হইয়া থাকে। মাতগুড়, ছাতু, ঘৃত, দধির মাত ও অম্লকাঞ্জিক ইহাদের সেবন দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র ও উদাবর্ত্তরোগ নষ্ট হয়। খেজুর, দ্রাক্ষা বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল, দাড়িম, পরূষফল ও আমলা ইহাদের মন্থ সেবনে মদাত্যয় রোগ নষ্ট হয়। স্বাদু ও অম্লদ্রব্য, জল বা স্নেহপদার্থের সহিত মন্থন করিয়া সেবন করিলে স্থৈর্য্য, বর্ণ ও বললাভ হয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানে পরিভাষা প্রকরণম্।

অথ দ্রব্যাদিবিজ্ঞানীয়োঽধ্যায়ঃ।

দ্রব্যমেব রসাদীনাং শ্রেষ্ঠং তে হি তদাশ্রয়াঃ।
দ্রব্যে রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ॥
পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চ॥

দ্রব্যে রস, গুণ বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি এই পাঁচটী পদার্থ অবস্থিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। উক্ত পাঁচটী পদার্থের আশ্রয় দ্রব্য, অতএব রসাদি অপেক্ষা দ্রব্যের প্রাধান্য স্বীকার্য্য।

অথ রসাঃ।

রসা স্বাদ্বম্ল-লবণ তিক্তোষণ কষায়কাঃ।
ষড়্দ্রব্যমাশ্রিতাস্তে চ যথাপূর্ব্বং বলাবহাঃ॥
তত্রাদ্যা মারুতং ঘ্নন্তি ত্রয়স্তিক্তাদয়ঃ কফম্।
কষায়তিক্ত মধুরাঃ পিত্তমন্যে তু কুর্ব্বতে॥
যে রসাঃ বাতশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
রৌক্ষ্যলাঘবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ সমীরণম্॥
যে রসাঃ পিত্তশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
তীক্ষ্ণোষ্ণলঘুতা চৈব ন তে তৎকর্ম্মকারিণঃ॥
যে রসা শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
স্নেহগৌরবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ কফং তদা॥

রস ছয়টী, যথা স্বাদু (মিষ্ট), অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু (ঝাল) ও কষায়। এই ছয়টী রস, দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। ইহাদের মধ্যে পর পরটী হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী বলবত্তর। তন্মধ্যে আদ্য রসত্রয় অর্থাৎ মধুর, অম্ল ও লবণ ইহারা বায়ুনাশ করে, অবশিষ্ট রসত্রয় দ্বারা বায়ুর বৃদ্ধি হয়। তিক্ত, কটু ও কষায় রসদ্বারা কফের নাশ এবং অবশিষ্ট তিনটীর দ্বারা উহার বৃদ্ধি হয়। কষায়, তিক্ত ও মধুর রস দ্বারা পিত্তের নাশ ও অবশিষ্ট তিনটী অর্থাৎ অম্ল, লবণ ও কটুরস দ্বারা উহার বৃদ্ধি হয়। বায়ু-নাশক রসত্রয় রূক্ষতা, লঘুতা ও শৈত্য-

গুণবিশিষ্ট হইলে উহারা বায়ুশান্তি করণে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ পিত্তনাশক রসত্রয় তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা ও লঘুতা গুণযুক্ত হইলে এবং কফনাশক রসত্রয় স্নিগ্ধতা, গুরুতা ও শৈত্যগুণযুক্ত হইলে স্ব স্ব কার্য্যসাধনে অর্থাৎ পিত্ত ও কফনাশে সমর্থ হয় না।

রসলক্ষণমত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ।

তত্র যঃ পরিতোষমুৎপাদয়তি প্রহ্লাদয়তি তর্পয়তি জীবয়তি মুখাবলেপং জনয়তি শ্লেষ্মাণং চাভিবর্দ্ধয়তি স মধুরঃ। যো দন্তহর্ষমুৎপাদয়তি মুখাস্রাবং জনয়তি শ্রদ্ধাঞ্চোৎপাদয়তি সোঽম্লঃ। যো ভক্তরুচিমুৎপাদয়তি কফপ্রসেকং জনয়তি মার্দ্দবং চাপাদয়তি স লবণঃ। যো গলে চোষমুৎপাদয়তি মুখবৈশদ্যং জনয়তি ভক্তরুচিং চাপাদয়তি হর্ষঞ্চ স তিক্তঃ। যো জিহ্বাগ্রং বাধতে উদ্বেগং জনয়তি শিরো গৃহ্ণীতে নাসিকাঞ্চ স্রাবয়তি স কটুকঃ। যো বক্ত্রং পরিশোষয়তি জিহ্বাং স্তম্ভয়তি কণ্ঠং বধ্নাতি হৃদয়ং কর্ষতি পীড়য়তি চ স কষায়ঃ।

যাহা ভোজন করিলে পরিতোষ, আহ্লাদ, তৃপ্তি ও সঞ্জীবতা উৎপন্ন, শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত ও মুখাবলেপ উপস্থিত হয়, তাহার নাম মধুর রস। যদ্দ্বারা দন্তহর্ষ মুখ হইতে জলস্রাব ও আহারে রুচি হয় তাহাকে অম্লরস কহে। যদ্দ্বারা আহারে রুচি, কফপ্রসেক ও দেহের মৃদুতা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম লবণরস। যদ্দ্বারা গলে চোষোৎপত্তি, মুখবৈশদ্য, আহারে রুচি ও হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার নাম তিক্তরস। যদ্দ্বারা জিহ্বার জ্বালা, উদ্বেগ, শিরোগ্রহ ও নাসিকা স্রাব হয়, তাহার নাম কটু। যদ্দ্বারা মুখ শুষ্ক, জিহ্বা স্তম্ভিত, কণ্ঠ বদ্ধ এবং হৃদয় আকৃষ্ট ও পীড়িত হয় তাহাকে কষায়রস কহে।

রসগুণাঃ।

তত্র মধুররসস্য গুণাঃ।

মধুরো রসো রসরক্তমাংসমেদোঽস্থিমজ্জৌজঃশুক্রস্তন্য বর্দ্ধনশ্চক্ষুষ্যঃ কেশ্যো বর্ণ্যো বলকৃৎ সন্ধানঃ শোণিতরসপ্রসাদনো বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণহিতঃ ষট্‌পদপিপীলিকানামিষ্টতমস্তৃষ্ণামূর্চ্ছাদাহপ্রশমনঃ ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদনঃ কৃমিকফকরশ্চেতি। স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমাসেব্যমানঃ কাসশ্বাসালসকবমথুবদনমাধুর্য্যস্বরোপঘাত কৃমিগলগণ্ডান্‌আপাদয়তি তথার্ব্বুদশ্লীপদবস্তিগুদোপলেপাভিষ্যন্দপ্রভৃতীন্ জনয়তি।

মধুররস রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ওজঃ, শুক্র ও স্তন্য এই সমুদায়ের বৃদ্ধিকারক, চক্ষুঃ ও কেশের হিতকর, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদক, বলকর, সন্ধায়ক, রস ও রক্তের প্রসন্নতাকারক, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণব্যক্তিগণের পক্ষে হিতকর, ভ্রমর ও পিপীলিকাদিগের প্রিয়, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহনাশক, ইন্দ্রিয় সমস্তের প্রসন্নতাজনক, ক্রিমিজনক ও কফবর্দ্ধক। মধুররস ঈদৃশ গুণবিশিষ্ট হইয়াও যদি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সেবিত হয় এবং অন্য রস সেবিত না হয়, তাহা হইলে কাস, শ্বাস, অলসক, বমি, মুখমাধুর্য্য, স্বরভেদ, ক্রিমি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ এবং বস্তি ও গুহ্যদেশের লিপ্ততা এবং অভিষ্যন্দ এই সমস্ত উপস্থিত হয়।

অম্লরসস্য গুণাঃ।

অম্লো জরণঃ পাচনঃ পবননিগ্রহণোঽনুলোমনঃ কোষ্ঠবিদাহী বহিঃশীতঃ ক্লেদনঃ প্রায়শো হৃদ্যশ্চেতি স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমাসেব্যমানো দন্তহর্ষনয়নসংমীলন রোমসংরোহণসংবেজন কফবিলয়ন শরীরশৈথিল্যান্যাপাদয়তি তথা ক্ষতাভিহতদগ্ধদষ্ট ভগ্নশূনরুগ্ন প্রচ্যুতাবমূত্রিত বিসর্পিতচ্ছিন্নভিন্নবিদ্ধোৎপিষ্টাদীনি পাচয়ত্যাগ্নেয় স্বভাবাৎ পরিদহতি কণ্ঠমুরো হৃদয়ঞ্চেতি।

অম্লরস জারক, পাচক, বায়ুশান্তিকারক, অনুলোমক, কোষ্ঠদাহক, স্পর্শ শীতল, ক্লেদজনক ও প্রায়হৃদ্য। অন্য রস সেবন পরিত্যাগ করিয়া কেবল অম্লরসই অধিক পরিমাণে সেবন করিলে দন্তহর্ষ, নেত্রসংমেলন, রোমাঞ্চ, কফবিলয় ও দেহশৈথিল্য, উপস্থিত হয়। ইহার দ্বারা ক্ষত, অভিহত, দগ্ধ ও ভগ্ন ব্রণাদির পরিপাক এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের দাহ উপস্থিত হয়।

লবণরসস্য গুণাঃ।

লবণঃ সংশোধনঃ পাচনো বিশ্লেষণঃ ক্লেদনঃ শৈথিল্যকৃদুষ্ণঃ সর্ব্বরসপ্রত্যনীকো মার্গবিশোধনঃ সর্ব্বশরীরাবয়বমার্দ্দবকরশ্চেতি। স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমাসেব্যমানো গাত্রকণ্ডুকোঠশোফবৈবর্ণ্যপুংস্ত্বোপঘাতেন্দ্রিয়োপতাপান্ তথা মুখাক্ষিপাকং রক্তপিত্ত বাতশোণিতাম্লীকা প্রভৃতীনাপাদয়তি।

লবণরস সংশোধক, পাচক, বিশ্লেষকারক, শৈথিল্যকর, উষ্ণ, অপর সমস্ত মার্গবিশোধক এবং শরীরের সমস্ত অবয়বের মৃদুতাসম্পাদক। কেবলমাত্র লবণরস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে গাত্রে কণ্ডু, কোঠ, বিবর্ণতা, পুরুষত্বহানি, ইন্দ্রিয়সন্তাপ, মুখ ও চক্ষের পাক, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত ও অম্লোদ্গার প্রভৃতি বিকার উপস্থিত হয়।

তিক্তরসস্য গুণঃ।

তিক্তশ্ছেদনো রোচনো দীপনঃ শোষণঃ কণ্ডুকোঠতৃষ্ণা মূর্চ্ছা জ্বরপ্রশমনঃ স্তন্যশোধনো বিণ্মূত্রক্লেদমেদোবসাপূয়োপশোষণশ্চেতি। স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানো গাত্র মন্যাস্তম্ভাক্ষেপকার্দ্দিতশিরঃশূল ভ্রমতোদভেদচ্ছেদাস্যবৈরস্যান্যাপাদয়তি।

তিক্তরস ছেদন, রোচন, দীপন, শোধন, কণ্ডুঘ্ন, কোঠনাশক, তৃষ্ণা নিবারক, মূর্চ্ছাশান্তিকারক, জ্বরঘ্ন, স্তন্যসংশোধক এবং মল, মূত্র, ক্লেদ, মেদঃ, বসা ও পূয় ইহাদের শোষণকারী। একমাত্র তিক্তরস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে গাত্রের স্তব্ধতা, মন্যাস্তম্ভ, আক্ষেপক, অর্দ্দিত, শিরঃশূল, ভ্রম, তোদ অর্থাৎ সূচীবেধবৎ বেদনা, ভেদ (বিদারণবৎ বেদনা), ছেদ অর্থাৎ ছেদনবৎ বেদনা ও মুখবৈরস্য এই সমস্ত বিকৃতি উপস্থিত হয়।

কটুরসস্য গুণাঃ।

কটুকো দীপনঃ পাচনো রোচনঃ শোধনঃ স্থৌল্যালস্য কফ ক্রিমিবিষকুষ্ঠ কণ্ডূপ্রশমনঃ সন্ধিবন্ধ বিচ্ছেদনোঽবসাদনঃ স্তন্য শুক্রমেদসামুপহন্তা চেতি স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানো ভ্রমমদগলতাল্বোষ্ঠশোষগাত্রসন্তাপ বলবিঘাত কম্পতোদভেদকৃৎ করচরণপার্শ্বপৃষ্ঠপ্রভৃতিষু চ বাতশূলানাপাদয়তি।

এই রস দীপক, পাচক, রোচক এবং স্থৌল্য, আলস্য, কফ, ক্রিমি, বিষ, কুষ্ঠ ও কণ্ডুনাশক, সন্ধিবন্ধ বিচ্ছেদক, অবসাদক এবং স্তন্য, শুক্র ও মেদোনাশক। একমাত্র কটুরস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ভ্রম, মদ এবং গল, তালু ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, গাত্রসন্তাপ, বলহানি, কম্প, তোদ, ভেদ এবং কর, চরণ, পার্শ্ব পৃষ্ঠ প্রভৃতিতে বাতশূল উপস্থিত হয়।

কষায়রসস্য গুণাঃ।

কষায়ঃ সংগ্রাহকো রোপণঃ স্তম্ভনঃ শোধনো লেখনঃ শোষণঃ পীড়নঃ ক্লেদোপশোষণশ্চেতি।

স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানো হৃৎপীড়াস্তশোষোদরাধ্মান বাক্যগ্রহ মন্যাস্তম্ভ গাত্রস্ফুরণ চুমুচুমায়মানাকুঞ্চনাক্ষেপণ প্রভৃতীন্‌ জনয়তি।

কষায়রস সংগ্রাহক, রোপণ, স্তম্ভন, শোধন, লেখন, শোষক, পীড়ক ও ক্লেদশোষক। একমাত্র কষায় রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে হৃৎপীড়া, মুখশোথ, উদারাধ্মান, বাক্যরোধ, মন্যাস্তম্ভ এবং গাত্রের স্ফুরণ, চুমুচুমায়ন (চিন্‌চিনি); আকুঞ্চিত ও আক্ষেপণ ইত্যাদি বিকৃতি উপস্থিত হয়।

অথ কষায়রসস্য গুণাঃ।

গুরুর্লঘুঃ স্নিগ্ধরুক্ষৌ তীক্ষ্ণঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্থিরঃ সরঃ।
পিচ্ছিলো বিশদঃ শীত উষ্ণশ্চ মৃদুকর্কশৌ।
স্থূলঃ সূক্ষ্মো দ্রবঃ শুষ্ক আশুর্মন্দঃ স্মৃতা গুণাঃ।

ইহার গুণ বিংশতি প্রকার, যথা গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ, স্থির, সর, পিচ্ছিল, বিশদ, শীত, উষ্ণ, মৃদু, কর্কশ, স্থূল, সূক্ষ্ম, দ্রব, শুষ্ক, আশু ও মন্দ।

গুরু বাতহরং পুষ্টিশ্লেষ্মকৃচ্চিরপাকি চ।
লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফঘ্নং শীঘ্রপাকি চ।
স্নিগ্ধং বাতহরং শ্লেষ্মকারি বৃষ্যং বলাবহম্‌।
রুক্ষং সমীরণকরং পরং কফহরং মতম্‌।
তীক্ষ্ণং পিত্তকরং প্রায়ো লেখনং কফবাতহৃৎ।
স্থূলতোবারিবাতানাং বক্ষ্যেরেতে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
শ্লক্ষ্ণঃস্নেহং বিনাপি স্যাৎ কঠিনোঽপি হি চিক্কণঃ।
স্থিরো বাতমলস্তম্ভী সরস্তেষাং প্রবর্ত্তকঃ।
পিচ্ছিলস্তন্তুলো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
ক্লেদচ্ছেদকরঃ খ্যাতো বিশদো ব্রণরোপণঃ।
শীতলো হ্লাদনঃ স্তম্ভী মূর্চ্ছা তৃড়্‌স্বেদদাহনুৎ।
উষ্ণো ভবতি শীতস্য বিপরীতশ্চ পাচনঃ।
প্রসিদ্ধৌ ভাবিমৌ লোকে গুণৌ চ মৃদু কর্কশৌ।
স্থূলঃ স্থৌল্যকরো দেহে স্রোতসামবরোধকৃৎ।
দেহস্য সূক্ষ্মচ্ছিদ্রেষু বিশেদ্‌ যৎ সূক্ষ্মমুচ্যতে।
দ্রবঃ ক্লেদকরো ব্যাপী শুষ্কস্তদ্‌ বিপরীতকঃ।
আশুচাশুকরো দেহে ধাবত্যম্ভসি তৈলবৎ।
মন্দঃ সকলকার্য্যেষু শিথিলোঽল্পোঽপি কথ্যতে।

উল্লিখিত বিংশতি প্রকার গুণের মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটী গুণযুক্ত দ্রব্য সকলের গুণ লিখিত হইতেছে।

গুরু—গুরুদ্রব্য বায়ুনাশক, পুষ্টিকর ও কফজনক, ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

লঘু—লঘুদ্রব্য সুপথ্য, কফঘ্ন, ইহা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

স্নিগ্ধ—স্নিগ্ধদ্রব্য বায়ুনাশক, কফকর, বৃষ্য ও বলকারক।

রুক্ষ—রুক্ষদ্রব্য বায়ুজনক ও অত্যন্ত কফঘ্ন।

তীক্ষ্ণ—তীক্ষ্ণদ্রব্য পিত্তকর, প্রায় লেখন, কফঘ্ন ও বায়ুনাশক।

উল্লিখিত পাঁচটী যথাক্রমে ভূমি, আকাশ, জল, বায়ু ও অগ্নি এই পঞ্চভূতে অবস্থিতি করে।

অতঃপর অবশিষ্ট ১৫টী গুণের লক্ষণ লেখা যাইতেছে।

শ্লক্ষ্ণ—এই গুণযুক্ত দ্রব্য স্নেহপদার্থ ব্যতিরেকেও চিক্কন এবং কঠিন।

স্থির—যাহা বায়ু ও মলকে স্তম্ভিত করে।

সর—বায়ু ও মলের প্রবর্ত্তক।

পিচ্ছিল—এই গুণযুক্ত দ্রব্য তন্তুমান, বলকর, ভগ্নসন্ধায়ক, কফজনক ও

বিশদ—এই গুণযুক্ত দ্রব্য ক্লেদচ্ছেদক ও ব্রণরোপক।

শীত—ইহা সুখজনক, অতিশয় রক্তস্রাবাদি নিবারক এবং মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, স্বেদ ও দাহ নিবারক।

উষ্ণ—ইহা শীত গুণের বিপরীত ও পাচক।

মৃদু—প্রসিদ্ধ।

কর্কশ—প্রসিদ্ধ।

স্থূল—ইহা দ্বারা দেহের স্থূলতা বৃদ্ধি ও

দৈহিক স্রোতঃসমস্তের অবরোধ হয়।
সূক্ষ্ম—এই গুণবিশিষ্ট দ্রব্য দেহের সূক্ষ্ম ছিদ্রে প্রবেশ করে।
দ্রব—ইহা ক্লেদকারক ও ব্যাপক।
শুষ্ক—দ্রবের বিপরীত।
আশু—শীঘ্র ক্রিয়াকারক, যেরূপ জলের উপর তৈল প্রক্ষিপ্ত হইলে শীঘ্র চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, এই গুণযুক্ত দ্রব্য ও ত্বরায় দেহব্যাপী হয়।
মন্দ—এই গুণযুক্ত দ্রব্য অল্পশক্তি ও ক্রিয়াপ্রকাশে শিথিল হয়।

এই ২০টী গুণের প্রথম হইতে গণিত দুই দুইটী গুণ পরস্পর বিপরীত। যথা—গুরু এই গুণের বিপরীত লঘু, স্নিগ্ধ এই গুণের বিপরীত রুক্ষ, এইরূপ তীক্ষ্ণ ও শ্লক্ষ্ণ, স্থির ও সর, পিচ্ছিল ও বিশদ, শীত ও উষ্ণ, মৃদু ও কর্কশ, স্থূল ও সূক্ষ্ম, দ্রব ও শুষ্ক এবং আশু ও মন্দ এই সকল গুণ যুগ্মও পরস্পর বিপরীত।

অথ প্রস্তাবাদ্ দীপনাদয়ো গুণাঃ। সলক্ষণা লিখ্যন্তে।

পচেন্নামং বহ্নিকৃদ্ যদ্ দীপনং তদ্ যথা মিসিঃ।
পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাদ্ যৎ তদ্ধি পাচনম্।
নাগকেশরবদ্ বিদ্যাচ্চিত্রো দীপনপাচনঃ।
ন শোধয়তি যদ্দোষান্ সমানোদীরয়ত্যপি ॥
সমীকরোতি বিষমান্ শমনং তদ্ যথামৃতা।
কৃত্বা পাকং মলানাঞ্চ ভিত্ত্বা বন্ধমধো নয়েৎ।
তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী।
পক্তব্যং যদপক্ত্বৈব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্।
নয়ত্যধঃ স্রংসনং তদ্ যথা স্যাৎ কৃতমালকম্।
মলাদিকমবদ্ধং যদ্ বদ্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ।
ভিত্ত্বাধঃ পাতয়তি যদ্ ভেদনং কটুকী যথা।
বিপক্বং যদপক্বং বা মলাদি দ্রবতাং নয়েৎ।
রেচয়ত্যপি তজ্ জ্ঞেয়ং রেচনং ত্রিবৃতা যথা।
অপক্বং পিত্তশ্লেষ্মাণচয়মূর্দ্ধং নয়েত্তু যৎ।
বমনং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং মদনস্য ফলং যথা।
স্থানাদ্ বহির্নয়েদূর্দ্ধ মধো বা মলসঞ্চয়ম্।
দেহসংশোধনং তৎ স্যাদ্ দেবদালীফলং যথা।
দীপনং পাচনং যৎ স্যাদুষ্ণত্বাদ্ দ্রবশোষকম্।
গ্রাহি তচ্চ যথা শুণ্ঠী জীরকং গজপিপ্পলী।
রৌক্ষ্যাচ্ছৈত্যাৎ কষায়ত্বাল্লঘুপাকাচ্চ যদ্ ভবেৎ।
বাতকৃৎ স্তম্ভনং তৎ স্যাদ্ যথা বৎসকটুণ্টুকৌ।
শ্লিষ্টান্ কফাদিকান্ দোষানুন্মূলয়তি যদ্ বলাৎ।
ছেদনং তদ্ যথা ক্ষারা মরিচানি শিলাজতু।
ধাতূন্ মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ।
লেখনং তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ।
যস্মাদ্ দ্রব্যাদ্ ভবেৎ স্ত্রীষু হর্ষো বাজীকরং হি তৎ।
যথাশ্বগন্ধা মুষলী শর্করা চ শতাবরী।
যস্মাচ্ছুক্রস্য বৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছুক্রলং হি তদুচ্যতে।
যথা নাগবলাদ্যাঃ স্যুর্বীজঞ্চ কপিকচ্ছুজম্।
দুগ্ধং মাষাশ্চ ভল্লাতকফলমজ্জা মলানি চ।
এতানি জনকানি স্যুরেচকানি চ রেতসঃ।
প্রবর্ত্তিনী স্ত্রী শুক্রস্য রেচনং বৃহতীফলম্।
জাতীফলং স্তম্ভকং স্যাৎ কালিঙ্গং ক্ষয়কারি চ।
রসায়নন্তু তজ্ জ্ঞেয়ং যজ্জরাব্যাধিনাশনম্।
যথামৃতা রুদন্তী চ গুগ্গুলুশ্চ শিলাজতু।
পূর্ব্বং ব্যাপ্যাখিলং কায়ং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি।
ব্যবায়ি তদ্ যথা ভঙ্গা ফেনঞ্চাহিসমুদ্ভবম্।
সন্ধিবন্ধাংস্তু শিথিলান্ যৎ করোতি বিকাশি তৎ।
বিশ্লেষ্যৌজশ্চ ধাতুভ্যো যথা ক্রমুককোদ্রবৌ।
বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্ দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে।
তমোগুণপ্রধানঞ্চ যথা মদ্যং সুরাদিকম্।
ব্যবায়ি চ বিকাশি স্যাৎ শ্লেষ্মচ্ছেদি মদাবহম্।
আগ্নেয়ং জীবিতহরং যোগবাহি স্মৃতং বিষম্।
নিজবীর্য্যেণ যদ্ দ্রব্যং স্রোতোভ্যো দোষসঞ্চয়ম্।
নিরস্যতি প্রমাথি স্যাৎ তৎ যথা মরিচং বচা।
পৈচ্ছিল্যাদ্ গৌরবাদ্ দ্রব্যং রুদ্ধ্বা রসবহাঃ শিরাঃ।
ধত্তে যদ্ গৌরবং তৎ স্যাদভিষ্যন্দি যথা দধি।
বিদাহি দ্রব্যমুদ্গারমম্লং কুর্য্যাৎ তথা তৃষাম্।
হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ।
গৃহ্ণাতি যোগবাহি দ্রব্যং সংসর্গিবস্তুগুণান্।
পচ্যমানং যথৈতন্মধুজলতৈলাজ্য সূতলোহাদি ॥

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে দীপনাদি গুণ সমস্তের লক্ষণ ও লিখিত হইতেছে।

দীপনাদি—যে দ্রব্য আমপরিপাকে সমর্থ না হইয়াও অগ্নির দীপ্তি করে, তাহাকে দীপন কহে। দ্রব্যের যে শক্তি দ্বারা ঐরূপ কার্য্য হয়, তাহার নাম দীপন গুণ। মৌরী দীপন।

পাচন—যে দ্রব্য আম পরিপাক করে কিন্তু অগ্নির দীপ্তি করিতে পারে না, তাহাকে পাচন কহে। যেমন নাগকেশর। চিতামূল দীপন ও পাচন এই উভয় গুণবিশিষ্ট।

শমন—যে দ্রব্য দোষ সকলের উর্দ্ধাধোহরণ অর্থাৎ বমন ও বিরেচন ক্রিয়া সম্পাদন করে না এবং সমভাবাপন্ন দোষ সকলের বৃদ্ধি না করিয়া বৈষম্য ভাবাপন্ন দোষ সকলের সমীকরণ সম্পাদন করে, তাহাকে শমন কহে। যেমন গুলঞ্চ ইত্যাদি।

অনুলোমন যে দ্রব্য অপক্ব মল সমস্তের পাক করিয়া তাহাদের বন্ধ (অর্থাৎ বায়ু কর্ত্তৃক বদ্ধতা) নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে অধঃকৃত করে, তাহার নাম অনুলোমন।

যেমন হরীতকী ইত্যাদি।

স্রংসন—যে দ্রব্য কোষ্ঠসংশ্লিষ্ট পচনীয় মলাদিকে পাক না করিয়াই অধঃকৃত করে, তাহাকে স্রংসন কহে।

যেমন সোঁদাল ইত্যাদি।

ভেদন—যদ্দ্বারা বদ্ধ, অবদ্ধ বা বহু বায়ু কর্ত্তৃক পিণ্ডিত মলাদি অধঃপাতিত হয়, তাহাকে ভেদন কহে। যেমন কটুকী ইত্যাদি।

রেচন—যদ্দ্বারা পক্ব ও অপক্ব মলাদি দ্রবীভূত হইয়া অধো রেচিত হয়, তাহাকে রেচন কহে। যেমন তেউড়ী ইত্যাদি।

বমন—যদ্দ্বারা অপক্ব পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অন্ন সমূহ উর্দ্ধনীত অর্থাৎ মুখ দিয়া বহিষ্কৃত হয়, তাহাকে বমন কহে। যেমন মদনফল ইত্যাদি।

শোধন—যদ্দ্বারা দোষ সমস্ত উর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া নিঃসারিত হয়, তাহাকে শোধন ঔষধ কহে। এই শ্রেণীস্থ ঔষধ দ্বারা বমন ও বিরেচন দুই হইতে পারে। যেমন দেবদালী ফল।

গ্রাহী—দীপন ও পাচন এই উভয় গুণবিশিষ্ট দ্রব্য যদি উষ্ণত্ব প্রযুক্ত দ্রবশোষক হয়, তাহা হইলে তাহাকে গ্রাহী অর্থাৎ ধারক কহা যায়। যথা শুঁঠ, জীরা, গজপিপ্পলী। ইত্যাদি।

স্তম্ভন - যে দ্রব্য রুক্ষতা, শীতলতা, কষায়তা, লঘুপাকিতা গুণসংযোগ বশতঃ প্রতিলোম বায়ুকারী হয়, তাহাকে স্তম্ভন কহে। যেমন কুড়চী, সোনা ইত্যাদি।

ছেদন—যে দ্রব্য শ্লিষ্ট কফাদি দোষ সকলকে বলপূর্ব্বক উন্মূলন করে, তাহাকে ছেদন কহে।

যেমন ক্ষার সমস্ত (যবক্ষারাদি), মরিচ, শিলাজতু ইত্যাদি।

লেখন—যে দ্রব্য দৈহিক মল বা ধাতু সমস্তকে শুষ্ক করিয়া কৃশ করে, তাহাকে লেখন কহে। যেমন মধু, উষ্ণজল, বচ, ইন্দ্রযব, ইত্যাদি।

বাজীকর—যদ্দ্বারা স্ত্রীসঙ্গমেচ্ছা প্রবলতর হইয়া উঠে, তাহাকে বাজীকর কহে। যথা অশ্বগন্ধা, তালমূলী, চিনি, শতমূলী ইত্যাদি।

শুক্রল—যদ্দ্বারা শুক্রবৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্রল কহে। যেমন গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ ইত্যাদি।

দুগ্ধ, মাষ, ভেলার মজ্জা ও আমলা এইগুলি শুক্রের উৎপাদক ও রেচক। স্ত্রী শুক্রপ্রবর্ত্তিনী অর্থাৎ স্ত্রীলোকের স্মরণাদি দ্বারা শুক্র প্রবৃত্তি হয়। বৃহতীফল শুক্রের রেচক, জাতীফল স্তম্ভক এবং তরমুজ উহার ক্ষয়কারক।

রসায়ন—যদ্দ্বারা জরা ও ব্যাধির নাশ হয়, তাহার নাম রসায়ন। যথা হরীতকী, রুদন্তি, গুগ্‌গুলু ও শিলাজতু।

ব্যবায়ী—যে দ্রব্য সেবিত হওয়া মাত্র শোষিত হইয়া সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হয় ও তৎপরে জীর্ণ হয়, তাহার নাম ব্যবায়ী। যেমন সিদ্ধি ও আফিঙ। অন্যদ্রব্য প্রথমে জীর্ণ হইয়া পরে দেহব্যাপী হয়, এই শ্রেণীস্থ দ্রব্য অগ্রে দেহব্যাপী, পরে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিকাশী—যে দ্রব্য সর্ব্বদেহস্থ বীর্য্য হইতে ওজঃ পরিশোষণ পূর্ব্বক সন্ধিবন্ধন সমস্তকে শিথিল করে, তাহার নাম বিকাশী। যেমন সুপারি ও কোদধান্য।

মাদক—যে দ্রব্য দ্বারা বুদ্ধিলোপ হয়, তাহাকে মাদক বা মদকারী কহে, মাদক দ্রব্য তমোগুণ প্রধান। যথা মদ্যাদি।

বৎসনাভাদি বিষ সমস্ত ব্যবায়ী, বিকাশী, কফঘ্ন, মাদক, আগ্নেয়, প্রাণনাশক ও যোগবাহী (সংসর্গি বস্তুর গুণগ্রহণশীল)।

প্রমাথী—যে দ্রব্য আত্মবীর্য্যদ্বারা দৈহিক স্রোতঃ সমস্ত হইতে সঞ্চিত দোষ সমূহ বহিষ্কৃত করে, তাহার নাম প্রমাথী। যথা মরিচ, বচ ইত্যাদি।

অভিষ্যন্দি—যে দ্রব্য পিচ্ছিলতা ও গুরুতা হেতু, রসবাহি শিরাদিগকে রুদ্ধ করিয়া দেহের গুরুতা উপস্থিত করে, তাহারা অভিষ্যন্দি। যথা দধি ইত্যাদি।

বিদাহী—যদ্দ্বারা অম্লোদ্গার, তৃষ্ণা ও হৃৎপ্রদাহ উপস্থিত হয় এবং যাহা জীর্ণ হইতে অধিক সময় লাগে, তাহারা বিদাহী। যেমন ভৃষ্ট দ্রব্যাদি।

যোগবাহী—এই শ্রেণীস্থ দ্রব্য সকল সংসর্গি বস্তুর গুণ গ্রহণ করে, অর্থাৎ ইহারা যে দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, তাহাদের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন মধু, জল, তৈল, ঘৃত, পারদ ও লৌহ প্রভৃতি। ইহাদিগকে যে যে দ্রব্যের সহিত পাক করা যায়, তাহাদের গুণও এই সকলে বর্ত্তে।

অথ বীর্য্যম্।

উষ্ণশীতগুণোৎকর্ষাদ্ বুধৈর্বীর্য্যং দ্বিধা স্মৃতম্।
যৎ সর্ব্বমাগ্নিসোমীয়ং দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ম্।
উষ্ণং বাতকফৌ হন্ত্যাচ্ছীতন্তু তনুতে জরাম্।
শীতং বাতকফাতঙ্কান্ কুরুতে পিত্তহৃৎ পরম্।
অন্যচ্চ।
তত্রোষ্ণং ভ্রমতৃড্‌গ্লানি স্বেদদাহাশু পাকতাঃ।
শমঞ্চ বাতকফয়োঃ করোতি শিশিরং পুনঃ।
হ্লাদনং জীবনং স্তম্ভং প্রসাদং রক্তপিত্তয়োঃ।

দ্রব্যের বীর্য্য যথা উষ্ণ ও শীত, যেহেতু নিখিল জগৎ আগ্নেয় ও সৌম্য এই দ্বিবিধ গুণাত্মক। তন্মধ্যে উষ্ণবীর্য্য

দ্রব্য বায়ুনাশক, কফঘ্ন ও শীঘ্র জরার উৎপাদক। শীতবীর্য্য দ্রব্য বাতশ্লৈষ্মিক-পীড়োৎপাদক ও অতিশয় পিত্তঘ্ন। উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্যদ্বারা ভ্রম, তৃষ্ণা, গ্লানি, স্বেদ, দাহ ও শীঘ্রপাক এই সমস্ত হইয়া থাকে। শীতল দ্রব্য সুখজনক, সঞ্জীবতা সম্পাদক, স্তম্ভক এবং রক্তপিত্তের প্রসন্নতাকারক।

অথ বিপাকঃ।

জাঠরেণাগ্নিনা যোগাদ্ যদুদেতি রসান্তরম্।
রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ॥
মিষ্টঃ পটুশ্চ মধুরমম্লোঽম্লং পচ্যতে রসঃ।
কটুতিক্তকষায়াণাং পাকঃ স্যাৎ প্রায়শঃ কটুঃ॥
প্রায়ঃপদেন ব্রীহিঃ স্যাৎ স্বাদুরম্লো বিপাকতঃ।
শিবা কষায়া মধুরা শুণ্ঠী চ কটুকাপি চ॥

কোন রসবিশিষ্ট দ্রব্য ভুক্ত হইবার পর জঠরাগ্নি যোগে জীর্ণ হইলে তাহা হইতে যে রসের উদ্ভব হয় তাহার নাম বিপাক। বিপাক ত্রিবিধ যথা—মধুর, অম্ল ও কটু। মধুর ও লবণাস্বাদদ্রব্য ভুক্ত হইয়া মধুর রসের উৎপত্তি হয়। অম্ল রসের বিপাক অম্ল এবং কটু, তিক্ত ও কষায়াস্বাদ দ্রব্যের বিপাক কটু, কিন্তু কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। যথা—ব্রীহি স্বাদুরস হইলেও ইহার বিপাক অম্ল এবং হরীতকী কষায়াস্বাদ ও শুণ্ঠী কটুরস হইলেও ইহাদের বিপাক মধুর হইয়া থাকে। কোন কোন মতে অম্ল বিপাক স্বীকৃত হয় না, তন্মতে বিপাক দ্বিবিধ, মধুর ও কটু। এই মতাবলম্বীরা কহেন, পিত্তবিদগ্ধ হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হয়, অম্লোদগারাদির কারণ বিদগ্ধ পিত্ত, অম্লোদগারাদি দর্শন করিয়া যদি অম্ল বিপাক স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মুখাদিতে লবণাস্বাদ উৎপন্ন হইবার কারণ ও লবণ বিপাক স্বীকার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কোন রসেরই বিপাক লবণরস নহে এবং কোন শাস্ত্রেই ইহা কথিত হয় নাই, বিদগ্ধ শ্লেষ্মাই লবণাস্বাদ হইয়া থাকে।

বিপাকানাং গুণাঃ।

শ্লেষ্মকৃন্মধুরঃ পাকো বাতপিত্তহরো মতঃ।
অম্লস্তু কুরুতে পিত্তং বাতশ্লেষ্মগদাপহঃ॥
কটুঃ করোতি পবনং কফং পিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।
বিশেষ এষ রসতো বিপাকানাং নিদর্শিতঃ॥

মধুর বিপাক কফজনক, বায়ুনাশক ও পিত্তঘ্ন। অম্লবিপাক পিত্তজনক ও বাতশ্লৈষ্মিক পীড়ানাশক, কটুবিপাক বায়ুজনক, কফনাশক ও পিত্তঘ্ন।

অথ প্রভাবঃ।

রসাদিসাম্যে যৎকর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্।
দন্তী রসাদ্যৈস্তুল্যাপি চিত্রকস্য বিরেচনী॥
মধুকস্য চ মৃদ্বীকা ঘৃতং ক্ষীরস্য দীপনম্।
প্রভাবস্য যথা ধাত্রী লকুচস্য রসাদিভিঃ॥
সমাপি কুরুতে দোষত্রিতয়স্য বিনাশনম্
কচিত্তু কেবলং দ্রব্যং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রভাবতঃ॥
জ্বরং হন্তি শিরোবদ্ধা সহদেবীজটা যথা॥

সচরাচর এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যে কতকগুলি দ্রব্য এক প্রকার রসাদিবিশিষ্ট, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। দ্রব্যের যে শক্তিদ্বারা এইরূপ প্রভেদ উপস্থিত হয়, তাহার নাম প্রভাব। ইহার উদাহরণ যথা, দন্তী ও চিতা এই উভয়ই তুল্যরসযুক্ত, কিন্তু দন্তীর বিরেচন শক্তি আছে, চিতার তাহা নাই। দন্তীর যে বিশেষ শক্তি থাকাতে উহার দ্বারা বিরেচন হয়, তাহাই উহার প্রভাব। এইরূপ মৌলফল ও দ্রাক্ষা

উভয়ই তুল্য রসাদিবিশিষ্ট, কিন্তু দ্রাক্ষার বিরেচন শক্তি আছে। ঘৃত, দুগ্ধসদৃশ হইয়াও অগ্নির দীপ্তিকারক। আমলকী লকুচের (মাদারের) ন্যায় রসাদিযুক্ত হইয়াও ত্রিদোষ শান্তিকারক, কিন্তু মাদার ইহার বিপরীত। কোন কোন স্থলে দ্রব্যবিশেষের বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয়, যথা, সহদেবীর মূল মস্তকে বন্ধন করিলে জ্বর নিবারণ হয়।

অমীমাংস্যাচিন্ত্যানি প্রসিদ্ধানি স্বভাবতঃ।
আগমেনোপযোজ্যানি ভেষজাণি বিচক্ষণৈঃ॥
প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্বভাবতঃ।
নৌষধীর্হেতুভির্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কথঞ্চন॥
সহস্রেণাপি হেতুনাং নাম্বষ্ঠাদির্বিরেচয়েৎ।
তস্মাত্তিষ্ঠেত্ত্ মতিমানাগমে ন তু হেতুভিঃ॥

অধিকাংশ স্থলেই হেতুবাদের বশবর্ত্তী না হইয়া শাস্ত্রানুসারে ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিৎ, কারণ দ্রব্য সকলের গুন অমীমাংস্য, অচিন্তনীয় ও স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ। যাহাদের ফল প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয় এবং যাহারা যেরূপ শক্তিমান্ বলিয়া স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ; তাহাদের বিষয়ে, অন্যরূপ হেতু প্রদর্শন করিয়া বিপরীত গুণ স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। সহস্র হেতু প্রদর্শন করিলেও অম্বষ্ঠাদিগণের বিরেচন শক্তি উপস্থিত হইবে না। অতএব হেতুবাদ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করা উচিত।

অথ দিনাদিচর্য্যা।

মানবো যেন বিধিনা স্বস্থস্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তমেব কারয়েদ্ বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতম্॥
দিনচর্য্যাং নিশাচর্য্যামৃতুচর্য্যাং যথোদিতাম্।
আচরন্ পুরুষঃ স্বস্থঃ সদা তিষ্ঠতি নান্যথা।

যেরূপ আচরণ করিলে মনুষ্য সর্ব্বদা সুস্থ থাকিতে পারে, তাহার উপায় স্বরূপ দিনচর্য্যা, রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা লিখিত হইতেছে। ইহাতে যে সমস্ত নিয়ম বর্ণিত হইবে, তৎসমস্ত প্রতিপালন করিলে সর্ব্বদা সুস্থ থাকিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
তত্র সর্ব্বাঘশান্ত্যর্থং স্মরেদ্ধি মধুসূদনম্॥
আয়ুষ্যমুষসি প্রোক্তং মলাদীনাং বিসর্জ্জনম্।
তদন্ত্রকূজনাধ্মানোদরগৌরব বারণম্॥
ন বেগিতোঽন্যকার্য্যঃ স্যান্ন বেগানীরয়েদ্ বলাৎ।
কামশোকভয়ক্রোধ মনোবেগান্ বিধারয়েৎ॥
গুদাদি মলমার্গাণাং শৌচং কান্তিবলপ্রদম্।
পবিত্রীকরমাখ্যাতমলক্ষ্মীকলিপাপহৃৎ॥
প্রক্ষালনং মতং পাণ্যোঃ পাদয়োঃ শুদ্ধিকারকম্।
মলশ্রমহরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং রাক্ষসাপহম্॥

সুস্থব্যক্তির পক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ঈশ্বর চিন্তাপূর্ব্বক শয্যা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর উষাকালেই মলাদি পরিত্যাগ করা উচিত, তদ্দ্বারা আয়ুরক্ষা হয় এবং অন্ত্রকূজন অর্থাৎ পেটডাকা, আধ্মান ও উদরে গুরুতা উপস্থিত হইতে পারে না। মলাদির বেগ উপস্থিত হইলে অন্য কার্য্যানুরোধে তাহা ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে এবং বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগ প্রদান দ্বারা উহাদের নিঃসরণের চেষ্টা করা অবিধেয়। বেগধারণ অকর্ত্তব্য বটে, কিন্তু কাম, শোক, ভয় ও ক্রোধ এই সমস্ত মনোবেগ ধারণীয়। মলাদি পরিত্যাগান্তে গুহ্যাদি মলমার্গ সমস্ত জলদ্বারা ধৌত করিয়া তাহাদের শুচিতা সম্পাদন করা উচিত। এই ক্রিয়া দ্বারা দেহের পবিত্রতা হেতু উহাদের মলিনতা নিবারণ, শ্রমনাশ, উৎসাহ বৃদ্ধি, চক্ষুর সজীবতা ও রজোগুণ প্রভৃতির নাশ হইয়া থাকে।

ভক্ষয়েদ্ দন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তম্।
কনিষ্ঠিকাগ্রবৎ স্থূলমৃজ্বগ্রন্থি তথাব্রণম্॥
একৈকং ঘর্ষয়েদ্ দন্তং মৃদুনা কূর্চ্চকেন তু।
দন্তশোধনচূর্ণেন দন্তমাংসাগ্যবাধয়ন্।
ক্ষৌদ্রত্রিকটুকাক্তেন তৈলসিন্ধুভবেন বা।
চূর্ণেন তেজোবত্যাশ্চ দন্তান্ নিত্যং বিশোধয়েৎ।
মধুকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা।
নিম্বঃ স্যাৎ তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদিরস্তথা।
সময়ঞ্চ সমালোক্য দোষঞ্চ প্রকৃতিং তথা।
যথোচিতৈ রসৈর্বীর্য্যৈর্যুক্তং দ্রব্যং প্রয়োজয়েৎ।
তেনাস্য মুখবৈরস্য দন্তজিহ্বাস্যজা গদাঃ।
রুচিবৈশদ্যলঘুতা ন ভবন্তি ভবন্তি চ।
ন খাদেদ্ গলতাল্বোষ্ঠ জিহ্বাদন্ত গদেষু তৎ।
মুখস্য পাকে শোথে চ শ্বাস কাস বমিষু চ।
দুর্ব্বলোঽজীর্ণভুক্তশ্চ হিক্কা মূর্চ্ছা মদান্বিতঃ।
শিরোরুজার্ত্ত তৃষিতঃ শ্রান্তঃ পানক্লমান্বিতঃ।
অর্দ্দিতী কর্ণশূলী চ নেত্ররোগী নবজ্বরী।
বর্জ্জয়েদ্ দন্তকাষ্ঠন্তু হৃদামযযুতেঽপি চ।

এক্ষণে দন্তধাবন বিধি লিখিত হইতেছে। মলত্যাগান্তে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা উচিত। ১২অঙ্গুলি দীর্ঘ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, সরল গ্রন্থিশূন্য ও অক্ষত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা বিধেয়। কোমল কূর্চ্চক (ব্রস বিশেষ) দ্বারা, দন্তশোধক চূর্ণ দিয়া এক একটী করিয়া দন্ত মার্জ্জন করিবে, মার্জ্জনকালে যেন দন্তমাংসের কোন পীড়া না হয়, অর্থাৎ অধিক বল সহকারে ঘর্ষণ করা উচিত নয়। মধু, ত্রিকটু, সর্ষপতৈল, সৈন্ধব লবণ ও তেজপত্র চূর্ণ এই সমুদায় দ্বারা মার্জ্জন করিলে দন্ত পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হয়। দন্তকাষ্ঠ বিষয়ে মধুর কাষ্ঠের মধ্যে যষ্টি, কটুর মধ্যে করঞ্জ, তিক্তর মধ্যে নিম্ব ও কষায়ের মধ্যে খদির শ্রেষ্ঠ। এই সমুদায় ভিন্ন, কাল, দোষ ও প্রকৃতি অনুসারে যে স্থলে যেরূপ রসবীর্য্য দ্রব্য উপযুক্ত হয়, তৎস্থলে তাহাই দন্তধাবনার্থ ব্যবস্থেয়। প্রত্যহ এইরূপ দন্তমার্জ্জন করিলে দন্ত, জিহ্বা ও মুখে কোন প্রকার পীড়া এবং মুখে বিকৃত আস্বাদ উৎপন্ন হয় না এবং মুখ পরিষ্কৃত ও লঘু হইয়া থাকে, কিন্তু গল, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও দন্তের পীড়া মুখপাক, মুখশোথ, শ্বাস, কাস, বমি, হিক্কা, মূর্চ্ছা, মদ, শিরোরোগ, অর্দ্দিত, কর্ণশূল, নেত্ররোগ, নবজ্বর ও হৃদ্রোগ এই সমস্ত পীড়া সত্ত্বে, দুর্ব্বল ও শ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে, ভুক্ত আহার জীর্ণ না হইলে, তৃষ্ণাকালে এবং মদ্যপান জন্য শ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জন নিষিদ্ধ।

জিহ্বানির্লেখনং হৈমং রাজতং তাম্রজং তথা।
পাটিতং মৃদু তৎকাষ্ঠং মৃদুপত্রময়ং তথা।
দশাঙ্গুলং মৃদু স্নিগ্ধং তেন জিহ্বাং লিখেৎ সুখম্।
তজ্জিহ্বা মল বৈরস্য দুর্গন্ধ জড়তাহরম্।
গণ্ডূষমপি কুর্ব্বীত শীতেন পয়সা মুহুঃ।
কফতৃষ্ণা মলহরং মুখান্তঃ শুদ্ধিকারকম্।
সুখোষ্ণোদক গণ্ডূষঃ কফারুচি মলাপহঃ।
দন্তজাড্যহরশ্চাপি মুখলাঘবকারকঃ।

স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র নির্ম্মিত ১০ অঙ্গুলি দীর্ঘ জিহ্বা নির্লেখন (জিবছোলা) দ্বারা জিহ্বার মল পরিষ্কার করিবে, অভাবে দন্তধাবনযোগ্য কোমল কাষ্ঠ চিরিয়া কিংবা কোমল পত্র দ্বারা তৎকার্য্য সম্পাদন করিবে। ইহাতে জিহ্বার মল, বৈরস্য, দুর্গন্ধ ও জড়তা নিবারণ হয়। দন্তধাবন ও জিহ্বার মল পরিষ্কার করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ শীতল জলের গণ্ডূষ দ্বারা মুখ ধৌত করিবে, ইহাতে কফ, তৃষ্ণা ও মল নিবারিত ও মুখের অর্দ্ধভাগ বিশোধিত হয়। ঈষদুষ্ণ জলের গণ্ডূষদ্বারা কফ, অরুচি, মল ও দন্তের জড়তা নিবারণ ও মুখের লঘুতা সম্পাদন হয়।

কটুতৈলাদি নস্যার্থে নিত্যাভ্যাসেন যোজয়েৎ ।
প্রাতঃ শ্লেষ্মণি মধ্যাহ্নে পিত্তে সায়ং সমীরণে ॥
সুগন্ধবদনাঃ স্নিগ্ধনিঃস্বনা বিমলেন্দ্রিয়াঃ ।
নির্ব্বলীপলিত ব্যঙ্গা ভবেয়ুর্নস্য শীলিনঃ ॥
পঞ্চরাত্রাদ্‌নখশ্মশ্রু কেশরোমাণি কর্ত্তয়েৎ ।
কেশশ্মশ্রু নখাদীনাং কর্ত্তনং সংপ্রসাধনম্ ॥
উৎপাটয়েত্তু লোমানি নাসায়া ন কদাচন।
তদুৎপাটনতো দৃষ্টে দৌর্ব্বল্যং ত্বরয়া ভবেৎ ॥
কেশপাশে প্রকুর্ব্বীত প্রসাধন্যা তু সাধনম্ ।
কেশপ্রসাধনং কেশ্যং রজোজন্তু মলাপহম্ ॥

প্রত্যহ কটুতৈলাদির নস্য গ্রহণ অভ্যাস করা উচিত। কফ নিবারণার্থ প্রাতে, পিত্ত দমনার্থ মধ্যাহ্নে এবং বায়ু শান্তির নিমিত্ত সায়ংকালে নস্য গ্রহণীয়। প্রত্যহ নস্য গ্রহণ করিলে মুখ সুগন্ধ, স্বর স্নিগ্ধ, ইন্দ্রিয় সকল নির্ম্মল, বলী পলিত ও ব্যঙ্গ নিবারণ হয়। পাঁচ দিন অন্তর শ্মশ্রু ও নখাদি কর্ত্তন করা উচিত, ইহাতে দেহের শোভা বৃদ্ধি হয়। নাসিকার লোম উৎপাটন করা উচিত নহে, তাহাতে শীঘ্র দর্শনশক্তির দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। প্রত্যহ কঙ্কতিকা (চিরুণী) দ্বারা কেশপ্রসাধন কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারা কেশের বীর্য্যবৃদ্ধি, এবং তত্রস্থ ধূলি, মলও কীটাদি দূরীভূত হয়।

লাঘবং কর্ম্মসামর্থং বিভক্তঘন গাত্রতা ।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে ॥
ব্যায়ামদৃঢ়গাত্রস্য ব্যাধির্নাস্তি কদাচন।
বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে ॥
ভবন্তি শীঘ্রং নৈতস্য দেহে শিথিলতাদয়ঃ।
ন চৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিরোহতি ॥
ন চাস্তি সদৃশং তেন কিঞ্চিৎ স্থৌল্যাপকর্ষণম্।
স সদা গুণমাধত্তে বলিনাং স্নিগ্ধ ভোজিনাম ॥
বসন্তে শীতসময়ে সুতরাং স হিতো মতঃ।
অন্যদাপি চ কর্ত্তব্যো বলার্দ্ধেন যথা বলম্ ॥
হৃদয়স্থো যদা বায়ুর্বক্তুং শীঘ্রং প্রপদ্যতে।
মুখঞ্চ শোষং লভতে তদ্ বলার্দ্ধস্য লক্ষণম্ ॥
কিংবা ললাটে নাসায়াং গাত্রসন্ধিষু কক্ষয়োঃ ।
যদা সঞ্জায়তে স্বেদো বলার্দ্ধন্তু তদাদিশেৎ ॥
ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কাসী শ্বাসী কৃশঃ ক্ষয়ী ।
রক্তপিত্তী ক্ষতী শোষী ন তং কুর্য্যাৎ কদাচন।
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিঃ শ্রমঃ ক্লমঃ ॥
তৃষ্ণা ক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তঞ্চ জায়তে ॥

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মলত্যাগ ও দন্তধাবনাদি কার্য্য সমাপনান্তে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। ব্যায়াম দ্বারা দেহের লঘুতা, কর্ম্মে সামর্থ, অঙ্গের সৌষ্টব, দৃঢ়তা, শৈথিল্য নিবারণ, দোষক্ষয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির সহজে পীড়া উপস্থিত হয় না এবং বিরুদ্ধ বা বিদগ্ধ দ্রব্য পর্য্যন্ত অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যায়। নিয়মিতরূপ ব্যায়াম করিলে শীঘ্র দেহ শৈথিল্য বা সহজে জরা উপস্থিত হয় না। ব্যায়ামের ন্যায় স্থৌল্যনাশক আর কিছুই নাই। বলবান্ ও স্নিগ্ধভোজী ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শীত, বসন্ত ঋতুতেও ব্যায়াম কর্ত্তব্য, কিন্তু যাহার যেরূপ বল, তাহার অর্দ্ধেক শক্তিতে কর্ত্তব্য। অর্দ্ধ শক্তির লক্ষণ এই, যথা—শীঘ্র শীঘ্র শ্বাস নির্গত ও মুখশোষ উপস্থিত হওয়া। অথবা কপাল, নাসিকা, গাত্রসন্ধি ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্মোদগম হইলেই জানিবে অর্দ্ধশক্তি প্রয়োজিত হইয়াছে। গ্রীষ্মাদি ঋতুতে এই পর্য্যন্তই ব্যায়াম কর্ত্তব্য, কারণ তৎকালে সম্পূর্ণ বলে ব্যায়াম করিলে বলক্ষয়াদি বিবিধ বিকার উপস্থিত হয়। আহারান্তে, মৈথুনান্তে, কৃশব্যক্তির পক্ষে এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতুশোষ এইসমস্ত রোগসত্বে ব্যায়াম নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত ব্যায়াম দ্বারা কাস, জ্বর, বমি, শ্রান্তি, ক্লম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক ও রক্তপিত্ত এই সকল পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

অভ্যঙ্গং কারয়েন্নিত্যং সর্ব্বেষঙ্গেষু পুষ্টিদম্।
শিরঃশ্রবণ পাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥
সার্ষপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্।
অন্যদ্রব্যযুতং তৈলং ন দুষ্যতি কদাচন॥
অভ্যঙ্গো বাতকফহৃচ্ছ্রমশান্তিবলঃ সুখম্॥
নিদ্রাবর্ণ মৃদুত্বায়ুঃ কুরুতে দেহপুষ্টিকৃৎ॥
অভ্যঙ্গঃ শীলিতো মূর্দ্ধি সকলেন্দ্রিয়তর্পকঃ।
দৃষ্টিপুষ্টিকরো হন্তি শিরোভূমিগতান্ গদান্॥
কেশানাং বহুতাং দার্ঢ্যং মৃদুতাং দীর্ঘতাং তথা।
কৃষ্ণতাং কুরুতে কুর্য্যাচ্ছিরসঃ পূর্ণতামপি।
ন কর্ণরোগা ন মলং ন চ মন্যাহনুগ্রহঃ॥
নোচ্চৈঃশ্রুতির্ন বাধির্য্যং স্যান্নিত্যং কর্ণপূরণাৎ।
রসাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভোজনাৎ প্রাক্প্রশস্যতে।
তৈলাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভাস্করেহস্তমুপাগতে॥
পাদাভ্যঙ্গশ্চ তৎস্থৈর্য্য নিদ্রাদৃষ্টিপ্রসাদকৃৎ॥
পাদসুপ্তিশ্রমস্তম্ভ সঙ্কোচ স্ফুটনপ্রণুৎ।
ব্যায়ামক্ষুণ্ণবপুষঃ পদ্ভ্যাং সংমর্দ্দিতং তথা॥
ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি বৈনতেয়মিবোরগাঃ।
লোমকূপ শিরাজাল ধমনীভিঃ কলেবরম্।
তর্পয়েদ্ বলমাধত্তে যুক্তঃ স্নেহোঽনুবাসনে।
অদ্ভিঃ সংসিক্তমূলানাং তরূণাং পল্লবাদয়ঃ।
বর্দ্ধন্তে হি তথা নৃণাং স্নেহ সংসিক্তধাতবঃ।
নবজ্বরী ত্বজীর্ণী চ নাভ্যক্তব্যঃ কথঞ্চন॥
তথা বিরিক্তো বান্তশ্চ নিরূঢ়ো যশ্চ মানবঃ।
পূর্ব্বয়োঃ কৃচ্ছ্রতা ব্যাধেরসাধ্যত্বমথাপিবা॥
শেষাণাং বা দ্বিহ প্রোক্তা বহ্নিসাদাদয়ো গদাঃ।
উদ্বর্ত্তনং কফহরং মেদোঘ্নং শুক্রদং পরম্॥
বল্যং শোণিতকৃচ্চাপি ত্বক্ প্রসাদমৃদুত্বকৃৎ॥
দীপনং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্নানমোজো বলপ্রদম্।
কণ্ডূমলশ্রমস্বেদ তন্দ্রাতৃড়্দাহ পাপ্মনুৎ॥
বাহ্যেশ্চ সেকৈঃ শীতাদ্যৈরূষ্মান্তর্যাতি পীড়িতঃ॥
নরস্য স্নাতমাত্রস্য দীপ্যতে তেন পাবকঃ।
শীতেন পয়সা স্নানং রক্তপিত্তপ্রশান্তিকৃৎ॥
তদেবোষ্ণেন তোয়েন বল্যং বাতকফাপহম্।
শিরঃস্নানমচক্ষুষ্যমত্যুষ্ণেনাম্বুনা সদা॥
বাতশ্লেষ্ম প্রকোপে তু হিতং তচ্চ প্রকীর্ত্তিতম্।
স্নানং জ্বরেঽতিসারে চ নেত্রকর্ণানিলার্ত্তিষু॥
আধ্মানপীনসাজীর্ণ ভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্।
স্নানস্যানন্তরং সম্যগ্ বস্ত্রেণাঙ্গস্য মার্জ্জনম্॥
কান্তিপ্রদং শরীরস্য কণ্ডুত্বগ্দোষনাশনম্!
কৌষেয়ৌর্ণিকবস্ত্রঞ্চ রক্তবস্ত্রং তথৈব চ।
শুক্লন্তু শুভদং বস্ত্রং শীতাতপনিবারণম্॥
ন কদাপি জনৈঃ সদ্ভির্ধার্য্যং মলিনমম্বরম্।
তত্তু কণ্ডূক্রিমিকরং গ্লান্যলক্ষ্মীকরং পরম॥

প্রত্যহ সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ কর্ণ ও পাদদেশে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিবে। সার্ষপ, পুষ্পবাসিত তৈল ও গন্ধতৈল (অগুরু) প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য হইতে অগ্নিযোগে নিষ্কাষিত তৈল) প্রভৃতি বিশেষ হিতকর। অভ্যঙ্গ দ্বারা হৃদয় পুষ্টি, বায়ুশান্তি, কফনাশ, শ্রান্তি-দূর, বলবৃদ্ধি, স্বচ্ছন্দতা, নিদ্রা, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য শরীরের কোমলতা ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, মস্তকে প্রত্যহ অভ্যঙ্গ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত, দর্শনশক্তি বর্দ্ধিত, শিরোভূমিগত রোগ সমূহের ধ্বংস, কেশবাহুল্য, কেশের দৃঢ়মূলতা, মৃদুতা, দীর্ঘতা ও কৃষ্ণবর্ণতা এবং মস্তকের পূর্ণতা এই সমস্ত উপকার হয়। কর্ণে স্নেহাদি পূরণ করিলে কর্ণরোগ, কর্ণে মলোৎপত্তি, মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, উচ্চৈঃ-শ্রুতি ও বধিরতা এই সকল পীড়া উপস্থিত হয় না। কর্ণে রসাদি পূরণ করিতে হইলে সূর্য্যাস্তের পর কর্ত্তব্য। পাদাভ্যঙ্গ দ্বারা পাদস্থৈর্য্য, নিদ্রা ও দৃষ্টির প্রসন্নতা উপস্থিত এবং পাদদ্বয়ে সুপ্তি (স্পর্শশক্তির হানি) শ্রম, স্তম্ভ, সঙ্কোচ, স্ফুটন নিবারণ হয়, নিয়মিতরূপে ব্যায়াম ও পাদাভ্যঙ্গ করিলে সহজে কোন পীড়া উপস্থিত হয় না। অনুবাসন প্রযুক্ত স্নেহ লোমকূপ, শিরা ও ধমনী দ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেহের তৃপ্তি ও বল বৃদ্ধি করে। যেরূপ মূলদেশে জল সেচন করিলে বৃক্ষের পল্লবাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও পুষ্ট হয়, তদ্রূপ অনুবাসন দ্বারা মনুষ্য-দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টি হইয়া থাকে। নবজ্বরে, অজীর্ণসত্বে এবং বমন, বিরেচন ও

নিরূহণ ক্রিয়ার পর স্নেহাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। নবজ্বরে ও অজীর্ণসত্বে অভ্যঙ্গ করিলে পীড়া কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হয় এবং শেষোক্ত স্থলত্রয়ে অভ্যঙ্গ দ্বারা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয়। তৈলাভ্যঙ্গের পর এবং অন্য সময়েও উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ গাত্রমার্জ্জন কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারা কফ ও মেদের বিনাশ, শুক্রবৃদ্ধি, বলোৎপত্তি, রক্তবৃদ্ধি ও ত্বকের প্রসন্নতা উপস্থিত হয়। সুস্থ ও বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যহ স্নান করা কর্ত্তব্য। স্নান দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, তেজোবৃদ্ধি, আয়ুঃ প্রতিপালন, বলোৎপত্তি এবং কণ্ডূ, মল, শ্রান্তি, স্বেদ, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও পাক নিবারণ হয়। শীতল জলাদি দ্বারা দেহের বহির্ভাগ সিক্ত হইলে দৈহিক উষ্মা প্রতিহত হইয়া দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত করে, এই কারণে স্নানক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে। শীতল জলে স্নান করিলে রক্তপিত্তের শান্তি হয়। উষ্ণজলে স্নান দ্বারা বলবৃদ্ধি, বায়ুশান্তি ও কফ নাশ হয়। অত্যুষ্ণ জলে মস্তক ধৌত করিলে চক্ষের তেজোহানি হয়, কিন্তু বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ স্থলে তাহা হিতকর। জ্বর, অতিসার, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, বায়ুরোগ, আধ্মান, পীনস ও অজীর্ণ এই সকল পীড়া সত্বে এবং আহারান্তে নিষিদ্ধ। স্নানান্তে বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে অঙ্গমার্জ্জন কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারা কান্তিবৃদ্ধি, কণ্ডূ নিবারণ ও ত্বকের দোষ নাশ হয়। পট্টবস্ত্র, ঊর্ণাবস্ত্র, রক্তবস্ত্র বা শুক্লবস্ত্র পরিধেয়, তদ্দ্বারা শীত ও রৌদ্র নিবারণ হয়। মলিনবস্ত্র পরিধান করা নিতান্ত অনুচিত, তদ্দ্বারা কণ্ডূ, ক্রিমি, গ্লানি ও অশোভা উপস্থিত হয়।

ততো ভোজনবেলায়াং কুর্য্যান্মাঙ্গল্যদর্শনম্।
তস্য প্রদর্শনং চিত্তস্থৈর্য্যাকৃৎ তুষ্টিবর্দ্ধনম্।

শরীরে জায়তে নিত্যং বাঞ্ছা নৃণাং চতুর্বিধা।
বুভুক্ষা চ পিপাসা চ সুষুপ্সা চ রতস্পৃহা।
ভোজনেচ্ছাবিঘাতাৎ স্যাদঙ্গমর্দ্দোঽরুচি শ্রমঃ।
তন্দ্রা লোচন দৌর্ব্বল্যং ধাতুদাহো বলক্ষয়ঃ।
বিঘাতেন পিপাসায়াঃ শোষঃ কণ্ঠাস্যয়োর্ভবেৎ
শ্রবণস্যাবরোধশ্চ রক্তশোষো হৃদি ব্যথা।
নিদ্রাবিঘাততো জৃম্ভা শিরোলোচনগৌরবম্।
অঙ্গমর্দ্দস্তথা তন্দ্রা স্যাদন্নাপাক এব চ।

অব্যবায়াৎ স্নেহমেদো বৃদ্ধিঃ শিথিলতা তনোঃ।
বুভুক্ষিতো ন যোঽশ্নাতি তস্যাহারেন্ধনক্ষয়াৎ।
মন্দীভবতী কায়াগ্নির্যথা চাগ্নির্নিরিন্ধনঃ।
আহারঃ পচতি শিখী দোষানাহারবর্জ্জিতঃ।
দোষাণাঞ্চ ক্ষয়ে ধাতূন্ প্রাণান্ ধাতুক্ষয়ে পচেৎ।
আহারঃ প্রীণনঃ সদ্যো বলকৃদ্দেহধারণঃ।
স্মৃত্যায়ুঃ শক্তি বর্ণৌজঃ সত্বশোভা বিবর্দ্ধনঃ।
যথোক্তগুণসম্পন্নং নরঃ সেবেত ভোজনম্।
বিচার্য্য দোষকালাদীন্ কালয়োরুভয়োরপি।
যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ॥
যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্ বলক্ষয়ঃ।
ক্ষুৎ সম্ভবতি পক্কেষু রসদোষমলেষু চ।
কালে বা যদি বাকালে সোঽন্ন কাল উদাহৃতঃ।
আহারস্তু নরঃ কুর্য্যান্নির্জ্জনমপি সর্ব্বদা।
উভাভ্যাং লক্ষ্ম্যুপেতঃ স্যাৎ প্রকাশে হীয়তে শ্রিয়া।
হৈমে বা রাজতে কাংস্যে আয়সে কাচনির্ম্মিতে।
পাত্রে পত্রময়ে বাপি নরঃ কুর্ব্বীত ভোজনম্।
সৌমনস্যং বলং পুষ্টিমুৎসাহ বৃদ্ধিমায়ুষঃ।
স্বাদু সঞ্জনয়ত্যন্নমস্বাদু চ বিপর্য্যয়ম্।
অত্যুষ্ণান্নাং বলং হন্তি শীতং শুষ্কঞ্চ দুর্জ্জরম্।
অতিক্লিন্নং গ্লানিকরং যুক্তিযুক্তং হি ভোজনম্।
অতিদ্রুতাশিতাহারে গুণান্ দোষান্ ন বিন্দতি।
ভোজ্যং শীতমহৃদ্যঞ্চ স্যাদ্ বিলম্বিতমশ্নতঃ।
মন্দানলো নরো দ্রব্যং মাত্রাগুরু বিবর্জ্জয়েৎ।
স্বভাবতশ্চ গুরু যৎ তথা সংস্কারতো গুরু।
মাত্রাগুরুস্তু মুদ্গাদির্মাষাদিঃ প্রকৃতেগুর্রুঃ।
সংস্কারগুরু পিষ্টান্নাং প্রোক্তমিত্যুপলক্ষণম্।
গুরুণামর্দ্ধসৌহিত্যং লঘূনং তৃপ্তিরিষ্যতে।
দ্রবো দ্রবোত্তরশ্চাপি ন মাত্রা গুরুরিষ্যতে।

আহারং ষড়্‌বিধং চূষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈব চ।
ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাদ্‌ যথোত্তরম্‌।
নাপ্রাপ্তকালং ভুঞ্জীত হীনাধিকমথাপি বা।
অপ্রাপ্তকালে ভুঞ্জানো হ্যসমর্থতনুর্নরঃ।
তাংস্তান্‌ ব্যাধীনবাপ্নোতি মরণঞ্চাধিগচ্ছতি।
কালেঽতীতেঽশ্নতো জন্তোর্বায়ুনোপহতেঽনলে।
কৃচ্ছ্রাদ্বিপচ্যতে ভুক্তং ন স্যাদ্‌ভোক্তুং পুনঃস্পৃহা।
হীনমাত্রমসন্তোষং করোতি চ বলক্ষয়ম্‌।
আলস্যগৌরবাটোপসাদাংশ্চ কুরুতেঽধিকম্‌।
তস্মাৎ সুসংস্কৃতং যুক্ত্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জ্জিতম্‌।
সুখাসনো গুণৈর্যুক্তমুপসেবেত ভোজনম্‌।
দৌর্ম্মনস্যং ভয়ং ক্রোধং ভুঞ্জানঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
প্রক্ষালয়েদম্ভিরাস্যং ভোজনাগ্রে মুহুর্মুহুঃ।
বিশুদ্ধরসনায়াস্মৈ রোচতেঽন্নমপূর্ব্ববৎ।
তৃষিতস্তু ন চাশ্নীয়াৎ ক্ষুধিতো ন পিবেজ্জলম্‌।
তৃষিতস্তু ভবেদ্‌গুল্মী ক্ষুধিতস্তু জলোদরী।
নচৈকরসসেবায়াং প্রসজ্জেত কদাচন।
একৈকশঃ সমস্তান্‌ বা নাপ্যশ্নীয়াদ্রসান্‌ সদা।
কুর্য্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং ন দধ্যন্তং কদাচন।
লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীঞ্জতিযানি তু।
তদ্দোষং হর্ত্তুমাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ।
এবং ভুক্ত্বা সমাচামেদ্‌ গণ্ডূষগ্রহণপূর্ব্বকম্‌।
ভোজনে দন্তলগ্নানি নির্হৃত্যাচমনং চরেৎ।
দন্তান্তরগতঞ্চান্নং শোধনেনাহরেচ্ছনৈঃ।
কুর্য্যাদনির্হৃতং তদ্ধি মুখস্যানিষ্টগন্ধতাম্‌।
দন্তলগ্নমনির্হার্য্যং লেপং মন্যেত দন্তবৎ।
ন তত্র বহুশঃ কুর্য্যাদ্‌যত্নং নির্হরণং প্রতি।
রতৌ সুপ্তোত্থিতে স্নানে ভুক্তে বান্তে চ সঙ্গরে।
সভায়াং বিদুষাং রাজ্ঞাঃ কুর্য্যাত্তাম্বূলচর্ব্বণম্‌।
তাম্বূলমুক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনন্তু বরং সরম্‌।
মুখবৈশদ্যসৌগন্ধ্যকান্তিসৌষ্ঠবকারকম্‌।
হনুদন্তমলধ্বংসি জিহ্বেন্দ্রিয়বিশোধনম্‌।
মুখপ্রসেকশমনং গলামযবিনাশনম্‌।
তাম্বূলং নাতিসেবেত ন বিরিক্তো বুভুক্ষিতঃ।
দেহদৃক্‌কেশদন্তাগ্নিশ্রোত্রবর্ণবলক্ষয়ঃ।
শোষঃ পিত্তানিলাস্রং স্যাদতি তাম্বূলচর্ব্বণাৎ।
তাম্বূলং ন হিতং দন্তদুর্ব্বলেক্ষণরোগিণাম্‌।

বিষমূর্চ্ছামদার্ত্তানাং ক্ষয়িণাং রক্তপিত্তিনাম্‌।
ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবদন্নক্লমো গতঃ।
ততঃ পদশতং গত্বা বামপার্শ্বে তু সংবিশেৎ।
শব্দরূপরসান্‌ গন্ধান্‌ স্পর্শাংশ্চ মনসঃ প্রিয়ঃ।
ভুক্তবানুপসেবেত তেনান্নং সাধু তিষ্ঠতি।
ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ধাবনং যানমেব চ।
যুদ্ধং গীতঞ্চ পাঠঞ্চ মুহূর্ত্তং ভুক্তবাংস্ত্যজেৎ।
শয়নঞ্চাসনঞ্চাতি ন ভজেন্ন দ্রবোত্তরম্‌।
নাগ্ন্যাতপৌ ন প্লবনং ন যানং নাপি বাহনম্‌।
দিবাস্বাপং ন কুর্বীত যতোঽসৌ স্যাৎ কফাবহঃ।
গ্রীষ্মবর্জ্জেষু কালেষু দিবাস্বাপো নিষিধ্যতে।
উচিতো হি দিবাস্বাপো নিত্যং যেষাং শরীরিণাম্‌।
বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষামস্বপতাং দিবা।
ব্যায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতান্‌ ক্লান্তানতীসারিণঃ।
শূলশ্বাসবতস্তৃষাপরিগতান্‌ হিক্কামরুৎপীড়িতান্‌।
ক্ষীণান্‌ ক্ষীণকফান্‌ শিশূন্‌ মদহতান্‌ বৃদ্ধান্‌ রসাজীর্ণিনো।
রাত্রৌ জাগরিতান্‌ নরান্‌ নিরশনান্‌ তাংস্‌ দিবা স্বাপয়েৎ।
আয়ুক্ষয়ভয়াদ্‌বিদ্বান্‌ নাহ্নি সেবেত কামিনীম্‌।
অবশো যদি সেবেত তদা গ্রীষ্মবসন্তয়োঃ।

অতঃপর আহার কাল উপস্থিত হইলে মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন করিবে। তদ্দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন ও তুষ্টি বৃদ্ধি হয়। স্বভাবতঃ মনুষ্যের এই চারিটী বাঞ্ছা উপস্থিত হয়, যথা ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা, নিদ্রাভিলাষ ও মৈথুনেচ্ছা! ক্ষুধার সময় আহার না করিলে অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তি, তন্দ্রা, নেত্রের দৌর্ব্বল্য, ধাতুদাহ ও বলক্ষয় উপস্থিত হয়। পিপাসানিগ্রহ দ্বারা কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, শ্রবণশক্তির অবরোধ, রক্তশোষ ও হৃদয়ে ব্যথা এই সকল ঘটনা হয়। নিদ্রাবিঘাত দ্বারা জৃম্ভা, মস্তকভার, চক্ষের গুরুতা, অঙ্গমর্দ্দ, তন্দ্রা ও অন্নের অপরিপাক এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত

হয়। একেবারে মৈথুন পরিত্যাগ করিলে মেহ, মেদোবৃদ্ধি ও দেহের শৈথিল্য হইয়া থাকে। অতএব এই চারিটী প্রবৃত্তিকে যথানিয়মে চরিতার্থ করা উচিত। যেরূপ, যথাসময়ে দহনীয় পদার্থ প্রাপ্ত না হইলে বাহ্যাগ্নি মন্দবল হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষুধার সময় আহার না করিলে দৈহিক পাচকাগ্নিও হীনশক্তি হইয়া থাকে। অগ্নি প্রথমে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক করে তাহার অভাবে কফাদি দোষ সকলকে, তদভাবে রসাদি ধাতু সমস্তকে এবং তৎপরে জীবন পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া থাকে। আহার দ্বারা প্রীতি সদ্যঃ বলসঞ্চার, দেহরক্ষা এবং স্মরণশক্তি প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়। অতএব দিবসে ও রাত্রিতে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ভোজ্য আহার করিবে। দিবাভাগে বেলা এক প্রহরের মধ্যে ও দুই প্রহর অতীত হইবার পর আহার করা উচিত নহে। এক প্রহরের মধ্যে আহার করিলে রসের উৎপত্তি এবং দুই প্রহরের পর করিলে বলক্ষয় হয়। অথবা সামান্যতঃ আহারকালের এই লক্ষণ কথিত হইতে পারে যে, রস, দোষ ও মলের পরিপাক হইয়া তখনই ক্ষুধার উদয় হইবে, তাহাই অন্নকাল। আহার ও মলত্যাগ সর্ব্বদা নির্জ্জনস্থানেই কর্ত্তব্য। স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, লৌহ ও কাচ নির্ম্মিত পাত্রে অথবা কদলী প্রভৃতির পত্রে ভোজন করিবে। সুস্বাদু অন্নভোজন করা উচিত, তদ্দ্বারা চিত্তের প্রফুল্লতা, বল, পুষ্টি, উৎসাহ ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। বিস্বাদ অন্ন ভোজনে ইহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। অত্যুষ্ণ অন্ন ভোজন করিলে বলনাশ হইয়া থাকে, শীতল ও শুষ্ক অন্ন সহজে জীর্ণ হয় না। ক্লিন্ন (পচা) অন্ন ভোজন করিলে অতিশয় গ্লানি উপস্থিত হয়। অতএব যুক্তিযুক্ত ভোজন করিবে অতিদ্রুতভাবে বা অত্যন্ত বিলম্ব করিয়া, আহার করা উচিত নহে। দ্রুত আহারে আহারীয় পদার্থের গুণ বা দোষ বুঝিতে পারা যায় না এবং উহা উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হওয়াতে শীঘ্র জীর্ণ হয় না। আর বিলম্ব করিয়া আহার করিলে ভোজ্য দ্রব্য শীতল ও বিস্বাদ হইয়া যায়। মন্দাগ্নি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে মাত্রাগুরু, স্বভাব গুরু ও সংস্কার গুরু আহার নিষিদ্ধ। মুগ প্রভৃতি দ্রব্য মাত্রাগুরু অর্থাৎ ইহারা স্বভাবতঃ গুরু পাক নহে, ইহাদের পরিমাণের আধিক্যই, গুরুতা। মাষকলাই প্রভৃতি স্বভাব গুরু এবং পিষ্টকাদি সংস্কার গুরু, নানা দ্রব্য সংযোগেও পাকবিশেষে সম্পন্ন হওয়াতে ইহারা গুরুপাক হইয়া থাকে। গুরুদ্রব্য আহার করিয়া অর্দ্ধতৃপ্তি উপস্থিত হইলেই লঘুদ্রব্যের সম্পূর্ণ আহারের ফললাভ হয়। দ্রব বা দ্রবপ্রধান দ্রব্য অধিক পরিমাণে পান করিলে বিশেষ হানি হয় না। আহার ছয় প্রকার, যথা চূষ্য, পেয়, লেহ্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য ও চর্ব্ব্য। ইহাদের মধ্যে পর পরটী, পূর্ব্বটী হইতে গুরুতর। অনুপযুক্ত সময়ে, নূতন পরিমাণে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় আহার করা অবিধি। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ক্ষুধা না হইতেই আহার করিলে দেহের অসামর্থ এবং শিরোবেদনা, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা প্রভৃতি রোগ অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে। সময় অতীত করিয়া ভোজন করিলে বায়ুদ্বারা পাচকাগ্নি উপহত হওয়াতে ভুক্ত বস্তু অতি কষ্টে জীর্ণ হয় এবং পুনর্ব্বার ভোজনে ইচ্ছা হয় না।

ন্যূন পরিমাণে আহার করিলে গ্লানি ও বলক্ষয় হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় আহার করিলে আলস্য, শরীরভার, উদরে গুড় গুড় করিয়া শব্দ ও অবসন্নতা উপস্থিত হয়। অতএব উক্ত সমস্ত দোষরহিত, সুসংস্কৃত ও উপযুক্ত গুণসম্পন্ন আহার ভোজন করিবে। সুখোপবিষ্ট হইয়া আহার করা কর্ত্তব্য। আহারকালে দৌর্মনস্য, ভয়, ক্রোধ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে জল দ্বারা উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন দ্বারা জিহ্বা বিশুদ্ধ হওয়াতে আহারে অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ হয়। তৃষ্ণার সময় আহার বা ক্ষুধার সময় জল পান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তৃষ্ণার সময় আহার করিলে গুল্ম এবং ক্ষুধার সময় জলপান করিলে জলোদর রোগ জন্মিতে পারে। নিরন্তর এক প্রকার রসযুক্ত দ্রব্য অথবা একেবারে নানাবিধ দ্রব্য ভোজন করা অবিধি। আহারান্তে দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ তৃপ্তিলাভ হয়। ভোজনাবসানে দধি-ভোজন নিষিদ্ধ। লবণ, অম্ল, কটু, উষ্ণ ও বিদাহী প্রভৃতি দ্রব্য ভোজনে যে দোষ উপস্থিত হয়, সেই দোষের পরিহারার্থ ভোজনশেষে মধুর দ্রব্য (দুগ্ধাদি) সেবনীয়। ভোজনান্তে আচমন করিবে এবং দন্তান্তর্লগ্ন দ্রব্য খড়িকা দ্বারা বহিষ্কৃত করিবে। কারণ ঐ সকল দ্রব্য দন্তলগ্ন হইয়া থাকিলে মুখে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। যদি কোন পদার্থ অতি দৃঢ়রূপে দন্তে লগ্ন হয়, তাহা হইলে উহা বাহির করিবার জন্য অত্যন্ত যত্ন পাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাতে দন্তবেষ্টাদির হানি হইবার সম্ভাবনা। আহারান্তে তাম্বূল চর্ব্বণ কর্ত্তব্য। তাম্বূল তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অত্যন্ত রোচক, সারক, মুখের জড়তানাশক ও সৌগন্ধ্যজনক, কান্তিবর্দ্ধক, অঙ্গসৌষ্ঠবজনক, হনূ ও দন্তের মলাপসারক, জিহ্বাবিশোধক, মুখস্রাব নিবারক ও গলরোগ নাশক। কিন্তু মুহুর্মুহুঃ তাম্বূল সেবন নিষিদ্ধ। কারণ অধিক তাম্বূল সেবন দ্বারা দেহ, দৃষ্টি, কেশ, দন্ত, অগ্নি ও শ্রবণেন্দ্রিয় ইহাদের বলহানি, শোষ, পিত্ত ও বায়ুর বৃদ্ধি এবং রক্তবিকৃতি উপস্থিত হয়। বিরেচনের পর ও ক্ষুধাকালে তাম্বূল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যাহাদের দন্ত দুর্ব্বল তাহাদের পক্ষে এবং চক্ষুরোগ, বিষবিকার, মূর্চ্ছা, মদ, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত পীড়াসত্ত্বে তাম্বূল অব্যবস্থেয়। আহারান্তে যাবৎ ভোজন জন্য ক্লান্তি দূরীভূত না হয়, তাবৎ উৎকৃষ্ট আসনে স্বচ্ছন্দভাবে উপবেশন করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। অনন্তর শতপদ পরিমিত ভূমি বিচরণ করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করা বিধি। আহারের পর মনোহর শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ সেবনীয়, ইহাতে উদরস্থ অন্ন অনুদ্বেজিত ভাবে অবস্থিতি করে। ভোজনান্তে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ব্যায়াম, মৈথুন, দ্রুতগমন, যানারোহণ, যুদ্ধ, সঙ্গীত ও পাঠ এই সমস্ত বর্জ্জনীয় এবং অধিককাল ব্যাপিয়া শয়ন ও উপবেশন, দ্রবপ্রধান পানীয়, অগ্নিতাপ, রৌদ্র, সন্তরণ এই সকল নিষিদ্ধ। দিবানিদ্রা দ্বারা কফ বৃদ্ধি হয়, অতএব তাহা অকর্ত্তব্য, কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা দ্বারা বিশেষ হানি হয় না। প্রত্যহ দিবসে নিদ্রা যাওয়া যাহাদের অভ্যাস, তাহারা উহা পরিত্যাগ করিলে বাতাদিদোষ প্রকুপিত হয়। দিবানিদ্রা নিতান্ত নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু নিম্নলিখিত ব্যক্তি

সকলের পক্ষে তাহা সেবনীয়। যথা—যাহারা ব্যায়াম, স্ত্রী, পথপর্য্যটন ও অশ্বাদি যানাসক্ত, ক্লান্ত এবং অতিসার, শূল, শ্বাস, তৃষ্ণা, হিক্কা, বায়ুরোগ, মদাত্যয় ও বাতাজীর্ণ এই সকল পীড়াক্রান্ত, ক্ষীণদেহ, ক্ষীণকফ, শিশু, বৃদ্ধ, রাত্রিজাগরিত ও উপবাসী তাহাদের পক্ষে যথেষ্টরূপে দিবানিদ্রা সেবনীয়। দিবসে নারীসহবাস নিষিদ্ধ, তদ্দ্বারা আয়ুঃক্ষয় হয়। কিন্তু নিতান্ত অধৈর্য্যাবস্থা উপস্থিত হইলে গ্রীষ্ম বা বসন্তকালে দিবাসঙ্গম করা যাইতে পারে। তাহাতে বিশেষ দোষ উপস্থিত হয় না।

মৈত্রীং সদ্ভিঃ সমং কুর্য্যাৎ স্নেহং সংস্থ চ সর্ব্বথা।
সংসর্গং সাধুভিঃ কুর্য্যাদসৎসঙ্গং পরিত্যজেৎ ॥
বিমুখান্নার্থিনঃ কুর্য্যান্নাবমন্যেত কানপি।
গুরূণাং সন্নিধৌ তিষ্ঠেৎ সদৈব বিনয়ান্বিতঃ ॥
পাদপ্রসারণাদীনি তত্র নৈব সমাচরেৎ।
অপকারপরেঽপি স্যাদুপকারপরঃ পুমান্ ॥
আত্মবৎ সকলান্ পশ্যেদ্বৈরিণো দূরতো বসেৎ।
প্রকাশয়েন্নাপমানং ন চ নিঃস্নেহতাং প্রভোঃ ॥
কালে হিতং মিতং সত্যং সংবাদি মধুরং বদেৎ।
জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি ॥
তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ।
নৈকঃ সুখী ন সর্ব্বত্র বিশ্বস্তো ন চ শঙ্কিতঃ ॥
নোদ্যমে বিরমেৎ ক্কাপি হেতাবীর্ষেৎ ফলে নতু।
ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি নচৈতান্যতিলালয়েৎ ॥
বর্ষাতপাদিষু ছত্রী দণ্ডী রাত্রৌ ভয়েষু চ।
সোপানৎকস্তমুং রক্ষেদ্বিচরেদ্যুগমাত্রদৃক্ ॥
নোপরক্তং ন চোদ্যন্তং নাস্তং যাতং দিবাকরম্।
সর্ব্বথা ন সমীক্ষেত ন জলে প্রতিবিম্বিতম্ ॥
নেক্ষেত সততং সূক্ষ্মং দীপ্তামেধ্যাপ্রিয়াণি চ।
নেচ্ছেদ্বলবতা যুদ্ধং ন ভারং শিরসা বহেৎ ॥
এবং দিনানি গময়েৎ সদাচারপরঃ সদা।
ততো রাত্রিপ্রযুক্তানি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি মানবঃ ॥

সাধুগণের সহিত মিত্রতা, সাধুদিগের প্রতি স্নেহ ও সাধুদিগের সহিত অবস্থিতি করিবে। অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। যাচকদিগকে বিমুখ ও কাহাকেও অপমানিত করা উচিত নহে। গুরুলোকের নিকটে সর্ব্বদা বিনয়াবনত হইয়া থাকা উচিত, তাহাদের নিকটে পাদপ্রসারণাদি বা অপর কোন প্রকার ধৃষ্ট ব্যবহার করা একান্ত অবিধেয়। অপকাররত শত্রুর প্রতিও সদ্ব্যবহার করিবে। সকলকেই আত্মবৎ দর্শন করা ও শত্রুর নিকট হইতে দূরে অবস্থিতি করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। অপমান বা প্রভুর নিঃস্নেহতা কাহারও নিকট প্রকাশ করা উচিত নহে। যোগ্য সময়ে হিতজনক, পরিমিত, সঙ্গত ও মধুর অথচ সত্য কথা কহিবে। লোকের অভিপ্রায় বুঝিয়া, যে যাহাতে পরিতুষ্ট হয়, সেই প্রকারেই তাহার অনুবর্ত্তন করিবে। সর্ব্বত্র বিশ্বাস ও সর্ব্বত্র শঙ্কা এই উভয়ই গর্হিত। কোন সঙ্কল্পিত উদ্যম হইতে সহজে বিরত হওয়া উচিত নহে। হেতুতে ঈর্ষা করিবে কিন্তু তজ্জাত ফলে ঈর্ষা করা অনুচিত। অর্থাৎ ধনাদি লাভের হেতুভূত বিদ্যাদিতে ঈর্ষা করিবে, যেমন অমুক ব্যক্তি বিদ্বান্, আমিও উঁহার ন্যায় বিদ্যোপার্জ্জন করিব, এইরূপ ঈর্ষা উচিত ও মঙ্গলদায়ক, কিন্তু অমুক ব্যক্তি বিদ্যাদি দ্বারা ঈদৃশ যশঃ ও ধন উপার্জ্জন করিয়াছে, তবে আমার ও ঐরূপ যশঃ ও ধন হউক, এইরূপ ঈর্ষা করা মূঢ়তা প্রকাশ মাত্র ও অকল্যাণকর। ইন্দ্রিয় সকলের অতিপীড়ন ও অতিলালন উভয়ই গর্হিত। বর্ষা ও গ্রীষ্মাদি ঋতুতে ছত্রধারণ, রাত্রিতে ও ভয়কালে দণ্ডধারণ এবং সর্ব্বদা উপানৎ (জুতা) পরিধান পূর্ব্বক গমনাগমন কর্ত্তব্য। গমনকালে

অগ্রবর্ত্তী চারিহস্ত ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া গমন কর্ত্তব্য। গ্রহণসময়ে, উদয়কালে ও অস্তকালে সর্ব্বতোভাবে সূর্য্যবিম্ব দর্শন নিষিদ্ধ। সর্ব্বদা সূক্ষ্ম দীপ্ত, অপবিত্র ও অপ্রিয় বস্তু দর্শন করিবে না। আপনার অপেক্ষা বলবান্ শত্রুর সহিত যুদ্ধইচ্ছা ও মস্তক দ্বারা ভারবহন করিবে না। এই প্রকার সদাচারপরায়ণ হইয়া প্রত্যহ দিবাভাগ যাপন করিবে। রাত্রিতে রাত্রিবিহিত ক্রিয়া সকল আচরণ করিবে।

রাত্রিচর্য্যা।

এতানি পঞ্চ কর্ম্মাণি সন্ধ্যায়াং বর্জ্জয়েদ্বুধঃ।
আহারং মৈথুনং নিদ্রাং সংপাঠং গতিমধ্বনি॥
চিন্তয়েৎ পরমাত্মানং চরাচরপতিং বিভুম্।
ভক্তিমান্ প্রয়তো নিত্যং ধ্যানযোগপরায়ণঃ॥
রাত্রৌ চ ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রথমপ্রহরান্তরে।
কিঞ্চিদূনং সমশ্নীয়াদ্দুর্জ্জরং তত্র বর্জ্জয়েৎ॥
শরীরে জায়তে নিত্যং দেহিনঃ স্মরতস্পৃহা।
অব্যায়ামস্নেহমেদোবৃদ্ধিঃ শিথিলতা তনৌ॥
শূলকাসজ্বরশ্বাসকার্শ্যপাণ্ড্বাময়ক্ষয়াঃ।
অতিব্যবায়াজ্জায়ন্তে রোগাশ্চাক্ষেপকাদয়ঃ॥
আয়ুষ্মন্তো মন্দজরা বপুর্বর্ণবলান্বিতাঃ।
স্থিরোপচিতমাংসাশ্চ ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতাঃ॥
বিহারং ভার্য্যয়া কুর্য্যাদ্ দেশেঽতিশয়সংবৃতে।
রম্যে শ্রব্যাঙ্গনাগানে সুগন্ধে সুখমারুতে॥
দেশে গুরুজনাসন্নে বিবৃতেঽতিত্রপাকরে।
শ্রূয়মাণে ব্যথাহেতুবচনে ন রমেত না॥
স্নাতশ্চন্দনলিপ্তাঙ্গঃ সুগন্ধঃ সুমনোঽন্বিতঃ।
ভুক্তবৃষ্যঃ সুবসনঃ সুবেশঃ সমলঙ্কৃতঃ॥
তাম্বূলবদনঃ পত্ন্যামনুরক্তোঽধিকস্মরঃ।
পুত্রার্থী পুরুষো নারীমুপেয়াচ্ছয়নে শুভে॥
অত্যাশিতোঽধৃতিঃ ক্ষুধান্ সব্যথাঙ্গঃ পিপাসিতঃ।
বালো বৃদ্ধোঽন্যরোগার্ত্তস্ত্যজেদ্রোগী চ মৈথুনম্॥
রজঃস্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়াং তথা।
বর্ণবৃদ্ধাং বয়োবৃদ্ধাং তথা ব্যাধিনিপীড়িতাম্॥
হীনাঙ্গীং গর্ভিণীং দ্বেষ্যাং যোনিরোগসমন্বিতাম্।
নাভিগচ্ছেৎ পুমান্ নারীং ভূরিবৈগুণ্যশঙ্কয়া॥
তির্য্যগ্‌যোনাবযোনৌ বা দুষ্টযোনৌ চ সঙ্গমাৎ।
উপদংশস্তথা বায়োঃ কোপঃ শুক্রস্য চ ক্ষয়ঃ॥
উচ্চারিতে মূত্রিতে চ রেতসশ্চ বিধারণে।
উত্তানে চ ভবেচ্ছীঘ্রং শুক্রাশ্মর্য্যাশ্চ সম্ভবঃ॥
স্নানং সশর্করং ক্ষীরং ভক্ষ্যমৈক্ষবসংস্কৃতম্।
বাতো মাংসরসঃ স্বপ্নঃ স্মরতান্তে হিতা অমী॥
রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষং কফদোষবিষার্ত্তিজিৎ।
নিদ্রা তু সেবিতা কালে ধাতুসাম্যমতন্দ্রিতাম্॥
পুষ্টির্বর্ণবলোৎসাহং বহ্নিদীপ্তিং করোতি চ।
অম্ভসঃ প্রসৃতীরষ্টৌ রবাবনুদিতে পিবেৎ॥
বাতপিত্তকফান্ জিত্বা জীবেদ্ বর্ষশতং সুখী।
অর্শঃশোথগ্রহণ্যো জ্বরজঠরজরাকুষ্ঠমেদো বিকারা
মূত্রাঘাতাস্রপিত্তশ্রবণগলশিরঃশ্রোণিশূলাক্ষিরোগাঃ
যে চান্যে বাতপিত্তক্ষতজকফকৃতা ব্যাধয়ঃ সন্তি জন্তো
স্তাংস্তানভ্যাসযোগাদপহরতি পয়ঃ পীতমন্তে নিশায়াঃ॥
বিগতঘননিশীথে প্রাতরুত্থায় নিত্যং
পিবতি খলু নরো যো ঘ্রাণরন্ধ্রেণ বারি।
স ভবতি মতিপূর্ণশ্চক্ষুসা তার্ক্ষ্যতুল্যো
বলিপলিতবিহীনঃ সর্ব্বরোগৈর্বিমুক্তঃ॥
পাতব্যা নাসয়া নীরং প্রসৃতিত্রয়মাত্রয়া।
ব্যঙ্গবলীপলিতঘ্নং পীনসবৈস্বর্য্যকাসশোথহরম্॥
রজনীক্ষয়েঽম্বুনস্যং রসায়নং দৃষ্টিসঞ্জননম্।
স্নেহে পীতে ক্ষতে শুদ্ধাবাধ্মানে স্তিমিতোদরে।
হিক্কায়াং কফবাতোত্থে ব্যাধৌ তদবারি বারয়েৎ॥

সন্ধ্যার সময় আহার, মৈথুন, নিদ্রা, অধ্যয়ন ও পথপর্য্যটন এই পাঁচটী কর্ম্ম নিষিদ্ধ। তৎকালে শুচি ও ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া ভক্তিনম্র চিত্তে ঈশ্বরচিন্তা করা কর্ত্তব্য। রাত্রি একপ্রহর অতীত হইবার অব্যবহিত পরেই আহার করা উচিত। রাত্রিকালীন আহার কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিমাণে করিবে, রাত্রিতে দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভোজন নিতান্ত নিষিদ্ধ।

শরীরিদিগের স্বভাবতঃ ব্যবায় প্রবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, ঐ প্রবৃত্তির

একান্ত বিনিগ্রহ দ্বারা মেহ, মেদোবৃদ্ধি ও দেহের শৈথিল্য উপস্থিত হয়। আবার উহার অতিশীলন দ্বারা শূল, কাঁস, জ্বর, খাস, কৃশতা, পাণ্ডুরোগ, ক্ষয়রোগ ও আক্ষেপ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্ত্রীসেবনবিষয়ে সংযত হইলে আয়ুর্বৃদ্ধি, জরার অল্পতা, দেহের সৌষ্ঠব, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, বলবৃদ্ধি ও মাংসোপচয় হয়। পত্নীর সহিত অতি নিভৃতস্থলে বিহার করা উচিত। অঙ্গনাগণের সুললিত গীতধ্বনি প্রতিধ্বনিত, সদ্গন্ধব্যাপ্ত, সুখদ বায়ুসেবিত, রমণীয় স্থানই স্ত্রীসঙ্গমের প্রশস্ত স্থল। প্রকাশ্য ও অতি লজ্জাকর স্থানে এবং যে স্থানের নিকটে কোন গুরুলোক অবস্থিতি করেন, তথায় অথবা ব্যথাজনক আর্ত্তনাদাদি শ্রুত হইলে রমণক্রিয়া অকর্ত্তব্য। পত্নীসহবাস, দিবসে স্নান, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা অঙ্গলেপন, বৃষ্যদ্রব্য ভোজন, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান ও সুন্দর বেশ ধারণ করিয়া পত্নীর প্রতি অনুরাগী, অধিক কামাবির্ভাব সম্পন্ন ও পুত্রাভিলাষী হইয়া উৎকৃষ্ট শয্যায় ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইবে। অপরিমিত আহারান্তে, অধৈর্য্যাবস্থায়, ক্ষুধা বা পিপাসা উপস্থিত হইলে, কোন বেদনা সত্বে, মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে এবং বালক, বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে মৈথুন, নিষিদ্ধ। রজঃস্বলা, কামোদ্রেকরহিতা, মলিনদেহা, অপ্রণয়ভাজন, বর্ণজ্যেষ্ঠা, বয়োজ্যেষ্ঠা, রুগ্না, হীনাঙ্গী, গর্ভবতী, বিদ্বেষভাজন ও যোনিরোগাক্রান্তা নারীতে সঙ্গত হইবে না। কারণ উহাদের সহিত সঙ্গম বহু দোষজনক। পশু প্রভৃতিতে, নিষিদ্ধ যোনিতে ও দুষ্ট যোনিতে সঙ্গম করিলে উপদংশ, বায়ুর প্রকোপ বা শুক্রের ক্ষয় হইয়া থাকে। মল, মূত্র ও শুক্রের বেগ ধারণ করিলে এবং উত্তান অর্থাৎ চিত হইয়া স্ত্রীতে সঙ্গত হইলে শুক্রাশ্মরী রোগ হইবার সম্ভাবনা। মৈথুন ক্রিয়ার পর স্নান, চিনির সহিত দুগ্ধ, গুড় সংযুক্ত ভক্ষ্য, বায়ুসেবন ও মাংসের যূষ এই সমস্ত হিতকর। রাত্রিজাগরণ দ্বারা দেহ রুক্ষ ও অনেক পীড়া উৎপন্ন হয়, অতএব উহা নিতান্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন কোন স্থলে তদ্দ্বারা উপকারও হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময়ে নিয়মিত নিদ্রা ভোগ দ্বারা ধাতুসাম্য, তন্দ্রাহীনতা, দেহের পুষ্টি, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, বলোৎপত্তি, উৎসাহ বৃদ্ধি ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

অতঃপর নিশাজল পানের বিধি লিখিত হইতেছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অতি প্রত্যুষে অর্দ্ধসের বাসিজল পান করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফের শান্তি ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। নিশাজলপান দ্বারা অর্শঃ, শোথ, গ্রহণী, জ্বর, জঠররোগ, জরা, কুষ্ঠ, মেদোবিকৃতি, মূত্রাঘাত, রক্তপিত্ত এবং কর্ণ, গল, মস্তক, শ্রোণী ও চক্ষু এই সমুদায়ের পীড়া এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত ও কফজাত অন্যান্য বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। নাসিকা দ্বারাও নিশাজল পানের ব্যবস্থা আছে, তদ্দ্বারা বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা, বলিপলিত ও বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। অর্দ্ধপোয়া বাসি জল নাসিকা দ্বারা পেয়। ঐ সময়ে জলের নস্য গ্রহণ করিলে ব্যঙ্গ, বলী, পলিত, পীনস, স্বরভঙ্গ, কাস ও শোথরোগের নাশ, দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা ও স্বাস্থ্য রক্ষা হইয়া থাকে। স্নেহপানান্তে, বমনাদি শুদ্ধি ক্রিয়ার পর ক্ষতসত্বে, আধ্মানরোগে, উদর শীতল ও ভারযুক্ত থাকিলে, হিক্কারোগে এবং বাতশ্লৈষ্মিক পীড়ায় নিশাজলপান নিষিদ্ধ।

ঋতুচর্য্যা।

গ্রীষ্মো মেষবৃষৌ প্রোক্তঃ প্রাবৃণ্মিথুন কর্কটৌ।
সিংহকন্যে স্মৃতা বর্ষা তুলা বৃশ্চিকয়োঃ শরৎ॥
ধনুর্গ্রাহৌ চ হেমন্তো বসন্তঃ কুম্ভমীনয়োঃ।
গঙ্গায়া দক্ষিণে দেশে বৃষ্টের্বহুল ভাবতঃ॥
উভৌ মুনিভিরাখ্যাতৌ প্রাবৃড় বর্ষাভিধাবৃতূ।
অন্যেতু।
মাসৈর্দ্বিসংখ্যৈর্মাঘাদ্যৈঃ ক্রমাৎ ষড় তবঃ স্মৃতাঃ।
শিশিরোঽথ বসন্তশ্চ গ্রীষ্মো বর্ষা শরদ্ধিমাঃ।
শিশিরাদ্যৈস্ত্রিভিস্তৈস্তু বিদ্যাদয়নমুত্তরম্॥
আদানঞ্চ তদাদত্তে নৃণাং প্রতিদিনং বলম।
তস্মিন্ হ্যত্যর্থ তীক্ষ্ণোষ্ণ রূক্ষা মার্গস্বভাবতঃ॥
আদিত্য পবনাঃ সৌম্যান্ ক্ষপয়ন্তি গুণান্ ভুবঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো বলিনোঽত্র রসাঃ ক্রমাৎ।
তস্মাদাদানমাগ্নেয়মৃতবো দক্ষিণায়নম্।
বর্ষাদয়ো বিসর্গশ্চ যদ্ বলং বিসৃজত্যয়ম্॥
সৌম্যত্বাদত্র সোমো হি বলবান্ হীয়তে রবিঃ।
মেঘবৃষ্ট্যনিলৈঃ শীতৈঃ শান্ততাপে মহীতলে॥
স্নিগ্ধাশ্চেহাম্ল লবণ মধুরা বলিনো রসাঃ।
শীতেঽগ্র্যং বৃষ্টিঘর্মেঽল্পং বলং মধ্যন্তু শেষয়োঃ॥

ঋতুচর্য্যা বর্ণন করিতে হইলে প্রথমতঃ ঋতু লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। ঋতু ছয়টী, যথা গ্রীষ্ম, প্রাবৃট্, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। যথাক্রমে বৈশাখাদি দুই দুই মাসে এক এক ঋতু হয়। গঙ্গার দক্ষিণ কূলস্থ দেশসমূহে বহু পরিমাণে বৃষ্টি হয় বলিয়া তত্তদ্দেশে প্রাবৃট্ ও বর্ষা এই দুই ঋতু গণিত হইয়া থাকে। কোন কোন মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাস শীত, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত। কিন্তু এক্ষণে এতদ্দেশে এই নিয়মে ঋতু গণিত হইয়া থাকে, যথা—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্ম, আষাঢ় ও শ্রাবণ বর্ষা, ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎ, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ ও মাঘ শীত এবং ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত। তন্মধ্যে শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতুকে দক্ষিণায়ন বলে। উত্তরায়ণ প্রতিদিন মনুষ্যগণের বল আদান অর্থাৎ গ্রহণ করে, এই নিমিত্ত ঐ কালের নাম আদান কাল এবং দক্ষিণায়ন মনুষ্যদিগকে বল বিসর্জ্জন অর্থাৎ প্রদান করে বলিয়া উহার নাম বিসর্গকাল। আদানকালে সূর্য্য ও বায়ু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রূক্ষ হইয়া পৃথিবীর সৌম্য গুণ নাশ করে। এইকালে যথাক্রমে তিক্ত, কষায় ও কটুরস বলবান্ হয়। অর্থাৎ শীত ঋতুতে তিক্ত, বসন্ত এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে কটুরস প্রবল হয়। এই সমুদায় কারণে আদানকালকে আগ্নেয়কাল বলা যায়। বিসর্গকালে অর্থাৎ দক্ষিণায়নে চন্দ্র বলবান্ ও সূর্য্য হীনতেজাঃ হয়। এইকালে শীতল বায়ু ও মেঘ দ্বারা পৃথিবীর তাপ শান্তি এবং অম্ল, লবণ ও মধুর এই স্নিগ্ধ রসত্রয় যথাক্রমে বলবান্ হয়। বর্ষা ঋতুতে লবণ এবং হেমন্তে মধুর রস বীর্য্যবান্ হয়। ঋতু সমুদায়ের মধ্যে শীতল ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্ত ও শীত কালে মনুষ্যের অধিক বল বৃদ্ধি হয়। শরৎ ও বসন্তে মধ্যম এবং বর্ষা ও গ্রীষ্মে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বল হইয়া থাকে।

হেমন্তশিশিরচর্য্যা।

বলিনঃ শীতসংরোধাদ্ধেমন্তে প্রবলোঽনলঃ।
ভবত্যল্পেন্ধনো ধাতূন্ সং পচেদ্ বায়ুনেরিতঃ॥
অতো হিমেঽস্মিন্ সেবেত স্বাদ্বম্ললবণান্ রসান্।
দৈর্ঘ্যান্নিশানামেতর্হি প্রাতরেব বুভুক্ষিতঃ॥
অবশ্যকার্য্যং সম্ভাব্যং যথোক্তং শীলয়েদনু।
বাতঘ্নতৈলৈরভ্যঙ্গং মূর্দ্ধি তৈলবিমর্দ্দনম্॥

নিযুদ্ধং কুশলৈঃ সার্দ্ধং পদাঘাতঞ্চ যুক্তিতঃ ।
কষায়াপহৃত স্নেহ স্ততঃ স্নাতো যথাবিধি ॥
কুঙ্কুমেন সদর্পেণ প্রদিগ্ধোঽগুরুধূপিতঃ ।
রসান্ স্নিগ্ধান্ পলং পুষ্টং গৌড়মচ্ছসুরাং সুরাম্ ॥
গোধূমপিষ্টমাষেক্ষুক্ষীরোত্থবিকৃতীঃ শুভাঃ ।
নবমন্নং বসাং তৈলং শৌচকার্য্যে সুখোদকম্ ॥
প্রাবারাজিনকৌষেয়প্রবেণীকুথকাস্তৃতম্ ।
উষ্ণস্বভাবৈর্লঘুভিঃ প্রাবৃতঃ শয়নং ভজেৎ ॥
যুক্ত্যার্ককিরণান্ স্বেদং পাদত্রাণঞ্চ সর্ব্বদা ।
পীবরোরুস্তনশ্রোণ্যঃ সমদাঃ প্রমদাঃ প্রিয়াঃ ॥
হরন্তি শীতমুষ্ণাঙ্গ্যো ধূপকুঙ্কুমযৌবনৈঃ ।
অঙ্গারতাপসন্তপ্তগর্ভভূবেশ্মচারিণঃ ॥
শীতপারুষ্যজনিতো ন দোষো জাতু জায়তে ।
অয়মেব বিধিঃ কার্য্যঃ শিশিরেঽপি বিশেষতঃ ॥
তদা হি শীতমধিকং রৌক্ষ্যঞ্চাদানকালজম্ ॥

হেমন্ত ঋতুতে শীত সংযোগে লোমকূপাদির রন্ধ্রসকল সঙ্কুচিত হওয়াতে দৈহিক উষ্মা নির্গত হইতে না পারিয়া কোষ্ঠাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া উহাকে বলবান্ করে। সুতরাং প্রচুর ভোজ্য দ্রব্য না পাইলে উহা বায়ু সংযোগে প্রদীপ্ত হইয়া ধাতু সমস্তকে পাক করে। অতএব এইকালে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাদু, অম্ল ও লবণাস্বাদ দ্রব্য ভোজন করা উচিত, ইহাদের দ্বারা ধাতুপাক নিবারণ হয়। এই ঋতুতে রাত্রিমান্ অত্যন্ত অধিক হওয়াতে প্রাতঃকালেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া অবশ্য করণীয় কর্ম্ম অর্থাৎ মলোৎসর্গাদি সম্পাদন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তকে সম্যক্‌রূপে তৈলমর্দ্দন, ব্যায়ামকুশল ব্যক্তির সহিত ব্যায়াম ও পরস্পর পদাঘাত ক্রিয়া কর্ত্তব্য, অনন্তর লোধ প্রভৃতির কাথ দ্বারা অভ্যক্ত স্নেহ ধৌত করিয়া স্নান করিবে। স্নানান্তে গাত্রে কস্তূরী ও কুমকুম্ বিলেপন এবং অগুরু কাষ্ঠের ধূম গ্রহণ করিবে। স্বাদু অম্ল ও লবণ এই রসত্রয়, মেদস্বী পশুর মাংস, গুড়জাত মদ্য, প্রসন্ন সুরা, সুরা এবং গোধূমচূর্ণ, মাষকলাই, ইক্ষুরস ও দুগ্ধ এই সমস্ত দ্রব্যকৃত খাদ্য নূতন তণ্ডুলের অন্ন, বসা ও তিলতৈল এই সমস্ত দ্রব্য সেবনীয় এবং ঈষদুষ্ণ জলে পাদপ্রক্ষালনাদি কার্য্য সম্পাদনীয়। গালিচা, মৃগচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র, সাটিন ও বনাত দ্বারা আচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করা কর্ত্তব্য, শীত নিবারণার্থ উষ্ণ গুণযুক্ত ও লঘুভার গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করিবে। উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্রসেবা, স্বেদগ্রহণ এবং সর্ব্বদা পাদত্রাণ অর্থাৎ ষ্টকিং ও জুতা ব্যবহার করিবে। পীনপয়োধরা, স্থূলোরুবিশিষ্টা, যৌবনমদমত্তা এবং অগুরু প্রভৃতির ধূম, কুমকুম ও যৌবনোষ্মা সহযোগে উষ্ণাঙ্গী বিলাসিনী প্রণয়িনীগণের আলিঙ্গনাদি দ্বারা শীতহরণ করিবে। চতুর্দ্দিকে গৃহবেষ্টিত মধ্যগৃহ ও ভূগর্ভস্থ গৃহ অঙ্গার সন্তপ্ত করিয়া তাহাতে বাস করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত নিয়মানুসারে চলিলে শীত জনিত দোষ উপস্থিত হইতে পারে না। শীত ঋতুতে হেমন্ত প্রতিপাল্য নিয়ম সমস্ত বিশিষ্টরূপে আচরণীয়। কারণ তৎকালে শীত ও রুক্ষতা হেমন্ত অপেক্ষা অধিক।

বসন্তচর্য্যা।

কফশ্চিতো হি শিশিরে বসন্তেঽর্কা শুতাপিতঃ।
হত্বাগ্নিং কুরুতে রোগাংস্ততস্তং ত্বরয়া জয়েৎ ॥
তীক্ষ্ণৈর্বমননস্যাদ্যৈর্লঘুরূক্ষৈশ্চ ভোজনৈঃ।
ব্যায়ামোদ্বর্ত্তনাঘাতৈর্জিত্বা শ্লেষ্মাণমুল্বণম্ ॥
স্নাতোঽনুলিপ্তঃ কর্পূরচন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
পুরাণযবগোধূমক্ষৌদ্রজাঙ্গলশূল্যভুক্ ॥
সহকাররসোন্মিশ্রানাস্বাদ্য প্রিয়য়ার্পিতান্।
প্রিয়াস্যসঙ্গসুরভীন্ প্রিয়ানেত্রোৎপলাঙ্কিতান্ ॥

সৌমনস্যকৃতো হৃদ্যান্ বয়স্যৈঃ সহিতঃ পিবেৎ।
নিগদানাসবারিষ্টসীধুমার্দ্বীকমাধবান্॥
শৃঙ্গবেরাম্বু সারাম্বু মধ্বম্বু জলদাম্বু চ।
দক্ষিণানিলশীতেষু পরিতো জলবাহিষু॥
অদৃষ্টনষ্টসূর্য্যেষু মণিকুট্টিমকান্তিষু।
পরপুষ্টবিঘুষ্টেষু কামকর্ম্মান্তভূমিষু॥
বিচিত্রপুষ্পবৃক্ষেষু কাননেষু সুগন্ধিষু।
গোষ্ঠীকথাভিশ্চিত্রাভির্মধ্যাহ্নং গময়েৎ সুখী॥
গুরুশীতদিবাস্বপ্নস্নিগ্ধাম্লমধুরাংস্ত্যজেৎ॥

শীতঋতুতে সঞ্চিত কফ বসন্তকালে সূর্য্যকিরণে দ্রবীভূত হইয়া অগ্নিনাশ ও বিবিধ রোগোৎপাদন করে। অতএব তৎকালে কফ-নাশক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তীক্ষ্ণ নস্য, লঘু ও রূক্ষ ভোজন, ব্যায়াম, গাত্র-মার্জ্জন ও পরস্পর পদাঘাত ইত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা প্রবৃদ্ধ কফকে জয় করিবে। স্নান, গাত্রে কর্পূর, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম বিলেপন, পুরাতন যব, গোধূম ও মধু এবং শূলপক্ব জাঙ্গল মাংস ভোজন করিবে। সন্ধা-নাদি দোষরহিত আসব, অরিষ্ট, সীধু, মধুক পুষ্পকৃত মদ্য ও মাধব (মধুসংস্কৃত আসব বিশেষ) এই সমুদায় পান করিবে। পানকালে মদ্য সমস্তে সহকার রস সংযুক্ত করিবে। অগ্রে কোন প্রণয়িনী রমণী কিঞ্চিৎ পান করিয়া পাত্র অর্পণ করিবেন, ঐ অর্পিত মদ্য পান করিয়া পুনর্ব্বার পাত্র পূর্ণ করিয়া অপরের হস্তে অর্পণ করিবে। এইরূপ বল্লভা রমণী ও বয়স্যগণের সহিত সমবেত হইয়া মদ্যপান করিলে চিত্ত উল্লাসিত হয়। এই ঋতুতে শুণ্ঠী, মুস্তক ও চন্দন প্রভৃতি দ্রব্যের কাথ এবং অসমভাগ মিশ্রিত মধু ও জলপান করিবে। মলয়মারুত হিল্লোলে সুশীতল, চতুর্দ্দিকে জলপ্রণালী পরিবেষ্টিত, মণিবেদিবিরাজিত, কোকিলধ্বনিনিনাদিত, রমণভূমি বিভূষিত, বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ শোভিত, সৌগন্ধ্যময় উপবনে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ মনোহর প্রমোদ ব্যাকালাপে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিবে উপবনের কোন স্থানে সূর্য্য ঈষৎ দৃষ্ট ও কোথাও বা সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্ট থাকাতে উহা পরম মনোহর হওয়াতে তথায় সুখে সময় যাপন হয়। বসন্তকালে গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ, অম্ল ও মিষ্টদ্রব্য এবং দিবানিদ্রা বর্জ্জনীয়।

গ্রীষ্মচর্য্যা।

তীক্ষ্ণাংশুরতিতীক্ষ্ণাংশুর্গ্রীষ্মে সংক্ষিপতীব যৎ।
প্রত্যহং ক্ষীয়তে শ্লেষ্মা তেন বায়ুশ্চ বর্দ্ধতে॥
অতোহস্মিন্ পটুকট্বম্লব্যায়ামার্ককরাংস্ত্যজেৎ।
ভজেন্মধুরমেবান্নং লঘু স্নিগ্ধং হিমং দ্রবম্॥
সুশীততোয়সিক্তাঙ্গো লিহ্যাৎ শক্তূন্ সশর্করান্।
মদ্যং ন পেয়ং পেয়ং বা স্বল্পং সুবহুবারিণা॥
অন্যথা শোথশৈথিল্যদাহমোহান্ করোতি তৎ।
কুন্দেন্দুধবলং শালীমশ্নীয়াজ্জাঙ্গলৈঃ পলৈঃ॥
পিবেদ্রসং নাতিঘনং রসালাং রাগষাড়বৌ।
পানকং পঞ্চসারং বা নবমৃদ্ভাজনস্থিতম্॥
মোচচোচদলৈর্যুক্তং সাম্লং মৃণ্ময়শুক্তিভিঃ।
পাটলাবাসিতঞ্চাম্ভঃ সকর্পূরং সুশীতলম্॥
অভ্রংকষনতাশালতালকন্দোকরাশ্মসু।
বনেষু মাধবীশ্লিষ্টদ্রাক্ষাস্তবকশালিষু॥
কদলীদলকহ্লারমৃণালকমলোৎপলৈঃ।
কোমলৈঃ কল্পিতে তল্পে হসৎকুসুমপল্লবে॥
মধ্যন্দিনেঽর্কতাপার্ত্তঃ স্বপ্যাদ্ধারাগৃহে সুখম্।
নিশাকরকরাকীর্ণে সৌধপৃষ্ঠে নিশাসু চ॥
আসনাস্বস্থচিত্তস্য চন্দনার্দ্রস্য মালিনঃ।
নিবৃত্তকামতন্ত্রস্য সুসূক্ষ্মতনুবাসসঃ॥
জলার্দ্রতালবৃন্তানি বিস্তৃতাঃ পদ্মিনীপুটাঃ॥
উৎক্ষেপাশ্চ মৃদূৎক্ষেপা জলবর্ষিহিমানিলাঃ॥
মৃণালবলয়াঃ কান্তাঃ প্রোৎফুল্লকমলোজ্জ্বলাঃ।
জঙ্গমা ইব পদ্মিন্যো হরন্তি দয়িতাঃ ক্লমম্॥

গ্রীষ্মকালে সূর্য্য অতি খরতর হওয়াতে প্রত্যহ কফের ক্ষয় ও বায়ুর বৃদ্ধি

হইতে থাকে। অতএব গ্রীষ্মকালে লবণ, কটু ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য এবং ব্যায়াম ও রৌদ্রসেবন নিষিদ্ধ। তৎকালে মধুর লঘু, স্নিগ্ধ, শীতল ও দ্রব অন্ন এবং শর্করা সংযুক্ত সজল শক্তু ভোজন কর্ত্তব্য। প্রত্যহ সুশীতল জলে স্নান করা উচিত। গ্রীষ্মকালে মদ্যপান নিষিদ্ধ, নিতান্ত আবশ্যক হইলে অল্পমাত্রায়, বহু পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এই বিধি পরিত্যাগ করিয়া পান করিলে শোথ, দেহের শৈথিল্য, দাহ ও মূর্চ্ছারোগ হইবার সম্ভাবনা। জাঙ্গল মাংসের সহিত শুভ্র শাল্যন্ন ভোজন করিবে। অনতিগাঢ় মাংসরস, রসালা, রাগ, ষাড়ব ও পঞ্চসার নামক পানীয়, খণ্ডিত ফলকদলী ও পনসকোষের সহিত একত্রিত ও অম্লসংযুক্ত করিয়া নূতন মৃত্তিকার পাত্রে করিয়া পান করিবে। পারুলপুষ্প সংযোগে সুগন্ধীকৃত ও কর্পূর সংযুক্ত মৃৎপাত্রে স্থাপিত জল পানার্থ ব্যবহার করিবে। অত্যুচ্চ শাল ও তালবৃক্ষাকীর্ণ রৌদ্রহীন মাধবীজড়িত দ্রাক্ষাস্তবকশোভিত বনমধ্যে, ধারাগৃহে, কোমল কদলীপত্র, কহ্লার, মৃণাল, পদ্ম ও কুমুদ নির্ম্মিত পুষ্পপল্লবাস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া মধ্যাহ্ন যাপন করিবে। রাত্রিতে চন্দনাক্ত দেহ, মাল্যধারী, সুস্থির চিত্ত, সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধায়ী ও কামকর্ম্ম বিরহিত হইয়া চন্দ্রকিরণ প্রদীপ্ত সৌধোপরি অবস্থিতি করিবে। জলার্দ্র তালবৃন্ত ব্যজন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পদ্মিনীপত্র ও জলসিক্ত চামর ব্যজন দ্বারা গ্রীষ্মজনিত ক্লান্তি নিবারণ করিবে। মৃণালবলয়ধারিণী, বিকসিত কমলালঙ্কৃতা সুন্দরী রমণীদিগের সহিত প্রণয়ালাপ দ্বারা সুখে নিশা যাপন ও ক্লান্তি দূর কর্ত্তব্য।

বর্ষাচর্য্যা।

আদানগ্লানবপুষামগ্নিঃ সন্নোঽপি সীদতি।
বর্ষাসু দোষৈর্ দুষ্যন্তি তেঽম্বুলম্বাম্বুদেঽম্বরে ॥
সতুষারেণ মরুতা সহসা শীতলেন চ।
ভূবাষ্পেনাম্লপাকেন মলিনেন চ বারিণা ॥
বহ্নিনৈব চ মন্দেন তেষ্বিত্যন্যোন্যদূষিষু।
ভজেৎ সাধারণং সর্ব্বমূষ্মণস্তেজনঞ্চ যৎ ॥
আস্থাপনং শুদ্ধতনু র্জীর্ণং ধান্যং রসান্ কৃতান্ ॥
জাঙ্গলং পিশিতং যূষান্ মধ্বরিষ্টং চিরন্তনম্ ॥
মস্তু সৌবর্চ্চলাঢ্যঞ্চ পঞ্চকোলাবচূর্ণিতম্।
দিব্যং কৌপং শৃতঞ্চাম্ভো ভোজনন্ত্বতিদুর্দ্দিনে ॥
ব্যক্তাম্ললবণস্নেহং সংশুষ্কং ক্ষৌদ্রবল্লঘু।
অপাদচারী সুরভিঃ সততং ধূপিতাম্বরঃ ॥
হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে বসেদ্বাষ্পশীতশীকরবর্জ্জিতে।
নদীজলোদমন্থাহঃস্বপ্নায়াসাতপাংস্ত্যজেৎ ॥

শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই ঋতুত্রয়ের নাম আদানকাল, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এইকালে মনুষ্য দুর্ব্বলদেহ ও হীনাগ্নি হইয়া থাকে। পরে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং বায়ু দূষিত হয়। উদ্গত ভূবাষ্প ও অম্লপাক জলদ্বারা পিত্ত দূষিত হয় এবং মলিন জল সেবন দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, উপস্থিত দোষ সকল পরস্পর পরস্পরকে দূষিত করে। অতএব এই সময়ে বাতাদি দোষত্রয়ের প্রশমক ও অগ্নির উত্তেজক দ্রব্য সেবনীয়। বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শোধন করিয়া বস্তিক্রিয়া কর্ত্তব্য। পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত মরিচাদি সংযোগে প্রস্তুত মাংসরস, জাঙ্গলমাংস, মুগ ও দাড়িমাদি দ্বারা প্রস্তুত যূষ, পুরাতন মাধ্বীক মস্ত ও অরিষ্ট, সচললবণ ও পঞ্চকোলচূর্ণ

সংযুক্ত দধির মাত, মেঘজল, কূপের জল ও সিদ্ধ জল উপকারক। অত্যন্ত বাতবর্ষাকুল দিবসে অম্ল, লবণ ও স্নেহ-সংযুক্ত, পরিশুষ্ক, মধুসম্পৃক্ত, লঘু দ্রব্য ভোজন করিবে। নিরন্তর জল বর্ষণে ভূমি কর্দ্দমময় ও আর্দ্র থাকাতে এই ঋতুতে যানযোগে গমনাগমন করা কর্ত্তব্য। সতত পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধায়ী ও সুগন্ধী দ্রব্য সেবী হইয়া বাষ্প, জলকণা ও শীতশূন্য হর্ম্ম্য মধ্যে বাস করিবে। বর্ষাকালে নদীর জল, উদমন্থ (জল বিলোড়িত ঘৃত সংযুক্ত সক্তু), দিবানিদ্রা, অতি পরিশ্রম ও রৌদ্রসেবা বর্জ্জনীয়।

শরচ্চর্য্যা।

বর্ষাশীতোচিতাঙ্গানাং সহসৈবার্করশ্মিভিঃ।
তপ্তানাং সঞ্চিতং পিত্তং বৃষ্টৌ শরদি কুপ্যতি।
তজ্জয়ায় ঘৃতং তিক্তং বিরেকো রক্তমোক্ষণম্।

বর্ষা ঋতুতে ক্রমাগত দেহে শীত সংলগ্ন ও পিত্ত সঞ্চিত হয়। পরে শরৎকাল উপস্থিত হইলে সহসা সূর্য্যতাপ পাইয়া ঐ সঞ্চিত পিত্ত প্রকুপিত হয়। অতএব এইকালে তিক্তদ্রব্যসিক্ত ঘৃত পান, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

দেশ প্রবিভাগঃ।

ভূমিদেশস্ত্রিধানূপো জাঙ্গলো মিশ্রলক্ষণঃ।

দেশ ত্রিবিধ, যথা আনূপ, জাঙ্গল ও মিশ্রলক্ষণ অর্থাৎ সাধারণ। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

আনূপলক্ষণম্।

নদীপল্বলশৈলাঢ্যঃ ফুল্লোৎপলকুলৈর্যুতঃ।
হংসসারসকারণ্ডচক্রবাকাদিসেবিতঃ।
শশবারাহমহিষরুরুরোহিকুলাকুলঃ।
প্রভূতদ্রুমপুষ্পাঢ্যো নীলশস্যফলান্বিতঃ।
অনেকশালিকেদারকদলীক্ষুবিভূষিতঃ।
আনূপদেশো জ্ঞাতব্যো বাতশ্লেষ্মাময়ার্ত্তিমান্।

যে দেশে বিস্তর নদী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় ও শৈল, হংস, সারস, বালিহংস ও চক্রবাকাদি পক্ষী, শশক, শূকর, মহিষ ও হরিণাদি চতুষ্পদগণ অবস্থিতি করে, নানাবিধ তরু, পুষ্পবৃক্ষ, নীলবর্ণ পুষ্প ও বিবিধ জলপুষ্প, শালিশস্য, কদলী ও ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে আনূপ দেশ কহে। আনূপদেশে বাতশ্লৈষ্মিক পীড়ার আধিক্য দৃষ্ট হয়।

জাঙ্গললক্ষণম্।

আকাশশুভ্র উচ্চশ্চ স্বল্পপানীয়পাদপঃ।
শমীকরীরবিল্বার্কপীলুকর্কন্ধুসঙ্কুলঃ।
হরিণৈণর্ক্ষপৃষতগোকর্ণখরসঙ্কুলঃ।
সুস্বাদুফলবান্ দেশো বাতলো জাঙ্গলঃ স্মৃতঃ।

যে দেশ আকাশবৎ শুভ্র ও উচ্চ, যেখানে জলাশয় ও বৃক্ষ অল্পমাত্র থাকে এবং শমী, করবীর, বিল্ব, আকন্দ, পীলু, কুলবৃক্ষ ও বিবিধ সুস্বাদু ফলশালী বৃক্ষ জন্মে ও যেখানে অনেক হরিণ, এণ, ভল্লুক, পৃষত, গোকর্ণ ও গর্দ্দভ অবস্থিতি করে, তাহাকে জাঙ্গল দেশ বলা যায়। এই দেশ স্বভাবতঃ বায়ুবর্দ্ধক।

সাধারণলক্ষণম্।

সংসৃষ্টলক্ষণো যস্তু দেশঃ সাধারণো মতঃ।
সমাঃ সাধারণে যস্মাচ্ছীতবর্ষোষ্ণমারুতাঃ।
সমতা তেন দোষাণাং তস্মাৎ সাধারণো বরঃ।

যে দেশে আনূপ ও জাঙ্গল উভয় দেশেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে সাধারণ

দেশ কহে। সাধারণ দেশে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বায়ু সমভাবাপন্ন অর্থাৎ মধ্যবিধ শক্তিসম্পন্ন হওয়াতে বাতাদি দোষত্রয় ও সাম্যভাবাপন্ন থাকে। অতএব ঈদৃশ দেশই শ্রেষ্ঠ।

উচিতে বর্ত্তমানস্য নাস্তি দুর্দ্দেশজং ভয়ম্।
আহারস্বপ্নচেষ্টাদৌ তদ্দেশস্য কৃতে সতি।
যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জং তস্যৌষধং হিতম্।
দেশাদন্যত্র বসতস্তত্তুল্যগুণমৌষধম্।
স্বে দেশে নিচিতা দোষা অন্যস্মিন্ কোপমাগতাঃ।
বলবন্তস্তথা ন স্যুর্জলজাঃ স্থলজাস্তথা।

স্বদেশে বাস করিয়া স্বদেশীয় বিধি অনুসারে আহার, বিহার ও নিদ্রা সেবন করিলে ভিন্নদেশীয় রোগাদি উপস্থিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তির যে দেশে জন্ম ও বাস, তাহার পক্ষে তদ্দেশজাত ঔষধই উপকারী। স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যখন অন্য দেশে বাস করা যায়, তখন ঐ নূতন দেশীয় ঔষধ সেবনীয়। জল বা স্থলোদেশোৎপন্ন স্বদেশসঞ্চিত দোষ, ভিন্ন দেশে যাইবার পর প্রকুপিত হইলে বিশেষ বলবান্ হইতে পারে না।

অথ প্রকৃত্যাদিবর্ণনম্।

সপ্তপ্রকৃতয়ো নৃণাং বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ তথা।
সংসর্গাৎ সন্নিপাতাচ্চ ভবন্তীতি ভিষঙ্মতম্॥
শুক্রশোণিতসংযোগে যো ভবেদ্দোষ উৎকটঃ।
প্রকৃতির্জায়তে তেন তস্যা লক্ষণমুচ্যতে।
সোহপি দোষঃ স্বভাবাবস্থিতো ন তু দুষ্টঃ।

পৃথিবীতে সাত প্রকারের মনুষ্য দৃষ্ট হয়। কেহবা বাতপ্রকৃতি, কেহ পিত্তপ্রকৃতি, কেহ শ্লেষ্মপ্রকৃতি, কেহ বাতপিত্তপ্রকৃতি, কেহ বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি, কেহ পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি ও কেহ ত্রিদোষপ্রকৃতি। শুক্র শোণিতের পরস্পর সংযোগকালে যে দোষ উৎকটরূপে অবস্থিতি করে, তাহার দ্বারাই প্রকৃতি বিশেষ উৎপন্ন হয়। ঐ উৎকট রোগকে দূষিত বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে, উহাকে স্বাভাবিক বলিয়াই গণনা করিতে হইবে। উল্লিখিত প্রকৃতি সকলের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

তত্র বাতপ্রকৃতিলক্ষণম্।

জাগরূকঃ, শীতদ্বেষী, দুর্ভগঃ, স্তেনো, মৎসর্য্যনার্য্যঃ, স্ফুটিতকরচরণোঽতিরূক্ষশ্মশ্রুনখকেশঃ ক্রোধী দন্তনখখাদী চ ভবতি।

অধৃতিরদৃঢ়সৌহৃদঃ কৃতঘ্নঃ
কৃশপরুষো ধমনীততঃ প্রলাপী
দ্রুতগতিরটনোঽনবস্থিতাত্মা।
বিয়দপি গচ্ছতি সম্ভ্রমেণ সুপ্তঃ।
অব্যবস্থিতমতিশ্চঞ্চলদৃষ্টি-
র্মন্দরত্নধনসঞ্চয়মিত্রঃ।
কিঞ্চিদেব বিলপত্যনিবদ্ধং
মারুতপ্রকৃতিরেষ মনুষ্যঃ॥
বাতিকাশ্চাজগোমায়ুশশাখূষ্ট্রশুনাং তথা।
গৃধ্রকাকখরাদীনামানূকৈঃ কীর্ত্তিতা নরাঃ॥

বাতপ্রকৃতিশালী মনুষ্য জাগরণশীল, শীতবিদ্বেষী, দুর্ভাগ্য, চৌর, মৎসর স্বভাব, ক্ষুদ্রচিত্ত ও কোপন স্বভাব হইয়া থাকে। ইহাদের হস্ত ও পাদ স্ফুটিত এবং শ্মশ্রু নখ ও কেশ রূক্ষভাবাপন্ন হয়। ইহারা দন্তদ্বারা দন্ত ও নখ কামড়াইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহারা অধৈর্য্য, কৃতঘ্ন, কৃশ, কর্কশদেহ, অসম্বদ্ধভাষী, দ্রুতগামী, ভ্রমণশীল, অব্যবস্থচিত্ত ও চঞ্চলদৃষ্টি হয়। ইহাদের গাত্রে শিরাসমূহ সুব্যক্তরূপে দৃষ্ট হয়। এই প্রকৃতির মনুষ্যেরা কাহারও সহিত দৃঢ় প্রণয়ে বদ্ধ হইতে বা অধিক ধনসঞ্চয় করিতে পারে না। ইহারা স্বপ্নে আকাশগামী হইয়া থাকে। বাতপ্রকৃতির মনুষ্যগণ

ছাগ, শৃগাল, শশক, মূষিক, উষ্ট্র, কুক্কুর, গৃধ্র, কাক ও গর্দ্দভাদির ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে।

পিত্তপ্রকৃতিলক্ষণম্।

স্বেদনো দুর্গন্ধঃ পীতশিথিলাঙ্গস্তাম্রনখনয়নতালুজিহ্বৌষ্ঠপাণিপাদতলো দুর্ভগো বলীপলিতখালিত্যজুষ্টো বহুভূগুষ্ণদ্বেষী ক্ষিপ্রকোপপ্রসাদো মধ্যমবলো মধ্যমায়ুশ্চ ভবতি।

মেধাবী নিপুণমতির্বিগৃহ্য বক্তা
তেজস্বী সমিতিষু দুর্নিবারবীর্য্যঃ।
সুপ্তঃ সন্ কনকপলাশকর্ণিকারান্
সম্পশ্যেদপি চ হুতাশবিদ্যুদুল্কাঃ॥
ন ভয়াৎ প্রণমেদনতেষ্বমৃদুঃ
প্রণতেষ্বপি সান্ত্বনদানরুচিঃ।
ভবতীহ সদা ব্যথিতাস্য গতিঃ
স ভবেদিহ পিত্তকৃতপ্রকৃতিঃ॥
ভুজঙ্গোলূকগন্ধর্ব্বযক্ষমার্জ্জারবানরৈঃ।
ব্যাঘ্রর্ক্ষনকুলানূকৈঃ পৈত্তিকাস্তু নরাঃ স্মৃতাঃ॥

পিত্তপ্রকৃতিক মনুষ্যের অধিক পরিমাণে স্বেদনির্গম, মুখাদিতে দুর্গন্ধ, অঙ্গ শিথিল ও পীতবর্ণ, নখ, নয়ন, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, করতল ও পদতল পীতবর্ণ, দৌর্ভাগ্য, অকালে বলী ও কেশাদির পক্কতা, টাকরোগ, অধিক ভোজনশক্তি, উষ্ণ বিদ্বেষ, সামান্য কারণেই ক্রোধোদয় আবার অল্পেই তুষ্টি, মধ্যবিধ বল ও মধ্যমরূপ আয়ুঃ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহারা মেধাবী, নিপুণ বুদ্ধি ও তেজস্বী হইয়া থাকে এবং সূক্ষ্মরূপে ও যুক্তিসঙ্গত মতে বিবেচনা, ও বক্তার প্রকৃতি তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া বাক্য প্রয়োগ করে। সভামধ্যে তর্ক বিষয়ে ইহাদের শক্তি দুরভিভবনীয়। ইহারা স্বপ্নে স্বর্ণ, পলাশ, কর্ণিকার, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও উল্কা এই সমস্ত দর্শন করে। এই প্রকৃতির লোকেরা কাহারও নিকট ভয়ে নত হয় না, যাহারা নত হয়না, ইহারা তাহাদিগের নিকট কদাচ মৃদুতা স্বীকার করেনা, কিন্তু প্রণত ব্যক্তিদিগের প্রতি সদয় হইয়া তাহাদিগকে প্রিয়বাক্যে তুষ্ট করে। ইহারা সর্ব্বদা ব্যথিত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। পিত্ত প্রকৃতিক মনুষ্যেরা সর্প, পেচক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিড়াল, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও নকুল প্রভৃতির ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে।

কফপ্রকৃতিলক্ষণম্।

প্রিয়ঙ্গুদূর্ব্বাশরকাণ্ডদর্ভগোরোচনাপদ্মানামন্যতমবর্ণঃ সুভগঃ প্রিয়দর্শনো মধুরপ্রিয়ঃ কৃতজ্ঞো ধৃতিমান্ সহিষ্ণুরলোলুপো বলবাংশ্চিরগ্রাহী দৃঢবৈরশ্চ ভবতি।

শুক্লাক্ষঃ স্থিরকুটিলাতিনীলকেশো
লক্ষ্মীবান্ জলদমৃদঙ্গসিংহঘোষঃ।
সুপ্তঃ সন্ শশকলহংসচক্রবাকান্
সম্পশ্যেদপি চ জলাশয়ান্ মনোজ্ঞান্॥
রক্তান্তনেত্রঃ সুবিভক্তগাত্রঃ
স্নিগ্ধচ্ছবিঃ সত্ত্বগুণোপপন্নঃ।
ক্লেশক্ষমো মানয়িতা গুরূণাং
জ্ঞেয়ো বলাসপ্রকৃতির্মনুষ্যঃ॥
দৃঢশাস্ত্রমতিঃ স্থিরমিত্রধনঃ
পরিগণ্য চিরাৎ প্রদদাতি বহু।
পরিনিশ্চিতবাক্যপদঃ সততং
গুরুমানকরশ্চ ভবেৎ স সদা॥
ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রবরুণৈঃ সিংহাশ্বগজগোবৃষৈঃ।
তার্ক্ষ্যহংসসমানূকাঃ শ্লেষ্মপ্রকৃতয়ো নরাঃ॥

শ্লেষ্মপ্রকৃতিক মনুষ্যগণের বর্ণ প্রিয়ঙ্গু, দূর্ব্বা, শরকাণ্ড, কুশ, গোরোচনা ও পদ্ম ইহাদের অন্যতমের বর্ণের ন্যায় হইয়া থাকে। ইহারা সৌভাগ্যশালী, প্রিয়দর্শন, মিষ্টদ্রব্যপ্রিয়, কৃতজ্ঞ, ধৈর্য্যশালী, সহিষ্ণু, অলোভী, বলবান্, চিরগ্রাহী, দৃঢ়বৈর, শুক্লনেত্র ও

ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ইহাদের কেশ সকল দৃঢ় কুটীল ও নীলবর্ণ এবং মেঘ, মৃদঙ্গ ও সিংহের ন্যায় গম্ভীর স্বর হইয়া থাকে। ইহারা নিদ্রাবস্থায় শশক, কলহংস, চক্রবাক ও মনোহর জলাশয় সমস্ত দর্শন করে। ইহাদের নেত্রের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুবিভক্ত ও কান্তি স্নিগ্ধ হয়। ইহারা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, শাস্ত্রে দৃঢ়মতি, স্থিরসৌহৃদ্য ও প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালক হয় এবং দানকার্য্যে বহুক্ষণ বিবেচনার পর বহু পরিমাণে দান করিয়া থাকে। কফপ্রকৃতিক মনুষ্যগণ ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, গরুড় এবং সিংহ, অশ্ব, গজ, গো, বৃষ ও হংসের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন হয়।

দ্বয়োর্ব্বা ত্রিসৃণাং বাপি প্রকৃতীনান্তু লক্ষণৈঃ।
জ্ঞাত্বা সংসর্গজা বৈদ্যঃ প্রকৃতীরভিনির্দ্দিশেৎ॥

উল্লিখিত লক্ষণ সমস্তের মধ্যে কোন দুইপ্রকার বা সকল প্রকার প্রকৃতির লক্ষণের সংমিশ্রণানুসারে দ্বন্দজ বা সান্নিপাতিক প্রকৃতি নির্ণয় করিবে।

প্রকোপো বান্যথাভাবঃ ক্ষয়ো বা নোপজায়তে।
প্রকৃতীনাং স্বভাবেন জায়তে তু গতায়ুষঃ॥
বিষজাতো যথা কীটো ন বিষেণ বিপদ্যতে।
তদ্বৎ প্রকৃতয়ো মর্ত্ত্যাং শক্নুবন্তি ন বাধিতুম্॥

প্রকৃতির স্বভাব দ্বারা দোষের প্রকোপ, বৈলক্ষণ্য বা ক্ষয় হয় না, উহাদের ক্ষয়াদির কারণ আয়ুঃক্ষয়। বিষোৎপন্ন কীট যেরূপ বিষদ্বারা বিপন্ন (মৃত) হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতি দ্বারাও মনুষ্যের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

অত্র প্রসঙ্গাদ্বয়োবিভাগঃ কথ্যতে। বয়স্তু ত্রিবিধং বাল্যং মধ্যং বার্দ্ধকমিতি। তত্রোনষোড়শবর্ষা বালাস্তেপি ত্রিবিধাঃ ক্ষীরপাঃ ক্ষীরান্নাদা অন্নাদা ইতি। তেষু সংবৎসরপরাঃ ক্ষীরপাঃ দ্বিসংবৎসরপরাঃ ক্ষীরান্নাদাঃ পরতোঽন্নাদাঃ ইতি। ষোড়শসপ্তত্যোরন্তরে মধ্যং বয়স্তস্য বিকল্পো বৃদ্ধি র্যৌবনং সংপূর্ণতা হানিরিতি। তত্রাবিংশতেবৃ দ্ধিরাত্রিশংতো যৌবনমাচত্বারিংশতঃ সর্ব্বধাত্বিন্দ্রিয়বলবীর্য্যসম্পূর্ণতা অত উর্দ্ধমীষৎপরিহানির্যাবৎ সপ্ততিরিতি। সপ্ততেরূর্দ্ধং ক্ষীয়মাণ ধাত্বিন্দ্রিয়বলবীর্য্যোৎসাহমহন্যহনি বলীপলিতখালিত্যজুষ্টং কাসশ্বাসপ্রভৃতিভিরুপদ্রবৈরভিভূয়মানং সর্ব্বক্রিয়াস্বসমর্থং জীর্ণাগারমিবাভিবৃষ্টমবসীদন্তং বৃদ্ধমাচক্ষতে। তত্রোত্তরোত্তরাসু বয়োঽবস্থাস্বত্তরোত্তরা ভেষজমাত্রাবিশেষা ভবন্তীতে চ পরিহাণেস্তত্রাদ্যাপেক্ষয়া প্রতিকুর্ব্বীত।

বালে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা মধ্যমে পিত্তমেবতু।
ভূয়িষ্ঠং বর্দ্ধতে বায়ুর্বৃদ্ধে তদ্বীক্ষ্য যোজয়েৎ॥
অগ্নিক্ষারবিরেকৈস্তু বালবৃদ্ধৌ বিবর্জ্জয়েৎ।
তৎসাধ্যেষু বিকারেষু মৃদ্বীং কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং শনৈঃ॥

এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে মনুষ্যগণের বয়োবিভাগ লিখিত হইতেছে। বয়স্ তিন প্রকার, যথা—বাল্য, মধ্যম ও বার্দ্ধক্য। তন্মধ্যে জন্মকাল হইতে ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে বাল্য, ১৬ হইতে ৭০ বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে মধ্যম ও তৎপরবর্ত্তী সমস্ত জীবন কালকে বার্দ্ধক্য। ১৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক মনুষ্যের সাধারণ নাম বালক, ঐ বালক দুগ্ধজীবী, দুগ্ধান্নজীবী ও অন্নজীবী ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশুকে দুগ্ধজীবী কহে, কারণ এইকালে শিশুর দুগ্ধ ভিন্ন আর কোন পদার্থ দ্বারা জীবন রক্ষা হইবার উপায় নাই। এক বৎসরের পর হইতেই দুই বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর নাম দুগ্ধান্নজীবী। তৎপরে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ককে অন্নজীবী বলা যায়। মধ্যম বয়সের মধ্যে চারি প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়, ইহার প্রথমাংশ অর্থাৎ ১৬ হইতে

২০বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধিকাল, দেহের অঙ্গাদির বৃদ্ধি হইবার চরম সীমা এই পর্য্যন্ত, ইহার পর আর উহাদের বৃদ্ধি হয় না। তৎপরে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত কালকে যৌবন কহে। ইহার পর ৪০ বৎসরের মধ্যে যাবতীয় ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল ও বীর্য্য এই সকলের সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি হয়। অতঃপর ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত এই সকলের ঈষৎ ক্ষীণতা হইয়া থাকে (প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণের শরীর দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও আয়ুঃ দীর্ঘ ছিল, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য হইয়াছে, সুতরাং লিখিত লক্ষণ সমস্তের সহিত এক্ষণকার বয়সের লক্ষণের ঐক্য হয় না, এক্ষণে ৫০ বৎসর বয়সের পরই প্রায় বার্দ্ধক্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়)। ৭০ বৎসর বয়সের পর ক্রমশঃ সমস্ত ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্য ও উৎসাহের ক্ষয়, দিন দিন শরীর পরিব্যাপ্ত, কেশ সকল পক্ক ও খালিত্য (টাকরোগ) উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় মনুষ্য কাস, শ্বাস প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত, সর্ব্বকার্য্যে অশক্ত ও অবসন্ন হইয়া জীর্ণাগারবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া আয়ুক্ষয়ে সেই অকর্ম্মণ্য ও ভারভূত দেহ পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত যাতনা সমস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

যেরূপ বয়োবিভাগ লিখিত হইল, তদনুসারে ঔষধের মাত্রা স্থির করিবে। অর্থাৎ বাল্যাবস্থায় অতি অল্পমাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করা উচিত, পরে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু দেহের ক্ষয়কালে অর্থাৎ ৪০ বৎসর বয়সের পর হইতে ক্রমশঃ উহার মাত্রা হ্রাস করা কর্ত্তব্য। বৃদ্ধাবস্থায় বাল্যকালোচিত মাত্রা ব্যবহার্য্য। বাল্যাবস্থায় শ্লেষ্মার, মধ্যম বয়সে পিত্তের ও বৃদ্ধবয়সে বায়ুর বৃদ্ধি হয়। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া যে অবস্থায় যে ঔষধ যোগ্য তাহা স্থির করিবে। বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অগ্নিক্রিয়া, ক্ষারকর্ম্ম ও বিরেচন নিষিদ্ধ, ঐ সকল ক্রিয়াসাধ্য পীড়ায় নিতান্ত আবশ্যক হইলে মৃদুরূপে তত্তৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্।

২৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ও ষোড়শ বর্ষীয়া নারী উভয়ে তুল্যবীর্য্য সম্পন্ন হয়।

অথ সারান্ বক্ষ্যামঃ। স্মৃতিভক্তিপ্রজ্ঞাশৌর্য্যশৌচোপেতং কল্যাণাভিনিবেশং সত্ত্বসারং বিদ্যাৎ। স্নিগ্ধসংহতশ্বেতাস্থিদন্তনখং বহুলকামপ্রজং শুক্রেণ। অকৃশমুত্তমবলং স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরং সৌভাগ্যোপপন্নং মহানেত্রঞ্চ মজ্জামহাশিরস্কন্ধদৃঢ়দন্তহন্বস্থিনখমস্থিভিঃ। স্নিগ্ধমূত্রস্বেদস্বরং বৃহচ্ছরীরমায়াসসহিষ্ণুং মেদসা। অচ্ছিদ্রগাত্রং গূঢ়াস্থিসন্ধিং মাংসোপচিতঞ্চ মাংসেন। স্নিগ্ধতাম্রনখনয়নতালুজিহ্বৌষ্ঠপাণিপাদতলং রক্তেন। সুপ্রসন্নমৃদুত্বগ্রোমাণং ত্বক্সারং বিদ্যাৎ। ইত্যেষাং পূর্ব্বঃ-পূর্ব্বঃ প্রধানমায়ুঃ সৌভাগ্যয়োরপি।

স্মরণশক্তি, ভক্তি, বুদ্ধি, বল ও শুচিতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সত্ত্বপ্রধান (ওজঃসার সম্পন্ন) জানিবে। ইহারা সর্ব্বদা সদনুষ্ঠানে অভিনিবিষ্ট থাকেন। শুক্রসারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দেহ স্নিগ্ধ, অস্থি, দন্ত ও নখ দৃঢ় ও শুভ্রবর্ণ, রতিশক্তি অধিক ও বহু সন্তান উৎপন্ন হয়। মজ্জসারবান্ ব্যক্তিদিগের দেহ কৃশতারহিত, স্বর স্নিগ্ধ ও গম্ভীর এবং চক্ষুঃ বৃহৎ হয়। ইহারা সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে। অস্থিসার

সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মস্তক ও স্কন্ধ বৃহৎ এবং দন্ত, হনু, অস্থি ও নখ শুভ্রবর্ণ হয়। মেদঃসারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মূত্র ও স্বেদ চিক্কণ, স্বর গম্ভীর ও শরীর বৃহৎ হয়। ইহারা ক্লেশ সহিষ্ণু হইয়া থাকে। মাংস-সারসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অস্থি ও সন্ধিস্থান সমস্ত গূঢ় এবং গাত্র মাংসল। রক্তোৎকর্ষ দ্বারা নখ, নয়ন, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, হস্ততল ও পদতল তাম্রবর্ণ ও চিক্কণ হয়। ত্বকসার-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ত্বক্ ও রোম সমস্ত প্রসন্ন ও মৃদু হইয়া থাকে। উল্লিখিত ধাতুসারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আয়ুষ্মান্ ও সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে। বাহ্যধাতু অপেক্ষা আভ্যন্তরিক ধাতু সমস্তের উৎ-কর্ষ দীর্ঘায়ুর লক্ষণ।

সত্ত্ববান্ সহতে সর্ব্বং সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
রাজসঃ স্তভ্যমানোঽন্যৈঃ সহতে নৈব তামসঃ।

সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ স্বয়ং আত্মসংযম করিয়া বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন। রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিরা অন্যকর্ত্তৃক স্তম্ভীকৃত হইয়া ক্লেশ সহিয়া থাকেন। তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তিরা কোন প্রকারে কষ্ট সহিতে পারে না।

অথারিষ্টলক্ষণবর্ণনাধ্যায়ঃ।

পুষ্পং যথা পূর্ব্বরূপং ফলস্যেহ ভবিষ্যতঃ।
তথা লিঙ্গমরিষ্টাখ্যং পূর্ব্বরূপং মরিষ্যতঃ।
অপ্যেব তু ভবেৎ পুষ্পং ফলেনাননুবন্ধি যৎ।
ফলঞ্চাপি ভবেৎ কিঞ্চিদ্যস্য পুষ্পং ন পূর্ব্বজম্।
ন ত্বরিষ্টস্য জাতস্য নাশোঽস্তি মরণাদৃতে।
মরণঞ্চাপি তন্নাস্তি যন্নারিষ্টপুরঃসরম্।
মিথ্যাদৃষ্টমরিষ্টাভমনরিষ্টমজ্ঞানতা।
অরিষ্টঞ্চাপ্যসম্বুদ্ধমেতৎ প্রজ্ঞাপরাধজম্।
তানি সৌক্ষ্ম্যাৎ প্রমাদাদ্বা তথৈবাশু ব্যতিক্রমাৎ।
গৃহ্যন্তে নোদ্গতান্যজ্ঞৈর্মুমূর্ষোর্নত্বসম্ভবাৎ।
অসিদ্ধিমাপ্নুয়াল্লোকে প্রতিকুর্ব্বন্ গতায়ুষঃ।
অতো রিষ্টানি যত্নেন লক্ষয়েৎ কুশলো ভিষক্।

যেরূপ পুষ্প ভাবিফলের পূর্ব্বরূপ, অর্থাৎ পুষ্প দেখিয়া অনুমান করা যায়, যে পরে ফল জন্মিবে, তদ্রূপ অরিষ্টলক্ষণ (নিয়ত মরণজ্ঞাপক চিহ্ন) দ্বারা ভাবী মৃত্যু নিশ্চয় করা যায়। অনেক পুষ্প, ফলে পরিণত হয় না এবং কোন কোন ফলও পুষ্প ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু অরিষ্ট চিহ্ন উপস্থিত হইলে অবশ্যই মৃত্যু ঘটনা হইয়া থাকে এবং এরূপ মৃত্যুই নাই, যাহার পূর্ব্বে অরিষ্ট লক্ষণ উপস্থিত না হয়। অনেকস্থলে এরূপ বোধ হইতে পারে, যে অরিষ্ট লক্ষণ উপস্থিত হইল, কিন্তু রোগীর মৃত্যু হইল না বা মৃত্যু ঘটনা হইল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কোন অরিষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হইল না, কিন্তু এরূপ বিভ্রমাত্মক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহাকে অরিষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা প্রকৃত অরিষ্ট চিহ্ন নহে, অজ্ঞানতা বশতঃ ঐরূপ ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছিল। আর কোন কোন মৃত্যুর পূর্ব্বে অরিষ্ট লক্ষণ সমস্ত বুঝিতে না পারিবার কারণ এই উক্ত লক্ষণ সমস্ত হয়ত অতি সূক্ষ্মরূপে উদ্গত হইয়াছিল অথবা শীঘ্র শীঘ্র এক লক্ষণের পরিবর্ত্তন হইয়া অপর লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, তজ্জন্যই অনুমিত হয় নাই; অথবা এরূপ হইতে পারে যে, বিশেষ মনোযোগ না দেওয়াতেই বুঝিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক ইহা নিশ্চিত যে মৃত্যুর পূর্ব্বে অবশ্যই অরিষ্ট লক্ষণ উদ্ভূত হইবে। তবে উহা বুঝিতে না পারিবার কারণ অজ্ঞাত অথবা বিশেষ মনঃসংযোগের অভাবমাত্র। গতায়ুঃ

ব্যক্তির চিকিৎসায় ব্রতী হইলে অবশ্যই বিফলপ্রয়াস হইতে হইবে। অতএব চিকিৎসকের পক্ষে অরিষ্ট লক্ষণ সমস্ত অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

শরীরশীলয়োর্যস্য প্রকৃতের্বিকৃতির্ভবেৎ।
তত্ত্বরিষ্টং সমাসেন ব্যাসতস্তু নিবোধ মে॥
শৃণোতি বিবিধান্ শব্দান্ যো দিব্যানামভাবতঃ।
সমুদ্রপুরমেঘানামসম্পত্তৌ চ নিঃস্বনান্॥
তান্ স্বনান্ নাবগৃহ্লাতি মন্যতে চান্যশব্দবৎ।
গ্রাম্যারণ্যস্বনাংশ্চাপি বিপরীতান্ শৃণোত্যপি॥
দ্বিষচ্ছব্দেষু রমতে সুহৃচ্ছব্দেষু কুপ্যতি।
ন শৃণোতি চ যোঽকস্মাৎ তং ব্রুবন্তি গতায়ুষম্॥
যস্তূষ্ণমিব গৃহ্লাতি শীতমুষ্ণঞ্চ শীতবৎ।
সঞ্জাতশীতপিড়কো যশ্চ দাহেন পীড্যতে॥
উষ্ণগাত্রোঽতিমাত্রশ্চ যঃ শীতেন প্রবেপতে।
প্রহারান্ নাভিজানাতি যোঽঙ্গচ্ছেদং তথাপি বা॥
পাংশুনেবাবকীর্ণানি যস্য গাত্রাণি মন্যতে।
বর্ণান্যভাবো রাজ্যো বা যস্য গাত্রে ভবন্তি হি॥
স্নাতানুলিপ্তং যঞ্চাপি ভজন্তে নীলমক্ষিকাঃ।
সুগন্ধির্যাতি যোঽকস্মাৎ তং ব্রুবন্তি গতায়ুষম্॥
বিপরীতেন গৃহ্লাতি রসান্ যশ্চোপযোজিতান্।
উপযুক্তাঃ ক্রমাদ্যস্য রসা দোষাভিবৃদ্ধয়ে॥
যস্য দোষাগ্নিসাম্যঞ্চ কুর্য্যুর্মিথ্যোপযোজিতাঃ।
যো বা রসান্ ন সংবেত্তি গতাসুং তং প্রচক্ষতে॥
সুগন্ধং বেত্তি দুর্গন্ধং দুর্গন্ধস্য সুগন্ধিতাম্।
যো বা গন্ধান্ ন জানাতি গতাসুং তং বিনির্দ্দিশেৎ॥
দ্বন্দ্বান্যুষ্ণহিমাদীনি কালাবস্থা দিশস্তথা।
বিপরীতেন গৃহ্লাতি ভাবানন্যাংশ্চ যো নরঃ॥
দিবা জ্যোতীংষি যশ্চাপি জ্বলিতানীব পশ্যতি।
রাত্রৌ সূর্য্যং জ্বলন্তং বা দিবা বা চন্দ্রবর্চ্চসম্॥
অমেঘোপপ্লবে যশ্চ শক্রচাপতড়িদ্গুণান্।
তড়িত্বতোঽসিতান্ যো বা নির্ম্মলে গগনে ঘনান্॥
বিমানযানপ্রাসাদৈর্যশ্চ সঙ্কুলমম্বরম্।
যশ্চানিলং মূর্ত্তিমন্তমন্তরীক্ষঞ্চ পশ্যতি॥
ধূমনীহারবাসোভিরাবৃতামিব মেদিনীম্।
প্রদীপ্তমিব লোকঞ্চ যো বা প্লুতমিবাম্ভসা॥
ভূমিমষ্টাপদাকারাং লেখাভির্যশ্চ পশ্যতি।
জ্যোৎস্নাদর্শোষ্ণতোয়েষু ছায়াং যশ্চ ন পশ্যতি॥
পশ্যত্যেকাঙ্গহীনাং বা বিকৃতাং বান্যসত্ত্বজাম্॥
শ্বকাককঙ্ক গৃধ্রাণাং প্রেতানাং যক্ষরক্ষসাম্।
পিশাচোরগনাগানাং ভূতানাং বিকৃতামপি॥
যো বা ময়ূরকণ্ঠাভং বিধূমং বহ্নিমীক্ষতে।
আতুরস্য ভবেন্মৃত্যুঃ স্বস্থো ব্যাধিমবাপ্নুয়াৎ॥

সংক্ষেপতঃ, শরীর ও স্বভাবের প্রকৃতি বিপর্য্যই অরিষ্ট লক্ষণ জানিবে। উক্ত লক্ষণ সমস্ত বিস্তারিতরূপে লিখিত হইতেছে। যে ব্যক্তি বজ্রনির্ঘোষাদি দিব্য শব্দের অভাবেও তাহা শ্রবণ করে এবং সমুদ্র ও মেঘাদির শব্দ না হইলেও তাহা বোধ করে, অথবা ঐ সমস্ত শব্দ উপস্থিত হইলেও তাহা শুনিতে পায় না কিংবা অন্য শব্দবৎ বোধ করে, গ্রাম্য ও আরণ্য শব্দ সমস্ত বিপরীত-রূপে বোধ করে, শত্রুশব্দে হৃষ্ট ও মিত্রশব্দে কুপিত হয়, অথবা হঠাৎ শব্দবোধশক্তিরহিত হয়, তাহার মৃত্যু নিকট জানিবে। যে ব্যক্তি শীতল দ্রব্যকে উষ্ণবৎ ও উষ্ণ দ্রব্যকে শীতলবৎ বোধ করে, যে ব্যক্তি শীতল ব্রণযুক্ত অথচ দাহপীড়িত হয়, যে ব্যক্তি উষ্ণগাত্র হইয়াও শীতে কম্পমান হয়, প্রহার বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যে তাহাতে ব্যথা বোধ করে না, যে ব্যক্তি আপনার গাত্র ধূলিব্যাপ্তবৎ বোধ করে, যাহার শরীরে বর্ণের ব্যত্যয় বা রেখা সমস্ত উপস্থিত হয়, স্নানানুলেপনান্তেও যাহার গাত্রে নীল মক্ষিকাসকল উপবিষ্ট হয় এবং যে ব্যক্তির অকস্মাৎ সুগন্ধি নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহাকে গতায়ুঃ জানিবে। যে দ্রব্যের যেরূপ আস্বাদ, তাহার বিপরীতরূপে যে ব্যক্তি বোধ করে, রসের যথাবিধি সেবন দ্বারা দোষ সাম্য হয় এবং যে ব্যক্তি এক-বারেই রসবোধ শক্তি রহিত হয় তাহার

মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। সুগন্ধকে দুর্গন্ধবৎ দুর্গন্ধকে সুগন্ধবৎ বোধকরা অথবা একেবারে গন্ধাঘ্রাণশক্তিরহিত হওয়া আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ জানিবে। উষ্ণ ও হিম ইত্যাদি দ্বন্দ্ব (বিপরীত গুণশালী দ্রব্য) সমস্ত, কালাবস্থা ও দিক্‌ এই সকল এবং অন্যান্য ভাবসমস্ত যে ব্যক্তি বিপরীতরূপে গ্রহণ করে, যে দিবসে প্রজ্জ্বলিতবৎ জ্যোতিঃ পদার্থ (নক্ষত্রাদি) দর্শন করে, রাত্রিতে প্রজ্জ্বলিত সূর্য্যবৎ দর্শন করে এবং দিবসে চন্দ্রবৎ সূর্য্য দর্শন করে, মেঘের অভাবেও ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ দেখিতে পায়, নির্ম্মল আকাশে বিদ্যুৎ সহিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দর্শন করে, যে ব্যক্তি আকাশে, বিমান, যান ও প্রাসাদ সমূহ দর্শন করে, বায়ু ও আকাশকে মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখে, পৃথিবীকে ধূম, নীহার ও বস্ত্র দ্বারা আবৃতবৎ বোধ করে, যে ব্যক্তি জগৎকে প্রদীপ্ত বা জলপ্লুতবৎ এবং পৃথিবীকে স্বর্ণময়ী বা রেখাঙ্কিতবৎ বোধ করে, জ্যোৎস্না, দর্পণ ও উষ্ণজলে ছায়া দেখিতে পায় না, অথবা একাঙ্গী বা বিকৃত ছায়া কিংবা নিজ ছায়াকে অন্য প্রাণীর ছায়ার ন্যায় দেখে এবং কুক্কুর, কাক, কঙ্ক ও গৃধ্র ইহাদের ছায়া অথবা অন্যবিধ বিকৃত ছায়া দর্শন করে এবং ধূমরহিত অগ্নিকে ময়ূরকণ্ঠ সদৃশ দর্শন করে, তাহাদের মৃত্যু আসন্নতর জানিবে। আতুর সম্বন্ধে উল্লিখিত লক্ষণ সকল উপস্থিত হইলে তাহার মৃত্যু এবং সুস্থ ব্যক্তির হইলে তাহার পীড়া উপস্থিত হয়।

শ্যাবা লোহিতিকা নীলা পীতিকা বাপি মানবম্‌।
অভিদ্রবন্তি যং ছায়াঃ স পরাসুরসংশয়ম্‌ ।
হ্রীশ্রিয়ৌ নশ্যতো যস্য তেজ ওজঃ স্মৃতিঃ প্রভা।
অকস্মাদ্‌ যং ভজন্তে বা স পরাসুরসংশয়ম্‌ ।
যস্যাধরৌষ্ঠঃ পতিতঃ ক্ষিপ্তশ্চোর্দ্ধং তথোত্তরম্‌।
উভৌ বা জাম্ববাভাসৌ দুর্লভং তস্য জীবিতম্‌ ।

আরক্তা দশনা যস্য শ্যাবা বা স্যুঃ পতন্তি চ।
খঞ্জনপ্রতিমা বাপি তং গতায়ুষমাদিশেৎ ।
কৃষ্ণা স্তব্ধাবলিপ্তা বা জিহ্বা শূনা চ যস্য বৈ।
কর্কশা বা ভবেদ্‌যস্য সোঽচিরাদ্‌বিজহাত্যসূন্‌ ।
কুটিলা স্ফুটিতা বাপি শুষ্কা বা যস্য নাসিকা।
অবস্ফূর্জ্জতি ভগ্না বা ন স জীবতি মানবঃ ।
সংক্ষিপ্তে বিষমে স্তব্ধে রক্তে স্রস্তে চ লোচনে।
স্যাতাং বা প্রস্রুতে যস্য স গতাসুর্নরো ধ্রুবম্‌ ।
কেশাঃ সীমন্তিনো যস্য সংক্ষিপ্তে বিনতে ভ্রুবৌ।
লুঠন্তি চাক্ষিপক্ষ্মাণি সোঽচিরাদ্‌যাতি মৃত্যবে ।
নাহরত্যন্নমাস্যস্থং ন ধারয়তি যঃ শিরঃ।
একাগ্রদৃষ্টির্মূঢ়াত্মা সদ্যঃ প্রাণান্‌ জহাতি স ।
বলবান্‌ দুর্ব্বলো বাপি সম্মোহং যোঽধিগচ্ছতি।
উত্থাপ্যমানো বহুশস্তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ।
উত্তানঃ সর্ব্বদা শেতে পাদৌ বিকুরুতে চ যঃ।
বিপ্রসারণশীলো বা ন স জীবতি মানবঃ ।
শীতপাদকরোচ্ছ্বাসশ্ছিন্নশ্বাসশ্চ যো ভবেৎ।
কাকোচ্ছ্বাসশ্চ যো মর্ত্ত্যস্তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ।
নিদ্রা ন ছিদ্যতে যস্য যো বা জাগর্ত্তি সর্ব্বদা।
মুহ্যেদ বা বক্তুকাম স্তপ্রত্যাখ্যেয়ঃ স জানতা ।
উত্তরৌষ্ঠঞ্চ যো লিহ্যাদ্‌হুঙ্কারাংশ্চ করোতি যঃ।
প্রেতৈর্বা ভাষতে সার্দ্ধং প্রেতরূপং তমোদিশেৎ ।
খেভ্যঃ সরোমকূপেভ্যো যস্য রক্তং প্রবর্ত্ততে
পুরুষস্যাবিষার্ত্তস্য সদ্যো জহ্যাৎ স জীবিতম্‌ ।
বাতাষ্ঠিলা তু হৃদয়ে যস্যোর্দ্ধমনুবাসিনী।
রুজান্নবিদ্বেষকরী স পরাসুরসংশয়ম্‌ ।
অনোন্যপত্রবকৃতঃ শোথঃ পাদসমুত্থিতঃ।
পুরুষং হন্তি নারীন্তু মুখজো গুহ্যজো দ্বয়ম্‌ ।
অতিসারো জ্বরো হিক্কা ছর্দ্দিঃ শূনাণ্ডমেঢ্রতা।
শ্বাসিনঃ কাসিনো বাপি যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ ।
স্বেদো দাহশ্চ বলবান্‌ হিক্কা শ্বাসশ্চ মানবম্‌।
বলবন্তমপি প্রাণৈর্বিযুঞ্জন্তি ন সংশয়ঃ ।
শ্যাবা জিহ্বা ভবেদ্‌যস্য সব্যং চাক্ষি নিমজ্জতি।
মুখঞ্চ জায়তে পূতি যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ ।
বক্তুমাপূর্য্যতেঽশ্রূণাং স্বিদ্যতশ্চরণাবুভৌ।
চক্ষুশ্চাকুলতাং যাতি যমরাষ্ট্রং গমিষ্যতঃ ।
অতিমাত্রং লঘূনি স্যুর্গাত্রাণি গুরুকাণি চ।
যস্যাকস্মাৎ স বিজ্ঞেয়ো গন্তা বৈবস্বতালয়ম্‌ ।

পক্কমৎস্যবসাতৈলঘৃতগন্ধাংশ্চ যে নরাঃ।
মৃষ্টগন্ধাংশ্চ যে ভ্রান্তি গন্তারস্তে যমালয়ম্॥
যেষাং বাপি রতির্নাস্তি যাতারস্তে যমালয়ম্।
জ্বরাতিসারশোফাঃ স্যুর্যস্যান্যোন্যাবসাদিনঃ॥
প্রক্ষীণবলমাংসস্য নাসৌ শক্যশ্চিকিৎসিতুম্।
ক্ষীণস্য যস্য ক্ষুত্তৃষ্ণে হৃদ্যৈর্মিষ্টৈ র্হিতৈস্তথা॥
ন শাম্যতোঽন্নপানৈশ্চ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ।
প্রবাহিকা শিরঃশূলং কোষ্ঠশূলঞ্চ দারুণম্॥
পিপাসা বলহানিশ্চ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ।
বিষমেণোপচারেণ কর্ম্মভিশ্চ পুরাকৃতৈঃ॥
অনিত্যত্বাচ্চ জন্তূনাং জীবিতং নিধনং ব্রজেৎ॥

শ্যাব, লোহিত, নীল বা পীতবর্ণ ছায়া যাহার প্রতি অভিদ্রুত হয় অর্থাৎ যে রোগী ঐরূপ বোধ করে, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। অকস্মাৎ যাহার লজ্জা, কান্তি, তেজঃ, ওজঃ, স্মৃতি ও প্রভা নষ্ট হয়, অথবা হঠাৎ বিশিষ্টরূপস্থিত হয়, তাহার জীবন আর অল্পকালস্থায়ী জানিবে। যাহার নিম্ন ওষ্ঠ পতিত বা উর্দ্ধোষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত হয় অথবা উভয় ওষ্ঠ জামফল সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহার জীবন দুর্লভ। যাহার দন্ত সমস্ত আরক্ত, শ্যাব, খঞ্জন সদৃশ বর্ণযুক্ত অথবা হঠাৎ পতিত হয়, তাহার মৃত্যু আসন্নতর। যাহার জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক, অবলিপ্ত, শোথবিশিষ্ট বা কর্কশ হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। যাহার নাসিকা কুটিল, স্ফুটিত, শুষ্ক বা ভগ্ন হয় অথবা উচ্চৈঃশব্দে ও বেগে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার আয়ুঃ নিঃশেষ হইয়াছে জানিবে। নেত্রদ্বয় সঙ্কুচিত, বিষম, স্তব্ধ, রক্তবর্ণ, ভ্রস্ত বা স্রাবযুক্ত হইলে শীঘ্র মৃত্যু উপস্থিত হয়। কেশ সকল সীমন্তিত অর্থাৎ সিঁতি কাটার ন্যায় হওয়া, ভ্রূদ্বয় সঙ্কুচিত ও অতিশয় নত হওয়া এবং নেত্ররোম সমস্তের হঠাৎ পতন, আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ। যে ব্যক্তির মুখপ্রক্ষিপ্ত আহার গলাধঃকরণ হয় না, যে ব্যক্তি মস্তক ধারণ করিয়া থাকিতে পারে না অর্থাৎ উপবিষ্ট করাইয়া দিলে যাহার মস্তক স্থির না থাকিয়া লট্‌কাইয়া পড়ে, যে ব্যক্তি চেতনাশূন্য ও একাগ্র দৃষ্টি হইয়া থাকে, সদ্যই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। রোগী বলবান্ বা দুর্ব্বল হউক যদি তাহাকে বারংবার উত্থাপিত করিলেও উপবিষ্ট থাকিতে অসমর্থ হয় এবং পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জানিবে সে ব্যক্তি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। সর্ব্বদা উত্তানভাবে শয়ন, পাদদ্বয়ের বিকৃতীকরণ অথবা সর্ব্বদা পাদপ্রসারণ করিয়া থাকা আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ। যাহার হস্ত, পদ ও নিঃশ্বাসবায়ু শীতল হয় এবং ছিন্নশ্বাস অথবা কাকের ন্যায় উচ্ছ্বাস উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু নিকট। যাহার অবিচ্ছেদে নিদ্রা হয় অর্থাৎ কোনরূপে নিদ্রার ভঙ্গ হয় না অথবা একেবারেই নিদ্রা হয় না এবং যে ব্যক্তি কিছু বলিবার উপক্রম করিয়াই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়, তাহার রোগ অচিকিৎস্য। যে ব্যক্তি উপরের ওষ্ঠ লেহন ও উদ্গার করে, অথবা যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহে, তাহার মৃত্যু নিকট। যাহার মুখ, নাসিকা ও চক্ষু প্রভৃতি রন্ধ্র সমস্ত হইতে ও রোমকূপ সকল হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়, তাহার মৃত্যু আসন্নতর, কিন্তু বিষ সেবন দ্বারা ঐরূপ রক্তস্রাব উপস্থিত হইলে তাহা মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া স্থির করা উচিত নহে। যাহার বক্ষোদেশে বাতাষ্ঠীলা উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধগামিনী হয় এবং অত্যন্ত ব্যথা ও অন্নবিদ্বেষ উপস্থিত হয় তাহাকে গতায়ুঃ বলিয়া জানিবে। স্বকারণসম্ভূত শোথ (যাহা অন্য রোগের উপদ্রব স্বরূপ নহে) যদি পুরুষের পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধগামী হয় এবং স্ত্রীলোকের

মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া অধোগমন পূর্ব্বক গুহ্যদেশে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। শ্বাস বা কাস রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অতিসার, জ্বর, হিক্কা, বমি এবং কোষে বা লিঙ্গে শোথোৎপত্তি হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। ঘর্ম্মনির্গম, প্রবল দাহ, হিক্কা ও শ্বাস এই সমস্ত উপস্থিত হইলে বলবান্ ব্যক্তিরও জীবন বিনষ্ট হয়। জিহ্বার শ্যাববর্ণতা, বাম চক্ষের নিমগ্নতা ও মুখের অশ্রুপূর্ণতা ও আকুলতা, পদদ্বয়ে ঘর্ম্মোদ্গম, এই সমুদায় আসন্ন মৃত্যুর চিহ্ন। অকস্মাৎ যাহার দেহ অতিশয় লঘু বা গুরুতর ভারবিশিষ্ট হয়, তাহার মৃত্যু নিকট। বমনে পঙ্ক, মৎস্য, বসা, তৈল, ঘৃত বা মদ্দিত পুষ্পাদির গন্ধ উপলব্ধি হওয়া অরিষ্ট লক্ষণ। যে রোগীর অত্যন্ত অরতি (অনবস্থিত চিত্ততা) উপস্থিত হয় তাহার মৃত্যু আসন্নতর। জ্বর, অতিসার ও শোথ অন্যোন্যাবসাদী হইলে ঐ রোগত্রয়ের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন একটীকে খর্ব্ব করিয়া অপর কোনটী প্রবল হইলে এবং উহাতে যদি রোগীর বল ও মাংস অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে, আর তাহার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হৃদ্য, মিষ্ট ও হিতকর অন্নপান দ্বারা নিবারিত না হয়, অন্নপান তাহা হইলে তাহার মৃত্যু উপস্থিত জানিবে। প্রবাহিকা, শিরঃশূল, দারুণ কোষ্ঠশূল, পিপাসা ও বলক্ষয় এই সমস্ত একত্র সংঘটিত হইলে রোগীর আসন্ন মৃত্যু জানিবে। অথবা আহার বিহারাদি, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও জীবন মাত্রেরই অনিত্যতা এই ত্রিবিধ কারণ, জীবগণের জীবন বিধ্বংসের হেতু।

স্বভাবপ্রসিদ্ধানাং শরীরৈকদেশানামন্যথাভাবিত্বং মরণায়। তদ্‌যথা—শুক্লানাং কৃষ্ণতা কৃষ্ণানাং শুক্লতা রক্তানামন্যবর্ণত্বং স্থিরাণামস্থিরত্বং মৃদূনাং দৃঢ়তা চলানামচলত্বমচলানাং চলতা পৃথূনাং সংক্ষিপ্তত্বং সংক্ষিপ্তানাং পৃথুতা দীর্ঘাণাং হ্রস্বত্বং হ্রস্বানাং দীর্ঘতাঽপতনধর্ম্মিণাং পতনধর্ম্মিত্বং পতনধর্ম্মিণামপতনধর্ম্মিত্বমকস্মাচ্চ শৈত্যোষ্ণ্য স্নৈগ্ধ্য রৌক্ষ্য প্রস্তম্ভ বৈবর্ণ্যাবসদনঞ্চাঙ্গানাম্। স্বেভ্যঃ স্থানেভ্যঃ শরীরৈকদেশানামবস্রস্তোৎক্ষিপ্তভ্রান্তাবক্ষিপ্তপতিতবিমুক্তনির্গতান্তর্গতগুরুলঘুত্বানি। প্রবালবর্ণব্যঙ্গপ্রাদুর্ভাবোঽকস্মাৎ। শিরাণাঞ্চ দর্শনং ললাটে নাসাবংশে বা পিড়কোৎপত্তিঃ। ললাটে প্রভাতকালে বা স্বেদঃ। নেত্ররোগাদ্ বিনা বাশ্রুপ্রবৃত্তিঃ গোময়চূর্ণপ্রকাশস্য বা রজসো দর্শনং মূত্রপুরীষবৃদ্ধিরভুঞ্জানানাং তৎপ্রণাশো ভুঞ্জানানাম্। স্তনমূলহৃদয়োরঃসু চ শূলোৎপত্তয়ঃ। মধ্যে শূনত্বমন্তেষু পরিম্লায়িত্বং বিপর্য্যয়ো বা তথার্দ্ধাঙ্গে শ্বয়থুঃ। শোষোঽঙ্গপক্ষয়োর্বা নষ্টহীনবিকলবিকৃতস্বরতা। বিবর্ণপুষ্পপ্রাদুর্ভাবো বা দন্তমুখনখশরীরেষু। যস্য বাপ্সু কফপুরীষরেতাংসি নিমজ্জন্তি। যস্য বা দৃষ্টিমণ্ডলে ভিন্নবিকৃতানি রূপাণ্যালোক্যন্তে। স্নেহাভ্যক্তকেশাঙ্গ ইব যো ভাতি। যশ্চ দুর্ব্বলো ভক্তদ্বেষাতিসারাভ্যাং পীড্যতে। কাসমানশ্চ তৃষ্ণাভিভূতঃ। ক্ষীণচ্ছর্দ্দিভক্তদ্বেষযুক্তঃ। সফেনঃপূয়রুধিরোদ্বামী হতস্বরঃ শূলাভিপন্নশ্চ মনুষ্যঃ। শূনকরচরণবদনঃ ক্ষীণোঽন্নদ্বেষী স্রস্তপিণ্ডিকাংসপাণিপাদো জ্বরকাসাভিভূতঃ। যস্তু পূর্ব্বাহ্নে ভুক্তমপরাহ্নে ছর্দ্দয়ত্যবিদগ্ধমতিসার্যতে বা জ্বরকাসাভিভূতঃ স শ্বাসান্ম্রিয়তে। বস্তবদ্‌বিলপন্ যশ্চ ভূমৌ পততি স্রস্তমুষ্কঃ স্তব্ধমেঢ্রো ভগ্নগ্রীবঃ প্রনষ্টমেহনশ্চ মনুষ্যঃ। প্রাগ্‌বিশুষ্যমাণহৃদয় আর্দ্রশরীরো যশ্চ লোষ্ট্রং লোষ্ট্রেণাভিহন্তি কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তৃণানি বা ছিনত্তি। অধরোষ্ঠং দশত্যুত্তরোষ্ঠং বা লেঢ়ি। আলুঞ্চতি বা কর্ণৌ কেশাংশ্চ।

চিকিৎস্যমানং সম্যক্ চ বিকারো যোঽভিবর্দ্ধতে।
প্রক্ষীণবলমাংসস্য লক্ষণং তদ্‌গতায়ুষঃ॥
নিবর্ত্ততে মহাব্যাধিঃ সহসা যস্য দেহিনঃ।
ন চাহারফলং যস্য দৃশ্যতে স বিনশ্যতি॥

এতান্যরিষ্টরূপাণি সম্যগ্ বুধ্যেত যো ভিষক্।
সাধ্যাসাধ্যপরীক্ষায়াং স রাজ্ঞঃ সম্মতো ভবেৎ।

স্বভাবপ্রসিদ্ধ শরীরৈকদেশের অন্যথাভাব হওয়া আসন্ন মৃত্যুর চিহ্ন জানিবে। যথা—শুক্লাঙ্গের কৃষ্ণবর্ণতা, কৃষ্ণাঙ্গের শুক্লতা, লোহিতাংশের অন্যবর্ণতা, স্থিরাঙ্গের অস্থিরতা, মৃদু অঙ্গের দৃঢ়তা, চলিষ্ণু অঙ্গের অচলত্ব, অচল অঙ্গের চলত্ব, স্থূলাংশের সূক্ষ্মতা, সূক্ষ্মাঙ্গের স্থূলতা, দীর্ঘাঙ্গের হ্রাসতা, হ্রস্বাঙ্গের দীর্ঘতা, অপতনশীল অঙ্গের পতনধর্ম্ম, পতনশীল অঙ্গের অপতনধর্ম্মিত্ব, অকস্মাৎ অঙ্গের শীতলতা, উষ্ণতা, স্নিগ্ধতা, শুষ্কতা, বিবর্ণতা ও অবসন্নতা হওয়া, শরীরের কোন অংশ স্বস্থান হইতে স্রস্ত, উৎক্ষিপ্ত, অবক্ষিপ্ত, পতিত, বিমুক্ত, নির্গত বা অন্তর্গত হওয়া। অকস্মাৎ শরীরে প্রবাল বর্ণ ব্যঙ্গ (চিহ্ন বিশেষ) উৎপন্ন হওয়া, ললাটে শিরাদর্শন, নাসাবংশে ব্রণোৎপত্তি, প্রাতঃকালে ললাটদেশে ঘর্ম্মোদ্ভব, নেত্ররোগ ব্যতিরেকে অশ্রুনির্গম, মস্তকে গোময়চূর্ণ সদৃশ রজোদর্শন, ভোজন ব্যতীরেকেও মলমূত্র নির্গম, আহার সত্ত্বেও উহাদের অপ্রবৃত্তি, স্তনমূল, হৃদয় ও বক্ষোদেশে শূলোৎপত্তি, দেহের মধ্যাংশে শোথ অথচ হস্ত পদ শোথরহিত অথবা হস্ত পদে শোথ অথচ মধ্যদেশে শোথ বর্জ্জিত, অর্দ্ধাঙ্গে শোথোৎপত্তি, কোন অঙ্গের অথবা দেহের এক পক্ষের শোষ, স্বর একেবারে নষ্ট, হীন, বিকল বা বিকৃত হওয়া, দন্ত, মুখ ও নখাদিতে বিবর্ণ পুষ্পপ্রাদুর্ভাব অর্থাৎ ম্লান পুষ্পবৎ চিহ্নোৎপত্তি, এই সমস্ত চিহ্ন অরিষ্ট লক্ষণ জানিবে। যাহার কফ, পুরীষ ও শুক্র জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে নিমগ্ন হইয়া যায়, যাহার দৃষ্টিমণ্ডলে ছিন্ন ভিন্ন ও বিকৃত রূপ সমস্ত লক্ষিত হয়, যাহার কেশ ও অঙ্গ সমস্ত তৈলাক্তবৎ বোধ হয়, এবং যে ব্যক্তি অতিসার ও অরুচি প্রপীড়িত হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হয়, যে কাস রোগাক্রান্ত হইয়া অতিশয় তৃষ্ণায় কাতর হয়, তাহাদের মৃত্যু নিশ্চয়। যে ব্যক্তি ক্ষীণ, বমনপীড়িত, অন্নদ্বেষযুক্ত, ফেন, পূয় ও রক্ত বমন করে এবং অতিশয় শূলপীড়িত হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। যাহার হস্ত, পদ বা মুখের শোথ, ক্ষীণতা, অন্নবিদ্বেষ, পিণ্ডিকা (জানুর নিম্নস্থ মাংসপিণ্ড), স্কন্দ, হস্ত পদ স্রস্ত হয়, অতিশয় জ্বর ও কাস বর্ত্তমান থাকে, তাহার মৃত্যু নিকট। শ্বাসরোগী পূর্ব্বাহ্নে অবিদগ্ধ অবস্থায় বমন করে অথবা রেচন করে এবং জ্বর ও কাসে অভিভূত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনাশা পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি ছাগলের ন্যায় শব্দ করিয়া ভূমিতে পতিত হয়, যাহার অণ্ডকোষ স্রস্ত, লিঙ্গ স্তব্ধ, গ্রীবা ভগ্ন ও লিঙ্গ বিনষ্ট হইয়া যায়, অবিলম্বে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। যে ব্যক্তি প্রথমে বিশুষ্কহৃদয় ও পরে আর্দ্রদেহ হইয়া লোষ্ট্র দ্বারা লোষ্ট্রে বা কাষ্ঠ দ্বারা কাষ্ঠে আঘাত করে অথবা তৃণচ্ছেদন করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। যে ব্যক্তি নিম্নোষ্ঠ দংশন বা উদ্ধোষ্ঠ লেহন করে এবং কর্ণদ্বয় বা কেশ সকল আকর্ষণ করে, অচিরে তাহাকে দেহ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যে পীড়া সম্যক্রূপে চিকিৎসিত হইয়াও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রোগীর যদি বল ও মাংস ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। যদি অতি প্রবল পীড়া সহসা নিবৃত্ত হয় অথচ আহারের কোনরূপ ফল অর্থাৎ বলাদি কিছুই উৎপন্ন হয় না, তাহা হইলে উহা মৃত্যুর লক্ষণ জানিবে। যিনি এই সমস্ত অরিষ্ট লক্ষণ বিশেষরূপে অবগত হন, তিনি সাধ্যা-

সাধ্য রোগ পরীক্ষা বিষয়ে রাজসম্মত চিকিৎসক হন।

উপদ্রবৈস্তু যে জুষ্টা ব্যাধয়ো যান্ত্যবার্য্যতাম্ ।
রসায়নাদ্‌বিনা বৎস তান্ শৃণ্বেকমনা মম ॥
বাতব্যাধিঃ প্রমেহশ্চ কুষ্ঠমর্শো ভগন্দরঃ ॥
অশ্মরী মূঢ়গর্ভশ্চ তথৈবোদরমষ্টকম্ ।
অষ্টাবেতে প্রকৃত্যৈব দুশ্চিকিৎস্যা মহাগদাঃ ।
প্রাণমাংসক্ষয়শ্বাসতৃষ্ণাশোষবমিজ্বরৈ ॥
মূর্চ্ছাতিসারহিক্কাভিঃ পুনশ্চৈতৈরুপদ্রুতাঃ ।
বর্জ্জনীয়া বিশেষেণ ভিষজা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥
শূনং সুপ্তত্বচং ভগ্নং কম্পাধ্মাননিপীড়িতম্ ।
নরং রুজার্ত্তিমন্তঞ্চ বাতব্যাধির্বিনাশয়েৎ ।
যথোক্তোপদ্রবাবিষ্টমতিপ্রস্রুতমেব বা ।
পিড়কাপীড়িতং গাঢ়ং প্রমেহো হন্তি মানবম ॥
প্রভিন্নং প্রস্রুতাঙ্গঞ্চ রক্তনেত্রং হতস্বরম ।
পঞ্চকর্ম্মগুণাতীতং কুষ্ঠং হন্তীহ কুষ্ঠিনম্ ॥
তৃষ্ণারোচকশূলার্ত্তমতিপ্রস্রুতশোণিতম্ ।
শোফাতিসারসংযুক্তমর্শোব্যাধির্বিনাশয়েৎ ॥
বাতমূত্রপুরীষাণি ক্রিময়ঃ শুক্রমেব চ ।
ভগন্দরাৎ প্রস্রবন্তি যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
প্রশূননাভিবৃষণং রুদ্ধমূত্রং রুগন্বিতম ।
অশ্মরী ক্ষপয়ত্যাশু সিকতাশর্করান্বিতা ॥
গর্ভকোষপরাসঙ্গো মক্কল্লো যোনিসংবৃতিঃ ।
হন্যাৎ স্ত্রিয়ং মূঢ়গর্ভে যথোক্তাশ্চাপ্যুপদ্রবাঃ ॥
পার্শ্বভগ্নান্নবিদ্বেষশোফাতিসারপীড়িতম ।
বিরিক্তং পূর্য্যমাণঞ্চ বর্জ্জয়েদুদরার্দ্দিতম ॥
যস্তাম্যতি বিসংজ্ঞশ্চ শেতে নিপতিতোঽপি বা ।
শীতার্দ্দিতোঽন্তরুষ্ণশ্চ জ্বরেণ ম্রিয়তে নরঃ ॥
যো হৃষ্টরোমা রক্তাক্ষো হৃদি সংঘাতশূলবান্ ।
নিত্যং বক্ত্রেণ চোচ্ছ্বঃ স্যাৎ তং জ্বরো হন্তি মানবম্ ॥
হিক্কাশ্বাসপিপাসার্ত্তং মূঢ়ং বিভ্রান্তলোচনম ।
সন্ততোচ্ছ্বাসিনং ক্ষীণং নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ ॥
শ্বাসশূলপিপাসার্ত্তং ক্ষীণং জ্বরনিপীড়িতম্ ।
বিশেষেণ নরং বৃদ্ধমতীসারো বিনাশয়েৎ ॥
রক্তাক্ষমন্নদ্বেষ্টারমূর্দ্ধশ্বাসনিপীড়িতম্ ।
কৃচ্ছ্রেণ বহুমেহন্তং যক্ষ্মা হন্তীহ মানবম্ ॥
শ্বাসশূলপিপাসান্নবিদ্বেষগ্রন্থিমূঢ়তাঃ ।
ভবন্তি দুর্ব্বলত্বঞ্চ গুল্মিনো মৃত্যুমেষ্যতঃ ।
আধ্মাতং বদ্ধনিষ্যন্দং ছর্দ্দিহিক্কাতৃড়ন্বিতম্ ।
রুজাশ্বাসসমাবিষ্টং বিদ্রধির্নাশয়েন্নরম্ ।
পাণ্ডুদন্তনখো যশ্চ পাণ্ডুনেত্রশ্চ মানবঃ ।
পাণ্ডুসংঘাতদর্শী চ পাণ্ডুরোগী বিনশ্যতি ।
লোহিতং ছর্দ্দয়েদ্‌যশ্চ বহুশো লোহিতেক্ষণঃ ।
রক্তানাঞ্চ দিশাং দ্রষ্টা রক্তপিত্তী বিনশ্যতি ।
অবাঙ্মুখস্তূন্মুখো বা ক্ষীণমাংসবলো নরঃ ।
জাগরূকুরসন্দেহমুন্মাদেন বিনশ্যতি ।
বহুশোঽপস্মরন্তন্তু প্রক্ষীণং বলিতভ্রুবম্
নেত্রাভ্যাঞ্চ বিকুর্ব্বাণমপস্মারো বিনাশয়েৎ ।

যে যে ব্যাধি যে যে উপদ্রবযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মরী, মূঢ়গর্ভ ও অষ্টবিধ উদররোগ এই ৮টী পীড়া স্বভাবতঃই দুশ্চিকিৎস্য। বিশেষতঃ ইহারা যদি বলহানি, মাংসক্ষয়, শ্বাস, তৃষ্ণা, শোষ, বমি. জ্বর, মূর্চ্ছা, অতিসার ও হিক্কা এই সকল উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে একেবারেই অচিকিৎস্য হয়। বাতব্যাধিপীড়িত ব্যক্তির শোথ, ত্বকের সুপ্ততা অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানশূন্যতা, ভগ্নতা, কম্প, আধ্মান ও অতিশয় ব্যথা এই সমস্ত উপস্থিত হইলে, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মূত্র নিঃসৃত হইতে থাকিলে ও পীড়কা সমস্ত উৎপন্ন হইয়া অতিশয় পীড়াদায়ক হইলে প্রমেহীর মৃত্যু স্থিরতর। কুষ্ঠরোগীর অঙ্গ বিদীর্ণ ও স্রাবযুক্ত, নেত্র রক্তবর্ণ ও স্বর ভঙ্গ হইলে এবং বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের দ্বারা কোন উপকার না দর্শিলে তাহার জীবনাশা পরিত্যাজ্য। তৃষ্ণা, অরুচি, শূল অতিশয় রক্তস্রুতি, শোথ ও অতিসার এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে অর্শরোগীর মৃত্যু নিশ্চয়। ভগন্দর হইতে বায়ু, মূত্র, পুরীষ, ক্রিমি ও শুক্র নির্গত

হইলে উহা অসাধ্য জানিবে। অশ্মরী, সিকতা ও শর্করারোগাক্রান্ত ব্যক্তির নাভি ও মুষ্কদেশে শোথ, মূত্ররোধ ও অতিশয় যাতনা উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। গর্ভকোষে অতিশয় মক্কল্লশূল, যোনি-সংবরণ ও অপর যথোক্ত উপদ্রব সমস্ত উপস্থিত হইলে মূঢ়গর্ভ পীড়া মৃত্যুর কারণ হয়। উদরীরোগে পার্শ্বভঙ্গ, অরুচি, শোথ, অতিসার এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে এবং অতি রেচন হইয়াও উদর পরিপূর্ণ থাকিলে রোগীর মৃত্যু স্থির। জ্বররোগে রোগী নষ্টহর্ষ, চেতনাশূন্য এবং শীতার্ত্ত অথচ অন্তর্দ্দাহ পীড়িত হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। রোমাঞ্চ, রক্তনেত্রতা, বক্ষো-দেশে শূল সমূহ এবং মুখ দিয়া শ্বাসনির্গম এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে জ্বররোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। হিক্কা, শ্বাস, পিপাসা, চেতনালোপ, বিভ্রান্তনেত্রতা ও সর্ব্বদা উচ্ছ্বাস এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইলে জ্বররোগীর মৃত্যু নিশ্চয়। আবিলনেত্রতা, হর্ষনাশ, অতিনিদ্রা, রক্তক্ষয় ও মাংসক্ষয় এই সকল উপদ্রবযুক্ত জ্বররোগ মৃত্যুর কারণ জানিবে। শ্বাস, শূল, পিপাসা, ক্ষীণতা ও জ্বর এই সকল উপদ্রবযুক্ত অতি-সার বিশেষতঃ বৃদ্ধব্যক্তির ঐরূপ পীড়া অসাধ্য। শুক্লনেত্রতা, অন্নবিদ্বেষ, ঊর্দ্ধশ্বাস এবং কষ্টের সহিত বারংবার মূত্রপ্রবৃত্তি এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইলে যক্ষ্মা-রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শ্বাস, শূল, পিপাসা, অন্নবিদ্বেষ, গ্রন্থিবিলয় অর্থাৎ অকস্মাৎ গুল্মের অদর্শন ও দৌর্ব্বল্য এই সমস্ত উপদ্রবযুক্ত গুল্মরোগ মৃত্যুর হেতুভূত। বিদ্রধিরোগে আধ্মান, স্রাবরোধ, বমি, হিক্কা, তৃষ্ণা, অতিশয় যাতনা, শ্বাস এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহা অচি-কিৎস্য জানিবে। পাণ্ডুরোগে রোগীর দন্ত, নখ ও নেত্র পাণ্ডুবর্ণ হইলে এবং দৃশ্যমান পদার্থসমূহ পাণ্ডুবর্ণ বলিয়া বোধ হইলে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। রক্তপিত্ত-রোগে বারংবার লোহিতবর্ণ বমি, রক্ত-নেত্রতা ও দিক্ সমস্ত রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হওয়া মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। যে উন্মাদরোগী কেবল অধোমুখ বা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে, যাহার মাংস ও বল ক্ষয় হয় এবং যে সর্ব্বদাই জাগরিত হইয়া থাকে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিদ্রাবর্জ্জিত হয়, তাহার মৃত্যু স্থির। পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা, ক্ষীণতা, ভ্রূদ্বয়ের সঙ্কলন ও নেত্রদ্বয়ের বিকৃতি এই সকল উপদ্রব সংযুক্ত অপস্মার রোগ মৃত্যুর কারণ।

নানাপুষ্পোপমো গন্ধো যস্য বাতি দিবানিশম্।
পুষ্পিতস্য বনস্যেব নানাদ্রুমলতাবতঃ॥
তমাহুঃ পুষ্পিতং ধীরা নরং মরণলক্ষণৈঃ।
স বৈ সংবৎসরাদ্দেহং জহাতীতি বিনিশ্চয়ঃ॥
এবমেকৈকশঃ পুষ্পৈর্যস্য গন্ধৈঃ সমো ভবেৎ।
ইষ্টৈর্বা যদি বানিষ্টৈঃ স চ পুষ্পিত উচ্যতে।
তদ্যথা চন্দনং কুষ্ঠং তগরাগুরুণী মধু।
মাল্যং মূত্রপুরীষে বা মৃতানি কুণপানি বা॥
যে চান্যে বিবিধাস্থানো গন্ধা বিবিধযোনয়ঃ।
তেঽপ্যনেনানুমানেন বিজ্ঞেয়া বিকৃতিং গতে॥
ইদন্ত্বাপ্যাতিদেশার্থং লক্ষণং গন্ধসংশ্রয়ম্।
বক্ষ্যামো যদভিজ্ঞায় ভিষঙ্মরণমাদিশেৎ॥
বিযোনির্বিগ্রহো যস্য গন্ধো গাত্রেষু দৃশ্যতে।
ইষ্টো বা যদিবানিষ্টো ন স জীবতি তাং সমাম্।
এতাবদ্গন্ধবিজ্ঞানং রসজ্ঞানমতঃ পরম্।
আতুরাণাং শরীরেষু বক্ষ্যামো বিধিপূর্ব্বকম্॥
যে রসাঃ প্রকৃতিস্থানাং নরাণাং দেহসম্ভবাঃ।
স এষাং চরমে কালে বিকারান্ ভজতে বহূন্॥
কশ্চিদেবাস্তবৈরস্যমত্যর্থমুপপদ্যতে।
স্বাদুত্বমপরশ্চাপি বিপুলং ভজতে রসঃ॥
তমনেনানুমানেন বিদ্যাদ্বিকৃতিমাগতম্।

মনুষ্যো হি মনুষ্যস্ত কথং রসমবাপ্নুয়াৎ ॥
মক্ষিকাশ্চৈব দংশাশ্চ মশকাশ্চ পিপীলিকাঃ।
বিরসাদপসর্পন্তি জন্তোঃ কায়ান্মুমূর্ষতঃ ॥
অত্যর্থরসিকং কায়ং কালপকস্থ দেহিনঃ।
অপিস্নাতানুলিপ্তস্য ভৃশমায়ান্তি সর্ব্বশঃ ॥
যান্যেতানি ময়োক্তানি লিঙ্গানি রসগন্ধয়োঃ।
পুষ্পিতস্য নরস্যৈতৈঃ ফলং মরণমাদিশেৎ ॥

বিবিধ লতা ও দ্রুমশালী বনে যেরূপ বিবিধ পুষ্পের গন্ধ প্রসৃত হয়, তদ্রূপ যাহার শরীরে নানাপুষ্পের গন্ধের ন্যায় গন্ধ বহির্গত হয়, তাহাকে পুষ্পিত বলে। পুষ্পিত ব্যক্তির সংবৎসর মধ্যে জীবন বিধ্বংস হয়। এইরূপ সুগন্ধি বা পূতিগন্ধি যে কোন একটী পুষ্পের গন্ধ যাহার দেহ হইতে নির্গত হয় তাহাকেও পুষ্পিত বলা যায়, তাহারও তদ্বর্ষেই মৃত্যু নিশ্চয়। চন্দন, কুড়, ভগর, অগুরু, মধু, মাল্য, মূত্র, পুরীষ ও মৃতদেহ এই সমস্ত এবং এইরূপ অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যের গন্ধ দেহ হইতে নির্গত হওয়া অশুভ লক্ষণ জানিবে। সামান্যতঃ বিজাতীয় ও প্রকৃতি গন্ধ যাহার গাত্রে আঘাত হয়, ঐ গন্ধ ইষ্ট গন্ধ বা অনিষ্ট গন্ধই হউক, উহা অরিষ্ট লক্ষণ জানিবে, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির জীবন আর একবর্ষ স্থায়ীও নহে। গন্ধবিজ্ঞানের বিষয় লিখিত হইতেছে। প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির দৈহিক রস সমস্ত যেরূপ থাকে, চরমকালে তাহার অনেক বৈলক্ষণ্য হয়। কোন রস অত্যন্ত বিস্বাদ ও কোন রস অতিশয় সুস্বাদু হয়। এইরূপ রসের বিকৃতি চাকিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই, অনুমাণের দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। দৈহিক রস অত্যন্ত বিকটাস্বাদ হইলে মাছি, ডাঁস, মশা ও পিপীলিকা ইহারা আতুর ব্যক্তির দেহের নিকট হইতে দূরগত হয় এবং ঐ রস অত্যন্ত স্বাদু হইলে মক্ষিকা সকল আতুরের দেহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না এমন কি রোগী স্নান করিয়া গাত্রে অনুলেপন করিলেও উহারা গাত্রে উপবিষ্ট হয়। উক্ত চিহ্ন মৃত্যুসূচক।

কতমানি শরীরাণি ব্যাধিমন্তি মহামুনে।
যানি বৈদ্যঃ পরিহরেদ্‌ যেষু কর্ম্ম ন সিধ্যতি ॥
ইত্যাত্রেয়োঽগ্নিবেশেন প্রশ্নং পৃষ্টঃ সুদুর্ব্বচম্‌।
আচচক্ষে যথা তস্মৈ ভগবাংস্তন্নিবোধত ॥
যস্য বৈ ভাষমাণস্য রুজত্যূর্দ্ধ মুরো ভৃশম্‌।
অন্নঞ্চ চ্যবতে ভুক্তং স্থিতং চাপি ন জীর্য্যতি ॥
বলঞ্চ হীয়তে যস্য তৃষ্ণা চাতিপ্রবর্দ্ধতে।
জায়তে হৃদি শূলঞ্চ তং ভিষক্‌ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
হিক্কা গম্ভীরজা যস্য শোণিতঞ্চাতিসার্য্যতে।
ন তস্মৈ ভেষজং দদ্যাৎ স্মরন্নাত্রেয়শাসনম্‌ ॥
আনাহশ্চাতিসারশ্চ যমেতৌ দুর্ব্বলং নরম্‌।
ব্যাধিতং বিশতো রোগৌ দুর্লভং তস্য জীবিতম্‌ ॥
আনাহশ্চৈব তৃষ্ণা চ যমেতৌ দুর্ব্বলং নরম্‌।
বিশতো বিজহত্যেনং প্রাণা নাতিচিরান্নরম্‌ ॥
জ্বরঃ পৌর্ব্বাহ্ণিকো যস্য শুষ্কঃ কাসশ্চ দারুণঃ।
বলমাংসবিহীনস্য যথা প্রেতস্তথৈব স ॥
যস্য মূত্রং পুরীষঞ্চ গ্রথিতং সংপ্রবর্ত্ততে।
নিরুষ্মিণো জঠরিণঃ শ্বসনো ন স জীবতি ॥
শ্বয়থুর্যস্য কুক্ষিস্থো হস্তপাদং বিসর্পতি।
জ্ঞাতিসঙ্ঘং স সংক্লেশ্যস্তেন রোগেণ হন্যতে ॥
শ্বয়থুর্যস্য পাদস্থস্তথা স্রস্তে চ পিণ্ডিকে।
সীদতশ্চাপ্যুভে জঙ্ঘে তং ভিষক্‌ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
শূনহস্তং শূনপাদং শূনগুহ্যোদরং নরম্‌।
হীনবর্ণবলাহারমৌষধৈর্নোপপাদয়েৎ ॥
উরোযুক্তো বহুঃ শ্লেষ্মা নীলঃ পীতঃ সলোহিতঃ।
সততং চ্যবতে যস্য দূরাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
হৃষ্টরোমা সান্দ্রগাত্রঃ শূনঃ কাসজ্বরার্দ্দিতঃ।
ক্ষীণমাংস নরো দূরাদ্বর্জ্জ্যো বৈদ্যেন জানতা ॥
ত্রয়ঃ প্রকুপিতা যস্য দোষাঃ কষ্টাভিলক্ষিতাঃ।
কৃশস্য বলহীনস্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্‌ ॥
জ্বরাতিসারৌ শোকান্তে শ্বয়থুর্ব্বা তয়োঃ ক্ষয়ে।

দুর্ব্বলস্য বিশেষেণ নরস্যান্তায় কল্পতে ॥
হনুমন্যাগ্রহস্তৃষ্ণা বলহ্রাসোঽতিমাত্রয়া।
প্রাণাশ্চোরসি বর্ত্তন্তে যস্য তং পরিবর্জয়েৎ ॥
তাম্যত্যায়চ্ছতে শর্ম্ম ন কিঞ্চিদপি বিন্দতি।
ক্ষীণমাংসবলাহারো মুমূর্ষুরচিরান্নরঃ ॥
বিরুদ্ধকারণা যেস্যুর্বিরুদ্ধোপক্রমা ভৃশম্।
বর্দ্ধন্তে দারুণা রোগাঃ শীঘ্রং শীঘ্রং স হন্যতে ॥
বলং বিজ্ঞানমারোগ্যং গ্রহণীমাংসশোণিতম্।
এতানি যস্য ক্ষীয়ন্তে ক্ষিপ্রং ক্ষিপ্রং স হন্যতে ॥
বিকারা যত বর্দ্ধন্তে প্রকৃতিঃ পরিহীয়তে।
সহসা সহসা তস্য মৃত্যুর্হরতি জীবিতম্ ॥
ইত্যেতানি শরীরাণি ব্যাধিমন্তি বিবর্জয়েৎ।
ন হ্যেষু ধীরাঃ পশ্যন্তি সিদ্ধিং কাঞ্চিদুপক্রমাৎ ॥

অগ্নিবেশ ঋষি স্বগুরু ভগবান্ আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কীদৃশ ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি সমস্ত অচিকিৎস্য, তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। মহর্ষি আত্রেয় অগ্নিবেশকে এই কঠিন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তির বাক্যোচ্চারণকালে বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধভাগ অতিশয় ব্যথিত হয়, ভুক্ত অন্ন উদ্গীর্ণ হয়, আমাশয়স্থ অবশিষ্ট অন্নও জীর্ণ হয় না, বলক্ষয় হয়, তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয় ও হৃদয়ে শূল উপস্থিত হয়, তাহার জীবনাশা পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি গম্ভীর হিক্কা ও রক্তাতিসার এই উভয় দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহার মৃত্যু স্থির। অতিশয় দুর্ব্বল ও রুগ্নব্যক্তির আনাহ বা অতিসার রোগ উপস্থিত হইলে তাহার জীবন দুর্লভ। দুর্ব্বল ব্যক্তির আনাহ ও তৃষ্ণা এই উভয় পীড়া উপস্থিত হইলে তাহার মৃত্যু নিকট জানিবে। পূর্ব্বাহ্নে জ্বর, দারুণ, শুষ্ক কাস, বলহানি ও মাংসক্ষয় এই সমস্ত একত্র সংঘটিত হইলে মৃত্যুর কারণ হয়। উদর রোগীর মূত্রপুরীষ গ্রথিত, উষ্মা অন্তর্হিত ও শ্বাস উপস্থিত হইলেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। প্রথমে যাহার কুক্ষিদেশে শোথ উৎপন্ন হইয়া হস্তপদে বিসর্পিত হয়, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। যাহার পাদদ্বয় শোথযুক্ত, পিণ্ডিকাদ্বয় স্রস্ত ও উভয় শঙ্খ অবসন্ন হয়, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। হস্ত, পদ, গুহ্য ও উরু এই সকল স্থানে শোথ, বর্ণের অন্যথাভাব, বলক্ষয় ও ভোজনশক্তির অভাব এই সমস্ত উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বক্ষোগহ্বর হইতে বহু পরিমাণে নীল, পীত বা লোহিতবর্ণ শ্লেষ্মা সতত নির্গত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। রোমাঞ্চ, আর্দ্রগাত্রতা, শোথ, কাস, জ্বর ও মাংসক্ষয় এই সকল একত্র সংঘটিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে। যদি বাতাদি দোষত্রয় অতিশয় প্রকুপিত ও রোগীর বল পুষ্টি নাশ হয়, তাহা হইলে উহার জীবনাশা পরিত্যাজ্য। শোথরোগের অবসানে, জ্বরাতিসারের পর, শোথ উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে যদি রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জানিবে রোগীর অচিরে মৃত্যু ঘটিবে। যাহার হনু ও মন্যার চালনাশক্তি লুপ্ত, অতিশয় বলক্ষয় উপস্থিত ও কেবলমাত্র বক্ষোদেশ সজীব লক্ষিত হয়, তাহার মৃত্যু আসন্নতর। হর্ষনাশ, আক্ষেপ, বিকলচিত্ততা, মাংসক্ষয়, বলহানি ও ভোজনশক্তির অভাব এই সকল একত্র সংঘটিত হইলে মৃত্যুর কারণ হয়। পরস্পর বিরুদ্ধ কারণোৎপন্ন, বিরুদ্ধ চিকিৎসাসাধ্য অতি কঠিন রোগ সমস্ত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে রোগীর মৃত্যু স্থির। বল, বিজ্ঞান, আরোগ্য, গ্রহণী (অগ্নিনাড়ী), মাংস ও রক্ত এই সমস্ত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে জানিবে শীঘ্র রোগীর মৃত্যু

ঘটিবে। সহসা যাহার রোগের বৃদ্ধি ও প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য হয়, সহসা তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

যস্য শ্যাবে পরিধ্বস্তে হরিতে চাপি দর্শনে।
আপন্নো ব্যাধিরন্তায় জ্ঞেয়স্তস্য বিজানতা ॥
নিঃসংজ্ঞঃ পরিশুষ্কাস্যঃ সংবিদ্ধো ব্যাধিভিশ্চ যঃ।
উপরুদ্ধায়ুষং জ্ঞাত্বা তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
হরিতাশ্চ শিরা যস্য লোমকূপাশ্চ সংবৃতাঃ।
সোঽম্লাভিলাষী পুরুষঃ পিত্তান্মরণমশ্নুতে ॥
শরীরান্তাশ্চ শোভন্তেঃ শরীরঞ্চোপশুষ্যতি।
বলঞ্চ হীয়তে যস্য রাজযক্ষ্মা নিহন্তি তম্ ॥
অংসাভিতাপো হিক্কা চ ছর্দ্দনং শোণিতস্য চ।
আনাহঃ পার্শ্বশূলঞ্চ ভবত্যন্তায় শোষিণঃ ॥
বাতব্যাধিরপস্মারী কুষ্ঠী শোফী তথোদরী।
গুল্মী চ মধুমেহী চ রাজযক্ষ্মী চ যো নরঃ।
অচিকিৎস্যা ভবন্ত্যেতে বলমাংসক্ষয়ে সতি।
অন্যেষ্বপি বিকারেষু তান্ ভিষক্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
বিরেচনহৃতানাহো যস্তৃষ্ণানুগতো নরঃ।
বিরিক্তঃ পুনরাধ্মাতি যথা প্রেতস্তথৈব সঃ ॥
পেয়ং পাতুং ন শক্নোতি কণ্ঠস্য চ মুখস্য চ।
উরসশ্চ বিশুষ্কত্বাদ্‌যো নরো ন স জীবতি ॥
স্বরস্য দুর্ব্বলীভাবং হানিঞ্চ বলবর্ণয়োঃ।
রোগবৃদ্ধিমযুক্ত্যা চ দৃষ্ট্বা মরণমাদিশেৎ ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসং গতোষ্মাণং শূলোপহতবঙ্ক্ষণম্।
শর্ম্ম চানধিগচ্ছন্তং বুদ্ধিমান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
যং নরং সহসা রোগো দুর্ব্বলং পরিমুঞ্চতি।
সংশয়প্রাপ্তমাত্রেয়ো জীবিতং তস্য মন্যতে ॥
নিষ্ঠ্যূতে যস্য দৃশ্যন্তে বর্ণা বহুবিধা পৃথক্।
তচ্চ সীদত্যপঃ প্রাপ্য ন স জীবিতুমর্হতি ॥
পিত্তমূষ্মানুগং যস্য শঙ্খৌ প্রাপ্য বিমূর্চ্ছতি।
স রোগঃ শঙ্খকো নাম্না ত্রিরাত্রাদ্ধন্তি জীবিতম্ ॥
সফেনং রুধিরং যস্য মুহুরাস্যাৎ প্রমুচ্যতে।
শূলৈশ্চ তুদ্যতে কুক্ষিঃ প্রত্যাখ্যেয়ঃ স তাদৃশঃ ॥
বলমাংসক্ষয়স্তীব্রো রোগবৃদ্ধিররোচকঃ।
যস্যাতুরস্য লক্ষ্যন্তে ত্রীণ্যহানি ন জীবতি ॥

যাহার নেত্রদ্বয় শ্যাব বা হরিতবর্ণ ও দৃষ্টিশক্তিশূন্য হয়, তাহার ব্যাধি মৃত্যুরূপী জানিবে। সংজ্ঞানাশ, মুখপরিশোষ ও বহুব্যাধি এই সমস্ত দ্বারা প্রপীড়িত ব্যক্তির মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। হরিতবর্ণ শিরার প্রাদুর্ভাব, লোমকূপ সমস্তের সংবরণ ও অম্লভোজনাভিলাষ এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত পিত্তরোগীর মৃত্যু অচিরভাবী। হস্তপদে শোথ ও চিক্কণতা, অবশিষ্ট অঙ্গের শুষ্কতা ও বলহানি এই সকল লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যক্ষ্মারোগে স্কন্ধে বেদনা, হিক্কা, রক্তবমন, আনাহ ও পার্শ্বশূল এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেও মৃত্যু অচিরভাবী জানিবে। বাতব্যাধি, অপস্মার, কুষ্ঠ, শোথ, উদররোগ, গুল্ম, মধুমেহ ও রাজযক্ষ্মা এই ৮টী পীড়ায় বল ও মাংস ক্ষয় হইলে মৃত্যু অচিরভাবী জানিবে। অন্যান্য রোগেও বল ও মাংস ক্ষয় হইলে রোগীর আরোগ্যলাভ কঠিন। বিরেচন ঔষধ প্রয়োগে আনাহ নিবারিত হইয়া অতিশয় তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে এবং বিরেচনান্তে পুনর্ব্বার উদরাধ্মান উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। কণ্ঠ, মুখ ও বক্ষঃ, এই সকলের পরিশুষ্কতা হেতু রোগী যদি পানীয় দ্রব্য পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনাশা পরিত্যাজ্য। স্বরশক্তির দৌর্ব্বল্য, বলবর্ণের হানি ও রোগ বৃদ্ধি, যুগপৎ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে। ঊর্দ্ধশ্বাস, উষ্মান্তর্ধান, বঙ্ক্ষণে, অতিশয় শূল ও বিকলচিত্ততা এই সমুদায় যুগপৎ সংঘটিত হইলে মৃত্যু অনতিদূরবর্ত্তী জানিবে।

যাহার নিষ্ঠ্যূত কফে বহুবিধ বর্ণ লক্ষিত হয় এবং ঐ কফ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসিতে থাকে, তাহার মৃত্যু স্থিরতর। উর্দ্ধানুগত পিত্ত শঙ্খদেশ আশ্রয় করিয়া মূর্চ্ছিত হইলে শঙ্খক নামক শিরোরোগ উৎপন্ন হয়, উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তিন দিবসের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। যাহার মুখমার্গ দিয়া মুহুর্মুহুঃ ফেন সহিত রক্ত নির্গত হয় এবং কুক্ষিদেশে অতিশয় শূল উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু সমীপস্থ জানিবে। অতিশয় বলহানি, মাংসক্ষয়, ক্রমশঃ রোগবৃদ্ধি এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে জানিবে রোগীর জীবন আর তিন দিবসের অধিক স্থায়ী নহে।

সন্তস্তিতিক্ষতঃ প্রাণান্ লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্।
অগ্নিবেশ! প্রবক্ষ্যামি সংস্পৃষ্টো যেন জীবতি।
বাতাষ্ঠীলা তু সংবৃত্তা তিষ্ঠন্তী দারুণা হৃদি।
তৃষ্ণয়াভিপরীতস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্।
পিণ্ডিকে শিথিলীকৃত্য জিহ্মীকৃত্য চ নাসিকাম্।
বায়ুঃ শরীরে বিচরন্ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্।
ভ্রুবৌ যস্য চ্যুতে স্থানাদন্তর্দ্দাহশ্চ দারুণঃ।
তস্য হিক্কাকরো রোগঃ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্।
ক্ষীণশোণিতমাংসস্য বায়ুরূর্দ্ধগতিশ্চরন্।
উভে মন্যে সমাবম্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্।
অন্তরেণ গুদং গচ্ছন্ নাভিঞ্চ সহসানিলঃ।
কৃশস্য বঙ্ক্ষণৌ গৃহ্ণন্ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্।
হৃদয়ঞ্চ গুদক্ষোভে গৃহীত্বা মারুতো বলী।
দুর্ব্বলস্য বিশেষেণ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্।
বঙ্ক্ষণৌ চ গুদক্ষোভে গৃহীত্বা মারুতো বলী।
শ্বাসং সঞ্জনয়ন্ জন্তোঃ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্।
নাভিং বস্তিং শিরো মূত্রং পুরীষঞ্চাপি মারুতঃ।
বিবধ্য জনয়ন্ শূলং সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্।
ভিদ্যেতে বঙ্ক্ষণৌ যস্য বাতশূলৈঃ সমন্ততঃ।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ সদ্যো জহ্যাৎ স জীবিতম্।
শরীরং শোফিনং যস্য বাতশোফেন দেহিনঃ।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ সদ্যো জহ্যাৎ স জীবিতম্।
আমাশয়সমুত্থানা যস্য স্যাৎ পরিকর্ত্তিকা।
তৃষ্ণা গুদগ্রহশ্চোগ্রঃ সদ্যো জহ্যাৎ স জীবিতম্।
পক্বাশয়মধিষ্ঠায় হত্বা সংজ্ঞাঞ্চ মারুতঃ।
কণ্ঠে ঘর্ঘরকং কৃত্বা সদ্যো হরতি জীবিতম্।
দন্তাঃ কর্দ্দমচূর্ণাভাঃ মুখং চূর্ণকসন্নিভম্।
সিপ্রায়ন্তে চ গাত্রাণি লিঙ্গং সদ্যো মরিষ্যতঃ।
তৃষ্ণাশ্বাসশিরোরোগমোহদৌর্ব্বল্য কূজনৈঃ।
স্পৃষ্টঃ প্রাণান্ জহাত্যাশু শকৃদ্ভেদেন চাতুরঃ।

অতঃপর মনুষ্যের সদ্যোমরণসূচক লক্ষণ সমস্ত লিখিত হইতেছে। হৃদয়ে দারুণ বাতাষ্ঠীলা ও প্রবল পিপাসা উপস্থিত হইলে রোগীর সদ্যঃ মৃত্যু হয়। বায়ুকর্ত্তৃক পিণ্ডিকাদ্বয় শিথিল ও নাসিকা বক্রীকৃত এবং সর্ব্বশরীর আক্রান্ত হইলে সদ্যই রোগীর প্রাণবিয়োগ হয়। ভ্রূদ্বয়ের স্থানচ্যুতি, দারুণ অন্তর্দ্দাহ ও হিক্কা এই সকলের একত্র সংঘটন সদ্যঃ প্রাণনাশক। রক্তমাংসের ক্ষীণতা এবং ঊর্দ্ধগ বায়ুকর্ত্তৃক মন্যাদ্বয়ের আক্ষেপ উপস্থিত হইলে সদ্যঃ প্রাণবিয়োগ হয়। বায়ু অতি দুর্ব্বলরোগীর গুহ্য ও নাভিদেশ আশ্রয় করিয়া বঙ্ক্ষণদ্বয়কে অতিশয় ব্যথিত করিলে সদ্য মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। প্রবল বায়ুকর্ত্তৃক রোগীর হৃদয় ও গুহ্যদেশ আক্রান্ত হইলে এবং অতিশয় বলক্ষয় উপস্থিত হইলে তাহার সদ্যই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বায়ু দ্বারা বঙ্ক্ষণদ্বয় ও গুহ্যদেশ আক্রান্ত ও শ্বাস উপস্থিত হইলে সদ্য মৃত্যু উপস্থিত হয়। বায়ুকর্ত্তৃক নাভি, বস্তিদেশ, মস্তক, মূত্র ও পুরীষ এই সমস্ত আক্রান্ত ও শূল উৎপাদিত হইলে সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাতশূল দ্বারা বঙ্ক্ষণদ্বয়ের সমস্ততঃ তীব্র বেদনা, উদরভঙ্গ ও তৃষ্ণা এই সমস্ত সদ্যোমরণ সূচক। যাহার শরীর বাতশোথাক্রান্ত ও উদরভঙ্গ উপস্থিত হয়; তাহার মৃত্যু সদ্যই ঘটিয়া থাকে। আমাশয়ে পরিকর্ত্তিকা ও তীব্র গুহ্য বেদনা সদ্যোমৃত্যুর লক্ষণ। বায়ু পক্বাশয় আশ্রয় করিয়া সংজ্ঞানাশ ও কণ্ঠে ঘুর্ঘুর শব্দোৎপাদন করিলে

রোগীর সদ্যই জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে। দন্ত সকলের বর্ণ কর্দ্দমচূর্ণবৎ, মুখের বর্ণ চূর্ণ সদৃশ ও গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হওয়া সদ্যোমৃত্যুর লক্ষণ। তৃষ্ণা, শ্বাস, শিরোবেদনা, মোহ, দৌর্ব্বল্য, কুজন (অব্যক্ত শব্দনির্গম) ও উদরভঙ্গ এই-গুলি সদ্যোমৃত্যুর লক্ষণ।

ললাটে মূর্দ্ধ্নি বা বস্তৌ নীলা যস্য প্রকাশতে।
রাজী বালেন্দুকুটিলা ন স জীবিতুমর্হতি ॥
প্রবালগুটিকাভাসা যস্য গাত্রে মসূরিকাঃ।
উৎপদ্যাশু বিনশ্যন্তি ন চিরাৎ স বিনশ্যতি ॥
গ্রীবাবমর্দ্দো বলবান্ জিহ্বাশ্বয়থুরেব চ।
ব্রধ্নাস্যগলপার্শ্বশ্চ যস্য পক্বং তমাদিশেৎ ॥
সংভ্রমোঽতিপ্রলাপোঽতিভেদোঽস্থ্নামতিদারুণঃ।
কালপাশপরীতস্য ত্রয়মেতৎ প্রবর্ত্ততে ॥
অহাস্যহসনো মুহ্যন্ প্রলেঢ়ি দশনচ্ছদৌ।
শীতপাদকরোচ্ছ্বাসো যো নরো ন স জীবতি।
আহ্বয়ন্তং সমীপস্থং স্বজনং জনমেব বা।
মহামোহাবৃতমনাঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥
অতিপ্রবৃদ্ধ্যা রোগাণাং মনসশ্চ বলক্ষয়াৎ
বামমুৎসৃজতি ক্ষিপ্রং শরীরী দেহসংজ্ঞকম্ ॥
বর্ণস্বরাবগ্নিবলং বাগিন্দ্রিয়মনোবলম্।
হীয়তেঽসুক্ষয়ে নিদ্রা নিত্যা ভবতি বা ন বা ॥

ললাট, মস্তক বা বস্তিদেশে চন্দ্রলেখাবৎ কুটিল ও নীলবর্ণ রেখা প্রকাশ হওয়া অরিষ্ট লক্ষণ জানিবে। যাহার গাত্রে প্রবাল সদৃশ মসূরিকা (বসন্ত), উৎপন্ন হইয়া আশু বিলীন হয়, তাহার মৃত্যু অচিরভাবী। অতিশয় গ্রীবাবমর্দ্দ (গ্রীবা মোচড়াইয়া ভাঙ্গার ন্যায় বেদনা) জিহ্বার শোথ এবং ব্রধ্ন, মুখ ও গল-দেশের পাক এই সকল আসন্ন মৃত্যুর চিহ্ন। অতিশয় সম্ভ্রম, অতিশয় প্রলাপ ও অতিশয় অস্থিভেদ এই লক্ষণত্রিতয় উপস্থিত হইলে মৃত্যু :অদূরবর্ত্তী জানিবে। হাস্যের কারণ অসত্বেও হাস্য, ওষ্ঠদ্বয় বিলেহন এবং হস্ত, পদ ও নিশ্বাসের শীতলতা এইগুলি আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ। যাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী, সেই ব্যক্তি মহামোহে আবৃতচিত্ত হইয়া, উচ্চৈঃ-স্বরে আহ্বানকারী নিকটস্থ ব্যক্তিকে দেখি-য়াও দেখিতে পায় না। রোগের অতি বৃদ্ধি ও মনের বলক্ষয় আসন্ন মৃত্যুসূচক। বর্ণ, স্বর, অগ্নি, বাগিন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় ও মনঃ ইহাদের বল-ক্ষয় এবং নিদ্রার অবিচ্ছেদ বা একবারে নিদ্রার অভাব এই সমস্ত অরিষ্ট লক্ষণ জানিবে।

অথপ্রসঙ্গাৎ সাধ্যলক্ষণানি কথ্যন্তে।

সৌম্যা দৃষ্টির্ভবেদ্যস্য শ্রোত্রং বক্ত্রং তথৈব চ।
স্বাদং গন্ধং বিজানাতি স সাধ্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥
পাণিপাদৌ চ যস্যোষ্ণৌ দাহশ্চাল্পতরো ভবেৎ।
জিহ্বা চ কোমলা যস্য স রোগী ন বিনশ্যতি ॥
স্বেদহীনো জ্বরো যস্য শ্বাসো নাসিকয়া চরেৎ।
কণ্ঠশ্চ কফহীনঃ স্যাৎ স রোগী জীবতি ধ্রুবম্ ॥
যস্য নিদ্রা সুখেন স্যাৎ শরীরং দ্যুতিমদ্ভবেৎ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রসন্নানি স রোগী নৈব নশ্যতি ॥
শরীরং যস্য শীলস্য প্রকৃত্যা নৈব হীয়তে।
তস্য রোগা ধ্রুবং সাধ্যা বিদ্ধি বৎস ! সমাসতঃ ॥

এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে সাধ্য লক্ষণ সমস্ত লিখিত হইতেছে। যাহার দৃষ্টি প্রসন্ন, কর্ণ ও মুখ প্রকৃতিস্থ থাকে এবং স্বাদ ও গন্ধগ্রহণশক্তির ব্যতিক্রম না হয়, তাহার রোগ সাধ্য জানিবে। যাহার হস্ত ও পদ উষ্ণ থাকে, সামান্যমাত্র দাহ উপস্থিত হয় এবং জিহ্বা কোমল থাকে, তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। স্বেদহীন জ্বর, নাসিকা দিয়া শ্বাসনির্গম ও কণ্ঠের কফ-হীনতা এইগুলি সাধ্য লক্ষণ জানিবে। যাহার সুখে নিদ্রা হয় এবং শরীর লাবণ্যবিশিষ্ট ও ইন্দ্রিয়সমস্ত প্রসন্ন থাকে, তাহার মৃত্যুশঙ্কা নাই। সংক্ষেপতঃ শরীর

ও স্বভাবের • বিভ্রংশ না হওয়াই সাধ্য লক্ষণ জানিবে।

অথাতো জনপদোদ্ধ্বংসনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

জনপদমণ্ডলে পাঞ্চালক্ষেত্রে দ্বিজাতিবরাধ্যুষিতে কাম্পিল্যরাজধান্যাং ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়োঽন্তেবাসিগণপরিবৃতঃ পশ্চিমে ঘর্ম্মমাসে গঙ্গাতীরে বনবিচারমনুবিচরন্ শিষ্যমগ্নিবেশমব্রবীৎ। দৃশ্যন্তে হি খলু সৌম্য নক্ষত্রগ্রহচন্দ্রসূর্য্যানিলানলানাং দিশাঞ্চ প্রকৃতিভূতা ঋতুবৈকারিকা ভাবা, অচিরাদিতো ভূরপি চ ন যথাবদ্রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবমোষধীনাং প্রতিবিধাস্যতি। তদ্বিয়োচ্চাতঙ্কপ্রায়তা নিয়তা, তস্মাৎ প্রাগুদ্ধ্বংসাৎ প্রাক্ চ ভূমেবিরসীভাবাদুদ্ধর সৌম্য ভৈষজ্যানি। যাবন্নোপহতরসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবাণি। বয়ঞ্চৈষাং রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবানুপযোক্ষ্যামহে। যে চাস্মানমুকাঙ্ক্ষতি যাংশ্চ বয়মনুকাঙ্ক্ষামো ন হি সম্যগুদ্ধৃতেষু ভৈষজ্যেষু সম্যগুদ্ধৃতেষু সম্যগ্‌বিহিতেষু সম্যগ্‌বিচারিতেষু জনপদোদ্ধ্বংসকরাণাং কিঞ্চিৎ প্রতীকারগৌরবং ভবতি। এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। উদ্ধৃতানি খলু ভগবন্ ভৈষজ্যানি সম্যগ্‌বিহিতানি চ বিচারিতানি। অপি তু খলু জনপদোদ্ধ্বংসনমেকেন ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃত্যাহারদেহবলসাত্ম্যসত্ত্ববয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাৎ ভবতীতি। তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। এবমসামান্যানামেভিরপ্যগ্নিবেশ প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যাস্তদ্বৈগুণ্যাৎ সমানকালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভিনির্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধ্বংসয়ন্তি। তে তু খল্বিমে ভাবাঃ সামান্যা জনপদেষু ভবন্তি। তদ্যথা বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি। তত্র বাতমেবংবিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্যথা, ঋতুবিষমমতিস্তিমিতমতিপরুষমতিশীতমত্যুষ্ণমতিরূক্ষমত্যভিষ্যন্দিনমতিভৈরবারাবমতিপ্রতিহতপরস্পরগতিমতিকুণ্ডলিনমসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতাপাংশুধূমোপহতমিতি। উদকন্তু খলু অত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎ ক্লেদবহুলমপক্রান্তজলচরবিহঙ্গমুপক্ষীণজলাশয়মপ্রীতিকরমপগতগুণং বিদ্যাৎ। দেশং পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতিবর্ণগন্ধরসস্পর্শং ক্লেদবহুলমুপসৃষ্টং সরীসৃপব্যালমশকশলভমক্ষিকামূষকোলূকশ্মাশানিকশকুনিজম্বুকাদিভিস্তৃণোলুপোপবনবন্তং প্রতানাদিবহুলমপূর্ববদবপতিতং শুষ্কনষ্টশস্যং ধূম্রপবনং প্রধ্মাতপতত্রিগণমুৎক্রুষ্টশ্বগণমুদ্ভ্রান্তব্যথিতবিবিধমৃগপক্ষিসংঘমুৎসৃষ্টনষ্ট ধর্ম্মসত্য লজ্জাচারগুণপদং শশ্বৎক্ষুভিতোদীর্ণসলিলাশয়ং প্রততোল্কাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পমতিভয়ারাবরূপং রূক্ষতাম্রারুণ সিতাভ্রজালসংবৃতার্কচন্দ্রতারকমভীক্ষ্ণং সসম্ভ্রমোদ্বেগমিব সত্রাসরুদিতমিব সতমস্কমিব গুহ্যকাচরিতমিবাক্রন্দিতশব্দবহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ। কালন্তু খলু যথর্ত্তুলিঙ্গাদ্ বিপরীতলিঙ্গমতিলিঙ্গং হীনলিঙ্গঞ্চাহিতং ব্যবস্যেৎ। ইমানেবং যুক্তাংশ্চতুরো ভাবান্ জনপদোদ্ধ্বংসকরান্ বদন্তি কুশলাঃ। অতোঽন্যথাভূতাংস্তু হি তানাচক্ষতে।

বৈগুণ্যমুপপন্নে চ দেশে কালেঽনিলেঽম্ভসি।
রসায়নানাং বিধিবদুপযোগঃ প্রশস্যতে॥
শস্যতে দেহবৃত্তিশ্চ ভেষজৈঃ পূর্ব্বমুদ্ধৃতৈঃ।
হিতং পথ্যাশনং নিত্যং চিন্তাপ্রীতে বিসর্জ্জনম্॥
সত্যং ভূতে দয়া দানং বলয়ো দেবতার্চ্চনম্।
সদ্বৃত্তস্যানুবৃত্তিশ্চ প্রশমো গুপ্তিরাত্মনঃ॥
হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্।
সেবনং ব্রহ্মচর্য্যস্য তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্॥
সংকথা ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাং জিতাত্মনাম্।
ধার্ম্মিকৈঃ সাত্ত্বিকৈর্নিত্যং সহাস্যা বৃদ্ধসম্মতৈঃ।
ইত্যেতদ্ভেষজং প্রোক্তমায়ুষঃ পরিপালনম্।
যেষামনিয়তো মৃত্যুস্তস্মিন্ কালে সুদারুণে॥

• ব্রাহ্মণমণ্ডলীবিরাজিত পঞ্চালদেশের রাজধানী কাম্পিল্য নগরে শিষ্যগণ পরিবৃত অত্রিনন্দন ভগবান্ পুনর্ব্বসু গ্রীষ্মকালে একদিবস বনবিচরণ সুখ অনুভব করিতে করিতে প্রিয়শিষ্য অগ্নিবেশকে কহিলেন, বৎস! কালক্রমে গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য বায়ু, অগ্নি ও দিক্ সমস্তের পরিবর্ত্তনজাত স্বাভাবিক ও ঋতু বৈপরীত্য

সম্ভূত বিকৃত ভাব দৃষ্ট হইতেছে, অবিলম্বে ভূমিরও গুণের ব্যত্যয় হওয়াতে ঔষধি সকলের প্রকৃত রূপ, রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব উৎপন্ন হইতেছে না। এই কারণে দেশে অতিশয় পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া জনপদ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া যায়। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার নাম জনপদোদ্ধংসন। উদ্ধংসন কালের পূর্ব্বে, ভূমির বিকৃত রসোৎপত্তি না হইতে হইতেই ঔষধার্থ উদ্ভিজ্জ সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া রাখা উচিত। কারণ উদ্ধংসনকালে ভূমির বৈরস্যোৎপত্তি নিবন্ধন উহাদেরও রসাদি বিকৃত হইয়া যায়, তদবস্থায় উহারা রোগ নিবারণাদি কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী থাকে না। পূর্ব্বোদ্ধৃত উদ্ভিজ্জ সকলের রসবীর্য্যাদি আমাদের দেহ রক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী, আমরা উদ্ধংসকালে ঐ সমুদায় উদ্ভিজ্জ উপযোগ করিয়া জনপদোদ্ধংসকর বিকার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

অতঃপর অগ্নিবেশ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতি, আহার, দেহ, বল, সাত্ম্য, সত্ত্ব ও বয়স ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু উদ্ধংসকালে কি নিমিত্ত সকলেই একরূপ পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। মহর্ষি উত্তর করিলেন, বৎস! যদিও উহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবসম্পন্ন, তথাপি কতকগুলি ভাব, যাহা যাহা সকলের পক্ষে সাধারণ ও অপরিহার্য্য, তাহাদের বৈগুণ্য হেতু সকলেই যুগপৎ এক লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং মুহুর্মুহুঃ বহুতর লোক ভূলোকচ্যুত হওয়াতে জনপদ প্রায় নির্ম্মনুষ্য হইয়া যায়। সেই সকল সাধারণভাব এই, যথা বায়ু, উদক, দেশ ও কাল। এই চারিটী সকলেরই সমান ভোগ্য ও একান্ত অপরিহার্য্য। এই চারিটীর প্রকৃতিবিপর্য্যয় দ্বারা সকলে সমানরূপে আক্রান্ত হওয়াতে সকলেই সমান বিপদাপন্ন হয়। জনপদান্তর আশ্রয় না করিলে বিপদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অতি দুরূহ। উদ্ধংসকালে অস্বাস্থ্যকর বায়ুর প্রকৃতি এইরূপ হয়, যে ঋতুতে বায়ুর যেরূপ প্রকৃতি প্রসিদ্ধ, তাহার বিপরীত চিহ্ন দৃষ্ট হয়, উহা অতিশয় স্থির বা অত্যন্ত বেগবান্, অতি কর্কশ, অত্যন্ত শীতল, অতিশয় উষ্ণ, অত্যন্ত রূক্ষ, অত্যন্ত অভিষ্যন্দী, অতি ভীষণ রবকারী, ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখ প্রবাহ সকলের পরস্পর প্রতিঘাতে কুণ্ডলাকারে ভ্রমণকারী, অপ্রিয়গন্ধযুক্ত এবং বাষ্প, বালুকা, ধূলি ও ধূমদ্বারা উপহত হয়। অস্বাস্থ্যকর জলের গন্ধ, বর্ণ, আস্বাদ ও স্পর্শ অতিশয় বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, জলচর পক্ষিগণ উহা পরিত্যাগ করে এবং উহা ক্লেদপূর্ণ ও অপ্রীতিকর হয়, এই সময় জলাশয় সকল প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। দেশ—প্রকৃত বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শবিবর্জ্জিত, ক্লেদবহুল, সরীসৃপ, ব্যাল, মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মূষিক, পেচক, শ্মশানিক পক্ষী ও শৃগালাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত, উলু প্রভৃতি তৃণ পরিপূর্ণ ও নানাবিধ কুৎসিত বন্যলতা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। এই বিকৃত ভাবাপন্ন দেশে শস্য বৃক্ষ সমস্ত শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া যায়, ধূম্রবর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, পক্ষী ও কুক্কুরগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে, মৃগগণ উদ্ভ্রান্ত ও ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, মনুষ্যগণ ধর্ম্ম, সত্য ব্যবহার, লজ্জা ও সদাচারপরিভ্রষ্ট হয়, নিরন্তর উল্কাপাত ও ভূমিকম্প হয় এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ তাম্র, কৃষ্ণ বা অন্যবিধ বিকৃত বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কাল—যে ঋতুতে কালের যেরূপ চিহ্ন স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ, তাহার বিপরীত, অতিরিক্ত বা হীন লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। উদ্ধংসকালে এই সমস্ত এবং এইরূপ অন্যান্য বিবিধ দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

দেশ, কাল, বায়ু ও জল এইরূপ বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইলে বিধি অনুসারে রসায়ন ঔষধ সেবন, পূর্ব্বোদ্ধৃত ঔষধের উপযোগ, পথ্যাশন ও চিত্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে ভয় দূরীকরণ করা কর্ত্তব্য। তৎকালে সত্যবাক্য, জীবগণের প্রতি দয়া, দান, বলি, দেবার্চ্চন, সদাচারানুষ্ঠান, শান্তি অবলম্বন ও আত্মগুপ্তি এই সকল হিতজনক। এই ভয়ঙ্কর দেশ পরিত্যাগ করিয়া বিঘ্নবিবর্জ্জিত কল্যাণপ্রদ জন পদান্তর আশ্রয় করিলে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারা যায়। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, ব্রহ্মচারীদিগের শুশ্রূষা, ধর্ম্মশাস্ত্রালাপ ও ধাম্মিকগণের সহিত একত্র উপবেশন এই সমুদায় দ্বারা মারীভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। যাহাদের মৃত্যু অনিয়ত, এই সকল উপায় দ্বারা তাহাদের জীবন রক্ষা হইতে পারে। মৃত্যুর প্রকৃত সময় উপস্থিত হইলে কোনমতেই বারণ করিতে পারা যায় না। লিঙ্গপুরাণে মহাদেব কার্ত্তিকেয়কে বলিয়াছেন "মমায়ুর্গ্রসতে কালঃ কুতঃ পুত্র রসায়নম্"? হে পুত্র! কাল, আমার আয়ুঃ গ্রাস করিতেছে, অতএব রসায়নের প্রয়োজন কি?

ইত্যেবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। কিন্নু খলু ভগবন্! নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং ন বেতি? ভগবানুবাচ।

ইহাগ্নিবেশ ভূতানামায়ুর্যুক্তিমপেক্ষতে।
দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্॥
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদৈহিকম্।
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্॥
বলাবলবিশেষোঽস্তি তয়োরপি চ কর্ম্মণোঃ।
দৃষ্টং হি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমম্।
তয়োরুদারয়োর্যুক্তির্দীর্ঘস্য সুখস্য চ।
নিয়তস্যায়ুষো হেতুর্বিপরীতস্য চেতরা।
মধ্যমা মধ্যমস্যেষ্টা কারণং শৃণু চাপরম্।
দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যুপহন্যতে।
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে।
দৃষ্ট্বা যদেকে মন্যন্তে নিয়তং মানমায়ুষঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কালে বিপাকে নিয়তং মহৎ।
কিঞ্চিত্ত্ব কালনিয়তং প্রত্যয়ৈঃ প্রতিবোধ্যতে।

তস্মাদুভয়দৃষ্টত্বাদেকান্তগ্রহণমাহুঃ। নিদর্শনমপি চাত্রোদাহরিষ্যামঃ। যদি হি নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং স্যাদায়ুষ্কামাণাং ন মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়নপ্রণিপাতগমনাদ্যাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রয়োজ্যেরন্। নোদ্ভ্রান্তচণ্ডচপলগোগজোষ্ট্রখরতুরগমহিষাদয়ঃ পবনাদয়শ্চ দুষ্টাঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুঃ। সপ্রপাতগিরিবিষমদুর্গাম্বুবেগাঃ। তথা ন প্রমত্তোন্মত্তোদ্ভ্রান্তচণ্ডচপলমোহলোভাকুলমতয়ো নারয়ো ন প্রবৃদ্ধোঽগ্নির্ন চ বিবিধবিষাশ্রয়াঃ সরীসৃপোরগাদয়ঃ। ন সাহসং ন দেশকালচর্য্যা ন নরেন্দ্রপ্রকোপ ইত্যেবমাদয়ো ভাবা নাভাবকরাঃ স্যুরায়ুষঃ সর্ব্বস্য নিয়তকালপ্রমাণত্বাৎ। ন চানভ্যস্তাকালমরণভয়নিবারকাণামকালমরণভয়মাগচ্ছেৎ প্রাণিনাম্। ব্যর্থাশ্চারম্ভকথাপ্রয়োগবুদ্ধয়ঃ স্যুর্মহর্ষীণাং রসায়নাধিকারে। নাপীন্দ্রো নিয়তায়ুষং শত্রুং বজ্রেণাভিহন্যাৎ। নাশ্বিনাবার্ত্তং ভেষজেনোপপাদয়েতাং নর্ষয়ো যথেষ্টমায়ুস্তপসা প্রাপ্নুয়ুর্ন চ বিদিতবেদিতব্যা মহর্ষয়ঃ সসুরেশাঃ সম্যক্ পশ্যেয়ুরুপদিশেয়ুরাচরেয়ুর্বা। তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতম্। অতো বিপর্য্যয়ান্মৃত্যুরিতি। ইত্যেবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। এবং সতি অনিয়তকালপ্রমাণমায়ুষাং ভগবন্! কথং কালমৃত্যুরকালমৃত্যুর্ব্বভবতীতি? তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। শ্রূয়তামগ্নিবেশ। যথা যানসমাযুক্তোঽক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈরুপেতঃ সর্ব্বগুণোপপন্নো বাহ্যমানো যথাকালং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবসানং গচ্ছেৎ তথায়ুঃ শরীরোপগতং প্রকৃত্যা যথাবদুপচর্য্যমানং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছতি। স মৃত্যুঃ কালে। যথা চ স এবাক্ষোঽতিভারাধিষ্ঠিত-

স্থাদ্ বিষমপথাদপথাদক্ষচক্রভঙ্গাদ্ বাহ্নবাহক-দোষাদনির্ম্মোক্ষাৎ পর্য্যসনাদনুপাঙ্গাচ্চান্তরা ব্যসন-মাপদ্যতে। তথায়ুরপ্যযথাবলমারম্ভাদযথাগ্ন্যভ্য-বহরণাদ্বিষমাভ্যবহরণাদ্ বিষমশরীরন্যাসাদতি মৈথুনাদসৎসংশ্রয়াদুদীর্ণবেগবিনিগ্রহাদ্ বিধার্য্য বেগাবিধারণাদ্ ভূতবিষাগ্ন্যাতপতাপাদভিঘাতাদা-হারবিবর্জ্জনাচ্চান্তরা ব্যসনমাপদ্যতে। স মৃত্যুর কাল ইতি।

ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে পর অগ্নিবেশ পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! প্রত্যেক জীবের আয়ুর কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে কি না? কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। এই প্রশ্ন শুনিয়া মহর্ষি কহিলেন বৎস! দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েই আয়ুর বলাবল অবস্থিত। দৈব কোন এক স্বতন্ত্র অদ্ভুত পদার্থ নহে, দৈব ও পুরুষকার উভয়েই আত্মকৃত কর্ম্ম। পূর্ব্ব দেহকৃত আত্মকর্ম্মের নাম দৈব, আর বর্ত্তমান দেহকৃত আত্মকর্ম্মের নাম পুরুষকার। বিশ্বামিত্র রাজা পুরুষকারদ্বারা দৈবকে অভিভব করিয়াছিলেন। দৈব ও পুরুষকার উভয়েই শক্তিমত্তা ও হীনশক্তিতা দৃষ্ট হয়। দৈব যদি দুর্ব্বল ও পুরুষকার প্রবল হয়, তাহা হইলে পুরুষকার দ্বারা দৈব উপহত হয়, তদ্রূপ প্রবলতর দৈব দ্বারা দুর্ব্বল পুরুষকার পরাভূত হইয়া থাকে। অনেকস্থলে বহু চেষ্টা করিয়াও কোন কোন রোগীকে বাঁচাইতে পারা যায় না দেখিয়া কতকগুলি লোকে মনে করে আয়ুর অবশ্য এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে যাহার পূর্ব্বে মৃত্যু হইতে পারে না এবং যাহার অতীত এক নিমিষেও জীবন থাকিতে পারে না। আর চিকিৎসা করিতে করিতে অতি কঠিন পীড়ারও শান্তি হয় দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, রীতিমত চিকিৎসা করিলে অবশ্যই সর্ব্বত্র মৃত্যু নিবারণ করিতে পারা যায়। এই উভয়মতেই দোষ দৃষ্ট হয়। ইহার প্রকৃত মীমাংসা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রবল পুরুষকার দ্বারা দুর্ব্বল দৈব ও প্রবল দৈব দ্বারা দুর্ব্বল পুরুষকার পরাভূত হইয়া থাকে। যাঁহারা পুরুষকারের কিছুমাত্র শক্তি স্বীকার না করিয়া কেবল দৈবেরই কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডনোদ্দেশে কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। যদি আয়ুর এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকিত, যে তাহার পূর্ব্বে কখনই মৃত্যু ঘটনা হইতে পারে না, তাহা হইলে লোকে আয়ুঃপ্রার্থী হইয়া মন্ত্র, ঔষধি, মণিধারণ, মঙ্গলকর্ম্ম, বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণাম ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত না। তাহা হইলে উদ্ভ্রান্ত, প্রচণ্ড ও চপল গো, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অশ্ব ও মহিষ প্রভৃতিকেও ভয়ঙ্কর বাত্যাকে পরিহার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিত না। প্রপাত, পর্ব্বত, দুর্গম কান্তার ও বিষম জলপ্রবাহ সমস্তকে পরিহার করিতে হইত না। প্রমত্ত, উন্মত্ত, উদ্ভ্রান্ত, প্রচণ্ড, চপল, মোহাক্রান্ত ও লোভাকুল ব্যক্তিদিগকে, শত্রুগণকে, প্রবৃদ্ধ অগ্নিকে ও বিষধর সর্প সরীসৃপাদিকে ভয় করিতে হইত না, সাহস কর্ম্ম ও রাজপ্রকোপ প্রভৃতি ভাব সকল কদাচ আয়ুর অভাবকর হইত না এবং স্বভাবতঃ প্রাণীদিগের মতে অকালমৃত্যু ভয় উপস্থিত হইত না, মহর্ষিগণের রসায়ন প্রয়োগ বর্ণনের বুদ্ধি বৃথা হইত, ইন্দ্রকে শত্রুনিপাতের জন্য ব্যস্ত হইয়া

বস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইত না, তাহা হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ব্যাধিত দেবতা ও ঋষিগণকে ঔষধ প্রদান করিতেন না, ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা যথেষ্ট পরমায়ুঃ লাভ করিতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের সম্যক্‌দর্শন, উপদেশপ্রদান ও আচরণ করিবার আবশ্যকতা থাকিত না। এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারা যায়, যদ্দ্বারা আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। আর জগতে এরূপ লোক দৃষ্ট হয় না, যিনি আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা স্বীকার করিয়া সকল সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন, প্রাণসংশয়কর বিপদ্ আপতিত হইবার উপক্রম দেখিলে ব্যাকুল হইয়া অবশ্যই তাঁহাকে বিপৎ প্রতিকারার্থ উপায়ান্বেষণে উদ্যত হইতে হইবে এবং নিজের বা অন্ততঃ কোন প্রিয়তম ব্যক্তির আশঙ্কাজনক কঠিন পীড়া হইলে চিকিৎসারও আশ্রয় লইতে হইবে। অতএব বিষয় প্রতিপাদনের জন্য অধিক তর্ক করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। স্থূলতঃ ইহা বলা যাইতে পারে, যে প্রায় সকলেই এই প্রস্তাবিত অভিমত কার্য্যে না করুন কিন্তু অন্তরে স্বীকার করিয়া থাকেন। যদি তাঁহাদের দৃঢ় ও নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস থাকিত, যে নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে কদাচ মৃত্যু হইবে না, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই বিপৎকালে অধীর হইয়া প্রতীকারার্থ উপায়ান্বেষণে যত্নবান হইতেন না। সামান্যতঃ আমাদের অভিপ্রায় এই যে, হিতোপচারমূলক জীবন, তাহার বিপর্য্যয় হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

অতঃপর অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে কালমৃত্যু ও অকালমৃত্যু কিরূপ? তাহার উপদেশ প্রদান করুন। মহর্ষি কহিলেন বৎস! শ্রবণ কর। যেমন শকটসমাযুক্ত অক্ষ প্রকৃত অক্ষগুণযুক্ত, সমুদায় অপর আবশ্যক গুণসম্পন্ন ও নিয়মিতরূপ বাহ্যমান হইয়া ক্রমশঃ যথাপ্রমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহোপগত আয়ুঃ প্রকৃতরূপে উপচর্য্যমাণ হইয়া ক্রমশঃ যথাপ্রমাণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যথাসময়ে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এইরূপ মৃত্যুকে কালমৃত্যু বলা যায়। আবার ঐ অক্ষই অধিক ভারবহন, বিষম পথ গমন, অপথ গমন, অক্ষচক্র ভঙ্গ, বাহ্যবাহক দোষ, অনির্ম্মোচন, বিপর্য্যাস ও উপাঙ্গরাহিত্য এই সকল কারণে অল্পপযুক্ত সময়েই ব্যসনপ্রাপ্ত হয়, অথবা সাবধান হইয়া ঐ সমুদায় দোষ ঘটিতে না দিলে আরও অনেকদিন স্থায়ী হইতে পারিত, সেইরূপ আয়ুঃও অযথা বল সহকারে ক্রিয়াকরণ, অতিবিরুদ্ধ ভোজন, বিষমভাবে শরীরন্যাস, অতি মৈথুন, অসৎসংশ্রয়, উপস্থিত বেগনিগ্রহ, ধারনীয় বেগের (কামক্রোধাদির) অধারণ, মারাত্মক জীবের আক্রমণ, অগ্ন্যভিভব, অভিঘাত ও আহার পরিত্যাগ এই সকল কারণে কালমৃত্যুর সীমার পূর্ব্বেই অবসান প্রাপ্ত হয়, এই মৃত্যুর নাম অকালমৃত্যু। উপযুক্ত সময়ে সাবধান হইলে অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। কালমৃত্যু অবারণীয়। যে ব্যক্তি যেরূপ দেহও প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তাহার সেই দেহ যত দিন পর্য্যন্ত সংসারের স্বাভাবিক সুখ দুঃখ

সহ্য করিবার যোগ্য থাকে, তাবৎকাল তাহার পরমায়ুঃ। অতএব প্রত্যেক জীবের পরমায়ুর ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। জীবদেহ সংসারসাগরে নিরন্তর প্রবমান থাকিয়া ক্রমশঃ শিথিল, ক্লিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া যথাসময়ে লয় প্রাপ্ত হয়। যে দেহ যত দিন পর্য্যন্ত সংসার-তরঙ্গ সহ্য করিবার উপযুক্ত, তাহা ততদিন মাত্র ইতস্ততঃ ভ্রামিত ও স্পন্দিত থাকিয়া পরিশেষে বিলীন হইয়া যায়। অধিকন্তু বিপদ্‌বাত্যা উত্থিত হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ছিন্ন ভিন্ন ও মগ্ন হইয়া যায়। দেহ বা অপর কোন উৎপত্তিমান্ পদার্থকেই চিরকাল অবিকৃত ও অবস্থিত রাখিবার উপায় জগতে নাই।

চিকিৎসাবিধিঃ ।

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যঃ স্যান্নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশত্রুবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ ॥
রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাজ্জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥

রোগ উৎপত্তি হইবামাত্র চিকিৎসা করিবে, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবে না। কারণ সামান্য ব্যাধিও অগ্নি, শস্ত্র ও বিষের ন্যায়, অল্পপরিমিত হইয়াও বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে।

ভেষজং কেবলং কর্ত্তুং যো জানাতি ন চাময়ান্।
বৈদ্যকর্ম্ম স চেৎ কুর্য্যাদ্বধমর্হতি রাজতঃ ॥
যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞো ভেষজেষবিচক্ষণঃ।
তং বৈদ্যং প্রাপ্য রোগী স্যাদ্‌যথা নৌর্নাবিকং বিনা ॥
যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ ক্রিয়াস্বকুশলো ভিষক্।
স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য প্রাপ্যভীরুরিবাহবম্ ॥
যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্রবহিষ্কৃতঃ।
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধং চার্হতি রাজতঃ ॥
ছেদ্যাদিষনভিজ্ঞো যঃ স্নেহাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যো নৃপদোষতঃ ॥
যস্তূভয়জ্ঞো মতিমান্ স সমর্থোঽর্থসাধনে।
আহবে কর্ম্ম নির্বোঢ়ুং দ্বিচক্রঃ স্যন্দনো যথা ॥
যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বভৈষজ্যকোবিদঃ।
দেশকালবিভাগজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥
আদাবতো রুজাং জ্ঞানে প্রযতেত চিকিৎসকঃ।
ভেষজানাং বিধানেন ততঃ কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্ ॥
বিকারাণামকুশলো ন জিহ্রিয়াৎ কদাচন।
ন হি সর্ব্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ ॥
ন চৈকান্তে ন নির্দ্দিষ্টে শাস্ত্রে নিবিশতে বুধঃ।
স্বয়মপ্যত্র ভিষজা তর্কণীয়ং চিকিৎসিতম্ ॥
উৎপদ্যতে চ সাবস্থা দেশকালবলং প্রতি।
যস্যাং কার্য্যমকার্য্যং স্যাৎ কর্ম্ম কার্য্যং বিবর্জ্জিতম্ ॥
ক্বচিদর্থঃ ক্বচিন্মৈত্রী ক্বচিদ্ধর্ম্মঃ ক্বচিদ্‌যশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ ক্বচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা।
নৈব কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসাপুণ্যবিক্রয়ম্।
ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থন্তু বৃত্তয়ে ॥

যিনি কেবল ঔষধ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু রোগ নির্ণয় করিতে পারেন না, তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিলে প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধে অপরাধী হইবেন। আবার যিনি কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু ঔষধ প্রয়োগে বিচক্ষণ নহেন, তিনি চিকিৎসা করিলে রোগীকে কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় সঙ্কটে পতিত হইতে হয়। কর্ম্মাভ্যাসবর্জ্জিত চিকিৎসক উত্তম শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও চিকিৎসাকালে রণভূমিস্থ ভীরুব্যক্তির ন্যায়, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভয়বিহ্বল হইয়া থাকেন। যিনি কেবল কর্ম্মে নৈপুণ্য-লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান-বর্জ্জিত, তিনি চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিলে প্রাণদণ্ডের অপরাধী হন।

রাজার অপাসন দোষে শস্ত্রাদি ও স্নেহাদি এই উভয়বিধ ক্রিয়ার অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থলোভ পরতন্ত্র হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক মনুষ্যগণের প্রাণনাশের হেতুভূত হইয়া থাকে। যিনি ঐ উভয় কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি রণভূমিস্থ দ্বিচক্র রথের ন্যায় কার্য্যসাধনে সমর্থ হন। যিনি নিয়মিতরূপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া রোগ নির্ণয় এবং ঔষধ প্রস্তুতকরণ ও তাহার প্রয়োগে সমর্থ হইয়াছেন এবং দেশ ও কালের প্রকৃতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তিনি চিকিৎসা বিষয়ে নিঃসন্দেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। অতএব প্রথমে রোগ নির্ণয়ে যত্নবান্ হইবে, পশ্চাৎ যথাবিধি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবে। চিকিৎসক যে, সমস্ত রোগ নিবারণেই সমর্থ হইবেন, কোন স্থলেই যে অকৃতকার্য্য হইবেন না তাহার অর্থ নাই, কোনস্থলে বিফল প্রয়াস হইলেও লজ্জিত হইবার কারণ নাই। ওরূপ লজ্জিত হইলে চিকিৎসা করা হয় না। বোধ হয় পৃথিবীতে এরূপ চিকিৎসক কেহই নাই, যিনি কখনও কোনস্থলে বিফলপ্রয়াস হন নাই বা হইবেন না। চিকিৎসকের কোন নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলা উচিত নহে, তাঁহাকে অনেকস্থলে নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্ক করিয়া ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে। কারণ দেশ ও কালের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনবশতঃ এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে, যাহাতে বিহিত কর্ম্মও নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ কর্ম্মও বিহিত হইতে পারে। চিকিৎসা কার্য্য কোথাও নিষ্ফল হয় না, কোনস্থলে অর্থ, কোথাও বন্ধুতা, কোথাও ধর্ম্ম ও কোথাও বা যশোলাভ হইয়া থাকে। এই সমুদায়ের অন্যতম লাভ না হইলে কর্ম্মশিক্ষা হইয়া থাকে, তাহাও লাভ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সামান্য লোভপরতন্ত্র হইয়া চিকিৎসাজনিত অমূল্য পুণ্য বিক্রয় করা উচিত নহে। জীবিকা নির্ব্বাহার্থ রাজা ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট অর্থ অবশ্য গ্রহণীয়।

নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাৎ তস্মাচ্চিকিৎসকঃ।
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ ॥
যে ন কুর্ব্বন্ত্যসাধ্যানাং চিকিৎসাং তে বিধিস্বরাঃ।
অতো বৈদ্যৈঃ শ্রমঃ কার্য্যঃ সাধ্যাসাধ্যপরীক্ষণে।
শীতে শীতপ্রতীকারমুষ্ণে তূষ্ণনিবারণম্।
কৃত্বা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং প্রাপ্তঃ ক্রিয়াকালং ন হাপয়েৎ॥
অপ্রাপ্তে বা ক্রিয়াকালে প্রাপ্তে বা ন ক্রিয়া কৃতা।
ক্রিয়া হীনাতিরিক্তা চ সাধ্যেষ্বপি ন সিধ্যতি ॥
বিকারেঽল্পে মহৎ কর্ম্ম ক্রিয়া লঘ্বী গরীয়সী।
স্বয়মেতদকৌশল্যং কৌশল্যং যুক্তকর্ম্মতা।
ক্রিয়ায়াস্তু গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং প্রয়োজয়েৎ।
পূর্ব্বস্যাং শান্তবেগায়াং ন ক্রিয়াসঙ্করো হিতঃ ॥

দোষত্রয়ের বিকৃতি না হইলে রোগ উৎপন্ন হয় না। অতএব দোষের চিহ্ন দৃষ্টি করিয়া অনুক্ত ব্যাধির চিকিৎসা করিবে। অসাধ্য রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। অতএব অগ্রে রোগের সাধ্যতা ও অসাধ্যতা নির্ণয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। শৈত্যজনিত ব্যাধিতে শীতপ্রতিকারক ও উষ্ণতাজনিত পীড়ায় উষ্ণতানিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঔষধ প্রয়োগের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইলেই উহা প্রয়োগ করিবে, বৃথা সময় নষ্ট করা মূঢ়ের কর্ম্ম। অনুপস্থিত সময়ে ক্রিয়াচরণ, যোগ্য অবসরে উহার অনহুষ্ঠান এবং হীন বা অতিরিক্ত ক্রিয়াচরণ দ্বারা সাধ্য পীড়াও

অসাধ্য হইয়া উঠে। সামান্য পীড়ায় মহৎ কর্ম্ম ও গুরুতর পীড়ায় সামান্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা অযৌক্তিক। সর্ব্বদা যুক্তিসঙ্গত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য, এক ক্রিয়ার দ্বারা উপকার না দর্শিলে ক্রিয়ান্তর অবলম্বন করিবে, কোন ক্রিয়ার উপকার দর্শন করিলে অন্য ক্রিয়াচরণের আবশ্যকতা নাই। ক্রিয়াসঙ্কর দ্বারা উপকার না হইয়া অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসায়া অঙ্গানি ।

ভিষগ্ দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্ ।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তয়ে ॥

চিকিৎসক, দ্রব্য, রোগীর পরিচারক ও রোগী এই চারিটী চিকিৎসার অঙ্গ। এই পাদচতুষ্টয় উপযুক্ত গুণসম্পন্ন হইলে রোগপ্রশমনে সমর্থ হইয়া থাকে।

রোগী দূতো ভিষগ্ দীর্ঘমায়ুর্দ্রব্যং সুসেবকঃ ।
সদৌষধং চিকিৎসায়ামিত্যঙ্গানি জগুর্ব্বুধাঃ ॥

রোগী, দূত, চিকিৎসক, রোগীর আয়ুষ্মত্তা, দ্রব্য (ধন), সুপরিচারক ও প্রশস্ত ঔষধ এই সমস্ত, চিকিৎসার অঙ্গভূত। প্রত্যেকের লক্ষণ ক্রমে লিখিত হইতেছে।

তত্রাদৌ রোগিণো লক্ষণম্ ।

রোগো যস্যাস্তি রোগী স স চিকিৎস্যস্তু যাদৃশঃ ।
যাদৃশশ্চাচিকিৎস্যোঽপি বক্ষ্যমাণো নিশাম্যতাম্ ॥
নিজপ্রকৃতিবর্ণাভ্যাং যুক্তঃ সত্ত্বেন চক্ষুষা ।
চিকিৎস্যো ভিষজা রোগী বৈদ্যভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
আয়ুষ্মান্ সত্ত্ববান্ সাধ্যো দ্রব্যবান্ মিত্রবানপি ।
চিকিৎস্যো ভিষজা রোগী বৈদ্যবাক্যকৃদাস্তিকঃ ॥
চণ্ডঃ সাহসিকো ভীরুঃ কৃতঘ্নো ব্যাগ্র এব চ ।
শোকাকুলো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ ॥
বৈরী বৈদ্যবিদগ্ধশ্চ শ্রদ্ধাহীনশ্চ শঙ্কিতঃ ।
ভিষজামবিধেয়াশ্চ নোপক্রম্যা ভিষগ্ বিধাঃ ॥
স ন সিধ্যতি বৈদ্যস্তু গৃহে যস্য ন পূজ্যতে ।
এতানুপাচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ ॥

যাহার রোগ হইয়াছে, তাহাকে রোগী বলে। যাদৃশ রোগী চিকিৎস্য ও যাদৃশ অচিকিৎস্য তাহা লিখিত হইতেছে। প্রকৃত বর্ণ ও প্রকৃতিবিশিষ্ট, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, স্বাভাবিক জ্যোতিঃশালি চক্ষুবিশিষ্ট, চিকিৎসকের আজ্ঞাপ্রতিপালক, জিতেন্দ্রিয়, আয়ুষ্মান্, সাধ্যরোগাক্রান্ত, ধনবান্, মিত্র ও বলসম্পন্ন ও আয়ুর্ব্বেদে বিশ্বাসযুক্ত রোগীকে চিকিৎসা করিবে। অত্যন্ত ক্রোধশীল, অবিমৃষ্যকারী, ভীরুস্বভাব, কৃতঘ্ন, ব্যগ্র, শোকাভিভূত, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয়শক্তিরহিত, শত্রুভাবাপন্ন, বৈদ্যধূর্ত্ত, বিশ্বাসহীন, নিত্যশঙ্কিত, চিকিৎসকের অবাধ্য ও চিকিৎসককল্প এই সকল ব্যক্তির চিকিৎসা করিবে না, করিলে অযশঃ ও বহু দোষ প্রাপ্ত হইতে হইবে। আর চিকিৎসক যাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া সংকৃত না হন, তাহারও চিকিৎসা করা অনুচিত।

দূতস্য লক্ষণম্ ।

যশ্চিকিৎসকমানেতুং যাতি দূতঃ স কথ্যতে ।
স চ যাদৃক্ সমুচিতস্তাদৃগত্র নিগদ্যতে ॥
দূতাঃ সুজাতয়োঽব্যগ্রাঃ পটবো নির্ম্মলাম্বরাঃ ।
সুখিনঃ শীলবন্তশ্চ বলিনো ধর্ম্মসংযুতাঃ ॥
নম্রপ্রকৃতয়ো বশ্যাঃ প্রভুকল্যাণকাঙ্ক্ষিণঃ ।
দূতাঃ সত্ত্বগুণৈর্যুক্তাঃ প্রশস্তা দৌত্যকর্ম্মণি ॥

যে ব্যক্তি চিকিৎসককে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করে, তাহার নাম দূত। যাদৃশ দূত প্রশস্ত, তাহা লিখিত হইতেছে। ভদ্রজাতি, অনুদ্ধত, কর্ম্মঠ

নির্ম্মল বস্ত্র পরিধায়ী, সুস্থদেহ, সুস্থচিত্ত, সদ্‌বৃত্তসম্পন্ন, বলবান্, ধর্ম্মশীল, নম্রপ্রকৃতি, প্রভুর কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ও বশীভূত এবং সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিই দৌত্যকর্ম্ম নির্ব্বাহের যোগ্য।

বৈদ্যস্য লক্ষণম্।

চিকিৎসাং কুরুতে যস্তু স চিকিৎসক উচ্যতে।
স চ যাদৃক্ সমীচীনস্তাদৃশোঽপি নিগদ্যতে॥
তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ংকৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্জোপস্করভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী প্রিয়ংবদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে॥
কুচেলঃ কর্কশঃ স্তব্ধো গ্রামীণঃ স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা যদি॥

যিনি চিকিৎসা করেন, তাঁহাকে চিকিৎসক বলে। চিকিৎসক শব্দের পর্য্যায় ভিষক্, বৈদ্য ইত্যাদি। যাদৃশ চিকিৎসক প্রশস্ত, তাহা লিখিত হইতেছে। যিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, অন্যকৃত চিকিৎসা অনেকে দেখিয়াছেন, স্বয়ং চিকিৎসাকুশল হইয়াছেন এবং যিনি লঘুহস্ত, পবিত্রাচার, বলিষ্ঠ, নবপ্রস্তুত ঔষধ সম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্, ব্যবসায়ী, প্রিয়ভাষী, সত্যপরায়ণ ও ধার্ম্মিক তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক পদবাচ্য। ইহার বিপরীত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি চিকিৎসক হইবার যোগ্য নহে। কুৎসিত বসন পরিধায়ী, কর্কশভাষী, অভিমানী, ব্যবহারাচতুর, এবং বিনাহ্বানে রোগীর গৃহে গমনকারী চিকিৎসক ধন্বন্তরি সদৃশ হইলেও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না।

দীর্ঘায়ুষো লক্ষণানি অরিষ্টলক্ষণবর্ণনাধ্যায়ে বর্ণিতানি তানি সম্যগ্ বিচার্য্য ভিষজা রোগিণঃ চিকিৎস্যাঃ।

দীর্ঘায়ুর লক্ষণ অরিষ্ট লক্ষণের শেষভাগে লিখিত হইতেছে, সেই সমস্ত সাধালক্ষণ দর্শন করিলে রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। অরিষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হইলে চিকিৎসা নিষিদ্ধ।

দ্রব্যম্।

সর্ব্বে দ্রব্যমপেক্ষন্তে যোগিপ্রভৃতয়ো যতঃ।
বিনা বিত্তং ন ভৈষজ্যং চিকিৎসাঙ্গং ততো ধনম্॥

রোগী, বৈদ্য, পরিচারক, ও দূত সকলেরই ধনের আবশ্যক। ধন ব্যতীত ঔষধ প্রস্তুত হয় না। অতএব ধনও চিকিৎসার অঙ্গ।

পরিচারকস্য লক্ষণম্।

স্নিগ্ধোঽজুগুপ্সুর্বলবান্ যুক্তো ব্যাধিতরক্ষণে।
বৈদ্যবাক্যকৃদশ্রান্তো যুজ্যতে পরিচারকঃ॥

প্রসন্নচিত্ত, অনিন্দক, বলবান্, রোগীর পরিচারণায় সতত অবহিত, চিকিৎসকের আজ্ঞাপ্রতিপালক ও অক্লিষ্টকর্ম্মা ব্যক্তি রোগীর পরিচারক হইবার যোগ্য।

ভেষজস্য লক্ষণম্।

বৈদ্যো ব্যাধিং হরেদ্ যেন তদ্দ্রব্যং প্রোক্তমৌষধম্।
তদ্‌যাদৃশমবশ্যং স্যাদ্রোগঘ্নং তাদৃশং ব্রুবে॥
প্রশস্তদেশে সঞ্জাতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং বহুগুণং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্॥
দোষঘ্নমগ্লানিকরমধিকং ন বিকারি যৎ।
সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ ভেষজং স্যাদ্‌গুণাবহম্॥

চিকিৎসক যে দ্রব্য দ্বারা ব্যাধি হরণ করেন, তাহার নাম ঔষধ। যেরূপ ঔষধ

প্রশস্ত ও রোগ নিবারণে সমর্থ, তাহা লিখিত হইতেছে। প্রশস্ত স্থানে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, অল্প পরিমিত, বহু গুণবিশিষ্ট, উপযুক্ত গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত, দোষঘ্ন এবং যাহা গ্লানিকর বা অধিক বিকৃতিজনক নহে ও উপযুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হয়, সেই ঔষধই বিশেষ ফলোপদায়ক হয়।

যথা বিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা॥
যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণমুত্তমং ভেষজং ভবেৎ।
ভেষজং বাপি দুর্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষম্॥
তস্মান্নাভিষজা যুক্তং যুক্তিবাহ্যেন ভেষজম্।
ধীমতা কিঞ্চিদাদেয়ং জীবিতারোগ্যকাঙ্ক্ষিণা॥
দুঃখিতায় শয়ানায় শ্রদ্দধানায় রোগিণে।
যো ভেষজমবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞমানী প্রযচ্ছতি॥
মৃত্যুভূতস্য পাপস্য দুর্ম্মতেস্ত্যক্তধর্ম্মণঃ।
নরো নরকপাতী স্যাৎ তস্য সম্ভাষণাদপি॥
বরমাশীবিষবিষং ক্বথিতং তাম্রমেব বা।
পীতমত্যগ্নিসন্তপ্তা ভক্ষিতা বাপ্যয়োগুড়াঃ॥
ন তু শ্রুতবতাং বেশং বিভ্রতা শরণাগতাৎ।
গৃহীতমন্নপানং বা বিত্তং বা রোগপীড়িতাৎ॥
বরং দস্যৌ বরং ব্যালে বরং যাদোবিভীষণে।
সাগরে জীবনোৎসর্গঃ সুঘোরে বাপি ধন্বনি॥
নাধীতশাস্ত্রে নাভ্যস্তকর্ম্মণ্যখিলবৈরিণি।
ন কার্য্যং দুর্ম্মতৌ পাপে ভিষজ্যাত্মসমর্পণম্॥

অজ্ঞাত ঔষধ, সর্পের বিষ, শস্ত্র, অগ্নি ও বজ্রের ন্যায় অনিষ্টকর। বিজ্ঞাত ঔষধ অমৃত সদৃশ। যথাবিহিত যোগদ্বারা তীক্ষ্ণ বিষও উৎকৃষ্ট ঔষধ হয় এবং দুর্যুক্ত ঔষধও তীক্ষ্ণবিষ-সদৃশ হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ও জীবনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে, মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞান-বিহীন চিকিৎসকের নিকট হইতে কোনরূপ ঔষধ গ্রহণ করা উচিত নহে। যে পণ্ডিতা-ভিমানী অজ্ঞ চিকিৎসক দুঃখার্ত্ত, শয্যাগত ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযুক্ত রোগীকে অবিচারিত ও অজ্ঞাত ঔষধ সেবন করিতে দেন, সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতি, ধর্ম্মবর্জ্জিত ও যমসদৃশ চিকিৎ-সকের সহিত যিনি সম্ভাষণ করেন, তাঁহাকেও নরকগামী হইতে হয়। সর্পের বিষ বা ক্বথিত তাম্র অথবা অগ্নিপ্রদীপ্ত লৌহগোলক ভক্ষণ করাও বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি পণ্ডিতবেশধারণ পূর্ব্বক শরণাগত রোগীর নিকট হইতে অন্নপান বা অর্থ গ্রহণ করা কদাচ উচিত নহে। দস্যুর হস্তে, হিংস্র জন্তুতে, নক্রাদি জলচর জন্তুসমাকুল ভীষণ সমুদ্রে অথবা ঘোরতর মরুভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন বরং কর্ত্তব্য, তথাপি অনধীত-শাস্ত্র, অনভ্যস্তকর্ম্মা, সর্ব্ববৈরী, দুর্ম্মতি, পাপাত্মা চিকিৎসকের হস্তে আত্মসমর্পণ করা বিহিত নহে।

ভিষজা সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রাণভৃতাং শর্ম্মাশাসিতব্যম। অহরহরুত্তিষ্ঠতা চোপবিশতা চ সর্ব্বাত্মনা চাতুরাণামারোগ্যং প্রযতিতব্যম। জীবিতহেতোরপি চাতুরা ন দোগ্ধব্যাঃ মনসাপি চ পরস্ত্রিয়ো নাভিধর্ষয়িতব্যাঃ। তথা সর্ব্বমেব পরস্বম। নিভৃত-দেশপরিচ্ছদেন ভবিতব্যম। শ্লক্ষ্ণশুক্লধর্ম্ম্যশম্য-ধন্যসত্যহিতমিতবচসা দেশকালবিচারিণা স্মৃতিমতা জ্ঞানোত্থানোপকরণসম্পৎসু নিত্যং যত্নবতা ন কদাচিদ্রাজদ্বিষ্টানাং মহাজনদ্বিষ্টানাং বাপ্যৌষধমনু-বিধাতব্যম্। এবং সর্ব্বেষামত্যর্থবিকৃতদুষ্টদুঃখ-শীলাচারোপচারাণাং মুমূর্ষতাং তথৈবাসন্নিহিতে-শ্বরাণাং স্ত্রীণামনধ্যক্ষাণাং বা বিশেষতস্তু যুবতীনাং ন প্রতিকর্ত্তব্যম্। আতুরকুলং চানুপ্রবিশতা বিদিতেনানুমতপ্রবেশিনা সার্দ্ধং পুরুষেণ সুসংবীতেনাবাকৃশিরসা স্মৃতিমতা স্তিমিতেনাবেক্ষ্যাবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা সম্যগনুপ্রবেষ্টব্যম্। অনুপ্রবিশ্য চ বাঙ্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ন ক্বচিৎ প্রণিধাতব্যানি অন্যত্রাতুরোপকারার্থাদাতুরগতেষ্বন্যেষু বা ভাবেষু ন চাতুরকুলপ্রবৃত্তয়ো বহির্নিশ্চারয়িতব্যাঃ হ্রসিতং-চায়ুষঃ প্রমাণং ন বর্ণয়িতব্যং জানতাপি তত্র

যত্রোচ্যমানমাতুরস্যাহনস্য বাপ্যুপঘাতায় সম্পদ্যতে তেনৈতদপ্যবশ্যং চিন্তনীয়ং যজ্জীবনাশাচ্ছেদাৎ প্রাণিনো ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদিপ্রভ্রষ্টাঃ পরং শোচনীয়তাং যান্তি। অপিচ ন কশ্চিজ্জগত্যপ্রমত্তো বিদ্যতে কদাচিদ্‌ব্যাধেঃ সাধ্যত্বেহপ্যসাধ্যতা ভ্রান্তেস্তদ্বদ্ ব্যাখ্যানাৎ তদ্বচনপ্রতীতৌ হ্যাতুর আয়ুষ্মানপি বিপদ্যতে। অতো নানির্বার্য্যাৎ হেতুং বিনারিষ্টলক্ষণং প্রকটনীয়ম্। জ্ঞানবতাপি চ নাত্যর্থমাত্মনো জ্ঞানে কথিতব্যম্।

আপ্তাদপি কথ্যমানাদত্যর্থমুদ্বিজন্তেহুকে।
স্ত্রীভিঃ সাংস্থাং সংবাদং পরিহাসঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
দত্তঞ্চ তাভ্যো নাদেয়মন্নাদন্যদ্‌ভিষগ্বরৈঃ॥

এস্থলে চিকিৎসকের অবশ্য প্রতিপাল্য কতিপয় নিয়ম বর্ণিত হইতেছে। চিকিৎসক সর্ব্বতোভাবে সকল প্রাণীর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিবেন। কখন উত্থান, কখন উপবেশন ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাব ও বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে কায়মনবাক্যে, রোগীর আরোগ্যের নিমিত্ত সতত যত্নশীল থাকিবেন। প্রাণান্তেও আতুরকে ক্লিষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে অর্থদোহন করিবেন না। পরস্বগ্রহণও পরস্ত্রীধর্ষণচিন্তা কখন মনে স্থান দিবেন না। তাঁহার শান্ত বেশধারী হওয়া উচিত। তিনি সর্ব্বদা আড়ম্বরবিহীন, নিঃসন্দিগ্ধ; নির্দ্দোষ, ধর্ম্মসঙ্গত, প্রশংস্য, সত্য, হিত ও পরিমিত বাক্য প্রয়োগ করিবেন এবং দেশকাল বিচারী ও স্মৃতিমান্ হইয়া সর্ব্বদা জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য উদ্‌যোগী থাকিবেন। রাজা ও মহাত্মা ব্যক্তিদিগের বিদ্বেষভাজন লোক সকলের চিকিৎসা করিবেন না। নিরতিশয় বিকৃতিপ্রাপ্ত, দুষ্ট, দুঃশীল ও দুরাচার ব্যক্তিদিগের এবং স্বামী বা অন্য কোন অধ্যক্ষের অসন্নিধানে স্ত্রীলোকের বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীর রোগ প্রতীকারে প্রবৃত্ত হইবেন না। বিনা অনুমতিতে রোগীর বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন না। রোগীর কোন বিশেষজ্ঞ আত্মীয়ের সমভিব্যাহারে, নির্দ্দেশানুসারে রোগীর আলয়ে যাইবেন। প্রবেশকালে সম্যক্ আচ্ছাদিতদেহ, অবনতশিরাঃ, স্মৃতিমান্, শান্তমূর্ত্তি, স্থিরবুদ্ধি ও রোগ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদি চিন্তা পরায়ণ হইবেন। আতুরকুলের কোন বিবরণ অন্যত্র প্রচার করিবেন না। যেস্থলে রোগীর বা রোগীর কোন আত্মীয়ের বিশেষ দুঃখের নিমিত্ত হইবে, সেস্থলে জানিয়াও কদাচ ভাবী অশুভের (মৃত্যুর) বিষয় প্রকাশ করিবেন না, তবে বিশেষ কারণবশতঃ অনেকস্থলে উহা প্রকাশ করা আবশ্যক হয়। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক, যে জীবনাশা, ছিন্ন হইলে মনুষ্যের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি সমুদায়ই বিচলিত হইয়া যায়। অতএব অনিবার্য্য কারণ উপস্থিত না হইলে রোগীকে তাহার আসন্ন মৃত্যুর বিষয় জ্ঞাপন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। চিকিৎসকের ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে তিনি অভ্রান্ত নহেন, তিনি যাহাকে অসাধ্য বিবেচনা করিতেছেন, হয়ত তাহা সাধ্য, তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ঐ সাধ্য রোগাক্রান্ত রোগীরও অশুভ ঘটিতে পারে। চিকিৎসক বিশেষ জ্ঞানবান্ হইলেও তাঁহার আত্মশ্লাঘা ক। উচিত নহে। যথার্থ বিদ্বান্ ও বহুদর্শী ব্যক্তিরও আত্মশ্লাঘা শুনিলে অনেকেই বিরক্ত হইয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকের সহিত একত্র উপবেশন, আলাপন ও পরিহাস পরিত্যাগ করা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। নারীপ্রদত্ত অন্ন ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যই তাঁহার গ্রহণ করা উচিত নহে।

মাতরং পিতরং পুত্রান্ বান্ধবানপি চাতুরঃ।
অপ্যেতানভিশঙ্কেত বৈদ্যে বিশ্বাসমেতি চ ॥
বিসৃজত্যাত্মনাত্মানং ন চৈনং পরিশঙ্কতে।
তস্মাৎ পুত্রবদেবৈনং পালয়েদাতুরং ভিষক্ ॥
ধর্ম্মার্থৌ কীর্ত্তিমত্যর্থং সতাং গ্রহণমুত্তমম্।
প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গবাসঞ্চ হিতমারভ্য কর্ম্মণা ॥

রোগী মাতা, পিতা, পুত্র ও বন্ধু সকলকেই শঙ্কা করে, কেবল চিকিৎসককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং নিঃসন্দেহে ও নির্ভয়ে তাঁহার নিকট আত্মবিসর্জ্জন করে। অতএব রোগীকে পুত্রবৎ বিবেচনা করিয়া তাহার রোগ প্রতিকারার্থ সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল থাকা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈদ্যচিকিৎসা ক্রিয়া দ্বারা লোকের হিতসাধন করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, বিপুল কীর্ত্তি, সাধুগণের নিকট পরম আদরণীয়তা ও দেহান্তে স্বর্গবাস প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অথ বৈদ্যবিচারঃ।

দ্বিবিধাস্তু খলু ভিষজো ভবন্ত্যগ্নিবেশ! প্রাণানামেকেঽভিসরা হন্তারো রোগাণামেকেঽভিসরা রোগাণাং হন্তারঃ প্রাণানামিতি। এবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ ভগবংস্তে কথমস্মাভির্বেদিতব্যা ভবেয়ুরিতি। ভগবানুবাচ য ইমে কুলীনাঃ পর্য্যবদাতশ্রুতাঃ পরিদৃষ্টকর্ম্মাণো দক্ষাঃ শুচয়ো জিতহস্তা জিতাত্মানঃ সর্ব্বোপকরণবন্তঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপপন্নাঃ প্রকৃতিজ্ঞাঃ প্রতিপত্তিজ্ঞাস্তে প্রাণানামভিসরা হন্তারো রোগাণাম্। তথাবিধা হি কেবলে শারীরজ্ঞানে শরীরাভিনির্বৃত্তিজ্ঞানে প্রকৃতিবিকারজ্ঞানে চ নিঃসংশয়াঃ সুখসাধ্যকৃচ্ছ্রসাধ্যযাপ্যপ্রত্যাখ্যেয়ানাঞ্চ রোগাণাং সমুত্থানপূর্ব্বরূপলিঙ্গবেদনোপশয়বিশেষবিজ্ঞানে ব্যপগতসন্দেহাঃ ত্রিবিধস্যায়ুর্ব্বেদসূত্রস্য সসংগ্রহব্যাকরণস্য সত্রিবিধৌষধস্য প্রবক্তারঃ সর্ব্বেষাং মূলফলানাং চতুর্ণাং মহাস্নেহানাং পঞ্চানাং লবণানামষ্টানাঞ্চ মূত্রাণামষ্টানাঞ্চ ক্ষীরাণাং পঞ্চকর্ম্মাশ্রয়স্যৌষধগণস্য সর্ব্বেষাং চূর্ণপ্রদেহানাং বিরেচকানাং কষায়াণামিতি স্বস্থবৃত্তৌ চ ভোজন পাননিয়মস্থানচংক্রমণশয্যাসনমাত্রাদ্রব্যাঞ্জন ধূমনাবনাভ্যঞ্জনপরিমার্জ্জন বেগবিধারণাবিধারণ ব্যায়ামসাত্ম্যেন্দ্রিয় পরোক্ষোপক্রমসদ্বৃত্তকুশলাঃ বহুবিংবিধানযুক্তানাঞ্চ স্নেহস্বেদ্যবিরেচ্যোবধোপচারাণাং কুশলাঃ শিরোরোগাদেশ্চ দোষাংশবিকল্পজস্য ব্যাধিসংগ্রহস্য সংক্ষয়পিড়কাবিদ্রধেঃ সর্ব্বেষাঞ্চ শোফানাং বহুবিধশোফানুবন্ধানাং যন্নাঞ্চ লঙ্ঘনাদীনামুপক্রমাণাং সন্তর্পণাপতর্পণজানাং রোগাণাং সরূপপ্রশমনানাং শোণিতজানাঞ্চ ব্যাধীনাং মদমূর্চ্ছাসংন্যাসানাঞ্চ সকারণরূপৌষধানাং কুশলাঃ কুশলাশ্চ ধাত্বাশ্রয়াণাঞ্চ রোগাণামৌষধসংগ্রহাণাঞ্চ কৃৎস্নস্য চ তন্ত্রোদ্দেশলক্ষণস্য তন্ত্রস্য চ গ্রহণধারণ বিজ্ঞানপ্রয়োগ কর্ম্মকার্য্যকালকর্ত্তৃকরণকুশলাঃ কুশলাশ্চ স্মৃতিমতিশাস্ত্রযুক্তিজ্ঞানস্য সর্ব্বপ্রাণিষু চ পরং কৃপালব ইত্যেবং বহুবিধগুণযুক্তা ভবন্ত্যগ্নিবেশ! অতো বিপরীতা রোগাণামভিসরা হন্তারঃ প্রাণানামিতি। তে ভিষক্ছদ্মপ্রতিচ্ছন্না রাজ্ঞাং প্রসাদাচ্চরন্তি রাষ্ট্রাণি তেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানমত্যর্থং বৈদ্যবেশেন শ্লাঘমানা বিশিখান্তরমনুচরন্তি কর্ম্মলোভাৎ শ্রুত্বা চ কস্যচিদাতুর্য্যমভিতঃ পরিপতন্তি গৃধ্রা ইব মাংসলোভাৎ সংশ্রবণে চাস্যাত্মনো বৈদ্যগুণানুচ্চৈর্বদন্তি যশ্চাস্য বৈদ্যঃপ্রতিকর্ম্ম করোতি তস্য চ দোষান্ মুহুর্মুহুরুদাহরন্ত্যাতুরমিত্রাণি চ প্রহর্ষণোপজাপোপসেবাভিরিচ্ছন্ত্যাত্মীকর্ত্তু মল্পেচ্ছতাঞ্চাত্মনঃ খ্যাপয়ন্তি। কর্ম্ম চাসাদ্য মুহুর্মুহুরবলোকয়ন্তি দাক্ষ্যেণাজ্ঞানমাত্মানমাত্মনশ্ছাদয়িতুকামা ব্যাধিতঞ্চাপবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্তো ব্যাধিতমেবানুপকরণমপচারিকমনাত্মবন্তমুদ্দিশন্তি অন্তর্গতঞ্চাভিসমীক্ষ্যান্যমাশ্রয়ন্তি দেশমপদেশমাত্মনঃ কৃত্বা প্রাকৃতজনসন্নিপাতে চাত্মনঃ কৌশলমকুশলবদ্বর্ণয়ন্তি অধীরবচ্চ ধৈর্য্যমপবদন্তে বিদ্বজ্জনসন্নিপাতঞ্চাভিসমীক্ষ্য প্রতিভয়মিব কান্তারমধ্বগাঃ পরিহরন্তি। ন চৈষামাচার্য্যঃ শিষ্যো বা সব্রহ্মচারী বৈবাদিকো বা কশ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে ইতি।

ভিষক্‌ছদ্মপ্রতিচ্ছন্না ব্যাধিতাংস্তর্কয়ন্তি যে।
বীতংসমিব সংশ্রিত্য বনে শাকুন্তিকো দ্বিজান্।
শ্রুতদৃষ্টক্রিয়াকালমাত্রাজ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ।
বর্জ্জনীয়া হি তে মৃত্যোশ্চরন্ত্যনুচরা ভুবি।
বৃত্তিহেতোর্ভিষঙ্‌মানপূর্ণান্ মূর্খবিশারদান্।
বর্জ্জয়েদাতুরো বিদ্বান্ সর্পাস্তে পীতমারুতাঃ।
যে তু শাস্ত্রবিদো দক্ষাঃ শুচয়ঃ কর্ম্মকোবিদাঃ।
জিতহস্তা জিতাত্মানস্তেভ্যো নিত্যকৃতং নমঃ।

মহর্ষি আত্রেয় প্রিয়শিষ্য অগ্নিবেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎস! এই পৃথিবীতে দুইপ্রকার চিকিৎসক দৃষ্ট হয়, এক প্রাণাভিসর ও রোগনাশক, অপর, রোগাভিসর ও প্রাণনাশক। আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিবেশ কহিলেন ভগবন্! যে দুই প্রকার বৈদ্যের বিষয় বলিলেন, কিরূপে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন। অনন্তর মহর্ষি বলিলেন বৎস! শ্রবণ কর, উভয়বিধ বৈদ্যের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি। প্রশস্ত কুলজাত, মার্জ্জিত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, কৃতকর্ম্মা, কার্য্যদক্ষ, শুচি, জিতহস্ত, জিতাত্মা, সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন, প্রকৃতিজ্ঞ ও প্রতিপত্তিবেত্তা চিকিৎসকগণ প্রাণিগণের অভিসর ও রোগনাশক। ইহারা শারীরবিজ্ঞান এবং প্রকৃতি ও বিকৃতির নিয়ম বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ, সুখসাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য রোগ সমস্তের উৎপত্তি, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ, যাতনা ও উপশম জ্ঞানে সন্দেহশূন্য, ইহারা সংগ্রহ, ব্যাকরণ এবং ত্রিবিধ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দোষের হ্রাসক, হ্রাসপ্রাপ্তের বর্দ্ধক ও সমভাবাবস্থিতের সংরক্ষক) ঔষধ সহিত ত্রিস্কন্ধ (হেতু, লক্ষণ ও ঔষধ জ্ঞানাত্মক) আয়ুর্ব্বেদে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, সকলপ্রকার মূল, ফল, চতুর্ব্বিধ মহাস্নেহ, পঞ্চলবণ, অষ্টমূত্র, অষ্টবিধ দুগ্ধ, পঞ্চকর্ম্ম সম্বন্ধীয় ঔষধ সমূহ, সকল প্রকার চূর্ণ ও প্রদেহ সমস্ত, বিরেচক দ্রব্য সমস্ত, কষায় দ্রব্যগণ, সুস্থাবস্থায় ভোজন ও পানের নিয়ম, অবস্থান, চংক্রমণ, শয়ন, উপবেশন, দ্রব্যাদির পরিমাণ, অঞ্জন, ধূম, নস্যক্রিয়া, অভ্যঙ্গ, গাত্রমার্জ্জন, উপস্থিত বেগের ধারণ ও অধারণ, ব্যায়াম, সাত্ম্যতা এবং ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ স্থলে ক্রিয়া সম্পাদনের নিয়ম এই সকল বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ ও কুশল, নানা প্রকার বিধির সহিত স্নেহনীয়, স্বেদনীয়, বমনীয় ও বিরেচনীয় ঔষধ সমস্তের প্রয়োগ বিষয়ে সুকুশল, দোষের অংশ বিকল্পজাত শিরোরোগ প্রভৃতি, ব্যাধিসংগ্রহ, ক্ষয়, পিড়কা, বিদ্রধি, সকল প্রকার শোথ, শোথ সকলের অনুবন্ধ, লঙ্ঘনাদি ছয়টী উপক্রম, সন্তর্পণ ও অপতর্পণজাত রোগ সমস্তের রূপ ও প্রশমন, মদ, মূর্চ্ছা ও সংন্যাস এই সকল রক্তজ ব্যাধি এবং ইহাদের নিদান, লক্ষণ ও প্রশমক ঔষধ সমস্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানশালী, ধাতুসংশ্রিত রোগ সকলের ঔষধ প্রয়োগ বিষয়ে নিপুণ, তন্ত্রোক্ত নিখিল লক্ষণ এবং তন্ত্রের গ্রহণ ও ধারণ বিজ্ঞান ও প্রয়োগাদি বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ, স্মৃতি, বুদ্ধি, যুক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং সকল প্রাণীর প্রতি পরম কৃপালু, এই সমস্ত ও এবংবিধ অন্যান্য বহু গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত বৈদ্যগণ রোগাভিসর ও প্রাণনাশক। তাহাদের পরিচয়ের উপায় এই যে, তাহারা বিশিষ্টরূপ বৈদ্যবেশ ধারণ ও অতিশয় আত্মশ্লাঘা করিয়া বিচরণ করে, কাহারও পীড়া শুনিলে মাংসলোভী গৃধ্রের ন্যায়, যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করে, উহাকে শুনাইয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার গুণ কীর্ত্তন করে, যদি অপর কোন চিকিৎসক উহার চিকিৎসায় ব্রতী হইয়া থাকে, মুহুর্মুহুঃ তাহার

দোষ কীর্ত্তন করে। আতুরের মিত্রগণকে নানা উপায়ে আপনার আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। আর এইরূপ প্রকাশ করে, যেন ঐ রোগীকে চিকিৎসা করিতে তাঁহার আগ্রহ নাই, কেবল অনুরুদ্ধ হওয়াতেই কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইয়াছে। রোগী হস্তগত হইলে কোন ক্রিয়া প্রয়োগের পর শঙ্কিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ ক্রিয়ার ফলের প্রতি লক্ষ্য করে। রোগীকে সুস্থ করিতে না পারিয়া, আপনার দোষ ঢাকিবার নিমিত্ত উহাকে উপকরণবিহীন, অত্যাচারী ও সত্ত্বশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে, রোগীকে গতায়ু করিয়া বিপদ্‌ সম্ভাবনা দেখিলে কোন ছল অবলম্বন করিয়া অন্যদেশ আশ্রয় করে। ইহারা সামান্য লোকদিগের নিকট, অকুশলের ন্যায় আপনার কৌশল ও অধীরের ন্যায় আপনার ধৈর্য্য প্রকটন করে। বিদ্বৎসমাজ দর্শন করিলে, যেরূপ পথিকগণ ভীষণ কান্তার পরিত্যাগ করে, ইহারাও তদ্রূপ করিয়া থাকে। কে ইহাদের আচার্য্য, কে শিষ্য, কে সহধ্যায়ী, কে বা বৈবাদিক কিছুই জানা যায় না।

যেরূপ ব্যাধ সকল বাগুরা সমভিব্যাহারে বনে প্রবেশ করিয়া বধার্থ পক্ষী অন্বেষণ করে, তদ্রূপ ঐ ভিষকৃছদ্মচারী চিকিৎসকগণ কোন জনপদে উপস্থিত হইয়া আতুর অন্বেষণ করিয়া থাকে। ইহারা প্রণিধানপূর্ব্বক কখন কোন চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ শ্রবণ করে নাই, চিকিৎসার অবসর বুঝে না, ঔষধাদির মাত্রা জানে না, ইহারা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইহারা মৃত্যুর চর স্বরূপ পৃথিবীতে বিচরণ করে। এই চিকিৎসাকর্ম্মজ্ঞ, মূর্খবিশারদ, অর্থলোলুপ, বৈদ্য সকলকে, দূরে পরিহার করা বুদ্ধিমান্‌ রোগীর অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহারা বায়ুপায়ী সর্প সদৃশ ভয়ঙ্কর। যে সকল চিকিৎসক শাস্ত্রজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, শুচি, জিতহস্ত ও জিতাত্মা তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার।

অথায়ুর্ব্বেদাধ্যয়নবিধিঃ।

শুচয়ে কৃতোত্তরাসঙ্গায়াব্যাকুলয়োপস্থিতায়াধ্যয়নকালে শিষ্যায় যথাশক্তি গুরুরুপদিশেৎ পদং পাদং শ্লোকং বা, তে চ পদপাদশ্লোকা ভূয় ক্রমেণানুসন্ধেয়া এবমেকৈকশো ঘটয়েদাত্মনা চানুপঠেৎ। অদ্রুতমবিলম্বিতমবিশঙ্কিতমননুনাসিকং ব্যক্তাক্ষরমপীড়িতবর্ণমক্ষিভ্রুবৌষ্ঠহস্তৈরনভিনীতং সুসংস্কৃতং নাত্যুচ্চৈর্নাতিনীচৈশ্চ স্বরৈঃ পঠেন্নচান্তরেণ কশ্চিদ্‌ব্রজেৎ তয়োরধীয়ানয়োঃ এতদবশ্যমধ্যেয়ং মধীত্য চ কর্ম্মাপ্যবশ্যমুপাসিতব্যমুভয়জ্ঞো হি ভিষগ্রাজার্হো ভবতি।

শুচির্গুরুপরো দক্ষস্তন্দ্রানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
পঠেদেতেন বিধিনা শিষ্যঃ শাস্ত্রান্তমাপ্নুয়াৎ ॥
বাক্‌সৌষ্ঠবেঽর্থবিজ্ঞানে প্রাগলভ্যে কর্ম্মনৈপুণে।
তদভ্যাসে চ সিদ্ধৌ চ যতেতাধ্যয়নান্তগঃ ॥
ইত্যষ্টাঙ্গমিদং তন্ত্রমাদিদেবপ্রকাশিতম্‌।
বিধিনাধীত্য যুঞ্জানা ভবন্তি প্রাণদা ভুবি ॥

শুচি, উত্তরীয়াবৃতদেহ, অব্যাকুল ও অধ্যয়নার্থ উপস্থিত শিষ্যকে পদ, পাদ ও শ্লোক এই সমস্ত আচার্য্য উপদেশ দিবেন। শিষ্য গুরুর উপদেশানুসারে ঐ পদ, পাদ ও শ্লোক যথাবিধি অনুসন্ধান করিয়া আপনি পাঠ করিবেন। অদ্রুত, অবিলম্বিত, অশঙ্কিতভাবে, স্পষ্টাক্ষরে, অনতি উচ্চ ও অনতিনীচ স্বরে শাস্ত্র অধ্যয়নীয়, অধ্যয়নকালে অনুনাসিকরূপে বর্ণোচ্চারণ এবং চক্ষু, ভ্রূ, ওষ্ঠ ও

হস্তদ্বারা অভিনয় করিবে না। পাঠকালে আচার্য্য ও শিষ্য এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে অপর কোন ব্যক্তির গমন করা উচিত নহে।

শিষ্য শুচি, গুরুর আজ্ঞাবহ এবং তন্দ্রা ও নিদ্রা বিবর্জ্জিত হইয়া উক্ত বিধি অনুসারে পাঠ করিলে শাস্ত্রপারদর্শী হইতে পারেন। বাক্যসৌষ্ঠব, অর্থবিজ্ঞান, প্রাগলভ্য, কর্ম্ম-নৈপুণ্য ও শাস্ত্রাভ্যাস বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া যথোক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মপ্রণীত এই অষ্টাঙ্গ তন্ত্র অধ্যয়ন করিলে জীবগণের জীবন রক্ষক হইবেন।

অধিগতমপ্যধ্যয়নমপ্রভাসিতমর্থতো লোকে।
খরস্য চন্দনভার ইব কেবলং পরিশ্রমকরং ভবতি।
যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য
চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্বহন্তি।

তস্মাৎ সমগ্রমায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমনুপদপাদশ্লোকার্দ্ধ-শ্লোক মনুবর্ণয়িতব্যমনুশ্রোতব্যঞ্চ। কস্মাৎ সূক্ষ্মা হি দ্রব্য রসগুণবীর্য্য বিপাকদোষধাতুমলাশয় মর্ম্মশিরা-স্নায়ুসন্ধ্যস্থিগর্ভসম্ভবদ্রব্যসমূহবিভাগাস্তথা প্রনষ্ট-শল্যোদ্ধরণ ব্রণবিনিশ্চয়ভগ্নবিকল্পাঃ সাধ্যযাপ্য প্রত্যাখ্যেয়তা চ বিকারাণামেবমাদয়শ্চান্যে বিশেষাঃ সহস্রশো যে বিচিন্ত্যমানা বিমলবিপুল-বুদ্ধেরপি বুদ্ধিমাকুলীকুর্য্যুঃ কিং পুনরল্পবুদ্ধেঃ? তস্মাদবশ্যমনুপদপাদশ্লোকার্দ্ধশ্লোকমনুবর্ণয়িতব্যম-নুশ্রোতব্যঞ্চ। অন্যশাস্ত্রবিষয়োপপন্নানাঞ্চার্থনামি-হোপনিপতিতানামর্থবশাৎ তেষাং তদ্বিদ্ভ্য এব ব্যাখ্যানমনুশ্রোতব্যং কস্মান্ন হ্যেকস্মিন্ শাস্ত্রে শক্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণামবরোধঃ কর্ত্তুম্।

অধ্যয়নবিধিবৎ সম্ভাষাবিধিমত ঊর্দ্ধং ব্যাখ্যা-স্যামঃ। ভিষক্ ভিষজা সহ সংভাষ্যতে। তদ্বিদ্য-সম্ভাষা হি জ্ঞানাভিযোগসংহর্ষকরী ভবতি বৈশা-রদ্যমপি চাভিনির্ব্বর্ত্তয়তি বচনশক্তিমপি চাধত্তে যশশ্চাভিদীপয়তি পূর্ব্বশ্রুতে চ সন্দেহবতঃ পুনঃ শ্রবণাৎ শ্রুতসংশয়মপকর্ষতি শ্রুতেশ্চাসন্দেহবতো ভূয়োঽধ্যবসায়মভিনির্ব্বর্ত্তয়তি অশ্রুতমপি কঞ্চিদর্থং শ্রোত্রবিষয়মাপাদয়তি।

শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ।

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি প্রভাষণ দ্বারা উহার ব্যবস্থা স্থির না করা যায়, তাহা হইলে উহা গর্দ্দভের চন্দনভার বহনের ন্যায় কেবল পরিশ্রম মাত্র হয়, যেমন চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ কেবল ভারমাত্র অনুভব করে, চন্দন কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারে না, সেইরূপ যাহারা বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহী হয় নাই, তাহারাও চন্দন-ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় জানিবে।

অতএব সমগ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র—পদ, পাদ, অর্দ্ধশ্লোক ও শ্লোক এই সমুদায় পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বিচার করিয়া অনুবর্ণন ও অনুশ্রবণ করিবে। কারণ দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, দোষ, ধাতু, মল, আশয়, মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, গর্ভোৎপত্তি, দ্রব্যবিভাগ, প্রনষ্ট শল্যোদ্ধার, ব্রণবিনিশ্চয়, ভগ্নবিকল্প, রোগ সকলের সাধ্যতা, যাপ্যতা ও অসাধ্যতা এবং এইরূপ অন্যান্য দুরূহ বিষয় সকল সহস্র-বার প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিলেও অল্পবুদ্ধির কথা দূরে থাকুক মার্জ্জিত বিপুলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরও বুদ্ধি আকুলীভূত হয়। অতএব আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের পদ, পাদ, শ্লোকার্দ্ধ ও শ্লোক প্রত্যেক অংশ, বিশেষ মনোযোগ সহকারে প্রভাষিত করিবে। এই শাস্ত্রে অর্থবশতঃ যদি অন্য শাস্ত্রীয় কোন তত্ত্ব উপনিপতিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদ্বিদ্যাব্যবসায়ীর নিকট হইতে উহার মর্ম্ম জানিয়া লইবে। কারণ একশাস্ত্রে সকল শাস্ত্রের অবরোধ করা কোনক্রমেই সম্ভবে না। এমন শাস্ত্রই নাই, যাহাতে অন্যজাতীয় শাস্ত্রের কোন বা কোন কথা নাই।

অতঃপর তদ্বিদ্য সম্ভাষার বিষয় লিখিত হইতেছে। একশাস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের পরস্পর তর্কবিতর্ক করাকে তদ্বিদ্যসম্ভাষা কহে। তদ্বিদ্যসম্ভাষার দ্বারা জ্ঞান সংমার্জ্জন, বৈশারদ্য, বচনপটুতা ও যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বশ্রুত বিষয়ে যদি কোন সন্দেহ থাকে, ইহার দ্বারা তাহার অপনোদন হইতে পারে এবং সন্দেহহীন ব্যক্তিরও অধ্যবসায় বৃদ্ধি হয়। সম্ভাষা দ্বারা কোন অশ্রুতপূর্ব্ব অর্থও শ্রুতিগোচর হইতে পারে।

গুরুর নিকট হইতে যথাবিধানে শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম অভ্যাস করিয়া যিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক। অন্যকে তস্কর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

যোগ্যাসূত্রীয়োঽধ্যায়ঃ।

অধিগতসর্ব্বশাস্ত্রার্থমপি শিষ্যং যোগ্যাং কারয়েৎ। ছেদ্যাদিষু স্নেহাদিষু চ কর্ম্মপথমুপদিশেৎ। সুবহুশ্রুতোঽপ্যকৃতযোগ্যঃ কর্ম্মস্বযোগ্যো ভবতি। তত্র পুষ্পফলালাবুকালিন্দকত্রপুষৈর্ব্বারুকর্কারুক প্রভৃতিষু ছেদ্যবিশেষান্ দর্শয়েদুৎকর্ত্তনপরিকর্ত্তনানি চোপদিশেৎ। দৃতিবস্তি প্রসেবক প্রভৃতিষূদকপঙ্কপূর্ণেষু ভেদ্যযোগ্যম্। সরোম্নি চর্ম্মণ্যাততে লেখ্যস্য। মৃতপশুশিরাসূৎপলনালেষু চ বেধ্যস্য। ঘুণোপহতকাষ্ঠবেণুনলনালীশুষ্কালাবুমুখেষ্বেষণস্য। পনসবিম্বীবিল্বফলমজ্জমৃতপশুদন্তেষাহার্য্যস্য। মধুচ্ছিষ্টোপলিপ্তে শাল্মলীফলকে বিস্রাব্যস্য। সূক্ষ্মঘনবস্ত্রান্তয়োর্মৃদুচর্ম্মান্তয়োশ্চ সীব্যস্য। পুস্তময়পুরুষাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষেষু বন্ধনযোগ্যাম্। মৃদুমাংসপেশীষূৎপলনালেষু চ কর্ণসন্ধিবন্ধনযোগ্যাম্। উদকপূর্ণঘটপার্শ্বস্রোতস্যলাবুমুখাদিষু চ নেত্রপ্রণিধানবস্তিব্রণবস্তিপীড়ন যোগ্যামিতি।

এবমাদিষু মেধাবী যোগ্যার্হেষু যথাবিধি।
দ্রব্যেষু যোগ্যাং কুর্ব্বাণো ন প্রমুহ্যতি কর্ম্মসু।
তস্মাৎ কৌশলমন্বিচ্ছন্ শস্ত্রক্ষারাগ্নিকর্ম্মসু।
যস্য যত্রেহ সাধর্ম্ম্যং তত্র যোগ্যাং সমাচরেৎ।
ব্যাধিতানামভাবাদ্ধি নৃণামেব বিনির্ম্মিতঃ।
তৎপ্রাপ্তৌ গুরুণা কর্ম্ম কৃতং পশ্যেৎ সমাহিতঃ।
অভ্যস্যেচ্চ স্বয়ং কর্ম্ম সদ্‌গুরোরুপদেশতঃ।
নাভ্যস্তকর্ম্মা কার্য্যেষু মুহ্যেচ্চৌরুরিবাহবে।

যথানিয়মে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রভাষণাদি দ্বারা তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ হইলেও যোগ্যাকরণের আবশ্যকতা থাকে। যোগ্যাকরণ শব্দের অর্থ, সদৃশ বস্তুতে কর্ম্মশিক্ষা। যে যে বস্তুতে যে যে বিষয় শিক্ষণীয়, তাহা লিখিত হইতেছে। লাউ, তরমুজ, সসা ও কুমড়া প্রভৃতিতে ছেদ্য বিষয় এবং উৎকর্ত্তন ও পরিকর্ত্তন ক্রিয়া অভ্যাস করিবে। ভস্ত্রা ও পশুদিগের মূত্রাশয় প্রভৃতিতে উদক ও পঙ্ক পূর্ণ করিয়া তাহাতে ছেদনক্রিয়া শিক্ষণীয়। রোমসহিত বিস্তৃত চর্ম্মে লেখনক্রিয়া মৃত পশুর শিরাতে ও উৎপলনালে বেধনক্রিয়া, ঘুণোপহত কাষ্ঠ, বংশ, নল ও লাউফলের মুখে এষণক্রিয়া, কাঁটাল, তেলাকুচা ও বিল্বফলের মজ্জায় এবং পশুদিগের দন্তে আহার্য্য ক্রিয়া, শিমূলকাষ্ঠের তক্তায় মোম লেপন করিয়া তাহাতে বিস্রাবণক্রিয়া, সূক্ষ্ম ও গাঢ় বস্ত্রখণ্ডদ্বয়ের এবং মৃদু চর্ম্মখণ্ডদ্বয়ের মিলিত প্রান্তে সীবনক্রিয়া, পুত্তলিকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বন্ধনক্রিয়া, মৃদুমাংসপেশী ও উৎপলনালে কর্ণসন্ধিবন্ধনক্রিয়া, কোমল মাংসখণ্ডে অগ্নি ও ক্ষারক্রিয়া এবং জলপূর্ণ কলসের পার্শ্বস্থ ছিদ্রে ও লাউ প্রভৃতির মুখে নেত্রবস্তি ও ব্রণবস্তি পীড়নক্রিয়া শিক্ষা করা উচিত। শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে সদৃশ বস্তুতে এই-

রূপ যোগ্যাক্রিয়া অভ্যসনীয়। তাহা হইলে কার্য্যকালে মুগ্ধ হইতে হইবে না।

উপরে যোগ্যাকরণের যে বিধি লিখিত হইল, তাহা পীড়িত মনুষ্যের অপ্রাপ্তিতে জানিবে। রোগী পাওয়া গেলে মনযোগী হইয়া তাহার দেহে গুরুতর কর্ম্ম দর্শন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে স্বয়ং কর্ম্ম অভ্যাস করিবে। কার্য্য অভ্যাস না করিলে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সংগ্রামোপস্থিত ভীরু ব্যক্তির ন্যায় ভয়বিহ্বল হইতে হইবে।

অথাতো দ্বিজ্ঞানার্জ্জনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দ্বিবিধং খলু জ্ঞানং ভবতি আনুমানিকমৈন্দ্রিয়ঞ্চ। শাস্ত্রাধ্যয়নাদ্গুরূপদেশাৎ সদৃশদর্শনাদেশ্চোপায়াদনুমিত্যা বস্তুস্বরূপোপলব্ধির্নামানুমানিকম্। ঐন্দ্রিয়ং নাম তদ্ যৎ সাক্ষাদিন্দ্রিয়দর্শকব্যাপারাদাবির্ভবতি। দ্বে অপ্যেতে ভিষগ্ভিরর্জ্জনীয়ে জ্ঞানে ধর্ম্মার্থযশঃপ্রেপ্সুভিঃ। ন খলু সর্ব্বত্র তত্ত্বাববোধার্থমিন্দ্রিয়প্রয়োগঃ সর্ব্বেষাং সুকরো ভবতি। ন চ কেবলেনানুমানিকজ্ঞানেন কশ্চিৎ কর্ম্মসু পাটবং লভেত। বিশেষতস্তু দেহবিজ্ঞানে শস্ত্রাদিকর্ম্মণি চ ঐন্দ্রিয়জ্ঞানস্যৈকান্তত এব প্রয়োজনং তদৃতে ন কথমপি তত্ত্বাববোধো জায়তে। ভিষগনর্জ্জিতৈন্দ্রিয়জ্ঞানঃ শস্ত্রাবচারণোদ্যতঃ শস্ত্রপাণিরাততায়ী সাক্ষাৎ কৃতান্তানুচর ইব বা জ্ঞেয়ঃ। দেহস্থাস্থিপেশীকোষ্ঠশিরাধমনী স্নায়ুত্বগ্রসরক্তমেদোমজ্জাদীনাং প্রকৃত্যাকৃতিসংস্থিত্যাদীন্ বিশেষান্ বিজ্ঞাতুকামেন বৈদ্যেনাবশ্যং শবচ্ছেদঃ। ছিত্বা শারীরস্থানে যদ্যদুপদেক্ষ্যতে তত্তদবশ্যং প্রত্যক্ষং করণীয়ম্। অকৃত ব্যবচ্ছেদো হি ভিষক্ শস্ত্রাদিকর্ম্মণি সর্ব্বথৈবাসমর্থঃ স্নেহাদিষ্বপি ক্রিয়াসু ন সম্যক্ ক্ষমো ভবতি। উপধেনবৌরভ্রসৌশ্রুতপৌষ্কলাবতাদ্যেষু শল্যতন্ত্রেষু ব্যবচ্ছেদং বিনা ন চ তত্তচ্ছাস্ত্রাধ্যয়নাধিকারিত্বমপি জায়তে কস্যাপীতি। অতঃ শবং ব্যবচ্ছিদ্য বর্ত্মবিষয়কমৈন্দ্রিয়জ্ঞানমবশ্যমর্জ্জনীয়ং ভিষজা ইতি।

জ্ঞানং যদ্দ্বিবিধং প্রোক্তমানুমানিকমৈন্দ্রিয়ম্।
প্রযতেত তয়োঃ প্রাপ্তৌ বীততন্দ্রো ভিষক্ সদা॥
অনুমানমসম্যক্ স্যাদৈন্দ্রিয়ং সম্যগেব হি।
তৎ সত্ত্বে নিখিলে শক্ত্যা যোগমৈন্দ্রিয়মাচরেৎ॥
ঐন্দ্রিয়ং সংশয়চ্ছেদি তেন তত্ত্বং প্রকাশতে।
একস্যৈন্দ্রিয়মন্যেন চিন্ত্যং স্যাদানুমানিকম্॥
বর্ণনং চৈন্দ্রিয়ানাং যদ্বিধিবাক্যাদিসংযুতম্।
তদেব কীর্ত্তিতং শাস্ত্রমাপ্তৈঃ সংগ্রথিতং শুভম্॥
অধ্যেতব্যমবশ্যং তত্তত্ত্বতত্ত্ববুভুৎসুভিঃ।
কথমপ্যন্যথা ন স্যাদ্বালিশত্ববিনাশনম্॥
আয়ুষ্মদ্ভিশ্চ বিদ্বদ্ভিরাপ্তৈর্লোকহিতে রতৈঃ।
স্বার্থলেশমনিচ্ছদ্ভির্ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণৈঃ।
শাস্ত্রেষু গ্রথিতেষ্বেষু বিচিকিৎসাং প্রকুর্ব্বতাম্।
নরকে নিয়তো বাসো নাস্তি তেষাং গতিঃ শুভা॥
সর্ব্বমিন্দ্রিয়বোধেন তত্ত্বং কেনোপলভ্যতে।
প্রত্যক্ষং জগতি স্বল্পমনুমেয়ং মতং বহু॥

সামান্যতঃ জ্ঞান দুই প্রকার, যথা আনুমানিক ও ঐন্দ্রিয়। শাস্ত্রাধ্যয়ন, গুরূপদেশ ও সদৃশ বস্তুর দর্শনাদি উপায় অবলম্বন করিয়া অনুমানশক্তি দ্বারা বস্তুর স্বরূপ ভাবিয়া লওয়াকে আনুমানিক জ্ঞান বলে। আর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োগ দ্বারা যে জ্ঞান আবিষ্কৃত হয়, তাহাকে ঐন্দ্রিয় জ্ঞান বলা যায়। ধর্ম্ম, অর্থ ও যশোঽভিলাষী চিকিৎসকদিগের ঐ দুই প্রকার জ্ঞানই উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। সকল স্থলে ইন্দ্রিয় প্রয়োগ দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করা বড় সহজ কথা নহে, আর কেবল আনুমানিক জ্ঞান দ্বারাও কার্য্য বিষয়ে পটুতা লাভ করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ দেহবিজ্ঞান ও শস্ত্রাদিক্রিয়া বিষয়ে ঐন্দ্রিয়জ্ঞানের একান্ত

প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন কোন প্রকারেই তত্ত্বাববোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ঐন্দ্রিয় জ্ঞানবিহীন, শস্ত্রপ্রয়োগোন্মত্ত' চিকিৎসক শস্ত্রপাণি আততায়ী বা সাক্ষাৎ যমদূতস্বরূপ ভয়ানক। দেহের অস্থি, পেশী, কোষ্ঠ, শিরা, ধমনী, স্নায়ু, ত্বক্, রস, রক্ত, মেদঃ ও মজ্জা প্রভৃতির আকৃতি, প্রকৃতি ও সংস্থিতি প্রভৃতি বিষয় অবগত হইতে হইলে শবচ্ছেদ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। শারীরস্থানে যে যে বিষয় বর্ণিত হইবে, শবচ্ছেদ করিয়া সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। যে চিকিৎসক শবচ্ছেদ করেন নাই, তিনি কোন প্রকারেই শস্ত্রাদিক্রিয়ায় সমর্থ হইতে পারেন না, স্নেহাদি ক্রিয়া বিষয়েও তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা হয় না। ব্যবচ্ছেদ ব্যতিরেকে ঔপধেনব, ঔরভ্র, সৌশ্রুত ও পৌষ্কলাবত প্রভৃতি শল্যতন্ত্র অধ্যয়ন করিতেও অধিকার জন্মে না।

চিকিৎসক অনলস হইয়া আনুমানিক ও ঐন্দ্রিয় এই দুই প্রকার জ্ঞান উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন। আনুমানিক জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং ঐন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পূর্ণ। অতএব শক্তি অনুসারে তত্ত্ব সকলে ইন্দ্রিয়সংযোগ করিবার চেষ্টা করিবেন। ঐন্দ্রিয় জ্ঞান সংশয়চ্ছেদক, ইহার দ্বারা তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এক ব্যক্তির ঐন্দ্রিয় জ্ঞান অন্যকর্ত্তৃক চিন্তনীয়াবস্থায় আনুমানিক নামে আখ্যাত হয়। বিধিবাক্যাদি সংযুক্ত ঐন্দ্রিয় জ্ঞান সমস্ত বর্ণনের নাম শাস্ত্র। বস্তুতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের শাস্ত্রাধ্যয়ন নিতান্ত আবশ্যক। তদ্ভিন্ন মূর্খতা বিনাশের উপায় নাই। দীর্ঘজীবী, বিদ্বান্, অপগতসন্দেহ, বিশ্বস্ত, অভ্রান্ত, সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য ও ঈশ্বরচিন্তাপরায়ণ ঋষিগণপ্রণীত শাস্ত্রে যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহাদিগকে নরকগামী হইতে হয়। সেই দুরাত্মাদিগের কখনও সদ্গতি হয় না। নিখিলতত্ত্বে ঐন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করা কাহারও সাধ্য নহে। জগতে প্রত্যক্ষ বস্তু স্বল্প, অনুমেয় বস্তুই অধিক। অতএব শাস্ত্রই আমাদের সর্ব্বস্ব ধন ও প্রধান অবলম্বন জানিবে। আধুনিক জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে, শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া নিজের বুদ্ধিতে তত্ত্বোদ্ভাবনের চেষ্টা করা মূর্খতা ও শিশুতা প্রকাশ করা মাত্র।

অথ নাড়ীপরীক্ষা।

কল্যাণমপি বাঞ্ছিষ্টঃ স্ফুটং নাড়ীং প্রকাশয়েৎ।
রুজাং কালিকবৈশিষ্ট্যাস্তবেৎ সাপি বিলক্ষণা।
যল্লক্ষণা তু নৈরুজ্যে নোদিতায়াং তথা রুজি।
বয়ঃকালরুজাং ভেদৈর্ভিন্নভাবং বিভর্ত্তি সা।
তদবস্থামতঃ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বথা সর্ব্বকালিকীম।
জ্ঞাতুং যতেত মতিমান্ লক্ষণৈঃ সুসমাহিতঃ।
পরিব্যাপ্যাখিলং কায়ং ধমন্যো হৃদয়াশ্রয়াঃ।
বাহ্যান্তঃশোণিতস্রোতঃ শরীরং পোষয়ন্তি তাঃ।
হৃদয়াকুঞ্চনাদ্রক্তং কিয়দুৎপ্লুত্য ধামনীম্।
তৎসঙ্কিতং তদুপাঙ্ক প্রবিশ্য চাপরাস্বপি।
ব্রজিত্বা নিখিলং দেহং ততো বিশতি ফুপ্‌ফুসম্।
ফুপ্‌ফুসাদ্ধৃদয়ং যাতি ক্রিয়ৈবং স্যাৎ পুনঃ পুনঃ।
শোণিতোৎপ্লববেগেন ধমনী স্পন্দতে মুহুঃ।
উৎপ্লবপ্রকৃতের্ভেদাদ্ভেদঃ স্যাৎ স্পন্দনস্য চ।
স্থৌল্যাদিকং ধমন্যাশ্চ তৎপ্রকৃত্যৈব জায়তে।
তৎপ্রকারান্ সমাসেন ব্রুবে বৎস! নিশাময়।
স্নায়ুর্নাড়ী রসা হিংস্রা ধমনী ধামনী ধরা।
তন্তুকী জীবিতজ্ঞা চ শিরপর্য্যায়বাচকাঃ।

নাড়ীর অবস্থাপরিচয় চিকিৎসকের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নাড়ীজ্ঞানহীন চিকিৎসককে প্রকৃত চিকিৎসক বলা যায় না। নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগীর ভাবি শুভ বা অশুভ ফল নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায়। ব্যাধির অবস্থা পরিবর্ত্তনে নাড়ী

রও অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। নীরোগ অবস্থায় নাড়ী যেরূপ থাকে, ব্যাধিকালে সেরূপ থাকে না। বয়সকাল ও রোগবিশেষে নাড়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাব অবলম্বন করে, অর্থাৎ বাল্যকালে যেরূপ থাকে, যৌবনাবস্থায় সেরূপ থাকে না, আবার বৃদ্ধাবস্থায় অন্যরূপ হয়, এবং প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল ইত্যাদিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন রোগেও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে নাড়ী যে, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহার পরিচয় চিকিৎসকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। অতএব সমাহিতচিত্তে সর্ব্বদা পরীক্ষা দ্বারা নাড়ীবিজ্ঞান উপার্জ্জন করিবে।

ধমনী সমস্তের আশ্রয়, হৃদয়স্থ রক্তাধার যন্ত্র রক্তাধার। হইতে একটী স্থূল মাংসনালী উর্দ্ধদিকে কিয়দ্দূর উত্থিত হইয়াছে, ঐ নালী, সমুদায় ধমনীর মূলভাগ। উহা হইতে নানা শাখা-প্রশাখা নির্গত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত সূক্ষ্ম নলাকৃতি মাংসনলীর নাম ধমনী। ধমনীপথে হৃদয়সঞ্চিত রক্ত, সমস্ত দেহে ভ্রমণ করিয়া দেহের পোষণ করে। হৃদয়যন্ত্র স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। যেমন জলপূর্ণ সছিদ্র ভিস্তীর উপর চাপিলে ঐ ছিদ্র দিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ জল বেগে নির্গত হয়, সেইরূপ আকুঞ্চনকালে হৃদয়স্থ রক্তের কিয়দংশ উৎপ্লুত হইয়া তৎসংলগ্ন স্থূল ধমনীতে প্রবেশ করে, ঐ আকুঞ্চন এত বলে হয় যদ্দারা উৎপ্লুত রক্ত নিমেষ মধ্যে সমস্ত দেহ পরিভ্রমণ করিয়া ফুসফুসে উপস্থিত হয়। ফুসফুস হইতে পুনর্ব্বার হৃদয়ে প্রত্যাগত হইয়া থাকে। জীবিত দেহে এইরূপ ক্রিয়া প্রতিনিয়ত হইতেছে। ঐ রক্তের উৎপ্লব দ্বারা ধমনী সকলের স্পন্দন হইয়া থাকে। রক্ত হৃদয় হইতে মুহুর্মুহুঃ উৎপ্লুত হইয়া ধমনী রন্ধ্র দিয়া বেগে ধাবিত হইতেছে, এই জন্য ধমনীও মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হয়। ঐ উৎপ্লবের প্রকৃতিভেদে ধমনীস্পন্দনেরও প্রকারভেদ হয় এবং রক্তের স্বভাবানুসারেই উহার স্থূলতা, সূক্ষ্মতা ও কাঠিন্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে যে অবস্থায় নাড়ীতে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে। স্নায়ু, নাড়ী, বসা, হিংস্রা, ধমনী, ধামনী, ধরা, তন্তুকী, জীবিতজ্ঞা ও শিরা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। স্নায়ু ও ধমনী এক বস্তু নহে, ইহাদের প্রকৃতি ও প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন। এস্থলে স্নায়ু শব্দ প্রকৃত স্নায়ুবাচক নহে, ধমনীর নামান্তর মাত্র। শিরা ও ধমনীও ঠিক এক বস্তু নহে, এস্থলে শিরাও ধমনীর নামান্তর জানিবে। ধমনী সকলের বিশেষ বিবরণ ও রক্ত সঞ্চালনাদির নিয়ম শারীরস্থানে বিশেষ করিয়া লিখিত হইবে, এস্থলে প্রয়োজন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল।

নাড়ীস্পন্দনসংখ্যা।

ষষ্ট্যা স্পন্দাস্তু মাত্রাভিঃ ষট্পঞ্চাশত্তবন্তি হি।
শিশোঃ সদ্যঃ প্রসূতস্য পঞ্চাশৎ তদনন্তরম্।
চত্বারিংশৎ ততঃ স্পন্দাঃ ষট্ত্রিংশদ্‌যৌবনে ততঃ।
প্রৌঢ়স্যৈকোনত্রিংশৎ স্যুর্বার্দ্ধকেঽষ্টৌ চ বিংশতিঃ॥
পুংসোঽতিস্থবিরস্য স্যুরেকত্রিংশদতঃ পরম্।
যোষিতাং পুরুষাণাঞ্চ স্পন্দাস্তুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
প্রৌঢ়ানাং রমণীনাস্তু হ্যধিকা সম্মতা বুধৈঃ।
দশগুর্ব্বক্ষরোচ্চারকালঃ প্রাণঃ ষড়াত্মকৈঃ।
তৈঃ পলং স্যাত্তু তৎষষ্ট্যা দণ্ড ইত্যভিধীয়তে॥

এক্ষণে নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা লিখিত হইতেছে। ৬০টী গুরু বর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ পরিমিত কালে অর্থাৎ ১ পলে সদ্যঃপ্রসূত বালকের নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা ৫৬বার। তৎপরে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে উহার হ্রাস হইতে থাকে। ক্রমে ৫০ ও ৪০ বার হইয়া যৌবন-কালে ৩৬বার হয়। প্রৌঢ়াবস্থায় ২৯ ও বার্দ্ধক্যে ২৮বার মাত্র হইয়া থাকে। পরে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তখন স্পন্দন সংখ্যা ৩১। বয়সভেদে যে সকল স্পন্দন সংখ্যা লিখিত হইল তাহা স্ত্রী, পুরুষ, উভয় জাতিরই বিষয়ে জানিবেন। উভয় জাতির স্পন্দন-সংখ্যা সমান, কেবল প্রৌঢ়াবস্থায় স্ত্রী-জাতির নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা পুরুষদিগের অপেক্ষা ২ অধিক, অর্থাৎ প্রৌঢ় পুরুষ-দিগের স্পন্দনসংখ্যা প্রতিপলে ২৯ বার প্রৌঢ়া স্ত্রীদিগের ও ৩১ বার জানিবে।

একটী গুরু বর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা বা নিমেষ বলা যায়। ১০ মাত্রায় এক প্রাণ, ৬ প্রাণে ১ পল ও ৬০ পলে ১ দণ্ড হয়। অতএব ১ মাত্রাকাল এক পলের ৬০ ভাগের একভাগ অর্থাৎ ১ বিপল।

জলস্থলনভশ্চারিজীবানাং গতিভিঃ সহ।
গতয়ো হ্যপমীয়ন্তে নাড়ীনাং ভিন্নলক্ষণাঃ।
কস্ত কীদৃগ্‌গতিস্তত্র বিজ্ঞাতব্যা বিচক্ষণৈঃ।
অধ্যেতব্যঞ্চ তচ্ছাস্ত্রং সদ্‌গুরোর্জ্ঞানশালিনঃ।
পরীক্ষণীয়াঃ সততং নাড়ীনাং গতয়ঃ পৃথক্।
ন চাধ্যয়নমাত্রেণ নাড়ীজ্ঞানং ভবেদিহ।

জলচর, স্থলচর ও আকাশচর জীব-দিগের গতির সহিত নাড়ীর গতির তুলনা করা হইয়া থাকে। যে সকল জীবের গতির সহিত নাড়ীর গতি উপমিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের গতির প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে ও প্রকৃতরূপে অবগত না হইলে নাড়ীর বিশেষ বিশেষ গতি অনুভব করা অসাধ্য, অতএব অগ্রে তদ্বিষয়ে যত্ন করা আবশ্যক এবং জ্ঞানবান্ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে নাড়ীবিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বদা পরীক্ষা দ্বারা নাড়ীজ্ঞান উপার্জ্জনীয়। কেবলমাত্র গ্রন্থপাঠে প্রকৃত ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সব্যেন সা বিধৃতকূর্পরভাগভাজা
পীড়াথ দক্ষিণকরাঙ্গুলিকাত্রয়েণ।
অঙ্গুষ্ঠমূলমধিপশ্চিমবামভাগে
নাড়ীপ্রভঞ্জনগতিঃ সততং পরীক্ষ্যা।

নাড়ীপরীক্ষার নিয়ম এইরূপ, যথা চিকিৎসক বামহস্ত দ্বারা রোগীর দক্ষিণ হস্তের, কফোণি ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় রোগীর ঐ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলের অধোভাগে মণিবন্ধ মধ্যে স্থাপন করিয়া নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিবেন। কোন কারণবশতঃ দক্ষিণহস্তে নাড়ীর গতি বিশদরূপে ব্যক্ত না হইলে বামহস্তের ঐ স্থানে দেখিবে।

অঙ্গুষ্ঠস্য তু মূলে যা ধমনী জীবসাক্ষিণী।
তস্যা গতিবশাদ্‌বিদ্যাৎ সুখং দুঃখঞ্চ দেহিনাম্।

শরীরের বহুতর স্থানে নাড়ীস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। যে সকল ধমনী শরীরের গভীরতর প্রদেশ দিয়া বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাদের স্পন্দন অনুভূত হইতে পারে না, যাহারা ত্বকের কিঞ্চিৎ নিম্নে অবস্থিত, তাহাদেরই স্পন্দন অনু-ভব যোগ্য। হস্তদ্বয়ের মণিবন্ধের ন্যায়, পাদদ্বয়ের গুল্‌ফদেশেও নাড়ীস্পন্দন অনুভূত হয়। শরীরের অপর সকল স্থান অপেক্ষা অঙ্গুষ্ঠমূলেই নাড়ীর গতি

বিশদরূপে হইয়া থাকে। পীড়ার অতি কঠিন অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠমূলে নাড়ী প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন কফোণির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে নাড়ী পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় অনেক স্থলে রোগীর মৃত্যু সম্ভাবনা।

প্রাতঃকৃতসমাচারঃ কৃতাচারপরিগ্রহম্।
সুখাসীনঃ সুখাসীনং পরীক্ষার্থমুপাচরেৎ।
সদ্যঃ স্নাতস্য সুপ্তস্য ক্ষুত্তৃষ্ণাতপশালিনঃ।
ব্যায়ামশ্রান্তদেহস্য সম্যঙ্নাড়ী ন বুধ্যতে।
তৈলাভ্যঙ্গে রতেরন্তে ভোজনান্তে তথৈব চ।
উদ্বেগাদিষু নাড়ী চ ন সম্যগববুধ্যতে।

চিকিৎসক প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর নাড়ীপরীক্ষার্থ রোগীর নিকট উপস্থিত হইবেন; রোগীর প্রাতঃকৃত্য সমাপ্তির পর তাহাকে সুখোপবিষ্ট করিয়া এবং স্বয়ং ও সুখোপবিষ্ট হইয়া যথাবিধানে নাড়ী পরীক্ষা করিবেন। সদ্যঃস্নাত, নিদ্রিত, ক্ষুধিত, তৃষ্ণার্ত্ত, আতপক্লান্ত ও ব্যায়ামদ্বারা শ্রান্তদেহ ব্যক্তির নাড়ীর প্রকৃতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায় না। তদ্রূপ তৈল মর্দ্দনকালে, মৈথুনান্তে ও উদ্বেগ প্রভৃতির সময় নাড়ীর প্রকৃত ভাবের বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। অতএব ঐ সকল সময়ে নাড়ী পরীক্ষা করিবেন না। রোগীর চিত্ত যখন সুস্থির থাকিবে, তখনই নাড়ী পরীক্ষণীয়।

ভূলতাভুজগপ্রায়া স্বস্থা স্বাস্থ্যময়ী শিরা।
প্রাতঃ স্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নেঽপ্যুষ্ণতান্বিতা।
সায়াহ্নে ধাবমানা চ রাত্রৌ বেগবিবর্জ্জিতা।

সুস্থাবস্থায় নাড়ী কিঞ্চুলুক (কেঁচো) ও সর্পের ন্যায় বক্রগতিবিশিষ্ট, পুষ্ট, জড়তারহিত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্নে উষ্ণ, সায়ংকালে বেগবতী ও রাত্রিতে বেগবর্জ্জিত হয়।

বাতাদ্বক্রগতা নাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী।
স্থিরা শ্লেষ্মবতী জ্ঞেয়া মিশ্রিতে মিশ্রিতা ভবেৎ।

বায়ুর দ্বারা নাড়ী বক্র গতি, পিত্তে চঞ্চল ও কফে মন্দগামিনী হয়। কোন দুই দোষের বা দোষত্রয়ের সংসর্গে মিশ্র লক্ষণ সংঘটিত হয়।

সর্পজলৌকাদিগতিং বদন্তি
বিবুধাঃ প্রভঞ্জনে নাড়ীম্।
পিত্তে চ কাকলাবকভেকাদিগতিং বিদুঃ সুধিয়ঃ।
রাজহংসময়ূরাণাং পারাবতকপোতয়োঃ।
কুক্কুটাদের্গতিং ধত্তে ধমনী কফসংবৃতা।

বায়ুদ্বারা নাড়ীর গতি সর্প ও জোঁক প্রভৃতির গতির ন্যায় বক্র হইয়া থাকে। পিত্তদ্বারা নাড়ী কাক, লাব ও ভেক প্রভৃতির ন্যায় লম্ফমানা হয়। কফযুক্ত নাড়ীর গতি রাজহংস, ময়ূর, পারাবত, কপোত ও কুক্কুটাদির গতির ন্যায় দোলায়মান ও মন্দ হইয়া থাকে।

মুহুঃ সর্পগতিং নাড়ীং মুহুর্ভেকগতিং তথা।
বাতপিত্তদ্বয়োদ্ভূতাং ভাষন্তে তদ্বিদো জনাঃ।
ভুজগাদিগতিস্থানাং রাজহংসগতিং তথা।
বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতাং প্রবদন্তি মহাধিয়ঃ।
মণ্ডুকাদিগতিং নাড়ীং ময়ূরাদিগতিং ধরাম্।
পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভূতাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

নাড়ীতে একবার সর্পের ন্যায় গতি ও একবার ভেকের ন্যায় গতি লক্ষিত হইলে তাহাকে বাতপৈত্তিক, একবার সর্পাদির ন্যায়, একবার রাজহংস প্রভৃতির ন্যায় গতি লক্ষিত হইলে তাহাকে বাতশ্লৈষ্মিক এবং ভেকাদির ও ময়ূরাদির ন্যায় গতি লক্ষিত হইলে তাহাকে পিত্তশ্লৈষ্মিক নাড়ী বলিয়া জানিবে।

কদাচিন্মন্দগা নাড়ী কদাচিচ্ছীঘ্রগা ভবেৎ ।
ত্রিদোষপ্রভবে রোগে বিজ্ঞেয়া চ ভিষগ্বরৈঃ ॥

সন্নিপাতিক রোগে নাড়ী কখন মন্দ মন্দ ও কখন দ্রুতভাবে গমন করে ।

যদা যং ধাতুমাপ্নোতি তদা নাড়ী তথা গতিঃ ।
তদা হি সুখসাধ্যত্বং নাড়ীজ্ঞানেন বুধ্যতে ॥

নাড়ী যখন যে ধাতু প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে যদি তাহার প্রকৃতি অনুসারে ধাবমানা হয়, তাহা হইলেই পীড়া সুখ-সাধ্য জানিবে ।

ভুক্তস্য বান্তস্য চ মেদুরস্য
নিদ্রারতস্যাতি তথা রিরংসোঃ ।
কফাকুলস্যাতিসুখে রতস্য
স্থৌল্যং দধানা শিথিলং প্রয়াতি ॥

আহারান্তে, বমনের পর, নিদ্রাবস্থায় এবং মেদস্বী, রমণেচ্ছুক, বহুকফবিশিষ্ট ও বিলাসী ব্যক্তিদিগের নাড়ী স্থূলা ও শিথিল গামিনী হয় ।

মন্দং মন্দং শিথিলশিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা
স্থিত্বা স্থিত্বা বহতি ধমনী যাতি নাশঞ্চ সূক্ষ্মা ।
নিত্যস্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্‌যা
ভাবৈরেবংবিধবহুবিধৈঃ সন্নিপাতাদসাধ্যা ॥

যে নাড়ী কখন মন্দ মন্দ, কখন স্খলিতভাবে ও কখন বা ব্যাকুলবৎ গমন করে, যাহা থাকিয়া থাকিয়া বহে, অর্থাৎ যাহা কিয়ৎক্ষণ গমন করিয়া স্থির হয় এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার বহিতে থাকে, যাহা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় অথবা যাহা এরূপ সূক্ষ্ম হয় যে, তাহার স্পন্দন হইতেছে কি না, নিশ্চয় বুঝিতে পারা যায় না, আর যাহা নিত্যস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল পরিত্যাগ করে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার ঐ স্থানে উদিত হইয়া অঙ্গুলিতে আঘাত করিতে থাকে, সেই সমস্ত নাড়ী এবং এইরূপ অন্যান্য বহুবিধ বিকৃতিসম্পন্ন নাড়ী মৃত্যুর কারণ ।

মহাদাহেঽপি শীতত্বং শীতত্বে তাপিতা শিরা ।
নানাবিধগতির্যস্য তস্য মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥

যাহার শরীরে অত্যন্ত দাহ অথচ নাড়ী শীতল এবং যাহার নাড়ী নানাবিধ গতি-বিশিষ্ট, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত ।

ভারপ্রবাহমূর্চ্ছাভয়শোকপ্রমুখকারণান্নাড়ী ।
সংমূর্চ্ছিতাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতং ধত্তে ॥
পতিতঃ সন্ধিতো ভেদী নষ্টশুক্রশ্চ যঃ পুমান্‌ ।
শাম্যতি বিস্ময়স্তস্য ন কিঞ্চিন্মৃত্যুকারণম্‌ ॥

ভারবহন, মূর্চ্ছা, ভয় ও শোক ইত্যাদি কারণে নাড়ী নিস্পন্দ হইলে বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা নাই, ঐ নাড়ী পুনর্ব্বার উদিত হইয়া চেতন আনয়ন করে। অপর উচ্চ স্থান হইতে পতন, ভগ্নাস্থির সন্ধানকরণ, অত্যন্ত মল ভেদ ও অতিব্যবায়াদি দ্বারা শুক্রক্ষয় এই সকল কারণে নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও মৃত্যু আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। সুচিকিৎসা হইলে জীবন রক্ষা হইতে পারে ।

স্বস্থানহীনে শোকে চ হিমাক্রান্তে চ নির্গদাঃ ।
ভবন্তি নিশ্চলা নাড্যো ন কিঞ্চিত্তত্র দূষণম্‌ ॥

উচ্চস্থান হইতে পতন, শোক ও হিমাভিভব দ্বারা নাড়ী নিশ্চল হইলে ও পুনর্ব্বার উদিত হয়, ইহাতে মৃত্যুশঙ্কা নাই ।

ভূলতাভুজগাকারা নাড়ী দেহস্য সংক্রমাৎ ।
বিশীর্ণে ক্ষীণতাং যাতি মাসান্তে মরণং ধ্রুবম্‌ ।

যাহার শরীর অত্যন্ত কৃশ এবং নাড়ী কেঁচুয়ার ন্যায় কৃশ এবং কখন সর্পের ন্যায় পুষ্ট হইয়া বক্র গমন করে, তাহার এক মাসের পর মৃত্যু হইয়া থাকে ।

ক্ষণাদ্গচ্ছতি বেগেন শান্ততাং লভতে ক্ষণাৎ ।
সপ্তাহান্মরণং তস্য যদ্যঙ্গে শোথবর্জ্জিতঃ ॥

যাহার নাড়ী কখন বেগে গমন করে এবং কখন শান্তভাব গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদি তাহার অঙ্গে শোথ না থাকে তবে তাহার সপ্তাহ মধ্যে মৃত্যু নিশ্চয়।

হিমবদ্বিশদা নাড়ী জ্বরদাহেঽতিতাপিনাম্।
ত্রিদোষস্পর্শং ভজন্তাং তদা মৃত্যুর্দিনত্রয়াৎ॥

সান্নিপাতিক জ্বরদাহে সন্তপ্ত ব্যক্তির নাড়ী যদি শীতল ও নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে তিন দিবসের পর রোগীর মৃত্যু হয়।

নিরীক্ষ্য দক্ষিণে পাদে নাড়ীমেকাং বিশেষতঃ।
মুখে নাড়ী বহেন্নিত্যং ততো দিনচতুষ্টয়ম্॥

দক্ষিণপাদে নাড়ীর গতি অনুভূত এবং স্বস্থানে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূলে অনুপলব্ধ হইয়া ঐ স্থানের অগ্রভাগে সর্ব্বদা লক্ষিত হইলে রোগীর জীবন আর চারিদিন মাত্র স্থায়ী জানিবে।

জহাতি যস্য স্বস্থানং যবার্দ্ধমপি নাড়িকা।
ন স জীবিতমাপ্নোতি ত্রিদিনাভ্যন্তরে মৃতিম্॥

যাহার নাড়ী অর্দ্ধযব পরিমাণেও স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হয়, তিন দিবসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

গতিং ভ্রমরকস্যেব বহেদেকদিনেন তু।

নাড়ীর গতি ভ্রমরের ন্যায় হইলে অর্থাৎ ভ্রমর যেমন কিয়দ্দূর গমন করিয়া ফিরিয়া আইসে এবং পুনর্ব্বার গমন করে, নাড়ীর গতি ঐরূপ হইলে ঐ দিবসেই তাহার মৃত্যু জানিবে।

স্কন্ধে ন স্পন্দতে নিত্যং পুনর্লগতি নাঙ্গুলৌ।
মধ্যে দ্বাদশযামানাং মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্॥

যাহার নাড়ী মূলস্থানে সর্ব্বদা স্পন্দিত না হয় এবং অঙ্গুলি স্পর্শ করে না, তাহার দ্বাদশ প্রহরের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত।

স্থিরা নাড়ী মুখে যস্য বিদ্যুজ্জ্যোতিরিবেক্ষ্যতে।
দিনৈকং জীবিতং তস্য দ্বিতীয়ে মরণং ভবেৎ॥

যাহার নাড়ী মূলস্থানের অগ্রভাগে থাকিয়া বিদ্যুজ্জ্যোতির ন্যায় অনুভূত হয়, তাহার জীবনের স্থায়িত্ব এক দিন মাত্র, কিন্তু দ্বিতীয় দিবসে মৃত্যু নিশ্চয়।

স্বস্থানবিচ্যুতা নাড়ী যদা বহতি বা ন বা।
জ্বালা চ হৃদয়ে তীব্রা তদা জ্বালাবধিস্থিতিঃ॥

যাহার নাড়ী স্বস্থান হইতে বিচ্যুত এবং হৃদয়ে তীব্র জ্বালা উপস্থিত হয়, তবে ঐ নাড়ীর গতি থাকুক বা না থাকুক, রোগীর জীবন ঐ জ্বালাপর্য্যন্ত জানিবে। জ্বালার নিবৃত্তি ও মৃত্যু যুগপৎ উপস্থিত হইবে।

অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহ্যে দ্ব্যঙ্গুলে যদি নাড়িকা।
প্রহরার্দ্ধাদ্বহির্মৃত্যুং জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ॥

অঙ্গুষ্ঠমূলে অর্থাৎ তর্জ্জনী নিবেশস্থলে নাড়ীর গতি অনুভূত না হইয়া যদি কেবল মধ্যমা ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলিতে উপলব্ধ হয় তাহা হইলে অর্দ্ধ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু স্থির।

সার্দ্ধদ্ব্যঙ্গুলাদ্বাহ্যে যদি তিষ্ঠতি নাড়িকা।
প্রহরৈকাদ্বহির্মৃত্যুং জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ॥

নাড়ী মূলস্থান হইতে ২॥০ অঙ্গুলি অন্তরে অর্থাৎ যদি কেবল অনামিকার শেষোর্দ্ধমাত্রে স্পন্দিত হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধ প্রথম প্রহরের পর অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রহরে মৃত্যু নিশ্চয়।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী চঞ্চলা যদি গচ্ছতি।
ত্রিভিস্তু দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

যদি নাড়ী তর্জ্জনীর সর্ব্বাংশ ও মধ্যমাঙ্গুলির চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া অনুভূত হয়, মধ্যমার অবশিষ্ট পাদত্রয়ে ও অনামিকার

সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ অনুপলব্ধ থাকে, তবে তিন দিবসের মধ্যে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী কোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।
চতুর্ভির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥

নাড়ী পূর্ব্ববৎ সমুদায় তর্জ্জনী ও মধ্যমার চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া বেগে স্পন্দিত ও ঈষৎ উষ্ণ লক্ষিত হইলে চারি দিবসের মধ্যে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী মন্দমন্দ যদা ভবেৎ।
পঞ্চভির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুর্ভবতি নান্যথা ॥

নাড়ী পূর্ব্ববৎ সমুদায় তর্জ্জনী ও মধ্যমার চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া মন্দ মন্দ ভাবে স্পন্দিত হইলে পাঁচ দিবসের মধ্যে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

স্বস্থানচ্যবনং যাবন্নমজ্ঞা নোপজায়তে।
তৎস্বচিহ্নস্য সত্ত্বেঽপি নাসাধ্যত্বমিতি স্থিতিঃ ॥

নাড়ী যে পর্য্যন্ত স্বস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে চ্যুত না হয়, যে পর্য্যন্ত ঐ স্থানে নাড়ীর কিঞ্চিন্মাত্রও চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাবৎ চিকিৎসা করিবে, অসাধ্য বলিয়া হতাশ্বাস হইবে না।

পুষ্টিস্তৈলগুড়াহারে মাংসে চ লগুড়াকৃতিঃ।
ক্ষীরে চ স্তিমিতা বেগা মধুরে ভেকবদ্গতিঃ ॥
রম্ভাগুড়বটাহারে রূক্ষশুষ্কাদিভোজনে।
বাতপিত্তার্ত্তিরূপেণ নাড়ী বহতি নিত্যশঃ।
মধুরে বর্হিগমনা তিক্তে স্যাৎ স্থূলতা গতেঃ।
অম্লে কোষ্ণা প্লবগতিঃ কটুকৈর্ভৃঙ্গসন্নিভা।
কষায়ে কঠিনা ম্লানা লবণে সরলা দ্রুতা।
এবং দ্বিত্রিচতুর্যোগে নানাধর্ম্মবতী ধরা ॥
অম্লৈশ্চ মধুরাম্লৈশ্চ নাড়ী শীতা বিশেষতঃ।
চিপিটৈর্ভৃষ্টদ্রব্যৈশ্চ স্থিরা মন্দতরা ভবেৎ ॥
কুষ্মাণ্ডমূলকৈশ্চৈব মন্দমন্দা চ নাড়িকা।
শাকৈশ্চ কদলৈশ্চৈব রক্তপূর্ণেব নাড়িকা ॥
মাংসাৎ স্থিরবহা নাড়ী দুগ্ধে শীতা বলীয়সী ॥
গুড়ৈঃ ক্ষীরৈশ্চ পিষ্টৈশ্চ স্থিরা মন্দবহা ভবেৎ ॥

তৈল ও গুড় আহার দ্বারা নাড়ীর পুষ্টি, মাংস আহারে লগুড়ের ন্যায় আকার, দুগ্ধপানে মন্দগতি ও মধুর দ্রব্যাহারে ভেকের ন্যায় গতি হয়। রম্ভা, গুড়, বটক, রূক্ষবস্তু ও শুষ্কদ্রব্যাদি ভোজন করিলে, বাতপৈত্তিক পীড়ায় যেরূপ নাড়ীর গতি হয়, তাদৃশ হইয়া থাকে, মিষ্টদ্রব্যাহারে ময়ূরের ন্যায় গমন, তিক্ত দ্রব্য ভোজনে স্থূলগতি, অম্লভোজনে ঈষৎ উষ্ণতা ও ভেকের ন্যায় গতি ও কটুদ্রব্য ভোজনে ভিঙ্গার ন্যায় গতি হয়। কষায় দ্রব্য ভোজনে নাড়ী কঠিন ও ম্লান, লবণরস দ্বারা সরলা ও দ্রুতগামিনী হয়। ভিন্ন ভিন্ন রসের যুগপৎ সেবনদ্বারা নাড়ী নানাধর্ম্মবতী হইয়া থাকে। অম্ল ও মধুরাম্ল দ্রব্য ভোজন দ্বারা নাড়ী শীতল, চিঁড়া ও ভৃষ্টদ্রব্য দ্বারা স্থিরা ও মন্দগতি, কুষ্মাণ্ড ও মূলা খাইলে মন্দগতি, শাক ও কদলী খাইলে রক্তপূর্ণা নাড়ীর ন্যায় ঈষৎ উষ্ণা হইয়া থাকে। মাংস ভোজনে নাড়ী মন্দগামিনী, দুগ্ধপানে শীতল ও বলবতী এবং গুড় দুগ্ধ ও পিষ্টক আহারে চাঞ্চল্যরহিত ও মন্দগামিনী হয়।

রমণান্তে নিশি প্রাতস্তপ্তা দীপশিখোপমা।
কামাৎ ক্রোধাদ্বেগবতী ক্ষীণা চিন্তাভয়প্লুতা।
মধ্যে করে বহেন্নাড়ী যদি সন্তাপিতা ধ্রুবম্।
তদা নূনং মনুষ্যাণাং রুধিরাপূরিতা মলাঃ ॥
ব্যায়ামে ভ্রমণে চৈব চিন্তায়াং ধনশোকতঃ।
নানাপ্রভাবগমনা নাড়ী ভবতি নিশ্চিতম্ ॥
অসৃক্পূর্ণা ভবেৎ কোষ্ণা গুর্ব্বী সামা গরীয়সী।
সুস্থিতস্য স্থিতা জ্ঞেয়া চপলা ক্ষুধিতস্য সা ॥

মৈথুনান্তে সেই রাত্রিতে ও প্রাতে নাড়ী উষ্ণ ও দীপশিখার অগ্রভাগের ন্যায় চঞ্চল হইয়া থাকে। কামোদ্বেগে ও ক্রোধোদয়ে নাড়ী বেগবতী ও চিন্তাতিশয়ে ক্ষীণা হয়।

মধ্যকরে অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলি নিবেশস্থলে নাড়ী সন্তাপিত হইয়া স্পন্দিত হইলে জানিবে বাতাদি দোষত্রয় রক্ত প্রকোপ দূষিত হইয়াছে। ব্যায়াম, অধিক ভ্রমণ, প্রগাঢ় চিন্তা, ধননাশ জন্য শোক, এই সকল কারণে নাড়ীর নানাবিধ গতি হয়। রক্তপূর্ণা নাড়ী ঈষৎ উষ্ণ ও স্থূল, আমযুক্তা নাড়ী স্থূল, আহারাদি দ্বারা তৃপ্ত ব্যক্তির নাড়ী স্থির এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির নাড়ী চঞ্চল হইয়া থাকে।

অঙ্গগ্রহেণ নাড়ীনাং জায়ন্তে মন্থরাঃ প্লবাঃ।
প্লবপ্লবগতাং যাতি জ্বরদাহাভিভূতয়ে।
সান্নিপাতিকরূপেণ ভবন্তি সর্ব্ববেদনাঃ॥

অতঃপর, কতিপয় রোগে নাড়ীর যেরূপ অবস্থা হয় তাহা লিখিত হইতেছে।

জ্বর আসিবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অঙ্গ-বেদনা অবস্থায় নাড়ী মন্থরভাবে ভেকের ন্যায় গমন করে, দাহজ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় ধারাবাহিকরূপে ভেকের ন্যায় এবং সান্নিপাতিক জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় নানা আকৃতিতে গমন করে।

জ্বরপ্রকোপে ধমনী সোষ্মা বেগবতী ভবেৎ॥

জ্বর প্রকাশ হইলে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী হয়।

সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরা মন্দা নাড়ী সহজবাতজা।
স্থূলা চ কঠিনা শীঘ্রা স্পন্দতে তীব্রমারুতে।
দ্রুতা চ সরলা দীর্ঘা শীঘ্রা পিত্তজ্বরে ভবেৎ।
শীঘ্রমাহননং নাড্যাঃ কাঠিন্যাচ্চলতে তথা।
নাড়ী তন্তুসমা মন্দা শীতলা শ্লেষ্মকোপতঃ॥

স্বাভাবিক বায়ুদ্বারা নাড়ী কোমল, সূক্ষ্ম, স্থির ও মন্দবেগসম্পন্ন হয়। তীব্র বায়ুদ্বারা উহা স্থূল, কঠিন ও দ্রুতগামিনী হইয়া থাকে, পিত্তজ্বরে দ্রুতগামিনী, সরল ও দীর্ঘ হইয়া কাঠিন্যের সহিত শীঘ্র স্পন্দিত হইতে থাকে। শ্লেষ্মার প্রকোপে নাড়ী তন্তুবৎ সূক্ষ্ম, মন্দ বেগবিশিষ্ট ও শীতল হয়।

চঞ্চলা তরলা স্থূলা কঠিনা বাতপিত্তজা।
ঈষচ্চ দৃশ্যতে তুচ্ছা মন্দা স্যাৎ শ্লেষ্মবাতজা॥
নিরন্তরং খরং রুক্ষং মন্দশ্লেষ্মাতিবাতলা।
রুক্ষবাতভবে তস্য নাড়ী স্যাৎ পিণ্ডসন্নিভা।
সূক্ষ্মা শীতা স্থিরা নাড়ী পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবা॥

বাতপৈত্তিক জ্বরে নাড়ী অস্থির, দোলায়মান, স্থূল ও কঠিন হয়। বাত-শ্লৈষ্মিক জ্বরে ঈষৎ উষ্ণ ও মন্দ হয়, বাত-শ্লৈষ্মিক জ্বরে যদি শ্লেষ্মার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অল্প ও বায়ুর কোপ অধিক থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদা প্রখর ও রুক্ষ-ভাবে; বায়ুর প্রকোপ যদি নিতান্ত অধিক হয়, তাহা হইলে নাড়ী পিণ্ডবৎ অর্থাৎ অতিশয় বক্র ও অতিশয় স্থূল হয়। পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে নাড়ী সূক্ষ্ম, শীতল ও মন্দ-বেগ সম্পন্ন হয়।

ঐকাহিকেন ক্বচন প্রদূরে
ক্ষণান্তগামী বিষমজ্বরেণ।
দ্বিতীয়কে বাথ তৃতীয়তুর্য্যোঃ
গচ্ছন্তি তপ্তা ভ্রমিবৎ ক্রমেণ॥

ঐকাহিক জ্বরে নাড়ী সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্বগামী হয়। দ্বিতীয়ক, তৃতিয়ক ও চাতুর্থক নামক বিষম জ্বরে উহা উষ্ণ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমানা হয়।

জ্বরে তু রমণে নাড়ী ক্ষীণাঙ্গা মন্দগামিনী।
জ্বরে কামার্ত্তিরূপেণ ভবন্তি বিকলাঃ শিরাঃ

জ্বরকালে রতিক্রিয়া করিলে নাড়ী ক্ষীণা ও মন্দগামিনী হয়। জ্বরী ব্যক্তির কামোদ্রেকে অভিলষিত স্ত্রীর অপ্রাপ্তি ঘটিলে নাড়ী ইতস্ততঃ গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যায়ামে ভ্রমণে চৈব চিন্তায়াং ধনশোকতঃ।
নানাপ্রভাবগমনা শিরা গচ্ছতি বিজ্বরে॥

শ্রমজনক কর্ম্ম, ভ্রমণ, উৎকট চিন্তা ও ধননাশজন্য শোকে নাড়ী বিজ্বরাবস্থাতেও নানাবিধ গতিবিশিষ্ট হয়।

অজীর্ণে তু ভবেন্নাড়ী কঠিনা পরিতো জড়া।
প্রসন্না তু দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতা চ প্রবর্ত্ততে॥
পক্কাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বহেত্তু যা।
লঘ্বী ভবতি দীপ্তাগ্নেস্তথা বেগবতী মতা॥

আমাজীর্ণ ও পক্কাজীর্ণ উভয়েই নাড়ী কঠিন ও উভয় পার্শ্বে জড়তা প্রাপ্ত হয় এবং কখন নির্ম্মল, নির্দ্দোষ ও দ্রুতবেগসম্পন্ন হয়। পক্কাজীর্ণে উহা পুষ্টিরহিত হইয়া মন্দ মন্দ ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে। দীপ্তাগ্নিসম্পন্ন ব্যক্তির নাড়ী লঘু ও বেগবতী হয়।

মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ।
মন্দেঽগ্নৌ ক্ষীণতাং যাতী নাড়ী হংসাকৃতিস্তথা॥

অগ্নিমান্দ্যে নাড়ী ক্ষীণা হইয়া হংসের ন্যায় গমন করে। মন্দাগ্নিসম্পন্ন ও ক্ষীণধাতু ব্যক্তির নাড়ী অতিশয় মন্দগামিনী হইয়া থাকে।

পাদে চ হংসগমনা করে মণ্ডুকসংপ্লবা।
তস্যাগ্নের্মন্দতা দেহে অথবা গ্রহণীগদঃ॥

যাহার পাদস্থ নাড়ী হংসের ন্যায় ও করস্থ নাড়ী ভেকের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়, তাহার অগ্নিমান্দ্য বা গ্রহণীরোগ উপস্থিত হইয়াছে জানিবে।

ভেদেন শান্তা গ্রহণীগদেন
নির্ব্বীর্য্যরূপা হ্যতিসারভেদে।
বিলম্বিকায়াং প্লবগা কদাচি-
দামাতিসারে পৃথুলা জড়া চ॥

সংগ্রহগ্রহণী রোগে ভেদান্তে নাড়ী শান্তবেগা হইয়া থাকে, অতিসার ভেদে নাড়ী নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে। বিলম্বিকা রোগে নাড়ীর গতি ভেকের ন্যায় হয় এবং আমাতিসারে উহা স্থূল ও জড়বৎ হয়।

নিরোধে মূত্রশকৃতোর্বিড়্গ্রহে ত্বিতরাশ্রিতে।
বিসূচিকাভিভূতে চ ভবন্তি ভেকবৎ ক্রমাঃ॥

কেবল মল বা কেবল মূত্র অথবা উভয়ই যুগপৎ রুদ্ধ হইলে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদের বেগ রোধ করিলে এবং বিসূচিকা রোগে নাড়ীর গতি ভেকের ন্যায় হয়।

আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ ভবেন্নাড়ীগরিষ্ঠতা॥

আনাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে নাড়ী গুরুতর হয়।

বাতেন শূলেন মরুৎপ্লবেন
সদাতিবক্রা হি শিরা বহন্তী।
জ্বালাময়ী পিত্তবিচেষ্টিতেন
সামেন শূলেন চ পুষ্টিরূপা॥

বায়ুশূলে বায়ুর প্রখরতা নিবন্ধন নাড়ী সর্ব্বদা অতিশয় বক্র হইয়া গমন করে। পৈত্তিক শূলে উহা অতিশয় উষ্ণ এবং আমশূলে পুষ্টিযুক্ত হইয়া থাকে।

প্রমেহে গ্রন্থিরূপা চ সুতপ্তা চামদূষিতা॥

প্রমেহ রোগে নাড়ীতে গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইটের ন্যায় অনুভব হয়। উহাতে আমদোষ বর্ত্তমান থাকিলে নাড়ী সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে।

উৎপিৎসুরূপা বিষারিষ্টকালে
বিষ্টম্ভগুল্মেন চ বক্ররূপা।
অত্যর্থবাতেন অধঃ স্ফুরন্তী
উত্তানভেদিন্যসমাপ্তিকালে॥

বিষভক্ষণ বা সর্পাদিদংশন জন্য অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তৎকালে

নাড়ী দেখিলে বোধ হয় যেন উহা নূতন উৎপন্ন হইতেছে। বিষ্টম্ভ ও গুল্ম রোগেও নাড়ী ঐরূপ অধিকন্তু বক্র হইয়া থাকে। এই পীড়াদ্বয়ে অতিশয় বায়ুর প্রকোপ থাকিলে নাড়ী অধঃস্ফুরিত হয় এবং ইহাদের অসম্পূর্ণাবস্থায় অর্থাৎ পূর্ব্বরূপকালে নাড়ী অতিশয় ঊর্দ্ধগতি হয়।

গুল্মেন কম্পোঽথ পরাক্রমেণ
পারাবতস্যেব গতিং করোতি ॥

গুল্মরোগে নাড়ী কম্পিত হইয়া বলসহকারে পারাবতের ন্যায় গমন করে।

ব্রণেঽতিকঠিনে দেহে প্রয়াতি পৈত্তিকং ক্রমম্।
ভগন্দরানুরূপেণ নাড়ী ব্রণনিবেদনে।
প্রয়াতি বাতিকং রূপং নাড়ী পাবকরূপিণী ॥

ব্রণরোগে অপক্কাবস্থায় নাড়ীর গতি পৈত্তিক-নাড়ীর ন্যায় হয়। ভগন্দর ও নাড়ীব্রণরোগে ইহা বাতিক নাড়ীর ন্যায় গতিবিশিষ্ট ও অতিশয় উষ্ণ হইয়া থাকে।

বন্তস্য শল্যাভিহতস্য জন্তো-
বেগাবরোধাকুলিতস্য ভূয়ঃ।
গতীর্বিধত্তে ধমনী গজেন্দ্র-
মরালমালেব কফোষ্ণা চ ॥

বমিত, শল্যাভিহত ও বেগরোধী ব্যক্তির নাড়ী ও কফোষ্ণা নাড়ী হস্তী ও হংসাদির ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়।

দোষসাম্যাচ্চ সাদৃশ্যাদনুক্তাসু রুজাস্বপি।
জ্ঞাতব্যা ধমনীধর্ম্মা যুক্তিভিশ্চানুমানতঃ ॥

যে কয়েকটী রোগে নাড়ীর প্রকৃতি লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত অনুক্ত ব্যাধিতে নাড়ীর প্রকৃতি কিরূপ হয়, তাহা অনুমান ও যুক্তিদ্বারা বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। যে রোগের সহিত যে রোগের সাদৃশ্য আছে অথবা যে রোগে প্রকুপিত দোষ সকলের সহিত অপর কোন রোগের প্রকুপিত দোষ সকলের সাম্যভাব থাকে, তত্তৎরোগ সমস্তে নাড়ীর গতি একবিধ হইয়া থাকে।

নেত্রপরীক্ষা।

নেত্রং স্যাৎ পবনাদ্রুক্ষং ধূম্রবর্ণং তথারুণম্।
কোণং গতং প্রবিষ্টঞ্চ তথা স্তব্ধবিলোকনম্ ॥
হরিদ্রাভগুবর্ণং বা রক্তং বা হরিতং তথা।
দীপদ্বেষি সদাহঞ্চ নেত্রং স্যাৎ পিত্তকোপতঃ ॥
চক্ষুর্বলাসবাহুল্যাৎ স্নিগ্ধং স্যাৎ সলিলপ্লুতম্।
তথা ধবলবর্ণঞ্চ জ্যোতির্হীনং বলান্বিতম্ ॥
নেত্রং দ্বিদোষবাহুল্যাৎ স্যাদ্দোষদ্বয়লক্ষণম্।
ত্রিদোষলিঙ্গসঙ্গেন তন্মারয়তি রোগিণম্ ॥
ত্রিদোষদূষিতং নেত্রমন্তর্মগ্নং ভৃশং ভবেৎ।
ত্রিলিঙ্গং সলিলস্রাবি প্রান্তেনোন্মীলয়ত্যপি ॥

বায়ুর প্রকোপে নেত্র রুক্ষ, ধূম্র বা অরুণ বর্ণ. কোণগত ও অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, ইহাতে দর্শনশক্তি স্তব্ধ হইয়া থাকে। পিত্তদূষিত চক্ষুঃ পীত, লোহিত বা হরিত বর্ণ হয়, ইহাতে দাহ উপস্থিত হয় এবং প্রদীপের আলোক সহ্য হয় না। কফাধিক্যবিশিষ্ট চক্ষু স্নিগ্ধ, অশ্রুব্যাপ্ত, শুভ্রবর্ণ, জ্যোতির্হীন ও বলযুক্ত হইয়া থাকে। কোন দুই দোষের বাহুল্যে, তাহাদের উভয়ের মিশ্রলক্ষণ এবং তিন দোষের প্রকোপে সকলেরই লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সন্নিপাত লক্ষণাক্রান্ত চক্ষুঃ প্রায়ই মৃত্যুর কারণ হয়। ত্রিদোষদূষিত চক্ষুঃ অতিশয় বসিয়া যায়, উহা হইতে জলস্রাব হইতে থাকে, উহা স্বাভাবিকরূপে উন্মীলিত না হইয়া প্রান্ত দিয়া হইতে থাকে।

ছন্মোত্রপিণ্ডয়োর্বাধাদ্‌বিষমে ছাদরে গদে।
উৎপৎস্যমানে নেত্রস্য জায়তে শূনবর্ত্মতা ॥
ন বর্ত্মোন্মীলনে শক্তিং ভ্রমরোগে লভেত না।
সেপতেঽপস্মৃতৌ বর্ত্ম মুহুর্মুহুরপূর্ব্ববৎ ॥

ফুস্ফুসে মস্তলুঙ্গে চ হৃদি রুদ্ধে চ শোণিতে ।
তদূষ্মবেগান্নয়নং সম্পদ্যেত সুবিস্তৃতম্ ॥
অতিশোণিতসংস্রাবাৎ তথা চাতিবিরেচনাৎ ।
ক্ষয়াদনশনাদ্বৈত্রমন্তর্মগ্নং ভৃশং ভবেৎ ॥
ব্যস্তকং কোটরং গচ্ছেদন্যৎপ্রকৃতিমাবহেৎ ।
দৃক্স্নায়োঃ পক্ষঘাতং বা জানীয়াদ্বা শিরোরুজম্ ॥
সংরুদ্ধাসৃক্তি মস্তিষ্কে নয়নং লোহিতং ভবেৎ ।
পাণ্ডৌ পীতং প্রতীশ্যায়াদ্দহ্যতে শুক্লমণ্ডলম্ ॥
মস্তলুঙ্গে সমুদ্বিগ্নে তত্র রুদ্ধে চ শোণিতে ।
অপস্মারে চ সংন্যাসে তথাহিফেনসেবনাৎ ॥
সঙ্কোচং তারকা যাতি বিবৃতা সা স্রুতেঽসৃক্তি ।
মস্তিষ্কে ত্বথ সংন্যাসমূর্চ্ছাদ্যে দৃষ্টরিষ্টকে ॥
ধুস্তূরভক্ষণাত্তেন সমন্তাচ্চ প্রলেপনাৎ ।
বৈপুল্যং ত্বরয়া যাতি নয়নস্য কনীনিকা ॥
জ্যোতিষ্মন্নয়নং নৃণামুন্মাদাদ্বলিনো ভবেৎ ।
স্নায়ূনামবসাদেন হীয়তে নয়নপ্রভা ॥

হৃদয়যন্ত্র ও মূত্রপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে উদরী রোগ জন্মিয়া থাকে। ঐ রূপ উদরী হইবার পূর্ব্বে চক্ষের পাতায় শোথ হয়। ভ্রমরোগে চক্ষের পাতা উন্মিলন করিতে অতিশয় কষ্ট হয়। অপস্মার রোগের আক্রমণ সময়ে উহা মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হয়। ফুস্ফুস্, মস্তিষ্ক ও হৃদয়যন্ত্রে রক্ত অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে ঐ রক্তের উষ্মার বেগে চক্ষুর আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়। অতিশয় রক্তস্রাব, অতিবিরেচন, রাজযক্ষ্মাদি ক্ষয় রোগ ও অনশন, এই সকল কারণে চক্ষু অতিশয় বসিয়া যায়। যদি একটী চক্ষু বসিয়া যায়, অন্যটী প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহা হইলে জানিবে ইহা দর্শনসম্পাদিকা স্নায়ুর পক্ষাঘাত হইয়াছে নতুবা কোন প্রকার শিরোরোগ বশতঃ ঐরূপ ঘটিয়াছে। নয়নদ্বয়ের লৌহিত্য মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়ের পরিচায়ক। পাণ্ডুরোগে চক্ষু পীতবর্ণ হয়। প্রতীশ্যায় দ্বারা উহার শ্বেতাংশে দাহ উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের উত্তেজন, উহাতে রক্তাবরোধ, অপস্মার ও সংন্যাস রোগে এবং অহিফেন সেবন দ্বারা চক্ষের তারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। মস্তিষ্কে রক্তস্রাব হইলে এবং সংন্যাস ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে অরিষ্টলক্ষণ উদিত হইলে চক্ষের তারা বিস্তৃত হইতে দেখা যায়। ধুস্তূর ভক্ষণ করিলে বা উহা দ্বারা চক্ষুর চতুর্দ্দিক্ প্রলিপ্ত করিলেও কনীনিকা বিস্তৃত হইয়া থাকে। বলবান্ উন্মাদরোগে চক্ষুঃ অতিশয় জ্যোতিবিশিষ্ট এবং স্নায়ুর অবসন্নতাতে উহা হীনপ্রভ হয়।

জিহ্বাপরীক্ষা ।

শাকপত্রপ্রভা রূক্ষা স্ফুটনা রসনানিলাৎ ।
রক্তা শ্যাবা ভবেৎপিত্তাল্লিপ্তার্দ্রা ধবলা কফাৎ ॥
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা কৃষ্ণা দোষত্রয়েঽধিকে ।
দ্বৈব দোষদ্বয়াধিক্যে দোষদ্বিতয়লক্ষণা ॥

বায়ুর আধিক্যে জিহ্বা শাকপত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, রূক্ষ ও স্ফুটিত হয়। পিত্তাধিক্যে রক্ত বা শ্যাববর্ণ, কফাধিক্যে লিপ্ত, আর্দ্র ও শুভ্রবর্ণ এবং উক্ত দোষত্রয়ের প্রকোপে কৃষ্ণবর্ণ, খরস্পর্শ ও দগ্ধবৎ হইয়া থাকে। কোন দুইদোষের আধিক্যে উহাদের মিশ্রলক্ষণ প্রকাশিত হয়।

আধিক্যাদসৃজাং দাহাজ্জিহ্বোক্তা লোহিতাং ভবেৎ
বিসূচিকায়াং মূর্চ্ছায়াং রুদ্ধে শ্বাসে চ শীতলা ।
খর্ব্বাকৃতিস্তু দৌর্ব্বল্যে যাতি বৃদ্ধিং প্রদাহতঃ ।
বিরূক্ষণাৎ সমুদ্বিগ্না তীক্ষ্ণোগ্রা চ কনীয়সী ॥
অবসাদাৎ প্রশস্তা সা তথা মৃদুতরা মতা ।
মলিনা শোণিতস্রাবাদ্বিকৃত্যা শোণিতস্য চ ॥
আমাশয়ান্ত্রয়োর্দাহাৎ পার্শ্বয়োরথবাগ্রতঃ ।
সর্ব্বতো বাপি লৌহিত্যং বিপুলং ভজতে চ সা ॥
কণ্ঠাভ্যন্তরদাহেন কৃষ্ণতাং যাত্যসংশয়ম্ ।
সুস্থা সার্দ্রা সদা জ্ঞেয়া নীরসা জ্বরদাহয়োঃ ॥

শুষ্কা চেদার্দ্রতাং যাতি কুর্য্যাচ্ছপশমং রুজাম্।
জরিণামবসাদেন স্নায়ূনাং বা শিরোরুজা॥
ন বহির্নিঃসরেজ্জিহ্বা নিঃসরেচ্চেৎ সবেপনা।
অন্তর্ধমুরুজা রাজরোগান্তে ব্রণপীড়িতা॥
যকৃদ্দোষাৎ পিত্তরোধাৎ তথা মলনিরোধতঃ।
যুজ্যতে পাণ্ডুভির্লেপৈর্বিদীর্ণা মদ্যপায়িনাম্॥
আমবাতে নবে সামে জ্বরে দাহে চ দারুণে।
আমাজীর্ণে চ ধবলৈর্লেপৈর্যুজ্যেত সা ভৃশম্॥
পৃথুভির্মেচকৈঃ শুষ্কৈর্জ্বরে দোষত্রয়োদ্ভবে।
লেপৈর্লিপ্তা খরস্পর্শা নির্ব্বাণালাতবদ্ভবেৎ॥

রক্তাধিক্য ও দাহবশতঃ জিহ্বা উষ্ণ ও লোহিতবর্ণ হয়। বিসূচিকা, মূর্চ্ছা ও শ্বাসরোধে উহা শীতল হইয়া থাকে। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্যে ধর্ম্ম ও প্রদাহ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রুক্ষক্রিয়া দ্বারা উত্তেজিত হইলে উহা তীক্ষাগ্র ও ক্ষুদ্র হয়। শরীরের অবসন্নতায় উহা প্রশস্ত ও কোমল এবং রক্তস্রাব ও রক্তদোষে মলিন হইয়া থাকে। আমাশয় ও অন্ত্রের দাহে জিহ্বার পার্শ্বদ্বয়ে, অগ্রাংশে অথবা সর্ব্বাংশে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হয়। কণ্ঠের অন্তর্ভাগে দাহ উপস্থিত হইলে উহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। সুস্থজিহ্বা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, জ্বর ও দাহরোগে উহা নীরস হয়। শুষ্কজিহ্বা আর্দ্র হইতে আরম্ভ হইলে পীড়ার উপশম জানিবে। জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির স্নায়ুর হীনবলতা বা শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে জিহ্বা নিঃসারণের শক্তি থাকে না, নিতান্ত চেষ্টা পাইলে উহা কম্পিত হইয়া নিঃসৃত হয়। যকৃৎ প্লীহাদি আভ্যন্তরিক যন্ত্রের পীড়ার শেষাবস্থায় ও ক্ষয়রোগের পর জিহ্বায় ক্ষত হইয়া থাকে। মদ্যপায়ীদিগের জিহ্বা বিদীর্ণবৎ হয়। যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য, পিত্তাবরোধ ও মলরোধজন্য জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ মলদ্বারা লিপ্ত হয়। আমবাতের প্রথমাবস্থায়, তরুণজ্বরে, প্রবল দাহে ও আমাজীর্ণে উহা শুভ্রলেপ দ্বারা আবৃত হয়। সান্নিপাতিক জ্বরে জিহ্বা স্থূল, কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্কলেপদ্বারা আবৃত, অমসৃণ ও নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়।

অথ মূত্রপরীক্ষা।

বাতেন পাণ্ডুবং মূত্রং রক্তং নীলঞ্চ পিত্ততঃ।
রক্তমেব ভবেদ্রক্তাদ্ধবলং ফেনিলং কফাৎ॥

বায়ুদ্বারা মূত্র পাণ্ডুবর্ণ, পিত্তদ্বারা রক্ত বা নীলবর্ণ, রক্তাধিক্যে রক্তবর্ণ এবং কফদ্বারা শুভ্র ও ফেনবিশিষ্ট হয়।

অহোরাত্রেণ বিসৃজেৎ স্বস্থো মূত্রমনাবিলম্।
আপাণ্ডুরঞ্চ তরলং পলানামষ্টসংমিতম্।
বাহুল্যেন জলং তত্র কঠিনং স্বল্পমেব হি।
দৃশ্যতে পলমূত্রে তু চতুর্গুঞ্জাত্রবস্থিতিঃ॥
বস্তিদেশে সমুত্থিতে মলযন্ত্রে চিত্তেষু চ।
তস্মিন্ ক্রিমিগণাকীর্ণে দাহৈর্বাপি সুদারুণৈঃ॥
নার্য্যাশ্চাপন্নসত্ত্বায়া অশ্মর্য্যা বাপি নিঃস্রবেৎ।
সুকৃচ্ছ্রং বিন্দুশস্তদ্বা ন স্রবেদ্বাপি কিঞ্চন॥
বস্তৌ বিস্তীর্ণতাং যাতে তদ্গ্রীবাকুঞ্চনাত্তথা।
মস্তুলুঙ্গরুজা মূত্রং সঞ্চিতঞ্চাপি ন স্রবেৎ॥
বিদ্রধিমূত্রপিণ্ডে চেদ্বিসূচী বাপি দারুণা।
নোৎপদ্যতে ততো মূত্রং তদ্গ্রন্থাবপি কিঞ্চন॥
বস্তেঃ প্রদাহতো মূত্রং বিন্দুশস্ত্র স্রবেৎ সদা।
দ্রবার্ত্তিযোগাচ্ছৈত্যেন সংযোগাচ্চাতিবর্দ্ধতে।
ব্যাধিক্ষীণশরীরস্য নষ্টসংজ্ঞস্য দেহিনঃ।
তস্য স্বেদস্য বাতার্থং বৃদ্ধিঃ স্যান্মূত্যবে মতা।
বিরত্যা দ্রবপানাচ্চ স্বেদাধিক্যাৎ ক্রতেহস্থি।
জলোদরেহতিসারে চ মূত্রং স্তোকং স্রবেন্নৃণাম্॥

সুস্থ ব্যক্তি দিবারাত্রে আট পল পরিমিত নির্ম্মল ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, তরল মূত্র পরিত্যাগ করে। মূত্রে জলের ভাগই অধিক, উহাতে অতি অল্পমাত্র কঠিন বস্তু বিদ্যমান থাকে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরকৃত হইয়াছে, যে ১ পল পরিমিত

মূত্রে ৪ রতি মাত্র অদ্রব পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। বস্তিদেশের উত্তেজন, অন্ত্রে ক্রিমি ও মলসঞ্চয় এবং দাহ, অশ্মরী এই সকল কারণে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদিগের অতিকষ্টে মূত্রনির্গম, বিন্দু বিন্দু নির্গম অথবা একবারেই মূত্রাবরোধ সংঘটিত হইতে পারে। মূত্রাশয়ের বিস্তীর্ণতা, গ্রীবাদেশের আকুঞ্চন ও মস্তিষ্কের কোন কোন পীড়ায় মূত্রাশয়ে সঞ্চিত মূত্রও নির্গত হইতে পারে না। মূত্রগ্রন্থির বিদ্রধি ও বিসূচিকা রোগে উক্ত গ্রন্থিতে একবারেই মূত্র উৎপন্ন হয় না। বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ের প্রদাহে বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে দ্রব পদার্থ পান ও দেহে শৈত্যসংযোগ হইলে অধিক মূত্র নিঃসৃত হয়। ব্যাধি-দ্বারা ক্ষীণদেহ ও চেতনাবিহীন রোগীর মূত্র বা স্বেদের বৃদ্ধি অশুভ লক্ষণ জানিবে। দ্রবপানের অল্পতা বা উহা হইতে বিরতি, রক্তস্রাব, জলোদর ও অতি-সার রোগে মূত্রের পরিমাণ অতিশয় অল্প হয়।

আর্ত্তবপরীক্ষা।

দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধমাপঞ্চাশৎ সমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥
শশাসৃক্প্রতিমং যচ্চ যদ্বা লাক্ষারসোপমম্।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যচ্চাপ্সু চ বিরজ্যতে॥
নৈবাতিবহুলাত্যল্পমার্ত্তবং শুদ্ধমাদিশেৎ।
তস্যাযথাপ্রবৃত্ত্যা হি শরীরা মানসাস্তথা।
ব্যাধয়ো বহবঃ স্ত্রীণাং জায়ন্তে কৃচ্ছ্রসাধনাঃ।
স্নায়ূনাং রক্তযন্ত্রাণাং পাচকাগ্নেশ্চ জায়তে।
ব্যাহতিব্যাহতে তস্মিন্ সুস্থিতির্নিয়তে ভবেৎ।
ঋতৌ কণ্ডূয়নং যোনৌ কটিদঙ্গে চ বেদনা।
বাহুল্যং স্বল্পতা বাপি চাস্থবস্থিত্বমস্ত বা।
সংরোধঃ সর্ব্বথা বাপি বেত্তাক্তেতানি যত্নতঃ।
আময়েদখিলেষেব ভিষগ্ভির্বোধিতাং সদা।

স্ত্রীলোকদিগের দ্বাদশ বৎসর বয়স্ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত প্রতিমাসে জরায়ু হইতে যোনিপথ দিয়া রজোরক্ত নির্গত হয়। স্বাভাবিক আর্ত্তবের বর্ণ, শশকের রক্ত বা লাক্ষারসের ন্যায়। বিশুদ্ধ রজোরক্তে রঞ্জিত বস্ত্র জলে প্রক্ষালন করিলে উহা হইতে রক্তের দাগ উঠিয়া যায়। প্রতিমাসান্তে অপিচ্ছিল, দাহ ও শূলবর্জ্জিত, পাঁচ দিবস স্থায়ী এবং অনতিবহুল ও অত্যল্প পরিমাণে নিঃসৃত আর্ত্তব নির্দ্দোষ।

যথানিয়মে রজঃপ্রবৃত্তি না হইলে স্ত্রীদিগের শারীরিক ও মানসিক বিবিধ কষ্টসাধ্য পীড়ার উৎপত্তি হয়। সুনিয়মে রজঃস্রাব হইলে স্নায়ু, শোণিতযন্ত্র ও পাচক অগ্নি এই সকলের ক্রিয়া সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়। রজঃস্রাবের ব্যাঘাত হইলে উহা-দেরও ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব স্ত্রীজাতির সকল পীড়াতেই ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। ঋতুকালে যোনিকণ্ডূয়ন, কটিদেশে, তলপেটে বা অন্য কোন স্থানে বেদনা, শোণিত-স্রাবের আধিক্য, অল্পতা, বা অধিককাল স্থায়িত্ব অথবা একবারেই স্রাবরোধ এই সকল বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য। এই সমুদয় বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বিবেচনা মতে কার্য্য করিবে।

অথ বালানাং রোগপরীক্ষাবিধিঃ।

ন কিঞ্চিদস্তি কর্ম্ম দুরূহতরং যথা শিশূনাং রোগপরীক্ষণম্। পরং ধৈর্য্যশীলগাম্ভীর্য্যসাম্যাদি-ভিস্তেষাং প্রিয়প্রদর্শনপ্রদানাভ্যাং তথান্যৈস্তোষণ-কর্ম্মভিশ্চ তদপি সুকরং ভবতি। বালা হ্যাত্ম-বেদনানিবেদনে সর্ব্বথৈবাসমর্থা রোদনমাত্রসহায়া আত্মশুভাশুভবুদ্ধিপরিহীনাঃ সর্ব্বথান্যেষু সমর্পিত-

প্রাণা ভুবং পীয়ূষস্থিনঃ পরং দয়াভাজনমুনি। জগতি ন তস্মাৎ কশ্চিদপরঃ পাপীয়ান্ ন যঃ সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রযত্নেন সমাহিতচেতাঃ সম্যগবিচার্য্য তান্ ভেষজৈরুপপাদয়েৎ। ভিষজা সর্ব্ব এবাতুরা অবিশেষেণ পুত্রবদ্ দ্রষ্টব্যা বিশেষতঃ শিশবঃ। তেনাত্যর্থমবধানপরেণাবশ্যং ভবিতব্যং যথা তে ন তস্মাদ্ ভীতিমাপদ্যেরন্।

ভিষজা পরীক্ষার্থং গৃহং প্রবিশ্য প্রথমং শিশোর্ধাত্রীতঃ এতান্যবশ্যং বেদ্যানি। যথা বর্ত্তমানরোগোৎপত্তেঃ প্রাক্ তস্য দৈহিকোঽবস্থা বিশেষঃ, অতীতা পূর্ব্বরূপপ্রকৃতির্জাতরোগসংপৃক্তা বিবিধাশ্চাপরা বিকৃতয়ঃ, শিশুঃ পুমান্ স্ত্রী বা ত্যক্তস্তনো বা ন বা স যদাহারপ্রিয়স্তস্য বয়ঃপরিমাণং মলমূত্রাদীনাং প্রকৃতিরিত্যাদীনি। শিশুর্যদি স্বপিতি ন তং প্রবোধয়েৎ স্বপ্তস্যৈব তস্যাকৃত্যঙ্গসংস্থিতিপ্রভৃতীনি বিশেষেণেক্ষণীয়ানি ন উত্তানশায়ী পার্শ্বশায়ী বা বিস্তীর্ণজঙ্ঘঃ কুঞ্চিতজঙ্ঘো বা ইত্যাদিভিস্তস্যাঙ্গস্থিতিবিশেষৈর্ব্যাধেঃ কৃচ্ছ্রত্বমকৃচ্ছ্রত্বং বাবগময়েত। জ্বরে সান্নিপাতিকে ফুপ্ফুসে চ ব্যাথাকুলে গণ্ডৌ লোহিতৌ স্যাতাম্। কূজনাং সহসা নিদ্রাচ্ছেদাদকস্মাদাক্ষেপাদ্বিক্রোশনাদ্ধস্তগ্রহাচ্চ তস্য মস্তিষ্কবিকৃতিরনুমেয়া। আমাশয়ে উগ্রতামাপন্নেঽকস্মান্মুখবিবরমাক্ষিপাতে। নয়নরোধসম্যঙ্নিমীলনাম্মস্তিষ্কবিক্রিয়া রোগস্য কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বমবগময়্যম্।

শিশুদিগের রোগপরীক্ষার ন্যায় দুরূহ বিষয় বোধ হয় আর কিছুই নাই। কিন্তু চিকিৎসক ধৈর্য্য, সুশীলতা ও গাম্ভীর্য্য আশ্রয় করিয়া, সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা, প্রিয় বস্তু প্রদর্শন ও প্রিয়বস্তু প্রদান দ্বারা এবং তাহাদিগের অন্যান্য সন্তোষজনক কর্ম্মদ্বারা অভীষ্টসাধন করিতে পারেন। বালকেরা আপনাদের বেদনা প্রকাশ করিয়া বলিতে অসমর্থ, রোদন মাত্র সহায়, হিতাহিত বোধরহিত ও পরাবলম্বী। অন্যের হস্তে তাহাদের জীবন সমর্পিত। অতএব ইহাদের ন্যায় দয়াভাজন আর নাই। যে চিকিৎসক সর্ব্বতোভাবে সমাহিত চিত্ত না হইয়া এবং বিশেষ বিচার ও পরীক্ষা না করিয়া বালকদিগের প্রতি ঔষধ প্রয়োগ করেন, জগতে তাহা অপেক্ষা পাপাত্মা আর কেহই নাই। চিকিৎসকের পক্ষে সকল রোগীই বিশেষতঃ শিশুগণ অবিশেষে পুত্রবৎ দ্রষ্টব্য। চিকিৎসকের এরূপ সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, যেন শিশুরা তাঁহাকে দেখিয়া ভয় না পায়।

চিকিৎসক রোগপরীক্ষার্থী শিশুর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে তাহার ধাত্রীর নিকট হইতে এই বিষয় গুলি অবগত হইবেন, যথা বর্ত্তমান রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শিশুর দৈহিক অবস্থা কিরূপ ছিল, কি প্রকার পূর্ব্ব লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, উপস্থিত রোগ সংসক্ত অন্যান্য বিকৃতির স্বরূপ, শিশু পুরুষ বা স্ত্রীজাতি, স্তন ছাড়িয়াছে কি না, যেরূপ আহার ভালবাসে, উহার বয়ঃ পরিমাণ ও মল মূত্রাদির প্রকৃতি ইত্যাদি। পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইয়া যদি শিশুকে নিদ্রিত দেখ, উহার নিদ্রা ভঙ্গ করিবেনা। নিদ্রাবস্থাতেই তাহার আকৃতি ও অঙ্গসংস্থান প্রভৃতি পরীক্ষা করিবে। শিশু উত্তানশায়ী বা পার্শ্বশায়ী, পাদদ্বয় বিস্তীর্ণ বা আকুঞ্চিত করিয়া আছে ইত্যাদি অঙ্গ সংস্থানবিশেষ লক্ষ্য করিবে, ঐ সকল অবস্থাবিশেষ দ্বারা ব্যাধি কৃচ্ছ্রসাধ্য বা সুখসাধ্য তাহা বুঝা যায়। সান্নিপাতিক জ্বরে ও ফুসফুসবেদনায় শিশুর গণ্ডদ্বয় লোহিত-বর্ণ হয়। কূজন, সহসা নিদ্রাভঙ্গ, অকস্মাৎ আক্ষেপ, চীৎকার ও হস্তগ্রহ এই সকল লক্ষণ মস্তিষ্কে বিকারের পরিচায়ক। আমাশয়ে উগ্রতা উপস্থিত

হইলে মুখবিবর আক্ষিপ্ত হয়। নেত্রদ্বয়ের অর্দ্ধ নিমীলন, পীড়ার দুরূহতা ও মস্তিষ্ক বিকৃতির জ্ঞাপক।

হৃদয়পরীক্ষা।

হৃদয়পরীক্ষাশব্দেনাত্র ফুপ্ফুসো হৃদয়ঞ্চেত্যুভয়োরেব শোণিতযন্ত্রয়োরুরঃস্থিতয়োঃ পরীক্ষণমবগন্তব্যম্। পবনঃ প্রতিনিয়ত প্রবিশ্য ফুপ্ফুসং তৎস্থং শোণিতং বিশোধয়তি অয়মেব বায়ুঃ প্রাণনাম্না ব্যাখ্যাতঃ। ততস্তস্মাদ্বিষাংশমাকৃষ্য বহির্নিঃসরত্যুদানঃ। অসৌ শ্বাসক্রিয়া। একস্মিন্ শ্বাসক্রিয়াকালে নাড়ীনাং চত্বারি স্পন্দনানি ভবন্তি। জাগ্রতঃ স্বপতস্তিষ্ঠতাশ্চসীনস্যাসীনাচ্ছয়ানস্যোপলভ্যতে সংখ্যাহ্রাসঃ শ্বাসস্য।

অতঃপরমভিঘাতপরীক্ষাবিধিঃ কথ্যতে। ফুপ্ফুসমভিতো বক্ষসি বামহস্তস্য প্রদেশিনীং মধ্যমাং বা স্থাপয়িত্বেতরকরাঙ্গুল্যগ্রৈরেকত্র সোজ্জিতৈরভিহত্যাভিঘাতশব্দেন জানীয়াদুরোঽভ্যন্তরাবস্থাং বিশেষেণাবধানপরঃ। ন চ সকৃদের পরীক্ষয়া মীমাংস্যং কিঞ্চিৎ পুনঃ পুনরেব তু পরীক্ষা কর্ত্তব্যা। অসংলগ্নাঙ্গুলিকং কবলমেবোরোঽপ্যভিহত্য পরীক্ষ্যতে। আময়পরিরহিতাৎ ফুপফুসাদুদ্ভবতি শব্দোঽতিপরিস্ফুটোঽভিহতাচ্ছূন্যগর্ভপাত্রাদিবেতি বেদ্যম্। দূষীভূতে বায়ুপরিশূন্যে বা ফুপ্ফুসস্য ক্বচিদংশে তত্রাভিঘাতাজ্জড়ো মন্দোঽতীক্ষ্ণশ্চোদ্ভবতি শব্দো বিবৃদ্ধহৃদয়েঽভিঘাতাচ্চ। ক্ষয়কাসাদিভির্বিকৃতিমাপন্নে সম্যঙ্ মন্দীভবতি সঃ।

অভিঘাতেনৈব বক্ষসি কেবলকর্ণসংযোগেনাপি নিরন্তরং প্রকৃত্যৈবোৎপাদ্যমানশোণিতযন্ত্রাভ্যন্তরীণবিবিধশব্দোপলব্ধ্যা তদ্যন্ত্রয়োরবস্থাবিশেষঃ প্রতীয়তে। স্বস্থানাং পঞ্জরে প্রহিতে কর্ণে ফুপফুসে বায়োঃ প্রবেশাৎ ততো বহির্নিঃসরণাচ্চ নিরন্তরং শ্রূয়তে শব্দবিশেষঃ স এবোপলভ্যতে গম্ভীরতরশ্চোচ্চতরশ্চ কণ্ঠে। বিক্রিয়াং যাতে ফুস্ফুসে শ্বাসবৎ...নিবিচ্ছ শব্দঃ প্রাদুর্ভবতি। শ্লেষ্মণি শোণিতে পূয়ে বা তত্র সঞ্চিতে পঞ্জরেন্দ্রিয়োচ্ছিক্ত-নিকরপক্ষসংঘট্টনাদ্‌বুদ্‌বুদোৎপাদশব্দ ইবোৎপদ্যতে শব্দঃ।

হৃদয়াকুঞ্চনপ্রসারাভ্যাং দ্বিবিধৌ প্রাদুর্ভবতঃ শব্দৌ। বামস্তনবৃন্তান্নিম্নে বক্ষস্যাকুঞ্চনশব্দো ব্যক্ততরঃ শ্রূয়তে। প্রসারজস্তু তত ঊর্দ্ধং হৃদয়াস্থিসন্নিহিতে। অয়মন্ত্যাত্তীক্ষ্ণতরোঽগম্ভীরঃ স্বল্পকালাবস্থায়ী চ। আদ্যস্তু দীর্ঘোঽতীক্ষ্ণশ্চ। হৃদয়ে বিবৃদ্ধিং গতে স এব মন্দতরো ভবতি, নিয়তস্পন্দনস্থানান্নিম্নতরে প্রদেশে স্পন্দনং লক্ষ্যতে চ। উরক্ষতাদৌ ক্ষয়রোগৈর্হৃদয়পরিপচনাৎ ততো বুদ্‌বুদস্যেব জায়তে শব্দঃ।

হৃদয়পরীক্ষা শব্দে ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড এই উভয় শোণিতযন্ত্রেরই পরীক্ষা বুঝিতে হইবে। বায়ু নিঃশ্বাস দ্বারা প্রতিনিয়ত ফুস্ফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ শোণিতকে বিশুদ্ধ করিতেছে, এই বায়ুকে প্রাণবায়ু বলে। পরে উহা হইতে বিষবৎ পদার্থ আকর্ষণ করিয়া উদান বায়ু নিঃসৃত হয়। এইরূপ বায়ুর প্রবেশ ও বহির্গমন ক্রিয়াকে শ্বাসক্রিয়া বলা যায়। নাড়ীস্পন্দনের কালনিয়ম, নাড়ীপরীক্ষা প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। চারি বার নাড়ীস্পন্দনে যত সময় লাগে, তাবৎকালে একবার মাত্র শ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। জাগরিতাবস্থা অপেক্ষা নিদ্রিতাবস্থায়, দণ্ডায়মানাবস্থা অপেক্ষা উপবিষ্টাবস্থায় এবং উপবিষ্টাবস্থা অপেক্ষা শয়নাবস্থায় শ্বাসক্রিয়ার সংখ্যা হ্রাস হইতে দেখা যায়।

অতঃপর অভিঘাত পরীক্ষার নিয়ম লিখিত হইতেছে। যথা, ফুস্ফুসের উপরিভাগে বক্ষোদেশে বামহস্তের তর্জ্জনী বা মধ্যমাঙ্গুলি স্থাপিত করিয়া একত্র যোজিত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি গণের অগ্রভাগ দ্বারা উহার উপর আঘাত করিবে। বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে অঙ্গুলি ন্যস্ত না করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপরেও আঘাত করিয়া

পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হইবে না পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা না করিলে প্রকৃত তত্ত্ব নিঃসন্দেহ নির্ণীত হইতে পারে না। সুস্থ ব্যক্তির ফুস্‌ফুসের উপরিস্থ বক্ষঃপ্রদেশে আঘাত করিলে উহা হইতে আহত শূন্যগর্ভ পাত্রোদ্ভূত শব্দের ন্যায় অতি স্পষ্টতর শব্দ উদ্ভূত হয়। ফুস্‌ফুসের কোন অংশ দৃঢ়ীভূত বা বায়ু পরিশূন্য হইলে ঐ স্থানের উপর বক্ষোদেশে এবং বিবৃদ্ধ হৃদয়ে আঘাত করিলে জড়, মন্দ ও অতীক্ষ্ণ শব্দ উদ্ভূত হয়। ক্ষয় কাস প্রভৃতি রোগে ফুস্‌ফুসের বিকৃতি হইলে মন্দতর শব্দ উৎপন্ন হয়।

যেরূপ অভিঘাত দ্বারা বক্ষোদেশের পরীক্ষা করা যায়, তদ্রূপ উহাতে কেবল কর্ণ সংযোগ দ্বারাও পরীক্ষা সিদ্ধ হইতে পারে। শোণিতযন্ত্রের অভ্যন্তরে নিরন্তর স্বতঃই বিবিধ শব্দ উদ্ভূত হইয়া থাকে। সুস্থ ব্যক্তির পঞ্জরে কর্ণসংযোগ করিলে ফুস্‌ফুস মধ্যে বায়ুর নিয়ত প্রবেশ ও উহা হইতে নির্গমজনিত শব্দবিশেষ নিরন্তর শ্রুত হইতে থাকিবে। কণ্ঠদেশে ঐ শব্দ অতি উগ্র ও গভীরতর রূপে উপলব্ধ হয়। সর্পের শ্বাস বা বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ ফুস্‌ফুসের বিকৃতিজ্ঞাপক। ফুস্‌ফুস্ মধ্যে শ্লেষ্মা, শোণিত বা পূয় সঞ্চিত হইলে ক্লিন্ন উদ্ভিজ্জ পরিপূর্ণ পঙ্কময় পল্বল (ক্ষুদ্র জলাশয়) সংঘট্টনজাত বুদ্‌বুদ্ শব্দের ন্যায় শব্দ উদ্ভূত হয়।

হৃদয়ের আকুঞ্চন ও প্রসারণ কালে দুই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শব্দের উদ্ভব হয়। বাম স্তনবৃন্তের নিম্নে বক্ষঃপ্রদেশে কর্ণ স্থাপন করিলে আকুঞ্চন শব্দ স্পষ্টতর রূপে শ্রুত হয়। উহার উপরিভাগে হৃদয়াস্থির সন্নিকটে প্রসারণ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রসারণ শব্দ আকুঞ্চন শব্দ অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর, অগম্ভীর ও স্বল্পকাল স্থায়ী। আকুঞ্চন শব্দ দীর্ঘ ও অতীক্ষ্ণ। হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি হইলে এই শব্দ মন্দতর শ্রুত হয়, এই পীড়ায় হৃদয়ের স্পন্দন নিয়মিত স্থানের নিম্নে লক্ষিত হইয়া থাকে। উরঃক্ষত প্রভৃতি ক্ষয়রোগে হৃদয়ের পচন হেতু উহা হইতে বুদ্‌বুদের ন্যায় শব্দ উদ্ভূত হয়।

অথোদরযন্ত্রাণাং পরীক্ষা।

কারুণ্যাম্ভোধিমাত্রেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্।
পাদয়োরুপসংগৃহ্য হারীতঃ পরিপৃচ্ছতি।
ভাতাস্মাভিঃ শ্রুতং পূর্ব্বং নেত্রাদীনাং পরীক্ষণম্।
অধুনোদরযন্ত্রাণাং পরীক্ষাং বক্তুমর্হসি।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রিয়শিষ্যস্য ধীমতঃ।
আত্রেয়ো বক্তুমারেভে তং সর্ব্বং শিষ্যবৎসলঃ।
যকৃদামাশয়ঃ প্লীহা গ্রহণ্যন্ত্রাণি বুক্কৌ।
মলমূত্রাশয়ৌ যন্ত্রাণ্যোদরাণ্যপরাণি চ।
তেষাং বিকৃতিতো যানি লক্ষণানি ভবন্তি হি।
শৃণু তাবহিতা বৎস! বচ্মি বোঽহং সমাসতঃ।
উদরে সব্যহস্তস্য স্থাপয়েন্মধ্যমাঙ্গুলীম্।
তামন্যস্য করস্যাগ্রৈরঙ্গুলীনাং বিধানতঃ।
অভিহত্যাভিঘাতোত্থৈর্নিভির্বিবিধৈর্ভিষক্।
ক্রিয়াবিশেষান্ যন্ত্রাণাং বিদ্যাদুদরবর্ত্তিনাম্।
যকৃদ্দেশান্মন্দতরঃ শব্দঃ প্রকৃতিতো ভবেৎ।
শূন্যমাশয়তঃশব্দো জায়তে পৌষ্পগর্ভিকঃ।
বাতৈর্বা যদি বা বাষ্পৈঃ পূর্ণশ্চামাশয়ো ভবেৎ।
ততঃ প্রাদুর্ভবেচ্ছব্দো বাতাঘাতাদৃতের্যথা।
বায়ুনা স্ফীতিমাপন্নে প্রহতে চ মলাশয়ে।
প্রতিধ্বনির্ভবেচ্ছব্দো মন্দঃ স্যান্মলপূরিতে।
উদকোদরিণং কৃত্বা সর্ব্বথা পার্শ্বশায়িনম্।
তস্যোর্দ্ধ্বপার্শ্বং বিধিনা পরীক্ষেতাভিঘাততঃ।
স্বভাবাৎ সঞ্চিতং তোয়মধো ব্রজতি নিশ্চিতম্।
তদূর্দ্ধমুপতিষ্ঠন্তে ক্ষিপ্রমন্ত্রাণি বৎসকাঃ।
ঊর্দ্ধং গতেভ্যশ্চান্ত্রেভ্যঃ শব্দশ্চান্ত্রনিভো ভবেৎ।
অভিঘাতপরীক্ষেয়ং ময়া প্রোক্তা সমাসতঃ।

ভোজনাদুদরস্যোর্দ্ধং গৌরবং জায়তে মহৎ ।
শিরোরুগ্‌বক্ত্রবৈরস্যং হৃদ্দাহো বমথুস্তথা ॥
রসনা মলসংপূর্ণা ক্লান্তির্হৃদয়বেপনম ।
নিদ্রানাশোঽগ্নিমান্দ্যঃ স্যাজ্জাড্যং দুঃস্বপ্নদর্শনম্ ॥
আমাশয়ব্রণে নৃণাং জায়তে পরিকর্ত্তিকা ।
বান্ত্যা তদাশয়ে শূন্যে বেদনা সা প্রশাম্যতি ॥
ভোজনাদ্‌বান্তিরেব স্যাচ্ছ্লেষ্মশোণিতস যুতা ।
রুধিরস্যাপি বমনং রক্তপিণ্ডস্য বা ভবেৎ ॥
পুরীষৈর্মলিনং রক্তং নির্যায়াদ্‌গুদতোঽপি চ।
প্রায়শো যোষিতামেব ব্যাধিঃ স্যাদ্‌তুরোধতঃ ॥
পর্শুকাধো যকৃৎ প্লীহা সুস্থৈর্নৈবানুভূয়তে ।
দক্ষিণাচ্চ চূকান্নিম্নে দ্ব্যঙ্গুলাদ্‌যকৃতঃ স্থিতিঃ ॥
অতীত্যৈকাঙ্গুলিস্থানং পর্শুকাভ্যশ্চ নিশ্চিতম্ ।
উরঃপ্রাচীরসংকোচাদ্‌বিবৃদ্ধ্যা হৃদয়স্য চ ॥
বায়ুনা ফুসফুসস্ফীত্যা ক্ষোভণৈরপরৈরপি ।
যকৃৎস্থানাৎ প্রচ্যবেত ন তদ্‌বৃদ্ধং বিধারয়েৎ ॥
দক্ষিণে শকলে প্রায়ো বিদ্রধির্যকৃতো ভবেৎ ।
হিক্কা শ্বাসো বমিঃ কাসো জায়তে চাত্র বেদনা ॥
ন শক্তিঃ শয়নে তস্য সব্যে পার্শ্বে ভবেচ্চবাঃ ।
ইতি প্রোক্তং সমাসেন যকৃদ্বিদ্রধিলক্ষণম ॥
অনুভূয়েত হস্তেন প্লীহা চ যদি কস্যচিৎ ।
তদা তং ব্যাধিতং বিদ্যাত্তেন রক্তক্ষয়ো ভবেৎ ॥
পশ্চাদামাশয়াদ্‌বৃক্কৌ বর্ত্তেতে চোদরান্তরে ।
তত্র রক্তাবরোধেন মূত্রং স্তোকং ত্যজেন্নরঃ ॥
মূত্রঞ্চ শোণিতং বাপি বেদনা তত্র দারুণা ।
তথা স্পর্শাসহত্বঞ্চ বৃক্কবিকৃতিলক্ষণম্ ॥
বিকৃতে ক্লিলকে নৃণাং মলং মেদোযুতং ভবেৎ ।
বহ্নিমান্দ্যং ভবেচ্চাপি দৌর্ব্বল্যং চাপ্যজীর্ণতা ॥
অন্ত্রাবরোধাদ্‌বান্তিঃ স্যাদবসাদশ্চ চেতসঃ ।
বিট্‌সঙ্গো বেদনাত্যুগ্রা পুরীষবমনং তথা ॥
রোগস্থানাদধশ্চান্ত্রে শূন্যতোপরিপূর্ণতা ।
রোগেণানেন চাক্রান্তো নরঃ প্রায়স্ত্যজত্যসূন্ ॥
মলমূত্রাশয়ৌ দুষ্টৌ মোহানাহাদিকান্ বহূন্ ।
ব্যাধীন্ জনয়তো দুষ্টা গ্রহণী বহ্নিমন্দতাম্ ॥
ইত্যোদরাণাং যন্ত্রাণাং বিক্রিয়ায়াঃ সমাসতঃ ।
বাহ্যান্তর্বহিঃ চিহ্নানি ময়া প্রোক্তানি বৎসকাঃ ॥
গ্রহিয়োপরি প্রবক্ষ্যামি কৃৎস্নশশ্চাপরাণি চ ।
তানি সর্ব্বাণি বেত্তানি ভিষজা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥

মহর্ষি হারীত পরম কারুণিক সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ স্বগুরু মহর্ষি আত্রেয়ের পাদপদ্ম বন্দনাপূর্ব্বক কহিলেন, তাত! ইতিপূর্ব্বে আপনি আমাদিগকে নেত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমরা, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি। এক্ষণে কৃপা-পূর্ব্বক উদরযন্ত্র সকলের পরীক্ষার নিয়ম বর্ণন করুন। শিষ্যবৎসল ভগবান্ আত্রেয়, প্রিয়শিষ্য হারীতের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাযথ সমুদায় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

যকৃৎ, আমাশয়, গ্রহণী, অন্ত্রসমস্ত প্লীহা, বৃক্কদ্বয়, মলাশয় ও মূত্রাশয় এই সমস্ত এবং অন্যান্য কতিপয় যন্ত্র উদরে বিদ্যমান থাকিয়া স্বস্ব কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক জীবগণের জীবন রক্ষা করিতেছে। ইহাদের বিকৃতি হইলে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ অভিঘাত পরীক্ষা বিধি লিখিত হইতেছে। যথা—

পরীক্ষ্য ব্যক্তির উদরে আপনার বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি স্থাপন করিয়া উহার উপর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকলের একত্রীকৃত অগ্রভাগ দ্বারা অভিঘাত করিবে। অভি-ঘাতোত্থিত বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা ঔদরযন্ত্র সকলের বিশেষ বিশেষ অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। যকৃতের উপরিস্থিত উদরাংশে আঘাত করিলে অস্পষ্ট মন্দ শব্দ উদ্ভূত হয়। শূন্য আমাশয়ের উপর আঘাত করিলে আহত শূন্যগর্ভ পাত্রোত্থিত শব্দের ন্যায় শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাশয় বায়ু বা বাষ্পদ্বারা পূর্ণ থাকিলে, বায়ুস্ফীত ভস্ত্রায় আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ উদ্ভূত হয়, উহা হইতেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। বায়ুস্ফীত মলাশয়ের উপর আঘাত করিলে উহা হইতে প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়, মলপূর্ণ

মলাশয় হইতে মন্দ মন্দ শব্দ উৎপন্ন হয়। জলোদর রোগীকে সম্যক্ প্রকারে কোন পার্শ্বশায়ী করিয়া উপরস্থ পার্শ্বে আঘাত করিয়া পরীক্ষা করিবে। এইরূপ করিলে উহার উদর-সঞ্চিত জলসমূহ নিজের ভার বশতঃ নিম্নগামী হইবে এবং উহার চাপ পাইয়া অন্ত্র সমূহ উপরিস্থিত পার্শ্বে উত্থিত হইবে, এই পার্শ্বে আঘাত করিলে আধ্মানিক শব্দ উৎপন্ন হয়।

আমাশয়ের বিকৃতি বশতঃ অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইলে ভোজনের পর ঊর্দ্ধ উদরে অতিশয় ভার, শিরোবেদনা, মুখবৈরস্য, হৃদয়দাহ, বমি, জিহ্বার মলপূর্ণতা, ক্লান্তি, হৃদয়স্পন্দন, নিদ্রানাশ ও দুঃস্বপ্নদর্শন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। আমাশয়ে ক্ষত হইলে উহাতে কর্ত্তনবৎ বেদনাবিশেষ উপস্থিত হয়, বমনদ্বারা উক্ত আশয় শূন্য হইলে ঐ বেদনার শান্তি হয় এবং ভোজনের পর শ্লেষ্মা বা রক্তসংযুক্ত বমন, শুদ্ধ রক্তবমন, রক্ত-পিণ্ডের উদ্গীরণ ও মলের সহিত রক্ত-নির্গম এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই ব্যাধি প্রায় স্ত্রীলোকদিগেরই হইয়া থাকে, স্ত্রীদিগের ঋতুরোধ জন্য ইহার উৎপত্তি হয়। সুস্থাবস্থায় যকৃৎ ও প্লীহা পর্শুকাগুলির নিম্নে অনুভূত হয় না। দক্ষিণ চুচুকের দুই অঙ্গুলি নিম্ন হইতে পর্শুকার নিম্নে এক অঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া যকৃৎ অবস্থান করে। বক্ষঃপ্রাচীরের সঙ্কোচ, হৃদয়ের সংবৃদ্ধি, বায়ুদ্বারা ফুস্‌ফুসের স্ফীততা এবং অন্যান্য ক্ষোভকারক কারণ দ্বারা যকৃৎ চাপ পাইয়া অধোগত হইতে পারে; এইরূপ নিম্নগত যকৃৎকে যেন বিবৃদ্ধ বলিয়া ভ্রম না হয়। যকৃতে বিদ্রধি হইলে হিক্কা, শ্বাস, বমি, কাস, উহাতে তীব্র বেদনা এবং রোগীর বামপার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। যকৃতের প্রায় দক্ষিণ খণ্ডেই বিদ্রধি হইয়া থাকে। প্লীহা যদি হস্তদ্বারা অনুভব করা যায়, তাহা হইলেই ইহা ব্যাধিত হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হইবে। প্লীহার বৃদ্ধি হইলে মনুষ্যের রক্তক্ষয় হয়। মলাশয়ের পশ্চাৎ দিকে বৃক্কদ্বয় অবস্থিত থাকে। বৃক্কে রক্তাবরোধ হইলে মূত্রের অল্পতা, অথবা সশোণিত মূত্র নির্গম হয় এবং উহাতে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়, ঐ বেদনার প্রভাবে ঐ স্থানের উপর কেহ স্পর্শ করিলেও রোগী সহিতে পারে না। তিলকণ্ঠের বিকৃতিতে মেদসহ মল, অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য ও অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। অন্ত্রাবরোধ রোগে বমন, চিত্তের অবসন্নতা, কোষ্ঠরোধ, উগ্রবেদনা ও মল বমন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। রোগস্থানের নিম্নে অন্ত্রাংশে শূন্যতা ও উপরিভাগে পূর্ণতা লক্ষিত হয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনের আশা থাকে না।

এস্থলে সংক্ষেপতঃ উদরযন্ত্রদিগের বিকৃতির লক্ষণ লিখিত হইল। ইহাদের বিশেষ বিবরণ প্রত্যেক যন্ত্রের রোগ বর্ণন করিবার সময় বলা যাইবে। এই লক্ষণ সমস্ত, চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞেয়।

বাহ্যাকৃতিপরীক্ষা।

অথাবধীয়তাং বৎস! বহিরাকৃতিবেদনে।
তদ্বিজ্ঞানাদ্ভিষঙ্নূনং ভবেদ্রোগবিশেষবিৎ॥
শয়ানো ভজতে দুঃখমাসীনঃ সুখমশ্নুতে।
শ্বাসাতৈকপস্থৈশ্চ হৃৎকোষ্ঠার্ত্তিযুতো নরঃ॥

আময়ং সুচিরং ভুক্ত্বা ক্ষীণেন্দ্রিয়বলো নরঃ ।
উত্তানঃ সততঃ শেতে সাদং পরমমৃচ্ছতি ॥
উদরং শিথিলীকৃত্য চর্ম্ম সংকোচ্য সক্থিনী ।
উত্তানশায়ী ভবতি বিকৃতোদরকোষ্ঠকঃ ॥
ক্ষণমুত্তানশয়নং ভজতে ক্ষণমন্যথা ।
ন শর্ম্ম কথমপ্যেব লভতে শূলপীড়িতঃ ॥
সংজ্ঞা সম্যক্ শয়ানস্য বলং ধৈর্য্যং রতিঃ স্মৃতিঃ ।
প্রবর্ত্তনঞ্চ দোষাণাং গণ্যতে শুভলক্ষণম্ ॥
আমাশয়ে ফুস্ফুসে চ বিকৃতে হৃদয়ে তথা ।
সহসা বর্দ্ধতে কার্শ্যং নাতিকল্যাণদং হি তৎ ॥
শোণিতাদিস্রুতেঃ স্তন্যদায়িনীনাঞ্চ যোষিতাম্ ।
কৃশঃ কায়ো ভবেত্তত্র প্রতিকুর্য্যাদ্যথাবিধি ॥
সহসা চেদতিস্থূলঃ কশ্চিত্তদ্ভীতিকারণম্ ।
উৎপৎস্যমানে সংন্যাসে প্রায়েণৈবং প্রদৃশ্যতে ॥
বিক্রিয়াং ফুস্ফুসে যাতে হৃদয়ে বৃক্ককে তথা ।
প্রায়োনৃণাং মুখে শোফো বাহ্বোশ্চাপি প্রজায়তে ॥
ব্যাধিতে যকৃতি প্লীহ্নি হৃদি বৃক্কে চ পাদয়োঃ ।
প্রায়ঃ শোথো ভবেন্নৃণামাদিতোঽপ্যুদকোদরে ॥
শীতদেহস্য চেৎ স্বেদঃ শৈত্যং যাতি চ দেহিনঃ ।
সংজ্ঞানাশো ভবেত্তর্হি স শীঘ্রং বিজহাত্যসূন্ ॥
অবসাদো হিমঃ স্বেদো জাড্যং বেপথুরেব চ ।
তূর্ণং কায়ো ন চেদুষ্ণো ভবেত্তন্ন শুভাবহম্ ॥
প্রায়ঃ শুভাবহঃ স্বেদো যত্নেনৌষধজো ভবেৎ ।
পরং স্বাস্থ্যং ভবেত্তস্মিন্ জাতে রুক্ষ জ্বরাদিষু ॥
বহ্নিমান্দ্যং নিশাস্বেদো ব্যাধেশ্চ পুনরাগমঃ ।
ক্লিশ্নাতি রোগিণং ভূয়স্তত্র পথ্যাশনং হিতম্ ॥
ধমনীস্পন্দনং তাপো দৈহিকো রসনা তথা ।
দোষপ্রবৃত্তিঃ প্রকৃতিং ভবেৎ কল্যাণহেতবে ॥
ইতি সংক্ষেপতো যানি লক্ষণানি কৃতানি ময়া ।
কীর্ত্তিতান্যবধানেন তানি ধার্য্যাণি চেতসা ।
নাড়ীমেকাং ভিষগ্ভিঃ সুবিদিতনিগমৈর্নেত্র-
মেকঞ্চ মূত্রং
জিহ্বাং চৈকাং পরীক্ষ্য প্রচুরমতিধরৈর্বর্ণনীয়া
ন রোগাঃ ।
কোষ্ঠাভঞ্চাপি সর্ব্বং হৃদুদরপিহিতং দেহ-
সংস্থানমস্য-
নির্ণেয়া বীক্ষ্য কৃৎস্নং নিগদিতবিধিভিঃ সর্ব্বথা
সর্ব্বভাবৈঃ ॥

অতঃপর বিশেষ বিশেষ পীড়ায় যেরূপ বাহ্যাকৃতি ও অঙ্গসংস্থিতি বিশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। এই সমুদায় লক্ষণ অবগত হইলে রোগনির্ণয় বিষয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। শ্বাস প্রভৃতি পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি শয়ন করিয়া থাকিতে বিশেষ কষ্টবোধ করে, উঠিয়া বসিলে কিছু স্বাস্থ্য অনুভব করে। হৃৎকোষ্ঠের অনেক পীড়ায় এইরূপ দেখাযায়। দীর্ঘকাল রোগভোগে ইন্দ্রিয় শক্তি ক্ষীণ হইলে রোগী অতিশয় অবসন্ন হইয়া সর্ব্বদা চিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে। উরুদ্বয় সঙ্কুচিত ও উদরের চর্ম্ম শিথিল করিয়া উত্তান ভাবে অর্থাৎ চিত্ হইয়া শয়ন করিয়া থাকা উদর কোষ্ঠের পীড়ার পরিচায়ক। শূলপীড়িত ব্যক্তি একবার চিত্ হইয়া একবার উপুড় হইয়া শয়ন করে, কিন্তু কিছুতেই আরাম অনুভব করে না। শয়নকালে সম্যক্ চেতনা, বল, ধৈর্য্য, প্রফুল্লচিত্ততা, স্মরণশক্তি ও যথানিয়মে দোষপ্রবৃত্তি এইগুলি শুভ লক্ষণ জানিবে। আমাশয়, ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড বিকৃত হইলে দেহ অতিশয় কৃশ হয়, এই লক্ষণ বড় মঙ্গলকর নহে। শোণিতপ্রভৃতির স্রাব বশতঃ এবং স্তন্যদানকালে স্ত্রীলোকদিগের কৃশতা উপস্থিত হয়। এই সকল স্থলে যথাবিহিত বৃংহণক্রিয়া কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি যদি বিশেষ কারণ ব্যতীত হঠাৎ অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠে, তাহা হইলে উহা ভয়ের কারণ জানিবে, সংন্যাসাদি রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রায় এইরূপ স্থূলতা দৃষ্ট হয়। ফুস্ফুস্, হৃদয় ও বৃক্ক বিকৃত হইলে প্রায় মুখে ও বাহুদ্বয়ে শোথ উৎপন্ন হয়। যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়যন্ত্র ও বৃক্ককের পীড়ায় এবং জলোদরী রোগে প্রায়ই পাদদ্বয়ে শোথ হয়। রোগীর দেহ ঘর্ম্মযুক্ত ও অথচ শীতল এবং সংজ্ঞানাশ

হইলে তাহার জীবনাশা পরিত্যজ্য। অবসন্নতা, শীতল ঘর্ম্ম, জড়তা ও কম্প এই সকল যদি উপস্থিত হয় এবং শীঘ্র শরীর উষ্ণ না হয়, তাহা হইলে উহা দুর্লক্ষণ জানিবে। ঔষধের সাহায্য ব্যতীত স্বাভাবিক ঘর্ম্মোদ্গমও অনেকস্থলেই শুভাবহ। জ্বরাদি রোগে ঘর্ম্মাবস্থা উপস্থিত হইলে বিশেষ আরামলাভ হয়। অগ্নিমান্দ্য, রাত্রিতে ঘর্ম্মোদ্গম ও ব্যাধির পুনরাগমন এই সকল দ্বারা রোগী বিশেষ কষ্ট পায়, শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিতে পারে না; এরূপস্থলে বিধিমতে পথ্যাশী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা, দৈহিক সন্তাপ, জিহ্বা ও মলমূত্রাদিনির্গম, প্রকৃত ভাব প্রাপ্ত হইলে রোগীর কল্যাণ জানিবে। সংক্ষেপে পীড়া সকলের যে সমস্ত লক্ষণ কীর্ত্তিত হইল, সেই সমস্ত বিশেষরূপে চিত্তে ধারণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রজ্ঞধীশক্তিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ কেবল নাড়ী, নেত্র, মূত্র বা জিহ্বামাত্র পরীক্ষা করিয়া রোগ ব্যাখ্যা করিবেন না। রোগ নির্ণয় করিতে হইলে ঐ সকলের পরীক্ষার ন্যায় হৃদয় ও উদরস্থ যন্ত্রসমূহ, দেহসংস্থান ও অপর সমস্ত পরীক্ষণীয় বিষয়ও বর্ণিত বিধি অনুসারে সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সাধারণরোগপরীক্ষাবিধিঃ।

সমাসতঃ ষড়্‌বিধো হি রোগাণাং বিজ্ঞানোপায়ঃ। তদ্‌যথা, পঞ্চভিঃ শ্রোত্রাদিভিঃ প্রশ্নেন চেতি। তত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া বিশেষা রোগেষু ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয়াদিষু বক্ষ্যন্তে সফেনং রক্তমীরয়ন্ননিলঃ সশব্দো নির্গচ্ছতীত্যেবমাদয়ঃ প্রাগীরিতা অভিঘাতোত্থশব্দবিশেষাশ্চ। স্পর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ শীতোষ্ণশ্লক্ষ্ণকর্কশমৃদুকঠিনত্বাদয়ো জ্বরশোফাদিষু। চক্ষুরিন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ শরীরোপচয়াপচয়ায়ুর্লক্ষণবিকারাদয়ঃ। রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ প্রমেহাদিষু রসবিশেষাঃ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া অরিষ্টলিঙ্গাদিষু ব্রণানামব্রণানাঞ্চ গন্ধ বিশেষাঃ। প্রশ্নেন চ বিজানীয়াদ্দেশং কালং জাতিং সাত্ম্যমাতঙ্কসমুৎপত্তিং বেদনাসমুচ্ছ্রায়ং বলং দীপ্তাগ্নিতাং বাতমূত্রপুরীষরজসাং প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী কালপ্রকর্ষাদীংশ্চ বিশেষান্।

> দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈস্তং পরীক্ষেত রোগিণম্।
> আয়ুরাদি দৃশা স্পর্শাচ্ছীতাদি প্রশ্নতঃ পরম্।
> মিথ্যাদৃষ্টা বিকারা হি দুরাখ্যাতাস্তথৈব চ।
> তথা দুষ্পরিপৃষ্টাশ্চ মোহয়েয়ুশ্চিকিৎসকান্।

এবমভিসমীক্ষ্য সাধ্যান্ সাধয়েদ্‌যাপ্যান্ যাপয়েদসাধ্যান্নোপক্রমেৎ পরিসংবৎসরোত্থিতাংশ্চ বিকারান্ প্রায়শো বর্জ্জয়েৎ। তত্র সাধ্যা অপি ব্যাধয়ঃ প্রায়েণৈষাং দুশ্চিকিৎস্যতমা ভবন্তি। তদ্‌যথা—শ্রোত্রিয়নৃপতিস্ত্রীবালবৃদ্ধভীরুরাজসেবককিতবদুর্ব্বলবৈদ্যবিদগ্ধব্যাধিগোপকদরিদ্রকৃপণক্রোধবতামনাত্মবতামনাথানাঞ্চৈবং নিরূপ্য চিকিৎসাং কুর্ব্বন্ ধর্ম্মার্থকামযশাংসি প্রাপ্নোতি।

সংক্ষেপতঃ রোগনির্ণয়ের উপায় ছয় প্রকার। যথা শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও প্রশ্ন। তন্মধ্যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞেয় বিষয় এইরূপ—ব্রণস্রাবাদির বিষয়ে বায়ু ফেন সহিত রক্তকে উদ্গীর্ণ করিয়া সশব্দে নির্গত হয় ইত্যাদি। পূর্ব্বকথিত অভিঘাত পরীক্ষার শব্দ সকলও এই পরীক্ষার বিষয়ীভূত। স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিজ্ঞেয়—জ্বর ও শোথ প্রভৃতি রোগে অঙ্গের শৈত্য, উষ্ণতা, শ্লক্ষ্ণতা, কার্কশ্য, মৃদুত্ব ও কঠিনত্ব ইত্যাদি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিজ্ঞেয়—শরীরের পুষ্টি, কৃশতা, আয়ুর লক্ষণ, বল (বল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর নহে

কিন্তু দেহের অবস্থাবিশেষ দর্শন দ্বারা অনায়াসে উহা বুঝিতে পারা যায়) ও বর্ণ বিকৃতি প্রভৃতি। রসনেন্দ্রিয়ের বিজ্ঞেয়—প্রমেহ প্রভৃতি রোগে মূত্রের মিষ্টতা ইত্যাদি। (রস পরীক্ষা, জিহ্বা দ্বারা না করিয়া পিপীলিকা-সংক্রমন ও মক্ষিকা প্রভৃতি উপবেশন দর্শনে সিদ্ধ হইতে পারে)। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিজ্ঞেয়—অরিষ্ট উৎপন্ন বিশেষ বিশেষ গন্ধ। প্রশ্ন দ্বারা দেশ, কাল, জাতি, সাত্ম্য, রোগোৎপত্তি, বেদনার প্রাদুর্ভাব, বল, অগ্নিদীপ্ত এবং বায়ু, মূত্র, মল ও রজঃ ইহাদের প্রবৃত্তি ও কালের নিয়ম ইত্যাদি জ্ঞাতব্য।

সামান্যতঃ দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন এই তিনটী রোগবিজ্ঞানের উপায়। দর্শন দ্বারা আয়ুর লক্ষণাদি, স্পর্শ দ্বারা দেহের শৈত্যাদি এবং প্রশ্ন দ্বারা অপর সমস্ত বিষয় জ্ঞাতব্য। যথোচিত দর্শন, আখ্যান ও প্রশ্ন ভিন্ন রোগ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। রোগনির্ণয় করিবার যে সমস্ত বিধি লিখিত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন না করিলে চিকিৎসককে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে।

বর্ণিত বিধি সমস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সাধ্য ব্যাধি দূরীকৃত, যাপ্য পীড়া যাপিত (স্থগিত) করিবে। অসাধ্য রোগে হস্তক্ষেপ করিবে না। অনেক পীড়া বর্ষাতীত হইলেই প্রায় দুশ্চিকিৎস্য হয়। শ্রোত্রিয়, রাজা, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, ভীরুস্বভাব, রাজসেবক, ধূর্ত্ত, দুর্ব্বল, বৈদ্যধূর্ত্ত, ব্যাধি গোপনকারী, দরিদ্র, কৃপণস্বভাব, ক্রোধশীল, সত্ত্বগুণবিহীন ও অনাথ এই সকল ব্যক্তির সাধ্য পীড়াও অনেক স্থলে অতি কঠিন হইয়া উঠে। এই সমুদায় প্রনিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত স্থলে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও যশোলাভ হইয়া থাকে।

অথ যন্ত্রবিধিঃ।

নানাবিধানাং শল্যানাং নানাদেশপ্রবাধিনাম্।
আহর্ত্তুমভ্যুপায়ো যস্তদ্‌যন্ত্রং যচ্চ দর্শনে।
অর্শোভগন্দরাদীনাং শস্ত্রক্ষারাগ্নিযোজনে।
শেষাঙ্গপরিরক্ষায়াং তথা বস্ত্যাদিকর্ম্মণি।
ঘটিকালাবুশৃঙ্গঞ্চ জাম্ববৌষ্ঠাদিকানি চ।
অনেকরূপকার্য্যাণি যন্ত্রাণি বিবিধান্যতঃ।
বিকল্প্যাকল্পয়েদ্‌বুধ্যা যথাস্থূলন্তু বক্ষ্যতে।

যদ্দ্বারা দেহপীড়ক শল্য সমস্তের নির্হরণ, অর্শঃ ও ভগন্দর প্রভৃতির দর্শন, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ, শস্ত্রাদি প্রয়োগস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের নিরাপদে রক্ষণ ও বস্তিক্রিয়া প্রভৃতি সম্পাদিত হয়, তাহার নাম যন্ত্র। ঘটিকা, অলাবু, শৃঙ্গ ও জাম্ববৌষ্ঠ প্রভৃতি নানাপ্রকার যন্ত্র আছে। প্রয়োজন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এস্থলে স্থূলরূপে যন্ত্র বিবরণ বর্ণন করা যাইতেছে। প্রত্যেক যন্ত্রের লক্ষণ বর্ণন করিয়া নিম্নে তাহার প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা যাইবে।

স্বস্তিকযন্ত্রম্।

তুল্যানি কঙ্কসিংহর্ক্ষকাকাদিমৃগপক্ষিণাম্।
মুখৈর্মুখানি যন্ত্রাণাং কুর্য্যাত্তৎসংজ্ঞকানি চ।
অষ্টাদশাঙ্গুলায়ামাণ্যায়সানি চ ভূরিশঃ।
মসূরাকারপর্য্যন্তৈঃ কণ্ঠে বদ্ধানি কীলকৈঃ।
বিদ্যাৎ স্বস্তিকযন্ত্রাণি মূলেঽঙ্কুশনতানি চ।
তৈরস্থিবিসংলগ্নশল্যাহরণমিষ্যতে।

এই যন্ত্র ১৮ অঙ্গুলি লম্বা প্রায় লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার কণ্ঠদেশ একটী কীলক দ্বারা বদ্ধ থাকে, ঐ কীলকের প্রান্তভাগ দেখিতে মসূরকলায়ের ন্যায়। যন্ত্রের মূলভাগ অঙ্কুশের ন্যায় বক্র। ঐ স্থান ধরিয়া যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। প্রয়োজনভেদে যন্ত্রের মুখ হাড়গিলা, সিংহ, ভল্লুক ও কাক প্রভৃতি জীবের মুখের ন্যায় করা হইয়া থাকে। আকৃতি অনুসারে যন্ত্রের নামকরণ হয় অর্থাৎ যাহার মুখ কঙ্ক অর্থাৎ হাড়গিলার মুখের ন্যায়, তাহার নাম কঙ্কমুখ, যাহার মুখ ঋক্ষ অর্থাৎ ভল্লুকের মুখের ন্যায়, তাহার নাম ঋক্ষমুখ ইত্যাদি।

স্বস্তিক যন্ত্রদ্বারা অস্থি সংলগ্ন শল্যের আহরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ইহার আকৃতি এইরূপ।

কঙ্কমুখম্।

সিংহাস্যম্।

ঋক্ষমুখম্।
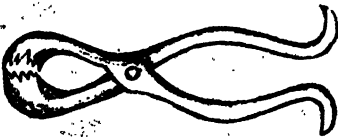
কাকমুখম্।
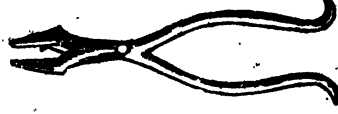
তরক্ষ্বাস্যম্।
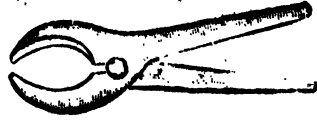
সন্দংশযন্ত্রম্।

কীলবদ্ধবিযুক্তাগ্রৌ সন্দংশৌ ষোড়শাঙ্গুলৌ।
ত্বক্‌শিরাস্নায়ুপিশিতলগ্নশল্যাপকর্ষণৌ।
ষড়ঙ্গুলোঽন্যো হরণে সূক্ষ্মশল্যোপপক্ষ্মণাম্।

এই যন্ত্র ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ, ইহার দণ্ডদ্বয় কীলক দ্বারা বদ্ধ থাকে। দণ্ড দুইটীর প্রান্তদ্বয় আবদ্ধ থাকে। ইহার দ্বারা ত্বক্, শিরা, স্নায়ু ও মাংস সংলগ্ন শল্যের আহরণ করা হয়। ৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ এক প্রকার সন্দংশ আছে, তাহার দ্বারা সূক্ষ্ম শল্য ও অতিরিক্ত নেত্রলোম অপকর্ষণ করা যায়। সন্দংশ যন্ত্রের বাঙ্গালা নাম সাঁড়াশী ও সন্না।
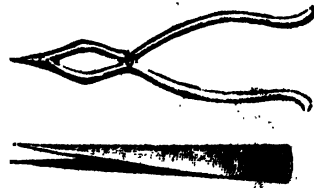
মুচুটীযন্ত্রম্।

মুচুটী সূক্ষ্ম দন্তর্জুর্মূলে রুচক ভূষণা।
গম্ভীরব্রণমাংসাদ্যো চার্ম্মণঃ শেষিতস্ত চ।

মুচুটী যন্ত্র ঋজু ও মূলদেশে অঙ্গুরীয়ক দ্বারা বদ্ধ। এই যন্ত্রের মুখে সূক্ষ্ম

সূক্ষ্ম দন্ত থাকে। ইহা দ্বারা মেদঃ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতুগত ব্রণের পীড়াকর মাংস সমস্ত ও ছিন্নাবশিষ্ট অর্শ্ম (নেত্র রোগ বিশেষ) উদ্ধৃত করা যায়। প্রথমে অস্ত্র যন্ত্রদ্বারা অর্শ্ম ছেদন করিয়া অবশিষ্ট থাকিলে তাহা এই যন্ত্রদ্বারা উদ্ধার করিতে হয়।

তালযন্ত্রম্।

যে তালযন্ত্রে দ্বাদশাঙ্গুলে মৎস্যতালুবদেক-তালদ্বিতালকে কর্ণনাসা নাড়ীশল্যানামাহরণার্থম্।

যে যন্ত্রের মুখের পার্শ্বে মৎস্যের মুখের ন্যায় আকৃতি নির্ম্মিত থাকে, তাহার নাম তালযন্ত্র। এই যন্ত্র দুই প্রকার হইয়া থাকে, এক প্রকার যন্ত্রের মুখের এক পার্শ্বে মৎস্যের মুখের ন্যায় আকৃতি থাকে, অপর প্রকারের মুখের দুই পার্শ্বেই ঐরূপ থাকে। এই যন্ত্রদ্বারা কর্ণ, নাসিকা ও নাড়ীব্রণ হইতে শল্য আহরণ করা যায়।

মুচুটীযন্ত্রম্।
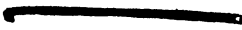
তালযন্ত্রম্।

নাড়ীযন্ত্রাণি।

নাড়ীযন্ত্রাণ্যনেকপ্রকারাণ্যনেকপ্রয়োজনান্যেককতো মুখান্যুভয়তোমুখানি চ তানি স্রোতোগতশল্যোদ্ধরণার্থং রোগদর্শনার্থমাচূষণার্থং ক্রিয়াসৌকর্য্যার্থঞ্চেতি। তানি স্রোতোদ্বারপরিণাহানি যথাযোগপরিণাহদীর্ঘাণি চ।

বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকার নাড়ীযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সরন্ধ্র। কাহারও একদিকে মুখ, কাহারও উভয় দিকেই মুখ। ইহারা স্রোতোগত শল্যের উদ্ধরণ, রোগদর্শন, আচূষণ ও কার্য্যের সৌকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়। দৈহিক স্রোতোরন্ধ্রের পরিমাণানুসারে নাড়ীযন্ত্রের বিস্তৃতি ও দৈর্ঘ্য কল্পিত হইয়া থাকে।
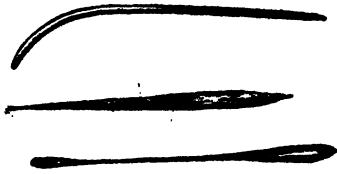
কণ্ঠান্তঃশল্যাবলোকনী নাড়ী।

দশাঙ্গুলার্দ্ধনাহান্তঃকণ্ঠশল্যাবলোকিনী।

কণ্ঠান্তর্গত শল্যের দর্শনার্থ ১০ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ৫ অঙ্গুলি পরিধিবিশিষ্ট নাড়ীযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এইরূপ নাড়ী যন্ত্রকে কণ্ঠান্তঃ শল্যাবলোকনী নাড়ী কহা যায়।

সূচীপত্রম্।

সূচীপত্রং প্রযোজ্যং স্যাজ্জিহ্বারক্ষণকর্ম্মণি।

কণ্ঠ বা মুখ মধ্যে শস্ত্র প্রয়োগাদি করিবার সময় এই যন্ত্র দ্বারা জিহ্বা রক্ষা করিতে হয়।

শল্যনির্ঘাতিনী।

পদ্মকর্ণিকয়া মূর্দ্ধ্নি সদৃশী দ্বাদশাঙ্গুলা।
চতুর্থশুষিরা নাড়ী শল্যনির্ঘাতনী মতা।

শিরোদেশে পদ্মের বীজকোষের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ৩ অঙ্গুলি প্রশস্ত ছিদ্রবিশিষ্ট নাড়ীযন্ত্র শল্য

নির্ঘাতনার্থ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ যন্ত্রের নাম শল্যনির্ঘাতিনী নাড়ী।

অর্শোযন্ত্রম্।

অর্শসাং গোস্তনাকারং যন্ত্রকং চতুরঙ্গুলম্।
নাহে পঞ্চাঙ্গুলং পুংসাং প্রমদানাং ষড়ঙ্গুলম।
দ্বিচ্ছিদ্রং দর্শনে ব্যাধেরেকচ্ছিদ্রন্তু কর্ম্মণি॥

গোস্তনাকৃতি ৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ, ৫ অঙ্গুলি পরিধিযুক্ত (স্ত্রীলোকের নিমিত্ত হইলে ৬ অঙ্গুলি পরিধিযুক্ত) দুই ছিদ্র বিশিষ্ট ও ক্ষারাদি প্রয়োগার্থ এক ছিদ্র যুক্ত নাড়ীযন্ত্র অর্শোরোগের দর্শন ও তাহাতে ক্ষারাদি প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

শমীযন্ত্রম্।

শম্যাখ্যং তাদৃগচ্ছিদ্রং যন্ত্রমর্শঃপ্রপীড়নম॥

অর্শঃ পীড়ন করিবার জন্য আর এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাও এই যন্ত্রের ন্যায়, প্রভেদ এই তাহা ছিদ্রহীন। ঐরূপ যন্ত্রকে শমী যন্ত্র বলে।

ভগন্দরযন্ত্রম্।

তদ্ভগন্দরযন্ত্রং স্যাদর্শোযন্ত্রং নিরোষ্ঠকম্॥

অর্শোযন্ত্রে একটী কর্ণিকা সন্নিবিষ্ট থাকে, ঐরূপ কর্ণিকা না থাকিলে তাহাকে ভগন্দর যন্ত্র বলা যায়।

নাসাযন্ত্রম্।

ঘ্রাণার্ব্বুদার্শসামেকচ্ছিদ্রা নাড্যঙ্গুলদ্বয়া।
প্রদেশিনীপরীণাহা স্যাদ্ভগন্দরযন্ত্রবৎ॥

নাসার্ব্বুদ নাসার্শঃ চিকিৎসা বিষয়ে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা ভগন্দরযন্ত্রের ন্যায়। ইহা একটী ছিদ্রযুক্ত, ২ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির ন্যায় স্থূল।

অঙ্গুলিত্রাণকযন্ত্রম্।

অঙ্গুলিত্রাণকং দান্তং বার্ক্ষং বা চতুরঙ্গুলম্।
দ্বিচ্ছিদ্রং গোস্তনাকারং তদ্বক্ত্রবিবৃতৌ সুখম্॥

হস্তি প্রভৃতির দন্ত বা কাষ্ঠদ্বারা অঙ্গুলিত্রাণক যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। ইহার আকৃতি গোরুর স্তনের ন্যায়, ইহা দুইটী ছিদ্রবিশিষ্ট ও ৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ। মুখব্যাদান কার্য্য আবশ্যক হইলে ইহার মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করা যায়। ইহা দন্তাঘাত হইতে অঙ্গুলিকে ত্রাণ করে বলিয়া ইহাকে অঙ্গুলিত্রাণক বলে।

যোনিব্রণেক্ষণম্।

যোনিব্রণেক্ষণং মধ্যে শুষির ষোড়শাঙ্গুলম।
মুদ্রাবদ্ধং চতুর্ভিস্তমম্ভোজমুকুলাননম॥
চতুঃশলাকমাক্রান্তং মূলে তদ্বিকসেন্মুখে॥
অন্যচ্চ।
যোনিব্রণেক্ষণং চাস্যদৈর্ঘ্যতো যদ্ দ্বিধা কৃতম্।
বিপর্য্যাসেন সংস্থস্তং বিষাণং মাহিষং যথা॥

যোনিব্রণেক্ষণ নামক যন্ত্র ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ। ইহা খণ্ডচতুষ্টয়ে বিভক্ত, ঐ চারিটী খণ্ড যন্ত্র মিলিত হইয়া একটী নাড়ীযন্ত্রের ন্যায় হয়। এই যন্ত্রের মূলদেশে একটী অঙ্গুরীয়ক দ্বারা বদ্ধ থাকে। ইহার মুখভাগের আকৃতি পদ্ম মুকুলের আকৃতির ন্যায়। এই যন্ত্রের অভ্যন্তরে চারিটী

শলাকা সন্নিবিষ্ট থাকে। যন্ত্রের মূলদেশ চাপিলে মুখের দিক্ বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা যোনিমধ্যস্থ ক্ষতাদি নিরীক্ষণ করা যায় বলিয়া ইহার নাম যোনিব্রণেক্ষণ।

আর এক প্রকার যোনিব্রণেক্ষণ যন্ত্র আছে, তাহা এইরূপ। যথা—মহিষের শৃঙ্গ লম্বালম্বি চিরিয়া বিপরীত ভাবে অর্থাৎ উভয় খণ্ডের পৃষ্টদেশ পরস্পর সংলগ্ন করিয়া রাখিবে যেরূপ আকৃতি হয়, ইহারও আকৃতি সেই প্রকার। এই স্থলে শেষোক্তটীর চিত্র প্রদত্ত হইল।

বস্তিযন্ত্রম্।

যন্ত্রে নাড়ীব্রণাভ্যঙ্গক্ষালনায় ষড়ঙ্গুলে।
বস্তিযন্ত্রাকৃতী মূলমুখেঽঙ্গুষ্ঠকলায়গে।
অগ্রতঃ কর্ণিকে মূলে নিবদ্ধমৃদুচর্ম্মণী।

নাড়ীব্রণের অভ্যঙ্গ ও প্রক্ষালনের নিমিত্ত বস্তিযন্ত্র ও নাড়ীযন্ত্রবিশেষ ব্যবহৃত হয়। ইহার মূলদেশে অঙ্গুষ্টপ্রমাণ ও মুখভাগে কলায় সদৃশ ছিদ্র থাকে। ইহার অগ্রভাগে কর্ণিকা ও মূলাংশে কোমল চর্ম্মের থলি সংলগ্ন থাকে। ঐ থলির ভিতর স্নেহপদার্থ ও প্রক্ষালনের ঔষধাদি রাখিয়া উঃ। নিপীড়ন করিতে হয়।

ধূমবস্ত্যাদিযন্ত্রাণি নির্দ্দিষ্টানি যথাযথম্।

ধূমযন্ত্র ও বস্তিযন্ত্রের আকৃতি প্রায় এক প্রকার।

জলোদরযন্ত্রম্।

দ্বিদ্বারা নলিকা পিচ্ছনলিকা বোদকোদরে।

জলোদর হইতে জল আকর্ষণ করিবার জন্ম ময়ূরপুচ্ছের নলী অথবা অন্য কোন দুই মুখযুক্ত নল ব্যবহৃত হয়। উহাকে জলোদর যন্ত্র কহে।

শৃঙ্গযন্ত্রম্।

ত্র্যঙ্গুলাস্যং ভবেচ্ছৃঙ্গং চুষণেঽষ্টাদশাঙ্গুলম্।
অগ্রে সিদ্ধার্থকচ্ছিদ্রং সুনদ্ধচুচুকাকৃতি।

দূষিত রক্তাদির চূষণার্থ শৃঙ্গযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা ১৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ। ইহার মুখের বিস্তার ৩ অঙ্গুলি. অগ্রভাগে সর্ষপ প্রমাণ ছিদ্র থাকে এবং ঐ ভাগ চুচুক অর্থাৎ স্তনাগ্র সদৃশ।

অলাবুযন্ত্রম্।

স্যাদ্দ্বাদশাঙ্গুলোঽলাবুর্নাহে হ্যষ্টাদশাঙ্গুলঃ।
চতুস্ত্র্যঙ্গুলবৃত্তাস্যো দীপ্তোঽন্তঃ শ্লেষ্মরক্তহৃৎ।

অলাবু যন্ত্র (শূন্যগর্ভ শুষ্ক লাউ), ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ১৮ অঙ্গুলি স্থূল, ইহার মুখ গোলাকার ও চারি বা তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত। অলাবুর গর্ভে প্রদীপ্ত বর্ত্তি নিহিত করিয়া রোগস্থানের উপর বসাইয়া দিলে উহা দূষিত শ্লেষ্মা ও রক্ত আকর্ষণ করে।

ঘটীযন্ত্রম্।

তদ্বদ্ঘটী হিতা গুল্মবিলয়োন্নমনে চ সা।

গুল্মের বিলয়ন ও উন্নমনার্থে ঘটীযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। অলাবুযন্ত্রের ন্যায় ইহারও অভ্যন্তরে প্রদীপ্ত বর্ত্তি নিবিষ্ট করিতে হয়।

শলাকাযন্ত্রম্।

শলাকাখ্যানি যন্ত্রাণি নানাকর্ম্মাকৃতীনি চ।
যথাযোগপ্রমাণানি তেষামেষণকর্ম্মণী।
উভে গণ্ডূপদমুখে স্রোতোভ্যঃ শল্যহারিণী।
মসূরদলবক্ত্রে দ্বে স্যাতামষ্টনবাঙ্গুলে।

শলাকাযন্ত্র নানাপ্রকার। ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির শলাকা ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে মহীলতার ন্যায় মুখযুক্ত দুই প্রকার শলাকা নাড়ীব্রণের শোষ অন্বেষণার্থ ব্যবহার করা যায়। আর দুই প্রকার শলাকা ৮।৯ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও মসূর দলের ন্যায় মুখযুক্ত। ইহাদের দ্বারা স্রোতোমার্গ হইতে শল্য আহরণ করা যায়।
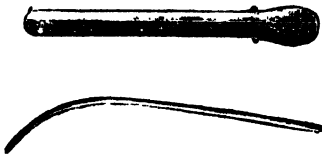
শঙ্কু-যন্ত্রম্।

শঙ্কবঃ ষড়্ভৌ তেষাং ষোড়শদ্বাদশাঙ্গুলৌ।
ব্যূহনেঽহিফণাবক্ত্রৌ দ্বৌ দ্বাদশদশাঙ্গুলৌ।
চালনে শরপুঙ্খাস্যাবাহার্য্যে বড়িশাকৃতী।

ছয় প্রকার শঙ্কুযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে দুইপ্রকার শঙ্কুযন্ত্র ব্যূহন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, ইহাদের মুখ সর্পের ফণার ন্যায়, ইহারা ১৬ ও ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ। আর দুই প্রকার শঙ্কু চালনা কার্য্যের নিমিত্ত ব্যবহার করা যায়, তাহাদের মুখ শরপুঙ্খ সদৃশ এবং ১২ ও ১০ অঙ্গুলি দীর্ঘ। অপর দুই প্রকার বড়িশাকৃতি শঙ্কু আহরণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

গর্ভশঙ্কুঃ।

নতোঽগ্রে শঙ্কুনা তুল্যো গর্ভশঙ্কুরিতি স্মৃতঃ।
অষ্টাঙ্গুলায়তস্তেন মূঢ়গর্ভং হরেৎ স্ত্রিয়াঃ।

৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও শঙ্কুর ন্যায় বক্রাগ্র যন্ত্র বিশেষ দ্বারা মূঢ়গর্ভ আহরণ করা যায়। এই যন্ত্রকে গর্ভশঙ্কু বলে।
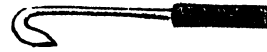
যৌগ্মশঙ্কুঃ।

সংবদ্ধশঙ্কুযুগলো যৌগ্মশঙ্কুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মূঢ়গর্ভাহৃতৌ সোঽপি প্রযোজ্যো গর্ভশঙ্কুকঃ।

বেড়ীর ন্যায় আর এক প্রকার গর্ভশঙ্কু সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, উহার নাম যৌগ্মশঙ্কু। এই যন্ত্রদ্বারা সহজে গর্ভস্থ ভ্রূণকে নিঃসারিত করা যায়।

অশ্মর্য্যাহরণযন্ত্রম্।

অশ্মর্য্যাহরণং সর্পফণবদ্বক্রমগ্রতঃ।

সর্পের ফণার ন্যায় বক্রাগ্র যন্ত্র বিশেষ দ্বারা অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী আকর্ষণ করিয়া আনা হয়। ঐরূপ যন্ত্রের নাম অশ্মর্য্যাহরণ।

দন্তপাতনযন্ত্রম্।

শরপুঙ্খমুখং দন্তপাতনং চতুরঙ্গুলম্।

শরপুঙ্খের ন্যায় মুখযুক্ত ৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ যন্ত্র দ্বারা দন্তপাতন করা যায়। ইহাকে দন্তপাতন যন্ত্র বলে। দন্তপাতন কার্য্য স্বস্তিক যন্ত্র দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে।

শলাকাযন্ত্রান্তরাণি।

ত্রীণ্যপরাণি শলাকাযন্ত্রাণি দর্ব্ব্যাকৃতীনি খল্লমুখানি ক্ষারৌষধপ্রণিধানার্থম্। নাসার্ব্বুদহরনার্থমেকং কোলাস্থিদলমাত্রমুখম্। অঞ্জনার্থমেকং কলায়পরিমণ্ডলমুভয়তোমুকুলাগ্রম্। মূত্রমার্গবিশোধনার্থমেকং মালতীপুষ্পবৃন্তাগ্রপ্রমাণপরিমণ্ডলমিতি।

ক্ষার ও ঔষধ প্রয়োগার্থ দর্ব্বীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও খল্লের ন্যায় মুখযুক্ত তিন প্রকার শলাকা ব্যবহৃত হয়। নাসিকার মধ্যজাত অর্ব্বুদ হরণের নিমিত্ত কুল আঁটির মধ্যস্থ ডাইলের ন্যায় মুখযুক্ত শলাকা ব্যবহার করা যায়। চক্ষে অঞ্জন প্রদানার্থ কলায়বৎ গোলাকার ও উভয়দিকে মুকুলিতাগ্র শলাকা এবং মূত্রমার্গ বিশোধনার্থ মালতীপুষ্পের বৃন্তের অগ্রভাগের ন্যায় গোলাকৃতি শলাকা ব্যবহৃত হয়।

উপযন্ত্রাণ্যপি অয়স্কান্তরজ্জু বস্ত্রাশ্মবালপ্রভৃতীনি।
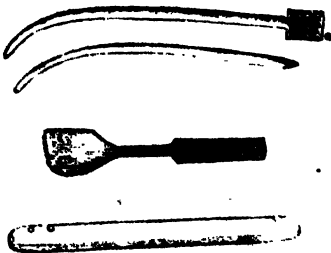
চুম্বক প্রস্তর, রজ্জু, বস্ত্র, প্রস্তর ও কেশ প্রভৃতিকে উপযন্ত্র বলা যায়।

এতানি দেহে সর্ব্বস্মিন্ দেহস্যাবয়বে তথা।
সন্ধৌ কোষ্ঠে ধমন্যাঞ্চ যথাযোগং প্রয়োজয়েৎ॥

উল্লিখিত যন্ত্র সমস্ত সন্ধি, কোষ্ঠ, ধমনী ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেখানে যাহা উপযুক্ত হয়, প্রয়োগ করিবে।

নির্ঘাতনোন্মথনপূরণমার্গ শুদ্ধি-
সংব্যূহনাহরণবন্ধনপীড়নানি।
আচূষণোন্নমননামনচালভঙ্গ-
ব্যাবর্ত্তনর্জ্জুকরণানি চ যন্ত্রকর্ম্ম॥
স্ববুদ্ধ্যা চাপি বিভজেদ্‌যন্ত্রকর্ম্মাণি বুদ্ধিমান্।
অসংখ্যেয়বিকল্পত্বাচ্ছল্যানামিতি নিশ্চয়ঃ॥

নির্ঘাতন, উন্মথন, পূরণ, মার্গশোধন সংব্যূহন, আহরণ, বন্ধন, পীড়ন, আচূষণ, উন্নমন, নামন, চালন, ভঙ্গ, ব্যাবর্ত্তন ও ঋজুকরণ এই কয়েকটী ভিন্ন চিকিৎসক আপনার বুদ্ধি অনুসারে যন্ত্রকর্ম্ম বিবেচনা করিয়া লইবেন। কারণ শল্য অসংখ্যভাবে দেহে নিবিষ্ট থাকিতে পারে, সুতরাং উহার উদ্ধারের জন্য যন্ত্রক্রিয়ারও অসংখ্যত্ব হওয়া উচিত।

তত্রাতিস্থূলমসারমতিদীর্ঘমতিহ্রস্বমগ্রাহিবিষমগ্রাহি বক্রং শিথিলমত্যুন্নতং মৃদুকীলং মৃদুমুখং মৃদুপাশমিতি দ্বাদশ যন্ত্রদোষাঃ।

অতিশয় স্থূলতা, অসারতা, অতি দীর্ঘতা, অতিহ্রস্বতা, অগ্রাহিতা, বিষমগ্রাহিতা, বক্রতা, শৈথিল্য, অতিশয় উন্নতত্বা, মৃদুকীলকতা, মৃদুমুখত্ব ও মৃদু পার্শ্বত্ব এই ১২ টী যন্ত্রের দোষ। এই সমস্ত দোষবর্জ্জিত যন্ত্র ব্যবহার্য্য।

বিবর্ত্ততেঽপ্যঙ্গবগাহতে চ
শল্যং গৃহীত্বোদ্ধরতে চ যস্মাৎ।
যন্ত্রেষতঃ কঙ্কমুখং প্রধানং
স্থানেষু সর্ব্বেষধিকারি যচ্চ।

কঙ্কমুখ যন্ত্র অব্যাঘাতে আবর্ত্তন, শরীর-প্রদেশে নিমজ্জন ও সহজে শল্য উদ্ধার করিতে পারে এই যন্ত্র দেহের সকল অংশেই প্রয়োগোপযুক্ত অতএব যন্ত্রসকলের মধ্যে কঙ্কমুখ যন্ত্রই প্রধান

অথ শস্ত্রবিধিঃ।

শস্ত্রাণি বহুবিধানি। তত্র প্রধানানি মণ্ডলাগ্র-করপত্রবৃদ্ধিপত্রমুদ্রিকোৎপলপত্রপ্রভৃতীনি সলক্ষণ প্রয়োজনানি বর্ণ্যন্তে। তানি সুগ্রহাণি সুলোহানি সুধারাণি সুরূপাণি সুসমাহিতমুখাগ্রাণ্যকরালানি চেতি শস্ত্রসম্পৎ। তত্র বক্রং কুণ্ঠং খণ্ডং খরধারমতিস্থূলমত্যল্পমতিদীর্ঘমতিহ্রস্বমিত্যষ্টৌ শস্ত্র-দোষাঃ। অতো বিপরীতগুণমাদদ্যাদন্যত্র করপ-ত্রাৎ। তদ্ধি খরধারমস্থিচ্ছেদনার্থম্। তেষাং পায়না ত্রিবিধা ক্ষারোদকতৈলেষু। তত্র ক্ষারপায়িতং শরশল্যাস্থিচ্ছেদনেষু, উদকপায়িতং মাংসচ্ছেদন-ভেদনপাটনেষু, তৈলপায়িতং শিরাব্যধনস্নায়ুচ্ছেদ-নেষু। তেষাং নিশানার্থং শ্লক্ষ্ণশিলা মাষবর্ণা ধারাসংস্থাপনার্থং শাল্মলীফলকমিতি।

যদা সুনিশিতং শস্ত্রং রোমচ্ছেদি সুসংস্থিতম্।
সুগৃহীতং প্রমাণেন তদা কর্ম্মসু যোজয়েৎ॥

শস্ত্র বহুপ্রকার, তন্মধ্যে মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, মুদ্রিকা ও উৎপলপত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান শস্ত্র সকলের লক্ষণ ও প্রয়োজন বর্ণিত হইতেছে। শস্ত্র সকল উৎকৃষ্ট লৌহে নির্ম্মিত, উত্তম ধারযুক্ত, স্বরূপসম্পন্ন, সুগ্রহণীয়, অকরাল ও সুচারু মুখাগ্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বক্রতা, কুণ্ঠতা, খণ্ডত্ব, খরধারবিশিষ্টতা, অতিশয় স্থূলতা, অতি সূক্ষ্মতা, অধিক দীর্ঘতা ও অতিশয় হ্রস্বতা এই গুলি শস্ত্রের দোষ। এই সমস্ত দোষহীন শস্ত্র ব্যবহারোপযুক্ত। খরধারতা, শস্ত্রের একটা দোষ বটে, কিন্তু করপত্র অর্থাৎ করাতের পক্ষে উহা দোষ বলিয়া গণ্য নহে। করপত্র দ্বারা অস্থি ছেদন করা যায়, সুতরাং উহা খরধার হওয়াই আবশ্যক। শস্ত্রে ক্ষার, জল ও তৈল এই তিন দ্রব্য মাখা-ইতে হয়। শর, শল্য ও অস্থি ছেদন বিষয়ে ক্ষার, মাংসের ছেদন, ভেদন ও পাটন বিষয়ে জল এবং শিরাব্যধন ও স্নায়ু-চ্ছেদন বিষয়ে তৈলম্রক্ষণ কর্ত্তব্য। শস্ত্রে শস্ত্রে শাণ দিবার জন্য মাষকলায়ের ন্যায় বর্ণযুক্ত মসৃণ শিলা ও ধারা সংস্থাপনের নিমিত্ত শাল্মলীফলক ব্যবহৃত হয়। উত্তম-রূপে শাণিত, রোমচ্ছেদি, সুসংস্থিত ও যথাযথ গৃহীত শস্ত্র কর্ম্মে যোজনীয়।

মণ্ডলাগ্রং শস্ত্রম্।

মণ্ডলাগ্রং ফলে তেষাং তর্জ্জন্যন্তর্নখাকৃতি।
লেখনে ছেদনে যোজ্যং পোথকীশুণ্ডিকাদিষু।

মণ্ডলাগ্রনামক শস্ত্রের ফলের আকৃতি তর্জ্জনীর অন্তর্নখসদৃশ। এই শস্ত্র পোথকী ও শুণ্ডিকা প্রভৃতি রোগে লেখন ও ছেদন বিষয়ে প্রয়োজ্য। ইহার আকৃতি এইরূপ।
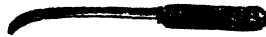
বৃদ্ধিপত্রম্।

বৃদ্ধিপত্রং ক্ষুরাকারং ছেদভেদনপাটনে।
ঋজ্বগ্রমুন্নতে শোফে গম্ভীরে তু তদন্যথা।
নতাগ্রং পৃষ্ঠতো দীর্ঘহ্রস্ববক্ত্রং যথাযথম্।

বৃদ্ধিপত্র শস্ত্র ছেদন, ভেদন ও পাটন বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। ইহার আকৃতি এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন ক্ষুরের ন্যায় উচ্চ-শোথে সরলাগ্র ও গম্ভীর শোথে আনতাগ্র বৃদ্ধিপত্র প্রয়োজ্য। এই শস্ত্রের মুখ প্রয়োজনভেদে হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে।
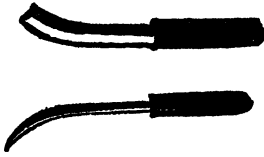
উৎপলপত্রমধ্যর্দ্ধধারঞ্চ।

উৎপলাধ্যর্দ্ধধারাখ্যে ভেদনে ছেদনে তথা।

উৎপলপত্র ও অধ্যর্দ্ধধার নামক শস্ত্রদ্বয় ভেদন ও ছেদন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। উৎপলপত্রের ফলের আকৃতি উৎপলের পত্রের ন্যায় এবং অধ্যর্দ্ধধার শস্ত্রের বৃন্ত অপেক্ষা ফলাংশ অধিক অর্থাৎ সমগ্র যন্ত্রের অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক অংশ ধার-যুক্ত, এই নিমিত্ত উহার নাম অধ্যর্দ্ধধার। এইরূপ অন্যান্য শস্ত্রের নামানুসারে আকৃতি বিবেচনা করিয়া লইবে।

সর্পাস্যম্‌।
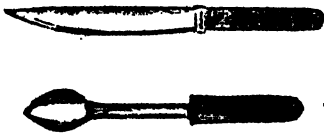
সর্পাস্যং ঘ্রাণকর্ণার্শশ্ছেদনেঽর্দ্ধাঙ্গুলং ফলে।

নাসিকা কর্ণের অর্শঃ ছেদন করিবার নিমিত্ত সর্পাস্য শস্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত। এই শস্ত্রের মুখ সর্পমুখ সদৃশ।
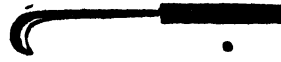
বেতসপত্রং শরারীমুখং ত্রিকূর্চ্চকঞ্চ।

বেতসং ব্যধনে স্রাব্যে শরার্য্যাস্যত্রিকূর্চ্চকে।

ব্যধনক্রিয়ার নিমিত্ত বেতসপত্র এবং স্রাব্যকার্য্যের নিমিত্ত শরারীমুখ ও ত্রিকূর্চ্চক নামক শস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

কুশপত্রমাটীমুখঞ্চ।
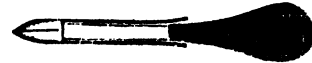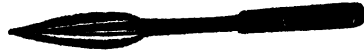
কুশাটীবদনে স্রাব্যে দ্ব্যঙ্গুলং স্যাত্তয়োঃ ফলম্‌।

কুশপত্র ও আটীমুখ নামক শস্ত্রদ্বয় স্রাবণার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের ফলক দুই অঙ্গুলি পরিমিত।

এষণী।

গতেরন্বেষণে শ্লক্ষ্ণা গণ্ডূপদমুখৈষণী।

ভেদনার্থেঽপরা সূচীমুখা মূলনিবিষ্টখা।

নাড়ীব্রণের শোষ অন্বেষণার্থ এষণী ব্যবহৃত হয়। ইহা কোমলস্পর্শ ও মহীলতার ন্যায় মুখবিশিষ্ট। নাড়ীর

ৃতি ভেদ করিবার নিমিত্ত আর এক প্রকার ৷্রণী ব্যবহৃত হয়। ইহার মুখ সূচীর ায় এবং মূলদেশে ক্ষারসূত্র নিবেশনার্থ একটী ছিদ্র থাকে।
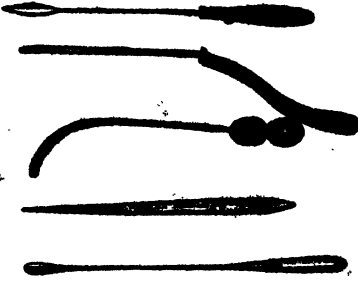
অন্তর্মুখমর্দ্ধচন্দ্রাননঞ্চ।

তদ্বদন্তর্মুখং তস্য ফলমধ্যর্দ্ধমঙ্গুলম্।
অর্দ্ধচন্দ্রাননং চৈতৎ তথাধ্যর্দ্ধাঙ্গুলং ফলে॥

কুশপত্র ও আটীমুখ এই দুইটী শস্ত্রের ন্যায় অন্তর্মুখনামক শস্ত্রও স্রাবণকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, ইহার ফলা ১॥০ অঙ্গুলি পরিমিত। অর্দ্ধচন্দ্রানন নামক আর এক প্রকার শস্ত্র, স্রাবণার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা অন্তর্মুখ শস্ত্রের প্রকার ভেদ মাত্র।

ব্রীহিবক্ত্রম্।

ব্রীহিবক্ত্রং প্রয়োজ্যঞ্চ তচ্ছিরোদরয়োর্ব্যধে।

ব্রীহিবক্ত্র নামক শস্ত্র শিরা ও উদরী রোগে ব্যবহৃত হয়।

কুঠারী।

পৃথ্বী কুঠারী গোদন্তসদৃশার্দ্ধাঙ্গুলাননা।
তয়োর্দ্ধবক্ত্রয়া বিধ্যেদুপর্য্যস্থাং স্থিতাং শিরাং॥

কুঠারী নামক শস্ত্রের মূলদেশ স্থূল এবং মুখ গোদন্তের ন্যায় ও অর্দ্ধাঙ্গুল আয়ত। ইহার দ্বারা হাড়ের উপরের শিরা বিদ্ধ করা যায়।
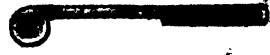
শলাকাশস্ত্রম্।

তাম্রী শলাকা দ্বিমুখা মুখে কুরুবকাকৃতিঃ।
নেত্রনাড়ীং তয়া বিধ্যেৎ কফদোষসমুদ্ভবাম্॥

শলাকা শস্ত্র দুই মুখবিশিষ্ট, ইহার মুখভাগের আকৃতি রক্তঝিণ্টীপুষ্পের মুকুলের ন্যায়। এই শলাকা তাম্রে নির্ম্মিত হয়। ইহার দ্বারা কফজ নেত্রনালী বিদ্ধ করা যায়।

মুদ্রিকা।

প্রদেশিন্যগ্রপর্ব্বপ্রমাণা ফলেঽর্দ্ধাঙ্গুলায়তা মুদ্রিকা।

মুদ্রিকাশস্ত্র তর্জ্জনী অঙ্গুলির অগ্রপর্ব্ব পরিমিত অর্দ্ধাঙ্গুলফলকবিশিষ্ট।

বড়িশঃ।

গ্রহণে শুণ্ডিকার্শাদের্বড়িশঃ সুনতাননঃ।

বড়িশ সম্যক্ নতমুখবিশিষ্ট। ইহার দ্বারা শুণ্ডিকা ও অর্শ প্রভৃতি রোগ ধৃত হইয়া থাকে।

করপত্রম্।

ভেদেছেদ্যাং করপত্রন্তু খরধারং দশাঙ্গুলম্।
বিস্তারে দ্ব্যঙ্গুলং সূক্ষ্মদন্তং সংসরুবন্ধনম্।
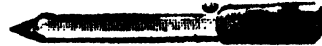
করপত্র অর্থাৎ করাত ১০ অঙ্গুলি দীর্ঘ ২ অঙ্গুলি বিস্তৃত ও খরধার। ইহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দন্ত থাকে, ইহার মুষ্টিস্থান সুন্দররূপে সংবদ্ধ থাকে। করপত্র দ্বারা অস্থি ছেদন করা যায়।

কর্ত্তরী।

স্নায়ুস্থিগর্ভশল্যানাং কেশাদীনাঞ্চ কর্ত্তনে।
বিবিধাকৃতয়ো যোজ্যাঃ কর্ত্তর্য্যঃ কর্ত্তরীনিভাঃ।

স্নায়ু, অস্থি, গর্ভশল্য ও কেশ প্রভৃতির কর্ত্তনার্থে কর্ত্তরী যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা সামান্যতঃ কাঁচির ন্যায়। প্রয়োজন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির কর্ত্তরী ব্যবহৃত হয়।
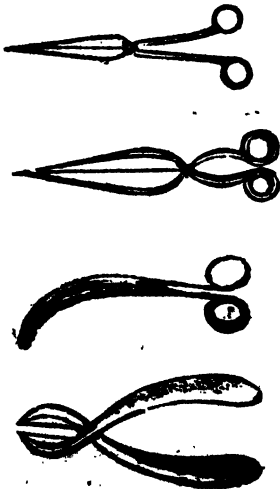
নখশস্ত্রম্।

বক্রর্জুধারং দ্বিমুখং নখশস্ত্রং নবাঙ্গুলম্।
সূক্ষ্মশল্যোদ্ধৃতিচ্ছেদভেদপ্রচ্ছানলেখনে।

নখশস্ত্র অর্থাৎ নরুন দুই প্রকার, এক প্রকারের ধার বক্র ও অপর প্রকারের ধার ঋজু। ইহার দ্বারা সূক্ষ্মশল্যের উদ্ধার এবং ছেদন, ভেদন, প্রচ্ছান ও লেখনক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

দন্তলেখনম্।

একধারং চতুষ্কোণং প্রবৃদ্ধাকৃতি চৈকতঃ।
দন্তলেখনকং তেন শোধয়েদ্দন্তশর্করান্।

এই শস্ত্র চতুষ্কোণ, ইহার আকৃতি একদিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও একদিকে ধার থাকে। ইহার দ্বারা দন্তশর্করা শোধন করা যায়।

সূচী।

বৃত্তা গূঢ়দৃঢ়াঃ পাশে তিস্রঃ সূচ্যোঽত্র সীবনে।
মাংসলানাং প্রদেশানাং ত্র্যস্রা ত্র্যঙ্গুলমায়তা।
অল্পমাংসাস্থিসন্ধিস্থব্রণানাং দ্ব্যঙ্গুলায়তা।
ব্রীহিবক্ত্রা ধনুর্বক্রা পক্বামাশয়মর্ম্মসু।
সা সার্দ্ধদ্ব্যঙ্গুলা সর্ব্বা বৃত্তাস্তাঃ সূচয়ঃ স্মৃতাঃ।

সীবন (সেলাই) ক্রিয়া বিষয়ে তিন প্রকার সূচী ব্যবহৃত হয়। সূচী সকল গোলাকার, ইহাদের পাশ, নিবন্ধন স্থান গূঢ় ও দৃঢ়। মাংসলপ্রদেশে ত্রিকোণাগ্র

ও তিন অঙ্গুলি দীর্ঘ সূচী ব্যবহৃত হয়। অল্পমাংসল স্থানে এবং সন্ধি ও অস্থির উপরিস্থ ব্রণে সীবনার্থ দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ সূচী ব্যবহার করা যায়। পক্বাশয় আমাশয় ও মর্ম্মস্থানে সেলাই করিবার নিমিত্ত ২॥০ অঙ্গুলি দীর্ঘ, ধনুকের ন্যায় বক্র ও ব্রীহি সদৃশ মুখযুক্ত সূচী ব্যবহার্য্য।

কূর্চ্চঃ।
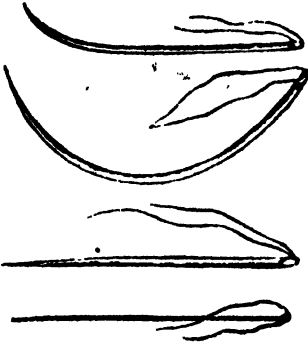
কূর্চ্চো বৃত্তৈকপীঠস্থাঃ সূচয়স্তাঃ সুবন্ধনাঃ।
স যোজ্যো নীলিকাব্যঙ্গকেশশাতেষু কুট্টনে।

কতকগুলি সূচী বর্ত্তুলপৃষ্ঠ কোন কাষ্ঠখণ্ডে দৃঢ়রূপে বিবদ্ধ হইলে তাহাকে কূর্চ্চযন্ত্র কহা যায়। এই যন্ত্রের আকার প্রায় ব্রুসের ন্যায়। নীলিকা, ব্যঙ্গ ও ইন্দ্রলুপ্ত রোগে কুট্টনার্থ ইহা ব্যবহার্য্য।

কর্ণবেধনশস্ত্রাণি।

ব্যধনে কর্ণপালীনাং যূথিকা মুকুলাননা।
আরার্দ্ধাঙ্গুলবৃত্তাস্যা তৎপ্রবেশা তথোর্দ্ধতঃ।
চতুরস্রা তয়া বিধ্যেচ্ছোথং পকামসংশয়ে।
কর্ণপালীঞ্চ বহলাং বহলারাশ্চ শস্যতে।
সূচী ত্রিভাগশুষিরা ত্র্যঙ্গুলা কর্ণবেধনী।

কর্ণপালী অর্থাৎ কানের পাটা বিদ্ধিবার জন্য যূথিকা, আরা ও কর্ণবেধনী নামক তিন প্রকার সূচী ব্যবহৃত হয়। যূথিকার মুখ যুঁইফুলের কুঁড়ির ন্যায়। শোথের পক্বাপক্ব সন্দেহে ও স্থূল কর্ণপালীতে বাধনার্থ আরা ব্যবহৃত হয়। কর্ণবেধনী নামক আর এক প্রকার সূচী স্থূল কর্ণপালী বিদ্ধিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহার তৃতীয়াংশ সচ্ছিদ্র ও সমগ্র দৈর্ঘ্য ৩ অঙ্গুলি।

শস্ত্রাণ্যেতানি চাঙ্গানি বাহুল্যেনাঙ্গুলানি ষট্।
জলৌকঃক্ষারদহনকচোপলনখাদয়ঃ।
অলোহান্যনুশস্ত্রাণি তান্যেবঞ্চ বিকল্পয়েৎ।
অপরাণ্যপি যন্ত্রাদীন্যুপযোগঞ্চ যৌগিকম্।

এস্থলে প্রধান প্রধান যন্ত্র ও শস্ত্রগুলির বর্ণনা করা গেল, তদ্ভিন্ন আরও অনেক যন্ত্র ও শস্ত্র আছে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক প্রয়োজনানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সকলের প্রয়োগ করিবেন। শস্ত্র সকলের অধিকাংশই প্রায় ৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ। জলৌকা, ক্ষার, অগ্নি, কেশ, প্রস্তরখণ্ড ও নখ প্রভৃতির দ্বারা শস্ত্রকর্ম্ম কিয়দংশে সম্পন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে অনুশস্ত্র বলা যায়।

ছেদভেদনলেখার্থং শস্ত্রং বৃন্তফলান্তরে।
তর্জ্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈর্গৃহ্ণীয়াৎ সুসমাহিতঃ।
বিস্রাবণানি বৃন্তাগ্রে তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকেন চ।
তলপ্রচ্ছন্নবৃন্তাগ্রং গ্রাহ্যং ব্রীহিমুখং মুখে।
মূলেষাহরণার্থানি ক্রিয়াসৌকর্য্যতোঽপরম্।

যে সকল শস্ত্র দ্বারা ছেদন, ভেদন ও লেখনক্রিয়া সাধিত হয়, প্রয়োগকালে তাহাদের বৃন্ত ও ফলের মধ্যভাগে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ এই তিন অঙ্গুলি দ্বারা

ধরিতে হয়। বিস্রাবণযন্ত্র প্রয়োগকালে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উহাদের বৃন্তাগ্রভাগ অবলম্বন করিবে। ব্রীহিমুখ নামক শস্ত্রের বৃন্তাগ্রভাগ করতলে প্রচ্ছন্ন করিয়া ও উহার মুখের নিকট ধরিয়া কার্য্য সাধন করিবে। আহরণ যন্ত্রসকল মূলাংশে ধরিয়া ব্যবহার করা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শস্ত্রকার্য্যের সুবিধা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত স্থান ধরিয়া প্রয়োগ করিবে।

স্যান্নবাঙ্গুলিবিস্তারঃ সুঘনো দ্বাদশাঙ্গুলঃ।
ক্ষৌমপট্টোর্ণকৌষেয়দুকূলমৃদুচর্ম্মজঃ ॥
বিন্যস্তপাশঃ সুস্যূতঃ সান্তরোর্ণাস্থশস্ত্রকঃ।
শলাকাপিহিতাস্যশ্চ শস্ত্রকোষঃ সুসঞ্চয়ঃ ॥

শস্ত্র রাখিবার জন্য ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ৯ অঙ্গুলি বিস্তৃত কোষ ব্যবহৃত হয়। ইহা পট্টাদি বস্ত্রে বা কোমল চর্ম্মে নির্ম্মিত হয়। কোষের মুখ শলাকা দ্বারা বদ্ধ করা যায়। শস্ত্রসকল মেষাদির লোমের মধ্যস্থিত ও পরস্পর ব্যবহিত করিয়া কোষ মধ্যে রাখিতে হয়।

শস্ত্রচিকিৎসাবিধিঃ।

তত্রাদাবগ্রোপহরণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ত্রিবিধং কর্ম্ম। পূর্ব্বকর্ম্ম প্রধানকর্ম্ম পশ্চাৎকর্ম্মেতি। তদ্ব্যাধিং প্রতি প্রত্যুপদেক্ষ্যামঃ। শস্ত্রকর্ম্মবিধিমিদানীং সমাসত উপদেক্ষ্যামঃ। তৎসন্তারাংশ্চ। তচ্চ শস্ত্রকর্ম্মাষ্টবিধম্। তদ্যথা, ছেদ্যং ভেদ্যং লেখ্যং বেধ্যমেষ্যমাহার্য্যং বিস্রাব্যং সীব্যমিতি চ।

অতোঽন্যতমং কর্ম্ম চিকীর্ষতা বৈদ্যেন পূর্ব্বমেবোপকল্পয়িতব্যানি। তদ্ যথা যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিশলাকাশৃঙ্গজলৌকালাবুজাম্ববৌষ্ঠ পিচুপ্রোত সূত্রপত্র পট্ট মধুঘৃত বসাপয়স্তৈলতর্পণ কষায়ালেপনকল্ক ব্যজন শীতোষ্ণোদককটাহাদীনি পরিকর্ম্মিণশ্চ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা বলবন্তঃ। ততো নির্দ্দিষ্টদিবসে লঘুভুক্তবন্তং প্রাঙ্মুখমাতুরমুপবেশ্য যন্ত্রয়িত্বা প্রত্যঙ্মুখো বৈদ্যো মর্ম্মশিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিধমনীঃ পরিহরন্নুলোমং শস্ত্রং নিদধ্যাদাপূয়দর্শনাৎ সকৃদেবাপহরেচ্ছস্ত্রমাশু চ। মহৎস্বপি চ পাকেষু দ্ব্যঙ্গুলং বা শস্ত্রপদমুক্তম্। তত্রায়তো বিশালঃ সমঃ সুবিভক্ত ইতি ব্রণগুণাঃ।

আয়তশ্চ বিশালশ্চ সুবিভক্তো নিরাশ্রয়ঃ।
প্রাপ্তকালকৃতশ্চাপি ব্রণঃ কর্ম্মণি শস্যতে ॥
শৌর্য্যমাশুক্রিয়া শস্ত্রতৈক্ষ্ণ্যমস্বেদবেপথুঃ।
অসংমোহশ্চ বৈদ্যস্য শস্ত্রকর্ম্মণি শস্যতে ॥

একেন বা ব্রণেনাশুধ্যমানেনান্তরাবুদ্ধ্যাবেক্ষ্যাপরান্ ব্রণান্ কুর্য্যাৎ।

যতো যতো গতিং বিদ্যাদুৎসঙ্গো যত্র যত্র চ।
তত্র তত্র ব্রণং কুর্য্যাদ্যথা দোষো ন তিষ্ঠতি।

তত্র ভ্রূগণ্ডশঙ্খললাটাক্ষিপুটৌষ্ঠদন্তবেষ্টকক্ষাকুক্ষিবঙ্ক্ষণেষু তির্য্যক্ছেদ উক্তঃ।

চন্দ্রমণ্ডলবচ্ছেদান্ পাণিপাদেষু কারয়েৎ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতীংশ্চাপি গুদে মেঢ্রে চ বুদ্ধিমান্ ॥

অন্যথা তু শিরাস্নায়ুচ্ছেদনাদতিমাত্রং বেদনা চিরাদ্ব্রণসংরোহো মাংসকন্দপ্রাদুর্ভাবশ্চেতি। মূঢ়গর্ভোদরার্শোঽশ্মরীভগন্দরমুখরোগেষভুক্তবতঃ কর্ম্ম কুর্ব্বীত। ততঃ শস্ত্রমবচার্য্য শীতাভিরদ্ভিরাতুরমাশ্বাস্য সমন্তাৎ পরিপীড্যাঙ্গুল্যা ব্রণমভিমৃজ্য প্রক্ষাল্য কষায়েণ প্লোতেনোদকমাদায় তিলকল্কমধুসর্পিঃপ্রগাঢ়ামৌষধযুক্তাং বর্ত্তিং প্রণিদধ্যাৎ। ততঃ কল্কেনাচ্ছাদ্য বস্ত্রপট্টেন বধ্নীয়াদ্ গুগ্গুল্বগুরুসর্জ্জরসবচাগৌরসর্ষপচূর্ণৈর্লবণনিম্বপত্রব্যামিশ্রৈরাজ্যযুক্তৈর্ধূপয়েৎ।

তত আতুরমাগারং প্রবেশ্যাচারিকমাদিশেৎ। ততস্তৃতীয়েঽহনি বিমুচ্যৈবং বধ্নীয়াদ্ বস্ত্রপট্টেন নচৈবং ত্বরমাণোঽপরেদ্যুর্মোক্ষয়েৎ। দ্বিতীয়দিবসে পরিমোক্ষণাদ্ বিগ্রথিতো ব্রণশ্চিরাদুপসংরোহতি তীব্ররুজশ্চ ভবতি। অত ঊর্দ্ধং দোষকালবলাদীনবেক্ষ্য কষায়ালেপন বন্ধাহারাচারান্ বিদধ্যাৎ ন চৈবং ত্বরমাণঃ সান্তর্দোষং

রোপয়েৎ। স হ্যন্নেনাপ্যপচারেণাভ্যন্তরমুৎসঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽপি বিকরোতি।

তস্মাদন্তর্বহিশ্চৈব সুশুদ্ধং রোপয়েদ্‌ব্রণম্।
রূঢ়েঽপ্যজীর্ণব্যায়ামব্যবায়াদীন্ বিবর্জ্জয়েৎ।
হর্ষং ক্রোধং ভয়ঞ্চাপি যাবদাস্থৈর্য্যসম্ভবাৎ।
হেমন্তে শিশিরে চৈব বসন্তে চাপি মোক্ষয়েৎ।
ত্র্যহাদ্‌দ্ব্যহাচ্ছরদ্‌গ্রীষ্মবর্ষাস্বপি চ বুদ্ধিমান্।
অত্যিপাতিষু রোগেষু নেচ্ছেদ্‌বিধিমিমং ভিষক্।
প্রদীপ্তাগারবচ্ছীঘ্রং তত্র কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াম্।

যা বেদনা শস্ত্রনিপাতজাতা
তীব্রা শরীরং প্রদুনোতি জন্তোঃ।
ঘৃতেন সা শান্তিমুপৈতি সিক্তা
কোষ্ণেন যষ্টিমধুকান্বিতেন।

অতঃপর সংক্ষেপে শস্ত্রক্রিয়ার বিষয় বর্ণিত হইতেছে। শস্ত্রকর্ম্ম তিন প্রকার যথা—পূর্ব্বকর্ম্ম, প্রধানকর্ম্ম ও পশ্চাৎকর্ম্ম। এই তিনপ্রকার কর্ম্মের বিষয় প্রত্যেক ব্যাধির চিকিৎসা বর্ণন করিবার সময় বলা যাইবে। এক্ষণে সামান্ততঃ শস্ত্রকর্ম্মের নিয়ম ও তৎক্রিয়া করণকালে যে সকল উপকরণ আবশ্যক হয়, তাহা বলা যাইতেছে।

শস্ত্রক্রিয়া আট প্রকার, যথা ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য, বেধ্য, এষ্য, আহার্য্য, বিস্রাব্য ও সীব্য। ছেদক্রিয়ার অর্থ কাটিয়া ফেলা, ভেদন বিদারণ, লেখন চাঁচিয়া লওয়া, বেধন বেঁধা, এষণ শোষ প্রভৃতির সীমা অন্বেষণ, আহরণ দেহ হইতে শল্য বহিষ্করণ, বিস্রাবণ পূয়রক্তাদির নিঃসারণ এবং সীবন সেলাই করা। এই আট প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে কোন ক্রিয়া করিতে হইলে অগ্রে এই সমস্ত বস্তু আহরণ করিতে হইবে। যথা—যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি, শলাকা, শৃঙ্গ, জোঁক, লাউ, তুলা, বস্ত্রখণ্ড, সূতা, মধু, ঘৃত, বসা, দুগ্ধ, তৈল, তর্পণদ্রব্য, উপযুক্ত কষায়, আলেপন কল্ক, পাখা, শীতল-জল, উষ্ণজল, কড়া ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য এবং বলবান্ স্থিরপ্রকৃতি ও নম্রস্বভাব পরিচারক উপস্থিত করিয়া পরে শস্ত্র-প্রয়োগ করিবে।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে রোগীকে লঘুভোজন করাইয়া পূর্ব্বমুখে বসাইয়া চিকিৎসক পশ্চিমাস্য হইয়া শস্ত্রপ্রয়োগ করিবেন। শস্ত্রপাতকালে সাবধান হইতে হইবে, যেন মর্ম্মস্থান, শিরা, স্নায়ু, সন্ধিস্থানের অস্থি ও ধমনী এই সকলের উপর কিছুতে আঘাত না লাগে। অস্ত্র প্রয়োগ অনুলোমভাবে এবং একবারেই কার্য্য সিদ্ধিকর হয়, এইরূপ করিয়া করিতে হইবে। অস্ত্রপ্রবেশ করিয়া পূয়দর্শন হইলে আশু উহা উদ্ধার করিয়া লইবে। মহৎ পাকেও দুই বা তিন অঙ্গুলি পর্য্যন্ত শস্ত্রপ্রয়োগের সীমা জানিবে। শস্ত্রপাতজনিত ক্ষত প্রকৃত সময়ে কৃত, আয়ত, বিশাল ও উপযুক্ত বিভাগযুক্ত হইলে এবং নিকটবর্ত্তী অন্যস্থান আক্রমণ না করিলে তাহা কষ্টদায়ক হয় না। একবার শস্ত্রপাত করিয়া যদি পূয়াদি সম্যক্ নিঃসৃত না হয়, তাহা হইলে যথাযোগ্য স্থানে পুনর্ব্বার শস্ত্রপাত করিবে। যতদূর পর্য্যন্ত শোষ দেখিবে এবং যে যে স্থানে কোটরবৎ দৃষ্ট হইবে, সেই সেই স্থান পর্য্যন্ত শস্ত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কারণ দূষিত পদার্থ সম্যক্ দূরীকৃত না হইলে কোন প্রকারেই আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। পূয়রক্তাদির শেষ থাকিলে ব্রণ ক্রমশঃ দেহের গভীরতম প্রদেশে ও নিকটবর্ত্তী বাহ্যাংশ আক্রমণ করিয়া অতি কষ্টদায়ক বা অসাধ্য হইয়া উঠে।

ভ্রূ, গণ্ড, শঙ্খ, ললাট, নেত্রপুট, ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, কক্ষা, কুক্ষি ও বঙ্ক্ষণপ্রদেশে তির্য্যক্‌ভাবে ছেদক্রিয়া কর্ত্তব্য। হস্ত ও পদে চন্দ্রমণ্ডলাকৃতি এবং গুহ্যদেশে ও

মেঢ্রে অর্দ্ধচন্দ্রাকার ছেদ করিবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে শিরা ও স্নায়ু ছিন্ন হইয়া অতিশয় বেদনা ও মাংস-কন্দের উৎপত্তি হইয়া শীঘ্র ঘা শুকায় না। মূঢ়গর্ভ, উদরী, অর্শঃ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগে শস্ত্রক্রিয়া করিতে হইলে রোগীকে আহার না করাইয়া কার্য্য সম্পাদন করিবে। শস্ত্রাবচারণান্তে রোগীর মুখ ও চক্ষুঃ প্রভৃতিতে শীতল জলসেক ও অঙ্গুলি দ্বারা শোথ পরিপীড়ন করিয়া উহা হইতে ক্লেদ নিঃসারণ করিবে। অনন্তর বস্ত্রখণ্ড জলসিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণ প্রক্ষালন করিয়া উহার অভ্যন্তরে তিলকল্ক, মধু ও ঘৃতপরিপ্লুত ঔষধবর্ত্তি প্রণিহিত করিবে। এইরূপ করিয়া উপযুক্ত কল্ক দ্বারা ব্রণের উপরিভাগ আচ্ছাদন ও বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে। পরে গুগ্‌গুল, অগুরু, ধূনা, বচ, শ্বেতসর্ষপ, লবণ, নিম্বপত্র ও ঘৃত এই সমুদায় একত্র করিয়া তাহার ধূম প্রদান করিবে।

এই সমুদায় কার্য্য সমাপনান্তে রোগীকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। তৃতীয় দিবসে পটী খুলিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিধি অনুসারে পটী বন্ধন করিবে। ব্যস্ত হইয়া দ্বিতীয় দিবসে খুলিলে ক্ষত গ্রন্থিযুক্ত ও যাতনা বৃদ্ধি হয় এবং শীঘ্র উহা শুষ্ক হয় না।

অতঃপর দোষ, কাল ও বল প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া উপযুক্তমত কষায়, প্রলেপ, বন্ধন, আহার ও আচারাদি ব্যবস্থা করিবে। অভ্যন্তরে দোষ সত্বে কদাপি ব্রণরোপণের চেষ্টা করিবে না, কারণ ঐ অবশিষ্ট দোষ গভীরতম প্রদেশ আক্রমণ করিয়া বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে অতএব অন্তর্ব্বাহ্যে সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধি হইলে ব্রণরোপণ করিবে। ক্ষত পূরিলেও যাবৎ সম্যক্ স্থৈর্য্য উপস্থিত না হয়, তাবৎ দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, মৈথুন, হর্ষ, ক্রোধ ও ভয় এই সমুদায় বর্জ্জনীয়। হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতুতে তিন তিন দিন অন্তর এবং শরৎ, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে দুই দুই দিন অন্তর পটী প্রভৃতি খুলিয়া পুনর্ব্বার ব্রণসজ্জা করিয়া দিবে। প্রাণসংশয় স্থলে এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে না। সেইস্থলে অগ্নিপ্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় শীঘ্র প্রতীকার করিবে। শস্ত্রনিপাতজনিত তীব্র বেদনা যষ্টিমধুসংযুক্ত ঈষৎ উষ্ণ ঘৃত সেচনে প্রশমিত হয়।

অথাতোঽষ্টবিধশস্ত্রকর্ম্মণামধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ছেদ্যা ভগন্দরা গ্রন্থিঃ শ্লৈষ্মিকস্তিলকালকঃ।
ব্রণবর্ত্মার্ব্বুদান্যর্শশ্চর্ম্মকীলোঽস্থিমাংসগম্॥
শল্যং জতুমণির্মাংসসংঘাতো গলশুণ্ডিকা।
স্নায়ুমাংসশিরাকোথো বল্মীকং শতপোনকঃ॥
অধ্রুষশ্চোপদংশাশ্চ মাংসকন্দাধিমাংসকঃ।
ভেদ্যা বিদ্রধয়োঽন্যত্র সর্ব্বজাদ্গ্রন্থয়স্ত্রয়ঃ॥
আদিতো যে বিসর্পাশ্চ বৃদ্ধয়ঃ সবিদারিকাঃ।
প্রমেহপিড়কাশোফস্তনরোগাববন্থকাঃ॥
বল্মীকান্যগ্নশয়ীনাড্যো বৃন্দৌ পুষ্করিকালজী।
প্রায়শঃ ক্ষুদ্ররোগাশ্চ পুপ্পুটে তালুদন্তজৌ॥
তুণ্ডিকেরী গিলায়ুশ্চ পূর্ব্বং যে চ প্রপাকিণঃ।
বস্তিস্তথাশ্মরীহেতোর্মেদোজা যে চ কেচন॥
লেখ্যাশ্চতস্রো রোহিণ্যঃ কিলাসমুপজিহ্বিকা।
মেদজো দন্তবৈদর্ভো গ্রন্থির্বর্ত্মাধিজিহ্বিকা॥
অর্শাংসি মণ্ডলং মাংসকন্দো মাংসোন্নতিস্তথা।
বেধ্যাঃ শিরা বহুবিধা মূত্রবৃদ্ধির্দকোদরম্॥
এষ্যা নাড্যঃ সশল্যাশ্চ ব্রণা উন্মার্গিণশ্চ যে।
আহার্য্যাঃ শর্করাস্তিস্রো দন্তকর্ণমলাশ্মরী॥

শল্যানি মূঢ়গর্ভাশ্চ বর্চ্চশ্চ নিচিতং গুদে।
স্রাব্যা বিদ্রধয়ঃ পঞ্চ ভবেয়ুঃ সর্ব্বজাদৃতে॥
কুষ্ঠানি বায়ুঃ সরুজঃ শোফো যশ্চৈকদেশজঃ।
পল্যাময়াঃ শ্লীপদানি বিষজুষ্টঞ্চ শোণিতম্॥
অর্ব্বুদানি বিসর্পাশ্চ গ্রন্থয়শ্চাদিতশ্চ যে।
ত্রয়স্ত্রয়শ্চোপদংশঃ স্তনরোগা বিদারিকাঃ॥
শৌষিরো গলশালূকং কণ্টকঃ কৃমিদন্তকঃ।
দন্তবেষ্টঃ সোপকুশঃ শীতাদো দন্তপুপ্পুটঃ॥
পিত্তাসৃক্‌কফজাশ্চৌষ্ঠ্যাঃ ক্ষুদ্ররোগাশ্চ ভূয়সা।
সীব্যা মেদঃসমুত্থাশ্চ ভিন্নাঃ সুলিখিতা গদাঃ॥
সদ্যোব্রণাশ্চ যে চৈব চলসন্ধিব্যপাশ্রয়াঃ।
ন ক্ষারাগ্নিবিষৈর্জুষ্টা ন বা মারুতবাহিনঃ॥
নান্তর্লোহিতশল্যাশ্চ তেষু সম্যগ্‌বিশোধনম্।
পাংশুরোমনখাদীনি চলমস্থি ভবেচ্চ যৎ॥
অহৃতানি যতোঽমূনি পাচয়েয়ুর্ভৃশং ব্রণম্।
রুজশ্চ বিবিধাঃ কুর্য্যুস্তস্মাদেতান্ বিশোধয়েৎ॥
ততো ব্রণং সমুন্নাম্য স্থাপয়িত্বা যথাস্থিতম্।
সীব্যেৎ সূক্ষ্মেণ সূত্রেণ বল্কেনাশ্মান্তকস্য বা॥
শণজক্ষৌমসূত্রাভ্যাং স্নায়ুনা বালেন বা পুনঃ।
মূর্ব্বাগুড়ূচীতানৈর্বা সীব্যেদ্‌বেল্লিতকং শনৈঃ।
সীব্যেদ্‌গোফণিকং বাপি সীব্যেদ্বা তুন্নসেবনীম্।
ঋজুগ্রন্থিমথো বাপি যথাযোগমথাপি বা॥
দেশেঽল্পমাংসে সন্ধৌ চ সূচী বৃত্তাঙ্গুলদ্বয়ম্।
আয়তা ত্র্যঙ্গুলা ত্র্যস্রা মাংসলে বাপি পূজিতা॥
ধনুর্বক্রা হিতা মর্ম্মফলকোষোদরোপরি।
ইত্যেতাস্ত্রিবিধাঃ সূচীস্তীক্ষ্ণাগ্রাঃ সুসমাহিতাঃ॥
কারয়েন্মালতীপুষ্পবৃন্তাগ্রপরিমণ্ডলাঃ।
নাতিদূরে নিকৃষ্টে বা সূচীং কর্ম্মণি পাতয়েৎ।
দূরাক্রজো ব্রণৌষ্ঠস্য সন্নিকৃষ্টেঽবলুঞ্চনম্।
অথ ক্ষৌমপ্লোতিচ্ছন্নঃ সুস্যূতং প্রতিসারয়েৎ।
প্রিয়ঙ্গ্বঞ্জনযষ্ট্যাহ্বরোধ্রচূর্ণৈঃ সমন্ততঃ।
শল্লকীফলচূর্ণৈর্বা ক্ষৌমধ্যামেন বা পুনঃ॥
ততো ব্রণং যথাযোগং বন্ধাচারিকমাদিশেৎ।
এতদষ্টবিধং কর্ম্ম সমাসেন প্রকীর্ত্তিতম্॥
চিকিৎসিতেষু কাৎস্ন্যেন বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে।
হীনাতিরিক্তং তির্য্যক্ চ গাত্রচ্ছেদনমাত্মনঃ॥
এতাশ্চতস্রোঽষ্টবিধে কর্ম্মণি ব্যাপদঃ স্মৃতাঃ॥

অতঃপর অষ্টবিধ শস্ত্রকর্ম্মের স্থল প্রদর্শিত হইতেছে। যথা ভগন্দর, শ্লৈষ্মিকগ্রন্থি, তিলকালক, ব্রণ, বর্ত্মরোগ, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, চর্ম্মকীলক, অস্থিমাংসগত শল্য, জতুমণি, মাংসসংহতি, গলশুণ্ডিকা, স্নায়ু, মাংস ও শিরার পচন, বল্মীক, শতপোনক, অধ্রুষ, উপদংশ, মাংসকন্দ ও অধিমাংস এই সকল স্থলে ছেদনক্রিয়া কর্ত্তব্য। সান্নিপাতিক ভিন্ন অন্য সকল বিদ্রধি, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি, বিসর্প, বৃদ্ধি, বিদারিকা, প্রমেহ পিড়কা, শোথ, স্তনরোগ, অবমন্থক, কুম্ভিকা, অনুশয়ী, নাড়ীব্রণ, বৃন্দ, পুষ্করিকা, অলজী ও প্রায় সমস্ত ক্ষুদ্ররোগ, তালপুপ্পুট, দন্তপুপ্পুট, তুণ্ডিকেরী, গিলায়ু, যাহারা অগ্রে দেহের অভ্যন্তরে পাকিয়া পরে প্রকাশ পায়, সেই সকল শোথ, অশ্মরীসমাক্রান্ত বস্তি এবং মেদোজ রোগ সমস্ত ভেদনক্রিয়ার স্থল। চারিপ্রকার রোহিণী, কিলাস, উপজিহ্বা, মেদঃসম্ভূত দন্তবৈদর্ভ, গ্রন্থি, বর্ত্মরোগ, অধিজিহ্বা, অর্শঃ, মণ্ডল, মাংসকন্দ ও মাংসোন্নতি এই সমুদায় লেখনীয়। নাড়ীব্রণ এবং সশল্য ও উন্মার্গগামী ব্রণ এষণীয়। তিন প্রকার শর্করা, দন্তমল, কর্ণমল, অশ্মরী, শল্য, মূঢ়গর্ভ ও গুহ্যে সঞ্চিত কঠিনীভূত পুরীষ সমস্ত আহরণীয়। সান্নিপাতিক ভিন্ন অপর পাঁচপ্রকার বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বেদনাযুক্ত বাতরোগ, একদেশোৎপন্ন শোথ, কর্ণপালীর পীড়া, শ্লীপদ, বিষদূষিত রক্ত, অর্ব্বুদ, বীসর্প, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিন প্রকার গ্রন্থি এবং উপদংশ, স্তনরোগ, বিদারিকা, শৌষির, গলশালূক, কণ্টক, ক্রিমিদন্তক, দন্তবেষ্টরোগ, উপকুশ, শীতাদ, দন্তপুপ্পুট, পিত্ত-রক্ত-কফ জন্য ওষ্ঠরোগ ও অধিকাংশ ক্ষুদ্ররোগ স্রাবণ ক্রিয়ার স্থল। মেদজাত ব্রণ, বিদারিত স্থান যাহাতে লেখনক্রিয়া করা হইয়াছে, সদ্যোব্রণ,

চলিষ্ণু সন্ধির উপরিজাত ব্রণ এই সমুদায় সীবন (সেলাই) করিতে হয়। কিন্তু ব্রণ ক্ষার বা অগ্নিসংযোগ জন্য হইলে এবং বিষ-দূষিত বা বায়ুবাহী হইলে অথবা উহার অভ্যন্তরে রক্তপূয়াদি শল্য থাকিলে অগ্রে সম্যক্ প্রকারে বিশোধন করা কর্ত্তব্য। যদি ব্রণমধ্যে ধূলি, রোম, নখ ও ভগ্ন অস্থিখণ্ড থাকে, তাহা হইলে প্রথমে উহাদিগকে উদ্ধৃত করিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত, কারণ উহারা ব্রণের অভ্যন্তরে থাকিলে অতিশয় পচন উপস্থিত হইয়া বিশেষ অনিষ্টজনক হয়। এইরূপে সম্যক্ শোধন ও শল্যনির্হরণ করিয়া সূক্ষ্ম সূত্র, অশ্মন্তক বৃক্ষের বল্কল সূত্র, শণসূত্র, রেশম, স্নায়ু, কেশ, গুলঞ্চের সূত্র অথবা মূর্ব্বাসূত্র দ্বারা ক্ষতের ওষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিয়া সেলাই করিবে। গোস্ফণিকা, তুন্নসেবনী অথবা ঋজুগ্রন্থি এই তিন প্রকার বা অন্য কোনরূপ সেলাই যেখানে যেমন সম্ভব হয় করিবে। উক্ত সিবনক্রিয়া সমস্তের নিয়ম যথাস্থানে বিবৃত হইবে। অল্প মাংসবিশিষ্ট স্থানে দুই অঙ্গুলি আয়ত গোলাকার সূচী, মাংসল স্থানে তিন অঙ্গুলি আয়ত ত্রিকোণ সূচী এবং মর্ম্মস্থান, অণ্ডকোষ ও উদরের উপরে ধনুকের ন্যায় বক্রসূচী ব্যবহার্য্য। এই তিন প্রকার সূচী তীক্ষ্ণাগ্র ও সুগঠিত হওয়া আবশ্যক। ইহাদের বেষ্টন পরিমাণ মালতীপুষ্পের বৃন্তের অগ্রভাগের ন্যায় করিবে। ক্ষতস্থানের অধিকদূর বা অতি নিকট হইতে সীবন ক্রিয়া করিবে না। অধিক দূর হইতে করিলে অতিশয় যাতনা এবং নিতান্ত নিকট হইতে করিলে সেলাই খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপে সেলাই করিয়া পট্টবস্ত্র ও তুলার দ্বারা আচ্ছাদন এবং প্রিয়ঙ্গু, মূর্ব্বা, যষ্টিমধু, লোধ ও সজ্জীফল প্রভৃতির চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। অনন্তর নিয়মিতরূপে ব্রণ বন্ধন করিয়া রোগীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

এস্থলে এই অষ্টবিধ শস্ত্রকর্ম্ম সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। চিকিৎসা প্রকরণে ইহাদের নিখিল বিধি বিস্তারিতরূপে বর্ণন করা যাইবে। এই আটপ্রকার শস্ত্র-ক্রিয়ার হীনতা, অতিরিক্ততা, তির্য্যক্-ছেদ ও শস্ত্রপ্রয়োজয়িতার নিজের গাত্র-চ্ছেদন এই চারিপ্রকার বিপদ সম্ভাবনা এই চারিপ্রকার দোষের কোন দোষ না ঘটে, চিকিৎসকের এইরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

অজ্ঞানলোভাহিতবাক্যযোগ-
ভয়প্রমোহৈরপরৈশ্চ ভাবৈঃ।
যদা প্রযুঞ্জীত ভিষক্ কুশস্ত্রং
তদা সশেষান্ কুরুতে বিকারান্॥
তং ক্ষারশস্ত্রাগ্নিভিরৌষধৈশ্চ
ভূয়োঽভিযুঞ্জানমযুক্তিযুক্তম্।
জিজীবিষুর্দূরত এব বৈদ্যং
বিবর্জ্জয়েদুগ্রবিষাহিতুল্যম্॥
তদেব যুক্তন্ত্বতিমর্ম্মসন্ধীন্
হিংস্যাৎ শিরাস্নায়ুমথাস্থি চৈব।
মূর্খপ্রযুক্তঃ পুরুষং ক্ষণেন
প্রাণৈর্বিযুঞ্জ্যাদথ কথঞ্চিৎ।
ভ্রমঃ প্রলাপঃ পতনং প্রমোহো
বিচেষ্টনং সংলয়নোষ্ণতা চ।
স্রস্তাঙ্গতা মূর্চ্ছনমূর্দ্ধবাত-
স্তীব্রা রুজো বাতকৃতাশ্চ তাস্তাঃ॥
মাংসোদকাভং রুধিরঞ্চ গচ্ছেৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থোপরমস্তথৈব।
দশার্দ্ধসংখ্যেষ্বপি হি ক্ষতেষু
সামান্যতো মর্ম্মসু লিঙ্গ[illegible]

স্বৈন্দ্রগোপপ্রতিমং প্রভূতং
রক্তং প্রবেদ্বৈ ক্ষততশ্চ বায়ুঃ।
করোতি রোগান্ বিবিধান্ যথোক্তান্
ছিন্নাস্ব ভিন্নাস্বথবা শিরাস্ব॥
কৌব্জ্যং শরীরাবয়বাঙ্গসাদঃ
ক্রিয়াস্বশক্তিস্তুমুলা রুজশ্চ।
চিরাদ্ব্রণো রোহতি যস্য চাপি
তং স্নায়ুবিদ্ধং মনুজং ব্যবস্যেৎ॥
শোফাতিবৃদ্ধিস্তুমুলা রুজশ্চ
বলক্ষয়ঃ পর্ব্বসু ভেদশোফৌ।
ক্ষতেষু সন্ধিষ্বচলাচলেষু
স্যাৎ সন্ধিকর্ম্মোপরতিশ্চ লিঙ্গম্॥
ঘোরা রুজো যস্য নিশাদিনেষু
সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন শান্তিরস্তি।
তৃষ্ণাঙ্গসাদৌ শ্বয়থুশ্চ রুক্ চ
তমস্থিবিদ্ধং মনুজং ব্যবস্যেৎ॥
যথাস্বমেতানি বিভাবয়েষু-
র্লিঙ্গানি মর্ম্মস্বভিতাড়িতেষু।
স্পর্শং ন জানাতি বিপাণ্ডুবর্ণো
যো মাংসমর্ম্মণ্যভিতাড়িতঃ স্যাৎ॥
আত্মানমেবার্থ জঘন্যকারী
শস্ত্রেণ যো হন্তি হি কর্ম্ম কুর্ব্বন্।
তমাত্মবানাত্মহনং কুবৈদ্যং
বিবর্জ্জয়েদায়ুরভীপ্সমানঃ॥

তির্য্যক্ প্রণিহিতে শস্ত্রে দোষাঃ পূর্ব্বমুদাহৃতাঃ।
তস্মাৎ পরিহরন্ দোষান্ কুর্য্যাচ্ছস্ত্রনিপাতনম্॥

অজ্ঞান, লোভ অহিত বাক্যযোগ, ভয় ও প্রমোহ অথবা অন্যান্য কারণবশতঃ চিকিৎসক কুশস্ত্র প্রয়োগ করিলে বিবিধ বিকৃতি উপস্থিত হয়। যে চিকিৎসক অযৌক্তিকরূপে ক্ষার, শস্ত্র, অগ্নি ও ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করে, জীবিতপ্রার্থী ব্যক্তি তাঁহাকে দূরে পরিহার করিবেন। মর্ম্ম ও সন্ধিস্থান অতিক্রম করিয়া শস্ত্রাদি প্রয়োগ করিলে শিরা, স্নায়ু ও অস্থি পর্য্যন্তের ক্ষত হইয়া রোগীর জীবন বিনাশ অথবা বহুক্লেশে জীবন রক্ষা হয়। শিরাস্থান ক্ষত হইলে ভ্রম, প্রলাপ, পতন, অচৈতন্যাবস্থা, ইতস্ততঃ গাত্রবিক্ষেপ, দেহের উষ্ণতা, শৈথিল্য, মূর্চ্ছা, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, বিবিধ তীব্র বাতবেদনা, মাংসধাবন জল সদৃশ রক্তস্রাব ও সমুদায় ইন্দ্রিয়ের শক্তিলোপ হয়। শিরা ছিন্ন বা ভিন্ন হইলে ক্ষত হইতে প্রভূত পরিমাণে সুলোহিত রক্ত ও বায়ু:নির্গত এবং নানাপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয়। স্নায়ু বিদ্ধ হইলে শরীরের কুব্জতা, অবসাদ, সকল কার্য্যে অশক্তি ও অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে এবং ক্ষত শুষ্ক হইতে অনেক দিন লাগে। সন্ধিস্থান ক্ষত হইলে শোথের অতিবৃদ্ধি, প্রবল যাতনা, দৌর্ব্বল্য, পর্ব্বস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা ও শোথ এবং সন্ধিকর্ম্মের উপরম অর্থাৎ অঙ্গচালনা বিষয়ে অক্ষমতা হয়। অস্থি বিদ্ধ হইলে দিবারাত্র ঘোরতর যাতনা, তৃষ্ণা, অঙ্গের অবসন্নতা, শোথ ও বেদনা উপস্থিত হয়, অস্থিবিদ্ধ ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই আরাম অনুভব করিতে পারে না। মাংসমর্ম্ম আহত হইলে স্পর্শজ্ঞানের অভাব ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়। যে কুবৈদ্য শস্ত্রক্রিয়াকালে আপনার অঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলে তাঁহার দ্বারা কদাচ শস্ত্রচিকিৎসা করাইবে না। তির্য্যক্‌ভাবে শস্ত্র প্রণিহিত হইলে যে দোষ উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উল্লিখিত দোষ সমস্ত যাহাতে না ঘটে, সেইরূপ সাবধান হইয়া শস্ত্রপাত করা কর্ত্তব্য।

অথাত আমপক্বৈষণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শোফসমুত্থানা গ্রন্থিবিদ্রধ্যলজীপ্রভৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাধয়োঽভিধাস্যন্তেঽনেকাকৃতয়স্তৈর্বিলক্ষণঃ পৃথুগ্রথিতঃ সমো বিষমো বা ত্বঙ্মাংসস্থায়ী দোষসংঘাতঃ শরীরৈকদেশোত্থিতঃ শোফ ইত্যুচ্যতে। স ষড় বিধো বাতপিত্তকফশোণিতসন্নিপাতাগন্তুনিমিত্তঃ।

তস্য দোষরূপব্যঞ্জনৈর্লক্ষণানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র বাতশোফারুণঃ কৃষ্ণো বা পরুষো মৃদুরনবস্থিতাস্তোদাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষা ভবন্তি। পিত্তশোফঃ পীতো মৃদুঃ সরক্তো বা শীঘ্রানুসারী চোষাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষা ভবন্তি। শোফঃ পাণ্ডুঃ শুক্লো বা কঠিনঃ শীতঃ স্নিগ্ধো মন্দানুসারী কণ্ড্বাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষা ভবন্তি। সর্ব্ববর্ণবেদনঃ সন্নিপাতজঃ। পিত্তবচ্ছোণিতজোঽতিকৃষ্ণশ্চ। পিত্তরক্তলক্ষণ আগন্তুর্লোহিতাবভাসশ্চ।

স যদা বাহ্যাভ্যন্তরৈঃ ক্রিয়াবিশেষৈর্ন সম্ভাবিতঃ প্রশময়িতুং ক্রিয়াবিপর্য্যয়াদ্বহুত্বাদ্বা দোষাণাং তদা পাকাভিমুখো ভবতি। তস্যামস্য পচ্যমানস্য পক্বস্য চ লক্ষণমুচ্যমানমবধারয়। তত্র মন্দোষ্মতা ত্বক্সবর্ণতা শীতশোফতা স্থৈর্য্যং মন্দবেদনতাল্পশোফতা চামলক্ষণমুদ্দিষ্টম্। সূচীভিরিব নিস্তুদ্যতে দংশ্যত ইব পিপীলিকাভিস্তাভিশ্চ সংসৃপ্যত ইব ছিদ্যত ইব শস্ত্রেণ ভিদ্যত ইব শক্তিভিস্তাড্যত ইব দণ্ডেন পীড্যত ইব পাণিনা ঘট্ট্যত ইব চাঙ্গুল্যা দহ্যতে পচ্যত ইব চাগ্নিক্ষারাভ্যামোষচোষপরীদাহাশ্চ ভবন্তি বৃশ্চিকবিদ্ধ ইব চ স্থানাশনশয়নেষু ন শান্তিমুপৈতি। আধ্মাতবস্তিরিবাততশ্চ শোফো ভবতি ত্বগ্বৈবর্ণ্যং শোফাভিবৃদ্ধির্জ্বরদাহ পিপাসা ভক্তারুচিশ্চ পচ্যমানলিঙ্গম্। বেদনোপশান্তিঃ পাণ্ডুতাল্পশোফতা বলীপ্রাদুর্ভাবস্ত্বক্পরিপুটনং নিম্নদর্শনমঙ্গুল্যাবপীড়িতে প্রত্যুন্নমনং বস্তাবিবোদকসঞ্চরণং পূয়স্য পীড়য়ত্যেকমন্তমন্তে বাবপীড়িতে মুহুর্মুহুস্তোদঃ কণ্ডূরুন্নততা চ ব্যাধেরুপদ্রবশান্তির্ভক্তাভিকাঙ্ক্ষা চ পক্বলিঙ্গম্। কফজেষু তু রোগেষু গম্ভীরগতিত্বাদভিঘাতজেষু বা কেষুচিদসমস্তং পক্বলক্ষণং দৃষ্ট্বা পক্বমপক্বমিতি মন্যমানো ভিষঙ্মোহমুপৈতি যত্র হি ত্বক্সবর্ণতা শীতশোফতা স্থৌল্যমল্পরুজতাশ্মবদ্ঘনতা ন তত্র মোহমুপেয়াদিতি।

আমং বিপচ্যমানঞ্চ সম্যক্ পক্বঞ্চ যো ভিষক্।
জানীয়াৎ স ভবেদ্বৈদ্যঃ শেষাস্তস্করবৃত্তয়ঃ॥

বাতাদৃতে নাস্তি রুজা ন পাকঃ
পিত্তাদৃতে নাস্তি কফাচ্চ পূয়ঃ।
তস্মাৎ সমস্তাঃ পরিপাককালে
পচন্তি শোফাংস্ত্রয় এব দোষাঃ॥
কালান্তরেণাভ্যুদিতন্তু পিত্তং
কৃত্বা বশে বাতকফৌ প্রসহ্য।
পচত্যতঃ শোণিতমেব পাকো
মতোঽপরেষাং বিদুষাং দ্বিতীয়ঃ॥

তত্রামচ্ছেদে মাংসশিরা স্নায্বস্থিসন্ধিব্যাপাদনমতিমাত্রং শোণিতাতিপ্রবৃত্তি বেদনাপ্রাদুর্ভাবোঽবদরণমনেকোপদ্রবদর্শনং ক্ষতবিদ্রধির্বা ভবতি। স যদা ভয়মোহাভ্যাং পক্বমপ্যপক্বমিতি মন্যমানশ্চিরমুপেক্ষতে ব্যাধিং বৈদ্যস্তদা গম্ভীরানুগতো দ্বারমলভমানঃ পূয়ঃ স্বমাশ্রয়মবদীর্য্যোৎসঙ্গং মহান্তমবকাশং কৃত্বা নাড়ীং জনয়িত্বা কৃচ্ছ্রসাধ্যো ভবত্যসাধ্যো বেতি।

যশ্ছিনত্ত্যামমজ্ঞানাদ্ যশ্চ পক্বমুপেক্ষতে।
শ্বপচাবিব মন্তব্যৌ তাবনিশ্চিতকারিণৌ॥
প্রাক্শস্ত্রকর্ম্মণশ্চেষ্টং ভোজয়েদাতুরং ভিষক্।
মদ্যপং পায়য়েন্মদ্যং তীক্ষ্ণং যোঽবেদনাসহঃ।
ন মূর্চ্ছত্যন্নস যোগাম্মত্তঃ শস্ত্রং ন বুধ্যতে।
তস্মাদবশ্যং ভোক্তব্যং রোগেষূক্তেষু কর্ম্মণি॥
প্রাণো হ্যাভ্যন্তরো নৃণাং বাহ্যপ্রাণগুণান্বিতঃ।
ধারয়ত্যবিরোধেন শরীরং পাঞ্চভৌতিকম্॥

অল্পো মহান্ বা ক্রিয়য়া বিনা যঃ
সমুচ্ছ্রিতঃ পাকমুপৈতি শোফঃ।
বিশালমূলো বিষমো বিদগ্ধঃ
স কৃচ্ছ্রতাং যাত্যবগাঢ়দোষঃ॥
আলেপ বিস্রাবণশোধনৈশ্চ
সম্যক্ প্রযুক্তৈর্যদি নোপশাম্যেৎ।
পচ্যেত শীঘ্রং সমমল্পমূলঃ
স পিণ্ডিতশ্চোপরি চোন্নতঃ স্যাৎ॥
কক্ষং সমাসাদ্য যথৈব বহ্নির্বায্বীরিতঃ সন্দহতি প্রসহ্য।
তথৈব পূয়ো হ্যবিনিঃসৃতো হি
মাংসং শিরাঃ স্নায়ু চ খাদতীহ॥
আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাদ্
দ্বিতীয়মবসেচনম্।
তৃতীয়মুপনাহঞ্চ চতুর্থং পাটনক্রিয়াম্॥

পঞ্চমং শোধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠং রোপণমিষ্যতে।
এতে ক্রমা ব্রণস্যোক্তাঃ সপ্তমং বৈকৃতাপহম্।

গ্রন্থি, বিদ্রধি ও অলজী প্রভৃতি পীড়া সমস্ত শোথ হইতেই উৎপন্ন হয়। এই সমুদায় ভিন্ন, স্থূল, গ্রথিত, সম বা বিষম, ত্বকে ও মাংসে স্থিত, শরীরের যে কোন অংশে উত্থিত দোষসংঘাতকে শোথ বলা যায়। শোথ ছয় প্রকার যথা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, সান্নিপাতিক ও আগন্তুক। ইহাদের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে। যথা—বাতশোথ অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ ও মৃদু ইহাতে সূচীবেধনের ন্যায় ও অন্যান্য বায়ুজ বেদনা সমস্ত উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ সকল বেদনা সর্ব্বদা সমভাবে থাকে না এবং কখন উপস্থিত হয় ও কখন বা কিছুই অনুভূত হয় না। পিত্তশোথ পীত বা রক্তবর্ণ, মৃদু ও ক্ষিপ্রবিস্তারিত। পৈত্তিক শোথে চোষাদি বেদনা উপস্থিত হয়। কফশোথ পাণ্ডু বা শুক্লবর্ণ, কঠিন, শীতল, চিক্কণ ও মন্দবিসারী। কফশোথে কণ্ডু ও নানাপ্রকার শ্লৈষ্মিক বেদনার প্রাদুর্ভাব হয়। সান্নিপাতিক শোথে সকল প্রকার বর্ণ ও বেদনার প্রাদুর্ভাব হয়। রক্তশোথের লক্ষণ পৈত্তিক শোথের ন্যায়, অধিকন্তু ইহা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। আগন্তুক শোথ পিত্তজ ও রক্তজ এই উভয় প্রকার শোথের লক্ষণাক্রান্ত, ইহা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

ক্রিয়াবিপর্য্যয় বা দোষের বাহুল্য প্রযুক্ত শোথ যদি বাহ্য (প্রলেপনাদি) ও আভ্যন্তর (কাথপানাদি) ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা প্রশমিত না হয়, তখন উহা পাকাভিমুখ হয়। শোথের আম অর্থাৎ কাঁচা অবস্থায়, পাকিবার সময় ও পাকিবার পর যেরূপ লক্ষণ হয়, তাহা লেখা যাইতেছে। আমশোথ—মন্দ সন্তাপযুক্ত, ত্বকের ন্যায় স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট, শীতলস্পর্শ ও স্থিরভাবাপন্ন, এই অবস্থায় বেদনা ও স্ফীতি অল্প থাকে। পচ্যমানাবস্থায় অর্থাৎ পরিপাক কালে অত্যন্ত যাতনা হয়, তখন বোধ হয়, যেন উহাতে সূচী বিদ্ধ হইতেছে, পিপীলিকাগণ উহা দংশন করিতেছে ও উহার মধ্যে চলিয়া বেড়াইতেছে এবং শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন, শক্তি নামক শস্ত্র দ্বারা ভিন্ন, দণ্ড দ্বারা তাড়িত, হস্ত দ্বারা পীড়িত, অঙ্গুলি দ্বারা ঘট্টিত, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, ক্ষার দ্বারা পক্ক হওয়ার ন্যায় দারুণ যন্ত্রণা ওষ এবং চোষ ও দাহ এই সমুদায় অবির্ভূত হয়। ব্যাধিত ব্যক্তি বৃশ্চিকবিদ্ধ হইবার ন্যায় ব্যাকুল হইয়া শুইয়া, বসিয়া, কি দাঁড়াইয়া কোনমতেই আরাম লাভ করিতে পারে না। স্ফীত বস্তির ন্যায় শোথ অতি বিশাল, ত্বক্ বিবর্ণ এবং জ্বর, দাহ, অন্নে অরুচি হয়। পাকিলে পর বেদনার উপশম, শোথের বর্ণ পাণ্ডু, স্ফীততা অল্প, বলির উৎপত্তি, ত্বকের বিদারণ এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। অঙ্গুলি তুলিয়া লইলে পুনর্ব্বার উচ্চ হইয়া উঠে, বস্তিতে উদকসঞ্চারের ন্যায় উহার মধ্যে পূয়ের সঞ্চার হয়। শোথের একদিক্ নিপীড়িত করিলে তত্রস্থ পূয় উহার অন্য অংশকে পীড়ন করে; মুহুর্মুহুঃ তোদ (সূচীবেধবৎ বেদনা), কণ্ডু, শোথের উৎসেধ হ্রাস, ব্যাধির উপদ্রব শান্তি ও আহারেচ্ছা উপস্থিত হয়। কফজ ব্যাধিতে গম্ভীর গতিপ্রযুক্ত ও অভিঘাত জন্য পীড়ায় সম্পূর্ণ লক্ষণ উপস্থিত না হওয়ায় প্রকৃত পক্বকেও অপক্ব বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু যদি শোথ ত্বকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শীতল, স্থূল, অল্পবেদনাযুক্ত ও প্রস্তরবৎ কঠিন অনুমিত হয়, তাহা হইলে বৈধের কোন কারণ নাই, নিশ্চয় জানিবে উহা আমাবস্থায় আছে। আম, পচ্যমান ও পক্ব এই তিন অবস্থার লক্ষণ যিনি জানেন,

তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক, অন্যকে তস্কর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না; বায়ু ব্যতিরেকে বেদনা, পিত্ত ব্যতিরেকে পাক ও কফ ভিন্ন পূয়োৎপত্তি হয় না; অতএব শোথের পাককালে তিন দোষই মিলিত হইয়া নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; কারণ পাককালে ঐ ত্রিবিধ লক্ষণই দৃষ্ট হয়। কোন পণ্ডিতের মতে শোথ পাককালে পিত্ত, বায়ু, কফ ও শোণিত এই চতুষ্টয়েরই শক্তি প্রকাশ পায়। কাঁচা অবস্থায় শোথ ছেদন করিলে মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধির ব্যাপন্নতা, অত্যন্ত রক্তস্রাব, তীব্রবেদনা, অবদীর্ণতা ও অন্যান্য অনেক উপদ্রব উপস্থিত বা ক্ষত বিদ্রধি পীড়া হয়। যদি ভয় বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পক্ক শোথে অস্ত্র প্রয়োগাদি না করা যায়, তাহা হইলে ইহার অভ্যন্তরস্থ পূয় বহির্গত হইবার পথ না পাইয়া আশ্রয়-স্থান বিদীর্ণ করিয়া অন্তর্দ্দিকে মহৎ গহ্বর ও নালী উৎপাদন করিয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হয়। যে ব্যক্তি আমাবস্থায় ছেদন ও যে ব্যক্তি পক্কাবস্থায় উপেক্ষা করে তাহারা উভয়েই অনিশ্চিতকারী ও চণ্ডাল সদৃশ। শস্ত্রপাত করিবার পূর্ব্বে আতুরকে অন্ন ভোজন করাইবে, মদ্য-পায়ী হইলে তীক্ষ্ণ মদ্যপান করাইবে। অন্নবল সত্ত্বে সহজে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয় না এবং মদ্যজনিত মত্ততা দ্বারা শস্ত্রপাত ক্লেশ অনুভূত হয় না। অতএব অবস্থা বিশেষে সকলকেই মদ্যপান করান আবশ্যক হয়। সামান্য বা মহৎ শোথ চিকিৎসার অভাবে অতিশয় উচ্ছ্রিত হইয়া পাকপ্রাপ্ত; বিশালমূলবিশিষ্ট, বৈষম্যযুক্ত, বিদগ্ধ ও অবগাঢ় দোষযুক্ত হইয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। আলেপন, স্রাবণ ও শোধন ঔষধ সম্যক্ প্রকারে প্রযুক্ত হইলেও যদি শোথ উপশমিত না হয়, তাহা হইলে উহা স্বল্পমূলবিশিষ্ট ও পিণ্ডাকারে উন্নত হইয়া পাকিয়া উঠে। যেরূপ তৃণরাশির এক অংশে সংলগ্ন অগ্নি বায়ু দ্বারা সন্ধুক্ষিত ও চালিত হইয়া শীঘ্র সমুদায় তৃণরাশিকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ শোথস্থ দোষ নিঃসৃত না হইলে উহা ক্রমশঃ মাংস, শিরা ও স্নায়ু পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া থাকে।

শোথের প্রথমাবস্থায় বিম্লাপন অর্থাৎ প্রলেপাদি দ্বারা উহা বসাইবার চেষ্টা করিবে। উহাতে কৃতকার্য্য না হইলে অবসেচন (কাথাদির দ্বারা সেচনক্রিয়া) কর্ত্তব্য। তৃতীয় ক্রিয়া উপনাহ অর্থাৎ পাচক প্রলেপপ্রদান, চতুর্থ পাটন অর্থাৎ বিদারণ, পঞ্চম শোধন অর্থাৎ পূয়াদি নিঃসারণ, ষষ্ঠ রোপণ অর্থাৎ ক্ষতের পূরণ ও ক্ষতাবস্থা নিবারণ এবং সপ্তমক্রিয়া বৈকৃত দূরীকরণ অর্থাৎ ক্ষতস্থানের বিকৃত চিহ্ন নিবারণ। এই সপ্তবিধ ক্রিয়া দ্বারা ব্রণের শান্তি হয়।

ব্রণালেপনবন্ধনবিধিঃ ।

প্রলেপ আদ্য উপক্রম এব সর্ব্বশোফানাং সামান্যঃ প্রধানতমশ্চ তঞ্চ প্রতিরোগং বক্ষ্যামঃ। ততো বন্ধঃ প্রধানং তেন শুদ্ধির্ব্রণরোপণমস্থি সন্ধিস্থৈর্য্যঞ্চ তত্র প্রতিলোমমালিম্পেন্নানুলোমং প্রতিলোমে হি সম্যগৌষধমবতিষ্ঠতেঽনুপ্রবিশতি রোমকূপান্ স্বেদবাহিভিঃ শিরামুখৈশ্চ বীর্য্যং প্রাপ্নোতি। ন চ শুষ্যমাণমুপেক্ষেতান্যত্র পীড়য়িতব্যাৎ। শুষ্কো হ্যপার্থকোঽরুক্করশ্চ। স ত্রিবিধঃ প্রলেপঃ প্রদেহ আলেপশ্চ তেষামন্তরং প্রলেপঃ শীতস্তনুরবিশোষী বিশোষী চ। মধ্যমোঽত্রালেপঃ। তত্র রক্তপিত্ত প্রসাদকৃদালেপঃ প্রদেহো বাতশ্লেষ্ম প্রশমনঃ সন্ধানঃ শোধনো রোপণঃ শোফ-

বেদনাপহশ্চ তস্যোপযোগঃ ক্ষতাক্ষতেষু। যস্ত ক্ষতেষূপযুজ্যতে স ভূয়ঃ কল্ক ইতি সংজ্ঞাং লভতে নিরুদ্ধালেপনস্‌.জ্ঞস্তেনাস্রাবসংনিরোধো মৃদুতা পূতিমাংসাপকর্ষণমন্তর্নির্দোষতাব্রণশুদ্ধিশ্চ ভবতি।

অবিদগ্ধেষু শোফেষু হিতমালেপনং ভবেৎ।
যথাস্বং দোষশমনং দাহকণ্ডুরুজাপহম্‌।
ত্বক্‌ প্রসাদনমেবাগ্রং মাংসরক্তপ্রসাদনম্‌।
দাহপ্রশমনং শ্রেষ্ঠং তোদকণ্ডু বিনাশনম্‌।
মর্ম্মদেশেষু যে রোগা গুহ্যেষ্বপি তথা নৃণাম্‌।
সংশোধনায় তেষাং হি কুর্য্যাদালেপনং ভিষক্‌।
ষড়্‌ভাগং পৈত্তিকে স্নেহং চতুর্ভাগস্তু বাতিকে।
অষ্টভাগস্তু কফজে স্নেহমাত্রং প্রদাপয়েৎ।
তস্য প্রমাণমার্দ্রমাহিষচর্ম্মোৎসেধ মুপদিশন্তি।
ন চালেপং রাত্রৌ প্রযুঞ্জীত। মাভূচ্ছৈত্যপিহিতো-ষ্মণস্তদনির্গমাদ্‌ বিকারপ্রবৃত্তিরিতি।
প্রদেহে সাধ্যে ব্যাধৌ তু হিতমালেপনং দিবা।
পিত্তরক্তাভিঘাতোত্থে সবিষে চ বিশেষতঃ।
ন পর্য্যুষিতং লেপং কদাচিদবচারয়েৎ।
উপর্য্যুপরি লেপন্তু ন কদাচিৎ প্রদাপয়েৎ।
উষ্মাণং বেদনাং দাহং ঘনত্বাজ্জনয়েৎ স হি।
ন চ তেনৈব লেপেন প্রদেহং দাপয়েৎ পুনঃ।
শুষ্কাভাবাৎ স নির্বীর্য্যো যুক্তোঽপি স্যাদপার্থকঃ।

সকল প্রকার শোথরোগে প্রথম ক্রিয়া আলেপ, এই ক্রিয়াই প্রধান ও সার্ব্বত্রিক। যেরূপ শোথে ও শোথের যে অবস্থায় যে আলেপ ব্যবস্থেয়, তাহা চিকিৎসাপ্রকরণে বলা যাইবে। প্রলেপের পর বন্ধন ক্রিয়া প্রধান, বন্ধন দ্বারা ব্রণের শোধন ও রোপণ হয় এবং অস্থি ও সন্ধি স্থিরভাবে থাকে। প্রলেপ অনুলোমভাবে অর্থাৎ নীচে হইতে উপরদিকে দিবে। প্রতিলোম দ্বারা ঔষধ সম্যক্‌প্রকারে অঙ্গে অবস্থিত থাকে এবং লোমকূপ দিয়া অঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বীর্য্য বিস্তার করে। প্রলেপ শুষ্ক হইলে উহা তুলিয়া ফেলা উচিত, কারণ শুষ্ক প্রলেপ ধারণে কোন ফল নাই, বরং উহা অনিষ্টকর। কিন্তু যেস্থলে ব্রণপীড়ন করিয়া পূয়াদি নিঃসারণ করা উদ্দেশ্য, সেখানে শুষ্ক প্রলেপ ধারণীয়। কারণ প্রলেপ শুষ্ক হইয়া শোথকে সঙ্কুচিত করাতে শোধনক্রিয়া সম্যক্‌ নির্ব্বাহিত হয়। লেপ ত্রিবিধ, যথা–প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। প্রলেপ, শীতল ও পাতলা, ইহা কখন শোষকতা গুণবিশিষ্ট হয়, কখন বা হয় না। প্রদেহ উষ্ণ বা শীতল এবং পুরু বা পাতলা হইতে পারে, ইহা শোষক নহে, প্রলেপ ও প্রদেহের মধ্যভাবাপন্ন লেপকে আলেপ কহা যায়। আলেপ রক্তপিত্তের প্রসন্নতাকারক। প্রদেহ বাত-শ্লেষ্ম শান্তিকর, সন্ধায়ক, শোধক, রোপক শোথনিবারক ও বেদনানাশক। প্রদেহ ক্ষত বা অক্ষত উভয় অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়। ক্ষত প্রয়োজ্য লেপকে কল্ক বা নিরুদ্ধালেপন কহা যায়। ইহার দ্বারা স্রাবরোধ, ব্রণের মৃদুতা, পচামাংস সকলের দূরীকরণ, অন্তর্ভাগের দোষনিবারণ এবং ব্রণের বিশোধন হইয়া থাকে। অবিদগ্ধ শোথে আলেপক্রিয়া হিতকারক। ইহার দ্বারা দোষের শান্তি, দাহ, কণ্ডু ও বেদনা নিবারণ, ত্বকের সৌকুমার্য্য এবং মাংস ও রক্তের প্রসন্নতা উপস্থিত হয়। শরীরের গুহ্যপ্রদেশে ও মর্ম্মস্থানে যে শোথাদি উৎপন্ন হয়, তাহার সংশোধনার্থ আলেপন ব্যবস্থেয়। পিত্তাধিক্যে ষষ্ঠাংশ, বাতাধিক্যে চতুর্থাংশ এবং কফাধিক্যে অষ্টমাংশ স্নেহসংযুক্ত করিয়া আলেপন প্রদান করিবে। প্রলেপের স্থূলতা আর্দ্র মহিষচর্ম্মের স্থূলতার ন্যায় হওয়া আবশ্যক। রাত্রিতে লেপনক্রিয়া নিষিদ্ধ, রাত্রিকালীন স্বাভাবিক শৈত্যে রোমকূপ সমস্ত সঙ্কুচিত হওয়াতে দৈহিক উষ্মা সম্যক্‌-প্রকারে বহির্গত হইতে পারে না, প্রলেপ দ্বারা উহা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হওয়াতে পীড়ার

বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ পিত্ত, রক্ত, অভিঘাত বা বিষজন্য বিকৃতিতে দিবাভাগেই প্রলেপ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বদিবসের প্রস্তুত প্রলেপ অব্যবহার্য্য, এক প্রলেপের উপর আর প্রলেপ দিবে না। উপর্য্যুপরি প্রলেপ দিলে ঘনত্বপ্রযুক্ত উষ্মা, বেদনা ও দাহ উপস্থিত হয়। যে প্রলেপ একবার দেওয়া হইয়াছে, তাহা আর ব্যবহার করিবে না, তাহার দ্বারা কোন ফল হয় না।

অত ঊর্দ্ধং ব্রণবন্ধন দ্রব্যাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ। তদ্‌যথা ক্ষৌমকার্পাসাধিক মৃদুল কৌশেয়পত্রোর্ণ চীনপট্টচর্ম্মান্তর্ব্বল্কলালাবুশকল লতা বিদলরজ্জু তূল ফলসন্তানিকা লৌহানীতি। তেষাং ব্যাধিং কালং চাবেক্ষ্যোপযোগঃ প্রকরণতশ্চৈষামাদেশঃ।

তত্র কোশদামস্বস্তিকানুবেল্লিত প্রতোলীমণ্ডলস্থগিকা যমক খট্ট চীনবিবন্ধ বিতান গোফণাঃ পঞ্চাঙ্গী চেতি চতুর্দ্দশ বন্ধবিশেষাঃ। তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র কোষমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিপর্ব্বসু বিদধ্যাৎ। দামসম্বাধেঽঙ্গে। সন্ধিকূর্চ্চকভ্রূস্তনান্তর তল কর্ণেষু স্বস্তিকম্। অনুবেল্লিতন্তু শাখাসু। গ্রীবামেঢ্রয়োঃ প্রতোলীম্। বৃত্তেঽঙ্গে মণ্ডলম্। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিমেঢ্রাগ্রেষু স্থগিকম্। যমল ব্রণয়োর্যমকম্। হনুশঙ্খগণ্ডেষু খট্টাম্। অপাঙ্গয়োশ্চীনম্। পৃষ্ঠোদরোরাস্বু বিবন্ধম্। মূর্দ্ধ্নি বিতানম্। চিবুকনাসৌষ্ঠাংসবস্তিষু গোফণাম্। জত্রুণ ঊর্দ্ধং পঞ্চাঙ্গীমিতি। যো বা যস্মিন্ শরীরপ্রদেশে সুনিবিষ্টো ভবতি তং তস্মিন্ বিদধ্যাৎ যন্ত্রণমত ঊর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ।

তত্র ঘনাং কবলিকাং দত্ত্বা বামহস্তপরিক্ষেপ মৃদুমনাবিদ্ধমসঙ্কুচিতং মৃদু পট্টং নিবেশ্য বধ্নীয়াৎ ন চ ব্রণস্যোপরি কুর্য্যাদ্ গ্রন্থিমাবাধকরং বা।

ন চ বিকেশিকৌষধে অতিস্নিগ্ধে অতিরূক্ষে বিষমে বা কুর্ব্বীত যস্মাদতিস্নেহাৎ ক্লেদো রৌক্ষ্যাচ্ছেদো দুর্ন্ন্যাসাদ্ ব্রণবর্ত্মাবঘর্ষণমিতি। তত্র ব্রণায়তনবিশেষাদ্ বন্ধবিশেষস্ত্রিবিধো ভবতি গাঢ়ঃ সমঃ শিথিল ইতি।

পীড়য়ন্নরুজো গাঢ়ঃ সোচ্ছ্বাসঃ শিথিলঃ স্মৃতঃ।
নৈব গাঢ়ো ন শিথিলঃ সমো বন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

তত্র স্ফিক্‌কুক্ষি কক্ষা বঙ্ক্ষণোরঃশিরঃসু গাঢ়ঃ। শাখাবদনকর্ণ কণ্ঠমেঢ্রমুষ্কপৃষ্ঠপার্শ্বো- দরোরঃসু সমঃ। অক্ষ্ণোঃ সন্ধিষু চ শিথিল ইতি। তত্র পৈত্তিকং গাঢ়স্থানে সমং বধ্নীয়াৎ সমস্থানে শিথিলং শিথিলস্থানে নৈবং শোণিতদুষ্টঞ্চ। শ্লৈষ্মিকং শিথিলস্থানে সমং সমস্থানে গাঢ়ং গাঢ়স্থানে গাঢ়তরমেবং বা বাতদুষ্টঞ্চ। তত্র পৈত্তিকং শরদি গ্রীষ্মে দ্বিরহ্নো বধ্নীয়াদ্ রক্তোপক্রতমপ্যেবং শ্লৈষ্মিকং হেমন্তবসন্তয়োস্ত্র্যহাদ্ বাতোপক্রতমপ্যেবম্। এবমভ্যূহ্য বন্ধবিপর্য্যয়ঞ্চ কুর্ব্বীত। তত্র সমশিথিলস্থানেষু গাঢ়বন্ধে বিকেশিকৌষধ নৈরর্থক্যং শোফবেদনাপ্রাদুর্ভাবশ্চ। গাঢ়সমস্থানেষু শিথিলবন্ধে বিকেশিকৌষধপতনং পট্ট সঞ্চারাদ্ ব্রণবর্ত্মবিঘর্ষণমিতি গাঢ়শিথিলস্থানেষু সমবন্ধে চ গুণাভাব ইতি। অবিপরীতবন্ধে বেদনোপশান্তিরসৃক্‌প্রসাদো মার্দবঞ্চ। অবধ্যমানো দংশমশক তৃণ কাষ্ঠোপল পাংশুশীতবাতাতপ প্রভৃতিভির্বিশেষৈরভিহন্যতে ব্রণো বিবিধবেদনোপক্রতশ্চ দুষ্টতামুপৈত্যালেপনাদীনি চাস্য বিশোষমুপযান্তি।

চূর্ণিতং মথিতং ভগ্নং বিপ্লুষ্টমতিপাতিতম্।
অস্থিস্নায়ুশিরাচ্ছিন্নমাশু বন্ধেন রোহতি।
সুখমেবং ব্রণী শেতে সুখং গচ্ছতি তিষ্ঠতি।
সুখশয্যাসনস্থস্য ক্ষিপ্রং সংরোহতি ব্রণঃ।

অতঃপর যে সকল দ্রব্যদ্বারা ব্রণবন্ধন করিতে হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। শণবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, মেষলোমজ বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, লতা এবং রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা ব্রণ বন্ধনীয়। ব্যাধি এবং কাল বিবেচনা করিয়া যখন যাহা যোগ্য হয়, তাহা ব্যবহার করিবে। বন্ধন

চতুর্দ্দশ প্রকার, যথা—কোষ, দাম, স্বস্তিক, অনুবেল্লিত, প্রতোলী, মণ্ডল, স্থগিকা, যমক, খট্টা, চীন, বিবন্ধ, বিতান, গোফণা ও পঞ্চাঙ্গী। ইহাদের আকার নামের অর্থানুযায়ী। বন্ধন সমস্তের লক্ষণ ও বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি অন্যত্র বলা যাইবে। এস্থলে ইহাদের নামমাত্র উল্লিখিত হইল। এই চতুর্দ্দশ প্রকার বন্ধনের মধ্যে কোষ নামক বন্ধন অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির পর্ব্ব সমস্তে বন্ধনীয়। শরীরের কোনস্থলে বেদনা ও কামড়ানি হইলে দামবন্ধন, সন্ধি, কূর্চ্চক, ভ্রূদ্বয় ও স্তনদ্বয়ের অভ্যন্তর স্থান বা হস্ত ও পদের তল এবং কর্ণ এই সকল স্থানে স্বস্তিকবন্ধন, শাখাতে অনুবেল্লিত, গ্রীবা ও লিঙ্গে প্রতোলী, গোলাকার অঙ্গে মণ্ডল, অঙ্গুষ্ঠ, অঙ্গুলি ও লিঙ্গের অগ্রভাগে স্থগিকা, একত্রস্থিত ব্রণযুগ্মে যমক, হনু, শঙ্খ ও গণ্ডদেশে খট্টা, অপাঙ্গদ্বয়ে চীন, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থলে বিবন্ধ, মস্তকে বিতান, চিবুক, নাসিকা, ওষ্ঠ, স্কন্ধ ও বস্তিতে গোফণা এবং জত্রুর ঊর্দ্ধে পঞ্চাঙ্গী নামক বন্ধন বিহিত। সাধারণতঃ যে অঙ্গে যেরূপ বন্ধন সুনিবিষ্ট হয়, তথায় সেইরূপ কর্ত্তব্য। বন্ধনের উপরে, নিম্নে ও পার্শ্বে রজ্জু দ্বারা দৃঢ় বন্ধন দিবে। বন্ধন করিতে হইলে প্রথমে ঘন প্রলেপ দিবে, তাহার উপর ঋজু, নিশ্ছিদ্র ও কোমল বস্ত্রখণ্ড নিবেশিত করিয়া রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করিবে। বন্ধনরক্ষক রজ্জুতে এরূপে গ্রন্থি দিবে, যেন তদ্দ্বারা ব্রণের পীড়া না হয়। পলিতা ও প্রলেপ ঔষধ অতিশয় স্নিগ্ধ, অত্যন্ত রুক্ষ বা বিষমভাবে স্থাপিত করিবে না। অতিস্নিগ্ধ হইলে ব্রণে ক্লেদোৎপত্তি, অধিক রুক্ষ হইলে উহা ছিন্ন এবং অযথা স্থাপিত হইলে উহাতে ঘর্ষণ এই সকল দোষ উপস্থিত হয়। ব্রণের স্থানভেদে বন্ধন তিন প্রকার, যথা গাঢ়, সম ও শিথিল। ক্ষতকে চাপিয়া বন্ধন করাকে গাঢ় বা দৃঢ়বন্ধন কহে। উচ্ছ্বাসবিশিষ্ট বন্ধনকে শিথিল এবং ঐ উভয় প্রকারের মধ্যভাবাপন্নকে সমবন্ধন বলা যায়। নিতম্বদেশ, কুক্ষী, কক্ষা, বঙ্ক্ষণ, বক্ষঃস্থল ও মস্তকে দৃঢ়বন্ধন করিবে। শাখাচতুষ্টয়ে, বদনে, কর্ণে, কণ্ঠে, লিঙ্গে, অণ্ডকোষে, পৃষ্ঠে, পার্শ্বদেশে, উদরে ও বক্ষঃস্থলে সমবন্ধন, নেত্রদ্বয়ে ও সন্ধিসকলে শিথিল বন্ধন বিধেয়। পৈত্তিক ও শোণিতদুষ্ট ব্যাধিতে দৃঢ়বন্ধনের স্থানে সমবন্ধন ও সমবন্ধন স্থানে শিথিল বন্ধন করিবে। শিথিল বন্ধনের স্থানে বন্ধন একেবারেই নিষিদ্ধ। শ্লৈষ্মিক ও বাতিক ব্রণে শিথিল স্থানে সমবন্ধন, সমস্থানে দৃঢ়বন্ধন ও দৃঢ়স্থলে অতি দৃঢ়বন্ধন বিধেয়। পৈত্তিক ও রক্তজ ব্রণ শরৎ ও গ্রীষ্মঋতুতে দিবসে দুইবার বন্ধন করিবে। শ্লৈষ্মিক ও বাতিক ব্রণ হেমন্তে ও বসন্তঋতুতে তিন দিবস অন্তর বন্ধন করা কর্ত্তব্য। সম বা শিথিল বন্ধনের স্থানে দৃঢ়বন্ধন করিলে পলিতা ও ঔষধ প্রয়োগ নিরর্থক এবং শোথ ও বেদনার বৃদ্ধি হয়। দৃঢ় বা সমবন্ধনের স্থানে শিথিল বন্ধন করিলে পলিতা বা ঔষধ পড়িয়া যায় এবং পটী চালিত হওয়াতে ব্রণ দুষ্ট হয়। গাঢ় ও শিথিল বন্ধনের স্থানে সমবন্ধন করিলে কোন উপকার দর্শে না। উপযুক্ত বন্ধনদ্বারা বেদনার উপশম, রক্তের প্রসন্নতা ও ব্রণের মৃদুতা হইয়া থাকে। বন্ধনক্রিয়া না করিলে ডাঁশ, মশা, তৃণ, কাষ্ঠ, প্রস্তরকণা, ধূলি, শৈত্য, বায়ু ও রৌদ্র ইত্যাদি দ্বারা ব্রণ অভিহিত হইয়া বিশেষ ক্লেশকর হইয়া উঠে। বন্ধনদ্বারা চূর্ণিত, মথিত, ভগ্ন, বিশ্লিষ্ট ও অতিপাতিত এই সমুদায় উপশমিত এবং ছিন্ন অস্থি, স্নায়ু, ও শিরা

প্রকৃতিস্থ হয়। বন্ধন করিলে ব্রণরোগী স্বচ্ছন্দে শয়ন, গমন ও উপবেশন করিতে পারে এবং ক্ষতেরও ত্বরায় শান্তি হইয়া থাকে।

অবন্ধ্যাঃ পিত্তরক্তাভিঘাতবিষনিমিত্তা যদা চ শোফদাহপাকরাগবেদনাভিভূতাঃ ক্ষারাগ্নিদগ্ধাঃ পাকাৎ প্রকুপিতাঃ প্রবিশীর্ণমাংসাশ্চ ভবন্তি।

কুষ্ঠিনামগ্নিদগ্ধানাং
পিড়কা মধুমেহিনাম্‌।
কর্ণিকাশ্চোন্দুরবিষে
বিষজুষ্টব্রণাশ্চ যে ॥
মাংসপাকে ন বধ্যন্তে
গুদপাকে চ দারুণে।
স্ববুদ্ধ্যা চাপি বিভজেৎ
কৃত্যাকৃত্যাংশ্চ বুদ্ধিমান্‌ ॥
দেশং দোষঞ্চ বিজ্ঞায়
ব্রণঞ্চ ব্রণকোবিদঃ।
ঋতুংশ্চ পরিসংখ্যায় ততো
বন্ধান্‌ নিবেশয়েৎ ॥

পিত্ত, রক্ত, অভিঘাত বা বিষ নিমিত্ত ব্রণ, শোথ, দাহ, পাক, রক্তিমা ও বেদনাযুক্ত ব্রণ, ক্ষার বা অগ্নিদগ্ধ ব্রণ ও পাকহেতু প্রকুপিত ব্রণ এবং যাহা হইতে গলিত মাংস বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা অবন্ধনীয়। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, অগ্নিদগ্ধ ও মধুমেহ রোগীর ব্রণ, বিষজ ব্রণ, মাংসপাক এবং দারুণ গুহ্যপাক এই সমস্ত বন্ধন করিবে না। চিকিৎসক দেশ দোষ, ঋতু ও ব্রণের প্রকৃতি এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও বন্ধন বিধান করিবেন।

অথাতো ব্রণিতোপাসনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ব্রণিতঃ প্রথমমেবাগারমন্বিচ্ছেৎ তচ্চাগারং প্রশস্তবাস্ত্বাদিকং কার্য্যম্‌।

প্রশস্তবাস্তুনি গৃহে শুচাবাতপবর্জ্জিতে।
নিবাতে ন চ রোগাঃ স্যুঃ শারীরাগন্তুমানসাঃ ॥
তস্মিন্‌ শয়নং স্বাস্তীর্ণমসম্বাধং মনোজ্ঞং কুর্বীত। সুখচেষ্টাপ্রচারঃ স্যাৎ স্বাস্তীর্ণে শয়নে ব্রণী ॥

তস্মিন্‌ সুহৃদ্ভিরনুকূলৈঃ প্রিয়ংবদৈরুপাস্যমানো যথেষ্টমাসীত।

সুহৃদো বিক্ষিপন্ত্যাশু কথাভির্ব্রণবেদনাঃ।
আশ্বাসয়ন্তো বহুশস্ত্বনুকূলাঃ প্রিয়ংবদাঃ ॥
ন চ দিবানিদ্রাবশগঃ স্যাৎ।
দিবাস্বপ্নাদ্‌ব্রণে কণ্ডূর্গাত্রাণাং গৌরবং তথা।
শ্বয়থুর্বেদনা রাগঃ স্রাবশ্চৈব ভৃশং ভবেৎ ॥
উত্থানসংবেশনপরিবর্ত্তনচংক্রমণোচ্চৈর্ভাষণাদিষু চাত্মচেষ্টাস্বপ্রমত্তো ব্রণং সংরক্ষেৎ।
স্থানাসনং চংক্রমণং যানযানাতিভাষণম্‌।
ব্রণবান্‌ ন নিষেবেত শক্তিমানপি মানবঃ ॥
উত্থানাত্তাসনং স্থানং শয্যাং চাতিনিষেবিতা।
প্রাপ্নুয়াদ্রুক্‌তাদঙ্গে রুজস্তস্মাদ্‌বিবর্জ্জয়েৎ ॥
গম্যানাঞ্চ স্ত্রীণাং সন্দর্শনসম্ভাষণসংস্পর্শনানি দূরতঃ পরিহরেৎ।
স্ত্রীদর্শনাদিভিঃ শুক্রং কদাচিচ্চলিতং স্রবেৎ।
গ্রাম্যধর্ম্মকৃতান্‌ দোষান্‌ সোঽসংসর্গেঽপ্যবাপ্নুয়াৎ ॥

নবধান্যমাষতিলকলায়কুলত্থনিষ্পাবহরিতশাকাম্ললবণকটুকগুড়পিষ্টবিকৃতি বল্লূরশুষ্কশাকাজাবিকানূপৌদকমাংসবসাশীতোদককৃশরাপায়সদধিদুগ্ধতক্রপ্রভৃতীন্‌ পরিহরেৎ।
তক্রান্তো নবধান্যাদির্যোঽয়ং বর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দোষসঞ্জননো হ্যেষ বিজ্ঞেয়ঃ পূয়বর্দ্ধনঃ ॥
মদ্যপশ্চ মৈরেয়ারিষ্টাসবসীধুসুরাবিকারান্‌ পরিহরেৎ।
মদ্যমম্লং তথা রূক্ষং তীক্ষ্ণমুষ্ণং ব্যবায়ি চ।
আশুকারি চ তৎ শীঘ্রং ক্ষিপ্রং ব্যাপাদয়েদ্‌ ব্রণম্‌ ॥

বাতাতপরজো ধূমাবস্থায়াতিসেবনাতিভোজনানিষ্টশ্রবণ দর্শনের্ষ্যামর্ষভয়ক্রোধশোকধ্যানরাত্রিজাগরণ বিষমাশনানশনশয়নোপবাসবাগ্ব্যায়ামস্থানচংক্রমণশীতবাতবিরুদ্ধাশনাজীর্ণ মক্ষিকাদ্যা বাধাঃ পরিহরেৎ।

ব্রণিনঃ সংপ্রতপ্তস্তু কারণৈরেবমাদিভিঃ।
ক্ষীণশোণিতমাংসস্য ভুক্তমন্নং ন জীর্য্যতি।
অজীর্ণাৎ পবনাদীনাং বিভ্রমো বলবান্ ভবেৎ।
ততঃ শোফরুজাস্রাবদাহপাকানবাপ্নুয়াৎ।
সর্ষপারিষ্টপত্রাভ্যাং সর্পিষা লবণেন চ।
ধূপয়েৎ কারয়েদ্রূপং দশরাত্রমতন্দ্রিতঃ।
ব্যাজেত বালব্যজনৈর্ব্রণং ন চ বিঘট্টয়েৎ।
ন তুদেন্ন চ কণ্ডুয়েচ্ছয়ানঃ পরিপালয়েৎ।
জীর্ণশাল্যোদনং স্নিগ্ধমল্পমুষ্ণং দ্রবোত্তরম্।
ভুঞ্জানো জাঙ্গলৈর্মাংসৈঃ শীঘ্রং ব্রণমপোহতি।
তণ্ডুলীয়কজীবন্তীসুনিষণ্ণক বাস্তুকৈঃ।
বালমূলকবার্ত্তাকুপটোলৈঃ কারবেল্লকৈঃ।
সদাড়িমৈঃ সামলকৈর্ঘৃতভৃষ্টৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।
অন্যৈরেবংগুণৈর্বাপি মুদ্গাদীনাং রসেন বা।
সক্তূন্ বিলেপীং কুল্মাষং জলঞ্চাপি শৃতং পিবেৎ।
ব্রণে শ্বয়থুরায়াসাৎ তাশ্চ মৃত্যুশ্চ মৈথুনাৎ।
দিবা ন নিদ্রাবশগো নিবাতগৃহগোচরঃ।
ব্রণী বৈদ্যবশে তিষ্ঠন্ শীঘ্রং ব্রণমপোহতি।
এবং বৃত্তসমাচারো ব্রণী সম্পদ্যতে সুখং।
আয়ুশ্চ দীর্ঘমাপ্নোতি ধন্বন্তরিবচো যথা।

অতঃপর ব্রণিত ব্যক্তির যেরূপ সুশ্রূষা করা উচিত, তাহা লিখিত হইতেছে। প্রশস্ত বাস্তুর মধ্যে পবিত্র, আতপবর্জ্জিত নির্ব্বাত গৃহ ব্রণীর আবাসের উপযুক্ত। এইরূপ গৃহে বাস করিলে শারীরিক, মানসিক ও আগন্তুক কোনপ্রকার পীড়ার উৎপত্তি হয় না। শয়নার্থ বাধাবিবর্জ্জিত সুবিস্তীর্ণ শয্যা বিধান করিবে এবং প্রিয়ংবদ অনুকূল সুহৃদ্গণ সতত উহার নিকটে উপস্থিত থাকিয়া আশ্বাস প্রদান এবং প্রিয়সম্ভাষণাদি করিবেন। ইহাতে সান্ত্বনার অনেক নিবৃত্তি হয়। ব্রণী-ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা নিতান্ত নিষিদ্ধ। দিবানিদ্রা দ্বারা ব্রণে কণ্ডু, শোথ, বেদনা, রক্তিমা, স্রাবপরিবৃদ্ধি এবং দেহের গুরুতা উপস্থিত হয়। উত্থান, শয়ন, দেহের ভাব-পরিবর্ত্তন, অধিক ভ্রমণ, উচ্চৈঃস্বরে শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি আত্মচেষ্টা সমস্তে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া ব্রণ রক্ষা করিবে। শক্তি-সত্ত্বেও যানারোহণ, উচ্চভাষণ ও অধিক ভ্রমণাদি করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সমস্ত বাহুল্যরূপে করিলে বায়ুজন্য নানাবিধ বেদনা উপস্থিত হয়। গম্যা স্ত্রীদিগের সন্দর্শন, সম্ভাষণ ও সংস্পর্শাদি দূরে পরিহার করিবে। স্ত্রীলোকের দর্শনাদি দ্বারা দৈবাৎ শুক্র বিচলিত হইয়া স্রুত হইলে স্ত্রীসংসর্গ না করিয়াও তৎসঙ্গমের দোষপ্রাপ্ত হইতে হয়। নূতন তণ্ডুল, মাষকলাই, তিল, মটর, কুলত্থকলাই, শিম, হরিতশাক, অম্ল, লবণ ও কটুরস দ্রব্য, গুড়, পিষ্টকাদি, শুষ্কমাংস, শুষ্কশাক, ছাগমাংস, মেষমাংস, আনূপ ও জলচর জীবের মাংস এবং বসা, শীতলজল, খিচুড়ি, পরমান্ন, দধি, দুগ্ধ ও তক্র প্রভৃতি ক্ষত-রোগীর অপথ্য। ইহাদের দ্বারা দোষোৎপত্তি ও পূয়বৃদ্ধি হয়। মদ্যপায়ীর পক্ষেও মৈরেয় অরিষ্ট, আসব, সীধু প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। মদ্য, অম্ল, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য ও আশুকারী। অতএব মদ্যপান করিলে শীঘ্র ব্রণ অত্যন্ত দোষাশ্রিত হইয়া থাকে। বায়ু, রৌদ্র, ধূলি, ধূম ও হিম এই সকলের অতিসেবন, অতিভোজন, অপ্রিয় শ্রবণ, অপ্রিয় দর্শন, ঈর্ষা, অসহিষ্ণুতা, ভয়, ক্রোধ, শোক, চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, বিষমাশন, অনশন, দীর্ঘকাল শয়ন, কলহ, অধিককাল একত্র উপবেশন,

অধিক ভ্রমণ, শৈত্য, বায়ু, বিরুদ্ধভোজন, দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভোজন ও মক্ষিকা প্রভৃতি সমস্ত পীড়াকর কারণ পরিহরণীয়। ক্ষতরোগী এই সকল কারণে প্রপীড়িত হইলে রক্ত মাংসের ক্ষয়, ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক এবং অজীর্ণ হেতু বায়ু, প্রভৃতির প্রকোপ হওয়াতে শোথ, বেদনা, স্রাববৃদ্ধি, দাহ ও পাক উপস্থিত হয়। ব্রণীব্যক্তির গৃহে সর্ষপ, নিম্বপত্র, ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ একত্র করিয়া দশদিন প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ধূপ প্রদান করিবে। রোগীকে চামর ব্যজন করিবে। ব্রণ বিঘট্টন, পীড়ন বা কণ্ডূয়ন করা উচিত নহে। সুস্থিরভাবে শয়ন করিয়া সাবধানে ব্রণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আহারার্থ জাঙ্গলমাংসের সহিত স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও দ্রবপ্রধান পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন অল্প পরিমাণে ব্যবস্থা করিবে এবং মুদ্গাদির যূষের সহিত চাঁপানটে, জীবন্তী, সুষুণী ও বাস্তুকশাক, কচিমূলা, বেগুন, পটোল, করলা, দাড়িম, আমলা এই সমুদায় এবং এইরূপ গুণযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য সৈন্ধব সংযুক্ত ও ঘৃতভৃষ্ট করিয়া আহার করাইবে। শক্তু, বিলেপী ও সিদ্ধ জল ব্যবস্থা করিবে। আয়াস দ্বারা ব্রণে শোথ, রাত্রিজাগরণ দ্বারা শোথ ও রক্তিমা, দিবানিদ্রা দ্বারা শোথ, রক্তিমা ও বেদনা এবং মৈথুন দ্বারা শোথ, রক্তিমা, বেদনা ও মৃত্যু পর্য্যন্তও উপস্থিত হয়। বৈদ্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দিবানিদ্রা পরিত্যাগ, নির্ব্বাতগৃহে অবস্থিতি ও অন্যান্য নিয়ম সমস্ত প্রতিপালন করিলে শীঘ্র ব্রণের শান্তি হয়।

অথাতো ব্রণস্রাববিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ত্বঙ্মাংসশিরাস্নায়্বস্থিসন্ধিকোষ্ঠমর্ম্মাণীত্যষ্টৌ ব্রণবস্তূনি। অত্র সর্ব্বব্রণসন্নিবেশঃ। তত্রাদ্যৈকবস্তুসন্নিবেশী ত্বগ্‌ভেদী ব্রণঃ সূপচরঃ শেষাঃ স্বয়মবদীর্য্যমাণা দুরুপচরাশ্চ। তত্রায়তশ্চতুরস্রো বৃত্তস্ত্রিপুটক ইতি ব্রণাকৃতিসমাসঃ। শেষাস্তু বিকৃতাকৃতয়ো দুরুপক্রমা ভবন্তি। সর্ব্ব এব ব্রণাঃ ক্ষিপ্রং সংরোহন্ত্যাত্মবতাং সুভিষগ্‌ভিশ্চোপক্রান্তাঃ। অনাত্মবতামজ্ঞৈশ্চোপক্রান্তাঃ প্রদুষ্যন্তি প্রবৃদ্ধত্বাদ্‌দোষাণাম্। তত্রাতিসংবৃতোঽতিবিবৃতোঽতিকঠিনোঽতি মৃদুরুৎসন্নোঽবসন্নোঽতিশীতোঽত্যুষ্ণঃ কৃষ্ণরক্তপীতশুক্লাদীনাং বর্ণানামন্যতমবর্ণো ভৈরবঃ পূতিপূয়স্রাব্যাস্রাগ্যুৎসঙ্গ্যমনোজ্ঞদর্শনগন্ধোঽত্যর্থং বেদনাবান্ দাহপাকরাগকণ্ডূশোফপিড়কোপদ্রুতোঽত্যর্থং দুষ্টশোণিতস্রাবী দীর্ঘকালানুবন্ধী চেতি দুষ্টব্রণলিঙ্গানি। তস্য দোষোচ্ছ্রায়েণ ষট্‌ত্বং বিভজ্য যথাস্বং প্রতীকারে প্রযতেত।

ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি, কোষ্ঠ ও মর্ম্ম এই আটটীর অন্যতম বস্তুতে ব্রণ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ত্বক্‌মাত্র ভেদ করিয়া যে ব্রণ উত্থিত হয়, তাহা সুচিকিৎস্য। মাংসশিরাদিসংস্থিত স্বয়ং বিদীর্য্যমাণ ব্রণ দুশ্চিকিৎস্য। আয়ত, চতুরস্র, গোল বা ত্রিকোণ আকৃতি বিশিষ্ট ব্রণই সচরাচর উৎপন্ন হয় এবং ঐরূপ ব্রণ সমস্তই সুখসাধ্য। বিকৃতাকার ব্রণ দুশ্চিকিৎস্য। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির ব্রণ যদি সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র উপশমিত হয়। সত্ত্বগুণবিহীন অত্যাচারী ব্রণবিষয়ে অজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইলে দোষের বিবৃদ্ধি হওয়াতে দূষিত হইয়া থাকে। দুষ্টব্রণের লক্ষণ এই—উহার মুখ অতি সঙ্কীর্ণ বা অতিবিবৃত এবং উহা অতি কঠিন বা অতিকোমল, অতিউন্নত বা অতিনিম্ন,

অত্যন্ত শীতল বা অতিশয় উষ্ণ এবং কৃষ্ণ, রক্ত, পীত বা শুক্লাদি বর্ণযুক্ত, দেখিতে ভয়ঙ্কর, দুর্গন্ধ, পূয়, মাংসশিরা ও স্নায়ু প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ, দুর্গন্ধ পূয়স্রাবক, বিপরীত মার্গানুসারী, কোটরোৎপাদক, অপ্রিয়দর্শন, ঘৃণিত গন্ধবিশিষ্ট, অতিশয় বেদনাযুক্ত এবং দাহ, পাক, রক্তিমা, কণ্ডূ, শোথ ও পিড়কা দ্বারা উপদ্রুত, দুষ্ট রক্তস্রাবক ও দীর্ঘকালস্থায়ী।

অত ঊর্দ্ধং সর্ব্বস্রাবান্ বক্ষ্যামঃ। তত্র ঘৃষ্টাসু ছিন্নাসু বা ত্বক্ষু স্ফোটেষু ভিন্নেষু সলিলপ্রকাশো ভবত্যাস্রাবঃ কিঞ্চিদ্বিস্রঃ পীতাবভাসশ্চ। মাংসগতঃ সর্পিঃ প্রকাশঃ সান্দ্রঃ শ্বেতঃ পিচ্ছিলশ্চ। শিরাগতঃ সদ্যশ্ছিন্নাসু শিরাসু রক্তাতি-প্রবৃত্তিঃ পক্কাসু চ তোয়নাড়ীভিরিব তোয়াগমনং পূয়স্যাস্রাবশ্চাত্র তনুর্বিচ্ছিন্নঃ পিচ্ছিলোঽবলম্বী শ্যাবোঽবশ্যায়প্রতিমশ্চ। স্নায়ুগতঃ স্নিগ্ধো ঘনঃ সিংহাণকপ্রতিমঃ সরক্তশ্চ; অস্থিগতোঽস্থ্যভিহতে স্ফুটিতে ভিন্নে দোষাবদারিতে বা দোষভক্ষিতত্বাদস্থিনিঃসারং শুক্তিধৌতমিবাভাতি। আস্রাবশ্চাত্র মজ্জমিশ্রঃ সরুধিরঃ স্নিগ্ধশ্চ। সন্ধিগতঃ পীড্যমানো ন প্রবর্ত্তত আকুঞ্চনপ্রসারণোন্নমন বিনমন প্রধাবনোৎকাসন প্রবাহণৈশ্চ স্রবতি। আস্রাবশ্চাত্র পিচ্ছিলোঽবলম্বী সফেন-পূয়রুধিরোন্মথিতশ্চ। কোষ্ঠগতোঽসৃঙ্মূত্রপুরীষ পূয়োদকানি স্রবতি। মর্ম্মগতস্ত্বগাদিষবরুদ্ধত্বা-ন্নোচ্যতে। তত্র ত্বগাদিগতানামাস্রাবাণাং যথা ক্রমং পারুষ্যশ্যাবাবশ্যায়দধিমস্তুক্ষারোদকমাংস-ধাবনপুলাকোদকসন্নিভত্বানি মরুতাস্তবন্তি। পিত্তাদ্গোমেদগোমূত্র ভস্মশঙ্খকষায়োদকমাধ্বীক-তৈলসন্নিভত্বানি। পিত্তবদ্ রক্তাদতিবিস্রত্বঞ্চ। কফান্নবনীত কাসীস মজ্জপিষ্টতিলনারিকেলোদক বরাহবসাসন্নিভত্বানি সন্নিপাতাৎ তিলনারিকেলো-দকের্ব্বারুকরসকাঞ্জিকপ্রসাদারুকোদকপ্রিয়ঙ্গুফলয-কৃন্মুদ্গযূষসবর্ণত্বানীতি।

পক্বাশয়াদসাধ্যস্তু পুলাকোদকসন্নিভঃ।
ক্ষারোদকনিভঃ স্রাবো বর্জ্জ্যো রক্তাশয়াৎ স্রবন্।
আমাশয়াৎ কলায়াম্ভোনিভশ্চ ত্রিকসন্ধিজঃ।
স্রাবানেতান্ পরীক্ষ্যাদৌ ততঃ কর্ম্মাচরেদ্ভিষক্।

এক্ষণে সকল প্রকার স্রাবের বিষয় লিখিত হইতেছে। ত্বক্ ঘৃষ্ট বা ছিন্ন হইয়া যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহা পাকিয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হইলে বা বিদারণ করিলে কিঞ্চিৎ আমগন্ধবিশিষ্ট, ঈষৎ পীতবর্ণ জলবৎ স্রাব ক্ষরিত হয়। মাংসগত স্ফোটকের স্রাব ঘৃতসদৃশ ঘন, শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল। শিরা সদ্যচ্ছিন্ন হইলে অতিশয় রক্তস্রাব হয়, শিরা পাকিলে তাহা হইতে জলনালী দিয়া জল-প্রবাহের ন্যায় পূয়স্রাব হইয়া থাকে। শিরা-সম্বন্ধীয় আস্রাব, পিচ্ছিল শ্যাববর্ণ, ঘনত্ব-বিহীন ও তুষারপ্রতিম। স্নায়ুগত স্রাব স্নিগ্ধ, ঘন, রক্তবর্ণ ও পিচ্ছিল। অস্থি অভিহত, স্ফুটিত, বিদীর্ণ বা দোষকর্ত্তৃক সংভিন্ন হইলে উহা নিঃসারণ হইয়া ধৌত শুক্তির ন্যায় প্রকাশ পায়। অস্থি সম্বন্ধীয় আস্রাব মজ্জমিশ্র, সরক্ত ও স্নিগ্ধ। সন্ধিগত ব্রণ নিপীড়িত হইলে উহা হইতে আস্রাব নির্গত হয় না, আকুঞ্চন, প্রসারণ, উন্নমন, অবনমন, ধাবন, উৎকাসন ও প্রবাহন দ্বারা স্রুত হয়। এই আস্রাব পিচ্ছিল, সূত্রবৎ এবং ফেন ও রক্তমিশ্রিত হয়। কোষ্ঠগত স্ফোটক হইতে রক্ত, মূত্র, পুরীষ, পূয় ও জলবৎ রস নিঃস্রুত হয়। মর্ম্মসম্বন্ধীয় আস্রাব ত্বগাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি ও কোষ্ঠ এই সপ্তস্থানে বায়ুকর্ত্তৃক ব্রণ হইতে যথাক্রমে অমসৃণ, শ্যাববর্ণ, তুষারপ্রতিম, দধির মাতের ন্যায়, ক্ষারজল সদৃশ, মাংসধাবন জলবৎ ও তুষজল সদৃশ আস্রাব স্রুত হয়। পিত্তজন্য ব্রণ হইতে গোমেদ, গোমূত্র, ভস্ম, শঙ্খ,

কষায়জল, মধু ও তৈলসদৃশ আস্রাব নির্গত হয়। রক্তজন্য ব্রণের স্রাব পিত্তের ন্যায়, অধিকন্তু উহা অতিশয় আমগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। কফজন্য ব্রণের স্রাব যথাক্রমে নবনীত, হীরাকস, মজ্জা, তিল, নারিকেলজল ও শূকরের বসার ন্যায় হয়। সান্নিপাতজন্য হইলে তিল, নারিকেলজল, কাঁকুড়ের রস, কাঁজি, খদিরের জল, যকৃৎ ও মুগের যূষের ন্যায় স্রাব দৃষ্ট হয়। পক্বাশয় হইতে তুষজল সদৃশ, রক্তাশয় হইতে ক্ষারজল তুল্য এবং আমাশয় ও ত্রিকসন্ধি হইতে কয়লাজল সদৃশ স্রাব স্রুত হইলে পীড়া অসাধ্য জানিবে। চিকিৎসাকালে এই সমুদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

অত ঊর্দ্ধং সর্ব্বব্রণবেদনা বক্ষ্যামঃ। তোদনভেদনতাড়নচ্ছেদনায়মনমন্থনবিক্ষেপণচুমুচুমায়ননির্দ্দহনাবভঞ্জনস্ফোটনবিদারণোৎপাটনকম্পনবিবিধশূল বিশ্লেষণ বিকিরণ পূরণস্তম্ভনস্বপ্নাবকুঞ্চনাঙ্কুশিকাঃ সম্ভবন্তি। অনিমিত্তবিবিধবেদনাপ্রাদুর্ভাবো বা মুহুর্মুহুর্যত্রাগচ্ছন্তি বেদনাবিশেষাস্তং বাতিকমিতি বিদ্যাৎ। উষাচোষপরিদাহধূমায়নানি যত্র গাত্রমঙ্গারাবকীর্ণমিব পচ্যতে যত্র চোষ্মাভিবৃদ্ধিঃ ক্ষতে ক্ষারাবসক্তবচ্চ বেদনাবিশেষাস্তং পৈত্তিকমিতি বিদ্যাৎ। পিত্তবদ্রক্তসমুত্থং জানীয়াৎ। কণ্ডূর্গুরুত্বং সুপ্তত্বমুপদেহোঽল্পবেদনত্বং স্তম্ভঃ শৈত্যঞ্চ যত্র তং শ্লৈষ্মিকমিতি বিদ্যাৎ। যত্র সর্ব্বাসাং বেদনানাং সমুৎপত্তিস্তং সান্নিপাতিকমিতি।

এক্ষণে বাতাদি দোষভেদবশতঃ উৎপন্ন, বিশেষ বিশেষ বেদনার প্রকৃতি বলা যাইতেছে। যে পীড়ায় তোদ, ভেদ, তাড়ন, ছেদন, আয়মন, মন্থন, বিক্ষেপণ, চুমুচুমায়ন, নির্দ্দহন, অবভঞ্জন, স্ফোটন, বিদারণ, উৎপাটন, কম্পন, বিবিধ শূল, বিশ্লেষণ, বিকিরণ, পূরণ, স্তম্ভন, সুপ্ততা, আকুঞ্চন অঙ্কুশবেধবৎ বেদনা হয় এবং বিনা কারণে মুহুর্মুহুঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে বায়ুকৃত জানিবে। যেখানে উষা, চোষ, দাহ, ধূমায়ন, উষ্ণতার বৃদ্ধি ও ক্ষতে ক্ষারাবসেক তুল্য যাতনা এবং রোগীর গাত্র অঙ্গারব্যাপ্তবৎ অনুভূত হয়, তাহা পৈত্তিক। রক্তদোষজ ব্রণও পৈত্তিক ব্রণের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত। শ্লৈষ্মিক ব্রণে কণ্ডু, গুরুত্ব, উপদেহ অল্পমাত্র বেদনা, স্তব্ধতা ও শৈত্য এই সকল চিহ্ন দৃষ্ট হয়। মিশ্রলক্ষণ দর্শন করিলে সান্নিপাতিক স্থির করিবে।

অত ঊর্দ্ধং ব্রণবর্ণান্ বক্ষ্যামঃ। ভস্মকপোতাস্থিবর্ণঃ পরুষোঽরুণঃ কৃষ্ণ ইতি মারুতজন্য। পিঙ্গল ইতি রক্তপিত্তসমুত্থয়োঃ। শ্বেতঃ স্নিগ্ধঃ পাণ্ডুরিতি শ্লেষ্মজন্য। সর্ব্ববর্ণোপেতঃ সান্নিপাতিক ইতি।

ন কেবলং ব্রণেষূক্তো বেদনাবর্ণসংগ্রহঃ।
সর্ব্বশোফবিকারেষু ব্রণবল্লক্ষয়েদ্ভিষক্।

অতঃপর বাতাদি দোষভেদে ব্রণের যে যে বর্ণবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহা বলা যাইতেছে। বায়ুজ ব্রণের বর্ণ কপোত বা অস্থির ন্যায় অথবা কৃষ্ণ কিম্বা অরুণাভ হয়, ইহা কর্কশ হইয়া থাকে। রক্তোৎপন্ন ও পিত্তজাত ব্রণ নীল, পীত, হরিত, শ্যাব, কৃষ্ণ, রক্ত, কপিল বা পিঙ্গলবর্ণ হয়। শ্লেষ্মজ ব্রণ শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ ও চিক্কণ। সান্নিপাতিক ব্রণে সমুদায় বর্ণের মিশ্রণ দৃষ্ট হয়।

বাতাদিদোষভেদে শোথরোগে যে যে রূপ বেদনা ও বর্ণের উদ্ভব লিখিত

হইল, শোথরোগ সমন্ধেও ঐরূপ হয় জানিবে।

অথ কৃত্যাকৃত্যবিধিঃ।

তত্র বয়ঃস্থানাং দৃঢ়ানাং প্রাণবতাং সত্ত্ববতাঞ্চ সুচিকিৎস্যা ব্রণা একস্মিন্ বা পুরুষে যত্রৈতদ্গুণচতুষ্টয়ং তস্য সুখসাধনীয়তমাঃ। তত্র বয়ঃস্থানাং প্রত্যগ্রধাতুত্বাদাশু ব্রণা রোহন্তি। দৃঢ়ানাং স্থিরবহুমাংসত্বাচ্ছস্ত্রমবচর্য্যমাণং শিরাস্নায়্বাদিবিশেষান্ ন প্রাপ্নোতি। প্রাণবতাং বেদনাভিঘাতাহারযন্ত্রণাদিভির্ন গ্লানিরুৎপদ্যতে। সত্ত্ববতাং দারুণৈরপি ক্রিয়াবিশেষৈর্ন ব্যথা ভবতি। তস্মাদেতেষাং সুখসাধনীয়তমাঃ। অত এব বিপরীতগুণা বৃদ্ধকৃশাল্পপ্রাণভীরুষু দ্রষ্টব্যাঃ। স্ফিক্ পায়ুপ্রজননললাট গণ্ডৌষ্ঠপৃষ্ঠকর্ণফলকোষোদরজত্রুমুখাভ্যন্তরসংস্থাঃ সুখরোপণীয়া ব্রণাঃ। অক্ষিদন্তনাসাপাঙ্গশ্রোত্রনাভিজঠরসেবনীনিতম্বপার্শ্বকুক্ষিবক্ষঃকক্ষাস্তনসন্ধিভাগগতাঃ সফেনপূয়রক্তানিলবাহিনোঽন্তঃশল্যাশ্চ দুশ্চিকিৎস্যাঃ। অধোভাগশ্চোর্দ্ধভাগনির্ব্বাহিণো রোমান্তোপনখমর্ম্মজঙ্ঘাস্থিসংশ্রিতাশ্চ। ভগন্দরমপি চান্তর্মুখং সেবনীকুটকাস্থিসংশ্রিতম।

কুষ্ঠিনাং বিষজুষ্টানাং শোষিণাং মধুমেহিনাম্।
ব্রণাঃ কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যন্তি যেষাঞ্চাপি ব্রণে ব্রণাঃ।

যুবা, দৃঢ়শরীর, বলবান্ ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ব্রণ সুচিকিৎস্য। এক ব্যক্তিতে যদি এই চারিগুণই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তাহার ব্রণ অত্যন্ত সুখসাধ্য হয়। যুবা ব্যক্তিদিগের ধাতু নবীন ও বর্দ্ধমান বলিয়া তাহাদের ব্রণ ত্বরায় প্রশমিত হয়। দৃঢ়কায় ব্যক্তিদিগের বাহুল্য ও স্থৈর্য্য নিবন্ধন, প্রযুক্ত অস্ত্র শিরা ও স্নায়ুকে আঘাত করে না। বলবান্ ব্যক্তিদেগের বেদনা, আঘাত, আহারযন্ত্রণা ইত্যাদি কারণে সহজে গ্লানি উপস্থিত হয় না। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দারুণ ক্রিয়া বিশেষ দ্বারাও ব্যথা হয় না। এই জন্য এইরূপ লোক সমস্তের ব্রণ অতিশয় সুসাধ্য। বৃদ্ধ, কৃশ, দুর্ব্বল ও ভীরুদিগের ব্রণ দুশ্চিকিৎস্য। নিতম্ব, উপস্থ, ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর্ণ, অণ্ডকোষ, উদর, জত্রু ও মুখাভ্যন্তরজাত ব্রণ সহজে উপশমিত হয়। চক্ষু, দন্ত, নাসিকা, নেত্রপ্রান্ত, কর্ণাভ্যন্তর, নাভি, উদরাভ্যন্তর, সেবনী, নিতম্বপার্শ্ব, কুক্ষি, বক্ষঃস্থল, কক্ষা, স্তন ও সন্ধিপ্রদেশজাত ফেন, পূয়, রক্ত ও বায়ুবাহী ব্রণ এবং শল্যগর্ভ ব্রণ দুশ্চিকিৎস্য। তদ্রূপ, অধোমুখবাহী, ঊর্দ্ধভাগবাহী রোমকূপজাত, নখাভ্যন্তরোৎপন্ন, মর্ম্মজাত ও জঙ্ঘাপ্রদেশজাত ব্রণ এবং সেবনীসংশ্রিত ও অন্তর্ম্মুখ ভগন্দর দুশ্চিকিৎস্য। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, বিষপীড়িত, শোষরোগগ্রস্থ ও মধুমেহী ইহাদের ব্রণ কৃচ্ছ্রসাধ্য। ব্রণের উপরিজাত ব্রণও দুশ্চিকিৎস্য।

অবপাটিকানিরুদ্ধপ্রকাশসন্নিরুদ্ধগুদজঠরগ্রন্থিক্ষতক্রিময়ঃ প্রতিশ্যায়জাঃ কোষ্ঠজাশ্চ ত্বগ্দোষিণাং প্রমেহিণাং বা যে পরিক্ষতেষু দৃশ্যন্তে শর্করাসিকতামেহবাতকুণ্ডলিকাষ্ঠীলাদন্তশর্করোপকুশকণ্ঠশালূকনিষ্কোষণদূষিতাশ্চ দন্তবেষ্টা বিসর্পাস্থিক্ষতোরঃক্ষতব্রণগ্রন্থিপ্রভৃতয়শ্চ যাপ্যাঃ।

সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যাশ্চাসাধ্যতাং তথা।
ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতাম্॥
যাপনীয়ং বিজানীয়াৎ ক্রিয়া ধারয়তে তু যম্।
ক্রিয়ায়ান্তু নিবৃত্তায়াং সদ্য এব বিনশ্যতি॥
প্রাপ্তা ক্রিয়া ধারয়তি যাপ্যব্যাধিতমাতুরম্।
প্রপতিষ্যদিবাগারং বিষ্কম্ভঃ সাধুযোজিতঃ॥

অবপাটিকা, নিরুদ্ধপ্রকাশ, সন্নিরুদ্ধগুদ, জঠরক্ষত ও গ্রন্থিক্ষত ক্রিমিবহুল হইলে তাহা যাপনীয়। প্রতিশ্যায়জাত

ও কোষ্ঠজাত ক্রিমি এবং ত্বগ্‌দোষ ও প্রমেহরোগসম্পন্ন ব্যক্তির ক্রিমিব্যাপ্ত ক্ষত ও শর্করামেহ, সিকতামেহ, বাত-কুণ্ডলিকা, অষ্ঠীলা, দন্তশর্করা, উপকুশ, কণ্ঠশালূক, প্রভৃতি রোগসংযুক্ত ক্ষত, দন্তবেষ্টক্ষত, বিসর্প, অস্থিক্ষত, উরঃক্ষত ও ব্রণগ্রন্থি প্রভৃতি রোগও যাপ্য।

চিকিৎসার অভাবে সাধ্যপীড়াও যাপ্য ও যাপ্যব্যাধিও অসাধ্য হয়, অসাধ্য পীড়া প্রাণনাশ করে। যে পীড়া চিকিৎসিত হইলে উপশমিত থাকে এবং চিকিৎসার নিবৃত্তিতে পুনঃ প্রকাশিত ও মারাত্মক হইয়া উঠে, তাহার নাম যাপ্য। যেরূপ পতনোন্মুখ গৃহ স্তম্ভযোজনা দ্বারা রক্ষিত থাকে, স্তম্ভ অপসারিত হইলেই পতিত হয়, যাপনীয় ব্যক্তিও তদ্রূপ চিকিৎসাকালে সুস্থ থাকে, চিকিৎসার নিবৃত্তি হইলে বিনষ্ট হয়।

তত্র ঊর্দ্ধমসাধ্যান্ বক্ষ্যামঃ। মাংসপিণ্ডবদুদ্‌গতাঃ প্রসেকিনোঽন্তঃপূয়বেদনাবন্তোঽশ্বাপানবদুদ্বৃত্তৌষ্ঠাঃ। কেচিৎ কঠিনা গোশৃঙ্গবদুন্নতমৃদুমাংসপ্ররোহাঃ। অপরে দুষ্টরুধিরাস্রাবিণস্তনুপিচ্ছিলাস্রাবিণো বা মধ্যোন্নতাঃ। কেচিদবসন্নওষ্ঠপর্য্যন্তাঃ। শণতূলবৎ স্নায়ুজালবন্তো দুর্দ্দর্শা বসামেদোমজ্জমস্তুলুঙ্গস্রাবিণশ্চ দোষসমুত্থাঃ। পীতাসিতমূত্রপুরীষবাতবাহিনশ্চ কোষ্ঠোত্থাঃ। ক্ষীণমাংসানাঞ্চ সর্ব্বতোগতয়শ্চাণুমুখা মাংসবুদ্বুদবন্তঃ সশব্দবাতবাহিনশ্চ শিরঃকণ্ঠস্থাঃ। ক্ষীণমাংসানাঞ্চ পূয়রক্তানির্ব্বাহিণোঽরোচকাবিপাককাসশ্বাসোপদ্রবযুক্তাঃ। ভিন্নে বা শিরঃকপালে যত্র মস্তুলুঙ্গদর্শনং ত্রিদোষলিঙ্গপ্রাদুর্ভাবঃ কাসশ্বাসৌ বা যস্যেতি।

বসাং মেদোঽথ মজ্জানং মস্তুলুঙ্গঞ্চ যঃ স্রবেৎ।
আগন্তুস্ত্র ব্রণঃ সিধ্যেন্ন সিধ্যেদ্দোষসম্ভবঃ॥
অমর্ম্মোপহিতে দেশে শিরাসন্ধ্যস্থিবর্জ্জিতে।
বিকারো যোঽনুপদ্রব্যেতি তদসাধ্যস্ত লক্ষণম্॥
ক্রমেণোপচয়ং প্রাপ্য ধাতূননুগতঃ শনৈঃ।
ন শক্য উন্মূলয়িতুং বৃদ্ধো বৃক্ষ ইবাময়ঃ॥
স স্থিরত্বান্মহত্ত্বাচ্চ ধাত্বনুক্রমণেন চ।
নিহন্ত্যৌষধবীর্য্যাণি মন্ত্রান্ দুষ্টগ্রহো যথা।
অতো যো বিপরীতঃ স্যাৎ সুখসাধ্যঃ স উচ্যতে।
অবদ্ধমূলঃ ক্ষুপকো যদ্বদুৎপাটনে সুখঃ॥
ত্রিভির্দোষৈরনাক্রান্তঃ শ্যাবৌষ্ঠঃ পিড়কঃ সমঃ।
অবেদনো নিরাস্রাবো ব্রণঃ শুদ্ধ ইহোচ্যতে॥
কপোতবর্ণপ্রতিমা যস্যান্তাঃ ক্লেদবর্জ্জিতাঃ।
স্থিরাশ্চিপিটিকাবন্তো রোহতীতি তমাদিশেৎ॥
রূঢ়বর্ত্মানমগ্রন্থিমশূনমরুজং ব্রণম্।
ত্বক্‌সবর্ণং সমতলং সম্যগ্রূঢ়ং বিনির্দ্দিশেৎ॥
দোষপ্রকোপাদ্ব্যায়ামাদভিঘাতাদজীর্ণতঃ।
হর্ষাৎ ক্রোধাদ্ভয়াদ্বাপি ব্রণো রূঢ়োঽপি দীর্য্যতে।

অতঃপর অসাধ্য ব্রণের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। মাংসপিণ্ডের ন্যায় উদ্‌গত, নিরন্তর স্রাবযুক্ত, পূয়গর্ভ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, অশ্বের গুহ্যদেশের ন্যায় উদ্বৃত্তোষ্ঠ এবং যে ব্রণ কঠিন ও গোশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, কোমল মাংসাঙ্কুরবিশিষ্ট, যে ব্রণ দূষিত রক্তস্রাবকারী, পাতলা ও পিচ্ছিল স্রাবযুক্ত ও মধ্যভাগে উন্নত, যে ব্রণের অভ্যন্তরস্থ ছিদ্র প্রান্তভাগে অবসন্ন হইয়া থাকে, যাহাতে শণের আঁইসের ন্যায় স্নায়ুসমূহ দৃষ্ট হয় যাহা দেখিতে অতি কদর্য্য, যাহা হইতে বসা, মেদ, মজ্জা ও মস্তুলুঙ্গ স্রুত হয়, অথচ তাহা যদি আগন্তুক না হইয়া শারীরিক বাতাদি দোষ জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ মূত্র পুরীষবাহী ও বায়ুবাহী কোষ্ঠস্থ ব্রণ, ক্ষীণমাংস ব্যক্তিদিগের সমস্তাৎ শেষবিশিষ্ট সূক্ষ্মমুখযুক্ত, মাংসবুদ্বুদবিশিষ্ট ও সশব্দ বায়ুবাহী মস্তকস্থ বা কণ্ঠস্থ ব্রণ, উহাদিগের পূয়রক্তবাহী এবং অরুচি, অজীর্ণ, কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রবযুক্ত ব্রণ, ইহারা এবং কপালাস্থি ভগ্ন হইয়া যদি মস্তিষ্ক দর্শন ও সান্নিপাতিক চিহ্ন প্রকাশ হয় তবে তাহাও অসাধ্য।

বসা, মেদ, মজ্জা ও মস্তলুঙ্গস্রাবী ব্রণ আগন্তুক হইলে প্রশমিত হয়, দোষজাত হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে। মর্ম্ম, শিরা, সন্ধি ও অস্থি ভিন্ন স্থানে ব্রণ উৎপন্ন হইয়া যদি তাহা অত্যন্ত বিকৃত হয়, তাহা হইলে উহা প্রতিকারের উপায় নাই। যে ব্রণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ধাতু সকলকে আক্রমণ করে, তাহা দৃঢ়মূল প্রবৃদ্ধ বৃক্ষের ন্যায় অনুন্মূলনীয়। ইহার বিপরীত গুণসম্পন্ন ব্রণ অবদ্ধমূল ক্ষুপের ন্যায় সুখোন্মূলনীয়। ব্রণ দোষত্রয়বিরহিত শ্যাববর্ণ ওষ্ঠযুক্ত, অতুচ্চ এবং বেদনা ও স্রাবরহিত হইলে তাহাকে শুদ্ধ বলা যায়। কপোতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, ক্লেদবর্জ্জিত, স্থির ও চিপিটিকাযুক্ত হইলে জানিবে, উহা শুষ্ক হইতেছে। ব্রণ গহ্বরবিহীন, গ্রন্থিশূন্য, শোথরহিত, বেদনাহীন, সমতল ও ত্বকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে জানিবে, উহা সম্যক্‌রূপে রূঢ় হইয়াছে। দোষের প্রকোপ, ব্যায়াম, অভিঘাত, অজীর্ণ, হর্ষ, ক্রোধ ও ভয় এই সকল কারণে রূঢ় ব্রণও পুনর্ব্বার বিদীর্ণ হইয়া যায়।

অথাতঃ প্রনষ্টশল্যবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শল শ্বল আশুগমনে ইতি ধাতোঃ শল্যমিতি কৃদ্বিহিতং রূপম্। তদ্দ্বিবিধঃ শারীরমাগন্তুকঞ্চ। সর্ব্বশরীরাবাধকরং শল্যং তদিহোপদিশ্যতে। তত্র শরীরং রোমনখাদিধাতবোঽন্নমলা দোষাশ্চ দুষ্টাঃ। আগন্ত্বপি শারীরশল্যব্যতিরেকেণ যাবন্তো ভাবা দুঃখমুৎপাদয়ন্তি। অধিকারো হি লৌহ-বেণুবৃক্ষতৃণশৃঙ্গাস্থিময়েষু তত্রাপি বিশেষতো লৌহময়েষেব বিশসনার্থোপপন্নত্বাল্লোহস্য লোহানামপি দুর্ব্বারত্বাদণুমুখত্বাদ্দূরপ্রয়োজনকরত্বাচ্চ শর এবাধিকৃতঃ স দ্বিবিধঃ কর্ণী শ্লক্ষ্ণশ্চ। প্রায়েণ বিবিধ বৃক্ষপত্রপুষ্পফলতুল্যাকৃতয়ো ব্যাখ্যাতা ব্যালমৃগপক্ষিবক্ত্রসদৃশাশ্চ। সর্ব্বশল্যানান্তু মহতামণূনাং বা পঞ্চবিধো গতিবিশেষ ঊর্দ্ধমধোঽর্ব্বাচীনস্তির্য্যগৃজুরিতি। তানি যদা বেগক্ষয়াৎ প্রতিঘাতাদ্বা ত্বগাদিষু ব্রণবস্তুষবতিষ্ঠন্তে ধমনীস্রোতোঽস্থিতদ্বিবরপেশী প্রভৃতিষু বা শরীরপ্রদেশেষু তত্র শল্যলক্ষণমুচ্যমানমুপধারয়। তত্তু দ্বিবিধং সামান্যং বৈশেষিকঞ্চ। শ্যাবং পীড়কাবন্তং শোফবেদনাবন্তং মুহুর্মুহুঃ শোণিতস্রাবিণং বুদ্বুদবদুন্নতং মৃদুমাংসঞ্চ ব্রণং জানীয়াৎ সশল্যোঽয়মিতি সামান্যং-লক্ষণমেতদুক্তম। বৈশেষিকন্তু ত্বগ্‌গতে বিবর্ণঃ শোফো ভবত্যায়তঃ কঠিনশ্চ। মাংসগতে শোফাভিবৃদ্ধিঃ শল্যমার্গানুপসংরোহঃ পীড়নাসহিষ্ণুতা চোষপাকৌ চ। পেশ্যন্তরস্থেঽপ্যেতদেব চোষশোফবর্জ্জম্। শিরাগতে শিরাধ্মানং শিরাশূলং শিরাশোফশ্চ। স্নায়ুগতে স্নায়ুজালোৎক্ষেপণং সংরম্ভশ্চোগ্রা রুক্ চ। স্রোতোগতে স্রোতসাং স্বকর্ম্মগুণহানিঃ। ধমনীস্থে সফেনং রক্তমীরয়ন্ননিলঃ সশব্দো নির্গচ্ছত্যঙ্গমর্দ্দঃ পিপাসা হৃল্লাসশ্চ। অস্থিগতে বিবিধবেদনাপ্রাদুর্ভাবঃ শোফশ্চ। অস্থিবিবরগতেঽস্থিপূর্ণতাস্থিতোদঃ সংহর্ষো বলবাংশ্চ। সন্ধিগতেঽস্থিবচ্চেষ্টোপরমশ্চ। কোষ্ঠগতে আটোপানাহৌ মূত্রপুরীষাহারদর্শনঞ্চ-ব্রণমুখাৎ মর্ম্মগতে মর্ম্মবিদ্ধবচ্চেষ্টতে সূক্ষ্মগতিষু শল্যেষ্বেতান্যেব লক্ষণান্যস্পষ্টানি ভবন্তি। মহান্তি হ্রস্বানি বা শুদ্ধদেহানুলোমসন্নিবিষ্টানি রোহন্তি বিশেষতঃ কণ্ঠস্রোতঃশিরাত্বক্‌পেশ্যস্থিবিবরেষু দোষপ্রকোপব্যায়ামাভিঘাতেভ্যঃ প্রচলিতানি পুনর্বাধন্তে।

শল বা শ্বল্য ধাতুর অর্থ শীঘ্র গমন করা। উহাদের অন্যতরের কৃৎপ্রত্যয় সাধিত রূপ শল্য। শল্য দুইপ্রকার শারীরিক ও আগন্তুক। রোম ও নখ প্রভৃতি দ্রব্য দৈহিক ধাতু সমস্ত, অন্ন, মল প্রভৃতি এবং দূষিত দোষ ইহারা শারীরিক শল্য। শারীরিক শল্য ভিন্ন দুঃখোৎপাদক অন্যান্য পদার্থের

নাম আগন্তুক শল্য। আগন্তুক শল্য সমস্ত লৌহ, বংশ, তৃণ, শৃঙ্গ ও অস্থি প্রভৃতি দ্বারা উৎপন্ন। লৌহময় শল্যের মধ্যে শরই প্রধান। শরসমস্ত সূক্ষ্মমুখ, দূর হইতে নিক্ষেপণযোগ্য, দুর্নিবার্য্য ও প্রাণনাশক। শর দুইপ্রকার, এক বর্ণবিশিষ্ট, অপর শ্লক্ষ্ণ। শরসকলের আকৃতি বিবিধ বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফলের ন্যায় অথবা ব্যাল, মৃগ ও পক্ষীর মুখের ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। মহৎ ও সূক্ষ্ম সমুদায় শল্যের গতি পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে, যথা ঊর্দ্ধ, অধঃ, অর্ব্বাচীন, তির্য্যক্ ও ঋজু। শল্য সমস্ত বেগের হ্রাস বা প্রতিঘাত প্রযুক্ত ত্বক্ প্রভৃতি ব্রণ বস্তুতে সংবিদ্ধ হইয়া থাকে। ধমনী, স্রোতঃ সমস্ত, অস্থিবিবর ও পেশী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শরীর প্রদেশে সংবিদ্ধ হইয়া থাকিলে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণন করিতেছি। ঐ লক্ষণ দুই প্রকার, সামান্য ও বৈশেষিক। পিড়কা, শোথ ও বেদনাবিশিষ্ট, মুহুর্মুহুঃ শোণিতস্রাবী, শ্যাববর্ণ, বুদ্বুদের ন্যায় উন্নত ও কোমল মাংসবিশিষ্ট ব্রণকে সশল্য বলিয়া জানিবে। ইহাই সশল্য ব্রণের চিহ্ন। অতঃপর উহার বিশেষ লক্ষণ লিখিত হইতেছে। শল্য ত্বগ্গত হইলে বিবর্ণ, আয়ত ও কঠিন শোথ উৎপন্ন হয়। শল্য মাংসগত হইলে শোথের অভিবৃদ্ধি, পীড়নসহিষ্ণুতা, চোষ ও পাক; পেশীগত হইতে চোষ ও শোথ বর্জ্জিত ঐ সকল লক্ষণ; শিরাগত হইলে শিরাধ্মান, শিরাশূল ও শিরাশোথ; স্নায়ুগত হইলে স্নায়ু সমস্তের উৎক্ষেপণ, শোথ ও তীব্র বেদনা এবং স্রোতোগত হইলে স্রোতের আত্মক্রিয়ার গুণহানি হয়। ধমনীস্থিত হইলে বায়ু ফেন সহিত রক্ত উদ্গীরণ করিয়া শব্দের সহিত নির্গত হয় এবং অঙ্গমর্দ্দ, পিপাসা ও হৃল্লাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। অস্থিগত হইলে বিবিধ বেদনার প্রাদুর্ভাব ও শোথ, অস্থিবিবরগত হইলে অস্থির পূর্ণতা, উহাতে সূচীবেধবৎ বেদনা ও প্রবল যাতনা, সন্ধিগত হইলে অস্থিগত শল্যের সমস্ত লক্ষণ অধিকন্তু চেষ্টার বিরতি, কোষ্ঠগত হইলে আটোপ, আনাহ ও ক্ষতের মুখ হইতে মূত্র ও পুরীষ নির্গম এবং মর্ম্মগত হইলে মর্ম্মবেধের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শল্যদিগের গতি সূক্ষ্ম হইলে উল্লিখিত লক্ষণ সমস্ত অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। শুদ্ধদেহ ব্যক্তির শরীরে স্থূল বা সূক্ষ্ম শল্য অনুলোমভাবে সন্নিবিষ্ট থাকিলে প্রবেশ পথ সংরূঢ় হইয়া যায়। কণ্ঠস্রোতঃ, শিরা ত্বক্, পেশী ও অস্থিবিবরে শল্য বদ্ধ থাকিলে ক্ষতস্থান পূর্ণ হইবার পরও দোষের প্রকোপ, ব্যায়াম ও অভিঘাত দ্বারা প্রচলিত হইয়া পুনর্ব্বার পীড়ানাশক হইয়া থাকে।

তত্র ত্বক্প্রনষ্টে স্নিগ্ধস্বিন্নায়াং মৃন্ময়যবগোধূম-গোময়মৃদিতায়াং ত্বচি যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানীয়াৎ স্ত্যানঘৃতমৃচ্চন্দন কল্কৈর্ব্বা প্রদিগ্ধায়াং শল্যোষ্মণাশু বিসরতি ঘৃত মুপশুষ্যতি বা লেপো যত্র তত্র শল্যং বিজানীয়াৎ। মাংসপ্রনষ্টে স্নেহস্বেদাদিভিঃ ক্রিয়াবিশেষৈরবিকর্ষিতমাতুরমুপপাদয়েৎ। কর্শিতস্য তু শিথিলভূতমনবকং ক্ষুভ্যমাণং যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র চ শল্যং বিজানীয়াৎ। কোষ্ঠাস্থিসন্ধিপেশীবিবরেষু বস্থিতমেবং পরীক্ষেত। শিরাধমনীস্রোতঃস্নায়ুপ্রনষ্টে খণ্ডচক্রসংযুক্তে রথে ব্যাশ্রিতমারোপ্যাশু বিষমেষ্বধ্বনি যায়াদ্যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানীয়াৎ। অস্থিপ্রনষ্টে স্নেহস্বেদোপপন্নান্যস্থীনি বন্ধনপীড়নাভ্যাং ভৃশমুপচরেদ্যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানীয়াৎ। সন্ধিপ্রনষ্টে স্নেহ-

স্নেহোপপন্নান্ সর্ব্বান্ প্রসারণাকুঞ্চনবন্ধনপীড়নৈর্ম্ম্ শনৈরুপচরেদ্যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যমিতি জানীয়াৎ। মর্ম্মপ্রনষ্টে ত্বনন্তভাবান্মর্ম্ম-পরীক্ষণং ভবতি। সামান্যলক্ষণমপি চ হস্তিস্কন্ধাশ্বপৃষ্ঠপর্ব্বতদ্রুমারোহণধনুর্ব্যায়ামদ্রুতযান-নিযুদ্ধাধ্বগমনলঙ্ঘনপ্রতরণপ্লবনব্যায়ামৈর্জৃম্ভোদ্গার কাসক্ষবথুষ্ঠীবন হসন প্রাণায়ামৈর্বাতমূত্রপুরীষ-শুক্রোৎসর্গৈর্বা যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানিয়াৎ।

ত্বকের মধ্যে শল্য অলক্ষিতভাবে থাকিলে ত্বকে স্নেহস্বেদ প্রদান এবং মৃত্তিকা, মাষ-কলাই, যব, গোধূম ও গোময় মর্দ্দন করিলে যে স্থলে শোথ বা বেদনা অনুভূত হইবে সেই স্থানে শল্যের অবস্থিতি নিশ্চয় করিবে। অথবা গাঢ় ঘৃত, মৃত্তিকা ও চন্দন পেষণ করিয়া লেপন করিলে যেস্থানে ঘৃত দ্রবীভূত [শল্যোষ্মা দ্বারা ঘৃত দ্রবীভূত হয়] ও প্রলেপ শুষ্ক হয়, সেইস্থানে শল্য আছে জানিবে। মাংস মধ্যে শল্য অনুদ্দিষ্ট হইলে উপযুক্ত মত স্নেহস্বেদ প্রদান করিবে। তদ্দ্বারা শল্য শিথিলভূত, অনববদ্ধ ও ক্ষোভপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে যে স্থানে শোথ বা বেদনা অনুভূত হইবে, সেই স্থানে শল্যের স্থিতি জানিবে। কোষ্ঠ, অস্থি, সন্ধি, পেশী ও অস্থিবিবর মধ্যে এইরূপেই পরীক্ষা করিবে। শিরা, ধমনী, স্রোতঃসমস্ত ও স্নায়ুমধ্যে শল্য অনুদ্দিষ্ট হইলে রোগীকে ভগ্নচক্রযুক্ত যানে আরোহণ করাইয়া উচ্চাবচ পথে ভ্রমণ করাইবে। এইরূপ করিলে রোগী, শরীরের যেস্থানে বেদনা অনুভব করিবে, সেইস্থানে শল্য আছে জানিবে। অস্থিমধ্যে অনুদ্দিষ্ট হইলে স্নেহস্বেদ প্রদানানন্তর দৃঢ়রূপে বন্ধন ও পীড়ন করিবে। এইরূপ করিলে যেখানে বেদনা অনুভূত হইবে, সেইস্থানেই শল্য আছে জানিবে। সন্ধিমধ্যে অলক্ষিতভাবে থাকিলে ঐ স্থানে স্নেহ প্রয়োগ ও স্বেদ প্রদানানন্তর প্রসারণ, আকুঞ্চন, বন্ধন ও পীড়ন করিলে যে স্থানে শোথ বা বেদনা অনুভূত হইবে, সেইস্থানে শল্য আছে জানিবে। মর্ম্মস্থানে নিহিত থাকিলে উল্লিখিত পরীক্ষা সমস্ত দ্বারাই নিরূপিত হইতে পারে। মর্ম্ম-প্রনষ্ট শল্যের অপর পরীক্ষা এই, হস্তিস্কন্ধে, অশ্ব-পৃষ্ঠে, পর্ব্বতে বা বৃক্ষে আরোহণ, ধনুর্ব্যায়াম, দ্রুতগমন, পরস্পর যুদ্ধানুকরণ, পথপর্য্যটন, উল্লঙ্ঘন, প্রতরণ, সন্তরণ ও ব্যায়াম দ্বারা অথবা জৃম্ভা (হাই), উদ্গার, কাসি, হাঁচি, নিষ্ঠীবনক্রিয়া, হাস্য ও প্রাণায়াম দ্বারা কিংবা বায়ু, মূত্র, মল ও শুক্রনিঃসরণকালে যে স্থানে বেদনা অনুভূত হয়, সেই স্থানে শল্যের অবস্থিতি স্থির করিবে।

যস্মিংস্তোদাদয়ো দেশে সুপ্ততা গুরুতাপি চ।
ঘট্ট্যতে বহুশো যত্র স্রূয়তে তুদ্যতেঽপি চ॥
আতুরশ্চাপি যং দেশমভীক্ষ্ণং পরিরক্ষিতঃ।
সংবাহ্যমানো বহুশস্তত্র শল্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥
অল্পবাধমশূনঞ্চ নীরুজং নিরুপদ্রবম্।
প্রসন্নং মৃদুপর্য্যন্তং নিরাঘট্টমনুন্নতম্॥
এষণ্যা সর্ব্বতো দৃষ্ট্বা যথামার্গং চিকিৎসকঃ।
প্রসারাকুঞ্চনাম্লানং নিঃশল্যমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
অস্থ্যাত্মকং ভজ্যতে তু শল্যমন্তশ্চ শীর্য্যতে।
প্রায়ো নির্ভুজ্যতে শার্ঙ্গমায়সঞ্চেতি নিশ্চয়ঃ॥
বার্ক্ষবৈণবতার্ণানি নির্হ্রিয়ন্তে তু নো যদি।
পচন্তি রক্তং মাসঞ্চ ক্ষিপ্রমেতানি দেহিনাম্॥
কানকং রাজতং তাম্রং রৈতিকং ত্রপুসীসজম্।
চিরস্থানাদ্বিলীয়ন্তে পিত্ততেজপ্রতাপনাৎ॥
স্বভাবশীতা মৃদবো যে চান্যেঽপীদৃশামতাঃ।
দ্রবীভূতাঃ শরীরেঽস্মিন্নেকত্বং যান্তি ধাতুভিঃ॥
বিষাণদন্তকেশাস্থিবেণুদারুপলানি তু।
শল্যানি ন বিশীর্য্যন্তে শরীরে মৃণ্ময়ানি চ॥
দ্বিবিধং পঞ্চগতিকং ত্বগাদিব্রণবস্তু।
যো বেত্ত্যধিষ্ঠিতং শল্যং স রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি॥

যে স্থানে তোদাদি বেদনা, স্পর্শশক্তির অল্পতা, যে স্থান হইতে পূয়াদি নির্গত হয়

এবং রোগী সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক যে স্থান রক্ষা করে, সেই স্থানে শল্য আছে জানিবে। পীড়িত স্থান বেদনা, শোথ, উপদ্রব ও উচ্চতারহিত, প্রসন্নতা ও উচ্চতারহিত হইলে এবং উহার চতুষ্পার্শ্ব মৃদু হইলে এষণী দ্বারা শোথস্থানে পরীক্ষা করিয়া ব্রণের নিঃশল্যতা নিরূপণ করিবে। অস্থিশল্য দেহ মধ্যে নিহিত থাকিলে কিছুদিন পরে উহা ভগ্ন ও বিশীর্ণ হইয়া যায়। শৃঙ্গনির্ম্মিত ও লৌহময় শল্য শরীরের মধ্যে নির্ভূগ্নভাবে অবস্থিতি করে। বৃক্ষ, বংশ বা তৃণনির্ম্মিত শল্য, যদি নির্হৃত না হয়, তাহা হইলে শীঘ্র রক্ত ও মাংসকে পচাইয়া ফেলে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, বঙ্গ ও সীসনির্ম্মিত শল্য দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থিত থাকিলে পিত্ততেজে উহারা বিলীন হইয়া যায়। স্বভাবতঃ শীতল ও মৃদু দ্রব্যময় শল্য কিছুদিন পরে দ্রবীভূত হইয়া দেহোপাদানের সহিত মিলিত হইয়া যায়। শৃঙ্গ, দন্ত, কেশ, অস্থি, বংশ, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকাজাত শল্য কদাচ বিশীর্ণ হয় না। সকর্ণ ও অকর্ণ এই দুইপ্রকার শল্য উহাদের পাঁচপ্রকার গতি ও ত্বক্ প্রভৃতি ব্রণ বস্তু সকলে উহাদের অনস্থির লক্ষণ এই সকল যিনি সুন্দররূপে অবগত, তিনি রাজার শল্যচিকিৎসক পদস্থ হইবার যোগ্য।

শল্যং দ্বিবিধমববদ্ধমনববদ্ধঞ্চ। তত্র সমাসেনাববদ্ধশল্যোদ্ধরণার্থং পঞ্চদশহেতূন্ বক্ষ্যামঃ। তদ্যথা, স্বভাবঃ পাচনং ভেদনং দারণং পীড়নং প্রমার্জ্জনং নির্ধ্মাপনং বমনং বিরেচনং প্রক্ষালনং প্রতিমর্ষঃপ্রবাহণমাচূষণময়স্কান্তো হর্ষশ্চেতি। তত্রাশ্রুক্ষবথূদ্গারকাসমূত্রপুরীষানিলৈঃ স্বভাববল-প্রবৃত্তৈর্নয়নাদিভ্যঃ পততি। সাবর্ণাচং শল্যমতিবহমানং পাচয়িত্বা প্রকোপাত্তস্ত পূয়শোণিতবেগাদ্গৌরবাদ্বা পততি পক্বমভিহমানং ভেদয়েদ্দারয়েদ্বা ভিন্নমনিরস্যমানং পীড়নীয়ৈঃ পীড়য়েৎ পানিভির্বা। অণুক্ষিশল্যানি পরিষেচনাধ্মাপনৈর্বালবস্ত্রপাণিভিঃ প্রমার্জ্জয়েৎ। আহারশেষশ্লেষ্ম-হীণাণুশল্যানি শ্বসনোৎকাসনপ্রধমনৈর্নির্দ্ধমেৎ। অন্নশল্যানি বমনাঙ্গুলিপ্রতিমর্ষপ্রভৃতিভির্বিরেচনৈঃ পক্বাশয়গতানি। ব্রণদোষাশ্রয়গতানি প্রক্ষালনৈঃ। বাতমূত্রপুরীষগর্ভসঙ্গেষু প্রবাহণমুক্তম্। মারুতোদকসবিষস্তন্যরুধিরদুষ্টস্তন্যেষ্বাচূষণমাস্যেন বিষাণৈর্বা। অনুলোমমববদ্ধমকর্ণমনল্পব্রণমুখময়স্কান্তেন। হৃদয়বস্থিতমনেককারণোৎপন্নং শোকশল্যাং হর্ষেণেতি। সর্ব্বশল্যানান্তু মহতামণূনাং বা দ্বাবেবাহরণহেতু ভবতঃ প্রতিলোমোঽনুলোমশ্চ। তত্র প্রতিলোমমর্বাচীনমানয়েদনুলোমং পরাচীনমুত্তুণ্ডিতং ছিত্বা নির্ঘাতয়েচ্ছেদনীয়মুখান্যপি কুক্ষিবক্ষঃ কক্ষাবঙ্ক্ষণপর্শুকান্তরপতিতানি চ হস্তশক্যং যথামার্গং হস্তেনৈবাপহর্ত্তুং প্রযতেত।

অমুত্তুণ্ডিতশল্যানি চ্ছেদনীয়মুখানি চ।
অনির্ঘাতানি জানীয়াদ্ভূয়শ্চেদানুবন্ধতঃ।

হস্তেনাপহর্ত্তুমশক্যং বিবৃত্য শস্ত্রেণ যন্ত্রেণ বাপহরেৎ।

শীতলেন জলেনৈবং মূর্চ্ছন্তমবসেচয়েৎ।
সংরক্ষ্যস্তু মর্ম্মাণি মুহুরাশ্বাসয়েচ্চ তম্।

শল্য দ্বিবিধ, অববদ্ধ ও অনববদ্ধ। অববদ্ধ শল্যের উদ্ধার ১৫ প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্বভাব, পাচন, ভেদন, দারণ, পীড়ন, প্রমার্জ্জন, নির্ধ্মাপন, বমন, বিরেচন, প্রক্ষালন, প্রতিমর্ষ, প্রবাহণ, আচূষণ, চুম্বক প্রস্তর ও হর্ষ এই ১৫টী শল্যোদ্ধারের উপায়। অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার, কাসি, মূত্র, মল ও বায়ু এই সমস্ত স্বভাবপ্রবৃত্ত কারণে দেহ হইতে শল্য নির্গত হইয়া যায়। শল্য গাঢ়রূপে প্রবিষ্ট থাকাতে স্বভাববলে নির্গত হইতে না পারিলে পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পাক উপস্থিত হইলে পূয় ও রক্তের বেগে শল্য নির্গত হইয়া যায়। পক্ক শোথ স্বয়ং না ফাটিলে ভেদন বা দারণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। বিদীর্ণ শোথ হইতে শল্য স্বয়ং নির্গত না হইলে পীড়নীয় বস্তু বা হস্ত দ্বারা পীড়ন করিয়া বাহির করিবে। চক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র শল্য প্রবিষ্ট হইলে উহাতে জলসেচন অথবা কেশ, বস্ত্র ও হস্ত প্রভৃতি দ্বারা তাহা বাহির করিবে। আহারীয় দ্রব্যের কিয়দংশ শ্বাস-নালীতে সংলগ্ন হইলে শ্বাস ও উৎকাস দ্বারা তাহা নির্গত হয়। কণ্ঠলগ্ন অন্নশল্য বমন দ্বারা বা কণ্ঠে অঙ্গুলি প্রবেশন দ্বারা নিঃ-সারিত করিবে। পক্কাশয়গত শল্য বিরেচন দ্বারা নিঃসার্য্য। ক্ষতদোষস্থিত শল্য, প্রক্ষালন দ্বারা নির্হরণীয়। বায়ু, মূত্র, পুরীষ ও গর্ভস্থ সন্তান নিঃসৃত না হইলে বেগ প্রদান কর্ত্তব্য। সঞ্চিত বায়ু ও জল, বিষ-দুষ্ট রক্ত এবং বিকৃত স্তন্য, মুখ বা শৃঙ্গ দ্বারা চুষিয়া লইবে। শল্য অনুলোমভাবে প্রবিষ্ট, অনববদ্ধ ও কর্ণশূন্য হইলে এবং ব্রণের মুখ প্রশস্ত হইলে চুম্বক প্রস্তর দ্বারা তাহা আকর্ষণ করিয়া লইবে। বিবিধ কর্ণোৎপন্ন হৃদয়াবস্থিত শোকশল্য হর্ষ দ্বারা বারণীয়। মহৎ বা সূক্ষ্ম সমুদায় শল্যের আহরণ, প্রতিলোম ও অনুলোম এই দুই প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শল্য অধোমুখে প্রবিষ্ট হইলে প্রতিলোমভাবে ও ঊর্দ্ধমুখে প্রবিষ্ট হইলে অনুলোমভাবে আকর্ষণীয়। শল্য উত্তুণ্ডিত হইয়া থাকিলে শল্যাবরক ত্বক্ ছেদ করিয়া শল্য নিঃসারণ করিতে হইবে। হস্ত দ্বারা অপহরণ করা অশক্য হইলে বিবেচনা-মত শস্ত্র বা যন্ত্র দ্বারা তৎকার্য্য সম্পাদন করিবে। শল্যোদ্ধারকালে রোগীর মূর্চ্ছা হইলে উহার মুখে ও গাত্রে শীতল জল সেচন ও তালবৃন্ত বীজনাদি ক্রিয়া দ্বারা তাহাকে সুস্থ করিবে

ততঃ শল্যমুদ্ধৃত্য নির্লোহিতং ব্রণং কৃত্বা স্বেদার্হমগ্নিঘৃতপ্রভৃতিভিঃ সংস্বেদ্য বিদহ্য প্রদিহ্য সর্পির্মধুভ্যাং বদ্ধাচারিকমুপদিশেৎ। শিরাস্নায়ু-বিলগ্নং শলাকাদিভির্বিমোচ্যাপনয়েৎ শ্বয়থুগ্রস্ত-বারঙ্গং সমবপীড্য শ্বয়থুং দুর্বলবারঙ্গং কুশাদি-ভির্বদ্ধা হৃদয়মভিতো বর্ত্তমানং শল্যং শীত-জলাদিভিরুদ্বেজিতস্যাপহরেদ্ যথামার্গং দুরুপহর-মন্যতোঽপবাধ্যমানং পাটয়িত্বোদ্ধরেৎ। অস্থি-বিবরপ্রবিষ্টমস্থিবিদষ্টং বাবগৃহ্য পাদাভ্যাং যন্ত্রে-ণাপহরেদশক্যমেবং বা বলবদ্ভিঃ সুপরিগৃহীতস্য যন্ত্রেণ গ্রাহয়িত্বা শল্যবারঙ্গং প্রবিভজ্য ধনুর্গুণৈ-র্বদ্ধৈকতশ্চাস্য পঞ্চাঙ্গ্যামুপসংযতস্যাশ্বস্য কটকে বা বদ্ধীয়াদথৈনং কশয়া তাড়য়েদ্ যথোন্নময়ন্ শিরোবেগেন শল্যমুদ্ধরতি। দৃঢ়াং বা বৃক্ষশাখা-মবনম্য তস্যাং পূর্ব্ববদ্বদ্ধোদ্ধরেৎ। অস্থিদেশো-ত্তুণ্ডিতমষ্ঠীলাশ্মমুদ্গরাণামন্যতমস্য প্রহারেণ বিচাল্য যথামার্গমেব যন্ত্রেণ বিমৃদিতকর্ণানি কর্ণবন্ত্যনাবাধকরদেশোত্তুণ্ডিতানি পুরস্তাদেব জাতুষে কণ্ঠাসক্তে কণ্ঠে নাড়ীং প্রবেশ্যাগ্নিতপ্তাং শলাকাং তথাবগৃহ্য শীতাভিরদ্ভিঃ পরিষিচ্য স্থিরীভূতমুদ্ধরেৎ। অজাতুষং জতুমধূচ্ছিষ্টলিপ্তয়া শলাকয়া পূর্ব্বকল্পনেত্যেকে। অস্থিশল্যমন্যদ্বা তীর্য্যক্কণ্ঠাসক্তমবেক্ষ্য কেশোণ্ডুকং দৃঢ়ৈকসূত্র-বদ্ধং দ্রবভক্তোপহিতং পায়য়েদাকণ্ঠাচ্চ পূর্ণকোষ্ঠং বাময়েৎ। বমতশ্চ শল্যৈকদেশসক্তং জ্ঞাত্বা সূত্রং সহসা ক্ষিপেৎ। মৃদুনা বা দন্তধাবন-কূর্চ্চকেনাপহরেৎ প্রণুদেদ্বান্তঃক্ষতকণ্ঠায় চ মধু সর্পিষী লেঢ়ুং প্রযচ্ছেত্ত্রিফলাচূর্ণং বা মধুশর্করা মিশ্রম্। উদকপূর্ণমবাক্শিরসমপীড়য়েন্নীয়াদ্বো-ময়েদ্বাভস্মরাশৌ বা নিখনেদামুখাৎ। গ্রাসশল্যে তু কণ্ঠাসক্তে নিঃশঙ্কমনববুদ্ধ্য স্কন্ধে মুষ্টিনাভিহন্যাৎ স্নেহং মদ্যং পানীয়ং বা পায়য়েৎ। বাহুরজ্জু লতাপাশৈশল্যে তু কণ্ঠপীড়নাদ্বায়ুঃ প্রকুপিতঃ শ্লেষ্মাণং কোপয়িত্বা স্রোতো নিরুণদ্ধি লালা-স্রাবং ফেনাগমনং সংজ্ঞানাশঞ্চাপাদয়তি। তম-

ত্যজ্য সংস্বেত্ত শিরোবিরেচনং তস্মৈ তীক্ষ্ণ-
দন্তান্রসঞ্চ বাতঘ্নং বিদধ্যাদিতি।

শল্য উদ্ধার পূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে রক্তস্রাব নিবারণ করিয়া অগ্নি ও ঘৃতাদি দ্বারা স্বেদপ্রদান, দাহ, ঘৃত ও মধুলেপন এবং নিয়মিতরূপ বন্ধন করতঃ রোগীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। শিরা ও স্নায়ুতে সংলগ্ন শল্য শলাকা প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মোচন করিবে। এইরূপ যথা-সম্ভব নানা উপায় দ্বারা শল্য নির্হরণ করিবে। কোন ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে অধিক জল খাইলে উহাকে অধঃশিরাঃ করিয়া অব-পীড়ন করিবে, এইরূপ স্থলে বমনক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ঐ ব্যক্তিকে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ভস্মস্তূপে কিয়ৎক্ষণ পুতিয়া রাখিলে উপকার দর্শে। কণ্ঠদেশে অন্নগ্রাস সংবদ্ধ হইলে অজ্ঞাতসারে উহার স্কন্ধে মুষ্ট্যাঘাত করিবে এবং স্নেহ, মদ্য ও অন্য পানীয় দ্রব্য পান করিতে দিবে। বাহু, রজ্জু ও লতাপাশ প্রভৃতি দ্বারা কণ্ঠ নিপীড়িত হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ হওয়াতে দৈহিক স্রোতঃরোধ হইয়া ফেন-নির্গম ও সংজ্ঞানাশ হয়। এই অবস্থায় অভ্যঙ্গ ও স্বেদক্রিয়া করণান্তর শিরো-বিরেচন অর্থাৎ নস্য প্রদান ও বায়ুনাশক মাংসরসাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

শল্যাকৃতিবিশেষাংশ্চ স্থানান্তবেক্ষ্য বুদ্ধিমান্।
তথা যন্ত্রপৃথক্ত্বঞ্চ সম্যক্ শল্যমথাহরেৎ।
কর্ণবন্তি তু শল্যানি দুঃখাহার্য্যাণি যানি চ।
আহরীত ভিষক্ তস্মাৎ তানি যুক্ত্যা সমাহিতঃ।
এতৈরুপায়ৈঃ শল্যন্তু নৈব নির্ঘাতাতে যদি।
মত্যা নিপুণয়া বৈদ্যো যন্ত্রযোগৈশ্চ নির্হরেৎ।
শোথপাকৌ রুজশ্চোগ্রাঃ কুর্য্যাচ্ছল্যমনির্হৃতম্।
বৈকল্যং মরণঞ্চাপি তস্মাদ্ যত্নাদ্বিনির্হরেৎ।

শল্যের আকৃতিবিশেষ, বিধানস্থান ও যন্ত্রের পৃথক্ত্ব অনুসারে বিবেচনা করিয়া শল্য আহরণ করিবে। কর্ণবিশিষ্ট বা অন্য প্রকার দুঃখাহরণীয় শল্য আত্মযুক্তি অনুসারে বহিষ্কৃত করিবে। পূর্ব্বে শল্য-নির্হরণের যে সমস্ত উপায় লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি না হইলে যন্ত্র প্রয়োগ কর্ত্তব্য। শল্য নির্হৃত না হইলে শোথ, পাক, উগ্রবেদনা, বিকলতা বা মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত করে, অতএব যত্নবান্ হইয়া অবশ্য উহা উদ্ধৃত করিবে।

পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয় নরপতিগণের পরস্পর বাণযুদ্ধের প্রথা ছিল। এই অধ্যায়ে এবং ইহার পূর্ব্বাধ্যায়ে যে যে স্থলে শল্য শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই সেই বাণের ফলাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে জানিবে।

অথ ধাত্বাদিমারণোপযুক্তান্ পুটপ্রকারানাহ।
তত্র মহাপুটম্।

গম্ভীরে বিস্তৃতে কুণ্ডে দ্বিহস্তে চতুরস্রকে।
বনোপলসহস্রেণ পুরিতে পুটনৌষধম্।
কোষ্ঠে রুদ্ধং প্রযত্নেন গোবিষ্ঠোপরি ধারয়েৎ।
বনোপলসহস্রার্দ্ধং কোষ্ঠিকোপরি নিক্ষিপেৎ।
বহ্নিং বিনিক্ষিপেত্তত্র মহাপুটমিতি স্মৃতম্।

সংপ্রতি ধাতু প্রভৃতির মারণোপযুক্ত পুটবিধি লিখিত হইতেছে।

দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতা সকলদিকেই ২ হস্ত প্রমাণ একটী চতুরস্র গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে ১০০০ খানি বিলঘুঁটে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপরিভাগে পুট-নৌষধগর্ভ মূষা স্থাপন করিবে। ঐ মূষা অগ্রে যথাবিধি আচ্ছাদন করিয়া ঘুঁটি-

কাদি দ্বারা লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ মূষার উপরিভাগে আর ৫০০ পাঁচশতখানি বিলঘুঁটে চাপা দিয়া তাহার উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিবে। গর্ত্তস্থ সমুদায় ঘুঁটে ভস্মীভূত ও তাপবিহীন হইলে মূষা তুলিয়া লইবে। এইরূপ পুটকে মহাপুট বলে।

গজপুটম্।

সপাদহস্তমানেন কুণ্ডে নিম্নে তথায়তে।
বনোপলসহস্রেণ পূর্ণে মধ্যে বিধারয়েৎ।
পুটনদ্রব্যসংযুক্তাং কোষ্ঠিকাং মুদ্রিতাং মুখে।
অধোহর্দ্ধানি করণ্ডানি অর্দ্ধান্যুপরি নিঃক্ষিপেৎ।
এতদ্গজপুটং প্রোক্তং খ্যাতং সর্ব্বপুটোত্তমম্।
সাধারণনবাঙ্গুল্যা ত্রিংশদঙ্গুলকো গজঃ।

দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও গভীরতা সকল দিকেই ১।০ হস্ত অর্থাৎ ৩০ অঙ্গুলি প্রমাণ একটী চতুরস্র গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে ৫০০ খানি বিলঘুঁটে রাখিয়া তাহার উপরে পূর্ব্ববৎ ঔষধগর্ভ মূষা স্থাপিত করিবে এবং উহার উপরিভাগে আর ৫০০ খানি বিলঘুঁটে চাপা দিয়া সর্ব্বোপরি অগ্নি প্রদান করিবে। ইহার নাম গজপুট। এই পুট সকল প্রকার পুট হইতে শ্রেষ্ঠ।

অন্যচ্চ। গজপ্রমাণগম্ভীরং শুষিরং ক্রমশস্ততম্।
বিতস্তিদ্বিতয়মুখং ত্রিবিতস্তিতলং তথা।
এবম্ বিধায় যত্নেন বিশিরস্ককরীরবৎ।
তত্র পাদত্রয়ং সম্যক্ পূরয়িত্বা বনোপলৈঃ।
ভৈষজ্যকোষ্ঠকাং তত্র স্থাপয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
বনোপলৈঃ সংবৃণুয়াদেতদ্গজপুটম্ স্মৃতম্।
অত্র পাদোনহস্তদ্বয়প্রমাণো গজঃ।

অপর এক প্রকার গজপুট লিখিত হইতেছে। একগজ অর্থাৎ ১৸০ হস্ত পরিমিত গভীর ও উর্দ্ধভাগে দুই বিতস্তি প্রমাণ মধ্যবিস্তৃতিসম্পন্ন এবং তিন বিতস্তি প্রমাণ তলসম্পন্ন, ছিন্নশীর্ষ করীর সদৃশ অর্থাৎ বাঁশের কোঁড়ের উপরিভাগের কতকটা কাটিয়া ফেলিলে যেরূপ আকৃতি হয়, তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে বিলঘুঁটে নিক্ষেপ করিবে। গর্ত্তের ৩ ভাগ পূর্ণ হইয়া একভাগ অর্থাৎ সিকি অংশ পূর্ণ হইতে অবশিষ্ট থাকিতে তাহার উপরে ঔষধগর্ভ মূষা স্থাপন করিবে। পরে তাহার উপরিভাগে পুনর্ব্বার বিলঘুঁটে দিয়া সমুদায় গর্ত্ত পূরণ করিবে। সর্ব্বোপরি অগ্নি প্রদেয়। এইরূপ গজপুটই এতদ্দেশে প্রচলিত।

বারাহপুটম্।

অরত্নিমাত্রকে কুণ্ডে পুটং বারাহমুচ্যতে।

দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও গভীরতা প্রত্যেক দিকেই এক অরত্নি প্রমাণ বিস্তীর্ণ চতুরস্র গর্ত্তকে বারাহপুট বলে।

কৌক্কুটপুটম্।

ষোড়শাঙ্গুলকে খাতে কস্তচিৎ কৌক্কুটং পুটম্।

পূর্ব্ববৎ ১৬ অঙ্গুলি পরিমিত চতুরস্র খাতকে কৌক্কুটপুট বলা যায়।

কাপোতপুটম্।

যৎপুটং দীয়তে খাতে হ্যষ্টসংখ্যৈর্বনোপলৈঃ।
কাপোতপুটমেতত্তু কথিতং পুটপণ্ডিতৈঃ।
এতদেব লঘুপুটনাম্না খ্যাতম্।

যে খাতে ৮ খানি বিলঘুঁটের দ্বারা পুটপাক সাধিত হয়, তাহাকে কপোতপুট কহে। ইহারই নাম লঘুপুট।

গোবরপুটম্ ।

বৃহদ্ভাণ্ডস্থিতৈর্বস্ত্রৈর্গোবরৈর্দীয়তে পুটম্ ।
তদ্গোবরপুটং প্রোক্তং ভিষগ্ভিঃ সূতভস্মকৃৎ ।
গোষ্ঠান্তর্গোখুরক্ষুণ্ণং শুষ্কচূর্ণিতগোময়ম্ ।
গোবরং তৎ সমাখ্যাতং বরিষ্ঠং রসসাধনে ॥

একটী বৃহৎ ভাণ্ডে ঔষধপূর্ণ যন্ত্র রাখিয়া গোবর দ্বারা পুট প্রদান করাকে গোবরপুট কহে। এই পুটে পারদ ভস্ম করা যায়।

গোষ্ঠমধ্যস্থ গোময় সমস্ত গোরুর খুরের দ্বারা মর্দ্দিত, শুষ্ক ও চূর্ণিত হইলে উহাকে গোবর বলা যায়। এই গোবরপুট রসসাধন বিষয়ে বিশেষ উপযোগী।

ভাণ্ডপুটম্ ।

বৃহদ্ভাণ্ডে তুষৈঃ পূর্ণে মধ্যে মূষাং বিধারয়েৎ ।
বিশ্বাগ্নিং মুদ্রয়েদ্ভাণ্ডং তদ্ভাণ্ডপুটমুচ্যতে ।

একটী বৃহৎ ভাণ্ড তুষপূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে মূষা স্থাপন ও অগ্নি প্রদান করিয়া ভাণ্ড মুদ্রিত করিবে। ইহার নাম ভাণ্ডপুট।

অথ ঔষধপাকার্থং যন্ত্রাণি নিরূপ্যন্তে ।

কবচীযন্ত্রম্ ।

নাতিহ্রস্বাং কাচকূপীং নচাতিমহতীং দৃঢ়াম্ ।
বাসসা কর্দ্দমাক্তেন পরিবৃত্য সমন্ততঃ ।
স লিপ্য মৃন্মৃৎস্নাভিঃ শোষয়েত্তাঞ্চ রশ্মিনা ।
নিধায় ভেষজং তত্র মুখমাচ্ছাদয়েত্ততঃ ।
কঠিনা দৃঢ়য়া বাপি পচেদ্যন্ত্রে বিধানতঃ ।
কবচীযন্ত্রমেতদ্ধি রসাদিপচনে মতম্ ।

একটী মধ্যবিধ সমতল দৃঢ় বোতল কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সমন্তাৎ বেষ্টিত ও কোমল মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে, ইহার অভ্যন্তরে ভেষজ দ্রব্য নিহিত করিয়া বালুকাযন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে স্থাপন করিয়া বিধিপূর্ব্বক পাক করিবে। বোতলের মুখ আবৃত করিবার আবশ্যক হইলে খড়ী দ্বারা করিবে। এইরূপ প্রলিপ্ত বোতলের নাম কবচীযন্ত্র। ইহার দ্বারা পারদাদির পাক-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

বালুকাযন্ত্রম্ ।

ভাণ্ডে বিতস্তিগম্ভীরে মধ্যে নিহিতকূপিকে ।
কূপিকাকণ্ঠপর্য্যন্তং বালুকাভিশ্চ পূরিতে ।
ভেষজং কূপিকাসংস্থং বহ্নিনা যত্র পচ্যতে ।
বালুকাযন্ত্রমেতদ্ধি যন্ত্রং তত্র বুধৈঃ স্মৃতম্ ॥

বিতস্তিপ্রমাণ গভীর একটী ভাণ্ডের মধ্যে ঔষধগর্ভ কূপিকা স্থাপন করিয়া ভাণ্ডে বালুকা নিক্ষেপ করিবে, কূপিকার কণ্ঠপর্য্যন্ত বালুকা পূর্ণ হইলে চুল্লীর উপরিভাগে ভাণ্ড স্থাপন করিয়া নিম্নে অগ্নি প্রদান করিয়া ঔষধ পাক করিবে। ইহার নাম বালুকাযন্ত্র।

দোলাযন্ত্রম্ ।

দ্রবদ্রব্যেণ ভাণ্ডস্থ পূরয়িত্বার্দ্ধমাত্রকম্ ।
সূত্রেণ লম্বয়েৎ কাষ্ঠে বদ্ধা ভেষজপোট্টলীম্ ।
স্বেদয়েচ্চান্তরগতাং দোলাযন্ত্রমিদং স্মৃতম্ ।
পিধায় পচ্যতে যত্র তদ্যন্ত্রং স্বেদনং স্মৃতম্ ॥

দ্রব দ্রব্যের দ্বারা একটী ভাণ্ডের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিয়া ভাণ্ডের মুখে একটী

কাষ্ঠিকা রাখিবে। ঐ কাষ্ঠিকায় সূত্রবদ্ধ ঔষধপোট্টলী লম্বমান থাকিবে। পরে ভাণ্ড চুল্লীর উপরে স্থাপন করিয়া চুল্লী-মধ্যে অগ্নি জ্বালিবে। এইরূপ যন্ত্রকে দোলাযন্ত্র বলে। ভাণ্ডের মুখে ঢাকা দিয়া ঐরূপ ক্রিয়া করিলে তাহাকে স্বেদন যন্ত্র কহা যায়।

বিদ্যাধরযন্ত্রম্।

অধঃস্থাল্যাং রসং ক্ষিপ্ত্বা নিদধ্যাত্তন্মুখোপরি।
স্থালীমূর্দ্ধমুখীং সম্যক্ নিরুদ্ধ্য মৃদুমৃৎসয়া।
ঊর্দ্ধস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা চুল্ল্যামারোপ্য যত্নতঃ।
অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎপ্রহরপঞ্চকম্।
স্বাঙ্গশীতং ততো যত্নাদ্‌গৃহ্ণীয়াদ্রসমুত্তমম্।
বিদ্যাধরাভিধং যন্ত্রমেতত্তজ্জ্ঞৈরুদাহৃতম্।

একটী হাঁড়ীর মধ্যে রস রাখিয়া ঐ হাঁড়ীর মুখে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া আর একটী হাঁড়ী বসাইয়া উভয়ের সন্ধিস্থান মৃদু মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া উহা চুল্লীর উপরে স্থাপন করিবে, উপরের হাঁড়ীতে জল থাকিবে। এইরূপ করিয়া নিম্নে ক্রমাগত ৫ প্রহর জ্বাল দিবে। উপরের হাঁড়ীর জল উষ্ণ হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়া নূতন জল দিবে, এইরূপ মধ্যে মধ্যে জল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া সমুদায় শীতল হইলে উপরিস্থ হাঁড়ীর তলসংলগ্ন রস গ্রহণ করিবে। ইহার নাম বিদ্যাধর যন্ত্র। গ্রন্থান্তরে এই যন্ত্রই পাতাল যন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

ডমরুযন্ত্রম্।

যন্ত্রং ডমরুসংজ্ঞং স্যাৎ তৎস্থাল্যোর্মুদ্রিতে মুখে।

বিদ্যাধর যন্ত্র ও ডমরু যন্ত্র দুই উভয়ই প্রায় একরূপ, বিশেষ এই, প্রথমোক্ত যন্ত্রে উপরিস্থ হাঁড়ী ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে, ইহাতে অধোমুখ থাকিবে, অর্থাৎ উভয় হাঁড়ীর মুখ একত্র করিয়া সন্ধিলেপ দিয়া রসাদির সংস্কার করিতে হয়।

চক্রযন্ত্রম্।

গর্ত্তবাহ্যে ভবেদ্গর্ত্তো মধ্যগর্ত্তে রসং কুরু।
চক্রযন্ত্রমিদং সিদ্ধং বাহ্যে গর্ত্তে বৃহৎ পুটম্।

প্রথমতঃ একটী গোলাকার গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার কিয়দ্দূর অন্তর হইতে ঐ গর্ত্তের পরিবেষ্টকরূপে অর্থাৎ পরিখাকারে আর একটী গর্ত্ত খনন করিবে। মধ্যগর্ত্তে রস ও বাহ্যগর্ত্তে বৃহৎ পুট প্রদেয়। ইহার নাম চক্রযন্ত্র।

ইষ্টকাযন্ত্রম্ ।
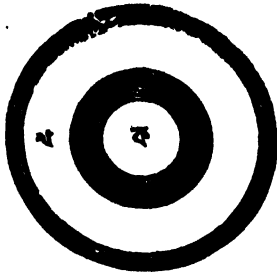
মধ্যে গর্ত্তসমাযুক্তামিষ্টকাং কারয়েদ্বিষক্ ।
গর্ত্তে চৈব সমাস্থায় তস্যাং সূতাদিকং ন্যসেৎ ।
দত্ত্বোপরি শরাবঞ্চ সন্ধিং মৃল্লবণৈর্লিপেৎ ।
তদূর্দ্ধে সিকতাং কিঞ্চিদত্ত্বা দেয়ং পুটং লঘু ।
ইষ্টকাযন্ত্রমেতদ্ধি জারয়েদ্গন্ধকাদিকম্ ।

একখানি ইটের মধ্যাংশে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পারদাদি নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ ইটখানি ভূগর্ভে স্থাপন ও তাহার উপরে শরা ঢাকা দিয়া, শরা ও ইটের সংযোগ স্থান লবণসংযুক্ত মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিয়া উহার উপরে কিঞ্চিৎ বালুকা দিয়া লঘুপুট দিবে। ইহার নাম ইষ্টকাযন্ত্র। এই যন্ত্রে গন্ধকাদির জারণ হইয়া থাকে।

কোষ্ঠিকাযন্ত্রম্ ।

ষোড়শাঙ্গুলবিস্তীর্ণং হস্তমাত্রায়তংসমম্ ।
ধাতুসত্ত্বনিপাতার্থং কোষ্ঠিকং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
বংশখাদিরমাধূকবদরীদারুসম্ভবৈঃ ।
পরিপূর্ণং দৃঢ়াঙ্গারৈরধোবাতেন কোষ্ঠকে ।
মাত্রায়া জালমার্গেণ জ্বালয়েচ্ছ হুতাশনম্ ।

কোষ্ঠিকা যন্ত্র ১৬ অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ ও এক হস্ত আয়তনবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে ধাতু সকলের শ্যামিকা অর্থাৎ মলাদি দূরীকৃত করা যায়। বাঁশ, খদির, মৌল বা কুল-কাঠের অঙ্গার দ্বারা পূর্ণ করিয়া অধোবায়ু দ্বারা অর্থাৎ ভস্ত্রাদি সঞ্চালন দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত করিবে। এই যন্ত্রকে চলিত ভাষায় হাপর বলে।

কচ্ছপযন্ত্রম্ ।

জলপূর্ণপাত্রমধ্যে দত্ত্বা খর্পরন্তু বিস্তীর্ণম্ ।
তদুপরি রসবিত্তিঃ স্থাপ্যঃ সূতো মৃদঃ কুণ্ড্যাম্ ।
লঘুলোহকোটবিকয়া কৃতপটুর্ম্মৃৎসন্ধিলেপমাস্থায় ।
দেয়া তদুপরি সিকতা চৈকাঙ্গুলিপরিমাণাপি ।
তৎখর্পরং পূর্য্যং চাঙ্গারকবনোপলেনপচিতম্ ।
কৃতপটুঃ কার্য্যপটুর্ভিষক্ ।

কোন জলপূর্ণ পাত্রে শরাবাদি ভাসাইয়া তাহার উপরে একখানি বিস্তৃত শরাব বা অন্য কোন পাত্র ভাসাইয়া উহার উপরে একটী মৃণ্ময় মূষার পারদ স্থাপন করিবে। পরে ঐ মূষার উপরে লৌহপাত্র ঢাকা দিয়া মৃত্তিকা দ্বারা সন্ধিলেপ দিবে এবং উহার উপরে এক অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া বালুকা নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ঐ শরায় বিল-ঘুঁটিয়ার দ্বারা পুটপাক সাধন করিবে। ইহার নাম কচ্ছপ যন্ত্র।

বকযন্ত্রম্।

দীর্ঘকণ্ঠকাচকূপ্যাং গিলয়েৎ কাচভাণ্ডকম্।
তির্য্যক্‌কৃত্বা পংচেচ্চুল্ল্যাং বকযন্ত্রমিদং স্মৃতম্॥

দীর্ঘ কণ্ঠবিশিষ্ট একটী কাচকূপীর কণ্ঠাগ্রভাগ অন্য কাচভাণ্ডে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে বকযন্ত্র কহা যায়। আধারভাণ্ড বালুকাপাত্রের উপরে স্থাপিত করিয়া নিম্নে অগ্নি প্রদান করিতে হয়। ইহাতে দ্রব্যের রস বাষ্পাকারে অপর ভাণ্ডে চুয়াইয়া পড়ে। শেষোক্ত ভাণ্ড জলের উপরে বসান থাকে।
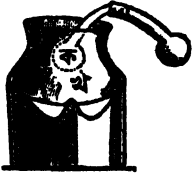
নাড়িকাযন্ত্রম্।

বিনিধায় ঘটে দ্রব্যং কনীয়াংসমধোমুখম্।
ঘটমন্যং মুখে তস্য স্থাপয়িত্বোভয়োর্মুখম্।
মৃদু মৃদ্ভিঃ সমালিপ্য নাড়িকাং বিনিবেশয়েৎ।
যন্ত্রাৎ কুণ্ডলিতাং ভিত্ত্বা জলদ্রোণীং মহত্তমাম্।
আধারভাণ্ডপর্য্যন্তং ততশ্চুল্ল্যাং বিধারয়েৎ।
অধস্তাজ্জ্বালয়েদ্বহ্নিং যাবদ্বাষ্পো বিশেদধঃ।
শুদ্ধীয়াদাধারগতং নির্ম্মলং রসমুত্তমম্।
নাড়িকাযন্ত্রমেতদ্ধি মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।

একটী কলসে ভেষজদ্রব্য রাখিয়া অন্য একটী ক্ষুদ্র কলস উহার মুখে উপুড় করিয়া চাপা দিবে এবং পরস্পর স্পৃষ্ট মুখদ্বয় কোমল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিবে। ঐ যন্ত্র হইতে একটা নল কুণ্ডলিত হইয়া শীতল জলপূর্ণ একটী দ্রোণী ভেদ করিয়া আধারভাণ্ডে উপস্থিত হইবে। যন্ত্র, চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া নিম্নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। ইহাতে কলসস্থ দ্রব্যের বাষ্প নাড়িকা পরিবেষ্টন করিয়াও জলদ্রোণীর নিকট শৈত্যসংযোগে ঘনীভূত হইয়া আধার ভাণ্ডে পতিত হইবে। এই পরিস্রুত সুনির্ম্মল রস গ্রহণীয়। এই যন্ত্র দ্বারা গোলাপ জল, মৌরীর আরক ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার নাম নাড়িকাযন্ত্র।

বারুণীযন্ত্রম্।

উর্দ্ধে তোয়সমাযুক্তং জলদ্রোণীবিবর্জ্জিতম্।
তোয়সংবেষ্টিতাধারমৃজুনাড়ীসমন্বিতম্।
যন্ত্রং তদ্বারুণীসংজ্ঞং সুরাসাধনকর্ম্মণি।
অন্যচ্চ।
বীজদ্রব্যং ঘটে ন্যস্য সংছাদ্যান্যেন তন্মুখম্।
মৃদা মুখং বিলিপ্যাথ নাড়ীং বংশাদিসম্ভবাম্।
যন্ত্রাদাধারগাং কৃত্বা স্রাবয়েদ্বিধিনা রসম্।
বারুণীযন্ত্রমেতদ্ধি সুরাসংসাধনে সুখম্।

উল্লিখিত নাড়িকাযন্ত্র উপরে জল সমাযুক্ত, জলদ্রোণীবিহীন ও সরল নল সংযুক্ত হইলে তাহাকে বারুণী যন্ত্র কহা যায়, এই যন্ত্রের আধারভাণ্ড জলপাত্রের উপর নিবেশিত থাকে। এই যন্ত্র দ্বারা সুরা প্রস্তুত করা যায়।
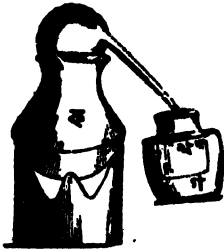
আর একপ্রকার সামান্য বারুণীযন্ত্র আছে। তাহা এই, একটী কলসে সুরার উপাদান সমস্ত রাখিয়া অন্য একটী ক্ষুদ্র কলস উহার মুখের উপর উপুড় করিয়া চাপা দিয়া উভয়ের মুখ মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিতে হয় এবং বংশ প্রভৃতির নল সংযোগ করিয়া ও আধার ভাণ্ড কোন জলপাত্রে স্থাপন করিয়া মদ্য চোয়াইয়া লইতে হয়।

পাতালযন্ত্রম্ ।

ভাণ্ডস্য তলতো রন্ধ্রং সংবিধায় সুবর্ত্তুলম্ ।
তদধো মৃণ্ময়ং বাপি দার্ব্বং কাচনির্ম্মিতম্ ।
ধৃত্বা পাত্রন্তু তদ্ভাণ্ডং ভেষজৈ পরিপূরয়েৎ ।
সমাচ্ছাদ্য ততো ভাণ্ডং সংলিপ্য চ মৃদাদিভিঃ ।
ভূগর্ত্তে তৎ সমাধায় চোর্দ্ধমাকীর্য্য বহ্নিভিঃ ।
রসং বিস্রাবয়েদেতদ্‌যন্ত্রং পাতালনামকম্ ।

একটী ভাণ্ডের তলায় ছিদ্র করিয়া উহা ভূগর্ত্তে ঊর্দ্ধমুখে রাখিবে, উহার নিম্নে মৃত্তিকা, প্রস্তর বা কাচনির্ম্মিত একটী পাত্র বসান থাকিবে। ভাণ্ডমধ্যে ঔষধ দ্রব্য রাখিয়া উহাতে শরা ঢাকা দিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা লেপন করিয়া ঊর্দ্ধদেশ অগ্নিযোগ করিবে। অগ্নিসন্তাপে ভাণ্ডস্থ দ্রব্যের রস প্রস্রুত হইয়া ছিদ্র দ্বারা নিম্নপাত্রে পতিত হইবে। এই প্রণালীতে বাসক ও কণ্টকারী প্রভৃতির রস গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার নাম পাতাল যন্ত্র।

ভূধরযন্ত্রম্ ।

যন্ত্রং ডমরুবত্বাথ তুল্যং বিম্বাধরেণ বা।
ভূগর্ত্তে তৎসমাধায় চোর্দ্ধমাকীর্য্য বহ্নিনা।
অধঃস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা সূতকং তত্র পাতয়েৎ।
এতদ্ভূধরযন্ত্রং স্যাৎ সূতসংস্কারকর্ম্মাণি।

ভূধর যন্ত্র, ডমরু বা বিম্বাধর যন্ত্রের ন্যায় হইয়া থাকে। ইহাতে নিম্নস্থালীতে জল থাকে। এই যন্ত্র ভূগর্ত্তে নিহিত করিয়া ঊর্দ্ধে অগ্নি প্রদান করিতে হয়। ইহাতে পারদের অধঃপাতন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়।

তির্য্যক্‌পাতনযন্ত্রম্।

ঘটে রসং বিনিক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্তকম্।
তির্য্যঙ্মুখং দ্বয়োঃ কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ।
রসাধো জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ সূতো জলং বিশেৎ।
তির্য্যক্‌পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ।

দুইটী ঘট তির্য্যগ্‌ভাবে স্থাপিত ও উভয়ের মুখ একত্রিত করিলে তাহাকে তির্য্যক্‌পাতন যন্ত্র বলা যায়। একটী ঘটে পারদ ও অপর ঘটে জল থাকে। উভয়ের মুখের সন্ধি উত্তমরূপে লেপন করিয়া পারদাধার ঘটের নিম্নে জ্বাল দিতে হয়। অগ্নি সন্তাপে পারদ দ্বিতীয় ঘটে জল মধ্যে সঞ্চিত হয়। এই ক্রিয়াকে তির্য্যক্‌পাতন কহে।

জলযন্ত্রম্।

অথবা কারয়েন্মূষাং পাত্রলগ্নামধোমুখীম্।
লোহজামম্লরূপাঞ্চ তন্মূষামুখরোধিনীম্।
দত্ত্বা চান্যাং তয়োঃ সন্ধিং বিলিপ্যায়োহগুগ্‌গাদিভিঃ।
জলপূর্ণং বিনিক্ষিপ্য নিঃসন্দেহং বিপাচয়েৎ।
জলযন্ত্রমিদং খ্যাতং তেনৈব জার্য্যতে রসঃ।

আদিনা চূর্ণাতসীতৈলসর্জ্জরসগুড়াদিকং জ্ঞাতব্যম্।

একটী স্থালীর মধ্যে লৌহনির্ম্মিত দুইটী মূষার মুখ একত্রিত ও লৌহচূর্ণ, রক্ত এবং গুড় ও ধূনা প্রভৃতি দ্বারা লিপ্ত করিয়া স্থালীমধ্যে জল দিয়া পাক করিবে। ইহাকে জলযন্ত্র বলা যায়। নিম্নে ইহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। এইরূপ অপর যন্ত্র সকলের প্রতিকৃতি তন্নিম্নে দেওয়া হইয়াছে।

সারণাযন্ত্রম্।

মূষান্তর্নিহিতা মূষা সরন্ধ্রা সূতশোধিনী।
গম্ভীরা সারণা নাম্না যন্ত্রং তৎ কথ্যতে বুধৈঃ।

একটী মূষার অভ্যন্তরে আর একটী মূষা স্থাপিত করিবে, অভ্যন্তরস্থ মূষায় একটী ছিদ্র থাকিবে। অগ্নিসন্তাপে পারদ ঐ ছিদ্র দিয়া বাহ্য মূষায় পতিত হইবে। উভয় মূষার মুখ একত্র বদ্ধ ও লিপ্ত করিয়া লইবে। এইরূপ যন্ত্রকে সারণাযন্ত্র বলা যায়।

অথ মূষানিরূপণম্।

অন্ধমূষা তু কর্ত্তব্যা গোস্তনাকারসন্নিভা।
সৈব ছিদ্রান্বিতা মধ্যে গম্ভীরা সারণোচিতা।
দ্বৌ ভাগৌ তুষদগ্ধস্য একা বল্মীকমৃত্তিকা।
লৌহকিট্টস্য ভাগৈকং শ্বেতপাষাণিকম্।
নরকেশসমং কিঞ্চিচ্ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
যামদ্বয়ং দৃঢ়ং মর্দ্দ্যং তেন মূষাং সুসম্পুটাম্।
শোষয়িত্বা রসং ক্ষিপ্ত্বা তৎকৈঃ সংনিরোধয়েৎ।
বজ্রমূষা সমাখ্যাতা সম্যক্ পারদসাধিকা।

গোস্তনাকৃতি বদ্ধমুখ মূষাকে অন্ধমূষা কহা যায়। এই মূষা ছিদ্রবিশিষ্ট হইলে

সারণাযন্ত্রের কার্য্যোপযোগী হয় তুষ-ভস্ম ২ ভাগ, উয়ীমৃত্তিকা ১ ভাগ, মণ্ডুর ১ ভাগ ও শ্বেত প্রস্তর ১ ভাগ এই সমুদায়ের সহিত কিঞ্চিৎ মনুষ্যকেশ মিশ্রিত করিয়া ২ প্রহর উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মূষা নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর উহা শুষ্ক করিয়া লইবে। পূর্ব্বোক্ত উপাদান পদার্থ দ্বারাই ইহার মুখরোধ করা উচিত। এইরূপ মূষাকে বজ্রমূষা বা অন্ধমূষা বলা যায়।

অথ ধাত্বাদীনাং শোধনমারণবিধিঃ।

অথ ধাতবঃ।

স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ রঙ্গং যশদমেব চ।
সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥
বলীপলিতখালিত্যকার্শ্যাবল্যজ্বরাময়ান্।
নিবার্য্য দেহং দধতি নৃণাং তদ্ধাতবো মতাঃ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, দস্তা, সীসা ও লৌহ এই সাতটী ধাতু। পার্ব্বত্য প্রদেশে আকর হইতে ধাতু পাওয়া যায়। ইহারা সেবীত হইলে বলী, পলিত, খালিত্য, কৃশতা, দৌর্ব্বল্য ও জ্বর প্রভৃতি পীড়া নিবারণ করিয়া দেহ ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ইহাদের নাম ধাতু।

স্বর্ণম্।

স্বর্ণং সুবর্ণং কনকং হিরণ্যং হেম হাটকম্।
তপনীয়ঞ্চ গাঙ্গেয়ং কলধৌতঞ্চ কাঞ্চনম্।
চামীকরং শাতকুম্ভং তথা কর্ত্তস্বরঞ্চ তৎ।
জাম্বূনদং জাতরূপং মহারজতমিত্যপি॥
দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিকষে কুঙ্কুমপ্রভম্।
তাম্ররূপ্যোজ্ঝিতং স্নিগ্ধং কোমলং গুরু হেম সৎ।
তচ্ছ্বেতং কঠিনং রুক্ষং বিবর্ণং সমলং দলম্।
দাহেচ্ছেদে সিতং শ্বেতং কষে ত্যাজ্যং লঘু স্ফুটম্॥

বলং সবীর্য্যং হরতে নরাণাং
রোগব্রজান্ পোষয়তীহ কায়ে।
অসৌখ্যকার্য্যে চ সদা সুবর্ণ-
মশুদ্ধমেতন্মরণঞ্চ কুর্য্যাৎ॥
সৌখ্যং বীর্য্যং বলং হন্তি নানারোগং করোতি চ।
অশুদ্ধমমৃতং স্বর্ণং তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ॥

সমুদায় ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ শ্রেষ্ঠ। সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বূনদ, জাতরূপ ও মহারজত ইত্যাদি শব্দ স্বর্ণের পর্য্যায়। যে স্বর্ণ পোড়াইলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ, রৌপ্য তাম্র বর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, কোমল, গুরু ও যাহার কষ কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণযুক্ত তাহাই উৎকৃষ্ট। শ্বেতবর্ণ, কঠিন, অচিক্কণ, বিবর্ণ, মলযুক্ত স্তরবৎ, দাহ ও ছেদে শ্বেতবর্ণ, লঘু, যাহার কষ শ্বেতবর্ণ ও যাহা আহত হইলে স্ফুটিত হয়, তাদৃশ স্বর্ণ অব্যবহার্য্য। অবিশুদ্ধ ও অজারিত স্বর্ণ সেবন করিলে বলবীর্য্য নাশ, বহুরোগের উৎপত্তি, অত্যন্ত গ্লানি বা মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। অতএব উহা শোধন ও জারণ করিয়া সেবন করা উচিত।

অথ তস্য শোধনবিধিঃ।

পত্তলীকৃতপত্রাণি হেম্নো বহ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেৎ তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে।
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে তু ত্রিধা ত্রিধা।
এবং হেম্নঃ পরেষাঞ্চ ধাতুনাং শোধনং ভবেৎ॥

স্বর্ণ জারণ করিবার পূর্ব্বে শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহার শোধনের নিয়ম এই, স্বর্ণকে পিটিয়া অতি পাতলা পাতলা পাত প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইয়া যথাক্রমে তিনবার করিয়া

তিলতৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থকলায়ের ক্বাথে নিষিক্ত করিবে, এক এক বার পোড়াইবে ও এক একবার দ্রবে নিক্ষেপ করিবে। তাহা হইলেই স্বর্ণ বিশুদ্ধ হইবে। এই নিয়মে রৌপ্যাদি ধাতুরও শোধন হইয়া থাকে।

তস্য মারণবিধিঃ।

শুদ্ধসূতসমং স্বর্ণং খল্বে কৃত্বা তু গোলকম্।
ঊর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা সর্ব্বতুল্যং নিরুধ্য চ।
ত্রিংশদ্বনোপলৈর্দ্দেয়ং পুটান্যেবং চতুর্দ্দশ।
নিরুত্থং জায়তে ভস্ম গন্ধো দেয়ঃ পুনঃ পুনঃ।

উক্তরূপ শোধিত স্বর্ণপত্র কাঁচির দ্বারা কাটিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিবে। পরে ঐ স্বর্ণের সমান পরিমাণ বিশুদ্ধ পারদ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। ঐ পিণ্ড একখানি কটোরিকায় স্থাপন ও পিণ্ডের অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগে পিণ্ড পরিমিত গন্ধক চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া অপর একখানি কটোরিকা ইহার উপর আচ্ছাদন ও উভয়ের মুখ মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া ৩০খানি বিল-ঘুঁটিয়ার পুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া পুনর্ব্বার উহা পারদের সহিত মর্দ্দিত ও গন্ধক ব্যাপ্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ পুটপাক দিবে। ১৪ বার এইরূপ ক্রিয়া করিলে স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইবে। প্রায় ৫।৭ বারেই কার্য্য সিদ্ধি হয়।

এবং মারিতস্য তস্য গুণাঃ।

কষায়তিক্তমধুরং সুবর্ণং গুরু লেখনম্।
হৃদ্যং রসায়নং বল্যং চক্ষুষ্যং কান্তিদং শুচি।
আয়ুর্মেধাবয়ঃস্থৈর্য্যবাগ্বিশুদ্ধিস্মৃতিপ্রদম্।
নিহন্তি ক্ষয়মুন্মাদং বিকারাংশ্চোপদংশিকান্।

অন্যচ্চ।

আয়ুর্মেধা প্রভাধীস্মৃতিকরমখিলব্যাধিবিধ্বংসি পুণ্যং
ভূতাবেশপ্রশান্তিস্মরভবসুখদং সৌখ্যপুষ্টিপ্রকারি।
গাঙ্গেয়ং চাথ রূপ্যং গরহরমজরাকারি মেহাপহারি।
ক্ষীণানাং পুষ্টিকারি স্ফুটমতিকরণং কারণং
বীর্য্যবৃদ্ধেঃ।

অস্য মাত্রা ১ রক্তিকা।

মারিত স্বর্ণ কষায়, তিক্ত, মধুর, গুরু, লেখন, হৃদ্য, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুষ্য, কান্তিপ্রদ বিষঘ্ন ও পবিত্র। ইহা সেবন ক'রলে আয়ু, মেধা, প্রভা, বুদ্ধি ও রতিশক্তি বৃদ্ধি, বয়ঃস্থৈর্য্য, বাক্‌শুদ্ধি ও দেহের পুষ্টি হয় এবং ক্ষয়, উন্মাদ ও উপদংশহেতুক বিবিধ বিকার নাশ হইয়া থাকে। স্বর্ণভস্মের মাত্রা ১ রতি।

রৌপ্যম্।

রূপ্যন্তু রজতং তারং চন্দ্রকান্তি সিতপ্রভম্।
গুরু স্নিগ্ধং মৃদু শ্বেতং দাহচ্ছেদঘনক্ষমম্।
স্বর্ণাদিরহিতং স্বচ্ছং তারং নবগুণং শুভম্।
কৃত্রিমং কঠিনং রূক্ষং রক্তং পীতদলং লঘু।
দাহচ্ছেদঘনৈর্নষ্টং রূপ্যং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্।
আয়ুঃ শুক্রং বলং হন্তি নানা রোগান্ করোতি চ।
অশুদ্ধমমৃতং তারং তস্মাৎ স শোধ্য মারয়েৎ।

রৌপ্যও একটী উৎকৃষ্ট ধাতু। রূপ্য, রজত, তার, চন্দ্রকান্তি ও সিতপ্রভ ইত্যাদি রৌপ্যের পর্য্যায়। যে রৌপ্য গুরু, চিক্কণ, কোমল, শুভ্রবর্ণ, ঘাতসহ, অপর ধাতুর সহিত অমিশ্রিত, স্বচ্ছ এবং যাহা দাহ ও ছেদে বিকৃত হয় না, তাহাই উৎকৃষ্ট। কৃত্রিম, কঠিন, রূক্ষ, রক্তবর্ণ, পীতদলযুক্ত ও লঘু এবং যাহা দাহ, ছেদ ও আঘাতে নষ্ট হয়, তাহা অব্যবহার্য্য।

অবিশোধিত ও অজারিত রৌপ্য সেবন করিলে আয়ুঃ, শুক্র ও বলনাশ এবং নানা রোগের উৎপত্তি হয়। অতএব উহা শোধন ও জারণ করিয়া সেবন করা উচিত।

অথ তস্য শোধনবিধিঃ।

পত্তলীকৃতপত্রাণি তারস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেত্তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে।
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং রজতপত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সম্প্রজায়তে।

স্বর্ণের যেমন সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তৈলাদিতে প্রক্ষেপ করিতে হয়, রৌপ্যেরও শোধন অবিকল সেইরূপ।

তস্য মারণবিধিঃ।

বিধায় পিষ্টিং সূতেন রজতস্যাথ মেলয়েৎ।
তালং গন্ধঃ সমং পশ্চান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
দ্বিত্রিপুটৈর্ভবেদ্ভস্ম যোজ্যমেবং রসাদিষু।

শোধিত ও সূক্ষ্মীকৃত রৌপ্যখণ্ড সমস্ত, তুল্য পরিমাণ পারদের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। রৌপ্যের সমান হরিতাল ও গন্ধক একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। ঐ মর্দ্দিত হরিতাল ও গন্ধক দ্বারা উক্ত পিণ্ড স্বর্ণমারণের বিধি অনুসারে ব্যাপ্ত ও কটোরিকায় স্থাপিত করিয়া অপর কটোরিকা দ্বারা আচ্ছাদন ও লেপন করিয়া পুটপাক দিবে। এই রূপ ক্রিয়া ২।৩ বার করিলেই রৌপ্য ভস্ম হইবে।

রৌপ্যমারণস্যান্যো বিধিঃ।

স্নোকবলিসূতনির্ম্মিতকজ্জলসমমল্লপিষ্টতারদলম্।
সিকতায়া যন্ত্রে বা গজপুটযোগাদ্ভস্ম ভবতি
হঠাগ্নৌ।

২ ভাগ গন্ধক ও ১ ভাগ পারদ এই উভয় একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে ঐ কজ্জলীর সমান পরিমিত রৌপ্য-পত্রে জম্বীরাদির রসের সহিত উহা লিপ্ত করিয়া তীব্র অগ্নিতে বালুকাযন্ত্রে বা গজপুটে পাক করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারাও রৌপ্য ভস্ম হয়।

মারিতস্য তস্য গুণাঃ।

রৌপ্যং শীতং কষায়ঞ্চ স্বাদুপাকরসং সরম্।
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ।
প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ্ধ্রুবম্।
মাত্রা ১ রক্তিকা।

মারিত রৌপ্য শীতল, কষায়, মধুর, সারক, বয়ঃস্থাপক; স্নিগ্ধ, লেখন, বায়ুনাশক, পিত্তপ্রশমক ও প্রমেহাদি বিবিধ রোগ-নাশক। মাত্রা ১ রতি।

তাম্রম্।

তাম্রমৌদুম্বরং শুল্বমুদুম্বরমপি স্মৃতম্।
রবিপ্রিয়ং ম্লেচ্ছমুখং সূর্য্যপর্য্যায়নামকম্।
জবাকুসুমসঙ্কাশং স্নিগ্ধং মৃদু ঘনক্ষমম্।
লৌহনাগোজ্ঝিতং তাম্রং মারণায় প্রশস্যতে।
কৃষ্ণং রূক্ষমতিস্তব্ধং শ্বেতঞ্চাপি ঘনাসহম্।
লোহনাগযুতঞ্চেতি শুল্বং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্।
একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বশুদ্ধেহষ্টৌ ভ্রমো বমিঃ।
বিরেকঃ স্বেদ উৎক্লেদো মূর্চ্ছা দাহোহরুচিস্তথা।

ঔদুম্বর, শুল্ব, উদুম্বর, রবিপ্রিয়, ম্লেচ্ছমুখ ইত্যাদি শব্দ ও সূর্য্যের যাবতীয়

নাম তাম্রের পর্য্যায়। যে তাম্র জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, চিক্কণ, কোমল, আঘাত-সহ ও লৌহ সীসক সংযোগ বর্জ্জিত তাহাই উৎকৃষ্ট। আর যাহা কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণ, রূক্ষ, অতিশয় স্বচ্ছ, লৌহাদি মিশ্রিত ও যাহা আঘাত সহিতে পারে না, তাহা অব্যবহার্য্য। অবিশোধিত তাম্র বিষ অপেক্ষাও অনিষ্টকর। বিষে একদোষ বর্ত্তমান, অবিশোধিত তাম্রে ভ্রম, বমি, বিরেচক, স্বেদ, উৎক্লেদ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি এই আট প্রকার অনিষ্ট-জনকতা দোষ বর্ত্তমান থাকে। অতএব উহা যথাবিধি শোধন ও জারণ করিয়া সেবন করা উচিত।

তস্য শোধনবিধিঃ।

পত্তলীকৃতপত্রাণি তাম্রস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিসিঞ্চেত্তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে॥
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং তাম্রস্য পত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সংপ্রজায়তে॥
গোমূত্রেণ পচেদ্‌যামং তাম্রপত্রং দৃঢ়াগ্নিনা।
তেনৈবাত্র ন সন্দেহো মারণঞ্চাপ্যথোচ্যতে॥

তাম্রপাত্র বারংবার উত্তপ্ত করিয়া স্বর্ণশোধনের বিধি অনুসারে তিল তৈলা-দিতে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ শোধন করিয়া উক্ত পত্রসকল তীব্র অগ্নিতে গোমূত্রে এক প্রহর পাক করিবে। এইরূপ করিলে তাম্র দোষ-রহিত হইবে।

তস্য মারণবিধিঃ।

জম্বীররসসংপিষ্টরসগন্ধকলেপিতম্।
তাম্রপত্রং শরাবস্থং ত্রিপুটৈর্ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥
সূতাভাবে ভিষগ্‌যুক্ত্যা চাত্র হিঙ্গুলমর্পয়েৎ॥

পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া তদ্দারা পূর্ব্বশোধিত তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে। ঐ তাম্রপত্র শরাবপুটে তিনবার পাক করিলেই ভস্ম হইবে। রসগন্ধকের অভাবে লেবুর রসে মর্দ্দিত হিঙ্গুল দ্বারা উক্ত পত্র লিপ্ত করিয়া পুটপাক করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

তাম্রমারণস্যাপরো বিধিঃ।

জম্বীররসপিষ্টেন গন্ধেন দ্বিগুণেন চ।
কণ্টবেধীকৃতং তাম্রদলং লিপ্ত্বা ভিষগ্বরঃ।
সিকতাযন্ত্রযোগেন চতুর্যামেন জারয়েৎ॥

কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিতে পারা যায় এরূপ পাতলা শোধিত তাম্রপত্র বা জরি, গোঁড়ালেবুর রসে পিষ্ট দ্বিগুণ পরিমিত গন্ধক দ্বারা লেপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর কাল পাক করিলে উহা ভস্মী-ভূত হইবে।

অথাস্যামৃতীকরণম্।

অথ সংমারিতং তাম্রমম্লেনৈকেন মর্দ্দয়েৎ॥
তদ্গোলং শূরণস্যান্তঃ রুদ্ধা সর্ব্বত্র লেপয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং সর্ব্বযোগেষু ভবেৎ।
বান্তিং ভ্রান্তিং বিরেকঞ্চ ন করোতি কদাচন॥

তাম্র জারণ করিয়া তাহার অমৃতী-করণ করা আবশ্যক। অমৃতীকরণের নিয়ম এই—উক্তরূপ জারিত তাম্র কোন অম্লরসের সহিত পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে, ঐ পিণ্ড একটী ওলের গর্ত্তদেশে নিহিত করিয়া ওলটী মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া শুকাইয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ অমৃতীকৃত তাম্র সেবন করিলে বমন, ভ্রম ও বিরেক উপস্থিত হয় না। উহা বিবিধ রোগনাশক।

মারিতস্তাম্রস্য গুণাঃ।

তাম্রং কষায়ং মধুরং সতিক্ত-
মম্লঞ্চ পাকে কটু সারকঞ্চ।
পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং
তদ্রোপণং স্যাল্লঘু লেখনঞ্চ।
পাণ্ডূদরার্শোজ্বরকুষ্ঠকাস-
শ্বাসক্ষয়ান্ পীনসমম্লপিত্তম্।
শোথং কৃমিং শূলমপাকরোতি
প্রাহুর্ব্বুধা বৃংহণমল্পমেতৎ॥
মাত্রা ১ রক্তিকা।

জারিত তাম্র কষায়, মধুর, তিক্ত, অম্ল, কটুপাক, সারক, কফপিত্তনাশক, শীতল, রোপক, লঘু, লেখন ও অল্প বৃংহণ, ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু, উদরী, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলরোগ প্রশমিত হয়। মাত্রা ১ রতি।

বঙ্গম্।

বঙ্গং বঙ্গং ত্রপু প্রোক্তং তথা পিচ্চটমিত্যপি।
ক্ষুরকং মিশ্রকঞ্চাপি দ্বিবিধং বঙ্গমুচ্যতে।
উত্তমং খুরকং তত্র মিশ্রকং ত্ববরং মতম্।
বঙ্গং বিধত্তে খলু শুদ্ধিহীন-
মাক্ষেপকম্পৌ চ কিলাসগুল্মৌ।
কুষ্ঠানি শূলং কিল বাতশোথং
পাণ্ডুপ্রমেহঞ্চ ভগন্দরঞ্চ।
বিষোপমং রক্তবিকারবৃন্দং
ক্ষয়ঞ্চ কৃচ্ছ্রাণি কফজ্বরঞ্চ।
মেহাশ্মরীবিদ্রধিমূত্ররোগান্
নাগোঽপি কুর্য্যাৎ কথিতান্ বিকারান্॥

বঙ্গ, রঙ্গ, ত্রপু ও পিচ্চট ইত্যাদি শব্দ বঙ্গের (রাঙের) পর্য্যায়। বঙ্গ দ্বিবিধ, খুরক ও মিশ্রক। মিশ্রক অপেক্ষা ক্ষুরক বঙ্গ শ্রেষ্ঠ, অবিশুদ্ধ বঙ্গ বিষোপম। উহা সেবন করিলে আক্ষেপ, কম্প, কিলাস, গুল্ম, কুষ্ঠ, শূল, বাতশোথ, পাণ্ডু, প্রমেহ, ভগন্দর, রক্তবিকার, ক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফজ্বর, অশ্মরী, বিদ্রধি ও মূত্রপীড়া প্রভৃতি উপস্থিত হয়। অবিশুদ্ধ সীসকও বঙ্গের ন্যায় অনিষ্টকারী।

অস্য শোধনবিধিঃ।

বঙ্গনাগৌ প্রতপ্তৌ চ গালিতৌ তৌ নিষেচয়েৎ।
ত্রিধা ত্রিধা বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্রবিদুগ্ধেঽপি চ ত্রিধা।
নিষেচয়েৎ তৈলতক্রকাঞ্জিকগোমূত্রকুলত্থকাথেষু প্রত্যেকং ত্রিধা ত্রিধা ততোঽর্কদুগ্ধেঽপি ত্রিধা।

বঙ্গ ও সীসক এই দুই ধাতুর শোধনের নিয়ম এই, উহাদিগকে অগ্নি সন্তাপে দ্রব করিয়া তিলতৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথকলায়ের কাথে যথাক্রমে তিনবার করিয়া প্রক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ ঐ নিয়মে আকন্দের আটায় তিনবার নিক্ষেপ করিবে। তাহা হইলেই বঙ্গ ও সীসক বিশুদ্ধ হইবে। বঙ্গ ও সীসক শোধন করিবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, নিষেককালে দ্রবপদার্থ ছিট্‌কাইয়া বিশোধয়িতার অঙ্গ দগ্ধ হইতে পারে।

অস্য মারণবিধিঃ।

চুল্ল্যুপরিস্থিতে পাত্রে পাচয়েদ্‌যামকদ্বয়ম্।
ঘর্ষয়েল্লৌহদণ্ডেন চূর্ণং দেয়ং পুনঃ পুনঃ।
প্রথমে রজনীচূর্ণং দীপ্যকঞ্চ দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে জীরকং দেয়ং চতুর্থেঽশ্বত্থচিঞ্চয়োঃ।
এবং ক্রমেণ চূর্ণেন বঙ্গং নিশ্চন্দ্রকং ভবেৎ।
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য ভস্ম চন্দ্রসমপ্রভম্।
যথামাত্রং প্রদাতব্যং বঙ্গভস্ম চ ভক্ষিতুম্।
অনুপানং প্রদাতব্যং যথাব্যাধ্যনুসারতঃ।

চুল্লীর উপর কোন পাত্রে শোধিত বঙ্গ রাখিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে।

উহা দ্রবীভূত হইলে প্রথমে হরিদ্রাচূর্ণ, পরে যমানী, তৎপরে জীরা, তৎপরে অশ্বত্থছাল (চটা) চূর্ণ ও পশ্চাৎ তেঁতুল-ছাল (চটা) চূর্ণ উহার উপর নিক্ষেপ করিবে। বঙ্গ দ্রবীভূত হইবার পর হইতে অনবরত লৌহদণ্ড দ্বারা বিলোড়ন করিবে। এইরূপ ২ প্রহর পাক করিলে উহা ভস্ম হইবে। জারণার্থ প্রক্ষেপ্য চূর্ণ সকলের পরিমাণের বিশেষ নিয়ম নাই, প্রত্যেক চূর্ণ বঙ্গের সমান পরিমাণ বা তদপেক্ষা ন্যূন হইলেও কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এইরূপ দুই প্রহর পাকান্তে শীতল হইলে পাত্র নামাইয়া ঐ বঙ্গ জলে ফেলিয়া উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া কিয়ৎক্ষণ তদবস্থায় রাখিবে, পরে অল্পে অল্পে জল ফেলিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই বঙ্গ ব্যাধি অনুসারে যথাবিধি অনুপানের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবনীয়।

বঙ্গমারণস্যান্যে বিধয়ঃ।

চিঞ্চাশ্বত্থযবক্ষারৈঃ সৈন্ধবলবণেন বা বঙ্গম্।
কিংবা চূর্ণিতচিঞ্চাশ্বত্থবহিস্ত্বক্ সমাযোগাৎ।
সন্তি হি যত্র ক্ষারাস্তৈর্বাং চূর্ণেন যোগাদ্বা।
কিংবা কুনটীযোগাৎ তালকযোগেন মারয়েৎ কিংবা।

তেঁতুলছাল, অশ্বত্থছাল, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণের সহিত অথবা যে কোন ক্ষারবান্ পদার্থের চূর্ণের সহিত পূর্ব্বোক্ত বিধানে পাক করিলে বঙ্গ জারিত হয়। তদ্রূপ মনঃশিলা বা হরিতালের সহিত পাকেও কার্য্য সিদ্ধ হয়।

মারিতস্যাস্য গুণাঃ।

বঙ্গং লঘু সরং রূক্ষং কুষ্ঠমেহকফক্রিমীন্।
নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসং নেত্র্যামীষত্ত পিত্তলম্॥
সিংহো গজৌঘন্তু যথা নিহন্তি
তথৈব বঙ্গোঽখিলমেহবর্গম্।
দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং
নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্॥
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

জারিত বঙ্গ লঘু, সারক, রূক্ষ, ঈষৎ পিত্তকর ও চক্ষের স্বাস্থ্য সম্পাদক। ইহা সেবন করিলে ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, পুষ্টি ও দেহের সুস্থতা লাভ হয়। বঙ্গ মেহরোগের মহৌষধ। মাত্রা ৬ রতি।

স্বর্ণবঙ্গম্।

প্রক্ষিপেল্লৌহভাজনে বঙ্গমায়সে বাপি মৃন্ময়ে।
বিদ্রুতে বহ্নিতাপেন তস্মিন্ তস্মানকং রসম্॥
ক্ষিপ্ত্বা সঞ্চূর্ণয়েত্তত্র নরসারঞ্চ গন্ধকম্।
তনুবাসোমৃদালিপ্তকাচকূপ্যাং নিধায় চ॥
তৎ সর্ব্বং সিকতাযন্ত্রে পচেদ্‌যামচতুষ্টয়ম্।
পাকাৎ সঞ্জায়তে চিত্রং কীর্ণং হেমকণৈরিব॥
রমণীয়তরং স্বর্ণবঙ্গং নাম রসায়নম্।
বল্যং মেহহরং কান্তিমেধাবীর্য্যাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
মাত্রা ২ রক্তিকা।

লৌহ বা মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে কিঞ্চিৎ বঙ্গ অগ্নিতাপে গালাইয়া তাহাতে উহার সমান পারদ নিক্ষেপ করিবে। উভয়ে মিশ্রিত হইলে উহার সহিত নিশাদল ও গন্ধকচূর্ণ পারদের সমান পরিমাণে মিলাইয়া মর্দ্দন করিবে। পরে সূক্ষ্ম বস্ত্র ও কর্দ্দম দ্বারা লিপ্ত একটী কাচের শিশিতে ঐ সমুদায় চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা স্বর্ণকণা-

লক্ষতবং পরমরমণীয় স্বর্ণবঙ্গ নামক ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা রসায়ন, বলকর, কান্তিজনক, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিসন্দীপক ও মেহরোগ নাশক। স্বর্ণ-বঙ্গের মাত্রা ২ রতি।

মহাসেতুঃ।

একঃ সূতো দ্বিধা বঙ্গং সর্ব্বস্তিগুণগন্ধকঃ।
কূপীপক্বো মহাসেতুর্বঙ্গস্থানেঽথবা বিধুঃ।

পারদ ১ ভাগ, বঙ্গ ২ ভাগ ও গন্ধক ৩ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে পাক করিবে। ইহাতে মহাসেতু নামক মেহরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হইবে। বঙ্গের অভাবে কাংস্য দ্বারাও কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। ইহার মাত্রা ২ রতি।

যশদম্।

যশদং গিরিজং তস্য দোষাঃ শোধনমারণে।
বঙ্গস্যেব তি বোদ্ধব্যা গুণাংস্ত গণয়াম্যথ।
যশদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।
চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ।
মাত্রা ১ রক্তিকা।

দস্তা গিরিজ ধাতু, ইহার দোষ বঙ্গের ন্যায়। ইহার শোধন ও মারণ বঙ্গের ন্যায় জানিবে। জারিত দস্তা কষায়, তিক্ত, শীতল, কফ পিত্তনাশক ও চক্ষের বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ, ইহা সেবন করিলে মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাস রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা ১ রতি।

সীসম্।

সীসং ব্রধ্নক বপ্রক যোগেষ্টং নাগনামকম্।
তস্য সাহজিকা দোষা বঙ্গস্যেব নিদর্শিতাঃ।
শোধনঞ্চাপি তস্যেব ভিষগ্‌ভির্গদিতং পুরা।

ব্রধ্ন, বপ্র ও যোগেষ্ট ইত্যাদি শব্দ এবং সর্পের যাবতীয় নাম অর্থাৎ নাগ, ভুজঙ্গ ইত্যাদি শব্দ সীসবাচক। ইহার স্বাভাবিক দোষ ও শোধন প্রক্রিয়া বঙ্গের ন্যায়।

অস্য মারণবিধিঃ।

নাগং খর্পরকে নিধায় কুনটীচূর্ণং প্রদীপ্ত দ্রুতে।
নিম্বু নীরসগন্ধকেন পুটিতং ভস্মীভবেৎ সত্বরম্।

চুল্লীর উপরে কোন পাত্রে সীসা রাখিয়া অগ্নিসন্তাপে গালাইবে। গলিলে উহাতে সমান পরিমাণ মনঃশিলাচূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া অনবরত নাড়িবে। ধূলিবৎ হইলে নামাইবে। শীতল হইলে উহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেবুর রস দিয়া মাড়িয়া গজপুটে পাক করিবে। এই প্রক্রিয়ায় সীসক ভস্মীভূত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

সীসকমারণস্যান্যো বিধিঃ।

সীসকং সযবক্ষারং লৌহপাত্রে বিপাচিতম্।
ক্ষারং পুনঃ পুনর্দ্দেয়ং যাবদ্ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ।
রক্তবর্ণং ভবেদ্‌যাবৎ তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।

লৌহময় পাত্রে সীসক ও সোরা একত্র পাক করিবে। যাবৎ রক্তবর্ণ না হয়, তাবৎ সোরা প্রক্ষেপ করিবে ও ক্রমাগত নাড়িবে। উপযুক্ত সময়ে নামাইয়া জলে ফেলিয়া উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিবে, কিয়ৎক্ষণ পরে অল্পে অল্পে জল ফেলিয়া দিয়া মৃদুসন্তাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা পীতবর্ণ সীসক ভস্ম প্রস্তুত হইবে।

মারিতস্যাস্য গুণাঃ।

সতিক্তো মধুরো নাগো মৃতো ভবতি রোগহা।
আয়ুঃকান্তি বীর্য্যবৃদ্ধিং কুরুতে সেবনাৎ সদা।
নাগস্তু নাগশততুল্যবলং দদাতি
ব্যাধিঞ্চ নাশয়তি জীবনমাতনোতি।
বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি
মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সন্ততসেবিতঃ সন্।
মাত্রা ২ রক্তিকে।

জারীত সীসক তিক্ত, মধুর, আয়ু-বর্দ্ধক, কান্তিজনক, বলবীর্য্যকর, অগ্নি-দীপ্তিকারক, কামোৎপাদক ও বিবিধ রোগনাশক। মাত্রা ২ রতি।

লৌহম্।

লোহোঽস্ত্রী শস্ত্রকং তীক্ষ্ণং পিণ্ডঃ কালায়সায়সী।
লৌহো পর্য্যায়নামানি কীর্ত্তিতানি চ সূরিভিঃ।
ষণ্ডত্বকুষ্ঠাময়মৃত্যুকারী
হৃদ্রোগশূলৌ কুরুতেঽশ্মরীঞ্চ।
নানারুজানাঞ্চ তথা প্রকোপং
কুর্য্যাচ্চ হৃল্লাসমশুদ্ধলোহম্।

লৌহ, শস্ত্রক, তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও অয়ঃ এই সকল শব্দ লৌহের পর্য্যায়। অবিশুদ্ধ লৌহ সেবন করিলে ক্লীবত্ব এবং কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, শূল, অশ্মরী প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উৎপাদন বা মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করে, অতএব উহা শোধন ও জারণ করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য।

অস্য শোধনবিধিঃ।

পত্তলীকৃতপত্রাণি লোহস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেত্তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে।
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং লোহস্য পত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সংপ্রজায়তে।

স্বর্ণ শোধনের বিধি অনুসারে পাতলা লৌহপত্র বারংবার অগ্নিতে উত্তপ্ত ও তিলতৈলাদিতে নিক্ষিপ্ত করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়।

যথোদিতেন বিধিনা লৌহপত্রং বিশোধ্য চ।
নিষিঞ্চেল্লৌহদোষাণাং বিনাশায় ভিষগ্বরঃ।
ক্ষীরারনালগোমূত্রত্রিফলাক্বাথবারিণি।
লৌহমুষ্ণং মনাক্ তপ্তং ত্রেধা ত্রেধা বিধানতঃ।
নিষেকে ত্রিফলা লৌহাৎ কর্ত্তব্যাষ্টগুণা সদা।
চতুর্গুণং জলাত্তোয়মর্দ্ধভাগাবশেষিতম্।
ক্ষীরাদিত্রয়মানন্তু লৌহাদ্দ্বিগুণমিষ্যতে।

শোধনানন্তর লৌহের নিষেক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। লৌহ বারংবার ঈষৎ উষ্ণ করিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, কাঁজি, গোমূত্র ও ত্রিফলার ক্বাথে নিষেক করিবে। এই-রূপ তিনবার করিবে। দুগ্ধ, কাঁজি ও গোমূত্র লৌহের দ্বিগুণ পরিমাণে লইবে। মিলিত ত্রিফলা লৌহের আটগুণ পরিমাণে লইয়া চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, এই ক্বাথে নিষেক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

অস্য মারণবিধিঃ।

বিশোধিতময়শ্চূর্ণং গোমূত্রেণ বিমর্দ্দয়েৎ।
শতশস্তৎ পুটেদ্বহ্নৌ মৃতমেবং ভবেদ্ ধ্রুবম্।
সহস্রশস্তু পুটনাৎ তচ্চ বেদামৃতোপমম্।

শোধিত লৌহ সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১০০ বার গজপুটে পাক করিবে। তাহা হইলেই লৌহ ব্যবহারোপযোগী হইবে। সহস্র পুটিত লৌহ অমৃত সদৃশ।

লৌহমারণস্যান্যো বিধিঃ।

ক্ষিপেদ্বা দশমাংশেন দরদং তীক্ষ্ণচূর্ণতঃ।
মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রাবৈর্যামযুগ্মং ততঃ পুটেৎ।
এবং সপ্তপুটৈর্মৃত্যুং লৌহচূর্ণমবাপ্নুয়াৎ।

দশমাংশ হিঙ্গুলের সহিত লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ২ প্রহর মাড়িয়া ৭ বার গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে লৌহভস্ম হইবে।

অথস্যামৃতীকরণম্।

প্রথমাবর্ত্তনং ক্ষীরে লৌহপাত্রে দৃঢ়ে শুভে।
তাম্রে বা মার্ত্তিকে শক্ত্যা লোহপাকং সমাচরেৎ।
ঘৃতেন লোহমালোড্য ক্ষীরেণ সমনন্তরম্।
ত্রিফলায়া জলং দত্ত্বা মন্দ মন্দেন বহ্নিনা।
সততং চালয়েল্লৌহং লৌহদর্ব্ব্যাতিদীর্ঘয়া।
ত্রিবিধং পাকমিচ্ছন্তি মৃদু মধ্যং খরং তথা।
ত্রৈবিধ্যাং সর্ব্বধাতূনাং পিত্তানিলকফাত্মনাম্।

লৌহ জারণের পর তাহার অমৃতীকরণ আবশ্যক। তাহার প্রণালী এই—লৌহ, তাম্র বা মৃত্তিকানির্ম্মিত কোন পাত্রে প্রথমে দুগ্ধের সহিত, তাহার পর ঘৃতের সহিত পুনর্ব্বার দুগ্ধের সহিত, তদনন্তর ত্রিফলার ক্বাথের সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাককালে লৌহনির্ম্মিত অতিদীর্ঘ হাতার দ্বারা নিরন্তর নাড়িবে। লৌহের পাক ত্রিবিধ, মৃদু, মধ্য ও খর। পিত্তাধিক্যে মৃদুপাক, বাতাধিক্যে মধ্যপাক ও কফাধিক্যে খরপাক লৌহ ব্যবস্থেয়।

এবং মারিতস্য লৌহস্য গুণাঃ।

লৌহং তিক্তং সরং শীতং কষায়ং মধুরং গুরু।
রুক্ষং বয়স্যং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ।
কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃপ্লীহপাণ্ডুতাঃ।
মেদোমেহক্রিমীন্‌ কুষ্ঠং তৎকিট্টং তদ্বদেব হি।
গুঞ্জামেকাং সমারভ্য যাবৎ স্যুর্নব রক্তিকাঃ।
তাবল্লোহং সমশ্নীয়াদ্‌যথাদোষানলং নরঃ।
কুষ্মাণ্ডং তিলতৈলঞ্চ মাষান্নং রাজিকাং তথা।
মদ্যমম্লরসঞ্চৈব বর্জ্জয়েল্লোহসেবকঃ॥

জারিত লৌহ তিক্ত, সারক, শীতল, কষায়, মধুর, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুষ্য, লেখন, বায়ুবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক ও বিষঘ্ন। ইহা সেবন করিলে শূল, শোথ, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, মেদোরোগ, মেহ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ উপশমিত হয়। মণ্ডূরও লৌহের ন্যায় গুণকর। দোষ ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া ১ রতি হইতে ৯ রতি পর্য্যন্ত মণ্ডূর ব্যবস্থা করিবে। লৌহ সেবনকালে কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, মাষকলাই, রাইসর্ষপ, মদ্য ও অম্লরস দ্রব্য বর্জ্জনীয়।

মণ্ডূরম্।

ধ্মায়মানস্য লৌহস্য মলং মণ্ডূরমুচ্যতে।
লৌহসিংহানিকাকিট্টং মধ্যঞ্চাশীতিবর্ষকম্।
অধমং ষষ্টিবর্ষিয়মতো হীনং বিষোপমম্।
ভস্ত্রাগ্নৌ তপ্তমণ্ডূরং সপ্তধা গোজলে ক্ষিপেৎ।
চূর্ণীকৃত্য প্রয়োক্তব্যং পুটাদ্বহুগুণং ভবেৎ।
অন্যচ্চ।
গোমূত্রে ত্রিফলা ক্বাথ্যা তৎক্বাথে সেচয়েচ্ছনৈঃ।
লৌহকিট্টং সুতপ্তন্তু যাবজ্জীর্য্যতি তৎ স্বয়ম্।
তজ্জীর্ণং গ্রাহয়েৎ পেষ্যং মণ্ডূরঞ্চ প্রয়োজয়েৎ।
যল্লৌহং যদ্‌গুণং প্রোক্তং তৎ কিট্টমপি তদ্‌গুণম্॥
স্বর্ণাভাবে লৌহং স্যান্মণ্ডূরং তদভাবতঃ।
যে গুণা মারিতে লৌহে তে গুণা লৌহকিট্টকে।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র মণ্ডূরং রোগশান্ত্যৈ প্রয়োজয়েৎ।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

লৌহ পোড়াইবার সময় তাহা হইতে যে মল পতিত হয়, তাহার নাম মণ্ডূর। লৌহসিংহানিকা, কিট্ট ও সিংহান ইত্যাদি শব্দ মণ্ডূরের পর্য্যায়। শতাধিকবর্ষীয় মণ্ডূর শ্রেষ্ঠ, অশীতিবর্ষীয় মণ্ডূর মধ্যম ও ষষ্টিবর্ষীয় মণ্ডূর নিকৃষ্ট। ৬০

বৎসরের ন্যূনকালের মণ্ডুর বিষসদৃশ। ভস্ত্রাপ্রদীপ্ত অগ্নিতে মণ্ডুর ক্রমে ক্রমে ৭ বার তপ্ত করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিয়া লইলে উহা প্রস্তুত হয়। অথবা গোমূত্রে ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া উহাতে মণ্ডুর ক্রমে ক্রমে ৭ বার পোড়াইয়া পূর্ব্ববৎ নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিয়া লইলে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মণ্ডুরের গুণ জারিত লৌহের ন্যায়। যে লৌহের যেরূপ গুণ, তজ্জাত মণ্ডুরেরও সেই প্রকার গুণ। স্বর্ণাদি ধাতুর অভাবে লৌহ ও লৌহের অভাবে মণ্ডুর প্রয়োজ্য। মাত্রা ১ মাষা।

স্বর্ণাদিলৌহান্তানাং ধাতূণাং সাধারণো মারণোপায়ঃ।

শিলাগন্ধার্কদুগ্ধাক্তাঃ স্বর্ণাদ্যাঃ সর্ব্বধাতবঃ।
ম্রিয়ন্তে দ্বাদশপুটৈঃ সত্যং গুরুবচো যথা।

স্বর্ণ হইতে লৌহ পর্য্যন্ত সমুদায় ধাতুর জারণের সাধারণ উপায় এই— মনঃশিলা, গন্ধক ও আকন্দের আটা এই সকলের সহিত যে কোন ধাতু উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ১২ বার গজপুটে পাক করিতে হয়।

অথোপধাতবঃ।

সপ্তোপধাতবঃ স্বর্ণমাক্ষিকং তারমাক্ষিকম্।
তুত্থং কাংস্যঞ্চ রীতিশ্চ সিন্দূরঞ্চ শিলাজতু।
উপধাতুষু সর্ব্বেষু তত্তদ্ধাতুগুণা অপি।
সন্তি কিন্তেষু তেষাং ন্যূনাস্তত্তদাশ্রয়ভাবতঃ।

স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুত্থ, কাংস্য, পিত্তল, সিন্দূর ও শিলাজতু ইহারা যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, দস্তা, সীসক ও লৌহ এই সাতটী ধাতুর উপধাতু। যে যে ধাতুর যে যে গুণ, তাহাদের উপধাতুরও সেই সেই গুণ জানিবে, তবে তাহাদের অপেক্ষা অনেক অল্প। কারণ উপধাতু সকলে মূলধাতুর অংশ অতি অল্পই থাকে।

স্বর্ণমাক্ষিকম্।

স্বর্ণমাক্ষিকমাখ্যাতং তাপীজং মধুমাক্ষিকম্।
তাপ্যং মাক্ষিকধাতুশ্চ মধুধাতুশ্চ স স্মৃতঃ।
কিঞ্চিৎ সুবর্ণসাহিত্যাৎ স্বর্ণমাক্ষিকমীরিতম্।
উপধাতুঃ সুবর্ণস্য কিঞ্চিৎস্বর্ণগুণান্বিতম্।
তথা চ কাঞ্চনাভাবে দীয়তে স্বর্ণমাক্ষিকম্।
কিন্তু তস্যানুকল্পত্বাৎ কিঞ্চিদূনা গুণাস্ততঃ।
ভঙ্গে সুবর্ণসংকাশো মনাক্ কৃষ্ণচ্ছবির্বহিঃ।
বৃত্তবর্ণ ইতি খ্যাতো মাক্ষিকং শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।

মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং
বিষ্টম্ভিতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্।
মালাং তথৈব ব্রণপূর্ব্বকাঞ্চ
কুর্য্যাদশুদ্ধং খলু মাক্ষিকঞ্চ।

তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিক ধাতু ও মধুধাতু এইগুলি স্বর্ণমাক্ষিকের পর্য্যায়। ইহা স্বর্ণধাতুর উপধাতু, ইহার সহিত কিঞ্চিৎ স্বর্ণাংশ মিশ্রিত থাকাতে ইহার নাম স্বর্ণমাক্ষিক হইয়াছে। ইহাতে স্বর্ণের গুণ অল্প পরিমাণে আছে। স্বর্ণের অভাবে এই ধাতুই ব্যবহার হয়। যে স্বর্ণমাক্ষিক ভাঙ্গিলে স্বর্ণবৎ আভাবিশিষ্ট ও চিক্কণ ও বাহ্যাংশে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট। অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অতিশয় বলহানি, বিষ্টম্ভ, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ ও বিবিধ ব্রণ এই সকল বিকৃতি উপস্থিত হয়।

অথাস্য শোধনবিধিঃ।

মাক্ষিকস্য ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং সৈন্ধবস্য চ।
মাতুলুঙ্গদ্রবৈর্বাথ জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পচেৎ।

চালয়েল্লোহজে পাত্রে যাবৎ পাত্রং সুলোহিতম্।
ভবেত্ততস্ত সংশুদ্ধিং স্বর্ণমাক্ষিকমৃচ্ছতি।

স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ ৩ ভাগ ও সৈন্ধব ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে টাবা বা গোঁড়ালেবুর রস দিয়া লৌহ-পাত্রে পাক করিবে। যখন পাত্র উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ হইবে, তখন জানিবে উহা বিশুদ্ধ হইয়াছে।

অস্য মারণবিধিঃ।

কুলথস্য কষায়েণ ঘৃষ্টা তৈলেন বা পুটেৎ।
তক্রেণ বাজমূত্রেণ ম্রিয়তে স্বর্ণমাক্ষিকম্।

পূর্ব্বরূপ শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক কুলথ-কলায়ের কাথ, তিলতৈল, তক্র বা ছাগ-মূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক দিলে উহা জারিত হইবে। এইরূপ পুটপক্ক না করিয়া কেবল বিশোধিত স্বর্ণমাক্ষিকও কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়।

তারমাক্ষিকম্ ।

তারমাক্ষিকমন্যত্তু তদ্ভবেদ্রজতোপমম্।
কিঞ্চিদ্রজতসাহিত্যাৎ তারমাক্ষিকমীরিতম্।
মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং
বিষ্টম্ভিতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্।
তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ
করোতি তাপীজমিদঞ্চ তদ্বৎ॥

তারমাক্ষিক রৌপ্যের উপধাতু। কিঞ্চিৎ রৌপ্যের অংশ থাকাতে ইহাকে তারমাক্ষিক বলে। অবিশুদ্ধ তারমাক্ষি-কের দোষ অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায়।

অস্য শোধনবিধিঃ।

কর্কোটীমেষশৃঙ্গ্যুত্থৈর্দ্রবৈর্জম্বীরজৈর্দিনম্।
ভাবয়েদাতপে তীব্রে বিমলা শুদ্ধতি ধ্রুবম্।

কাঁকরোল, মেষশৃঙ্গী ও গোঁড়ালেবুর রসে সিক্ত করিয়া তীব্র আতপে একদিন ভাবনা দিলে বিমলা অর্থাৎ তারমাক্ষিক পরিশুদ্ধ হয়।

অস্য মারণবিধিঃ।

কুলথস্য কষায়েণ ঘৃষ্টা তৈলেন বা পুটেৎ।
তৈলেন বাজমূত্রেণ ম্রিয়তে তারমাক্ষিকম্।

তারমাক্ষিকের মারণ স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায়।

এবং মারিতয়োস্তয়োর্গুণাঃ।

ন কেবলং স্বর্ণরূপ্যগুণাস্তাপীজয়োর্মতাঃ।
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণাস্তয়োঃ।
মাক্ষিকং মধুরং তিক্তং স্বর্য্যং বৃষ্যং রসায়নম্।
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্কুষ্ঠপাণ্ডুমেহবিষোদরম্।
অর্শঃ শোফং ক্ষয়ং কণ্ডূং ত্রিদোষঞ্চ নিযচ্ছতি॥
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

স্বর্ণমাক্ষিক ও তারমাক্ষিকে যে কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যের গুণমাত্র বর্ত্তমান থাকে তাহা নহে, উহাদের সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকাতে অন্যান্য গুণও আছে, মাক্ষিকদ্বয় মধুর, তিক্ত, স্বরবিশোধক, বৃষ্য, রসায়ন, চক্ষুষ্য, ত্রিদোষনাশক ও বিষঘ্ন। সেবন করিলে বস্তিপীড়া, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, উদরী, ক্ষয় ও কণ্ডুরোগ উপশমিত হয়। ইহাদের মাত্রা ৬ রতি।

তুত্থম্।

তুত্থং বিতুন্নকঞ্চাপি শিখিগ্রীবং ময়ূরকম্।
তুত্থং তাম্রোপধাতুর্হি কিঞ্চিত্তাম্রেণ তদ্ভবেৎ।

তুঁতিয়া তাম্রের উপধাতু। তুত্থ, বিতুন্নক, শিখিগ্রীব ও ময়ূরক ইত্যাদি শব্দ ইহার সংস্কৃত নাম।

অস্য শোধনবিধিঃ।

বিষ্ঠয়া মর্দ্দয়েত্তুত্থং মার্জ্জারককপোতয়োঃ।
দশাংশং টঙ্কনং দত্বা পচেল্লঘুপুটে ততঃ।
পুটং দদ্যা পুটং ক্ষৌদ্রৈর্দ্দধ্না তুত্থবিশুদ্ধয়ে।
অন্যচ্চ।
ভল্লীরক্তরসৈঃ পিষ্টং তুত্থং লঘুপুটে পচেৎ।
ত্রিদিনং মস্তুনা ভাব্যং ততো যোগেষু যোজয়েৎ।
বান্তির্ভ্রান্তির্যদা ন স্যাৎ তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ।
লেখনং ভেদি তত্তত্তেষু তুত্থং কণ্ডুক্রিমিপ্রণুৎ।
অন্যচ্চ।
তুত্থকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু।
লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ।
বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডুঘ্নং ভিষগ্‌ভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
মাত্রা ১ রক্তিকা, বমনার্থং ৬ রক্তিকাঃ।

অবিশুদ্ধ তুঁতিয়া সেবন করিলে অনেক অনিষ্ট হয়, অতএব উহা শোধন করিয়া ব্যবহার করা উচিত। শোধনের নিয়ম এই বিড়ালের ও কপোতের বিষ্ঠার সহিত উহা মর্দ্দন করিয়া লঘুপুটে পাক করিয়া পরে দধি ও মধুর সহিত মাড়িয়া পুনর্ব্বার লঘুপুটে পাক করিতে হয়। অথবা গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন ও লঘুপুটে পাক করিয়া তিন দিন দধির মাতে ভাবনা দিতে হয়। কেবল দধি ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপক্ক করিলেও উহা বিশোধিত হয়। বিশোধিত তুঁতিয়া কটু, কষায়, ক্ষারবৎ, বমনকারক, লঘু, লেখন, ভেদক, শীতল, চক্ষুষ্য, কফপিত্ত নাশক; কণ্ডুপ্রশমক, বিষঘ্ন, কুষ্ঠ নিবারক ও ক্রিমিনাশক। মাত্রা ১ রতি; বমনার্থ ৬ রতি।

কাংস্যম্।

তাম্রত্রপুজমাখ্যাতং কাংস্যং ঘোষঞ্চ কংসকম্।
উপধাতুর্ভবেৎ কাংস্যং দ্বয়োস্তরণিরঙ্গয়োঃ।

তাম্র ও রঙ্গ উভয় ধাতুর যোগে কাঁসা প্রস্তুত হয়। সুতরাং কাঁসাকে ঐ উভয় ধাতুরই উপধাতু বলা যায়। কাঁসার সংস্কৃত নাম কাংস্য, ঘোষ ও কংসক ইত্যাদি।

অস্য শোধনবিধিঃ।

পত্তলীকৃতপত্রাণি কাংস্যস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিসিঞ্চেত্তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে।
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে তু ত্রিধা ত্রিধা।
এবং কাংস্যস্য রীতেশ্চ বিশুদ্ধি সংপ্রজায়তে।

স্বর্ণ শোধনের বিধি অনুসারে কাঁসার অতি পাতলা পাত সকল পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত করিয়া যথাক্রমে তিল তৈলাদিতে ৭বার নিক্ষিপ্ত করিবে।

অস্য মারণবিধিঃ।

অর্কক্ষীরেণ সংপিষ্টো গন্ধকস্তেন লেপয়েৎ।
সমেন কাংস্যপত্রাণি শুদ্ধাক্সন্ত্রবৈর্মুহুঃ।
ততো মূষাপুটে ধৃত্বা পচেদ্‌গজপুটেন চ।
এবং পুটদ্বয়াৎ কাংস্যং রীতিশ্চ ম্রিয়তে ধ্রুবম্।
কাংস্যং কষায়ং তীক্ষ্ণোষ্ণং লেখনং বিশদং সরম্।
গুরু নেত্রহিতং রূক্ষং কফপিত্তহরং পরম্।
মাত্রা ১ রক্তিকা।

প্রথমতঃ আকন্দের আটার সহিত গন্ধক মর্দ্দন করিবে। ঐ গন্ধক দ্বারা তত্তুল্য পরিমিত কাংস্যপত্র লিপ্ত ও মধ্যে নিহিত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ দুই পুটে উহা ভস্ম হইবে। কাংস্যভস্ম কষায়, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লেখন, বিশদ, সারক, গুরু, চক্ষুষ্য, রূক্ষ ও কফপিত্তঘ্ন। মাত্রা ১ রতি।

পিত্তলম্।

পিত্তলং স্বারকূটং স্যাদারো রীতিশ্চ কথ্যতে।
রাজরীতির্ব্রহ্মরীতিঃ কপিলা পিঙ্গলাপি চ॥
রীতিরপ্যুপধাতুঃ স্যাৎ তাম্রস্য যশদস্য চ।
কাংস্যস্যেব হি বিজ্ঞেয়ে রীতেঃ শোধনমারণে॥
রীতিকা তু ভবেদ্রুক্ষা সতিক্তা লবণা রসে।
শোধনী পাণ্ডুরোগঘ্নী কৃমিঘ্নন্নাতিলেখনী॥
মাত্রা ১ রক্তিকা।

তাম্র ও দস্তা এই দুই ধাতুর মিশ্রণে পিত্তল প্রস্তুত হয়। সুতরাং পিত্তলকে ঐ উভয় ধাতুর উপধাতু বলা যায়। আরকূট, আর ও রীতি ইত্যাদি শব্দ পিত্তলবাচক। পিত্তল দুই প্রকার, রাজপিত্তল ও ব্রহ্মপিত্তল। রাজপিত্তল কপিলবর্ণ ও ব্রহ্মপিত্তল পিঙ্গলবর্ণ। পিত্তলের শোধন ও মারণ অবিকল কাংস্যের ন্যায়। জারিত পিত্তল রুক্ষ, তিক্ত, লবণাস্বাদ, শোধক, ক্রিমিনাশক, অনতিলেখন ও পাণ্ডুরোগপ্রশমক। মাত্রা ১ রতি।

অথৈতয়োঃ শোধনমারণয়োরন্যো বিধিঃ।

কাংস্যপিত্তলয়োঃ শুদ্ধির্মৃতিশ্চ তাম্রবত্তবেৎ॥

কাঁসা ও পিত্তল এই উপধাতুদ্বয়ের শোধন ও মারণ তামার শোধন ও মারণের নিয়মানুসারেও সম্পন্ন হইতে পারে।

সিন্দূরম্।

সিন্দূরং রক্তরেণুশ্চ নাগগর্ভশ্চ সীসজম্।
সীসোপধাতুঃ সিন্দূরং গুণৈস্তৎ সীসবন্মতম্॥
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
দুগ্ধাম্লযোগতস্তস্য বিশুদ্ধির্গদিতা বুধৈঃ॥
সিন্দূরমুষ্ণং বীসর্পকুষ্ঠকণ্ডুবিষাপহম্।
ভগ্নসন্ধানজননং ব্রণশোধনরোপণম্॥

এস্থলে সিন্দূর শব্দে মেটে সিন্দূর বুঝিতে হইবে। ইহা সীসা হইতে প্রস্তুত হয় এই নিমিত্ত ইহাকে সীসার উপধাতু বলা যায়। ইহার পর্য্যায় রক্তরেণু, নাগগর্ভ, ও সীসজ ইত্যাদি। ইহার গুণ সীসার ন্যায়, অধিকন্তু অন্য দ্রব্যের সংযোগ থাকাতে ইহাতে সীসার গুণ ভিন্ন অন্য গুণও বর্ত্তমান থাকে। দুগ্ধ ও কোন প্রকার অম্লরসে ভাবনা দিলে ইহা বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ সিন্দূর উষ্ণ, বিষঘ্ন, ভগ্নসন্ধায়ক, ব্রণের শোধক ও রোপক এবং বিসর্প, কুষ্ঠ ও কণ্ডূ নিবারক। ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা ব্যবহার নাই।

শিলাজতু।

নিদাঘে ঘর্ম্মসন্তপ্তা ধাতুসারং ধরাধরাঃ।
নির্য্যাসবৎ প্রমুঞ্চন্তি তচ্ছিলাজতু কীর্ত্তিতম্॥
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রমায়সং তচ্চতুর্বিধম্।
শিলাজত্বদ্রিজতু চ শৈলনির্য্যাস ইত্যপি॥
গৈরেয়মশ্মজঞ্চাপি গিরিজং শৈলধাতুজম্।
সৌবর্ণন্তু জবাপুষ্পবর্ণং ভবতি তদ্রসাৎ॥
মধুরং কটুতিক্তঞ্চ শীতলং কটুপাকি চ।
রাজতং পাণ্ডুরং শীতং কটুকং স্বাদুপাকি চ॥
তাম্রং ময়ূরকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ জায়তে।
যত্তু গুগ্গুলুসঙ্কাশং সতিক্তলবণান্বিতম॥
বিপাকে কটুশীতঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং তদায়সম্।
বিন্ধ্যাদ্রৌ বহুলং তত্তু তত্র লোহং যতোঽধিকম্॥
তচ্ছোধনমৃতে ব্যর্থমনেকমলমেলনাৎ।
গোমূত্রগন্ধবৎ কৃষ্ণং স্নিগ্ধং মৃদু তথা গুরু॥
তীক্তং কষায়ং শীতঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং তদায়সম্॥

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত পর্ব্বত সকল হইতে ধাতুসার নিস্রুত হয়, উহার নাম শিলাজতু। অদ্রিজতু, শৈলনির্য্যাস, গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ ও শৈলধাতুজ ইত্যাদি ইহার পর্য্যায়। শিলাজতু চারি

প্রকার; যথা সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স। সৌবর্ণ শিলাজতু জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মধুর, কটু, তিক্ত, শীতল ও কটুপাক। রাজত শীলাজতু পাণ্ডু-বর্ণ, শীতল, কটু ও স্বাদুপাক। তাম্র শিলাজতু ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভাযুক্ত, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ। লৌহ শিলাজতু গুগ্‌গুরলু ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তিক্ত ও লবণাস্বাদ কটুপাক ও শীতল। এই শেষোক্ত শিলাজতুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতে বিস্তর লৌহ থাকাতে অনেক শিলাজতু উৎপন্ন হয়। শিলাজতুর সহিত অনেক প্রকার মল মিশ্রিত থাকে, ঐ সকল মল দূরীকৃত না করিলে উহা অনিষ্টকর হয়। অতএব উহা শোধন করিয়া ব্যবহার করা উচিত। যে শিলাজতু গোমূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, চিক্কণ, কোমল, গুরু, তিক্ত, কষায় ও শীতল তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ব্যবহার্য্য।

অথ তস্য শোধনবিধিঃ।

শিলাজতু সমানীয় খণ্ডং খণ্ডং বিধায় চ।
নিক্ষিপ্যাত্যুষ্ণপানীয়ে যামৈকং স্থাপয়েৎ সুধীঃ॥
মর্দ্দয়িত্বা ততো নীরং গৃহ্ণীয়াদ্বস্ত্রগালিতম্।
স্থাপয়িত্বা চ মৃৎপাত্রে ধারয়েদাতপে বুধঃ॥
উপরিস্থং ঘনং যৎ স্যাৎ তৎ ক্ষিপেদন্যপাত্রকে।
এবং পুনঃ পুনর্নীতং দ্বিমাসাভ্যাং শিলাজতু॥
ভবেৎ কার্য্যক্ষমং বহ্নৌ ক্ষিপ্তং লিঙ্গোপমং ভবেৎ।
নির্ধূমঞ্চ ততঃ শুদ্ধং সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥

প্রথমতঃ শিলাজতু খণ্ড খণ্ড করিয়া অত্যুষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিয়া এক প্রহরকাল রাখিবে। পরে উহা উত্তমরূপে গুলিয়া ছাকিয়া কোন মৃৎপাত্রে ঐ জল লইয়া তীব্র রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। এইরূপ করিয়া উপরিস্থ ঘনাংশ গ্রহণ করিয়া অন্য পাত্রে রাখিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ ক্রিয়া করিয়া ঘনাংশ সমুদায় সঞ্চয় করিবে। ক্রমাগত দুই মাস এইরূপ ক্রিয়া করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ঐ সঞ্চিত ঘনাংশ সকল উত্তমরূপে শুষ্ক হইলেই বিশুদ্ধ শিলাজতু প্রস্তুত হইল। বিশুদ্ধ শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে উচ্ছ্বসিত হইয়া লিঙ্গবৎ হয় এবং উহা হইতে ধূম নির্গত হয় না। এইরূপ শিলাজতু ব্যবহারোপযোগী।

অথান্যপ্রকারঃ।

চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু কারয়েৎ ত্রৈফলং জলম্।
জলং কেবলমুষ্ণং বা দত্ত্বা তত্র শিলাজতু।
মর্দ্দিতং লৌহদণ্ডেন চণ্ডরৌদ্রে নিধাপয়েৎ।
যদূর্দ্ধং সূর্য্যাতপে দগ্ধঃ স্যাদূর্দ্ধং সরবৎ ততঃ॥
তৎ তৎ পুনঃ পুনর্গ্রাহ্যং ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা প্রযত্নতঃ।
কুর্য্যাদ্‌যদি জলং ভূরি সারোৎপত্তিস্তদা নহি॥
ইত্থং সারং সমাদায় ভাবনা তু গুণাবহা।
কর্ত্তব্যা ভিষজা তস্যাঃ সাধনং কথ্যতেঽধুনা॥
ভাব্যদ্রব্যসমং দ্রব্যং ক্কাথ্যমষ্টগুণে জলে।
অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কার্য্যং তেনৈব ভাবয়েৎ॥
গোলনোচিততোয়েন দ্রব্যমালোড্য চাতপে।
শোধয়েদথ শুষ্কেঽস্মিন্ দেয়ং নিরন্তরং বুধৈঃ॥
দিবা দিবাতপে শুষ্কং রাত্রৌ রাত্রৌ চ বাসয়েৎ।
সালসারাদিতোয়েন ভাবয়েচ্চ শিলাজতু॥
দোষঘ্নৈশ্চ গদঘ্নৈশ্চ দ্রব্যৈর্ব্বৈর্য্যবিশেষতঃ।
রসায়নহিতৈশ্চাপি ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ॥

ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল থাকিতে নামাইয়া সেই উষ্ণজলে অথবা শুদ্ধ উষ্ণজলে শিলাজতু প্রক্ষিপ্ত ও লৌহ দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে রাখিবে ইহাতে জলের উপরে দধিসরবৎ যে পদার্থ সঞ্চিত হইবে তাহা গ্রহণীয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ ক্রিয়া করিয়া পূর্ব্বরূপ সরবৎ পদার্থ সমস্ত গ্রহণ করিবে। ঐ গৃহীত পদার্থ

সমস্তই বিশুদ্ধ শিলাজতু। জলের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইলে সরোৎপত্তি হয় না, অতএব উপযুক্ত পরিমাণে জল দিয়া শিলাজতু শোধন করিবে। এইরূপে সরগ্রহণ সালসারাদিগণোক্ত দ্রব্য সমূহের কাথে এবং অন্যান্য দোষঘ্ন, রোগঘ্ন, বৃষ্য ও রাসায়নিক দ্রব্যের কাথে যথাবিধি ভাবনা দিবে। এই সমুদায় প্রক্রিয়া দ্বারা শিলাজতু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরঞ্চ ।

গোদুগ্ধত্রিফলাভৃঙ্গদ্রাবৈঃ পিষ্টং শিলাজতু ।
দিনৈকং লোহজে পাত্রে শুদ্ধিমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ।

শিলাজতু চূর্ণয়িত্বা উষ্ণে দুগ্ধাদীনামন্যতমস্মিন্ দ্বিগুণদ্রবে প্রক্ষিপ্যাতপে স্থাপনীয়ম। তত্র দধিসরবং উপরি বহুপতিষ্ঠতে তৎ পুনরাকৃষ্যাতপে বিশোষ্য গ্রাহ্যম্। বহুক্তম—

যথোক্তদ্বিগুণে তোয়ে গোলয়িত্বা শিলাজতু।
গৃহ্নীয়াদূর্দ্ধগং রৌদ্রে সরবন্মলবর্জ্জিতম্ ।

শিলাজতু চূর্ণ করিয়া দ্বিগুণ পরিমিত উষ্ণ গোদুগ্ধ, ত্রিফলার কাথ বা ভৃঙ্গরাজের রসে প্রক্ষিপ্ত ও রৌদ্রে স্থাপিত করিয়া পূর্ব্ববং উপরিস্থ সর সমুদায় গ্রহণ করিবে। এইরূপে বিশুদ্ধ শিলাজতু লব্ধ হইবে।

শোধিতস্য তস্য গুণাঃ ।

শিলাজতু স্মৃতং তিক্তং কটূষ্ণং কটুপাকি চ।
রসায়নং যোগবাহি শ্লেষ্মমেহাশ্মশর্করাঃ ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং শোথমর্শাংসি পাণ্ডুতাম্।
বাতরক্তং তথা কুষ্ঠমপস্মারোদরং হরেৎ ।
মাত্রা ১০ রক্তিকাঃ।

শোধিত শিলাজতু তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কটুপাক, রসায়ন, যোগবাহক ও কফঘ্ন। ইহা সেবন করিলে মেহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শোথ, অর্শঃ, পাণ্ডুরোগ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অপস্মার ও উদরীরোগের শান্তি হয়। মাত্রা ১০ রতি।

সত্ত্বনির্গমনবিধিঃ ।

লাক্ষা মীনা পয়শ্ছাগং টঙ্কনং মৃগশৃঙ্গকম্ ।
পিণ্যাকং সর্ষপাঃ শিগ্রুগুঞ্জোর্ণাগুড়সৈন্ধবম্ ।
যবতিক্তা ঘৃতং ক্ষৌদ্রং যথালাভং বিচূর্ণয়েৎ ।
এভির্বিমিশ্রিতাঃ সর্ব্বে ধাতবো গাঢ়বহ্নিনা ।
মূষাধ্মাতাঃ প্রজায়ন্তে মুক্তসত্ত্বা ন সংশয়ঃ ।

লাক্ষা, গণ্ডদূর্ব্বা, ছাগদুগ্ধ, সোহাগা, হরিণশৃঙ্গ, তিলকল্ক, সর্ষপ, সজ্জিনাবীজ, কুঁচ, উর্ণা, গুড়, সৈন্ধবলবণ, যবতিক্তালতা, ঘৃত ও মধু উহাদের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, একত্র চূর্ণ ও মর্দ্দন করিয়া কোন ধাতুর সহিত মিশ্রিত ও মূষামধ্যগত করিয়া তীব্রঅগ্নিতে সন্তপ্ত করিলে উহা হইতে খাদ সমস্ত পৃথগ্‌ভূত হইয়া যায়।

অথ রসপ্রকরণম্ ।

রসঃ ।

রসায়নার্থিভির্লোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ
অতো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্মৃতঃ ।
ক্ষেত্রভেদেন বিজ্ঞেয়ং শিববীর্য্যং চতুর্ব্বিধম্ ।
শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং তত্তু ভবেৎ ক্রমাৎ ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ খলু জাতিতঃ ।
শ্বেতং শস্তং রুজাং নাশে রক্তং কিল রসায়নম্ ।
ধাতুভেদে তু তৎ পীতং খে গতৌ কৃষ্ণমেব চ ।
পারদো রসধাতুশ্চ রসেন্দ্রশ্চ মহারসঃ ।
চপলঃ শিববীর্য্যঞ্চ রসঃ সূতঃ শিবাহ্বয়ঃ ।
পারদঃ ষড়্রসঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষঘ্নো রসায়নঃ ।
যোগবাহী মহাবৃষ্যঃ সদা দৃষ্টিবলপ্রদঃ ;
সর্ব্বাময়হরঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ ।

রসায়নার্থী ব্যক্তিদিগের দ্বারা পারদ রসিত (আস্বাদিত-সেবিত) হয় বলিয়া ইহার নাম রস। পারদ ও একপ্রকার ধাতু। ক্ষেত্রভেদে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারি প্রকার বর্ণের পারদ উৎপন্ন হয়। ঐ চারিপ্রকার পারদ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্বেত পারদ রোগনাশক বিষয়ে, লোহিত পারদ রসায়ন বিষয়ে, পীত পারদ ধাতুভেদে ও কৃষ্ণ পারদ আকাশগতি সাধনা বিষয়ে উপযোগী। রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস, সূত ও শিবের যাবতীয় নাম পারদের পর্য্যায়। পারদ কষায়াদি ছয় রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, যোগবাহী, অতিশয় বৃষ্য, চক্ষুর বলপ্রদ, সর্ব্বব্যাধিনাশক ও বিশেষতঃ কুষ্ঠঘ্ন।

অন্তঃ সুনীলো বহিরুজ্জ্বলো যো
মধ্যাহ্নসূর্য্যপ্রতিমপ্রকাশঃ।
শস্তোঽথ ধূম্রঃ পরিপাণ্ডুবশ্চ
চিত্রো ন যোজ্যো রসকর্ম্মসিদ্ধ্যৈ॥

যে পারদের অন্তর্ভাগে সুন্দর নীল আভা দৃষ্ট হয়, যাহার বাহ্যাংশ উজ্জ্বল ও যাহা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, তাহাই ব্যবহার্য্য। আর যাহা ধূম্র, পাণ্ডু বা বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট তাহা পরিত্যাজ্য।

নাগো বঙ্গো মলো বহ্নিশ্চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরিঃ।
অসহ্যাগ্নির্মহাদোষা নিসর্গাৎ পারদে স্থিতাঃ॥
পর্প্পটী পাটনী ভেদী দ্রাবী মলকরী তথা।
অন্ধকারী তথা ধ্বাঙ্ক্ষী বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত কঞ্চুকাঃ।
জাড্যং গণ্ডস্ততো নাগাৎ কুষ্ঠং বঙ্গাজ্জড়ো মলাৎ।
বহ্নের্দাহো বীজনাশশ্চাঞ্চল্যান্মরণং বিষাৎ॥
গিরেঃ স্ফোটো হ্যসহ্যাগ্নের্দোষান্মোহো বিজায়তে।
দোষৈরেতৈর্বিনির্মুক্তং রসং কর্ম্মণি যোজয়েৎ॥

পারদে স্বভাবতঃ নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি ও অসহ্যাগ্নি নামক ৮টী দোষ এবং পর্প্পটী, পাটনী, ভেদী, দ্রাবী, মলকরী, অন্ধকরী ও ধ্বাঙ্ক্ষী নামক সাতটী কঞ্চুক বর্ত্তমান থাকে। নাগদোষ দ্বারা জড়তা ও গণ্ডরোগ, বঙ্গদোষ দ্বারা কুষ্ঠ, মলদোষ দ্বারা জাড্য, বহ্নিদোষে দাহ, চাঞ্চল্যে বীজনাশ, বিষদোষে মৃত্যু, গিরিদোষে স্ফোটক ও অসহ্যাগ্নিদোষে মোহ জন্মিয়া থাকে। পারদের দোষাদি শোধন করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পারদস্য শোধনবিধিঃ।

ইষ্টকারজনীচূর্ণৈঃ ষোড়শাংশৈ রসস্য চ।
মর্দ্দয়েৎ সপ্তধা খল্লে জম্বীরোত্থদ্রবৈর্দিনম্।
কাঞ্জিকৈঃ ক্ষালয়েৎ সূতং নাগদোষোপশান্তয়ে।
বিশালাঙ্কোঠচূর্ণেন বঙ্গদোষং নিবারয়েৎ॥
রাজবৃক্ষো মলং হন্তি চিত্রকো বহ্নিদূষণম্।
চাঞ্চল্যং কৃষ্ণধুস্তুরস্ত্রিফলা বিষনাশিনী॥
কটুত্রয়ং গিরিং হন্তি চাসহ্যাগ্নিং ত্রিকণ্টকঃ।
প্রতিদোষং কলাংশেন তত্তচ্চূর্ণং সকন্যকম্॥
সুবস্ত্রচ্ছানিতং সূতং খল্লে কৃত্বা যথাক্রমম্।
প্রত্যেকং প্রত্যহং যত্নাৎ সপ্তবারং বিমর্দ্দয়েৎ॥
উদ্ধৃত্যোষ্ণারনালেন মৃৎপাত্রে ক্ষালয়েৎ সুধীঃ।
সর্ব্বদোষবিনির্মুক্তং সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতম্॥

কলাংশমিতি রসস্য ষোড়শাংশং চূর্ণং কুমারীদ্রবেণ সহ সপ্তবারং মর্দ্দয়েৎ। এবমষ্টৌ দিনানি প্রত্যহং বস্ত্রেণ ছানয়িত্বা নবমে দিনে উষ্ণারনালেন ক্ষালয়িত্বা যোগেষু যোজয়েৎ। ইষ্টকাদিস্তু নাগাদিং কুমারী কঞ্চুকং দ্রবেৎ।

অতঃপর রসের নাগাদি অষ্টদোষ ও উল্লিখিত সপ্ত কঞ্চুক পরিহারের বিধি লিখিত হইতেছে। যতটুকু রস শোধন করিতে হইবে, তাহার ষোড়শাংশ পরিমিত একত্রীকৃত ইষ্টকচূর্ণ ও হরিদ্রাচূর্ণ

ঐ পারদে প্রক্ষিপ্ত এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃতকুমারী ও গোঁড়ালেবুর রস সংযুক্ত করিয়া কিয়ৎক্ষণ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, ৭ বার মর্দ্দন করিয়া ঐ পারদ কাঁজি দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা পারদের নাগদোষ অপনীত হয় অর্থাৎ উহাতে যে সীসক মিশ্রিত থাকে, তাহা অপসারিত হয়। অতঃপর বঙ্গাদি দোষ অপনয়নের নিমিত্ত যে সকল চূর্ণের উল্লেখ করা যাইতেছে, ঐ সকল চূর্ণের প্রত্যেকের পরিমাণ রসের ষোড়শাংশ জানিবে এবং মর্দ্দনকালে কিঞ্চিৎ ঘৃতকুমারীর রস প্রত্যেক স্থলেই দিতে হইবে। সেই সকল চূর্ণ এই যথা—রাখালশসা ও ধলআঁকড়ার মূলের চূর্ণের সহিত মর্দ্দনে বঙ্গদোষ অর্থাৎ পারদের সহিত যে বঙ্গ মিশ্রিত থাকে তাহা দূরীকৃত হয়। সোঁদালমূল চূর্ণ দ্বারা মলদোষ, চিতামূল চূর্ণ দ্বারা বহ্নিদোষ, কৃষ্ণধুস্তুর দ্বারা চাঞ্চল্যদোষ, ত্রিফলা দ্বারা বিষদোষ, ত্রিকটু দ্বারা গিরিদোষ ও গোক্ষুর দ্বারা অসহাগ্নিদোষ নিরাকৃত হয়। প্রতিদিন সাতবার করিয়া মর্দ্দন করিবে। এইরূপ ৮ দিন মর্দ্দন করিয়া নবম দিবসে ছাঁকিয়া লইয়া উষ্ণ কাঁজিতে প্রক্ষালন করিয়া লইবে। উল্লিখিত ইষ্টকাদির চূর্ণ দ্বারা নাগাদি অষ্টদোষ ও ঘৃতকুমারীর দ্বারা সপ্তকঞ্চুক দূরীকৃত হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ পারদ ব্যবহারোপযোগী।

অথ মুখ্যদোষহরঃ শোধনবিধিঃ ।

গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলাগ্নিং চিত্রকো বিষং হন্তি।
তস্মাদেভির্মিশ্রৈর্বারান্ সংমূর্চ্ছয়েৎ সপ্ত ॥

পারদের প্রধান দোষ হরণার্থ অন্ততঃ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ঘৃতকুমারীর দ্বারা মলদোষ, ত্রিফলা দ্বারা অগ্নিদোষ ও চিতার দ্বারা বিষদোষ অপনীত হয়। অতএব ঐ সমুদায়ের চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া পারদের সহিত ৭ বার মর্দ্দন করিবে।

অথ সর্ব্বদোষহরঃ সংক্ষিপ্তঃ শোধনবিধিঃ ।

কুমারিকাচিত্রকরক্তসর্ষপৈঃ
কৃতৈঃ কষায়ৈর্বৃহতীবিমিশ্রিতৈঃ।
ফলত্রিকেণাপি বিমর্দ্দিতো রসো
দিনত্রয়ং সর্ব্বমলৈর্বিমুচ্যতে ॥

অন্যচ্চ।
একেন লশুনেনৈব সম্যক্ শুদ্ধো ভবেদ্রসঃ ॥
ইতি মর্দ্দনম্।

ঘৃতকুমারী, চিতামূল, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা ইহাদের ক্বাথের সহিত ৩ দিন মর্দ্দন করিলে পারদ সর্ব্বদোষ বিনির্ম্মুক্ত হয়। অথবা কেবল রশুনের রসের সহিত মর্দ্দনেও উহা নির্দ্দোষ হইয়া থাকে।

অথ মূর্চ্ছনম্ ।

অব্যভিচরিতব্যাধিঘাতকত্বস্তু মূর্চ্ছনা।
ত্র্যাষণত্রিফলাবন্ধ্যাকন্দৈঃ কুত্রদ্বয়ান্বিতৈঃ।
চিত্রকোর্ণানিশাক্ষারকন্যার্ককনকদ্রবৈঃ।
সূতং কৃতেন দ্রবেণ বারান্ সপ্তাভিমর্দ্দয়েৎ।
ইত্থং সংমূর্চ্ছিতঃ সূতস্ত্যজেৎ সপ্তাপি কঞ্চুকান্।

মর্দ্দনের বিধি লিখিত হইল, এক্ষণে মূর্চ্ছন প্রণালী লিখিত হইতেছে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা পারদের নিশ্চয় ব্যাধিঘাতিনী শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম

মূর্চ্ছনা। ত্রিকটু, ত্রিফলা, বন্ধ্যাকর্কোটকী, বৃহতী ও কন্টকারী ইহাদের কাথের সহিত এবং চিতা, মেষলোম, হরিদ্রা, যবক্ষার, ঘৃতকুমারীর দ্রব, আকন্দপত্রের রস ও ধুস্তুর পত্র রস এই সকলের সহিত ৭ বার মর্দ্দন করিলে রসের কঞ্চুক সমূহ দূরীকৃত হয়। ইহার নাম মূর্চ্ছনা।

স্বেদনম্।

রসং চতুর্গুণে বস্ত্রে বদ্ধা দোলাকৃতং পচেৎ।
দিনং ব্যোষবরাবহ্নিকন্যাকল্কে সকাঞ্জিকে।
দোষশেষাপনুত্ত্যর্থমিদং স্বেদনমুচ্যতে।

কোন বস্ত্রখণ্ড চারিভাগ করিয়া উহাতে পারদ বদ্ধ করিবে এবং একটী হাঁড়ীর অর্দ্ধপর্য্যন্ত কাঁজিতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা ও ঘৃত-কুমারীর কল্ক মিশ্রিত করিবে। হাঁড়ীর মুখে একটী কাষ্ঠিকা দিয়া তাহাতে রসপোট্‌লী লম্বমান করিয়া বান্ধিবে। এক দিবস এই দোলাযন্ত্রে পাক করিলে পারদের শোধিতা-বশেষ দোষ নিরাকৃত হয়।

ঊর্দ্ধপাতনম্।

ময়ূরগ্রীবতাপ্যাভ্যাং নষ্টপিষ্টীকৃতস্য চ।
যন্ত্রে বিদ্যাধরে কুর্য্যাদ্রসেন্দ্রস্যোর্দ্ধপাতনম্।
নষ্টপিষ্টীকৃতস্য কুমারীদ্রবযোগেন তাবন্মর্দ্দনং কর্ত্তব্যং যাবৎ পারদো ন দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ।

পারদের সহিত তুঁতিয়া, স্বর্ণমাক্ষিক ও ঘৃতকুমারীর রস মিলিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পারদ নিশ্চন্দ্র হইলে বিদ্যা-ধর বা ডমরুযন্ত্রে উহার ঊর্দ্ধপাতন করিবে। অর্থাৎ নিম্নস্থ পাত্রে মর্দ্দিত পারদ রাখিয়া ক্রমাগত জাল দিবে। ইহাতে পারদ উত্থিত হইয়া উপরিস্থ স্থালীর তলদেশে বা গর্ভে সংলগ্ন হইলে উহা গ্রহণীয়।

অধঃ পাতনম্।

ত্রিফলাশিগ্রুশিখিভির্লবণাসুরিসংযুতৈঃ।
নষ্টপিষ্টং রসং কৃত্বা লেপয়েদূর্দ্ধভাজনম্।
ততো দীপ্তৈরধঃপাতমুৎপেক্ষস্য কারয়েৎ।
যন্ত্রে ভূধরসংজ্ঞে তু ততঃ সূতো বিশুধ্যতি।

ত্রিফলা, সজিনা, চিতা, সৈন্ধবলবণ ও রাইসর্ষপ এই সমুদায়ের সহিত পারদ মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিতে করিতে উহা পঙ্কবৎ হইলে ভূধরযন্ত্রের ঊর্দ্ধস্থ স্থালীতে লেপন করিবে। ঐ যন্ত্র ভূগর্ভে নিখাত করিয়া উহার উপরিভাগ প্রদীপ্ত অঙ্গার দ্বারা আকীর্ণ করিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ঊর্দ্ধভাণ্ড-সংলগ্ন পারদ নিম্ন পাত্রস্থ জলে পতিত হইবে। ইহার নাম অধঃপাতন।

তির্য্যক্‌পাতনম্।

ঘটে রসং বিনিক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্যকম্।
তির্য্যঙ্মুখং দ্বয়োঃ কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ।
রসাধো জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ সূতো জলং বিশেৎ।
তির্য্যক্‌পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ।

একটী ঘটে পারদ ও আর একটী ঘটে জল রাখিয়া উভয়কে তির্য্যগ্‌ভাবে স্থাপন করিয়া উভয়ের মিলিত মুখদ্বয় লেপন করিবে। রসগর্ভ ঘটের নিম্নে জাল দিবে, ইহাতে ঐ রস অপর ঘটস্থ জলে পতিত হইবে। ইহার নাম তির্য্যক্‌পাতন।

মিশ্রিতৌ চেদ্রসে নাগবঙ্গৌ বিক্রয়হেতুনা।
তাভ্যাং স্যাৎ কৃত্রিমো দোষস্তন্মুক্তিঃ পাতনত্রয়াৎ।

প্রবঞ্চক পারদব্যবসায়ীরা বিক্রয়ার্থ ইহার সহিত সীসা ও বঙ্গ মিশ্রিত করে। এই মিশ্রনের নাম কৃত্রিমদোষ। ঊর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন ও তীর্য্যক্পাতন দ্বারা কৃত্রিম দোষ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়।

বোধনম্।

কদর্থনেনৈব নপুংসকত্ব-
মেবং ভবেদস্য রসস্য পশ্চাৎ।
বীর্য্যপ্রকর্ষায় চ ভূর্জ্জপত্রে-
স্বেদ্যো জলে সৈন্ধবচূর্ণগর্ভে।

ঊর্দ্ধপাতনাদি ক্রিয়া সমস্ত দ্বারা পারদের নপুংসক ভাব উৎপন্ন হয়। এই দোষের নিরাকরণার্থ পারদকে ভূর্জ্জপত্রে সংবদ্ধ করিয়া সৈন্ধবচূর্ণ মিশ্রিত জলে স্বিন্ন করিবে। ইহাতে পারদ বীর্য্যবান্ হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম বোধনক্রিয়া।

নিয়মনম্।

সর্পাক্ষী চিঞ্চিকা বন্ধ্যা ভৃঙ্গজা কনকাম্বুভিঃ।
দিনং সংস্বেদিতঃ সূতো নিয়মাৎ স্থিরতাং ব্রজেৎ।

সর্পাক্ষী, তেঁতুলছাল, কাঁকরোলমূল, বামুনহাটী ও ধুতুরা ইহাদের ক্বাথে এক দিন স্বিন্ন করিলে পারদ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। ইহাকে নিয়মন কহা যায়।

দীপনম্।

কাসীসং পঞ্চলবণং রাজিকা মরিচানি চ।
ভূশিগ্রুবীজমেকত্র টঙ্কনেন সমন্বিতম্।
আলোড্য কাঞ্জিকে দোলাযন্ত্রে পাকাদ্দিনৈস্ত্রিভিঃ।
দীপনং জায়তে সম্যক্ সূতরাজস্য জারণে।
অথবা চিত্রকক্বাথৈঃ কাঞ্জিকে ত্রিদিনং পচেৎ।

হীরাকস, পঞ্চলবণ, রাইসর্ষপ, মরিচ, সজিনাবীজ ও সোহাগা এই সমুদায় দ্রব্য পেষণ ও কাঁজিতে আলোড়ন করিয়া যথানিয়মে ৩ দিন দোলাযন্ত্রে পারদ পাক করিবে অথবা কেবল চিতার ক্বাথ ও কাঁজি একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ৩ দিন পাক করিবে। ইহার নাম দীপন ক্রিয়া।

অনুবাসনম্।

দীপিতং রসরাজস্তু জম্বীররসসংযুতম্।
দিনৈকং ধারয়েদ্‌ঘর্ম্মে মৃৎপাত্রে বা শিলোদ্ভবে।

উল্লিখিতরূপ দীপিত পারদ গোঁড়ালেবুর রসের সহিত সংযুক্ত করিয়া মৃত্তিকা বা প্রস্তরের পাত্রে স্থাপন করিয়া একদিন রৌদ্রে রাখিবে। এই প্রক্রিয়ার নাম অনুবাসন।

বিড়কথনম্।

বিড়মত্র প্রবক্ষ্যামি সাধয়েৎত্রিবজ্যং বরঃ।
শঙ্খচূর্ণং রবিক্ষীরৈশ্চাতপে ভাবয়েদ্দিনম্।
তদ্বজ্জম্বীরজৈর্দ্রাবৈর্দিনৈকং ধূমসারকম্।
সুবর্চ্চলমজামূত্রৈঃ ক্বাথ্যং যামচতুষ্টয়ম্।
কণ্টকারী চ সংক্বাথ্যা দিনৈকং নরমূত্রকৈঃ।
সর্জ্জিক্ষারস্তিন্তিড়ীকং কাসীসঞ্চ শিলাজতু।
জম্বীরোত্থদ্রবৈর্ভাব্যং পৃথগ্‌যামচতুষ্টয়ম্।
জৈপালবীজং ত্বগ্‌হীনং মূলকানাং দ্রবৈর্দিনম্।
সৈন্ধবং টঙ্কনং গুঞ্জা শিগ্রুমূলদ্রবৈর্দিনম্।
এতৎ সর্ব্বং সমাংশস্তু মর্দ্দং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ।
তদ্‌গোলং রক্ষয়েদ্‌যত্নাদ্বিড়োঽয়ং বাড়বানলঃ।
অনেন মর্দ্দয়েৎ সূতং গ্রসতে তপ্তখল্লকে।
স্বর্ণাভ্রাদীনি লোহানি যথেষ্টানি চ মারয়েৎ।

শঙ্খচূর্ণ ও আকন্দের আটায় গৃহধূম (ঝুল) গোঁড়ালেবুর রসে একদিন ভাবনা দিবে, সৌবর্চ্চল লবণ ছাগমূত্রের সহিত

৪ প্রহর ও কণ্টকারী নরমূত্রের সহিত একদিন সিদ্ধ করিবে। সাচিক্ষার, তেঁতুল-ছাল, হীরাকস ও শিলাজতু এই সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গোড়ালেবুর রসে ৪ প্রহর ভাবনা দিবে। ত্বকপরিবর্জ্জিত জয়পালবীজ মূলার রসে একদিন ভাবনা দিবে। উল্লিখিত ভাবা ও ক্বাথ্য দ্রব্য সমস্তের প্রত্যেক সমান পরিমাণে লইবে। অনন্তর ঐ সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। এই গোলক যত্নে রক্ষণীয়। তপ্তখলে এই পিণ্ডের সহিত পারদ মর্দ্দন করিলে সেই পারদ স্বর্ণ, অভ্র প্রভৃতি সমুদায় ধাতুকে গ্রাস অর্থাৎ ক্ষয় করিতে সমর্থ হয়।৹

তপ্তখল্বলক্ষণম্।

অজাশকৃৎ তুষাগ্নিঞ্চ খানয়িত্বা ভুবি ক্ষিপেৎ।
তস্যোপরিস্থিতং খল্বং তপ্তখল্বমিতি স্মৃতম্।

ভূমিতে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ছাগবিষ্ঠা ও তুষ নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া উপরিভাগে খল্ব স্থাপন করিলে উহাকে তপ্ত খল্ব বলা যায়।

ষড়্‌গুণবলিজারণবিধিঃ।

সূতপ্রমাণং সিকতাখ্যযন্ত্রে
দত্ত্বা বলিং মৃদ্ঘটিতেঽল্পভাণ্ডে।
তৈলাবশেষেঽত্র রসং নিদধ্যা-
দল্পাল্পকায়ং প্রবিলোক্য ভূয়ঃ॥
আষড়্‌গুণং গন্ধকমল্পমল্পং
ক্ষিপেদসৌ জীর্ণবলির্বলী স্যাৎ।
রসেষু সর্ব্বেষু নিয়োজিতোঽয়-
মসংশয়ং হন্তি গদং জবেন।

বালুকাযন্ত্রে ক্ষুদ্র মৃত্তিকার ভাণ্ডে পারদের সমান গন্ধক রাখিয়া পাক করিবে। গন্ধক গলিয়া তৈলবৎ হইলে ইহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে। কিয়ৎ-ক্ষণ অন্তরে উহার উপর পুনর্ব্বার গন্ধক চূর্ণ দিবে, ঐ গন্ধক গলিয়া গেলে আরও কিঞ্চিৎ গন্ধকচূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। এই-রূপে পারদের ৬ গুণ গন্ধক প্রক্ষিপ্ত হইলে পর যন্ত্র অবতারণ করিয়া ভাণ্ড তুলিয়া লইবে এবং উহাতে একটী ছিদ্র করিয়া পারদ নিষ্কাশিত করিবে। এই প্রক্রিয়ার নাম ষড়্‌গুণ বলি (গন্ধক) জারণ। এইরূপে বিশোধিত পারদ নির্দ্দোষ ও রোগনিবারণে সমর্থ। এই ষড়্‌গুণবলিজারণ. পারদের প্রধান মূর্চ্ছনা জানিবে।

ষড়্‌গুণবলিজারণেন সিন্দূর-সম্পাদনম্।

কূপীকোটরমাগতং রসগুণৈর্গন্ধৈস্তুলায়াং বিতুং
বিজ্ঞায় জ্বলনক্রমেণ সিকতাযন্ত্রে শনৈঃ পাচয়েৎ।
বারংবারমনেন বিহ্নি বিধিনা গন্ধক্ষয়ং সিন্দুয়ে
সিন্দূরাত্যুচিতোঽয়মুভূয় ভণিতঃ কর্ম্মক্রমোঽয়ং ময়া॥
রসমন্ত্ররেণ হিঙ্গুলগন্ধকাভ্যামপি সিন্দূরঃ সম্পা-
দ্যম্। মাত্রা ১ রক্তিকা।

কিঞ্চিৎ পারদ ও তৎপরিমিত গন্ধক উভয়ে মাড়িয়া কজ্জলী করিয়া রসসিন্দূর পাক করিবার নিয়মানুসারে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে, সিন্দূর প্রস্তুত হইলে উহার সহিত পুনর্ব্বার পূর্ব্বপরিমিত গন্ধক মাড়িয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ পাক করিবে। এইরূপে পারদের ৬ গুণ গন্ধক পর্য্যবসিত হইলে অর্থাৎ ঐরূপ ৬ বার পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে উদ্দেশ্য রসসিন্দূর প্রস্তুত

হইল। পারদের অভাবে হিঙ্গুলের সহিত গন্ধক মাড়িয়া তদ্দ্বারাও রসসিন্দূর প্রস্তুত করা যায়। সামান্য রসসিন্দূর প্রস্তুত করিবার নিয়ম পরে বলা যাইবে। ইহার মাত্রা ১ রতি।

রসস্য মারণবিধিঃ ।

ধূমসারং রসং তোরীগন্ধকং নরসাদরম্ ।
যামৈকং মর্দ্দয়েদম্লৈর্ভাগং কৃত্বা সমং সমম্ ।
কাচকূপ্যাং বিনিক্ষিপ্য তাঞ্চ মৃদ্বস্ত্রমুদ্রয়া ।
বিলিপ্য পরিতো বক্ত্রে মুদ্রাং দত্ত্বা বিশোষয়েৎ ।
অধঃসচ্ছিদ্রপিঠরীমধ্যে কূপীং নিবেশয়েৎ ।
পিঠরীং বালুকাপূরৈর্ভৃত্বা চাকূপিকাগলম্ ।
নিবেশ্য চুল্ল্যাং তদধো বহ্নিঃ কুর্য্যাচ্ছনৈঃ শনৈঃ ।
তস্মাদপ্যধিকং কিঞ্চিৎ পাবকং জ্বালয়েৎ ক্রমাৎ ।
এবং দ্বাদশভির্যামৈর্ম্রিয়তে রস উত্তমঃ ।
স্ফোটয়েৎ স্বাঙ্গশীতং তমূর্দ্ধগং গন্ধকং ত্যজেৎ ।
অধঃস্থঞ্চ মৃতং সূতং গৃহ্ণীয়াৎ তন্তমাত্রয়া ।
যথোচিতানুপানেন সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ ।

পারদ, গন্ধক, নিশাদল ও গৃহধূম (ঝুল) এই সমুদায় সমান সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া কোন অম্লরস দ্বারা এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে উহা একটী বোতলে রাখিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া শুকাইয়া লইবে। ঐ বোতল একটী হাঁড়ীতে বসাইয়া বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বালুকা নিক্ষেপ করিবে। হাঁড়ীর তলদেশে মধ্যস্থলে তর্জ্জনী অঙ্গুলি প্রমাণ একটী ছিদ্র রাখিবে। অনন্তর উহা চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে অগ্নি ক্রমশঃ তীব্রতর করিতে হইবে। এইরূপ ১২ প্রহর পাক করিলে পারদ ভস্ম হইবে। ঊর্দ্ধগত গন্ধক পরিত্যাগ করিয়া নিম্নস্থ ভস্মসূত গ্রহণীয়।

প্রকারান্তরম্ ।

কাষ্ঠোদুম্বরিকাদুগ্ধে রসং কিঞ্চিদ্বিমর্দ্দয়েৎ ।
তদ্দুগ্ধঘৃষ্টহিঙ্গোশ্চ মূষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ ।
ক্ষিপ্ত্বা তৎসংপুটে সূতং তত্র মুদ্রাং প্রদাপয়েৎ ।
ধৃত্বা তদ্গোলকং প্রাজ্ঞো মৃণ্মূষাসংপুটেঽধিকে ।
পচেদ্গজপুটেনৈব সূতকো যাতি ভস্মতাম্ ।

ডুমুরের আটার সহিত পিষ্ট হিঙ্গু দ্বারা দুইটী মূষা নির্ম্মাণ করিবে, কিঞ্চিৎ পারদ ডুমুরের আটার সহিত মর্দ্দন করিয়া ঐ মূষা মধ্যে স্থাপন ও মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক ঐ মূষা অপর একটী বৃহৎ মৃত্তিকাময়ী মূষার অন্তর্নিহিত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে পারদ ভস্মীভূত হইবে।

প্রকারান্তরম্ ।

নাগবল্লীরসৈর্ঘৃষ্টঃ কর্কোটীকন্দগর্ভিতঃ ।
মৃণ্মূষাসংপুটে পক্বঃ সূতো যাত্যেব ভস্মতাম্ ।

পানের রসের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া কাঁকরোল মূলের গর্ভ মধ্যে রাখিয়া উহা পূর্ব্ববৎ একটী মৃত্তিকার মূষার মধ্যে সংবদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাও পারদ ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

কর্পূররসস্য বিধিঃ ।

অত্র পারদস্য সংক্ষিপ্তং শোধনং কর্ত্তব্যম্ ।
শুদ্ধসূতসমং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং গৈরিকং সুধীঃ ।
ইষ্টিকাং খটিকাং তদ্বৎ স্ফটিকাং সিন্ধুজন্ম চ ।
বল্মীকং ক্ষারলবণং ভাণ্ডরঞ্জকমৃত্তিকাম্ ।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বাসসা চাপি শোধয়েৎ ।
এভিশ্চূর্ণৈর্যুতং সূতং যাবদ্যামচতুষ্টয়ম্ ।
তচ্চূর্ণসহিতং সূতং স্থালীমধ্যে পরিক্ষিপেৎ ।
তস্যাঃ স্থাল্যা মুখে স্থালীমপরাং ধারয়েৎ সমাম্ ।
সবস্ত্রকুট্টিতমৃদা মুদ্রয়েদনয়োর্ম্মুখম্ ।

সংশোধ্য মূত্রয়েদ্ভূয়ো ভূয়ঃ সংশোধ্য মুদ্রয়েৎ।
সম্যগ্‌বিশোষ্য মুদ্রাং তাং স্থালীং চুল্যাং বিধারয়েৎ।
অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্‌যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্।
অঙ্গারোপরি তদ্বদ্বং রক্ষেদ্বত্নাদহর্নিশম্।
শনৈরুদ্ঘাটয়েদ্ যন্ত্রমূর্দ্ধস্থালীগতং রসম্।
কর্পূরবৎ সুবিমলং গৃহ্নীয়াদ্‌গুণবত্তরম্।
তদেব কুসুমচন্দনকস্তুরীকুঙ্কুমৈর্যুক্তম্।
খাদন্ হরতি ফিরঙ্গং ব্যাধিং সোপদ্রবং সপদি।
বিদধাতি বহ্নের্দীপ্তিং পুষ্টিং বীর্য্যং বলং বিপুলম্।
রময়তি রমণীশতকং রসকর্পূরস্য সেবকঃ সততম্।
মাত্রা ১ রক্তিকা।

রসকর্পূর প্রস্তুত করিবার নিয়ম লিখিত হইতেছে। পারদের সমান পরিমাণে গেরিমাটী, ইষ্টক, খড়ি, ফট্‌কিরি, সৈন্ধব-লবণ, উর্ণীমৃত্তিকা, পাড়িলবণ ও রাঙ্গামাটী এই সমুদায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এই সমুদায় চূর্ণ ও একভাগ পারদ একত্র মিশ্রিত করিয়া এক এক প্রহরকাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ মিশ্রিত চূর্ণ একটী হাঁড়ীতে রাখিয়া তাহার উপর আর একটী ঐরূপ হাঁড়ী উপুড় করিয়া চাপা দিবে। মিলিত মুখ-দ্বয় বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া শুকাইয়া লইবে। এইরূপ ২।৩ বার লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া চুল্লীর উপর যন্ত্র স্থাপন করিবে। এইরূপ ক্রমাগত ৪ দিন পাক করিয়া পঞ্চম দিবস অহোরাত্র অঙ্গারো-পরি স্থাপন করিয়া রাখিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ ও যন্ত্র শীতল হইলে অবতারণ করিয়া ঊর্দ্ধস্থালীগত কর্পূরবৎ নির্ম্মল রস গ্রহণীয়। ইহা সেবন করিলে ফিরঙ্গ রোগনাশ, অগ্নির দীপ্তি, পুষ্টি, বল-বীর্য্যোৎপত্তি ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। মাত্রা ১ রত্তি।

সিন্দূররসঃ।

শুদ্ধসূতস্য গৃহ্নীয়াত্ত্রিবগ্‌ভাগচতুষ্টয়ম্।
শুদ্ধগন্ধস্য ভাগৈকং তাবৎ কৃত্রিমগন্ধকম্।
অথবা পারদস্যার্দ্ধং শুদ্ধগন্ধকমেব হি।
তয়োঃ কজ্জলিকাং কুর্য্যাদ্দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ।
মৃত্তিকাং বাসসা সার্দ্ধং কুট্টয়েদতিযত্নতঃ।
তয়া বারত্রয়ং সম্যক্ কাচকূপীং প্রলেপয়েৎ।
মৃত্তিকাং শোষয়িত্বা তু কুপ্যাং কজ্জলিকাং ক্ষিপেৎ
তাং কূপীং বালুকাযন্ত্রে স্থাপয়িত্বা রসং পচেৎ।
অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্‌যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্।
গৃহ্নীয়াদূর্দ্ধসংলগ্নং সিন্দূরসদৃশং রসম্।
পারদঃ ক্রিমিকুষ্ঠঘ্নো জরদো দৃষ্টিকৃৎ সরঃ।
মৃত্যুঘ্নশ্চ মহাবীর্য্যো যোগবাহী জরাপহঃ।
স্মৃত্যোজোরূপদো বৃষ্যো বুদ্ধিকৃদ্ধাতুবর্দ্ধনঃ।
ষণ্ডত্বনাশনঃ শূরঃ খেচরঃ সিদ্ধিদঃ পরঃ।
পরঃ সকলরোগহা স্মৃতঃ
ষড়্‌রসো নিখিলযোগবাহকঃ।
পঞ্চভূতময় এব কীর্ত্তিত
স্তেন তদ্‌গুণগণৈর্বিরাজতে।
যস্য রোগস্য যে যোগস্তেনৈব সহ যোজিতঃ।
রসেন্দ্রো হন্তি তং রোগং নরকুঞ্জরবাজিনাম্।
মাত্রা ১ রক্তিকা।

রসসিন্দূর প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা—শোধিত পারদ ৪ ভাগ, শোধিত গন্ধক ১ ভাগ ও অপরিশোধিত গন্ধক ১ ভাগ (অথবা ২ ভাগই শোধিত গন্ধক) এই সমুদায় একদিন ক্রমাগত মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। বস্ত্র ও মৃত্তিকা একত্র কুট্টিত করিয়া তদ্দ্বারা একটী বোতল যথাক্রমে লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া তন্মধ্যে ঐ কজ্জলী রাখিয়া বালুকাযন্ত্রে ক্রমাগত ৪ দিন পাক করিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে যন্ত্র নামাইয়া বোতলের ঊর্দ্ধগত সিন্দূর সদৃশ রস গ্রহণ করিবে। ইহার নাম রস-সিন্দূর। রসসিন্দূর ক্রিমিনাশক, কুষ্ঠঘ্ন, স্বাস্থ্য-প্রদ, দৃষ্টিশক্তি ও বলবর্দ্ধক, সারক, অকাল-মৃত্যুনিবারক, বীর্য্যবান্, জরঘ্ন, বৃষ্য, পাণ্ডু-

রোগপ্রশমক এবং উপযুক্ত ক্বাথাদির সহিত সেবনে সর্ব্বব্যাধিনাশক। মাত্রা ১ রতি।

পীতরসঃ ।

রসং গন্ধং সমং দত্ত্বা হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈর্দৃঢ়ম্‌।
ভূধাত্রিকারসৈর্মর্দ্দ্যং দিনমেকং নিরন্তরম্‌।
বিশুষ্কং বালুকাযন্ত্রে মূষায়াং সন্নিবেশয়েৎ।
দিনমেকং পচেদগ্নৌ মন্দমন্দং নিশাবধি।
এবং নিশান্তে পীতঃ সূতরাজশ্চ গৃহ্যতে।
ক্ষুদ্বোধং কুরুতে পূর্ব্বমুদরাদীন্‌ বিনাশয়েৎ।
বাতপিত্তকফোদ্ভূতান্‌ রোগান্‌ সর্ব্বান্‌ জয়েদ্‌ ধ্রুবম্‌।
মাত্রা ১ রক্তিকা।

পারদ ও গন্ধক এই উভয় দ্রব্য সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া হাতীশুঁড়ার ও ভুঁইআমলার রসে যথাক্রমে এক এক দিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে ঐ কজ্জলী মূষার অন্তর্নিহিত করিয়া বালুকাযন্ত্রে মন্দ মন্দ অগ্নিতে এক দিবস পাক করিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা পারদ ভস্মীভূত ও পীতাভ হইবে। পীতসূত সেবনে উদরী প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি ও অগ্নির দীপ্তি হয়। মাত্রা ১ রতি।

কৃষ্ণরসঃ ।

লৌহপাত্রেঽথবা তাম্রে পলৈকং শুদ্ধগন্ধকম্‌।
মৃদ্বগ্নিনা দ্রুতে তস্মিন্‌ শুদ্ধসূতপলত্রয়ম্‌।
ক্ষিপ্ত্বাথ চালয়েৎ কিঞ্চিল্লোহদর্ব্ব্যা পুনঃ পুনঃ।
গোময়ে কদলীপত্রং তস্যোপরি চ চালয়েৎ।
ইত্যেবং গন্ধবদ্ধস্তু সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
মাত্রা ১ রক্তিকা।

লৌহ অথবা তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে ১ পল শোধিত গন্ধক রাখিয়া মৃদু মৃদু অগ্নিতাপ দিবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইলে উহাতে ৩ পল শোধিত পারদ নিক্ষেপ করিবে। লৌহদর্ব্বী দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধীরে ধীরে নাড়িয়া কিয়ৎক্ষণ পরে, গোময়ের উপরি স্থাপিত কদলীপত্রে উহা ঢালিয়া কদলীপত্রবেষ্টিত গোময়-পোট্টলী দ্বারা চাপিয়া পর্পটীর ন্যায় করিবে। ইহাকে কৃষ্ণসূত কহা যায়। মাত্রা ১ রতি।

শ্বেতরক্তং তথা পীতং কৃষ্ণঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্‌।
সূতভস্ম প্রয়োক্তব্যং যথাব্যাধ্যনুপানতঃ।

শ্বেত (রসকর্পূর), লোহিত (রসসিন্দূর), পীত ও কৃষ্ণ এই চারি প্রকার রসভস্ম ব্যাধি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

রসতালকস্য বিধিঃ ।

রসো গন্ধস্তালকঞ্চ রক্তশঙ্খী সমাংশতঃ।
সংমর্দ্দ্য সিকতাযন্ত্রে পচেদ্‌যামচতুষ্টয়ম্‌।
পীতাভং জায়তে পাকাদ্‌রসতালকসংজ্ঞিতম্‌।
জ্বরঘ্নং দীপনং বহ্নের্বীর্য্যস্তম্ভনমুত্তমম্‌।
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি দ্বিবিধং বাতশোণিতম্‌।
বল্যমায়ুষ্করং মেধ্যং পরমেতদ্রসায়নম্‌।
মাত্রা ১ যবঃ।

শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও লাল দারুমুজ এই চারি দ্রব্য সমান পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে উহা কাচকূপীর অভ্যন্তরগত করিয়া রসসিন্দূর পাক করিবার নিয়মানুসারে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে ঔষধের অল্প অংশমাত্র বোতলের কণ্ঠদেশে উঠিবে, অবশিষ্ট সমস্তই বোতলের নিম্নে থাকিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা রসতালক নামক পীতবর্ণ ঔষধ

বিশেষ প্রস্তুত হইবে। রসতালক অতিশয় রুচ্য, অগ্নিসন্দীপক বীর্য্যস্তম্ভক, বলকর, আয়ুর্বর্দ্ধক, মেধাজনক, রসায়ন এবং কুষ্ঠ ও বাতরক্তরোগের শান্তিকারক। ইহার মাত্রা ১ যব।

সামান্য কজ্জলীকরণবিধিঃ।

শুদ্ধং রসং গন্ধকঞ্চ সমং সংমর্দ্দয়েদ্দিনম্।
নিশ্চন্দ্রং কজ্জলীভূতং ততো যোগেষু যোজয়েৎ।
পৃথগ্‌যোগেষু যত্রোক্তৌ সমৌ পারদগন্ধকৌ।
তত্র ভাগদ্বয়ং যোজ্যং কজ্জলস্যেতি নিশ্চয়ঃ।
যাবান্ স্যাদধিকঃ সূতাৎ তাবন্তং গন্ধকং পুনঃ।
ক্ষিপেদ্‌যোগে বিধানজ্ঞো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
যত্রসূতোঽধিকো যোগে গন্ধপাষাণতো ভবেৎ।
তত্র তস্মানতঃ কুর্য্যাদ্দাবেব হি কজ্জলম্।

পরিশুদ্ধ পারদ ও গন্ধক সমান পরিমাণে একত্র করিয়া উত্তমরূপে এক দিন মর্দ্দন করিবে। পারদ কণা অদৃশ্য হইয়া উহা কজ্জলবৎ হইলে ঔষধে যোজনা করিবে। এইরূপ সংমর্দ্দিত পারদ ও গন্ধককে কজ্জল বা কজ্জলী বলে। যে সকল যোগে পারদ ও গন্ধকের সমান পরিমাণ গ্রহণের উক্তি থাকে, তথায় ঐ উভয়ের পরিবর্ত্তে ২ ভাগ কজ্জলী গ্রহণীয়। যদি কোন যোগে পারদের অপেক্ষা গন্ধকের অধিক পরিমাণ উক্ত থাকে, তাহা হইলে পারদের উক্ত পরিমাণের দ্বিগুণ কজ্জলী লইয়া অতিরিক্ত গন্ধকাংশ পুনর্ব্বার যোগ করিবে। আর যদি গন্ধকের অপেক্ষা পারদের অধিক পরিমাণ উক্ত থাকে, তাহা হইলে অগ্রে ঐ পরিমিত পারদ ও গন্ধকই মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিয়া লইবে।

বিনা গন্ধকসংযোগাদ্রসঃ প্রায়ো ন যুজ্যতে।
উক্তে পারদমাত্রে তু সিন্দূরং প্রায়শো মতম্।

গন্ধক সংযোগ ব্যতীত কেবল পারদ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না এবং কেবল রসের উক্তিতে প্রায়ই রসসিন্দুর গ্রহণীয়।

যো ন বেত্তি কৃপাসিন্ধুং রসং হরিহরাত্মকম্।
বৃথা চিকিৎসাং কুরুতে স বৈদ্যো হাস্যতাং ব্রজেৎ।

যিনি এই মহোপকারী পারদের সংস্কার ও প্রয়োগাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহার চিকিৎসা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাদৃশ চিকিৎসক, সকলের উপহাসাস্পদ হন।

অথোপরসাঃ।

গন্ধো হিঙ্গুলমভ্রতালকশিলাঃ স্রোতোঽঞ্জনং টঙ্কনং
রাজাবর্ত্তকচুম্বকৌ স্ফটিকয়া শঙ্খঃ খটী গৈরিকম্।
কাসীসং রসকং কপর্দ্দসিকতে তবচ্চ কঙ্কুষ্ঠকং
সৌরাষ্ট্রী চ মতা অমী উপরসাঃ সূতস্য কিঞ্চিদ্‌গুণৈঃ।

গন্ধক, হিঙ্গুল, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, স্রোতোঽঞ্জন, সোহাগা, রাজাবর্ত্তক, চুম্বক, ফট্‌কিরী, শঙ্খ, খড়ী, গেরিমাটী, হীরাকস, খর্পর, কড়ি, বালুকা, কঙ্কুষ্ঠ ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা এই সকল দ্রব্যে রসের (পারদের) ন্যায় গুণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকাতে ইহা-দিগকে উপরস বলে।

হিঙ্গুলম্।

হিঙ্গুলং দরদং ম্লেচ্ছমিঙ্গুলং চূর্ণপারদম্।
দরদস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তশ্চর্ম্মারঃ শুকতুণ্ডকঃ।
হংসপাদস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্ গুণবানুত্তরোত্তরম্।
চর্ম্মারঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ সপীতঃ শুকতুণ্ডকঃ।
জবাকুসুমসঙ্কাশো হংসপাদো মহত্তমঃ।

দরদ, ম্লেচ্ছ, ইঙ্গুল ও চূর্ণপারদ এই সকল শব্দ হিঙ্গুলের পর্য্যায়। হিঙ্গুল তিন প্রকার, যথা—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। চর্ম্মার অপেক্ষা শুকতুণ্ডক ও

শুকতুণ্ডক অপেক্ষা হংসপাদ নামক হিঙ্গুল উপকারক। চর্ম্মার নামক হিঙ্গুল শ্বেতবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ এবং হংসপাদ হিঙ্গুল জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ। শেষোক্ত হিঙ্গুলই ঔষধার্থ ব্যবহার করা উচিত।

হিঙ্গুলস্য শোধনবিধিঃ।

মেষীক্ষীরেণ দরদমম্লবর্গৈশ্চ ভাবিতম্।
সপ্তবারান্ প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতম্।

মেষদুগ্ধে এবং অম্লবর্গ দ্বারা ৭ বার করিয়া ভাবনা দিলে হিঙ্গুল বিশোধিত হইয়া থাকে।

শোধিতস্যাস্য গুণাঃ।

তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যাৎ
নেত্রাময়ঘ্নং কফপিত্তহারি।
হৃল্লাসকণ্ডূজ্বরকামলাশ্চ
প্লীহামবাতৌ চ গরং নিহন্তি।
মাত্রা ১ রক্তিকা।

এইরূপ শোধিত হিঙ্গুল তিক্ত, কষায়, কটু, নেত্ররোগনিবারক, কফপিত্তনাশক ও বিষঘ্ন। ইহার দ্বারা হৃল্লাস, কণ্ডূ, জ্বর, কামলা, প্লীহা ও আমবাত প্রশমিত হয়। মাত্রা ১ রতি।

হিঙ্গুলাৎ রসাকর্ষণবিধিঃ।

নিম্বুরসৈর্নিম্বপত্ররসৈর্বা যামমাত্রকম্।
ঘৃষ্ট্বা দরদমূর্দ্ধ্বস্তু পাতয়েৎ সূতযুক্তিবৎ।
তত্রোর্দ্ধপিঠরীলগ্নং গৃহ্ণীয়াদ্রসমুত্তমম্।
শুদ্ধমেব হি তং সূতং সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ।

লেবুর বা নিম্বপত্রের রসে এক প্রহর হিঙ্গুল মাড়িয়া ডমরু বা বিদ্যাধর যন্ত্রে ঊর্দ্ধপাতনের নিয়মানুসারে উহা পাক করিবে। ইহাতে হিঙ্গুলস্থ পারদ ঊর্দ্ধগত হইয়া উপরিস্থপাত্রে সংলগ্ন হইবে। ইহাকে হিঙ্গুলোত্থ রস বলে। এই রসের অন্য প্রকার শোধনের আবশ্যকতা নাই।

গন্ধকঃ।

গন্ধকো গন্ধিকশ্চাপি গন্ধপাষাণ ইত্যপি।
সৌগন্ধিকশ্চ কথিতো বলির্বলরসোঽপি চ॥
চতুর্দ্ধা গন্ধকঃ প্রোক্তো রক্তঃ পীতঃ সিতোঽসিতঃ।
রক্তো হেমক্রিয়াসূক্তঃ পীতশ্চৈব রসায়নে।
ব্রণাদিলেপনে শ্বেতঃ শ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণঃ সুদুর্লভঃ।
শুকপুচ্ছসমচ্ছায়ো নবনীতসমপ্রভঃ॥
মসৃণঃ কঠিনঃ স্নিগ্ধো গন্ধকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
অশোধিতো গন্ধক এষ কুষ্ঠং
করোতি তাপং বিষমং শরীরে।
শোষঞ্চ রূপঞ্চ বলং তথৌজঃ
শুক্রং নিহন্ত্যেব করোতি চাস্রম্।

গন্ধক, গন্ধপাষাণ সৌগন্ধিক, বলি, বলরস ইত্যাদি শব্দ গন্ধকের পর্য্যায়। রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ এই চারিবর্ণের গন্ধক দৃষ্ট হয়। স্বর্ণসংস্কার বিষয়ে লোহিত, রসায়নবিষয়ে পীত ও ব্রণাদির লেপনবিষয়ে শ্বেত গন্ধক প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। শুকপুচ্ছবৎ আভাবিশিষ্ট, নবনীতপ্রভ, মসৃণ, কঠিন ও চিক্কণ গন্ধক ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য। অবিশুদ্ধ গন্ধক সেবন করিলে দেহে বিষম সন্তাপ, শোষ ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন এবং বল, বীর্য্য, শুক্র ও লাবণ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এক্ষণে আমলাসার নামক গন্ধকই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

অথাস্য শোধনবিধিঃ।

লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
তপ্তে তপ্তে তৎসমানং ক্ষিপেদ্‌গন্ধকজং রজঃ।

বিক্রতং গন্ধকং জ্ঞাত্বা দুগ্ধমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।
এবং গন্ধকশুদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ।

কোন লৌহপাত্রে কিঞ্চিৎ ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া উহাতে গন্ধকচূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা গন্ধক বিশুদ্ধ হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ গন্ধক ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য।

শোধিতস্যাস্য গুণাঃ।

গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ।
পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডূবীসর্পজন্তুজিৎ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

শোধিত গন্ধক কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তকর, কটুপাক, ক্রিমিঘ্ন, রসায়ন, কফঘ্ন ও বায়ুনাশক। ইহার দ্বারা কণ্ডু, বিসর্প, কুষ্ঠ, ক্ষয় ও প্লীহারোগ প্রশমিত হয়। মাত্রা ১ মাষা।

অথাস্য তৈলম্।

অর্কক্ষীরৈঃ স্নুহীক্ষীরৈর্বস্ত্রং লিপ্তঞ্চ সপ্তধা।
গন্ধকং নবনীতেন পিষ্ট্বা বস্ত্রং প্রলেপয়েৎ।
তদ্বর্ত্তিজ্বলিতা দণ্ডে ধৃতা ধার্য্যা হ্যধোমুখী।
তৈলং পতত্যধঃ পাত্রে গ্রাহ্যং যোগেষু যোজয়েৎ॥
অন্যচ্চ। আবর্ত্তমানে পয়সি দত্ত্বা গন্ধকজং রজঃ।
তজ্জাতদধিকং সর্পির্গন্ধতৈলং বদন্তি হি॥
গন্ধতৈলং গলৎকুষ্ঠং হন্তি লেপাচ্চ ভক্ষণাৎ।

গন্ধক হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা যায়। উহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই যথা—আকন্দের ও সিজের আটায় ৭ বার করিয়া কোন বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে নবনীতের সহিত গন্ধক পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিয়া উহা নিম বা অন্য কোন কাষ্ঠের দণ্ডে বেষ্টন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি জ্বালাইয়া অধোমুখ করিয়া ধরিয়া রাখিলে উহা হইতে বিন্দু বিন্দু তৈল পতিত হয়। ইহার নাম গন্ধক তৈল। আর এক প্রকার প্রণালীতেও এই তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা—দুগ্ধ জ্বাল দিতে দিতে তাহাতে গন্ধকচূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। ইহাতে ঐ দুগ্ধ জমিয়া দধিবৎ হইবে। এই দধি মন্থন করিলে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহাই গন্ধকতৈল। এই তৈল লেপন ও ভক্ষণ করিলে গলিতকুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

গন্ধকদ্রাবকম্।

কাসীসং গন্ধকং বাপি সন্দহেদ্‌যন্ত্রযোগতঃ।
সোরকঞ্চাপি সন্দহ্য দ্বয়োর্ধূমং বিমিশ্রয়েৎ॥
সীসপাত্রেঽম্বুবাষ্পেণ দ্রাবকং তেন জায়তে।
অগ্নিবীর্য্যং মহারুদ্রং প্লীহাদীনাঞ্চ ভস্মকৃৎ।
পরং সন্দীপনং বহ্নেঃ সর্ব্বোদরবিনাশনম্।
জগতাং হিতকামেন পুরা রুদ্রেণ নির্ম্মিতম্।
স্রুতে রক্তেঽতিঘর্ম্মে চ বিসূচ্যাং তরুণে জ্বরে।
অগ্নিমান্দ্যাদিরোগে চ শস্যতে দ্রাবকং মহৎ॥
নির্জ্জলং তন্ন সেবেত পরং দাহকরং হি তৎ।
চতুর্দ্দশগুণৈস্তোয়ৈর্যুতং বিন্দুমিতং পিবেৎ॥

হীরাকস বা গন্ধক এবং সোরা দগ্ধ করিয়া উভয়ের ধূমকে জলীয় বাষ্পের সহিত কোন সীসক পাত্রে একত্র মিলিত করিলে গন্ধকদ্রাবক উৎপন্ন হয়। ইহা অগ্নির ন্যায় তেজঃশালী ও অতিশয় অগ্নি-সন্দীপক। প্লীহা, উদরী, রক্তস্রাব, স্বেদাধিক্য, বিসূচিকা, তরুণজ্বর ও অগ্নি-মান্দ্যাদিরোগে ইহার প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। নির্জ্জল দ্রাবক অতিশয় দাহক, সেবন করিলে মুখ, কণ্ঠ ও আমাশয়াদি

দগ্ধ হইয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা। অতএব ইহা অধিক পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত। মাত্রা ১ বিন্দু, ১৪ বিন্দু জলের সহিত সেবনীয়।

অভ্রম্ ।

পিনাকং দর্দ্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্বিধম ।
পিনাকাদ্যাস্ত্রয়ো বর্জ্জ্যা বজ্রং যত্নাৎ সমাহরেৎ ।
মুক্তত্যগ্নৌ বিনিক্ষিপ্তং পিনাকং দলসঞ্চয়ম্ ।
অজ্ঞানাদ্ভক্ষণং তস্য মহাকুষ্ঠপ্রদায়কম্ ।
দর্দ্দুরং ত্বগ্নিনিঃক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দ্দুরধ্বনিম্ ।
গোলকান্ বহুশঃ কৃত্বা তৎ স্যান্মৃত্যুপ্রদায়কম্ ।
নাগন্তু নাগবদ্বহ্নৌ ফুৎকারং পরিমুঞ্চতি ।
তদ্ভক্ষিতমবশ্যন্তু বিদধাতি ভগন্দরম্ ।
বজ্রন্তু বজ্রবৎ তিষ্ঠেৎ তন্নাগ্নৌ বিকৃতিং ব্রজেৎ ।
সর্ব্বাভ্রেষু বরং বজ্রং ব্যাধিবার্দ্ধক্যমৃত্যুহৃৎ ।
অভ্রমুত্তরশৈলোত্থং বহুসত্বং গুণাধিকম্ ।
দক্ষিণাদ্রিভবং স্বল্পসত্ত্বমল্পগুণপ্রদম্ ॥
পীড়াং বিধত্তে বিবিধাং নরাণাং
কুষ্ঠং ক্ষয়ং পাণ্ডুগদঞ্চ কুর্য্যাৎ ।
হৃৎপার্শ্ব পীড়াঞ্চ করোত্যসম্যা-
মশুদ্ধমভ্রং গুরু বহ্নিহৃৎ স্যাৎ ।

পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্রনামক চারি প্রকার অভ্র আছে। তন্মধ্যে পিনাক, দর্দ্দুর ও নাগ এই তিন প্রকার অভ্র পরিত্যাজ্য। বজ্রাভ্র গ্রহণীয়। এই শেষোক্ত অভ্র কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণাভ্রও বলিয়া থাকে। এই চারি প্রকার অভ্রের পরীক্ষা বর্ণিত হইল। পিনাক নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে উহার স্তর সমস্ত পৃথগ্‌ভূত হইয়া পড়ে। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ইহা ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। দর্দ্দুরাভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে অনেকগুলি কুণ্ডলাকার উৎপন্ন হইয়া দর্দ্দুর ধ্বনি নির্গত হয়। ইহা ভক্ষণ করিলে মৃত্যু-পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। নাগাভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে সর্পফুৎকারের ন্যায় শব্দ উৎপাদন করে। ইহা ভক্ষণ করিলে ভগন্দর রোগ উৎপন্ন হয়। বজ্রাভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বজ্রবৎ স্থিরভাবে থাকে, কোনরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। বজ্রাভ্র অপর সকল প্রকার অভ্র হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যাধি ও জরনাশক এবং অকাল মৃত্যুনিবারক। উত্তর পর্ব্বতোৎপন্ন অভ্র বহুগুণযুক্ত। দক্ষিণ পর্ব্বতজাত অভ্র উহা হইতে অনেক নিকৃষ্ট। অবিশুদ্ধ অভ্র গুরু ও অগ্নিমান্দ্যকারক, ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, হৃৎপীড়া ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

অভ্রস্য শোধনবিধিঃ ।

কৃষ্ণাভ্রকং ধমেদ্বহ্নৌ ততঃ ক্ষীরে বিনিক্ষিপেৎ ।
ভিন্নপত্রন্তু তৎ কৃত্বা তণ্ডুলীয়াম্লয়োর্দ্রবৈঃ ॥
ভাবয়েদষ্টযামং তদেবমভ্রং বিশুধ্যতি ॥

কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। পরে ইহার স্তর সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নটিয়াশাকের ও কোন অম্লদ্রব্যের রসে ৮ প্রহর ভাবনা দিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা অভ্র বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। অভ্র জারণ করিবার পূর্ব্বে ধান্যাভ্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। তাহার নিয়ম নিম্নে লেখা যাইতেছে।

ধান্যাভ্রকস্য বিধিঃ ।

পাদাংশশালি সংযুক্তমভ্রং বদ্ধাথ কম্বলে ।
ত্রিরাত্রং স্থাপয়েন্নীরে তৎ ক্লিন্নং মর্দ্দয়েৎ করৈঃ ।

কম্বলৈর্গালিতং সূক্ষ্মং বালুকারহিতঞ্চ যৎ।
তদ্ধান্যাভ্রমিতি প্রোক্তমভ্রমারণসিদ্ধয়ে।

কিয়ৎপরিমিত শোধিত অভ্র ও তাহার চতুর্থাংশ শালিধান্য একত্র কম্বল খণ্ডে বদ্ধ করিয়া তিন দিবস জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহা হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিলে কম্বল হইতে গলিত হইয়া বালুকারহিত যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভ্রাংশ নির্গত হইবে তাহা গ্রহণীয়। ইহার নাম ধান্যাভ্র।

অথাস্য মারণবিধিঃ।

কৃত্বা ধান্যাভ্রকং তচ্চ শোষয়িত্বাথ মর্দ্দয়েৎ।
অর্কক্ষীরৈর্দিনং খল্লে চক্রাকারঞ্চ কারয়েৎ।
বেষ্টয়েদর্কপত্রৈশ্চ সম্যগ্‌গজপুটে পচেৎ।
পুনর্মর্দ্দ্য পুনঃ পাচ্যং সপ্তবারান্ পুনঃ পুনঃ।
ততো বটজটাকাথৈস্তদ্বদ্দেয়ং পুটত্রয়ম্।
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহঃ প্রয়োজ্যং সর্ব্বকর্ম্মসু।

ধান্যাভ্র আকন্দের আটায় মর্দ্দন করিয়া চক্রাকার করিবে। ঐ চাকী আকন্দের পাতায় বেষ্টন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ ৭ বার পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন ও পাক করিয়া পরিশেষে বটজটার (বটের ঝুরির) ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ৩ বার গজপুটে পাক করিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা অভ্র জারিত হইয়া থাকে।

মতান্তরম্।

গবাং মূত্রেণ ধান্যাভ্রং মর্দ্দয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
শরাবসংপুটে রুদ্ধা পুটেদ্‌যত্নাৎ সহস্রশঃ।

ধান্যাভ্র গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্ববৎ চক্রাকার করিয়া শরাবপুটে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন ও পাক করিলে অভ্র ভস্ম হইবে। সহস্র-পুটিত অভ্র বিশেষ গুণকারক ও ইহাই ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য।

অস্য সিদ্ধজারণবিধিঃ।

স্ফটিকায়াস্তু ভাগৈকমষ্টৌ ধান্যাভ্রকস্য চ।
ভাগানেকত্র সংযোজ্য সলিলেন বিমর্দ্দয়েৎ।
চক্রবত্তু ততঃ কৃত্বা সপ্তকৃত্বঃ পুটে পচেৎ।
অনেন বিধিনাভ্রস্য মৃতিঃ সম্পাদ্যতে ধ্রুবম্।

ধান্যাভ্র ও তাহার অষ্টমাংশ ফট্‌কিরী একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া চক্রাকার করিবে। ঐ অভ্রচক্রসকলকে শুষ্ক করিয়া ৭ বার গজ-পুটে পাক করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

অথাস্যামৃতীকরণম্।

সর্ব্বেষাং মারিতাভ্রাণামমৃতীকরণং শৃণু।
ত্রিফলোত্থকষায়স্য পলান্যাদায় ষোড়শ।
গোঘৃতস্য পলান্যষ্টৌ পলান্যাভ্রস্য বৈ দশ।
একীকৃত্য লৌহপাত্রে পচেন্মৃদ্বগ্নিনা শনৈঃ।
দ্রবে জীর্ণে সমাদায় সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
অনুপানং বিনা হ্যভ্রং জরামৃত্যুরুজাপহম্।
যোজয়েদনুপানৈর্ব্বা তত্তদ্রোগহরং ক্ষণাৎ।
তুল্যং ঘৃতং মৃতাভ্রঞ্চ লৌহপাত্রে বিপাচয়েৎ।
অন্যচ্চ।
ঘৃতে জীর্ণে তদভ্রন্তু সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

অভ্র জারণ করিয়া তাহার অমৃতী-করণ করা আবশ্যক। তাহার নিয়ম এই, ত্রিফলার ক্বাথ ১৬ পল ও গব্য ঘৃত ৮ পল লইয়া লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। সমুদায় দ্রব নিঃশেষ হইলে অভ্র লইয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিবে। এই অমৃতীকৃত অভ্র উপযুক্ত অনুপানের সহিত বা বিনা অনুপানে প্রয়োগ করিলে

বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। আর এক প্রকার সহজ উপায়েও অভ্রের অমৃতীকরণ হইতে পারে। মৃত অভ্র ও তত্তুল্য ঘৃত একত্র লৌহপাত্রে পাক করিয়া ঘৃত নিঃশেষ হইলে অভ্র লইবে। ইহাও সর্ব্বত্র প্রয়োগোপযুক্ত।

অথাস্য গুণাঃ।

অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীত-
মায়ুষ্করং ধাতুবিবর্দ্ধনঞ্চ।
হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণমেহকুষ্ঠ-
প্লীহোদরগ্রন্থিবিষক্রিমীংশ্চ।
রোগান্ হন্তি দ্রঢ়য়তি বপুর্বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে।
তারুণ্যাঢ্যং রময়তি শতং যোষিতাং নিত্যমেব।
দীর্ঘায়ুষ্কান্ জনয়তি সুতান্ সিংহতুল্য প্রভাবান্।
মৃত্যোর্ভীতিং হরতি সুতরাং সেব্যমানংমৃতাভ্রম্।
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

এইরূপ জারিত ও অমৃতীকৃত অভ্র কষায়, মধুর, শীতবীর্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতুবর্দ্ধক, ত্রিদোষপ্রশমক, ক্রিমিনাশক ও বিষঘ্ন। ইহা সেবন করিলে ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদরী ও গ্রন্থিরোগ প্রশমিত হয়। অভ্রসেবী ব্যক্তি নীরোগ, দৃঢ়কায়, বীর্য্যবান্, যৌবনোন্মত্ত প্রমদাসমূহের তৃপ্তি সাধনে সম্পূর্ণ সমর্থ, দীর্ঘায়ু, সিংহবিক্রান্ত; বহুপুত্রোৎপাদক ও পূর্ণায়ুষজীবী হন। মাত্রা ৬ রতি।

হরিতালম্।

হরিতালন্তু তালং স্যাদালং তালকমিত্যপি।
হরিতালং দ্বিধা প্রোক্তং পত্রাখ্যং পিণ্ডসংজ্ঞকম্॥
তয়োরাদ্যং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং ততো হীনগুণং পরম্।
স্বর্ণবর্ণং গুরু স্নিগ্ধং সপত্রং চাভ্রপত্রবৎ।
পত্রাখ্যং তালকং বিদ্যাদ্গুণাঢ্যং তদ্রসায়নম্॥
নিষ্পত্রং পিণ্ডসদৃশং স্বল্পসত্ত্বং তথা গুরু।
স্ত্রীপুষ্পহারকং স্বল্পগুণং তৎ পিণ্ডতালকম্।
হরতি চ হরিতালং চারুতাং দেহজাতাং
সৃজতি চ বহুতাপানঙ্গসঙ্কোচপীড়াম্।
বিতরতি কফবাতৌ কুষ্ঠরোগং বিদধ্যা-
দিদমসিতমশুদ্ধং মারিতঞ্চাপ্যসম্যক্।

তাল, আল ও তালক এই শব্দগুলি হরিতালের পর্য্যায়। হরিতাল দুই প্রকার, যথা—পত্রহরিতাল ও পিণ্ডহরিতাল। দ্বিতীয় অপেক্ষা প্রথমোক্ত প্রকার হরিতাল উৎকৃষ্ট। প্রথমোক্ত হরিতাল স্বর্ণবর্ণ, গুরু, রসায়ন ও অভ্রের ন্যায় স্তরসমূহযুক্ত। দ্বিতীয় অর্থাৎ পিণ্ডহরিতাল পিণ্ডসদৃশ, স্তরহীন, স্বল্প গুণবিশিষ্ট, গুরু ও রজোনাশক। অবিশোধিত ও অসম্যক্ মারিত হরিতাল সেবন করিলে দেহের লাবণ্য ধ্বংস, বহুযন্ত্রণাদায়ক আক্ষেপ ও বাতশ্লেষ্মার উৎপত্তি হয়।

অথাস্য শোধনবিধিঃ।

তালকং কণশঃ কৃত্বা তচ্চূর্ণং কাঞ্জিকে পচেৎ।
দোলাযন্ত্রেণ যামৈকং ততঃ কুষ্মাণ্ডজদ্রবৈঃ।
তিলতৈলে পচেদ্যামং যামঞ্চ ত্রিফলাজলে।
এবং যন্ত্রে চতুর্যামং পক্বং শুধ্যতি তালকম্।
অন্যচ্চ। তালকং বংশপত্রাখ্যং চূর্ণোদকবিভাবিতম্।
সপ্তভির্বাসরৈঃ শুদ্ধং ততঃ কর্ম্মণি যুজ্যতে।

বংশপত্র হরিতাল চূর্ণ করিয়া কাঁজিতে একপ্রহর, কুমড়ার জলে একপ্রহর, তিলতৈলে একপ্রহর ও ত্রিফলার জলে একপ্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিলে অথবা কেবল চূণের জলে ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ হরিতাল ঔষধে প্রয়োগোপযুক্ত।

অস্য মারণবিধিঃ।

সদলং তালকং শুদ্ধং পৌনর্নবরসেন তু।
খল্লে বিমর্দ্দয়েদেবং দিনং পশ্চাদ্বিশোষয়েৎ॥
ততঃ পুনর্নবাক্ষারৈঃ স্থাল্যা অর্দ্ধং প্রপূরয়েৎ।
তত্র তদ্‌গোলকং ধৃত্বা পুনস্তেনৈব পূরয়েৎ॥
আকণ্ঠং পিঠরং তস্য পিধানং ধারয়েন্মুখে।
স্থালীং চুল্ল্যাং সমারোপ্য ক্রমাদ্বহ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ।
দিনান্যন্তরশূন্যানি পঞ্চবহ্নিং প্রদাপয়েৎ।
এবং তস্মিন্ মৃতে তালং মাত্রা তস্যৈকরক্তিকা॥

শোধিত বংশপত্র হরিতাল পুনর্নবার রসের সহিত একদিন মাড়িয়া পিণ্ডাকৃতি করিয়া শুষ্ক করিবে। একটী স্থালীর অর্দ্ধ পর্য্যন্ত পুনর্নবার ক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ হরিতাল পিণ্ড স্থাপন করিয়া উহার উপরে পুনর্নবার ক্ষাররাশি নিক্ষেপ করিয়া স্থালীর কণ্ঠপর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। পরে শরাব দ্বারা স্থালী আবৃত করিয়া যথা-নিয়মে লেপপ্রদান পূর্ব্বক উহা চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। অগ্নি ক্রমশঃ তীব্রতর করিবে। এইরূপ অবিচ্ছেদে ক্রমাগত পাঁচদিন পাক করিলে হরিতাল ভস্ম হইবে। ইহার মাত্রা ১ রতি। সচরাচর ১।২ সর্ষপ ব্যবহার করা যায়।

অথান্যপ্রকারঃ।

শুদ্ধতালঞ্চ সংভাব্য স্বরসেঽশ্বপুরীসজে।
ভাব্যং ভাব্যং পুনঃ শুষ্কং যাবৎ স্যাৎ সপ্তবারকম্।
ঘোটকস্য করীষাগ্নৌ দদ্যাদ্‌গজপুটং পুনঃ।
মর্দ্দয়িত্বা পুনর্মর্দ্দ্যং পুটং সমবগুণ্ঠকম্।
তপ্তে লৌহে বিনিক্ষিপ্তে যদা ধূমো ন জায়তে।
তদা সিদ্ধিং বিজানীয়াদ্ভক্ষণাদ্মধুনা সহ॥
গুঞ্জৈকামর্দ্ধগুঞ্জাং বা সর্ব্বকুষ্ঠপ্রশান্তয়ে।
নিহন্তি সকলান্ রোগান্ কুর্য্যাৎ কামসমং বপুঃ॥
তালভস্মকমিত্যেতদ্বলীপলিতনাশনম্।
রসায়নবরং বৃষ্যং বহ্নিদীপ্তিকরং পরম্॥

শোধিত হরিতাল অশ্ববিষ্ঠার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। এইরূপ ৭ বার করিয়া শুষ্ক অশ্ববিষ্ঠার অগ্নিতে গজপুটে পাক করিবে। পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন ও পুনঃ পুনঃ পাক করিয়া যখন দেখিবে ঐ হরিতাল উত্তপ্ত লৌহে প্রক্ষিপ্ত হইলে উহা হইতে ধূম নির্গত হয় না, তখন জানিবে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। এই হরিতাল ভস্ম এক বা অর্দ্ধরতি মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে সকল রোগের শান্তি হয়। ইহা কুষ্ঠরোগের মহৌষধ। এই রসায়নশ্রেষ্ঠ পরম বৃষ্য মহৌষধ সেবন করিলে বলীপলিত নিবারণ, অতি প্রখররূপে অগ্নির দীপ্তি এবং দেহের লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

শোধিতস্য মারিতস্য হরি-তালস্য গুণাঃ।

হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং হরেদ্বিষম্।
কণ্ডূকুষ্ঠাস্যরোগাস্রকফপিত্তকচব্রণান্॥
জ্বরঘ্নঞ্চ। হরিতালং হরেদ্রোগান্ কুষ্ঠমৃত্যুজ্বরাপহম্।
শোধিতং মারিতং কান্তিং কুরুতে বীর্য্যবর্দ্ধনম্।
মাত্রা ৩ সর্ষপাঃ।

হরিতালভস্ম কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, উষ্ণ, বিষঘ্ন, কফপিত্তনাশক, কান্তিবর্দ্ধক। ইহা সেবন করিলে কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তবিকৃতি, কেশব্রণ ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। মাত্রা অর্দ্ধযব।

হরিতালাৎ তচ্ছ্বেতবীর্য্যাকর্ষণবিধিঃ।

তির্য্যক্‌পাতনযন্ত্রেণ তালে ভস্মীকৃতে ততঃ।
লভ্যতে শ্বেতবীর্য্যং যৎ তন্মাত্রা সর্ষপোন্মিতা॥
তদজীর্ণং জ্বরং হন্তি কান্তিপুষ্টিবলপ্রদম্॥

তির্য্যক্‌পাতন যন্ত্রে হরিতাল ভস্ম করিলে উহা হইতে একপ্রকার শ্বেত-

বীর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাকে চলিত ভাষায় শঙ্খবিষ, দারুমুজ ও শেঁকো বলে। ইহা সেবন করিলে আশ্চর্য্যরূপে জ্বর ও অজীর্ণ নিবারণ এবং কান্তি, পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়। ইহার মাত্রা ১ সর্ষপ।

মনঃশিলা।

মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহ্বা নাগজিহ্বিকা।
নৈপালী কুনটী গোলা শিলা দিব্যৌষধিঃ স্মৃতা॥
তালকস্যৈব ভেদোঽসৌ কথ্যতে নাগজিহ্বিকা।
তালকং স্বতিপীতং স্যাত্তবেদ্রক্তা মনঃশিলা॥
মনঃশিলা মন্দবলং করোতি
জন্তুং ধ্রুবং শোধনমন্তরেণ।
মলানুবন্ধং কিল মূত্ররোধং
সশর্করং কৃচ্ছ্রগদঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

মনঃশিলা হরিতালের প্রকার ভেদ। হরিতাল অতিশয় পীতবর্ণ, মনঃশিলা লোহিতবর্ণ, আর হরিতালে যত শেঁকোর অংশ থাকে, ইহাতে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প থাকে। মনোগুপ্তা, মনোহ্বা, নাগজিহ্বা, নৈপালী, কুনটী, গোলা, শিলা ও দিব্যৌষধি এই সকল শব্দ মনঃশিলার পর্য্যায়। অশোধিত মনঃশিলা সেবন করিলে বলহানি, মূত্ররোধ, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উৎপত্তি হয়।

অথাস্যাঃ শোধনবিধিঃ।

পচেৎ ত্র্যহমজামূত্রে দোলাযন্ত্রে মনঃশিলাম্।
ভাবয়েৎ সপ্তধা পিত্তৈরজায়াঃ সা বিশুধ্যতি॥

দোলাযন্ত্রে ছাগীর মূত্রের সহিত ৩ দিন পাক করিয়া ছাগীর পিত্তে ৭ বার ভাবনা দিলে মনঃশিলা বিশুদ্ধ হয়।

মতান্তরম্।

অগস্ত্যপত্রতোয়েন ভাবিতা সপ্তবারকম্।
শৃঙ্গবেররসৈর্বাপি সংশুধ্যতি মনঃশিলা॥

বকপত্রের রসে বা আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিলে মনঃশিলা বিশুদ্ধ হয়।

মতান্তরম্।

চূর্ণতোয়ৈর্মনোগুপ্তা সপ্তকৃত্বো বিভাবিতা।
শুদ্ধিমায়াতি নিতরাং ততঃ কর্ম্মণি যুজ্যতে॥

মনঃশিলা চূর্ণ করিয়া চূণের জলে ৭ বার ভাবনা দিলে বা সাত দিবস ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হইয়া কার্য্যোপযুক্ত হয়।

শোধিতায়া অস্যাগুণাঃ।

মনঃশিলা গুরুর্বর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ।
তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাসকাসভূতবিষাস্রনুৎ॥
মাত্রা ৩ সর্ষপাঃ।

শোধিত মনঃশিলা গুরু, বর্ণ্য, সারক, উষ্ণ, লেখন, কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, বিষঘ্ন, ও শ্বাসাদি রোগনাশক। মাত্রা ৩ সর্ষপ।

অঞ্জনম্ (সুর্ম্মা ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ)।

অঞ্জনং যামুনঞ্চাপি কাপোতাঞ্জনমিত্যপি।
তত্তু স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণং সৌবীরং শ্বেতমীরিতম্॥
বল্মীকশিখরাকারং ভিন্নমঞ্জনসন্নিভম্।
ঘৃষ্টন্তু গৈরিকাকারমেতৎ স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম্॥
স্রোতোঽঞ্জনসমং জ্ঞেয়ং সৌবীরং তত্তু পাণ্ডুরম্।
কিন্তু দ্বয়োরঞ্জনয়োঃ শ্রেষ্ঠং স্রোতোঽঞ্জনং মতম্॥

সুর্ম্মার সংস্কৃত নাম অঞ্জন, যামুন ও কাপোতাঞ্জন ইত্যাদি। কৃষ্ণবর্ণ সুর্ম্মাকে স্রোতোঽঞ্জন, শ্বেত সুর্ম্মাকে সৌবীরাঞ্জন কহে। স্রোতোঽঞ্জন উইঢিপির শিখর

সদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট, ভাঙ্গিলে অভ্যন্তরে অঞ্জনের ন্যায় আভা প্রকাশ পায় এবং ঘর্ষণ করিলে গৈরিকবৎ বর্ণ উদ্ভূত হয়। সৌবীরাঞ্জন পাণ্ডুবর্ণ। এই দুই প্রকার অঞ্জনের মধ্যে স্রোতোঽঞ্জন শ্রেষ্ঠ।

অস্য শোধনবিধিঃ।

নীলাঞ্জনং চূর্ণয়িত্বা জম্বীরদ্রবভাবিতম্।
দিনৈকমাতপে শুষ্কং শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ॥

সুর্ম্মা চূর্ণ করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে ভিজাইয়া একদিন রৌদ্রে রাখিয়া শুকাইয়া লইলে ইহা বিশুদ্ধ হয়।

শোধিতস্যাঞ্জনস্য গুণাঃ।

স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতং স্বাদু চক্ষুষ্যং কফপিত্তনুৎ।
কষায়ং লেখনং স্নিগ্ধং গ্রাহিচ্ছর্দ্দিবিষাপহম্॥
সিধ্মক্ষয়াস্রহৃচ্ছীতং সেবনীয়ং সদা বুধৈঃ।
স্রোতোঽঞ্জনাদ্ধীনগুণং মতং সৌবীরমঞ্জনম্॥
মাত্রা ৩ রক্তিকাঃ।

শোধিত স্রোতোঽঞ্জন স্বাদু, চক্ষুষ্য, কফপিত্তনাশক, কষায়, লেখন, স্নিগ্ধ, ধারক, বমননিবারক, বিষঘ্ন, শীতল এবং সিধ্ম, ক্ষয় ও রক্তদোষনিবারক। সৌবীরাঞ্জনের গুণ স্রোতোঽঞ্জনের ন্যায় কিন্তু তদপেক্ষা অনেক মৃদু। মাত্রা ৩ রতি।

টঙ্গণম্।

টঙ্গণং বহ্নিযোগেন স্ফুটিতং শুদ্ধতাং ব্রজেৎ।
টঙ্কনোঽগ্নিকরো রূক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ॥
মাত্রা অতিসারাদৌ ২ রক্তিকে, রক্তঃকৃচ্ছ্রে ৬ রক্তিকাঃ। গর্ভস্রাবার্থং ১ মাষকঃ।

টঙ্কন অর্থাৎ সোহাগা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া স্ফুটিত হইলে বিশুদ্ধ হয়। ইহা অগ্নিকারক, রূক্ষ, কফঘ্ন ও বায়ুপিত্ত জনক। মাত্রা অতিসারাদিতে ২ রতি, রক্তকৃচ্ছ্রে ৬ রতি ও গর্ভস্রাবার্থ ১ মাষা।

অথ খর্পরশোধনবিধিঃ।

নৃমূত্রৈর্বাথ গোমূত্রৈঃ সপ্তাহং রসকং পচেৎ।
দোলাযন্ত্রে বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ততঃ কার্য্যেষু যোজয়েৎ॥

দোলাযন্ত্রে নরমূত্র বা গোমূত্রের সহিত ৭ দিন পাক করিলে খর্পর বিশুদ্ধ হয়।

শোধিতস্য খর্পরস্য গুণাঃ।

খর্পরং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু।
লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ।
বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডূনাং নাশনং পরমং মতম্॥
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

শোধিত খর্পর কটু, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, কষায়, বমনকারক, লঘু, লেখন, ভেদন, শীতল, চক্ষুষ্য, কফপিত্ত নাশক, বিষঘ্ন ও কণ্ডু কুষ্ঠাদি নাশক। মাত্রা ৬ রতি।

অথ সর্ব্বোপরসানাং সাধারণঃ শোধনবিধিঃ।

সূর্য্যাবর্ত্তো বজ্রকন্দঃ কদলী দেবদালিকা।
শিগ্রুঃ কোশাতকী বন্ধ্যা কাকমাচী চ বালকম্॥
এষামেকরসেনৈব ত্রিক্ষারৈর্লবণৈঃ সহ।
ভাবয়েদম্লবর্গৈশ্চ দিনমেকং প্রযত্নতঃ॥
ততঃ পচেচ্চ তদ্দ্রাবৈর্দোলাযন্ত্রে দিনং সুধীঃ।
এবং শুধ্যন্তি তে সর্ব্বে প্রোক্তা উপরসা হি যে॥
কঙ্কুষ্ঠং গৈরিকং শঙ্খঃ কাসীসঃ টঙ্গনং তথা।
বিশেষশ্চ।
নীলাঞ্জনং শুক্তিভেদাঃ ক্ষুল্লকাঃ সবরাটকাঃ॥
জম্বীরবারিণা স্বিন্নাঃ ক্ষালিতাঃ কোষ্ণবারিণা।
শুদ্ধিমায়ান্ত্যমী যোজ্যা ভিষগ্ভির্রোগসিদ্ধয়ে॥
মাত্রৈষাং প্রায়েণ ১ মাষকঃ।

সমুদায় উপরস শোধনের সাধারণ নিয়ম এই যথা— হুড়্হুড়ে, সকরকন্দ আলু, কদলীমূল, ঘোষালতা, সজিনা, ঝিঙ্গা, তিক্ত কাঁকরোল, গুড়কামাই ও বালা ইহাদের মধ্যে কাহারও রস, যব-ক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা পঞ্চলবণ ও অম্লবর্গ এই সমুদায়ের দ্বারা একদিন ভাবনা দিয়া ঐ সকল দ্রব্যের সহিত দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিলে সকল উপরস বিশুদ্ধ হয়।

কঙ্কুষ্ঠ, গৈরিক, শঙ্খ, হীরাকস, সোহাগা, নীলাঞ্জন, শুক্তি, ক্ষুদ্রশঙ্খ ও কড়ি এই সকল দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে সিদ্ধ করিয়া প্রক্ষালিত করিয়া লইলে উহারা বিশুদ্ধ হয়। এক্ষণে কড়ি ও শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্য কেবল ভস্ম করিয়াই অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদের মাত্রা প্রায় ১ মাষা।

অথোক্তেভ্যঃ শেষাণামুপরসানাং গুণাঃ।

রাজাবর্ত্তঃ।

রাজাবর্ত্তঃ কটুস্তিক্তঃ শিশিরঃ পিত্তনাশনঃ।
রাজাবর্ত্তঃ প্রমেহঘ্নশ্ছর্দ্দিহিক্কানিবারণঃ।
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

শোধিত রাজাবর্ত্ত কটু, তিক্ত, শীতল, পিত্তঘ্ন, প্রমেহ শান্তিকর, বমননিবারক ও হিক্কাপ্রতিষেধক। মাত্রা ৬ রতি।

চুম্বকঃ।

চুম্বকঃ কান্তপাষাণো যঃ কান্তো লোহকর্ষকঃ।
চুম্বকো লেখনঃ শীতো মেদোবিষগরাপহঃ।
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

শোধিত চুম্বক লেখন, শীতল, মেদঃ-শোষক ও বিষঘ্ন। কান্তপাষাণ ও লোহকর্ষক ইহার পর্য্যায়। মাত্রা ৬ রতি।

অস্য বিশেষশোধনমারণবিধিঃ।

অগস্ত্যপত্রতোয়েন ভাবয়েল্লোহকর্ষকম্।
দোলাযন্ত্রেপচেদ্যুক্ত্যা ত্রিফলাসলিলে ততঃ।
গোমূত্রেণ ততঃ পিষ্ট্বা বরাক্বাথেন বা ভিষক্।
পুটেত্তং সপ্তধা তেন মৃতিরস্য প্রজায়তে।
এবং শুদ্ধো মৃতো বল্যঃ পুষ্টিকৃদ্বীর্য্যবর্দ্ধনঃ।
জ্বরঘ্নো রক্তজননো রক্তপিত্তং ক্ষয়ং তথা।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি কাসান্ শ্বাসান্সুদারুণম্
শুক্রদোষং রজোদোষং ক্লৈব্যং হৃদয়বেপনম্।

প্রথমে বকপত্রের রসে চুম্বক ভাবনা দিয়া পরে ত্রিফলার ক্বাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। পশ্চাৎ গোমূত্র বা ত্রিফলার ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৭ বার পুটপাক দিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা উহা ভস্ম হইবে। জারিত চুম্বক বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, বীর্য্যবৃদ্ধিকারক, জ্বরঘ্ন, রক্তজনক এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, প্রমেহ; কাস, শ্বাস, শুক্রদোষ, রজো-দোষ, ক্লীবতা ও হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি পীড়ার শান্তিকারক।

স্ফটী (ফট্‌কিরীতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ)।

স্ফটী চ ফটিকা প্রোক্তা শ্বেতা শুভ্রা চ রঙ্গদা।
দৃঢ়রঙ্গা রঙ্গদৃঢ়া রঙ্গাঙ্গাপি চ কথ্যতে।
স্ফটিকা তু কষায়োষ্ণবাতপিত্তকফব্রণান্।
নিহন্তি শ্বিত্রবীসর্পান্ যোনিসঙ্কোচকারিণী।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

স্ফটী, স্ফটীকা, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দৃঢ়রঙ্গ, রঙ্গদৃঢ়া ও রঙ্গা এই সকল শব্দ ফট্‌কিরীর সংস্কৃত নাম। শোধিত ফট্‌-কিরী কষায়, উষ্ণ, ত্রিদোষপ্রশমক, যোনি-সঙ্কোচক এবং বর্ণ, শ্বিত্র ও বীসর্প রোগের উপশমকারক। মাত্রা ১ মাষা।

কঠিনী।

খটিকা কঠিনী চাপি লেখনী চ নিগদ্যতে।
খঠিকা দাহজিচ্ছীতা মধুরা বিষশোথজিৎ।
লেপাদেতদ্‌গুণা প্রোক্তা ভক্ষিতা সাস্রনাশিনী।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

খটিকা, কঠিনী ও লেখনী চাখড়ীর সংস্কৃত নাম। ইহার লেপনে দাহ, বিষ ও শোথ নষ্ট হয়। ইহা মধুর, শীতল ও অস্রনাশক। মাত্রা ২ মাষা।

গৈরিকম্।

গৈরিকং রক্তধাতুশ্চ গৈরেয়ং গিরিজং তথা।
সুবর্ণ গৈরিকঞ্চান্যৎ ততো রক্ততরং হি তৎ।
গৈরিকদ্বিতয়ং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং হিমম্।
চক্ষুষ্যং দাহপিত্তাস্রকফহিক্কাবিষাপহম্।
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

গেরিমাটীর সংস্কৃত নাম গৈরিক, রক্তধাতু, গৈরেয় ও গিরিজ। গৈরিক দুই প্রকার, সামান্য গৈরিক ও স্বর্ণ-গৈরিক। সামান্য গৈরিক অপেক্ষা স্বর্ণ-গৈরিক অধিক লোহিতবর্ণ। এই উভয়-প্রকার গৈরিক স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, শীতবীর্য্য, চক্ষুষ্য, দাহশান্তিকর, পিত্তঘ্ন, রক্তদোষ-নিবারক, কফনাশক, হিক্কাপ্রতিষেধক ও বিষঘ্ন। মাত্রা ৬ রতি।

কাসীসম্।

কাসীসং ধাতুকাসীসং পাংশুকাসীসমিত্যপি।
তদেব কিঞ্চিৎ পীতস্তু পুষ্পকাসীসমুচ্যতে।
কাসীসমম্লমুষ্ণঞ্চ তিক্তঞ্চ তুবরং তথা।
বাতশ্লেষ্মহরং কেশ্যং নেত্রকণ্ডুবিষপ্রণুৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীশ্বিত্রজ্বরঘ্নং প্লীহনাশনম্।
মাত্রা ২ রক্তিকে।

হীরাকসের সংস্কৃত নাম কাসীস, ধাতুকাসীস ও পাংশুকাসীস। ইহা কিঞ্চিৎ পীতাভ হইলে তাহাকে পুষ্প-কাসীস বলা যায়। হীরাকস অম্ল, উষ্ণ-বীর্য্য, তিক্ত, কষায়, বাতশ্লেষ্মনাশক, কেশপ্রসাধক, নেত্রকণ্ডূ নিবারক, বিষঘ্ন, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শ্বিত্র, জ্বর ও প্লীহা রোগের উপশমকারক। মাত্রা ২ রতি।

বালুকা।

বালুকা সিকতা সূক্ষ্ম শর্করা শীতলাপি চ।
বালুকা লেখনী শীতা ব্রণোরঃক্ষতনাশিনী।

সিকতা, সূক্ষ্ম, শর্করা ও শীতলা ইত্যাদি শব্দ বালুকার পর্য্যায়। ইহা লেখন, শীতল, ব্রণনাশক ও উরঃক্ষত রোগ প্রশমক।

কঙ্কুষ্ঠম্।

হিমবৎপাদশিখরে কঙ্কুষ্ঠমুপজায়তে।
কঙ্কুষ্ঠং কালকুষ্ঠঞ্চ বিরঙ্গং রঙ্গদায়কম্।
রেচকং পুলকঞ্চাপি শোধকং কালপালকম্।
তদ্দ্বিধা রক্তাভঞ্চ পরং স্বর্ণনিভং তথা।
পীতপ্রভং গুরু স্নিগ্ধং শ্রেষ্ঠং কঙ্কুষ্ঠমাদিশেৎ।
শ্যামলং যল্লঘু ত্যক্তসত্বং তন্ন ব্রণাপহম্।
কঙ্কুষ্ঠং রেচনং তিক্তং কটূষ্ণং বর্ণকারকম্।
ক্রিমিশোথোদরাধ্মানগুল্মানাহকফাপহম্।
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

হিমালয় পর্ব্বতে কঙ্কুষ্ঠ নামক মৃত্তিকা বিশেষ উৎপন্ন হয়। কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ, রঙ্গদায়ক, রেচক, পুলক, শোধক ও কালপালক এই সকল শব্দ ইহার পর্য্যায়। কঙ্কুষ্ঠ দুই প্রকার, এক প্রকারের বর্ণ রৌপ্যের ন্যায়, অপর প্রকারের বর্ণ স্বর্ণ-তুল্য। যে কঙ্কুষ্ঠ পীতবর্ণ, গুরু ও চিক্কণ তাহাই শ্রেষ্ঠ, আর যাহা শ্যামবর্ণ ও লঘু তাহা নিকৃষ্ট। কঙ্কুষ্ঠ বিরেচক, তিক্ত,

কটু, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণজনক, কফঘ্ন এবং ক্রিমি, শোথ, উদরাধ্মান, গুল্ম ও আনাহ রোগের শান্তিকারক। মাত্রা ৬ রতি।

অথ রত্নানি।

ধনার্থিনো জনাঃ সর্ব্বে রমন্তেঽস্মিন্নতীব যৎ।
ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥
রত্নং ক্লীবে মণিঃ পুংসি স্ত্রিয়ামপি নিগদ্যতে।
তত্তু পাষাণভেদোঽস্তি মুক্তাদি চ তদুচ্যতে॥
রত্নং গারুত্মতং পুষ্পরাগো মাণিক্যমেব চ।
ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্য্যমিত্যপি।
মৌক্তিকং বিদ্রুমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব॥

ধনার্থী লোক সকল ইহাতে রমণ করে অর্থাৎ ইহা পাইয়া আনন্দিত হয় ও ইহাতে রত হয়, এই জন্য ইহার নাম রত্ন। রত্নের নামান্তর মণি। রত্ন ৯ টী। যথা— হীরক, গারুত্মত অর্থাৎ পান্না, পুষ্পরাগ, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, গোমেদ, বৈদূর্য্য, মৌক্তিক ও প্রবাল। ইহাদের প্রথমোক্ত ৭ টী প্রস্তরাত্মক ও অবশিষ্ট ২ টী জীবসম্ভূত।

হীরকঃ।

হীরকঃ পুংসি বজ্রোঽস্ত্রী চন্দ্রো মণিবরশ্চ সঃ।
স তু শ্বেতঃ স্মৃতো বিপ্রো লোহিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ॥
পীতো বৈশ্যোঽসিতঃ শূদ্রশ্চতুর্বর্ণাত্মকশ্চ সঃ।
রসায়নে মতো বিপ্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥
ক্ষত্রিয়ো ব্যাধিবিধ্বংসী জরামৃত্যুহরঃ স্মৃতঃ।
বৈশ্যো ধনপ্রদঃ প্রোক্তস্তথা দেহস্য দার্ঢ্যকৃৎ॥
শূদ্রো নাশয়তি ব্যাধীন্ বয়ঃস্তম্ভং করোতি চ।
পুংস্ত্রীনপুংসকানীহ লক্ষণীয়ানি লক্ষণৈঃ॥
সুবৃত্তাঃ ফলসম্পূর্ণাস্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ।
পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দুবিবর্জ্জিতাঃ॥
রেখাবিন্দুসমাযুক্তাঃ ষড়স্রাস্তে স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ।
ত্রিকোণাশ্চ সুদীর্ঘাস্তে বিজ্ঞেয়াশ্চ নপুংসকাঃ॥
তেষু স্যুঃ পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা রসবন্ধনকারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ কুর্ব্বন্তি কায়স্য কান্তিং স্ত্রীণাং সুখপ্রদাঃ॥
নপুংসকাস্ত্ববীর্য্যাঃ স্যুরকামাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীভ্যঃ প্রদাতব্যা ক্লীবং ক্লীবে প্রয়োজয়েৎ।
সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বদা দেয়াঃ পুরুষাবীর্য্যবর্দ্ধনাঃ।
অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাং তথা।
পঙ্গুত্বং পাণ্ডুতাং তস্মাৎ সদা সংশোধ্য সেবয়েৎ॥

হীরক, বজ্র, চন্দ্র ও মণিবর এই সকল শব্দ হীরার সংস্কৃত নাম। শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারিবর্ণের হীরক দৃষ্ট হয়। এই চারি প্রকার হীরক যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় বলিয়া কথিত হয়। শ্বেত হীরক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক ও রসায়ন। লোহিত হীরক ব্যাধিনাশক, জরানিবর্ত্তক ও অকাল মৃত্যু নিবারক। পীত হীরক দেহের দৃঢ়তাসম্পাদক। কৃষ্ণ হীরক ব্যাধিনিবারক ও বয়ঃস্তম্ভকারক। শ্বেতাদি বর্ণ ভেদে হীরককে যেমন ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণে প্রভেদ করা যায়, তদ্রূপ আকৃতি ভেদেও উহাদিগকে পুং, স্ত্রী ও নপুংসক বলিয়া ভিন্ন করা হইয়া থাকে। উত্তম গোলাকার, দীপ্তিমান, বৃহত্তর ও রেখাবিন্দুবর্জ্জিত হীরককে পুরুষজাতীয়, রেখাবিন্দুযুক্ত ষট্‌কোণ হীরককে স্ত্রীজাতীয় এবং ত্রিকোণ বিশিষ্ট সুদীর্ঘ হীরককে নপুংসক জাতীয় বলা যায়। ইহাদের মধ্যে পুং জাতীয় হীরক শ্রেষ্ঠ, স্ত্রীজাতীয় হীরক দেহের লাবণ্যসম্পাদক ও স্ত্রীগণের পক্ষে বিশেষ হিতকর, নপুংসক হীরক নির্ব্বীর্য্য ও সর্ব্বনিকৃষ্ট। স্ত্রীদিগের পক্ষে স্ত্রীজাতীয় ও ক্লীবদিগের পক্ষে ক্লীব হীরক উপযোগী, পুংজাতীয় হীরক সকলের পক্ষেই প্রয়োগোপযোগী ও বীর্য্যবর্দ্ধক। অশোধিত ও অজারিত হীরক সেবন করিলে কুষ্ঠ, পার্শ্বব্যথা, পাণ্ডুতা

ও পঙ্গুত্ব উপস্থিত হইতে পারে। অতএব ইহা শোধন ও জারণ করিয়া সেবন করা উচিত।

অথাস্য শোধনবিধিঃ।

কুলত্থকোদ্রবক্কাথে দোলাযন্ত্রে বিপাচয়েৎ।
ব্যাঘ্রীকন্দগতং বজ্রং ত্রিদিনং তদ্বিশুধ্যতি॥

হীরককে কণ্টকারীমূলের অন্তর্নিহিত করিয়া কুলত্থকলাই ও কোদধান্যের ক্কাথে দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিলে ইহা বিশুদ্ধ হয়।

অস্য মারণবিধিঃ।

হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তে ক্ষিপেৎ ক্কাথে কুলত্থজে।
তপ্তং তপ্তং পুনর্বজ্রং ভবেদ্ভস্ম ত্রিসপ্তধা॥

কুলত্থকলায়ের ক্কাথে হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে রাখিবে। পরে হীরক অগ্নিতে সম্যক্ তপ্ত করিয়া কুলত্থের ক্কাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ ২১ বার তপ্ত তপ্ত নিক্ষেপ করিলে উহা ভস্ম হইবে।

এবং মারিতস্য বজ্রস্য গুণাঃ।

আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ।
মাত্রা ২ যবৌ।

জারিত হীরক সেবন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি, দেহের পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণের উজ্জ্বলতা, স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ও বিবিধ রোগ ধ্বংস হয়। ইহার মাত্রা ২ যব।

বৈক্রান্তম্।

বৈক্রান্তং বজ্রবচ্ছোধ্যং নীলং শ্বেতঞ্চ লোহিতম্।
হয়মূত্রেণ তৎ সেচ্যং তপ্তং তপ্তং ত্রিসপ্তধা।
ততশ্চোত্তরবারুণ্যাঃ পঞ্চাঙ্গপিণ্ডকে ক্ষিপেৎ।
রুদ্ধা মূষাপুটে পাচ্যা উদ্ধৃত্য পিণ্ডকৈঃ পুনঃ।
লিপ্ত্বা রুদ্ধা পুটে পাচ্যা সপ্তধা ভস্মতাং ব্রজেৎ।
ভস্মীভূতঞ্চ বৈক্রান্তং বজ্রস্থানে নিয়োজয়েৎ।
মাত্রা ২ যবৌ।

উত্তরবারুণী রাখালশশা। তস্যাঃ পঞ্চাঙ্গং পুষ্পফলমূল লতাপত্রং পিণ্ডং কৃত্বা তত্র বৈক্রান্তং দত্ত্বা তং পিণ্ডং মূষাভ্যন্তরে স্থাপয়িত্বা সন্ধিং রুদ্ধা গজপুটং দদ্যাৎ। এবং সপ্তভিঃ পুটৈর্ম্রিয়তে।

নীল, শ্বেত বা লোহিত যে কোন বর্ণের বৈক্রান্তের শোধন হীরকের ন্যায়। শোধিত বৈক্রান্তের মারণের নিয়ম এই—রাখালশশার পুষ্প, ফল, মূল, লতা ও পত্র এই পঞ্চাঙ্গ একত্রে পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিয়া এবং উহার অভ্যন্তরে শোধিত বৈক্রান্ত নিহিত করিয়া ঐ পিণ্ড মূষাভ্যন্তরে নিহিত ও যথানিয়মে মৃত্তিকাদি লিপ্ত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে উহা তুলিয়া পুনর্ব্বার উক্তরূপ পিণ্ডের অন্তর্নিহিত করিয়া ঐ প্রণালীমতে গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ সাতবার গজপুটে পাক করিলে বৈক্রান্ত ভস্ম হইবে। হীরকের অভাবে ইহা ব্যবহার্য্য। মাত্রা ২ যব।

শেষরত্নানাং শোধনমারণবিধিঃ।

স্বেদয়েদ্দোলিকাযন্ত্রে জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেন চ।
মণিমুক্তাপ্রবালানি যামৈকং শোধনং ভবেৎ।
কুমার্য্যা তণ্ডুলীয়েন স্তন্যেন চ নিষেচয়েৎ।
প্রত্যেকং সপ্তবেলঞ্চ তপ্ততপ্তানি কৃৎস্নশঃ।
মৌক্তিকানি প্রবালানি তথা রত্নান্যশেষতঃ।
ক্ষণাদ্বিবিধবর্ণানি ম্রিয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
অন্যচ্চ। বজ্রবৎ সর্ব্বরত্নানি শোধয়েন্মারয়েত্তথা।
শুদ্ধানাং মারিতানাঞ্চ তেষাং শৃণু গুণানপি।
মণয়ো বীর্য্যতঃ শীত মধুরাস্তুবরা রসাঃ।
চক্ষুষ্যা লেখনাশ্চাপি সারকা বিষহারকাঃ।

অবশিষ্ট রত্ন সকলের শোধন ও মারণের নিয়ম এই দোলাযন্ত্রে জয়ন্তীপত্রের রসে এক প্রহর পাক করিলে মুক্তা, প্রবাল ও অন্যান্য রত্ন সকল বিশুদ্ধ হয়। পরে উহাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তপ্ত তপ্ত ঘৃতকুমারীর রসে, নটিয়া শাকের রসে ও শুন্য দুগ্ধে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া নিষিক্ত করিলে ভস্মীভূত হইয়া যায়। অথবা হীরকের শোধন ও মারণের নিয়মানুসারে বৈক্রান্ত প্রভৃতি সমুদায় রত্নই শোধিত ও মারিত হইতে পারে। এইরূপ মারিত রত্ন সমস্ত শীতবীর্য্য, মধুর, কষায়, চক্ষুষ্য, লেখন, সারক ও বিষনাশক।

অথোপরত্নানি।

উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরাশ্মা তথৈব চ।
মুক্তা শুক্তিস্তথা শঙ্খইত্যাদীনি বহূন্যপি ।
গুণা যথৈব রত্নানামুপরত্নেষু তে তথা।
কিন্তু কিঞ্চিৎ ততো হীনা বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ।

কাচ, কর্পূরাশ্মা, মুক্তা, শুক্তি ও শঙ্খ প্রভৃতি অনেক দ্রব্যকে উপরত্ন বলা যায়। রত্ন সমস্তে যে সকল গুণ আছে, উপরত্ন সকলেও সেই সকল দৃষ্ট হয়, কিন্তু কিছু হীনরূপে অবস্থিত। উপরত্ন সকলের শোধন ও মারণের নিয়ম মুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতির শোধন ও মারণের ন্যায়। শঙ্খভস্ম কড়ীভস্ম প্রভৃতির মাত্রা ১ মাষা পর্য্যন্ত।

ধাতু, উপধাতু, রস, উপরস, রত্ন ও উপরত্ন সকলের শোধনও মারণাদির যে সমস্ত নিয়ম লিখিত হইল, তাহা ভিন্ন অন্য অন্য অনেক প্রণালী ও প্রক্রিয়ার দ্বারাও উহাদের শোধনাদি হইতে পারে। কিন্তু সেই সকল প্রণালী বিশেষ সুবিধা-জনক নহে। যে সকল রীতি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা কার্য্য সম্পাদন করা যায়, তৎসমুদায়ই বর্ণিত হইল।

দ্রব্যশোধনবিধিঃ।

তত্রাদৌ বিষোপশোধনবিধিঃ।

বিষস্য নাম লক্ষণগুণাঃ।

বিষস্তু গরলং ক্ষ্বেড়স্তস্য ভেদানুদাহরেৎ।
বৎসনাভঃ স হারিদ্রঃ সক্তুকশ্চ প্রদীপনঃ।
সৌরাষ্ট্রীকঃ শৃঙ্গকশ্চ কালকূটস্তথৈব চ।
হালাহলো ব্রহ্মপুত্রো বিষভেদা অমী নব।

গরল ও ক্ষ্বেড় শব্দ বিষের পর্য্যায়। বৎসনাভ, হারিদ্র, সক্তুক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রিক, শৃঙ্গক, কালকূট, হালাহল ও ব্রহ্মপুত্র এই নয় প্রকার বিষ আছে ইহাদের প্রত্যেকের স্বরূপ ক্রমশঃ বর্ণনা করা যাইতেছে।

বৎসনাভঃ।

সিন্ধুবারসদৃক্‌পত্রো বৎসনাভ্যাকৃতিস্তথা।
যৎপার্শ্বে ন তরোর্বৃদ্ধির্বৎসনাভঃ স ভাষিতঃ।

বৎসনাভ নামক বিষের আকৃতি গোবৎসের নাভির ন্যায়। এই বৃক্ষের পত্র নিসিন্দা পত্রের ন্যায়। যেখানে এই বৃক্ষ থাকে, তাহার নিকটে অন্য কোন বৃক্ষ সতেজ হইয়া থাকিতে পারে না।

হারিদ্রঃ।

হরিদ্রাতুল্যমূলো যো হারিদ্রঃ স উদাহৃতঃ।

হারিদ্র নামক বিষবৃক্ষের মূল হরিদ্রার মূলসদৃশ।

সক্তুকঃ।

...পূর্ব্বমধ্যঃ স সক্তুকঃ।

...বিষবৃক্ষের গ্রন্থি সক্তুকবৎ ...য়া পরিপূর্ণ থাকে।

প্রদীপনঃ।

প্রদীপলোহিতো যঃ স্যাদ্দীপ্তিমান্ দহনপ্রভঃ।
মহাদাহকরঃ পূর্ব্বৈঃ কথিতঃ স প্রদীপনঃ॥

প্রদীপন নামক বিষ প্রদীপবৎ লোহিত বর্ণ, উজ্জ্বল ও অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। ইহা সেবনে ঘোরতর দাহ জন্মে।

সৌরাষ্ট্রিকঃ।

সুরাষ্ট্রবিষয়ে যঃ স্যাৎ স সৌরাষ্ট্রিক উচ্যতে।

সৌরাষ্ট্রিক নামক বিষবৃক্ষ সুরাষ্ট্র দেশে উৎপন্ন হয়।

শৃঙ্গকঃ।

যস্মিন্ গোশৃঙ্গকে বদ্ধে দুগ্ধং ভবতি লোহিতম্।
স শৃঙ্গক ইতি প্রোক্তো দ্রব্যতত্ত্ববিশারদৈঃ॥

শৃঙ্গক অর্থাৎ শৃঙ্গীনামক বিষ গোশৃঙ্গে বদ্ধ করিয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিলে দুগ্ধ লোহিতবর্ণ হয়।

কালকূটঃ।

দেবাসুররণে দেবৈর্হতস্য পৃথুমালিনঃ।
দৈত্যস্য রুধিরাজ্জাতস্তরুরশ্বত্থসন্নিভঃ॥
নির্য্যাসঃ কালকূটোঽস্য মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সোঽহিচ্ছত্রে শৃঙ্গবেরে কোকণে মলয়ে ভবেৎ॥

অহিচ্ছত্র, শৃঙ্গবের, ও কোকণ প্রদেশে এবং মলয়পর্ব্বতে অশ্বত্থ সদৃশ এক প্রকার বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার নির্য্যাসের নাম কালকূট।

হালাহলঃ।

গোস্তনাভফলো গুচ্ছস্তালপত্রচ্ছদস্তথা।
তেজসা যস্য দহ্যন্তে সমীপস্থা দ্রুমাদয়ঃ॥
অসৌ হালাহলো জ্ঞেয়ঃ কিষ্কিন্ধায়াং হিমালয়ে।
দক্ষিণাব্ধিতটে দেশে কোকণেঽপি চ জায়তে॥

হালাহল নামক বিষবৃক্ষের পত্র তালপত্রের ন্যায়, ইহার অনেকগুলি ফল এক বৃন্তে উৎপন্ন হইয়া গুচ্ছাকারে অবস্থিতি করে, ঐ ফল সকলের আকার গোরুর স্তনের ন্যায়। ইহার তেজে সমীপস্থ বৃক্ষাদি দগ্ধ হইয়া যায়। ইহা হিমালয়, কিষ্কিন্ধ্যা ও কোকণ প্রদেশে এবং সাগরের তীর ভূমিতে উৎপন্ন হয়।

ব্রহ্মপুত্রঃ।

বর্ণতঃ কপিলো যঃ স্যাৎ তথা ভবতি সারকঃ।
ব্রহ্মপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো জায়তে মলয়াচলে॥

ব্রহ্মপুত্র নামক বিষ কপিলবর্ণ ও সারক। ইহা মলয় পর্ব্বতে জন্মে।

বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়ি চ বিকাশি চ।
আগ্নেয়ং বাতকফহৃদ্‌যোগবাহি মদাবহম্॥
তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্।
যোগবাহি ত্রিদোষঘ্নং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥
যে দুর্গুণা বিষেঽশুদ্ধে তে স্যুর্হীনা বিশোধনাৎ।
তস্মাদ্বিষং প্রয়োগেষু শোধয়িত্বা প্রয়োজয়েৎ॥

উল্লিখিত বিষ সমস্ত প্রাণনাশক, ব্যবায়ী, বিকাশী, অগ্নিগুণবহুল, বায়ুনাশক, কফঘ্ন, যোগবাহী ও মাদক। কিন্তু বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত স্থলে উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ইহা প্রাণরক্ষার হেতুভূত রসায়ন, যোগবাহী, ত্রিদোষনাশক, পুষ্টিকর ও বীর্য্যবর্দ্ধক হয় অবিশুদ্ধ বিষে যে সমস্ত অনিষ্টকর তীব্র গুণ আছে, শোধন দ্বারা উহারা

হীনবল হয়। অতএব প্রয়োগ কালে উহাদের শোধন আবশ্যক।

বিষস্য শোধনবিধিঃ ।

গোমূত্রে ত্রিদিনং স্থাপ্যং বিষং তেন বিশুধ্যতি।
রক্তসর্ষপতৈলাক্তে তথা ধার্য্যঞ্চ বাসসি॥
বিষস্ত ভক্ষণমাত্রা ১ যবঃ।

প্রথমতঃ বিষমূলকে কাটিয়া চক্রাকার খণ্ড সমস্তে বিভক্ত করিবে। ঐ চক্র সকলকে গোমূত্রে তিন দিন ভিজাইয়া রাখিয়া উহাদের ত্বক্ মোচন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। পরে একখানি বস্ত্র খণ্ড রক্ত সর্ষপের তৈলে সিক্ত করিয়া উহাতে ঐ বিষচক্র সকল তিন দিন বান্ধিয়া রাখিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা বিষ শোধিত হয়। বিষের মাত্রা ১ যব।

উক্ত ৯ প্রকার বিষের মধ্যে শৃঙ্গী নামক বিষই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপরগুলি সুপ্রাপ্য নহে।

অথোপবিষাণি ।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং লাঙ্গলী করবীরকঃ।
গুঞ্জাহিফেনধত্তূরাঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ॥
অন্যচ্চ। জয়পালঞ্চ ধুস্তূরবীজঞ্চ বিষতিন্দুকম্।
বিজয়া লাঙ্গলী গুঞ্জা করবীরাহিফেনকাঃ॥
স্নুহীক্ষীরমর্কক্ষীরমিত্যাদ্যুপবিষং স্মৃতম্।
ক্ষীরেণ পরিপূর্ণায়াং স্থাল্যামুপবিষং সুধীঃ॥
দোলাযন্ত্রে পচেৎ সম্যগ্বিশুধ্যতি ন সংশয়ঃ॥

জয়পাল, ধুতুরাবীজ, কুঁচিলা, সিদ্ধি, ইশলাঙ্গলা, কুঁচ, করবীর, অহিফেন, সিজের আটা ও আকন্দের আটা ইত্যাদিকে উপবিষ বলা যায়। দুগ্ধ পরিপূর্ণ হাঁড়ীতে দোলাযন্ত্রে পাক করিলে উপবিষ সমস্ত বিশুদ্ধ হয়।

জয়পালস্য বিশেষ[illegible] রীতি অবলম্বন

স্বিন্নং গোময়তোয়ে বা দুগ্ধে [illegible] সম্পাদন করা যায়,
খর্পরে মৃদুভৃষ্টং তন্নিঃস্নেহং[illegible]।
অন্যচ্চ। পত্রাঙ্কুরং পরিত্যজ্য[illegible]
খোলকে ভর্জয়িত্বা তু পুনর্বস্ত্রেণ [illegible]
মাতুলুঙ্গরসৈর্ভাব্যং বিশোষ্য গ্রাহয়েত্ততঃ।
জৈপালং শুদ্ধিমাপ্নোতি দোষং ত্যজতি নিশ্চিতম্॥
দুগ্ধেন কিঞ্চিৎ পেষয়েৎ। এবং দন্তীবীজশোধনম্।

জয়পাল বীজ দ্বিখণ্ড করিয়া তন্মধ্যস্থ বিষপত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোময়মিশ্রিত জলে বা দুগ্ধে পাক করিয়া খোলায় ঈষৎ ভাজিয়া তৈলহীন করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। অথবা জয়পালের পত্রাঙ্কুর পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ পেষণ পূর্ব্বক খোলায় ভাজিয়া বস্ত্র দ্বারা নিপীড়ন করিয়া টাবালেবুর রসে ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হয়। সচরাচর উহার বিষপত্র পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ৭ বার দুগ্ধে সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া লওয়া রীতি। লঘুদন্তীর বীজও এই প্রণালী অনুসারে শোধিত হইয়া থাকে।

বিষতিন্দুকস্য বিশেষশোধনম্ ।

ত্রিদিনং কাঞ্জিকে ন্যস্তঃ শুদ্ধঃ স্যাদ্বিষতিন্দুকঃ।

৩ দিন কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিলে কুঁচিলা বিশুদ্ধ হয়।

অথ কৃষ্ণসর্পবিষশোধনবিধিঃ ।

বিষেষু জঙ্গমাখ্যেষু গ্রাহ্যং নাগোদ্ভবং বিষম্।
এতদেব মহাশ্রেষ্ঠং ত্রিদোষক্ষপণং ক্রমাৎ॥
দীপনং কুরুতে সদ্যো বাড়বাগ্নিসমোপমম্।
সন্নিপাতপ্রতীকারপ্রভাবপ্রভুরুচ্যতে॥
নাগোদ্ভবং যথাপ্রাপ্তং বিষং গোমূত্রসংযুতম্।
আতপে ত্রিদিনং শুষ্কং নিহিতং বীর্য্যবৃদ্ধবেৎ॥

...বিষের মধ্যে কৃষ্ণসর্পবিষ ঔষধার্থ ...সর্পবিষ ত্রিদোষনাশক, ...প্তিকারক ও সান্নিপাতিক ... ৩ দিন গোমূত্রসংযুক্ত ...াইলে ইহা বিশুদ্ধ হয়।

মতান্তরম্।

যূনো বলবতো গ্রাহ্যং কৃষ্ণসর্পাদ্বিষং নবম।
তৎসার্ষপেণ তৈলেন সংপ্লুতং পরিশোষয়েৎ।
পর্ণতোয়ৈর্নিতম্বোত্থসীপত্রজৈ রসৈঃ।
ক্বাথেনাপি চ কুষ্ঠস্য ভাবয়েৎ তৎ ত্রিধা ত্রিধা।
তদেব সর্ব্বথা যোজ্যং নাবিশুদ্ধং কদাচন।
বিষমপ্যমৃতঞ্চৈবং মৃতসঞ্জীবনং পরম্।

যুবা ও বলবান্ কৃষ্ণসর্পের অভিনব বিষ গ্রহণ করিবে। যাহার বিষ একবার ভাঙ্গা হইয়াছে, তাহার বিষ ব্যবহার করা উচিত নহে। বিষ প্রথমতঃ সর্ষপ সিক্ত করিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে পানের রসে, বকবৃক্ষের ছালের বা পত্রের রসে ও কুড়ের ক্বাথে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিলে উহা বিশুদ্ধ হইবে। বিশুদ্ধ বিষ সান্নিপাতিক জ্বরাদিতে মহোপকারী। অপরিশুদ্ধ বিষ অব্যবহার্য্য।

দারুমুষাদীনাং শোধনম্।

দারুমুষারক্তশঙ্খ্যাদীনাং শোধনং হরিতালস্তেব জ্ঞেয়ম্।

দারুমুজ ও লালদারুমুজ প্রভৃতির শোধন হরিতালের ন্যায়।

গোদন্তশোধনবিধিঃ।

গোদন্তং ডমরৌ যন্ত্রে গোময়োপরিসংস্থিতে।
নাগবল্লীদলে ক্ষিপ্ত্বা পচেদ্‌যামচতুষ্টয়ম্।
অনেন বিধিনা চূর্ণং গৃহীত্বা পরিশোধিতম্।
মন্দেঽগ্নাবতিসারে চ জ্বরে জীর্ণে বলক্ষয়ে।
কুষ্ঠেষু কফরোগেষু পীনসেঽপিচ বৃদ্ধিষু।
যথাব্যাধ্যনুমানেন মাত্রয়া চ প্রয়োজয়েৎ।

ডমরুযন্ত্রে কিঞ্চিৎ গোময় ও তাহার উপরে একটী পান রাখিয়া উহার উপরে গোদন্ত প্রক্ষেপ করিয়া ৪ প্রহর পাক করিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিশোধিত গোদন্তচূর্ণ উপযুক্ত অনুপান সহিত যোগ্যমাত্রায় সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, অজীর্ণ, বল-হানি, কুষ্ঠ, বিবিধ কফজ পীড়া, পীনস ও বৃদ্ধিরোগের উপশম হয়।

রসচূর্ণম্।

বিংশত্যৌ সূতভাগেষু গন্ধকদ্রাবকঃ ক্ষিপেৎ।
দ্বাদশাংশমিতং পশ্চাৎ তাপয়েন্মৃদুবহ্নিনা।
নিরন্তরং সমাবর্ত্ত্য দ্রুতে সূতে চ সংহরেৎ।
ততো ভাগান্ দশৈশস্য ভাগান্ সপ্তাত্র সংক্ষিপেৎ।
কিঞ্চিদার্দ্রীকৃতাংস্তোয়ৈঃ সর্ব্বথা পরিমর্দ্দয়েৎ।
অথাত্র লবণং দত্বা পঞ্চাংশপ্রমিতং ভিষক্।
মর্দ্দয়িত্বা চ বিস্তীর্ণে যন্ত্রে তূর্ণং প্রপাতয়েৎ।
ততঃ সূতকণান্ সর্ব্বান্ গৃহীত্বা বিমলাম্ভসা।
ক্ষালয়িত্বা চ যোগেষু যোজয়েদ্বিধিনা সুধীঃ।
রসচূর্ণোঽয়ং নাম রেচনং পিত্তহৃৎ পরম্।
রসায়নং ক্রিমিঘ্নঞ্চ শোষণং দাহনাশনম্।
উপদংশহরং শ্রেষ্ঠং সন্নিপাতজ্বরে শুভম্।
বিস্ফোটশমনং লালাস্রাবণং কুষ্ঠসংহরম্।
জগতামুপকারার্থং শম্ভুনৈতদ্বিনির্ম্মিতম্।

মাত্রা—লালাদিস্রাবণার্থং ১ রক্তিকা। বিরে-চনপিত্তহরণক্রিমিনাশার্থং ৪ রক্তিকাঃ।

পারদ ২০ ভাগ ও গন্ধকদ্রাবক ১২ ভাগ একত্র মিলিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে সন্তপ্ত ও নিরন্তর বিলোড়িত করিয়া পারদ দ্রবীভূত হইলে উহা হইতে ১০ ভাগ গ্রহণ করিয়া তাহাতে ৭ ভাগ পারদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলসংযোগে অল্প

আর্দ্র করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে উহা ৫ অংশ লবণের সহিত মর্দ্দন করিয়া বৃহৎযন্ত্রে স্থাপনপূর্ব্বক উর্দ্ধপাতন করিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত পারদের দানা সকল নির্ম্মল জলে ধৌত করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিবে। ইহার নাম রসচূর্ণ। রসচূর্ণ বিরেচক, পিত্তঘ্ন, রসায়ন, ক্রিমিনাশক, শোষক, দাহনিবারক, ও লালাস্রাবক। উপদংশ, সান্নিপাতিক জ্বর, বিসূচিকা ও কুষ্ঠ-রোগে ইহার দ্বারা অনেক উপকার হয়।

ভল্লাতকস্য শোধনবিধিঃ।

ভল্লাতকানি পক্কানী সমানীয় ক্ষিপেজ্জলে।
মজ্জন্তি যানি তত্রৈব শুদ্ধ্যর্থং তানি যোজয়েৎ।
ইষ্টকাচূর্ণনিকষৈর্ব্বর্ষণান্নির্ব্বিষং ভবেৎ।
মাত্রা ৪ রক্তিকাঃ।

পক্ক ভল্লাতক ফল সমস্ত, জলে নিক্ষেপ করিলে যেগুলি ডুবিয়া যাইবে, সেইগুলি শোধনার্থ লইবে। উহাদিগকে ইটের গুঁড়া দিয়া ঘর্ষণ করিলে উহারা নির্বিষ হয়। ইহার মাত্রা ৪ রতি।

মৎস্যাদিপিত্তশোধনবিধিঃ।

মৎস্যাদিপিত্তং সংশুষ্কং নিম্বদ্রাবৈর্বিভাবিতম্।
দিনান্তে শুদ্ধিমায়াতি সত্যং গুরুবচো যথা।

মৎস্য প্রভৃতির পিত্ত একদিন নিম্বরসে সিক্ত করিয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয়।

গুগ্গুলুশোধনবিধিঃ।

ক্বাথে হি দশমূলস্য দোলে প্রক্ষিপ্য গুগ্গুলুম্
আলোড্য বস্ত্রপূতং তং চণ্ডাতপবিশোষিতম্।
ঘৃতাক্তং পিণ্ডিতং কুর্য্যাৎ শুদ্ধিমায়াতি গুগ্গুলুঃ।

অন্যচ্চ।

অমৃতায়াঃ কষায়েণ শোষয়ি[illegible]
গৃহ্ণীয়াদাতপে শুষ্কং তথাব[illegible]

অন্যচ্চ।

দুগ্ধে বা ত্রিফলাক্বাথে দোলাযন্ত্রে [illegible]
বাসসা গালিতো গ্রাহ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু গুগ্গুলুঃ।
মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

গুগ্গুলুস্থ কেশ ও মলাদি বিক্ষেপণপূর্ব্বক উহাকে উষ্ণ দশমূলের ক্বাথে গুলিয়া ছাঁকিয়া ঘৃতযোগে পিণ্ডাকৃতি করিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা গুগ্গুলু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। দশমূলের ক্বাথের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চের ক্বাথ দ্বারাও কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। অথবা দুগ্ধ বা ত্রিফলার ক্বাথের সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া বস্ত্রদ্বারা গালিত করিয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হয়। ইহার মাত্রা ৪ মাষা।

নখীশোধনবিধিঃ।

চণ্ডীগোময়তোয়েন যদি বা তিন্তিড়ীজলৈঃ।
নখং সংক্বাথয়েদেভিরলাভে মৃণ্ময়েন তু।
পুনরুদ্ধৃত্য প্রক্ষাল্য ভর্জ্জয়িত্বা নিষেচয়েৎ।
গুড়পথ্যাম্বুনা হ্যেবং শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

চণ্ডী মহিষী। উক্তং হি, মহিষী চোচ্যতে চণ্ডী সৌরভী চ নিগদ্যতে ইতি। অস্যা গোময়ং মঙ্গল্যমিত্যর্থঃ। কিন্তু গোময়েনাপ্যুৎস্বেদ উক্তঃ যথাহ—গোবিট্কাঞ্জিকচিঞ্চাম্বুস্বিন্নেতি। তিন্তিড়ীজলৈরিতি [তিন্তিড়ীফলসলিলৈরিত্যর্থঃ। অলাভে মৃণ্ময়েনেতি : কৃষ্ণমৃত্তিকামিশ্রিতজলেনে-ত্যর্থঃ।

মহিষীর মলমিশ্রিত জলে, কাঁচা তেঁতু-লের রসে বা ক্বাথে, কৃষ্ণমৃত্তিকা মিশ্রিত জলে কিংবা গোময় সংযুক্ত জলে সিদ্ধ করিয়া ও ভাজিয়া কিয়ৎক্ষণ গুড়ের

হরীতকীর জলে ভিজাইয়া রাখিলে নখী বিশুদ্ধ হয়। মাত্রা ৬ রতি।

হিঙ্গুশোধনবিধিঃ।

অঙ্গারস্থে লৌহপাত্রে সঘৃতে রামঠং ক্ষিপেৎ।
চালয়েৎ কিঞ্চিদারক্তবর্ণং যোগেষু যোজয়েৎ।
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

প্রদীপ্ত অঙ্গারের উপর কোন লৌহপাত্র স্থাপন ও তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত প্রক্ষেপণ করিয়া উহাতে হিঙ্গু ভাজিবে। হিঙ্গু ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে তুলিয়া লইবে। এইরূপ বিশোধিত হিঙ্গু কার্য্যে প্রয়োজ্য। মাত্রা ৬ রতি।

নরসারশোধনবিধিঃ।

নরসারো ভবেচ্ছুদ্ধশ্চূর্ণতোয়ে বিপাচিতঃ।
দোলাযন্ত্রেণ যত্নেন ভিষগ্‌ভির্যোগসিদ্ধয়ে।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

দোলাযন্ত্রে চূণের জলে পাক করিলে নিশাদল বিশুদ্ধ হয়। ইহার মাত্রা ১ মাষা।

নরসারস্যাপরঃ শোধনবিধিঃ।

নরসারং বিনিক্ষিপ্য তোয়েঽত্যুষ্ণে বিমর্দ্দ্য চ।
পৃথুনা বাসসা চাথ স্রাবয়েদখিলং জলম্।
শীতীভূতে জলে তস্মিন গৃহ্ণীয়াৎ তমধোগতম্।
এবং বিশোধিতং সর্ব্বকার্য্যেষু পরিযোজয়েৎ।

নিশাদল অত্যুষ্ণ জলে ফেলিয়া মর্দ্দন করিয়া স্থূল বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া ঐ জল কোন পাত্রে রাখিবে। জল শীতল হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে দৃষ্ট হইবে, নিশাদলের দানা সকল সংযুক্ত হইয়া নিম্নে সঞ্চিত হইয়াছে। ঐ দানা সকল বিশুদ্ধ নিশাদল। এইরূপ বিশুদ্ধ নিশাদল ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য।

যবক্ষারঃ।

গঙ্গাতীরমৃদা বিলোড্য সলিলে সংস্রাব্য যত্নেন চ
তোয়েঽস্মিংস্তৃণরাশিভস্মনিখিলং নিক্ষিপ্য তত্তাপয়েৎ
ভূয়োঽস্মিন্ পরিগালিতে চ বিধিনা গাঢ়ীকৃতে বহ্নিনা
যাবক্ষারকণাঃ পরস্পরযুতা জায়ন্ত ইত্যদ্ভুতম্।
অন্যস্যা অপি মৃত্তিকাঃ সলবণা ভূমের্বিগৃহ্যাম্বুনা
স লোড্যৌদ্ভিদভস্মভিঃ পরিপচেদ্বিস্রাব্য যত্নাত্ততঃ
এতেনাপি চ লভ্যতে সুবিমলঃ প্রাগ্বদ্ যবক্ষারক-
স্তং সংশোধ্য বিধানতো বিমলধীর্যোগেষু দদ্যাদ্ভিষক্

গঙ্গাতীর বা অন্যস্থানের লোণা মৃত্তিকা জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ইহার সহিত তৃণ বা অন্য কোন উদ্ভিদের ভস্ম মিশ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পাক করিবে। পরে জল ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার তীব্র অগ্নিতে পাক করিয়া গাঢ় করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা যাবক্ষারিক কণা সকল দানা বাঁধিয়া নিম্নে সঞ্চিত হইবে। এস্থলে যবক্ষার শব্দে সোরা বুঝিতে হইবে।

অথাস্য শোধনবিধিঃ।

অত্যুষ্ণে সলিলে ক্ষারং দ্রবীকুর্য্যাদ্বিমর্দ্দ্য তম।
শীতীভূতে জলে তস্মিন্ গৃহ্ণীয়াৎ তমধোগতম্।
এবং বিশোধিতঃ ক্ষারঃ শীতলো জ্বরবেগহৃৎ।
ঔপসর্গিকমেহে চ শ্বাসকৃচ্ছ্রে সুদারুণে।
মসূরিকায়াং রোমান্তিজ্বরে শোথে ক্ষতেঽসৃজি।
আমবাতে চ পিত্তাস্রে কৃচ্ছ্রাদিষপি শস্যতে।

পূর্ব্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত সোরাকে অত্যুষ্ণ জলে মর্দ্দন করিয়া দ্রবীভূত করিবে। পরে জল শীতল হইলে নিম্নে সঞ্চিত নির্ম্মল সোরার দানা সকল গ্রহণ করিবে। এইরূপে শোধিত সোরাকে কলমী সোরা বলে। ইহা শীতল ও জ্বরবেগ নিবারক। ঔপসর্গিক মেহ,

শ্বাসকৃচ্ছ্র, বসন্ত, ছামজ্বর, শোথ, রক্তস্রাব, আমবাত, রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে ইহা হিতকর।

যবক্ষারদ্রাবকম্ ।

সোরকাষ্টপলং গ্রাহ্যং গন্ধদ্রাবাচ্চতুঃপলম্ ।
বকযন্ত্রে পরিক্ষিপ্য ক্রমেণাগ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ ।
এতেনৈব যবক্ষারদ্রাবকং বিধিনা ভবেৎ ।
আধারে সঞ্চিতং তদ্ধি বহ্নিবীর্য্যং প্রদাহকম্ ।
পিত্তঘ্নং বহ্নিকৃদ্বল্যং যকৃদ্দোষনিবারকম্ ।
প্লীহাভিবৃদ্ধৌ কাসে চ বহ্নিমান্দ্যে বলক্ষয়ে ।
মধুমেহে মূত্রদোষে বিকারে চৌপদংশিকে ।
ক্লিন্নব্রণে চ লেপার্থং দ্রাবকং পরিশস্যতে ।
নির্জ্জলং নৈব সেবেত তোয়ৈঃ পঞ্চগুণৈর্যুতম্ ।
পিবেদ্বিন্দুমিতং তত্তু সর্ব্বব্যাধিনিবৃত্তয়ে ।

৮ পল সোরা ও ৪ পল গন্ধকদ্রাবক একত্রে বকযন্ত্র মধ্যে রাখিয়া নিম্নে অগ্নি প্রজ্ব-লিত করিবে। ক্রমে অগ্নি তীব্রতর করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা আধারভাণ্ডে দ্রাবক সঞ্চিত হইবে। যবক্ষার দ্রাবক পিত্তঘ্ন, বলকর ও যকৃদ্দোষ নিবারক। প্লীহ-বৃদ্ধি, কাস, অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, মধুমেহ, মূত্রদোষ ও ঔপদংশিক বিকৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারক। ক্লিন্ন (পচা) ক্ষত ইহার প্রয়োগে প্রশমোন্মুখ হয়। নির্জ্জল দ্রাবক অতিশয় দাহক, অতএব জল সহ সেবন কর্ত্তব্য। মাত্রা ১ বা ২ বিন্দু, ৫ গুণ জলের সহিত সেবনীয়।

রসাঞ্জনশোধনবিধিঃ ।

তোয়েঽত্যুষ্ণে পরিক্ষিপ্য দ্রবীকুর্য্যাদ্রসাঞ্জনম্ ।
বাসসা স্রাবয়িত্বাথ শোষয়েত্তাম্ররশ্মিনা ।
এবং বিশোধিতং সর্ব্বকার্য্যেষু পরিযোজয়েৎ ।
বিশুদ্ধং নাশয়েদ্ব্যাধীন্ নাবিশুদ্ধং কদাচন ।

রসাঞ্জন অর্থাৎ রসোতকে অত্যুষ্ণ জলে দ্রব করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ রসায়ন ঔষধার্থ প্রয়োজ্য।

জীরকাদিশোধনবিধিঃ ।

জীরকদ্বয়ধন্যাকমেথিকেন্দ্রযবং ক্রমাৎ ।
ভৃষ্টা গ্রাহ্যং বিশেষেণ শুদ্ধিরেষাং ন সংশয়ঃ ।

জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধন্যা, মেথী ও ইন্দ্রযব ইহাদিগকে অল্প ভাজিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়।

কটুকাতিবিষয়োঃ শোধনবিধিঃ ।

দোলায়াং গোময়ক্বাথে পচেদতিবিষাং তথা ।
কটুকীমুষ্ণদুগ্ধেন প্রক্ষাল্য গ্রাহয়েদপি ।

দোলাযন্ত্রে গোময়ের ক্বাথে পাক করিলে আতইচ ও উষ্ণদুগ্ধে পাক করিলে কটুকী বিশুদ্ধ হয়। পাকান্তে উহাদিগকে প্রক্ষালন করিয়া লওয়া উচিত।

কৃপালেশাদ্যস্যাঃ সৃজতি রসজা বিশ্বমেতদ্বিধাতা
হরিঃ সম্যক্‌সৈবং নিখিলনিলয়ঃ পাতি নিত্যং মহিম্না ।
কীণাশীশো নাশং নয়তি তমসা তাং হি নত্বাজশক্তিং
ময়া সূত্রস্থানং সমুপচিতভৃতা বর্ণিতং তৎপ্রসাদাৎ ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানে সূত্রস্থানং সমাপ্তম্ ।